This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 3F2I X

Digitized by Google

HARVARD LAW SCHOOL
LIBRARY

Received APR 15 1936

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

THE ACTS OF THE SUPREME COUNCIL OF THE GOVERNOR-GENERAL OF INDIA.

BENGALEE EDITION.

FOR THE YEARS
1838 TO 1850.

CALCUTTA:
PRINTED FOR THE GOVERNMENT,
AT THE BENGAL MILITARY ORPHAN PRESS,
BY W. PALMER.
1851.

Digitized by Google

Ind
132
838-
850

APR 15 1936
4/15/36

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১ মার্চ তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের সংযুক্ত প্রথম নম্বরের তক্তে যে ব্যক্তিদের নাম আছে তাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১৪ মার্চ তারিখ অবধি বণ্ড অর্থাৎ একরার বা অন্য কোনক্রমে জিনিস গুদামজাতকরণের নিমিত্তে চার্টরী ক্ষমতাবিশিষ্ট সমাজ হইবেন এবং তাহার নাম "বাঙ্গাল বণ্ডেড উএরহৌস আসোসিয়েসন" অর্থাৎ "বাঙ্গলার একরারী গুদামের সমাজ" ইতি।

২ ধারা।

এবং এ ধারানুসারে হুকুম হইল যে উপরের লিখিত সমাজ আপনার চার্টরঘটিত নামে নালিশ করিবেন এবং তাঁহার ঐ নামে নালিশ হইবেক এবং ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরা সময়২ যে সামাজিক মোহর নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহা লইয়া ব্যবহার করিবেন এবং ঐ সমাজ সমস্ত প্রকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং স্বামিত্বরূপে রাখিতে পারেন এবং বন্ধকক্রমে লইয়া রাখিতে পারেন ও হস্তান্তর করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে চার্টরপাওয়া ব্যক্তিরা ঐ সমাজের কার্য্যের নিমিত্তে যে ১০,০০,০০০/ দশ লক্ষ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা ঐ সমাজের মূল ধন হইবেক এবং তাহা পাঁচশত২ টাকা করিয়া দুই হাজার অংশে যাইবেক এবং এই আইনের দ্বারা চার্টরপাওয়া প্রত্যেক জন যত পাঁচ হাজার স্বাক্ষর করেন তাহার নিমিত্তে ঐ মূল ধনের এক সের অর্থাৎ অংশ পাই

৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ মূল ধনের অংশের অংশিদিগের নাম ও বাসস্থান ইত্যাদি এবং বাসস্থান ও প্রত্যেক অংশির যত অংশ থাকে তাহা ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরা এক বহীতে রেজিষ্টরী করাইবেন এবং ঐ অংশসকল সেই বহীতে ১ এক সংখ্যাইত্যাদি করিয়া সংখ্যাকরা থাকিবেক এবং সেই বহী উক্ত সমাজের দফতরখানায় রাখা যাইবেক ও কার্য্যের সামান্য সময়ে সকল লোকের দেখিবার নিমিত্তে সেই স্থানেই খোলা থাকিবেক ইতি।

Digitized by Google

৫ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের তিন জন অধ্যক্ষের দস্তখতী এক সর্টিফিকট্ ঐ মূল ধনের প্রত্যেক অংশিকে দেওয়া যাইবেক এবং যে অংশির কএক অংশ থাকে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার সমস্ত অংশের এক সর্টিফিকট্ বা প্রত্যেক অংশের এক২ সর্টিফিকট্ কিম্বা নানা সংখ্যার অংশের নানা সর্টিফিকট্ লইতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ মূল ধনের এক বা ততোধিক অংশের এক বা ততোধিক অংশির দ্বারা কিম্বা ঐ অংশির রীতিমতে নিযুক্তহওয়া মোক্তারকারের দ্বারা ঐ অংশ বা অংশসকলের সর্টিফিকট্ 'ইণ্ডর্সমেণ্ট' অর্থাৎ পৃষ্ঠে দস্তখৎকরণের দ্বারা হস্তান্তর হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাঁহার নাম বিশেষরূপ ঐ পৃষ্ঠের দস্তখতে লিখিতে হইবেক এবং ঐ সমাজের দফ্তরখানায় রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে বহী থাকে যাবৎ ঐ বহীতে রেজিষ্টরী না হয় এবং ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরা যে কর্ম্মকারককে রেজিষ্টরীর কর্ম্মে নিযুক্ত করেন্ যাবৎ, সেই কর্ম্মকরক রেজিষ্টরী হওনের নিদর্শন ও তারিখ ঐ দস্তখতী সর্টিফিকটে না লেখেন্ তাবৎ এরূপ পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের দ্বারা ঐ অংশ বা অংশসকল হস্তান্তরকরা সিদ্ধ হইবেক নাইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ মূল ধনের অংশের যে প্রত্যেক অংশী ঐ ধনের অংশিত্বহইতে রহিত হইবেন তিনি এই আইনক্রমে সৃষ্টিহওয়া চার্টরী সমাজেরও নিরংশী হইবেন এবং যে ব্যক্তি ঐ মূল ধনের অংশী হইবেন তিনি এই আইনের দ্বারা সৃষ্টিকরা চার্টরী সমাজের অন্তঃপাতী হইবেন এবং তাঁহার ঐ মূল ধনের অংশ বা অংশসকল প্রযুক্ত তিনি ঐ মূল ধনের আসল অংশিরদের যে দায় সেই দায়ের দায়ী হইবেন ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ৬ ছয় জন অধ্যক্ষের দ্বারা ঐ সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক এবং ফ্রান্সিস মেকনাটন ও যোজেফ ওয়াকর জাস্পর উসলি ও রিচার্ড হৌ কাকরেল এবং আলেকজান্দর কালবিন এবং যোজেফ উইলিস এবং জেমস চর্চ ঐ সমাজের প্রথম অধ্যক্ষ হইবেন ইতি।

৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের প্রত্যেক অধ্যক্ষ অংশিরদের

Digitized by Google

ণ বৈঠকের হুকুমানুসারে কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন্ এবং ঐ সমাজের ভাবি প্রত্যেক অধ্যক্ষ সেইরূপ সাধারণ বৈঠকে মনোনীত হইবেন ইতি।

১০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে গুলিবাঁটের দ্বারা এই ক্রম হইবেক যে প্রতিবৎসরের ১৫ মে তারিখের পর ামবার হয় তাহাতে দুই জন অধ্যক্ষ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন এবং প্রতিবৎসরের ১৫ ে তারিখের পর যে সোমবার হয় তাহাতে অংশিরদের সাধারণ বৈঠক হইয়া ২ দুই জন অধ্যক্ষ মনোনীত হইবেন এবং এই ক্রমের দ্বারা যে কর্ম্মাধ্যক্ষ অবসর হন্ তিনি তাহার অব্যবহিত পর বৎসরের ১৫ মে তারিখের পর যে সোমবার হয় তাহার পুর্ব্বে পুনর্ব্বার মনোনীত হইতে পারিবেন না ইতি।

১১ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত ক্রমের নিয়মের দ্বারাব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে যদি ঐ সমাজের কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ অধ্যক্ষতা কর্ম্মহইতে অবসর হন্ তবে ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরা পশ্চাৎ লিখিতব্য এত্তেলাদেওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তাঁহার পরিবর্ত্তে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার নিমিত্তে অংশিরদিগকে উপরি এক সাধারণ বৈঠকে আহ্বান করিবেন এবং ঐ পদস্থ ব্যক্তি যে কর্ম্মাধ্যক্ষের পরিবর্ত্তে নিযুক্ত হন্ তাঁহার পুর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা তাঁহার হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি নিজের টাকায় ঐ সমাজের মূল ধনের ১৫ পোনের অংশের অংশী না হইলে এবং তাঁহার মনোনীতহওনের দিব সাপেক্ষা তিন মাসের কম না হয় এত পুর্ব্বে তাঁহার ঐ অংশ তাঁহার নামে রেজিষ্টরী না হইলে তিনি ঐ সমাজের অধ্যক্ষতা কর্ম্মে মনোনীত হইতে পারিবেন না ইতি।

১৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর ব্যাপ্য দেশবাসী না হন্ তবে তিনি ঐ সমাজের অধ্যক্ষ হইতে পারিবেন না ইতি।

১৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে প্রতিবৎসরে অন্যূন ২ দুইবার অর্থাৎ ১৫ মে

Digitized by Google

তারিখের পর যে সোমবার হয় এবং ১৫ নবেম্বর তারিখের পর যে সোমবা. তাহাতে ঐ অংশিরদের নিয়মিত সাধারণ বৈঠক হইবেক এবং ঐ নিরূপিত প্র বৈঠকে ঐ সমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা ঐ সমাজের কার্য্যের অবস্থার বিষয়ের লিখিত এ রিপোর্ট অর্থাৎ বিবরণপত্র দিবেন এবং জমা ওয়াসীল বাকীর এক ফর্দ্দ দিবেন। এবং ঐ সাধারণ বৈঠকে সমাগত অংশিরা ঐ সমাজের প্রাপ্তিহইতে এক ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ প্রাপ্তি বণ্টনের হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু যাহাতে ঐ সমাজের মূল ধন কম হয় এমত কোন ডিবিডেণ্ড দেওয়া যাইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের কোন নিয়মিত সাধারণ বৈঠকে সমাগত অংশিরা এমত হুকুম করিতে পারেন্ যে ঐ বৈঠক তাহার পর কোন দিন পর্য্যন্ত মুলতবী থাকে এবং যে দিনপর্য্যন্ত মুলতবী রাখা যায় সেই দিনে পূর্ব্ব বৈঠকের কার্য্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইতে পারেন্ এবং প্রথম বৈঠকের দিনে যে কার্য্য করিতে ক্ষমতা ছিল পরের বৈঠকের দিবসেও সেই কার্য্য করিতে ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের উপরি সাধারণ বৈঠক করিবার নি মিত্তে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে ঐ সমাজের উপরি সাধারণ বৈঠক হইতে পারে। কিন্তু ১৪ চৌদ্দ দিনের কম না হয় এত পূর্ব্বে এত্তেলা না দেওয়া গেলে এবং ঐ এত্তেলা কলিকাতার অন্যূন ২ দুই সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হইলে সেইরূপ কোন উপরি সাধারণ বৈঠক হইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে অংশিরদের সাধারণ বৈঠকে মনোনীতকর ণের কার্য্য এবং অন্য কোন কার্য্য অধিকাংশের সম্মতিক্রমে স্থির হইবেক এবং কোন অংশির ঐ সমাজের মূল ধনের দুই বা ততোধিক অংশ না থাকিলে এবং ঐ অংশ তিন মাসের কম না হয় এত পূর্ব্বে তাঁহার নামে রেজিষ্টরী না হইয়া থাকিলে তিনি বোট অর্থাৎ মতামত জানাইতে পারিবেন না ইতি।

১৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সাধারণ বৈঠকে কোন অংশির ৮ বোটের অধিক অর্থাৎ মতামতদেওনের ক্ষমতা হইবেক না এবং অংশিরা নীচের লিখিতব্য শ্রেণীর অনুসারে আপনারদের বোট অর্থাৎ মতামত জানাইবেন।

Digitized by Google

২ দুই অংশ যাঁহার আছে তাঁহার			১ বোট হইবেক।	
৪	ঐ	ঐ	২	ঐ
৬	ঐ	ঐ	৩	ঐ
১০	ঐ	ঐ	৪	ঐ
২০	ঐ	ঐ	৬	ঐ
৩৫	ঐ	ঐ	৭	ঐ
৫০	ঐ	ঐ	৮	ঐ

১৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি একহইতে অধিক ব্যক্তি বাণিজ্যের বখরা দার হইয়া উক্ত মূল ধনের দুই বা ততোধিক অংশের সাধারণ অংশী হন্ এবং যদ্যপি তাঁহারা সাধারণে বোট বা বোটসকল দিতে সম্মত হন্ তবে তাঁহারদের ঐ সাধারণ বোট বা বোটসকল এক অংশির এক কি ততোধিক বোট যেরূপে গ্রাহ্য হইত সেই রূপে সর্ব্ব প্রকারে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সাধারণ বৈঠকে যে অংশির মতামতদেওনের ক্ষমতা আছে তিনি অন্য কোন অংশিকে আপনার দস্তখৎকরা অথবা তন্নিমিত্ত নিযুক্তহওয়া কোন মোখ্তারকারের দস্তখৎকরা সামান্য অথবা বিশেষ এবং নির্দ্ধারিত বা অনির্দ্ধারিত প্রতিনিধির পত্র দিতে পারেন্। এবং যে অংশিকে ঐরূপ প্রতিনিধিপত্র দেওয়া গিয়াছে তিনি ঐ প্রতিনিধিপত্রের মর্ম্মানুসারে প্রতিনিধি পত্রদেওনিয়া অংশির হইয়া বোট দিতে পারেন্ ইতি।

২১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরদিগকে গুদাম ক্রয়করণের অথবা তাহা নির্ম্মাণকরণের ও তাহার মধ্যে দ্রব্য গুদামজাতকরণের বা একরারক্রমে রাখণের নিমিত্তে ঐ সমাজের ধন ব্যয় করিতে এবং তাহার নিমিত্তে চুক্তি করিতে এবং চুক্তি সম্পন্ন করিতে এবং তাহার নিমিত্তে যে২ চাকরের আবশ্যক হয় তাহারদিগকে নিযুক্ত ও তগীর করিতে এবং ঐ সমাজের নিয়মে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে ঐ সমাজের সামান্যতঃ সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে ও ঐ সমাজের মোহর রাখিতে ও ঐ সমাজের সমস্ত ব্যাপারে ঐ মোহর লইয়া ব্যবহার করিতে ক্ষমতা দেওয়া গেল। কিন্তু ৩ তিন জন অধ্যক্ষের সাক্ষাৎকার ও অনুমতিবিনা কোন নিদর্শনপত্রে কখনো ঐ মোহর করা যাইবেক না এবং ঐ অধ্যক্ষেরদের বর্ত্তমান থাকনের এবং অনুমতিদেওনের চিহ্নস্বরূপ ঐমত প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে তাঁহারা দস্তখৎ করিবেন ইতি।

Digitized by Google

২২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষেরদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তাঁহারা অংশিরদের স্থানে এইমত এক বা ততোধিক কিস্তির টাকা তলব করেন্ যে পূর্ব্বের দেওয়া কিস্তিসমেত প্রত্যেক অংশের শতকরা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এবং অংশিরা সাধারণ বৈঠকের বোটের দ্বারা ততোধিক টাকা তলব করণের হুকুম না দিলে ততোধিক টাকার তলব হইবেক না। কিন্তু মূল ধনে আপন২ অংশের পরিমাণদৃষ্টে এক অংশিঅপেক্ষা অন্য কোন অংশির স্থানে অধিক টাকা তলব হইবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

এবংএই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইহার পূর্ব্বের ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কোন অংশির উচিত মতে কিস্তির টাকা দিতে তলব হইলে যদ্যপি তিনি ঐ টাকাদেওনের নিরূপিত দিবসে তাহা না দেন্ তবে উক্ত সমাজ ঐ বাকী টাকার সালিয়ানা শতকরা ১০৲ টাকা করিয়া সুদের হিসাবে সুদের দাওয়া ঐ অংশির স্থানে করিতে পারেন্। এবং ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরদের উচিত যে ঐ অংশির যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ প্রাপ্তির ভাগ পাওনা হয় তাহা ঐ কিস্তি এবং ঐ সুদ পরিশোধকরণার্থে লন্ এবং ঐরূপে লওয়া প্রত্যেক ডিবিডেণ্ড উক্ত সমাজের বহীতে ঐ অংশির নামে জমা করেন্ ইতি।

২৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে অংশী পূর্ব্বোক্তমতে কিস্তির টাকা এবং সুদ না দেন্ তিনি আপন অংশ হস্তান্তর করিলে তাহা রেজিষ্টরী করিতে ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরা অস্বীকৃত হইতে পারেন্ এবং ঐ কিস্তি ও সুদ দেওনের এত্তেলা ঐ অধ্যক্ষের দ্বারা সেই অংশিকে কি তাঁহার উচিতমত নিযুক্তহওয়া এক বা ততোধিক মোক্তারকারকে দেওয়া গেলে পর যদ্যপি ২ দুই মাসের মধ্যে ঐ কিস্তির টাকা ও সুদ না দেওয়া যায় তবে ঐ অধ্যক্ষেরদের উচিত যে ঐ কিস্তির টাকা ও সুদ পরিশোধকরণার্থে যেপর্য্যন্ত আবশ্যকহয় সেইপর্য্যন্ত ঐ অংশির এক বা ততোধিক অংশ নীলাম করেন্ এবং নীলামের পর ঐ এক বা ততোধিক অংশের ক্রেতাকে এক কি ততোধিক নূতন সর্টিফিকট্ দেন্ তাহাতে ঐ এক কি ততোধিক অংশের পূর্ব্বের দেওয়া এক কিম্বা ততোধিক সর্টিফিকট্ বাতিল হইবেক এবং ঐ কিস্তির টাকা ও সুদ পরিশোধ হইলে যদ্যপি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ঐ এক বা ততোধিক অংশের অংশির দাওয়াক্রমে তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং তাহার দাওয়া না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ সমাজের বহীতে তাঁহার নামে জমা থাকিবেক কিন্তু তাহার উপর কিছু সুদ চলিবেক না ইতি।

২৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সাধারণ ব্যক্তিরদের পরওয়ানাহওয়া গুদা

Digitized by Google

মের বিষয়ে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনে যে বিধি আছে তাহা উক্ত সমাজ যে২ গুদামে এক রারক্রমে দ্রব্য লইয়া রাখেন্ সেই গুদামের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

২৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত সমাজের গুদামজাতহওয়া দ্রব্যের আমদানীর সম্পূর্ণ মাসুল দেওনবিষয়ে অথবা ঐ দ্রব্য উচিতমতে রফ্তানীকরণের বিষয়ে ঐ সমাজ আপনার মোহরযুক্ত বণ্ড অর্থাৎ একরারের দ্বারা সাধারণ জামিন্ দিতে পারেন্। এবং ঐ সমাজ এইরূপ একরারনামা দিলে অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে সেইরূপ জামিন তলব হইবেক না ইতি।

২৭ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত সমাজের অধ্যক্ষেরা নানা সময়ে যে হারে আপন গুদামে জিনিস লইয়া রাখিবেন ও যে হারে আপন ঘাটে দ্রব্য লইবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং ঐ হারের এক তফসীল উক্ত সমাজের প্রত্যেক গুদামে ও ঘাটে লট্কান যাইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের গুদামে যখন কোন দ্রব্য দাখিল হইবেক তখন ঐ সমাজের সেক্রেটারী সাহেব সেক্রেটারীর পদোপলক্ষে আপনার দস্তখৎকরা রসীদ জিনিস দাখিলকরণিয়া ব্যক্তিকে দিবেন এবং ঐ রসীদ এই আইনের দ্বিতীয় নম্বরের তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রমে সাধ্যানুসারে অবিকল লেখা যাইবেক। এবং ঐ রসীদের পৃষ্ঠে দস্তখৎকরণপূর্ব্বক তাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে এবং যে নিয়মে দ্রব্য প্রথম গুদামজাতকারি ব্যক্তি তাহা লইয়া যাইতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন সেইরূপে যে ব্যক্তিকে পৃষ্ঠে দস্তখতের দ্বারা তাহা দেওয়া গিয়া থাকে তিনি ঐ রসীদের নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য লইয়া যাইতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

২৯ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের নামে যে২ নালিশ করিতে হয় তাহা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টে করিতে হইবেক এবং অন্যত্র করিতে হইবেক না ইতি।

৩০ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের যে কোন রকম বা প্রকার মূল ধন

Digitized by Google

থাকে তাহা এবং উক্ত সমাজ সেই মূল ধনেতে ক্রয়করা যে সকল ভূমি ও গুদাম ও বসতবাটী এবং বাটী ও উত্তরাধিকারিত্বের যোগ্য বিষয় ও ভূমি এবং সম্পত্তির কোন প্রকারে দখীলকার হন্ অথবা অধিকারী হন্ বা স্বত্বপ্রাপ্ত হন্ তাহা ঐ অংশিরা এবং তাহার পর ভাবি অংশিরা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় অথবা 'চাটল' নামক স্বত্বের ন্যায় ধার্য্য ও ভোগ করিবেন এবং স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ধার্য্য ও ভোগ করিবেন না ইতি।

৩১ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে অংশের অংশিরদের দায় নির্ণয়করণার্থে এবং তাঁহারদিগকে ও তাঁহারদের বিশেষ২ উত্তরাধিকারী এবং অসি ওধনাধ্যক্ষ বা তাঁহারদের স্থলাভিষিক্ত কিম্বা আসৈনিকে বেঝুঁকি রাখিবার নিমিত্তে হুকুম হইল যে কোন অংশী বা তাঁহার উত্তরাধিকারী বা অসি কি ধনাধ্যক্ষ কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত কিম্বা আসৈনি কোন প্রকারে ঐ সমাজের অথবা তাহার অধ্যক্ষেরদের কি তাহার সেক্রেটারীর কোন কর্ম্ম বা কার্য্য কি বন্দোবস্ত অথবা দায়ের বিষয়ে অথবা কোন নালিশের কি মোকদ্দমার কোন ডিক্রী অথবা ফয়সলার বিষয়ে অংশিহওয়াপ্রযুক্ত কোন এক বা ততোধিক ব্যক্তির নিকটে দায়ী হইবেন না। কিন্তু শেষোক্ত নিমিত্তে যে এক বা ততোধিক ব্যক্তির আইন মতে বা ন্যায্যরূপে কোন দাওয়া থাকে অথবা শেষোক্ত প্রকারে যে কোন ব্যক্তি কোন ডিক্রী বা ফয়সলা পাইয়া থাকেন্ তিনি ঐ সমাজের দাখিলহওয়া সমস্ত মূল ধন ও জমা হওয়া টাকা ও ভূমি ও বসতবাটী ও বাটী ও উত্তরাধিকারিত্বের যোগ্য বিষয় ও যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার বিষয় উক্ত সমাজের সেই সময়ে থাকে বা তাহাতে ঐ সমাজের অধিকার থাকে কেবল তাহার মোটহইতে আপনার দাওয়ার কি পাওনার কি ডিক্রীর কি ফয়সলার টাকা আদায় করিতে পারিবেন ইতি।

৩২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজ আপনারদের কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্তে "বৈলা" অর্থাৎ নিয়ম করিতে পারেন্ এবং ঐ নিয়ম কেবল আপনারদের অন্তঃপাতি ব্যক্তি এবং আপনারদের কর্ম্মকারি ব্যক্তিরদের উপর বলবৎ থাকিবেক। কিন্তু এমত যে কোন নিয়ম হয় তাহা মঞ্জুর করিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে অংশিরদের হওয়া উপরি দুই সাধারণ বৈঠকে যেপর্য্যন্ত মঞ্জুর না হয় সেইপর্য্যন্ত সিদ্ধ হইবেক না ঐ বৈঠকে মধ্যে প্রথম বৈঠকের ১ এক মাসের অন্যূন মিয়াদের পর দ্বিতীয় বৈঠক করিতে হইবেক। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বাহাদুর এইমত কোন নিয়ম মঞ্জুর না করিলে তাহা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

৩৩ ধারা

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আপনার মূল ধন বৃদ্ধি করিতে ঐ সমাজের

Digitized by Google

ক্ষমতা হইল। কিন্তু ঐ বৃদ্ধিকরণের অনুমতিদেওনার্থে বিশেষরূপে অংশিরদের ২ দুই উপরি সাধারণ বৈঠকের অনুমতি না হইলে মূলধনের বৃদ্ধি হইবেক না ঐ বৈঠকের মধ্যে প্রথম বৈঠকের পর ৩ তিন মাস সমাপ্ত না হইলে দ্বিতীয় বৈঠক হইবেক না ইতি।

৩৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বৃদ্ধি হইলে আসল মূল ধনের অংশিরদের ঐ বৃদ্ধিহওয়া মূল ধনের স্বাক্ষর করিতেই হইবেক এমত নহে কিন্তু প্রত্যেক জনের আসল মূল ধনের যে অংশ থাকে তাহার অনুসারে বৃদ্ধিহওয়া মূল ধনের স্বাক্ষরকরণের প্রস্তাব প্রথমতঃ তাঁহারদের নিকটে হইবেক এবং বৃদ্ধিকরণ চূড়ান্তরূপে নিশ্চয় হইলে পর এক বৎসরের মধ্যে আসল মূল ধনের অংশিরা উপরি মূল ধনের যত স্বাক্ষর না করেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোক লইতে পারেন এবং উক্ত সমাজের লাভের নিমিত্তে তাহা নীলাম করা যাইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত সমাজের আসল মূল ধনের বিষয়ে এই আইনে যেং বিধি আছে তাহা পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টমতে স্বাক্ষরহওয়া উপরি মূল ধনের বিষয়েও চলিবেক ইতি।

৩৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের স্থানে উক্ত সমাজ যে কোন বাটীইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকেন তাহা বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে প্রথমে তাহা ক্রয়করণের অধিকার কোম্পানি বাহাদুরের থাকিবেক এবং তাহার মূল্য দুই জন যাচনদারের দ্বারা নিরূপিত হইবেক অর্থাৎ ঐ কোম্পানি বাহাদুরের তরফের নির্দ্দিষ্ট এক জন এবং ঐ সমাজের অধ্যক্ষকর্ত্তৃক এক জন। এবং যদি উক্ত যাচনদারেরা মূল্যের বিষয়ে একবাক্য না হয় তবে ঐ যাচনদারেরা এক জন সালিস নিযুক্ত করিবেক ও তাহার দ্বারা মূল্য স্থির হইবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৬০ সালের ১৪ মার্চ তারিখের পর কোন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে উক্ত সমাজ নিবর্ত্ত করিতে পারেন ইতি।

৩৮ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সমাজ নিবর্ত্তকরণের ঔচিত্যের বিবেচনা

Digitized by Google

করণার্থে বিশেষরূপে ক্রমশঃ দুই উপরি বৈঠক হইয়া যদ্যপি বোটদেওনের ক্ষমতাপন্ন অংশিরদের সংখ্যা ও মূল ধনের অংশ বুঝিয়া তিন ভাগের দুই ভাগ তাহা নিবর্ত্ত করিতে নিশ্চয় করেন্ তবে ঐ সমাজ কোন সময়ে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু ঐ দুই উপরি বৈঠকের প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকের মধ্যে অন্যূন তিন মাস ব্যবধান হইবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের দ্বারা অথবা উক্ত সমাজের বোটের দ্বারা ঐ সমাজ নিবর্ত্তকরণের হুকুম হইলে ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরা ঐ সমাজের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা করিবেন এবং ঐ সমাজের সকল দেনা শোধকরণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা উক্ত সমাজের মূল ধনের অংশিরদের অংশানুসারে তাঁহারদিগকে ভাগ করিয়া দিবেন এবং ঐরূপ ভাগ করিয়া দেওনের পর উক্ত সমাজ তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইবেক ইতি।

১ প্রথম নম্বরের তফসীল।

অংশিরদের নাম।

আর এচ কাকরেল।
ডবলিউ স্পিয়র।
ডবলিউ মারটিন।
আর স্পিয়র।
টি স্পিয়র।
জে এস ব্রৌনরিগ।
জে কাকরেল।
জি জি ডি এচ লারপেণ্ট।
জে সেণ্ট পুরুসেঁ।
জে এম ডব।
গঙ্গাপ্রসাদ গোঁসাই।
রামচন্দ্র শীল।
জে উইলিস।
ডবলিউ আবুল।
ডি উইলিস।
টি উইলিস।
জে মাষ্টর।
লেপ্টেনণ্ট জি সি এস মাষ্টর।
টি এ সা।
ডবলিউ এ সা।
এচ ওয়াল্টর্স।
জে ইব্লিস।
ডবলিউ আডম।
জোজফ ওয়র্ষিঙ্গটন।
জেম্স কলেন।
জে সি পামর।
এ কালবিন।
ডবলিউ এন্সলী।
এচ কৌই।
লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল টি এস আনকেটিল।
ডবলিউ এচ মারটিন।
মেজর এ আর্বিন।
ডবলিউ এ পিকাক।
মেজর জে এ মোর।

Digitized by Google

টি ডবলিউ বর্ট।
উলিয়ম ব্রাডন।
বিবি লিমণ্ডের যৌতুক ধনের টর্নি সাহে বেরা।
কাপ্তেন জে ডবলিউ জে ঔস্‌লি।
জি এ প্রিন্সেপ।
কাপ্তেন ডবলিউ বারিঙ্গটন।
টি সি রাবর্টসন।
রামদাস দে।
বনমালি মল্লিক।
এ মলর।
চার্লস্ ট্রিবেক।
টি বৌরিং।
জে ডবলিউ আলেকজান্দর।
টি বি সুইনহো।
রাবর্ট সুইনহো।
এ ডবস্।
জান ওয়াট্‌সন।
জেম্‌স কোহ্‌ন।
জেম্‌স চর্চ।
এডওয়ার্ড হার্ডিং।
হেনরি মোর।
আর ওয়াট্‌সন।
বিবি বি বেটি।
হেনরি মেকেঞ্জি।
আডম্ স্কাট কোম্পানি।
হলধর চৌধুরী।
চার্লস এস গোবর।
কে আর মেকেঞ্জি।
এস আর ক্রাফর্ড।
জে বি হিগিনসন।
ফ্রান্সেস মেকনাটন।
কার ঠাকুর কোম্পানি।
বিবি তিকের যৌতুক ধনের টর্নি ডবলিউ
রাবর্ট লাইয়ল।
চার্লস লাইয়ল।
জান লাইয়ল।
ডেবিড লাইয়ল।
ডবলিউ টি ডজ।
কালবিন গিলমোর কোম্পানি।
আলেকজান্দর রজর্স।
জে এচ ক্রাফর্ড।
এ পোর্টিয়স
জে মাকি কোম্পানি।
জেম্‌স মেকেঞ্জি।
পি জে সার্সিস।
জি কালিয়র।
আর বর্ড।
ডাক্তর জে রাঙ্কিন।
ব্রজবল্লভ দাস ও গোকুল দাস।
জে এস ষ্টপফোর্ড।
এ বেটি।
উইলসন ফ্রেথ কোম্পানি।
জি সি আরবথনট।
জে জাক্‌সন।
এ এস গ্লাডষ্টন।
লৈপ্‌টেনণ্ট কর্ণেল জে ক্রেগি।
জে উলিয়ম্‌স।
গোপীকৃষ্ণ পাল।
মেঘনারায়ণ রায়।
রামনারায়ণ মুখুয্যা।
দুর্গাচরণ মুখুয্যা।
গৌরীচরণ মুখুয্যা।
জে বি বিস।
জে এস বিস।
রঘুনাথ কুণ্ড।
ডবলিউ এফ গিবন।
জে কাক।
এচ এফ কিং।

Digitized by Google

জেম্‌স হিল।
তারিণীচরণ চাটুয্যা।
জি হরক্লাট্‌স।
এফ ও উএল্‌স।
সি লানকাষ্টর।
বিবি কর্ণিসের যৌতুক ধনের টর্ণি সি লানকাষ্টর।
জর্জ ভুগাল।
জান রিচার্ড্‌স।
ক্রুস সেণ্ড কোম্পানি।
লেপ্‌টেনণ্ট কর্ণেল জি ডবলিউ এ লাইত।
কাপ্তেন ডবলিউ ফ্রীথ।
জে পি মার্কস।
বিবি ক্রুস।
মিস এল ডবলিউ ক্রুস।
জোজফ ক্রুস।
চার্লস সি ক্রুস।
দেবনারায়ণ দে।
বিবি কর্ণেল লাইতের টর্ণি উলিয়ম ক্রুস।
বিবি এ জি গ্লাসের ঐ ঐ ঐ
ই বি স্কোয়েরের টর্ণি উলিয়ম ক্রুস।
দুর্গাচরণ বসু।
রাজকিশোর লাহুড়ি।
গৌরমোহন কুণ্ড।
এস হার্ণবি।
হরিশ্চন্দ্র বসু।
রামসুন্দর মল্লিক।
রাজচন্দ্র ঘোষ।
রাধানাথ দত্ত।
এচ বারো।
গদাধর মিত্র।
ই ডিক্‌রুস।
গোলকচন্দ্র ধর।
লক্ষ্মীনারায়ণ দে।
টি ব্লিচেণ্ডন।
ডবলিউ রষ্টন।
এ জে এস স্তরমর।
বলরাম দে।
অভয়চরণ মুখুয্যা।
বলাইচাঁদ বসাক।
বিবি সেরা মাস।
ডবলিউ বারেট।
হরিমোহন মুখুয্যা।
মোহনচন্দ্র ঘোষ।
হরিমোহন বাঁড়ুয্যা
কৃষ্ণমোহন শীল।
হরচন্দ্র বসু।
ডবলিউ রাইলেণ্ড।
কাপ্তেন এম হিউস।
আনন্দচন্দ্র মিত্র।
জে এ ওয়াকর।
টি হাইড গার্ডিনর।
জে সি ওএন।
মহেশচন্দ্র মিত্র।
প্রাণকৃষ্ণ দাস।
কানাই লাল ও মকন লাল।
জে রস্তান।
জে এচ রস্তান।
মাধবচন্দ্র সাণ্ড্যাল।
দয়ালচাঁদ বসাক।
ডবলিউ ষ্টেসি।
জে জর্জ।
বিবি সি সেলবরটন।
সি সেলবরটন।
কাশীনাথ বাঁড়ুয্যা।
পি এস ডিরোজারিও।
মেস জে এফ স্পিডের টর্ণি জে ডি এম সিনাইস।

Digitized by Google

গোরাচাঁদ বসু। রাজকৃষ্ণ দে।
জে ই ডন। জয়েজয় ঘোষ।
ডি ডবলিউ এচ স্পিড।

২ দ্বিতিয় নম্বরের তফসীল।

কলিকাতার বণ্ডেড অর্থাৎ একরারী গুদামের সমাজ।

আমি ইহার দ্বারা জানাইতেছি যে অমুক ব্যক্তি এই সমাজের গুদামে নীচের লিখিতব্য অমুক দ্রব্য আমানৎ করিয়াছেন এবং এই সমাজ অঙ্গীকার করেন্ যে ভাড়া ও বাজে খরচ এবং তাহার উপর সরকারী পাওনা টাকা কিম্বা হাসিল দিলে পর ঐ২ দ্রব্যের দাওয়া হইলে তাহা ঐ অমুক ব্যক্তিকে অথবা তাঁহার আসৈনিকে অথবা এই রসীদ যে ব্যক্তিকে পৃষ্ঠে সহীকরণের দ্বারা দেওয়া যায় তাঁহাকে দিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

শ্রীযুত অমুক সেক্রেটারী।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২৩ আপ্রিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের প্রতি সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হুকুম হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ১১ একাদশ আইন।

Recd. 15th Oct. 18

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১৪ মে তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ১৫ ধারা রদ হইল ইতি।

W. Millett
Deputy

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বাহাদুরের অনুমতিক্রমে এবং এলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাহেবের অনুমতিক্রমে তাঁহারা ভূমি বাঁটওয়ারার নিমিত্তে যে আইন নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে জমীদারীর বাঁটওয়ারার কর্ম্মে নিযুক্ত আমীন বা অন্য কোন ব্যক্তির মেহনতানা ধার্য্য করেন্ এবং ঐ প্রত্যেক বোর্ডের সাহেবেরা যে২ সময়ে ও যে২ অংশে উচিত বোধ করেন্ সেই২ সময়ে ও সেই২ অংশানুসারে বাঁটওয়ারার অংশিগণের স্থানে রাজস্বের বাকীর ন্যায় ঐ ধার্য্যকরা মেহনতানা আদায় করান্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

Recd: 15. Oct. 184

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২১ মে তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরকে হজুর কৌন্সেলে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধির কোন ভাগ কোন প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফের আদালতে হজুর কৌন্সেলের হুকুমনামাক্রমে চলন করান্ ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরকে হজুর কৌন্সেলে এই আইনের ১ ধারানুসারে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহা তিনি বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বাহাদুরকে এবং উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনণ্ট গবর্নর্ বাহাদুরকে অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবকে দেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

Rec. 22nd Oct 18

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২৭ আগষ্ট তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আগামি ১ অক্তোবর তারিখঅবধি ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারা রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোনপথে বাঙ্গীর ডাক নিযুক্ত নাহি সেই পথে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেবেরা ১২ বারো তোলা পরিমাণের অধিক এবং ৪০ চল্লিশ তোলা পরিমাণের অনধিক পত্র ও পুলিন্দা নীচের লিখিতব্য বিধানানুসারে পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠাইবার নিমিত্তে লইবেন।

১ প্রথম। যে পত্র বা পুলিন্দা পাঠাইবার নিমিত্তে আনা যায় তাহা যদ্যপি ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের শেষে দেওয়া A চিহ্নিত তফসীলের ১।২।৩ নম্বরের নির্দ্দিষ্ট প্রকার হয় তবে ঐ তফসীলের ঐ নম্বরে যেমত নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম আছে তদনুসারে তাহার ডাকের মাসুল ক্রমশঃ বৃদ্ধির নিয়মে লওয়া যাইবেক এবং ঐ আইনে ১২ বারো তোলা পরিমাণের অনধিক পত্র ও পুলিন্দার বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেবেরা সেই নিয়মানুসারে ঐ পত্র বা পুলিন্দা পাঠাইবেন এবং সেই মত ডাকের মাসুল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবেক।

২ দ্বিতীয়। যে পথে কোন নিয়মিত বাঙ্গীর ডাক স্থাপিত নাহি যদি সেই পথে ১২ বারো তোলা পরিমাণের অধিক এবং ৪০ চল্লিশ তোলা পরিমাণের অনধিক পুলিন্দা পাঠাইবার নিমিত্তে আনা যায় এবং যদ্যপি খামের উপর প্রতিজ্ঞা করিয়া এইমত লেখা থাকে যে ঐ তফসীলের ১।২।৩ নম্বরে যে দ্রব্য ন্যূনাধিক ডাক মাসুলদেওনের যোগ্য এমত কোন দ্রব্য ঐ পুলিন্দার মধ্যে নাহি আরো যদ্যপি এইমত প্রতিজ্ঞা করিয়া লেখা থাকে যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৯ এবং ১০ ধারার হুকুমের বিরুদ্ধে কোন লিপি ঐ২ পুলিন্দাতে নাহি তবে ঐ পুলিন্দা সেইরূপে পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠান যাইবেক এবং বাঙ্গীর পুলিন্দার বিষয়ে A চিহ্নিত তফসীলের ৪ চতুর্থ ফর্দ্দে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম করা গিয়াছে তাহা লওয়া যাইবেক। কিন্তু বাঙ্গীর মাসুলের হারে এইরূপে যে সকল পুলিন্দা পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠান যায় তাহার বিষয়ে কোন চাতুরী বা আইনলঙ্ঘন হইয়াছে বোধ করিলে তাহার অনুসন্ধানার্থে যে স্থানে চিঠী

Digitized by Google

পঁহুছে তথাকার ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৩০ ধারার মতাচরণকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ডাকের অধ্যক্ষসাহেবকে যে কোন দ্রব্য এই আইনক্রমে পাঠাইবার নিমিত্তে অর্পণ হয় তাহার বিষয়ে যদি কিছু ক্ষতি বা অপচয় হয় তবে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে দায়ী হইবেন না। এবং গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ডাকের সিরিশ্‌তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি সেই ক্ষতি বা অপচয় দ্বেষপূর্ব্বক বা চাতুরীক্রমে না করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তিও সেই অপচয় বা ক্ষতির দায়ী হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি ৪০ চল্লিশ তোলার অধিক পরিমাণের পুলিন্দা পত্রের ডাকের দ্বারা বাজীর মাসুলের হারে পাঠাইবার নিমিত্তে আনা যায় তবে তাহা এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধি ও নিষেধানুসারে পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু ডাকের যে অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে ঐরূপ অধিক পরিমাণের পুলিন্দা পাঠাইবার নিমিত্তে আনা যায় সেই অধ্যক্ষ সাহেব আপনার বিবেচনামতে যে সময়ে ও যেপ্রকারে তাহা অক্লেশে পাঠান যাইতে পারে সেই সময়ে ও সেইপ্রকারে পাঠাইবেন ইতি।

৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাজীর ডাকের দ্বারা কোন পুলিন্দা পাঠাইবার নিমিত্তে কোন ডাকঘরে আনা গেলে যেখানে পঁহুছিয়া দিতে হইবেক সেই স্থান পর্য্যন্ত সমস্ত পথে ডাকবাজী বসান নাহি বলিয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিতব্য বিষয়ব্যতিরেকে যদ্যপি কোন ব্যক্তি ডাকের দ্বারা উৎপন্ন রাজস্ব চুরীকরণের অভিপ্রায়ে ডাকের দ্বারা পাঠাইবার নিমিত্তে কোন ডাকঘরে আনীত কোন পত্র বা পুলিন্দার বিষয়ে কিম্বা তাহাতে যাহা থাকে তাহার বিষয়ে কোন মিথ্যা কথা ঐ পত্র বা খাম কি পুলিন্দার উপর জ্ঞানপূর্ব্বক লেখে বা অন্যের দ্বারা লেখায় তবে সেই ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের দ্বিতীয় ফর্দ্দের নির্দ্দিষ্ট প্রকার পুলিন্দা এই আইনের বিধানানুসারে সরকারী ডাকের দ্বারা প্রেরণ করে বা করায় এবং ঐ পুলিন্দাতে

Digitized by Google

যে দলিলদস্তাবেজ থাকনবিষয়ে সেই পুলিন্দার খামের উপর প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক লেখা থাকে সেই দলিলদস্তাবেজের আবশ্যক অঙ্গভিন্ন যদি অন্য কোন লিপি থাকে এবং যদ্যপি প্রেরক নিতান্ত জানে যে ঐ পুলিন্দার খামের উপর অঙ্গীকৃত দলিলদস্তাবেজের অসম্পর্কীয় কোন লিপি থাকে তবে তাহারো ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরীমানা হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের তৃতীয় ফর্দ্দের নির্দ্দিষ্ট প্রকার পুলিন্দা এই আইনের বিধানানুসারে সরকারী ডাকের দ্বারা প্রেরণ করে বা করায় এবং যদি খামের উপরের শিরনামাব্যতিরেকে তাহাতে আর কিছু লেখা থাকে এবং যদি প্রেরক জানে যে খামের উপরের শিরনামাভিন্ন আরো কিছু লেখা আছে তবে তাহার ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরীমানা হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৯ ও ১০ ধারার বিধিলঙ্ঘনে পত্রের ডাক বা বাঙ্গীর ডাকের দ্বারা পত্র বা পুলিন্দা পাঠাইবার বিষয়ে যে সকল জরীমানা দিতে হয় তাহা এবং এই আইনে যে সকল জরীমানালওনের হুকুম হইল তাহা ডাকের প্রধান অধ্যক্ষ বা ডাকের কোন অধ্যক্ষ জরীমানার দায়ি ব্যক্তিরদের স্থানে লিখিত এত্তেলানামার দ্বারা দাওয়া করিবেন এবং যদ্যপি ঐ দাওয়াক্রমে তাহা না দেওয়া যায় তবে অপরাধি ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে তথাকার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ঐ জরীমানার টাকা এবং সম্বাদদেওনের ও অপরাধ সাব্যস্তকরণের খরচা ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দস্তখতী পরওয়ানাক্রমে ঐ অপরাধি ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগের দ্রব্য ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় হইবেক। এবং ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আইলে পর যদ্যপি এমত বোধ হয় যে জরীমানার তুল্যমূল্য ক্রোককরণের জিনিস নাহি তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার দস্তখতী ও মোহরকরা পরওয়ানাক্রমে ঐ অপরাধি বা অপরাধিদিগকে জেলখানায় কয়েদ করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ জরীমানার টাকা ও তৎসম্পর্কীয় উচিত খরচা যদ্যপি ২ দুই মাসের মধ্যে না দেওয়া যায় ও পরিশোধ না হয় তবে ঐ অপরাধি বা অপরাধিসকল ২ দুই মাসপর্য্যন্ত জেলখানায় কয়েদ থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে পত্র ও পুলিন্দার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৯ ও ১০ ধারা অথবা এই আইনের কোন বিধি উল্লঙ্ঘনকরণেতে কোন ব্যক্তি জরীমানার যোগ্য হয় সেই জরীমানা ও তৎসম্পর্কীয় উপযুক্ত সকল

Digitized by Google

খরচা না দেওয়াপর্য্যন্ত ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব সেই পত্র বা সেই পুলিন্দা আটক করিয়া রাখিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২৭ আগষ্ট তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে রাজকীয় কার্য্যের ক্ষমতোপলক্ষে আনার সমান মূল্যের অথবা কোম্পানির টাকার ষোল অংশের কোন অংশের তুল্য মূল্যের রূপার মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া চলন করিবার হুকুম করিতে পারেন্ কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনক্রমে ঐ টাকার যে খাটী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার তুল্য খাটী হইবেক ও সেই হিসাবানুসারে তাহার ওজন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনের হুকুমানুসারে প্রস্তুত ও চলনহওয়া টাকার চিহ্ন ও কথা ও চিত্রের বিষয়ে ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনে এবং ১৮৩৭ সালের ৩১ আইনে যে বিধি আছে তাহা এই আইনের হুকুমানুসারে যে মুদ্রা প্রস্তুত ও চলন হইবেক তাহার বিষয়ে চলিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

Reg. 22nd Act.

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

W. Whitehall
Offg. C

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১ অক্টোবর তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের জিলা ও শহরের জজ সাহেব দিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তাঁহারা যে স্থলে তাঁহারদের তাবে মুনসেফেরা জাবে তামত তাহারদের শুননির যোগ্য মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়া থাকে অথবা সেইমত কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণের পর ঐ মোকদ্দমার কিম্বা রীতিমতে তাহারদিগকে অর্পিত মোকদ্দমার যথার্থাযথার্থ বিবেচনা না করিয়া বিলম্ব কিম্বা বেদাঁড়া অথবা অন্য কোন ত্রুটিহওন প্রযুক্ত তাহা ডিস্‌মিস করিয়া থাকে মুনসেফের এইমত করা হুকুম অথবা ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের মধ্যের ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১ প্রকরণে এবং ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারায় ও ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারায় যে২ বিধি আছে তাহা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে প্রস্তাবহওয়া সরাসরী আপীলের বিষয়ে চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২৪ চতুর্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৯ আইনের ৩ ধারা এবং ঐ আইনের অন্য যে কোন বিধিতে এমত হুকুম আছে অথবা যাহার এমত অর্থ হইতে পারে যে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূল ধন ৭৫,০০,০০০ পঁচাত্তর লক্ষ টাকার অধিক হইবেক না তাহা অদ্যাবধি রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরকে হজুর কৌন্সেলে এমত ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তিনি যখন উচিত বোধ করেন্ তখন সময়ক্রমে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা ঐ ব্যাঙ্কের মূল ধন বৃদ্ধি করিতে হুকুম দেন্ এবং ঐ মূল ধন বৃদ্ধিকরণের নিমিত্তে স্বাক্ষরকরণের বিষয়ে যে হুকুম ও নিয়ম তাঁহার উচিত বোধ হয় তাহা করেন্ কিন্তু ঐ সময়ে উক্ত ব্যাঙ্কের অংশী যাঁহারা হন্ তাঁহারদিগকে উপযুক্তমত সম্বাদ দিতে হইবেক এবং ঐ মূল ধনে তাঁহারদের স্বাক্ষরকরণের নিমিত্তে ১৮ আঠার মাসের অন্যূন মিয়াদ দিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূল ধন যখন এইরূপ বৃদ্ধি করিতে হুকুম দেন্ তখন ঐ ব্যাঙ্কের এক অংশী কত মূল ধনের অংশ রাখিতে পারেন্ তাহার বিষয়ে ঐ ব্যাঙ্কের চার্টরের বিধানক্রমে অথবা ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৯ আইনের লিখিত কোন প্রকরণ বা বিধিক্রমে যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে তৎপ্রযুক্ত ঐ বৃদ্ধি হওয়া মূল ধনের অংশলওনের ক্ষমতাপন্ন অংশিরদের আপন২ ন্যায্য অংশানুসারে ঐ নূতন মূল ধনে স্বাক্ষরকরণের অধিকার নিবারণ হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূল ধন বৃদ্ধিকরণের হুকুম দেওনসময়ে এমত নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ যে প্রত্যেক অংশে যত মূল ধন চিহ্নিত থাকে সেই মূল ধনের নিরূপিত কোন পরিমাণানুসারে প্রত্যেক অংশের উপলক্ষে স্বাক্ষর করা

Digitized by Google

যাইবেক এবং এই আইনের ২ ধারার হুকুমক্রমে এক্ষেলার মিয়াদের মধ্যে স্বাক্ষর হইলে পর অংশ বা অংশসকলের উপলক্ষে যত টাকা স্বাক্ষর হয় তাহা দাখিল করিতে এবং যেরূপে ও যে২ তারিখে অতিউচিত ও উপযুক্ত বোধ হয় সেইরূপে ও সেই২ তারিখে তাহা ব্যাঙ্কের মূল ধনের সঙ্গে সংযোগ করিতে অনুমতি দিতে পারেন্। এবং ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে আরো এমত হুকুম করিতে পারেন্ যে ঐরূপে নিরূপিত ১৮ আঠার মাস মিয়াদের মধ্যে নূতন মূল ধনের যত টাকা অংশিরা স্বাক্ষর না করিয়া থাকেন্ তাহা ঐ মিয়াদের পর অল্প দিনের মধ্যে ঐ ব্যাঙ্কের লাভের নিমিত্তে ব্যাঙ্কের কার্য্যকারক নীলাম করেন্ এবং ব্যাঙ্কের সাধারণ বৈঠকে রীতিমতে যেরূপ ধার্য্য হয় তদনুসারে ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের অংশিরা স্বেচ্ছাধীনে কার্য্য করিতে পারেন্। এবং নূতন মূল ধনের স্বাক্ষর লইবার রীতির বিষয়ে ঐ ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান চার্টরে উক্ত নিয়মের বিপরীত কিছু থাকিলেও তাহার প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূল ধন বৃদ্ধিকরণের হুকুম দেওনসময়ে উক্ত ব্যাঙ্কের মূল ধনে গবর্ণমেণ্টের অংশ থাকনপ্রযুক্ত ঐ বৃদ্ধিহওয়া ধনের যে অংশে গবর্ণমেণ্টের অধিকার হয় তাহা পৃথক্ করিয়া রাখিতে পারেন্ এবং পূর্ব্বোক্ত ১৮ আঠার মাস মিয়াদের মধ্যে কোন এক তারিখ এতদর্থ নিরূপণ করিতে পারেন্ যে ঐ তারিখের মধ্যে নূতন মূল ধনের যে অংশে গবর্ণমেণ্টের অধিকার থাকে তাহা লওন বা না লওন বিষয় গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিয়া জানাইবেন। এবং ঐ নূতন মূল ধনের আপন অংশ যদি গবর্ণমেণ্ট লইতে স্বীকার না করেন্ তবে অন্য২ অংশিরদের স্বাক্ষর না করা মূল ধনের বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমতে ঐ মূল ধন সাধারণ অংশিরদের লাভের নিমিত্তে বিক্রয় হইবেক না কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে অংশের অধিকারী সেই অংশের সৃষ্টি হইবেক না। এবং গবর্ণমেণ্ট যে নূতন মূল ধনের অংশের অধিকার রাখেন্ তাহা যদ্যপি স্বাক্ষর করিতে নিশ্চয় করেন্ তবে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহা রাখিতে পারেন্ কিম্বা যে রূপে ও যে সময়ে তাঁহার উচিত বোধ হয় সেইরূপে ও সেই সময়ে ঐ নূতন মূল ধন অথবা তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিতে হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২২ অক্তোবর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের আদালতের কোন উকীল বা আমলা আসামী কি ফরিয়াদী হয় সেই মোকদ্দমা ঐ প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে না তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে স্থলে উপরের উক্ত প্রকরণক্রমে সদর আমীন আপনি অথবা তাঁহার কুটুম্ব বা তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তি মোকদ্দমায় আসামী বা ফরিয়াদী থাকনপ্রযুক্ত তাহা ঐ সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে না এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন বিচারককে অর্পণ করিতে পারেন্ না সেই স্থলে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের প্রত্যেক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের এইমত ক্ষমতা হইল যে তাঁহারা আপনারদের আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের পদোপলক্ষে দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের তাবে অন্য কোন জিলা বা শহরের আদালতে ঐ মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে অর্পণ করিতে হুকুম দেন্ এবং তাহা হইলে ঐ জিলা বা শহরের আদালতে ঐ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইলে যে মত হইত সেইমত ঐ জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

শ্রীশ্রী ঈশ্বরঃ।

নীচে লিখিতব্য আইন ভারতবর্ষের শ্রীশ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে ভারতবর্ষীয় কৌন্সেলের আনরেবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে সন ১৮৩৮ সালের ১২ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা সন ১২৪৫ সালের ২৮ কার্ত্তিকে জারী করেন তাহার তাৎপর্য্য ও অর্থ বাঙ্গলাতে সর্ব্ব সাধারণের বোধার্থে পরমিট ও নেমক ও আফীণ বোর্ডের সাহেবান আলিসানের হুকুমানুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২৯ উনত্রিশ আইন।

১ ধারা।

এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী সন ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৫৯। ৬০ ও ৬১ ধারা সন ১৮৩৮ সালের ১ ডিসেম্বর অবধি রদ হইবেক।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে যেখানে রওয়ানা ব্যতিরেকে লবণ চালান করণে নিষেধ আছে তাহার অন্তঃপাতী কোন গুদামে কি বাটীতে কি অপর কোনস্থানে বিনা অনুমতির লবণ থাকার সমাচার যখন কেহ কোন নেমকের এইজেণ্ট সাহেব অথবা নেমক চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট দিবেক এবং যখন সেই এইজেণ্ট কিম্বা সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ সমাচার বিশ্বাস যোগ্য বোধ করিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করিতে চাহিবেন তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে ঐ সমাচার লিখিয়া দাখিল করিতে হুকুম দিবেন অথবা সেই গোএন্দার জবানবন্দী লইবেন দুইয়ের যাহাতে ভাল সুভিদা হয় তাহাই করিয়া পশ্চাৎ লিখিত বেওরা সকল আপনার সেরেস্তায় টুকিয়া রাখিবেন। প্রথমতঃ গোএন্দার নাম নিবাস ও ব্যবসায় দ্বিতীয়তঃ যে শহর কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে যে বাটীতে কি যে গুদামে কি অন্য যে কোন স্থানে ঐ লবণ থাকার বিষয়ে সমাচার দেওয়াগিয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা। তৃতীয়তঃ ঐ বাটী কি গুদাম কি স্থানের মালিকের নাম কিম্বা যাহার নিমিত্তে কি যাহার দ্বারা ঐ লবণ তথায় মৌজুদ হইয়াছে সে ব্যক্তির নাম। চতুর্থতঃ ঐ লবণের পরিমাণ ও তাহার রকমের বেওরা ও সে নেমক যেহেতুতে বিনা অনুমতির বোধ হইল তাহা।

৩ ধারা।

Digitized by Google

৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্তমতে ন্যস্ত হওয়া ঐ বিনা অনুমতির লবণ যদি এদেশীয় এক মোনের বেশী হয় তবে পশ্চাৎ লিখিত প্রকরণে ক্রোকের যোগ্য হইবেক। অর্থাৎ নেমকের এইজেণ্ট সাহেব অথবা চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পূর্ব্বোক্ত হুকুম মতে দাখিল হওয়া বা লিখিত হওয়া গোএন্দার এজহার কি জবানবন্দী আপন নিকটে রাখিয়া যে স্থানে সেই মাল মৌজুদ আছে যদি সেস্থান অত্যন্ত দূর না হয় তবে স্বয়ং তথায় গোএন্দাকে সঙ্গে লইয়া গমন করিবেন এবং লিপি দ্বারা তন্নিকটস্থ পুলিসের দারোগা কিম্বা পুলিসের থানার কি ফাঁড়ির কর্ম্মের ভারাক্রান্ত ব্যক্তিকে তথায় আসিয়া তাবৎ কর্ম্ম দেখিবার নিমিত্তে তলব করিবেন।

৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে লবণ মৌজুদ থাকার সমাচার ঐ রূপে পঁহুছে তাহা ক্রোক করণের নিমিত্তে নেমকের এইজেণ্ট সাহেব অথবা চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তিনি জনেক পুলিসের আমলা সঙ্গে লইয়া যে বাটী কি যে গুদামে কি যে স্থানে ঐ লবণ মৌজুদ থাকার সমাচার পাইয়া থাকেন তাহার দ্বার খুলিয়া দিতে ধারামত হুকুম করিলে যদি তত্তৎ স্থানের মালিক কি দখলী কার তৎক্ষণাৎ খুলিয়া না দেয় তবে সে দ্বার ভাঙ্গিতে পারেন।

৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি নেমকের এইজেণ্ট সাহেব অথবা সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লবণ ক্রোক করিতে স্বয়ং যাইতে না পারেন তবে ঐ গোএন্দার সমভিব্যাহারে তাঁহার কাছারী এলাকার মধ্যে পেয়াদার জমাদার অপেক্ষা নীচ পদস্থ নাহয় এমত বিশ্বস্ত এক বা ততোধিক আমলাকে পাঠাইয়া দিবেন এবং সেই আমলাকে ক্রোক করণের এক্তারে আপন হুকুম নামা দিবেন এবং তৎকালে পুলিসের দারোগা কিম্বা পুলিসের আমলাকে হাজির হওনের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত মতে সম্বাদ দিবেন। এই প্রকারে যে আমলা প্রেরিত হইবেক সে ব্যক্তি এইজেণ্ট কি সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্বয়ং যাইয়া যে যে মতে কার্য্য করিতে ক্ষমতা রাখেন তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেক কেবল সরৎ এই যে এইজেণ্ট কিম্বা সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিশেষ মতে প্রেরিত কোন আমলা এবং পুলিসের আমলা সাক্ষাৎ নাথাকিলে বিনা অনুমতির লবণ ক্রোক করণের জন্য কোন বাটী কি গুদাম কি অন্য কোন আবদ্ধ স্থানের দ্বার ভাঙ্গা যাইবে না।

৬ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নেমক চৌকির অথবা পোক্তানি আড়ঙ্গের প্রধান

Digitized by Google

প্রধান আমলার এবং নেমকের এইজেণ্ট ও সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এসিষ্টেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন বাটী কি গুদামে কি অপর স্থানে একমোন পরিমাণের অধিক লবণ থাকার সমাচার পৌঁছিলে যদি সেই লবণ মৌজুদ থাকার স্থান এইজেণ্ট কিম্বা সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সদর কাছারি হইতে অথবা যেখানে ঐ এইজেণ্ট কি সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব থাকিবেন তথা হইতে তিন ক্রোশের অধিক দূর হয় তবে এই আইনের দ্বিতীয় ধারার উক্ত প্রকারে এজহার লইতে পারিবেন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ধারাতে ঐ এইজেণ্ট ও সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরদিগের কার্য্য করিবার নিমিত্ত যেমত যেমত নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন দারোগা অথবা যে ব্যক্তির জিম্মায় পুলিসের থানা কি ফাঁড়ি থাকে সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মতে ন্যস্তলবণ ক্রোক করিবার সময় হাজির হওনার্থে পরওয়ানা পাইয়াও যদি হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়াও যদি ঐ লবণ ক্রোকীর বিষয়ে সাহায্য করিতে অসম্মত হয় কি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন প্রকারে ঐ লবণ তল্লাসী ও ক্রোকীর বিষয়ে বাধা জন্মায় তবে সেই দারোগা কি অন্য আমলার নামে নেমক মহাল মোতালকের কর্ম্মকারকেরা নালিস করিলে এবং সেই জেলার মেজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে তাহা সপ্রমাণ হইলে সেব্যক্তি কর্ম্ম হইতে তগীর হইবেক এবং সে ব্যক্তি তদ্ব্যতিরিক্ত গোএন্দার এজহার মতে লবণ ক্রোক হইলে ঐ লবণের মালিকের প্রতি যে জরিমানা লাগিত তত্তুল্য জরিমানার যোগ্য হইবেক।

৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন লবণ ক্রোক করণের নিমিত্তে কোন বাটী কি গুদাম কি অন্য আবদ্ধ স্থানের দ্বার ভাঙ্গিবার আবশ্যক হইবেক তৎকালে বঙ্গদেশে চলিত সন ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ও সন ১৭৯৯ সালের ৭ অইনের দশম ধারাতে ক্রোকীর হুকুম জারির নিমিত্তে কাহারো বাটীর দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে হইলে যেমত২ নিয়ম ও সাবধানতা উক্ত হইয়াছে তদনুসারে পুলিসের তরফ উপস্থিত আমলারদিগকে সর্ব্বদা কার্য্য করিতে হইবেক কিন্তু ইহাতে সরৎ এই যে ঐ কর্ম্মের ঝুঁকি এবং দ্বার ভাঙ্গিবার আবশ্যক হইবেক কি না ইহার নিশ্চয় করণের ভার নেমক মহালের কর্ম্ম কারকেরদিগের উপর থাকিবেক।

৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন কোন বাটী কি গুদাম কি অন্য স্থানে মৌজুদ থাকা লবণ কোন নেমক পোক্তানের এইজেণ্ট কিম্বা চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা ক্রোক হইবেক তৎকালে ঐ লবণ ক্রোক হওয়ার বিষয়ে তাবৎ বৃত্তান্ত এক রুবকারিতে লিখিত হইয়া তাঁহার কাছারির সেরেস্তায় দাখিল করিতে হইবেক।

১০ ধারা।

Digitized by Google

১০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি নেমকের এইজেণ্ট কিম্বা সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ভিন্ন নেমক সম্পর্কীয় অন্য কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা লবণ ক্রোক হয় তবে সেই কর্ম্মকারক আপন উপরিস্থপ্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট ইঙ্গরেজী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবেক এবং ঐ রূপে পুলিসের যে আমলা হাজির থাকিবেক সেব্যক্তিও ঐ ক্রোকের সময়ে যেমত২ ঘটনা হইবেক তাহা আপন প্রধানের নিকট জানাইবেক।

১১ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন বাটী কি গুদাম কিম্বা অপর কোন স্থানে যে লবণ পাওয়া যাইবেক তাহা যদি অনুসন্ধান কালীন এদেশীয় এক মোনের অধিক না হয় এবং সেই লবণের মালিক কি জিম্মাদার সেই লবণ কিপ্রকারে পাইয়াছে তাহা উপযুক্ত রূপে বুঝাইতে না পারে তবে সেই লবণ বিনা অনুমতির বোধ হইয়া ক্রোকের যোগ্য হইবেক নতুবা হইবেক না।

১২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন রওয়ানা কিম্বা অন্য দলিল সঙ্গে না থাকা প্রযুক্ত যে লবণ বিনা অনুমতির বোধে ক্রোক হইবেক তখন ঐ লবণ চালানিয়া ব্যক্তি কি ঐ লবণের জিম্মাদার যে কেহ থাকে তাহারা গ্রেপ্তার হইবেক এবং বঙ্গ দেশে চলিত ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের নিয়মানুসারে যে সকল কর্ম্মকারক ব্যক্তিরা বিনা অনুমতির লবণ ক্রোক করিতে ক্ষমতাপন্ন আছে তাহারা যে সকল ব্যক্তিকে ঐ লবণ সমেত পাইবেক অথবা ঐ লবন যাহার দখলে থাকিবেক তাহার দিগকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইবেক।

১৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নেমকের এইজেণ্ট ও চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ও অন্য যে কর্ম্মকারক আইনমত লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাঁদিগের প্রতি বিধি থাকিবেক যে এই আইনের ৩৩ ধারার লিখিত সীমানার মধ্যে যদি এমত প্রকার গঠনের কোন নৌকা কি জাহাজাদি দেখিতে পান যে তাহা সমুদ্র পথে গমনোপযুক্ত তবে ঐ নৌকা বা জাহাজ আটক করিয়া তল্লাসী লইবেন আর যদি তাহাতে নেমক বোঝাই থাকে এবং তাহার সঙ্গে রওয়ানাদি অন্য কোন আবশ্যক দলিল না পাওয়া যায় তবে ঐ নৌকা দাঁড়ি মাঝি লোক সমেত আটক করিয়া তন্নিকটস্থ মোকামের যে সরকারী কর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতি নেমকী আইনের বিরুদ্ধ আচরণ ঘটিত মোকদ্দমা নিস্পত্তি করণের ক্ষমতা থাকে তাহার নিকট উহার দিগকে ঐ মোকদ্দমার নিস্পত্তির কারণ অর্পণ করিবেক।

১৪ ধারা।

Digitized by Google

১৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে বঙ্গদেশে চলিত ১৮১৯ সালের দশম আইনের ৩৬ ধারা শুধরাইয়া এই হুকুম হইল যে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে যে সকল স্থানে রওয়ানা প্রভৃতি দলিল ভিন্ন লবণ চালাইতে নিষেধ আছে সেই সেই স্থানের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি রওয়ানা কি অন্য দলিল ব্যতিরেকে ৮০ তোলার সেরে ৫ সেরের অধিক লবণ লইয়া যাইতে ধরাপড়ে অথবা যদি অনেক ব্যক্তি জমাএত ও দলবদ্ধ হইয়া ঐ রূপে দলিল ব্যতিরেকে লবণ লইয়া যাইতে ধরাপড়ে এবং ঐ সমুদায় লবণের পরিমাণ ও দলস্থ ব্যক্তিরদিগের সংখ্যা গণনা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির শিরে যদি ৫ সেরের অধিক পড়ে তবে বিনা অনুমতির লবণ চালান করণ ও দখলে রাখণের অপরাধে সন ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইন ও বর্ত্তমান আইনানুসারে যে যে দণ্ড উচিত হয় ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি সেইং দণ্ডের যোগ্য হইবেক।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে পূর্ব্বোক্ত সন ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ১২১ ধারা শুধরাইয়া হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা একাকি বা দলবদ্ধ হইয়া রওয়ানা ব্যতিরেকে চোরাও করিয়া লবণ চালাইবার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেক এবং যে লবণ ঐ রূপে চোরাও করিয়া চালাইয়া থাকে বা চালাইবার উদ্যোগ করিয়া থাকে তাহার নিমিত্তে সরকারে জরিমানা দাখিল করিতে তাহারদিগের প্রতি হুকুম হইলে যদি সে জরিমানা দাখিল না করে তবে তাহারা ঐ জরিমানার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে ফৌজদারী জেহেলখানায় কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক।

১৬ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে পূর্ব্বোক্ত ইং সন ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ১২১ ধারা আরো শুধরাইয়া এই হুকুম হইল যে ঐ আইনের ৩১ ও ৬৮ ও ৭০ ধারানুসারে ঐ ঐ ধারার প্রত্যেক লিখিত অপরাধসকলের নিমিত্তে যে যে ব্যক্তির প্রতি জরিমানা ও কয়েদ থাকনের হুকুম হইবেক তাহারা দলবদ্ধ হইয়া চোরাও করিয়া লবণ চালানের জন্য দোষীকৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় ফৌজদারী জেহেলখানায় দণ্ডনীয় হইবেক আর কেবল জরিমানার মোকদ্দমা যেরূপে নিষ্পত্তি পায় উক্ত ধারাসকলের লিখিত প্রকারের মোকদ্দমাও সেইরূপে নিষ্পত্তি পাইবেক এবং সরকারের যে কর্ম্মকারক সাহেব এই ধারা কিম্বা ইহার পূর্ব্বকার ধারানুসারে কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া যে ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ হুকুমনামা জারী করিবেন সেই হুকুমনামার দ্বারা মেজিস্ট্রেট সাহেব অথবা ফৌজদারীর জেহেলখানা যাহার জিম্মায় থাকে সে ব্যক্তি সেই হুকুমনামার লিখিত ব্যক্তিকে ফৌজদারী জেহেলখানায় কয়েদ রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেক।

১৭ ধারা

Digitized by Google

১৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন কোন ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া চোরাও করিয়া লবণ চালাওনের অপরাধে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৩১ ও ৭০ ধারায় লিখিত উক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেক সে ব্যক্তি যদি পূর্ব্বে ঐ রূপ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে তবে বর্ত্তমান অপরাধের শাস্তি ব্যতিরিক্ত আরো ছয় মাস কয়েদ থাকিতে হুকুম পাইবেক। এবং দ্বিতীয় বারের পর যত বার অপরাধী সাব্যস্ত হইবেক ততবার প্রথম অপরাধের দণ্ড ব্যতিরিক্ত আরো ছয় ছয় মাস করিয়া কয়েদ থাকিবার হুকুম পাইবেক।

১৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নেমকের এইজেণ্ট সাহেব আপন পোক্তানের সরহদ্দ মধ্যে লবণ তৈয়ারির করারদাদ মতে সরকারের কোন বাকী পড়িলে যে সনের বাকী সেই সনেতেই তাহার আদায়ের তদবিরে ডিষ্ট্রেইন পরওয়ানা অর্থাৎ মালামাল ক্রোক করোসের হুকুম দ্বারা করিতে পারিবেন এমত বিধি হইল। আর যেমন বাকীর তলব ও উসুল তহসিল করিবার নিমিত্তে জমিদারদিগের ও সদর ইজারদারদিগের সরকারী আইন ও আক্ট অনুসারে ক্ষমতা আছে সেই রূপ এইজেণ্ট সাহেবো লবণের বাকী আদায়ের বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলেন তাহাতে যেমত২ নিষেধ আছে ও কোন ব্যক্তি অন্যায়গ্রস্ত হইলে যেমত২ উপায় করণের বিধি আছে তাহাও ঐ সাহেবের আমলে আসিবেক।

১৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যেব্যক্তি লবণ গ্রেপ্তার করিতে ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত তৎকর্ত্তৃক কোন ব্যক্তি উচিত মতে গ্রেপ্তার হওনের সময় যদি আর কেহ ভয় প্রদর্শন বা বল দ্বারা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মায় অথবা গ্রেপ্তার হইলে পর সে ব্যক্তিকে খালাস করায় কিম্বা যে ব্যক্তি লবণ সহিত গ্রেপ্তার হয় সে আপনি কি অন্য কোন ব্যক্তি ঐ সরকারি কর্ম্মকারকের সহিত প্রতিবন্ধকতাচরণ করে তবে তাহারা প্রত্যেকে বঙ্গদেশে চলিত ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৫৬ ধারার লিখিত মতে দণ্ডের যোগ্য হইবেক।

২০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে চোরাও করিয়া লবণ চালাইবার হেতু প্রযুক্ত যদি কোন সরকারি কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া সেই ধৃত ব্যক্তিকে নেমক মোতালকের যে সাহেবের নিকট চালান করা উচিত তথায় চালান করিতে ত্রুটি করে কিম্বা আপন প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট সেই গ্রেপ্তারির বিষয় জ্ঞাপন করিতে বিলম্ব করে

Digitized by Google

করে অথবা ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয় কি কৌশলক্রমে তাহাকে ভাগাইয়া দেয় তবে ঐ কর্ম্মকারক ব্যক্তিরা প্রত্যেকে উপরের লিখিত কোন অপরাধের অপরাধী সাব্যস্ত হইলে সরকারের কর্ম্ম হইতে তগীর হইবেক ও তদ্ব্যতিরিক্ত সেই অপরাধে ২০০ টাকার অধিক না হয় এমত জরিমানা দাখিল করিতে ও তিন মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে কয়েদ থাকিতে হুকুম পাইবার যোগ্য হইবেক। এবং যে সাহেব বিনা অনুমতির নেমক জব্দ করিবার বিষয় নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা রাখেন তাঁহার দ্বারা ঐ কয়েদ ও জরিমানার হুকুম নিষ্পন্ন হইবেক। এবং জরিমানা দাখিল না হইলে সেই অপরাধী ব্যক্তি ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারক সাহেবের বিবেচনানুসারে আরো তিন মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে কয়েদ থাকার যোগ্য হইবেক।

২১ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নেমক সংক্রান্ত কর্ম্মকারক অথবা অন্য মোতালকের যে কোন কর্ম্মকারকের প্রতি বিনা অনুমতির নেমক গ্রেপ্তার করণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে তাহারা কোন লোককে গ্রেপ্তার করিলে তাহারদিগের উচিত যে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে নেমক মহালের যে কর্ম্মকারক সাহেবের এমত মোকদ্দমা বিচারের অধিকার থাকে তাঁহার নিকট একেবারে চালান করে এবং কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইলে যে পর্য্যন্ত তাহার মোকদ্দমা আইনানুসারে নিষ্পত্তি না পায় সে পর্য্যন্ত সে খালাস পাইতে পাইবেক না।

২২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নেমক সংক্রান্ত কোন কর্ম্মকারক ব্যক্তি যদি কোন জেলার মেজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট এমত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় যে সে ব্যক্তি বিনা অনুমতির নেমক ক্রোকী ও তল্লাসির ছলে উত্ত্যক্ত ও অনাবশ্যকরূপে কাহারো জিনিসপত্র ক্রোক করিয়াছে অথবা কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা ক্লেশ দিয়া অনর্থক কয়েদ রাখিয়াছে অথবা নিষ্প্রয়োজনে ও ক্ষমতা ব্যতীত কোন নৌকা আটক করিয়াছে ও ধৃতকরিয়া রাখিয়াছে কিম্বা তল্লাসির জন্য যে কাল পর্য্যন্ত আটক রাখা আবশ্যক ততোধিক কাল আটক রাখিয়াছে তবে এমত দোষী ব্যক্তিরা প্রত্যেকে সরকারী কর্ম্ম হইতে তগীর হইবেক এবং তদ্ব্যতিরিক্ত ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে কয়েদ থাকার ও ২০০ টাকার অধিক না হয় এমত জরিমানা দিবার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেক তাহাতে জরিমানার টাকা দাখিল না হইলে তৎপরিবর্ত্তে আরো ছয় মাসের অনধিক কাল কয়েদ থাকিতে হইবেক।

২৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের দশম আইনের ১২২ ধারা শুধরাইয়া

Digitized by Google

শুধরাইয়া হুকুম হইল যে যদি কোন গোএন্দা খামখা ও দ্বেষ পূর্ব্বক মিথ্যা এজহার দেয় যে কোন ব্যক্তির বাটীতে বা গুদামে বিনা অনুমতির লবণ আছে ও তাহাতে ঐ বাটী কি গুদাম তল্লাসী করাতে তাহার মালিকের বা অন্য কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তি সমূহের অনর্থক ক্লেশ ও ক্ষতি করায় তবে সেই মিথ্যাবাদী গোএন্দার অপরাধ কোন মেজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে সপ্রমাণ হইলে যে মেজিস্ত্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার তজবিজ করিবেন তাঁহার বিবেচনানুসারে ঐ ব্যক্তি দুই বৎসরের মেয়াদে কয়েদ থাকিবার ও ৫০০ টাকার অধিক না হয় এমত জরিমানা দাখিল করিবার ও জরিমানা না দিলে তৎপরিবর্ত্তে আরো ছয় মাস কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক।

২৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বিনা অনুমতিতে লবণ রাখন বা চালাওনের অপরাধে যখন কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইবেক এবং বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের দশম আইনের ৩৬ ধারানুসারে যখন কি মোন ৫ টাকার হারে জরিমানা দেওনের যোগ্য হইবেক তখন ঐ ক্রোকী লবণের পরিমাণ এক মোনের কমী হউক বা বেশী হউক সেই হারে তাহার জরিমানা লাগিবেক। এবং ঐ লবণ চোরের দলস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থাৎ সরকারের রাজস্ব অপহ্নবকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রত্যেককে পুরা জরিমানা দিতে হইবেক।

২৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সুবে বাঙ্গালার শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ সাহেব বাহাদুর কিম্বা শ্রীযুত ডিপুটী গবর্নর্ সাহেব বাহাদুরের এমত ক্ষমতা থাকিল যে নেমকের দ্বারা উৎপন্ন সরকারী রাজস্ব রক্ষার্থে যে সকল আইন আছে তাহার উল্লংঘন বিষয়ক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের ভার কোন নেমক পোক্তানের এইজেণ্ট সাহেবের এসিষ্টেণ্টের প্রতি অথবা নেমক চৌকিয়াতের অন্‌কবেনাণ্ট অর্থাৎ অচিহ্নিত সুপরেণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতি উপযুক্ত বোধ করিলে অর্পণ করিতে পারিবেন এবং ঐসকল কর্ম্মকারক সাহেবেরা যখন ঐরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন তখন সরকারী চিহ্নে চিহ্নিত নেমক চৌকিয়াতের এইজেণ্ট ও সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা যে নিষেধ ও বিধিঅনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন তদনুসারে কার্য্য করিবেন কিন্তু ইহাতে সরৎ এই যে নেমক মোতালকের আইন উল্লংঘন বিষয়ক মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারী কোন সাহেব যে ইনামের টাকা ডিক্রী করিবেন তিনি তাহার কোন অংশ পাইতে পারিবেন না অথবা ঐরূপ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণেতে তাঁহারদিগের নিজের কোন স্বার্থ থাকিবেক না।

২৬ ধারা।

এবং ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক তাহার

Digitized by Google

তাহার তজবিজ বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী সন ১৮১৯ সালের দশম আইনের নিয়ম মতে যে প্রকারে লবণ সংক্রান্ত রাজস্ব রক্ষার্থে আইন উল্লংঘন বিষয়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাদৃশ প্রকারে হইবেক। এবং যে কর্ম্মকারক সাহেব ঐরূপ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন তিনি ঐ আইনের ১০০ ধারা অবধি ১১৬ ধারা পর্য্যন্ত যে২ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন। এবং শহর কি জেলার জজ সাহেবের উচিত যে যে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনানুসারে জরিমানা বা অন্য শাস্তির হুকুম হইবেক তাহার পক্ষে যে রূপ উক্ত আইনের লিখিত কর্ম্মকারকেরা উক্ত আইনের মতানুসারে বিচারিত দোষীদিগের প্রতি আমলে আনিয়া থাকেন সেইরূপ প্রকারে আমলে আনিবেন কিন্তু তাহাতে পশ্চাৎ লিখিত যে২ নিয়মের মতান্তর হইল বা যে২ নূতন নিয়ম হইল তদনুসারেও কার্য্য করিবেন।

২৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী সন ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারা শুধরাইয়া হুকুম হইল যে সমস্ত সদর মালগুজারদার ভূম্যধিকারিগণের এবং ইজারাদারানের এবং লাখেরাজদারানের কর্ত্তব্য হইবেক যে যদি তাঁহারদিগের আপন জমিদারী বা ইজারা কি নিষ্কর ভূমিতে নেমক পোক্তানের এইজেণ্ট সাহেবের সহিত বন্দোবস্তব্যতিরেকে অথবা সরকার বাহাদুরের নিজের নিমিত্ত ব্যতিরেকে লবণ উৎপত্তি হওনের কোন কারখানা স্থাপন হয় তবে তাহার প্রথম আরম্ভাবধি দশ দিবসের মধ্যে লিখিত নুটিস অর্থাৎ সম্বাদ নিকটস্থ পুলিসের অথবা মাল মোতালকের কিম্বা নেমকমহাল সংক্রান্ত কর্ম্মকারকের নিকট দিবেন। এবং ঐ রীতিক্রমে যে সকল ব্যক্তি সরকারের তরফ কোন মহালের কিম্বা কোর্ট আফ ওয়ার্ডেস অর্থাৎ নাবালগী মহালের অথবা এজমালী ভূম্যধিকারিদিগের সরিকী মহালের রাজস্ব তহসীল করেন তাঁহারদিগেরো প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইবেক যে তাঁহারা আপন২ এলাকার ভূমিতে কোন নেমক পোক্তান হইলে পূর্ব্বোক্ত মতে তাহার সম্বাদ দেন। এবং ঐ রূপ যে কোন ভূম্যধিকারী বা ইজারদার বা নিষ্কর ভূমির স্বত্বাধিকারী অথবা সরবরাহকার জানিয়া শুনিয়া ঐরূপ সম্বাদ দিতে ত্রুটি করিবেন তাঁহারা ঐ বিষয়ে কোন শহর বা জেলার জজ সাহেবের নিকট দোষী সাব্যস্ত হইলে তাঁহারদিগের আপন২ ভূমিতে যে কএক খালাড়ী বা লবণের কারখানা হইয়া থাকে তাহার প্রত্যেকের উপর ৫০০ টাকার হিসাবে জরিমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এবং তাঁহারদিগের জ্ঞাতসারে যে এরূপ হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করণের আবশ্যকতা হইবেক না কেবল ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকারী জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার গতিকে আপন বিবেচনাতেই তাঁহারদের দোষ বুঝিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। আর এই ধারানুসারে যে জরিমানা দেওনের হুকুম হইবেক তাহা দোষী ব্যক্তির অস্থাবর বস্তু ও দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করা যাইবেক কিম্বা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারির বিষয়ে যেরূপ বিধি

Digitized by Google

বিধি আছে তদনুসারে কোন নেমক পোক্তানের এইজেণ্ট অথবা চৌকিয়াতের সুপরে ণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আদালত হইতে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির করাইয়া তদ্দ্বারা আদায় করিতে পারিবেন।

২৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৬৪ ধারা পরিবর্ত্তন ও বৃদ্ধিকরণাভিপ্রায়ে হুকুম হইল যে যদি অনুমতি ভিন্ন সরকারী গোলা কি অন্য স্থান হইতে লবণ তফাত হওয়ার এমত স্পষ্ট সাবুদ না পাওয়া যায় যে তদ্দ্বারা ঐ গোলা সংক্রান্ত আমলারদিগকে পূর্ব্বের লিখিত আইনের বিধি অনুসারে চুরি বিষয়ে দোষী করা যাইতে পারে তথাপি নিকাসির সময়ে আমদানি রপ্তানির হিসাব মতে কমী হইলে এবং সেই কমীর জওয়াবদিহি প্রকৃত প্রস্তাবে না করিতে পারিলে যে কর্ম্মকারক ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের জিম্মায় সেই গোলা কি সরকারী লবণ রাখিবার স্থান সমর্পিত থাকে সে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা সেই লবণ তছরূপাতের দোষে দোষী সাব্যস্ত হইবেক। এবং যে কর্ম্মকারক ব্যক্তির জিম্মায় সরকারী গোলা কি নেমকের তহবিল থাকে সেই ব্যক্তি যদি সেই লবণের প্রকৃত হিসাব তছরূপাৎ করে অথবা তাহা দাখিল না করে তবে সে ব্যক্তিও ঐ রূপে তছরূপাতের অপরাধে অপরাধী হইবেক। আর যে ব্যক্তির প্রতি এই ধারানুসারে তছরূপাতের অপরাধ সাব্যস্ত হইবেক সে ব্যক্তি কোন শহর কি জেলার মেজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট দোষী সপ্রমাণ হইলে শহর বা জেলার মেজিস্ত্রেট সাহেবের সাধারণ যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাধীন জরিমানা ও কয়েদের শাজা পাইবেক।

২৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে লবণের দ্বারা সরকারের উৎপন্ন রাজস্ব রক্ষার্থ আইন উল্লংঘন বিষয়ক মোকদ্দমাহায়ের তজবিজ কারণ যে যে নিয়ম বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ১১১ ও ১১২ ও ১১৩ ধারাতে উক্ত আছে তাহার অতিরিক্ত এই হুকুম হইল যে ঐ ঐ দোষে দোষী ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা যদি সমন পাইয়া স্বয়ং অথবা উকিলের দ্বারা হাজির হইতে ত্রুটি করণপ্রযুক্ত বা আপনারদিগকে ধরাইতে না দেওন প্রযুক্ত তাহারদিগকে হাজির করিতে না পারাযায় তবে ঐ রূপ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকারী কর্ম্মকারক সাহেব উক্ত আইনের ১০২ ধারার লিখিত নিয়মানুসারে আসামীয়ানের হাজির হওনের নিমিত্তে এস্তেহার জারী করিবেন। তাহাতে যদি সেই এস্তেহারের লিখিত মেয়াদ মধ্যেও স্বয়ং বা উকিলের দ্বারা আসামী হাজির না হয় তবে ঐ আইনের শেষোক্ত ধারানুসারে আসামী হাজির হইলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি কারক সাহেব যে রূপে হুকুম দিতেন সেই রূপে হুকুম দিবেন এবং ঐ রূপে যে কর্ম্ম কারক সাহেব এক তরফা ডিক্রী করিবেন তিনি ডিক্রীর হুকুম দিয়া তৎপরে যে কোন

সময়ে

Digitized by Google

সময়ে হউক বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের বিধি অনুসারে এবং এই আইনের ধারানুক্রমে মোকদ্দমার তজবিজ কালে আসামী ও ফরিয়াদী হাজির থাকিলে যে রূপে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার আনিতে ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করিতেন তদনুসারে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন। এবং আসামীর প্রতি যে জরিমানার হুকুম হইয়া থাকে তাহার আদায় কারণ যে কোন সময়ে হউক যে দেওয়ানী আদালতের আপন ডিক্রী জারী করণে নিয়মিত মতে ক্ষমতা আছে তথা হইতে এই আইনের ৩০ ত্রিশ ধারানুসারে ডিক্রী জারির পরওয়ানা বাহির করিতে পারিবেন।

৩০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন উক্ত প্রাকারে সরকারের কর্ম্মকারক সাহেব কোন মোকদ্দমা এক তরফা নিষ্পত্তি করিবেন এবং জরিমানার তায়দাদ বেশী প্রযুক্ত চূড়ান্ত হুকুম দিতে আপনাকে অক্ষম জানিয়া জেলা বা শহরের আদালতে ঐ মোকদ্দা সোপর্দ্দ করিবেন তখন জেলা অথবা শহরের আদালতের যে জজ সাহেবের নিকটে তাহা অর্পণ হয় তাঁহার নিকটে ঐ অপরাধি ব্যক্তিরা মোকদ্দমা সমেত প্রেরণ হইলে অথবা তাহারা জওয়াব দেওনার্থ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে যে রূপে বঙ্গ দেশে চলিত ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১১১ এবং ১১২ এবং ১১৩ ধারায় কর্ম্ম করিতে হুকুম আছে তিনি তদ্রূপ হুকুম দিবেন ও কার্য্য করিবেন আর শহর বা জেলার জজ সাহেবের দ্বারা কোন জরিমানার হুকুম হইলে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারির চলিত নিয়মানুসারে নেমকের এইজেণ্ট কি নেমক চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রার্থনা মতে ঐ জরিমানা আদায় করা যাইতে পারিবেক।

৩১ ধারা।

এবং আরো হুকুম হইল যে বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১০৯ ও ১১২ ধারায় এই বিধি আছে যে নেমক সংক্রান্ত রাজস্ব রক্ষার্থে আইন উল্লংঘন বিষয়ক মোকদ্দমা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করণের যে ক্ষমতা নেমকের এইজেণ্ট ও চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইল সেই ক্ষমতা জব্দ করণের যোগ্য লবণ ২০ মোনের অধিক না হইলে এবং জরীমানার সংখ্যা ৫০ টাকার অধিক না হইলে কেবল সেই স্থলে আর্হিবেক এইক্ষণে ঐ বিধি মতান্তর হইয়া এই হুকুম হইল যে ঐ রূপ যে সকল মোকদ্দমাতে জব্দ করণের উপযুক্ত লবণ আশী মোনের অধিক না হয় এবং আসামী বা আসামীয়ানের প্রতি জরিমানার সংখ্যা ৪০০ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় এমত মোকদ্দমা সকলেতে নেমকের এইজেণ্ট অথবা চৌকিয়াতের সুপরে ণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা অন্য যে কোন কর্ম্মকারকের প্রতি সরকার হইতে ঐ রূপ ভারার্পণ হইয়া থাকে তাঁহারা যেং হুকুম করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক কেবল সরৎ এই যে

ঐ রূপ

Digitized by Google

ঐ রূপ মোকদ্দমার হুকুমের উপর পরমিট ও নেমক ও আফিন বোর্ডের সাহেবা নের হুজুরে পূর্ব্বোক্ত আইনের ১১৭ ধারানুসারে দরখাস্ত হইলে ঐ বোর্ডের সাহে বেরা সেই সেই হুকুমের মতান্তর বা রদ করণে ক্ষম আছেন।

৩২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১১৯ সালের দশম আইনের ১১৪ ধারা মতান্তর হইয়া হুকুম হইল যে যে সকল মোকদ্দমাতে জব্দ হইবার যোগ্য লবণের পরিমাণ ৮০ আশী মোনের অধিক হয় কিম্বা জরিমানার সংখ্যা ৪০০ টাকার উর্দ্ধ হয় সে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইলে তদ্বিষয়ে জেলা ও শহরের জজ সাহেব চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু ইহাতে সরৎ এই যে এপ্রকার সকল মোকদ্দমাতে জেলা এবং শহরের জজ সাহেব যে আইন প্রমাণে নিষ্পত্তি করিবেন সেই আইনের কোন কথা ধরিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে যেরূপে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের বিধি আছে সেই বিধ্যনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারিবেক।

৩৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৩৬ ধারার লিখিত নিয়মানুসারে যে দেশের যে অঞ্চল নেমক চৌকীর দ্বারা রক্ষিত আছে এবং যে সীমার মধ্যে যে লবণ সরকারের নহে তাহা রওয়ানা ব্যতিরেকে অথবা পরমিট ও নেমক ও আফীণ বোর্ডের কোন বিশেষ ছাড় বা রওয়ানা ব্যতীত চালান করিতে নিষেধ আছে কেবল সেই সেই সীমার মধ্যে এই আইনের লিখিত দণ্ডসকল খাটিবেক এবং এই ধারার দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে গেঙ্গেস অর্থাৎ গঙ্গা ও মেঘনা নদীর অন্তঃপাতি যেসকল স্থান তন্মধ্যে গ্রীষ্ম কালে সমুদ্রগামী ঐ দুই নদীর জল জোয়ারের সময় যে পর্য্যন্ত যায় সেই রেখার বাহিরে ঐ সীমানা জ্ঞান করা যাইবেক না। এবং মেঘনার পূর্ব্ব অঞ্চলে গোমতীর উত্তর দিগেও ঐ সীমানা জ্ঞান করা যাইবেক না। এবং হুগলিনদী অর্থাৎ গঙ্গানদীর পশ্চিমাংশে নয়াসরাই শহরের উত্তর ধার হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর ঐ নদীর অঞ্চল লইয়া সেই অঞ্চলের বাহিরে এই সীমানা জ্ঞান করা যাইবেক না। এবং নয়াসরাইয়ের উত্তর দিগ হইতে ঘাটাল শহরের উত্তর অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ধরিয়া সেই অঞ্চলের বাহিরে এই সীমানা জ্ঞান করা যাইবেক না এবং তথাহইতে মেদিনীপুর শহরের উত্তর অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর পর্য্যন্ত এবং তথাহইতে সিংহভূমের হলদীপুকুরের উত্তর অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ধরিয়া সেই অঞ্চলের বাহিরেও ঐ সীমানা জ্ঞান করা যাইবেক না অর্থাৎ ঐ সকল শহর এই সীমানার মধ্যগত জ্ঞান হইল ইতি।

BY ORDER OF THE BOARD,

Board of Customs, Salt and Opium,
The 1st December, 1838.

Officiating Deputy Secretary.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ৩০ ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১৯ নবেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের যে ২ দ্বিতীয় এবং ১৪ ধারা ১৭৯৫ সালের ২৮ আইনের দ্বারা বিস্তার করা গিয়াছিল তাহা এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইন এবং ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারা এবং ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩২ ধারা এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৪ ধারা এবং ৬ ধারার ২। ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ২ ধারা মতান্তর হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ২ ধারা যে পদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার অতিরিক্ত জজইত্যাদির কোন সদর মোকামে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরীর নিমিত্তে পদ স্থাপন হইতে পারে এবং ঐ২ মোকামবাসি যে কোন কার্য্যকারককে গবর্ণমেণ্ট ঐ পদের নিমিত্তে নিযুক্ত করেন্ তাহার হস্তে ঐ পদের কর্তৃত্ব কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে অর্পণ হইতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে জিলা বা শহরের আদালতের মোকামে স্থাপিত কোন পদে নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই আইনের দ্বারা হুকুমহওয়া কোন রেজিষ্টরীর পদে কোন নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিতে হইলে সেই রসুম লাগিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৬ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ এই আইনানুসারে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে পদ স্থাপিত হয় এবং যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় তাহার উপর খাটিবেক না ইতি।

Digitized by Google

৫ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তিরা ইউরোপীয় ভাষার লিখিত কোন নিদর্শনপত্রাদি বাঙ্গলা দেশের রাজধানীর অধীন প্রদেশের কোন রেজিষ্টরীর পদে রেজিষ্টরী করিতে বাঞ্ছা করে সেই ব্যক্তিরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারার নিরূপিত রসুমের অতিরিক্ত ঐ নিদর্শনপত্রাদি নকলকরণের নিমিত্তে সেকসন অর্থাৎ চুক্তিরূপে নকলকরণের যে হার নিরূপিত আছে তদনুসারে তাহা নকল করণের খরচ দিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি মরিলে অথবা ছুটী লইয়া বিদায় হইলে জিলার জজ সাহেব অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক অন্য যে কোন ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন্ তাহাকে কিঞ্চিত কালের নিমিত্তে ঐ পদের ভার গ্রহণ করিতে এবং ঐ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে ঐ পদে নিযুক্ত হইলে যেমত হইত সেইমত তাহাকে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ৩১ একত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ৩ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের ফৌজদারীসম্বন্ধীয় বিচার পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমকরণের আইন এইরূপে খ্যাত মৃত চতুর্থ জর্জ বাদশাহের নবম বৎসরের হওয়া এবং জারীহওয়া আইনের যে২ অংশেতে নীচের লিখিতব্য অপরাধের বিষয় লেখে তাহা এই আইন জারীহওনের সময়াবধি কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে চলন হওয়া রহিত হইবেক কেবল এই আইন জারীহওনের তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে করা অপরাধ বর্জ্জিত থাকিয়া এই আইন জারী না হইলে যেমত হইত সেইমত তাহার বিষয়ে কার্য্য হইবেক ও তাহার দণ্ড করা যাইবেক। সেই২ অংশের লিখিত অপরাধ এই২। কোন ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধে এবং দ্বেষপূর্ব্বক কাহাকে হত্যাকরণাভিপ্রায়ে কোন প্রকার বিষ বা প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য খাইতে দেওন কি খাওয়াইবার উদ্যোগকরণ অথবা কোন ব্যক্তিকে খাওয়ান কিম্বা কোন ব্যক্তিকে ডুবাইয়া মারিতে বা তাহার শ্বাস বন্ধ করিতে কি গলায় ফাঁস দিয়া মারিতে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক উদ্যোগকরণ অথবা কোন ব্যক্তিকে আইনবিরুদ্ধে এবং দ্বেষপূর্ব্বক গুলিমারণ অথবা বন্দুকের কল টিপিয়া কি অন্য কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার গুলিপুরা অস্ত্র ছুড়িতে উদ্যোগকরণ অথবা আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারণ বা কাটন কি আঘাতকরণ। এবং কোন ব্যক্তিকে অঙ্গহীনকরণের কিম্বা বিরূপ করণের অথবা কর্ম্মাক্ষম করণের অভিপ্রায়ে অথবা ঐ ব্যক্তিকে অন্য কোন শারীরিক দারুণ হানিকরণের অভিপ্রায়ে অথবা সেইরূপ অপরাধি ব্যক্তি কিম্বা তাহার সঙ্গি কোন ব্যক্তি যে অপরাধের বিষয়ে আইনমতে গ্রেফ্তার হওন বা কয়েদ হওনের যোগ্য তাহারদের আইনানুসারে গ্রেফ্তার হওন বা কয়েদ হওনের প্রতিবন্ধকতা ও নিবারণের অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কাহার প্রতি গুলিমারণ কি বন্দুকের কল টিপিয়া কি অন্য কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার গুলিপুরা অস্ত্র ছুড়িতে উদ্যোগকরণ অথবা আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারণ বা কাটন কি আঘাতকরণ। এবং সচেতন গর্ভযুক্তা স্ত্রীর গর্ভপাত করাওনের অভিপ্রায়ে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির তাহাকে কোন প্রকার বিষ বা প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য খাইতে দেওন বা খাওয়ান অথবা ঐ অভিপ্রায়ে কোন অস্ত্র লইয়া ব্যবহারকরণ বা অন্য কোন প্রকার কর্ম্মকরণ। এবং যে স্ত্রীর গর্ভ অচেতন থাকে বা চেতন হওনবিষয়ে প্রমাণ না হয় এমত স্ত্রীর গর্ভপাত করাওনের অভিপ্রায়ে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক তাহাকে কোন ঔষধ বা অন্য কোন দ্রব্য খাইতে

Digitized by Google

দেওন বা খাওয়ান অথবা সেই অভিপ্রায়ে কোন অস্ত্র লইয়া ব্যবহারকরণ বা অন্য কোন কার্য্যকরণ। এবং কোন ব্যক্তির অন্যহইতে কোনদ্রব্য বা টাকা কি টাকার নিদর্শনপত্রাদি অপহরণকরণ এবং কোন ব্যক্তির অন্যের স্থানহইতে অসঙ্গত করিয়া টাকা লইবার বা লাভকরণের অভিপ্রায়ে পুংমৈথুনের অপরাধের অপবাদকরণ অথবা অপবাদকরণের ভয় দেখাওন এবং ঐ অপবাদের দ্বারা অথবা ভয় দেখাওনের দ্বারা তাহাকে ভীতকরণপ্রযুক্ত তাহার স্থানে কোন দ্রব্য কি টাকা কি টাকার নিদর্শনপত্রাদি অসঙ্গত করিয়া লওন বা প্রাপ্তহওন। এবং বলপূর্ব্বক চুরীকরণের অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির অন্যের গাত্রহইতে কিছু অপহরণকরণ অথবা চড়াউকরণ অথবা কোন সম্পত্তি চুরীকরণের অভিপ্রায়ে অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে তর্জনগর্জন করিয়া কি বলপূর্ব্বক ঐ সম্পত্তির দাওয়াকরণ। এবং কোন ব্যক্তির সিঁধদেওনের অপরাধের অপরাধী সাব্যস্তহওন। এবং কোন ব্যক্তির কোন বসতবাটী ভাঙ্গিয়া প্রবেশকরণ এবং সেখানে যে কোন মূল্যের কোন দ্রব্য বা টাকা বা টাকার নিদর্শনপত্রাদি চুরীকরণ অথবা কোন বসতবাটীর মধ্যেস্থিত কোন ব্যক্তিকে ভীত করিয়া ঐ বাটীর মধ্যে যে কোন মূল্যের উপরের উক্ত সম্পত্তি চুরীকরণ অথবা কোন বসতবাটীতে কোম্পানির ৫০ পঞ্চাশ টাকার অথবা ততোধিক মূল্যের কোন দ্রব্য কি টাকা অথবা টাকার নিদর্শন পত্রাদি চুরীকরণ। এবং কোন ব্যক্তির দায়গ্রস্তহওয়া কি তটের উপর পড়িয়া ভগ্নহওয়া কিম্বা চড়ার উপর পড়া অথবা তটে নিক্ষিপ্তহওয়া কোন জাহাজ বা নৌকার কোন অঙ্গ কি ঐ জাহাজ বা নৌকা সম্পর্কীয় কোন দ্রব্য বা মাল কিম্বা জিনিস লুট ও চুরীকরণ। এবং কোন ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন গ্রীজাঘরে অথবা ধর্ম্মের আরা ধনার অন্য কোন সাধারণ স্থানে আগুনদেওন অথবা কোন ব্যক্তির ক্ষতি বা অপচয় করণাভিপ্রায়ে কোন বাটী বা আস্তবল অর্থাৎ ঘোড়ার ঘর কি গাড়ির ঘর কিম্বা পাক গৃহাদি বা গুদামঘর কি দফ্তরখানা কিম্বা দোকান কি কলঘর বা ছোট কিম্বা বড় গোলাতে অথবা কোন বাণিজ্য কি শিল্পকর্ম্ম বা তাহার কোন অঙ্গ যে কোন এমারৎ কিম্বা ঘরে নির্ব্বাহ হইতেছে এমত এমারৎ বা ঘর কি তাহার কোন একটা ঘর তৎকালে অপরাধি ব্যক্তির দখলে থাকুক কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির দখলে থাকুক আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক তাহাতে আগুনদেওন। এবং কোন ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি তাহা সম্পূর্ণরূপে তৈয়ার হউক বা না হউক তাহাতে আগুন দেওন বা কোন প্রকারে নষ্টকরণ অথবা জাহাজের মাল কি জাহাজ নষ্টকরণাভিপ্রায়ে এবং নষ্টকরণের দ্বারা ঐ জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির কোন স্বামির অথবা কোন অংশের স্বামির কি ঐ জাহাজের উপর থাকা কোন জিনিসের স্বামির বা জিনিসের কোন অংশের স্বামির অথবা ঐ জাহাজ কি নৌকাইত্যাদির উপর বা তাহার মালের উপর কিম্বা তাহার মধ্যে থাকা কোন জিনিসের উপর বিমা পত্রের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি তাহার বিমা করিয়াছে বা উত্তর কালে করে তাহার ক্ষতিকরণাভিপ্রায়ে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক মালের ন্যায় কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির উপর থাকা কোন

Digitized by Google

দ্রব্যেতে কোন ব্যক্তির অগ্নিদেওন। এবং কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি সঙ্কটে আনিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির কোন মিথ্যা আলো বা চিহ্ন দেখাওন অথবা কোন ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক যাহাতে বিপদগ্রস্ত কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির অগৌণে ক্ষতি বা বিনাশসম্ভাবনা এমত কোন কর্ম্মকরণ অথবা বিপদগ্রস্ত কি ভগ্ন হওয়া অথবা চড়ায় পড়া কিম্বা তটে নিক্ষিপ্তহওয়া কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির কোন ভাগ নষ্টকরণ অথবা ঐ জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির মাল বা বাণিজ্যদ্রব্য বা কোন প্রকার জিনিস নষ্টকরণ অথবা ঐ জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি হইতে আপনার প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্তে উদ্যোগ করিতেছে যে কোন ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যদ্যপি সেই সময়ে জাহাজইত্যাদির উপর থাকে অথবা তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে তাহার প্রাণ বাঁচাইবার উদ্যোগ বলপূর্ব্বক নিবারণ করণ কি ব্যাঘাত জন্মাওন। এবং কোন ব্যক্তির আইন বিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক ভূমিস্থ কি টাকা কোন ধান্য বা ভুসা দ্রব্য কি কোন প্রকার শস্যাদি বা মটরইত্যাদি কি ইক্ষুর কাঁড়িতে আগুনদেওন অথবা কোন বন কিম্বা আগাছাতে বা গাছের কি বহুমূল্য চারার বাগানে আগুনদেওন অথবা যে কোন স্থানে ঘাস বা চারা কি ঐপ্রকার অন্য কোন ভূমিসম্পর্কীয় দ্রব্য জন্মিতেছে তাহাতে আগুনদেওন। এবং ঐ আইনের যে ভাগে পূর্ব্বোক্ত নানা আইনের দ্বারা দণ্ডের যোগ্যহওয়া ফেলোনীর অপরাধির দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান অপরাধিদিগের এবং অপরাধকরণের পূর্ব্ব এবং পরে তাহারদের সঙ্গি ব্যক্তির দণ্ডের বিষয় লেখে তাহা এই আইন জারীহওনের সময়াবধি কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে চলনহওয়া রহিত হইবেক কেবল এই আইন জারীহওনের তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে করা অপরাধ বর্জ্জিত থাকিয়া এই আইন জারী না হইলে যেমত হইত সেইমত তাহার বিষয়ে কার্য্য হইবেক ও তাহার দণ্ড করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বের অধীন দেশের মধ্যে যেং ব্যক্তির উপর ও যেং স্থানের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের ফৌজদারীবিষয়ক এলাকা থাকে সেইং ব্যক্তির উপর এবং সেইং স্থানের মধ্যে এই আইন চলন হইবেক এবং অন্য কোন ব্যক্তির উপর বা স্থানের মধ্যে চলন হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি খুনকরণের অভিপ্রায়ে কোন প্রকার বিষ বা প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য কাহাকে খাইতে দেয় বা খাওয়ায় অথবা কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারে কি কাটে কিম্বা আঘাত করে অথবা অন্য কোন প্রকারে কোন কাহাকে প্রাণের সংশয়জনক শারীরিক কোন হানি করে

Digitized by Google

সেই ব্যক্তি ফেলোনী অর্থ ৎ মহাপরাধের অপরাধী গণ্য হইয়া তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি খুনকরণের অভিপ্রায়ে কোন প্রকার বিষ কি প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য কাহাকে খাইতে দিবার উদ্যোগ করে অথবা কোন ব্যক্তির প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে কি বন্দুকের কল টিপনের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে কাহার প্রতি কোন প্রকার গুলিপুরা অস্ত্র ছুড়িতে উদ্যোগ করে অথবা কোন ব্যক্তিকে ডুবাইয়া মারিতে কি শ্বাসবদ্ধ করিতে কিম্বা গলায় ফাঁস দিয়া মারিতে উদ্যোগ করে যদ্যপি তাহাতে শারীরিক কোন হানি না হইয়া থাকে তথাপি ঐ ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনা ক্রমে আদালতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক অথবা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওয়ের যোগ্য হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি কাহাকে অঙ্গহীন বা বিরূপ কি কর্ম্মাক্ষম করণের অভিপ্রায়ে অথবা তাহাকে অন্য কোন শারীরিক দারুণ হানিকরণের অভিপ্রায়ে কিম্বা কোন ব্যক্তির আইনমতে গ্রেফ্তারকরণ বা ধৃত করিয়া রাখণের ব্যাঘাত বা নিবারণ করণের অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রতি আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক গুলি নিক্ষেপ করে কি বন্দুকের কল টিপনের দ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে কাহার প্রতি কোন প্রকার গুলিপুরা অস্ত্র ছুড়িতে উদ্যোগ করে অথবা কাহাকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারে বা কাটে কি তাহাকে আঘাত করে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মেয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তিকে দগ্ধকরণ বা অঙ্গহিন কি বিরূপকরণ কিম্বা কর্ম্মাক্ষম করণের অভিপ্রায়ে অথবা কোন ব্যক্তিকে শারীরিক অন্য কোন দারুন হানিকরণের অভিপ্রায়ে যদি কোন ব্যক্তি আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য বা শঙ্কাজনক কি অপকারক অন্য কোন দ্রব্য অন্য কাহার নিকটে প্রেরণ করে বা অর্পণ করে কি গ্রহণ করায় বা আদান করায় অথবা ক্ষয়কারক কোন দ্রব দ্রব্য বা বিনাশক অন্য কোন দ্রব্য অন্য কাহার উপর ফেলে কি নিক্ষেপ করে বা

Digitized by Google

অন্য কোন প্রকারে তাহার উপর সংযোগ করে এবং যদি পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ম্মের দ্বারা কোন ব্যক্তি দগ্ধহয় বা অঙ্গহীন হয় কি বিরূপ হয় কি কর্ম্মাক্ষম হয় কিম্বা শারীরিক দারুণ অন্য কোন হানিগ্রস্ত হয় তবে অপরাধি ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীর গর্ভপাত করাওণের অভিপ্রায়ে তাহাকে আইনবিরুদ্ধে কোনপ্রকার বিষ বা অপকারক অন্য কোন দ্রব্য খাইতে দেয় কি খাওয়ায় অথবা উক্ত অভিপ্রায়ে আইনবিরুদ্ধে কোন অস্ত্র লইয়া ব্যবহার করে বা অন্য প্রকার উদ্যোগ করে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধের বিষয়ে অথবা কোন ফেলোনীর বিষয়ে কোন ব্যক্তির বিচার হইলে যদি নালিশহওয়া অপরাধের অন্তর্গত সে ব্যক্তির উপর চড়াউকরণের অপরাধ থাকে তবে জুরিরা নালিশগ্রস্ত অপরাধিকে ফেলোনীর অপরাধহইতে মুক্ত করিয়া যদ্যপি সাক্ষ্যের দ্বারা সম্ভব হয় তবে তাহাকে চড়াউকরণের অপরাধে দোষী করিতে পারেন্ এবং জুরিরা তাহাকে এরূপ দোষী করিলে আদালত চড়াউকরণের অপরাধের অপরাধি ব্যক্তিকে ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ করিতে পারেন্ ইতি।

৯ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি সিঁধালীরূপে কোন বসতবাটী ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহার মধ্যস্থিত কোন ব্যক্তিকে খুনকরণের অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি চড়াউ করে অথবা সে ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারে বা কাটে কি আঘাত করে কিম্বা প্রহার করে অথবা মারিপিট করে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধে অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তির সিঁধদেওনের অপরাধ

Digitized by Google

সাব্যস্ত হয় তবে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

কিন্তু এই ধারানুসারে এমত হুকুম হইল যে যে স্থলে রাত্রি না হইলে সিঁধদেওনের অপরাধ হয় না সেই স্থলে রাত্রির বিষয়ে ইহা জ্ঞান করিতে হইবেক এবং এই আইন ক্রমে হুকুম হইল যে ঐ রাত্রি রাত্রিতে ইঙ্গরেজী ৯ নয় ঘণ্টার সময় আরম্ভ হইয়া তৎপর দিবসের প্রত্যূষের ছয় ঘণ্টার সময়ে সমাপ্ত হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি কোন বসতবাটীতে সম্পত্তি চুরী করে এবং তাহার মধ্যস্থিত কোন ব্যক্তিকে তর্জনগর্জন অথবা ধমকাওনের দ্বারা ভীত করে অথবা কোন বসতবাটীতে সর্ব্বসুদ্ধা কোম্পানির ৫০ পঞ্চাশ টাকার বা ততোধিক মূল্যের সম্পত্তি চুরী করে কিম্বা কোন বসতবাটী ভাঙ্গিয়া তাহাতে প্রবেশ করে এবং তাহার মধ্যের কোন সম্পত্তি চুরী করে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইয়া তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং এই ধারনুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি অন্য কাহার স্থানহইতে বলপূর্ব্বক কিছু অপহরণ করে এবং ঐ অপহরণের সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারে বা কাটে কি আঘাত করে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যতি কোন ব্যক্তি কোন অস্ত্রশস্ত্র বা হাতিয়ার বিশিষ্ট হইয়া অন্য কাহার স্থানহইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে বা বলপূর্ব্বক অপহরণকরণের অভিপ্রায়ে তাহার উপর চড়াউ করে অথবা অন্য এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া কাহার স্থানহইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে কিম্বা কাহার স্থান হইতে বলপূর্ব্বক অপহরণকরণের অভিপ্রায়ে তাহার উপর চড়াউ করে অথবা কোন ব্যক্তির স্থানহইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে এবং সেইরূপ অপহরণকরণের সময়ে বা

Digitized by Google

তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে কোন ব্যক্তিকে প্রহার বা মারিপিট করে কি তাহার প্রতি শারীরিক অন্য কোন অত্যাচার করে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন কি কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক অথবা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তির স্থানে অসঙ্গতরূপে টাকা লইবার কিম্বা প্রাপ্ত হইবার অভিপ্রায়ে কোন কেহ অন্যকে এই অপবাদ করে অথবা অপবাদকরণের ভয় দেখায় যে সে ব্যক্তি মনুষ্য কি পশুর সঙ্গে সংসর্গকরণের অতিঘৃণ্য অপরাধ করিয়াছে অথবা ঐ অতিঘৃণ্য অপরাধকরণের অভিপ্রায়ে চড়াউ করিয়াছে কি উক্ত অতিঘৃণ্য অপরাধকরণের চেষ্টা বা উদ্যোগ করিয়াছে অথবা কোন ব্যক্তিকে ঐ অতিঘৃণ্য অপরাধ করিতে বা করিতে দেওনের নিমিত্তে তাহাকে মিনতি করিয়াছে অথবা পরামর্শ দিয়াছে বা লোভ দেখাইয়াছে কি ভয় দেখাইয়াছে এবং উক্তমতে অপবাদকরণ বা ধমকাওনের দ্বারা ভয় দেখাইয়া ঐ ব্যক্তির স্থানে কোন সম্পত্তি অসঙ্গতপূর্ব্বক লইয়া থাকে কি প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন কিম্বা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক অথবা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্তহওয়া অথবা ভগ্ন হওয়া কি চড়ার উপরে পড়া কিম্বা তটে নিক্ষিপ্তহওয়া কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির কোন ভাগ লুট করে বা চুরী করে অথবা ঐ জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি সম্বন্ধীয় কোনপ্রকার মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য বা কোনপ্রকার জিনিসপত্র লুট কি চুরী করে সেই ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে যাবজ্জীবন কি কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক অথবা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি অন্যের স্থানহইতে বলপূর্ব্বক কিছু অপহরণ করে অথবা অন্যের গাত্রহইতে কোন সম্পত্তি চুরী করে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে ১৫ পোনেরো বৎসরের অনধিক ও ১০ দশ বৎসরের অন্যূন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের অথবা ৩ তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

১৮ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অপহরণকরণের অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির উপর চড়াউ করে সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ৩ তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি চুরীকরণের অভিপ্রায়ে তর্জনগর্জনপূর্ব্বক অথবা বলপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির স্থানে কোন সম্পত্তির দাওয়া করে সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইয়া তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ৩ তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি বসতবাটীতে থাকিতে কেহ যদি আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক ঐ বসতবাটীতে অগ্নি দেয় তবে সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

২১ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি কাহার ক্ষতি কি অপচয় করণের অভিপ্রায়ে কোন গ্রীজাঘরে বা ধর্ম্মের আরাধনার অন্য কোন সাধারণ স্থানে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক অগ্নি দেয় অথবা কোন বাটী বা ঘোড়ার ঘর বা গাড়ির ঘর কি পাকশালাইত্যাদি কিম্বা গুদাম ঘর কি দফ্তরখানা বা দোকান কি কলঘর কি ছোট কিম্বা বড় গোলাতে বা কোন বাণিজ্য অথবা শিল্পকর্ম্ম কি তাহার কোন অঙ্গ যে কোন এমারৎ বা ঘরে নির্ব্বাহ হইতেছে উপরের উক্ত এমত ঘর কি এমারৎ বা তাহার কোন একটা ঘর তৎসময়ে অপরাধি ব্যক্তির দখলে থাকুক বা অন্য কাহার দখলে থাকুক আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক তাহাতে আগুন দেয় তবে সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তিকে খুনকরণের অভিপ্রায়ে যে কেহ আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদিতে আগুন দেয় বা

Digitized by Google

তাহা তটের উপর ফেলাইয়া নষ্ট করে অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহা নষ্ট করে যদি তাহার দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রাণ সংশয় হয় তবে সে অপরাধী ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি সঙ্কটে আনিবার অভিপ্রায়ে যে কোন ব্যক্তি আইনবিরুদ্ধে মিথ্যা কোন আলো বা চিহ্ন দেখায় অথবা যাহাতে কোন বিপদ্‌গ্রস্ত জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির অগৌণে ক্ষতি বা বিনাশ সম্ভাবনা আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক এমত কোন কর্ম্ম করে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কেহ সম্পূর্ণরূপে তৈয়ারহওয়া বা না হওয়া কোন জাহাজ কি নৌকাইত্যাদিতে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক আগুন দেয় বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করে অথবা যে কেহ কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির স্বামির বা তাহার কোন অংশের স্বামির বা ঐ জাহাজস্থিত কোন মালের স্বামির কি ঐ জাহাজ কি নৌকাইত্যাদির উপর বা মালের ভাড়ার উপর বা জাহাজস্থিত কোন জিনিসের উপর বিমাপত্রের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বিমা করিয়াছে কিম্বা করে তাহার ক্ষতি করণের অভিপ্রায়ে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক ঐ জাহাজইত্যাদিতে আগুন দেয় বা তাহা তটে ফেলাইয়া ভাঙ্গে বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্তহওয়া বা ভগ্ন হওয়া বা চড়ায় পড়া কি তটে নিক্ষিপ্তহওয়া কোন জাহাজ বা নৌকা ইত্যাদিহইতে আপনার প্রাণ রক্ষাকরণের চেষ্টাকারি ব্যক্তির উদ্যোগ নিবারণ করে বা ব্যাঘাত জন্মায় সে ব্যক্তি তৎসময়ে জাহাজের উপর থাকুক বা তাহা ত্যাগ করিয়া থাকুক সেই অপরাধি ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে যাবজ্জীবন বা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

২৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কেহ বিপদ্‌গ্রস্ত বা ভগ্নহওয়া কি চড়ায় পড়া বা তটে নিক্ষিপ্তহওয়া কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির কোন অংশ কি ঐ জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি সম্পর্কীয় কোন মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য বা কোন প্রকার জিনিসপত্র আইন বিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক নষ্ট করে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন কিম্বা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি কয়লার কোন আকরে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক আগুন দেয় সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি ধান্য বা ভুসা দ্রব্যের কি অন্য কোন প্রকার শস্যের কি মটরইত্যাদির বা ইক্ষুর কি খড়ের বা শুষ্ক ঘাসের কিম্বা কাষ্ঠের রাশিতে অথবা ক্ষেত্রস্থ কাটা না হওয়া বা কাটাহওয়া ধান্য বা ভুসা দ্রব্য কি অন্য প্রকার শস্যাদি অথবা মটরইত্যাদি কি ইক্ষুর ফসলে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক আগুন দেয় অথবা কোন বন কি আগাছাতে বা বৃক্ষের কিম্বা বহুমূল্য চারার বাগানের কোন ভাগে অথবা যে কোন স্থানে ঘাস বা চারা কি ঐ প্রকার ভূমিসম্পর্কীয় অন্য কোন দ্রব্য জন্মিতেছে তাহাতে আগুন দেয় তবে সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন বা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি জীবতথাকা গাছ বা কোমল চারা কি গুল্ম বা ঝাড় অথবা কোন গরাদিয়া বা খুঁটি কি কোন আগড় অথবা জীবিত কৃষিকরা কোন বৃক্ষ বা শিকড় বা ফল কি শাকসব্জীইত্যাদি সমুদয় কি তাহার কোন অংশ চুরী করে কিম্বা সরকারী বা সামান্য ব্যক্তির কোন প্রকার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক অপচয় কি ক্ষতি বা নষ্ট করে এমত প্রত্যেক

Digitized by Google

অপরাধির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে প্রথম অপরাধের নিমিত্তে অপচয়ের সংখ্যার অতিরিক্ত ৫০) পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের উচিত বোধ হয় তত টাকা তাহার জরীমানা দিতে হইবেক। এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে পর যদি পুনরায় পূর্ব্বোক্ত কোন এক অপরাধ করে এবং ঐরূপে সেই অপরাধ সাব্যস্ত হয় তবে প্রত্যেক অপরাধী ঐ দ্বিতীয় অপরাধের নিমিত্তে ৬ ছয় মাসের অনধিক যে মিয়াদ দোষ সাব্যস্তকারি মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব উচিত বোধ করেন্ সেই মিয়াদে কঠিন শ্রমযুক্ত বা তাহাব্যতীত কয়েদ হইবেক। কিন্তু সামান্য ব্যক্তিরদের কোন সম্পত্তি চুরীকরণ বিষয়ে অথবা কোন স্থাবর সম্পত্তির দ্বেষপূর্ব্বক অপচয় বা ক্ষতি কি নাশকরণ বিষয়ে এই ধারাতে যাহা লেখে তাহা পুলোপিনাঙ্গ ও শিঙ্গাপুর ও মলাকার বসতির মধ্যে চলিবেক না ইতি।

৩০ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পুরণের নিমিত্তে যত টাকা দিতে হয় তাহা প্রত্যেক মোকদ্দমায় দোষ সাব্যস্তকারি মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব নিরূপণ করিবেন এবং যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে যদি সে ব্যক্তিকে জানাযায় তবে তাহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবেক কিন্তু অপরাধের প্রমাণকরণার্থে যদি সেই ব্যক্তির জোবানবন্দী লওয়া গিয়া থাকে তবে তাহাকে ঐ টাকা দেওয়া যাইবেক না। এবং এই আইনক্রমে প্রত্যেক মোকদ্দমাতে সরাসরীরূপে দোষ সাব্যস্ত হইয়া যে টাকা ক্ষতিপুরণের নিমিত্তে দিবার হুকুম হয় তাহা অথবা মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব যে জরীমানার টাকার হুকুম দেন্ তাহা যদি অপরাধ সাব্যস্তহওনের অব্যবহিত পরে অথবা দোষ সাব্যস্তকরণসময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব যে মিয়াদ নিরূপণ করেন্ তাহার মধ্যে না দেওয়া যায় তবে দোষ সাব্যস্তকারি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের এই ক্ষমতা হইল যে ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে সাধারণ জেলখানায় কি হরিণবাটীতে সুদ্ধ কয়েদ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস আফ দি পীস সহেবের বিবেচনায় কঠিন শ্রমযুক্ত কয়েদের নীচের লিখিতব্য মিয়াদে হুকুম দেন্ অর্থাৎ যেখানে ক্ষতিপুরণের টাকার সংখ্যা অথবা হুকুমহওয়া জরীমানার টাকা কি মোকদ্দমা বুঝিয়া উভয়ের সংখ্যা খরচা সমেত ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় সেখানে উক্তমত ২ দুই মাস মিয়াদে কয়েদ করেন্ এবং যেখানে ক্ষতিপুরণ ও জরীমানার টাকা খরচাসমেত ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয় সেখানে ৪ চারি মাসের অনধিক মিয়াদে উক্তমতে কয়েদহওনের হুকুম দেন্ এবং অন্য কোন গতিকে ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের হুকুম করেন্। কিন্তু উপরের লিখিত প্রত্যেক স্থলে ক্ষতিপুরণের টাকা ও জরীমানা ও খরচার টাকা দেওয়া গেলে অপরাধী কয়েদহইতে খালাস হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৩১ ধারা।

কিন্তু এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন কএক জন একবাক্য হইয়াএক অপরাধ করে এবং তাহারদের অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তাহারদের মধ্যে প্রত্যেক জনকে সমস্ত ক্ষতিপুরণের তুল্য টাকা দিতে হুকুম হয় তখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঐ অপরাধিরদের মধ্যে এক জনের যে টাকা দিতে হয় কেবল তাহা দেওয়া যাইবেক এবং অধিক টাকা তাহাকে দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৩২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনের ক্ষমতানুসারে সরাসরী দোষ সাব্যস্তক্রমে যে অপরাধের শাস্তি হইতে পারে সেই অপরাধ সাব্যস্তহওয়া ব্যক্তি যখন ঐ দোষ সাব্যস্তক্রমে হুকুমহওয়া টাকা খরচাসমেত দিয়াছে অথবা না দেওনপ্রযুক্ত নির্দ্দিষ্টরূপে কয়েদ ভোগ করিয়াছে তখন সেই ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বিষয়ে অন্য কোন নালিশহইতে মুক্ত হইল ইতি।

৩৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে দ্বেষপূর্ব্বক অপরাধকারি ব্যক্তির উপর এই আইনক্রমে যে শাস্তির অথবা যে অর্থদণ্ডের হুকুম হয় যে সম্পত্তির বিষয়ে অপরাধ হইয়াছে তাহার স্বামির প্রতি দ্বেষপ্রযুক্ত যদ্যপি তাহা করিয়া থাকে কি অন্য কোন প্রকারে করিয়া থাকে তবে ঐ শাস্তি ও অর্থদণ্ড সমানরূপে খাটিবেক এবং জারী হইবেক ইতি।

৩৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সাধারণ লোকেরদের ব্যবহারের নিমিত্তে বা শোভার্থে যে সম্পত্তি উৎসর্গ হইয়া থাকে তাহা চুরীকরণ বিষয়ে বা দ্বেষপূর্ব্বক অপচয় বা ক্ষতি কি নষ্টকরণ বিষয়ে যখন নালিশ করিতে হয় তখন সেই সম্পত্তি কোন বিশেষ ব্যক্তির ইহা নালিশপত্রে লিখিবার আবশ্যক নাহি ইতি।

৩৫ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে যেখানে "সম্পত্তি" এই শব্দ আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত মৃত চতুর্থ জর্জ বাদশাহের রাজ্যকরণের ৯ নবম বৎসরের হুকুম হওয়া আক্টের মধ্যে চাটেল্‌স অর্থাৎ দ্রব্য কিম্বা টাকা কি টাকার নিদর্শনপত্রাদি এই তিন শব্দে যে দ্রব্য বুঝায় তাহা বুঝা যাইবেক এবং "বসতবাটী" এই শব্দের উক্ত আক্টের মধ্যে যে অর্থ সেই অর্থ এখানে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

Digitized by Google

৩৬ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে সকল ফেলোনী দণ্ডনীয় হইল তাহাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তি এবং অপরাধের পূর্ব্বের প্রত্যেক সঙ্গি ব্যক্তি এই আইনক্রমে প্রথম শ্রেণীর অপরাধি ব্যক্তি যেরূপে দণ্ডনীয় সেইরূপে প্রাণদণ্ড কি অন্যপ্রকার দণ্ডের যোগ্য হইবেক। এবং এই আইনক্রমে দণ্ডনীয় কোন্ ফেলোনীর অপরাধের পর অপহৃত সম্পত্তিলওনিয়াব্যতিরেকে অন্য সকল সঙ্গি ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইলে পর ২ দুই বৎসরের অনধিক মিয়াদে তাহারা কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন এই আইনের দণ্ডনীয় কোন অপরাধের নিমিত্তে এই আইনক্রমে কোন ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইয়া কয়েদের হুকুম হয় তখন আদালত ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে কয়েদ করিতে এবং কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে কয়েদের যে মিয়াদ বা মিয়াদসকল ঐ আদালতের বিবেচনায় উচিত বোধ হয় সেই মিয়াদে অপরাধিকে নির্জন স্থানে কয়েদ থাকনের হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু এক কালে এক মাসের অধিক অথবা কোন এক বৎসরে তিন মাসের অধিক নির্জন স্থানে কয়েদ করিতে হইবেক না ইতি।

৩৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইনক্রমে কোন আদালতের ক্ষমতা নাহি যে ভারতবর্ষীয় কোন লোককে এবং ইউরোপীয়ের ঔরসে ইউরোপীয় স্ত্রীর গর্ভজাতভিন্ন কোন ব্যক্তিকে নিউ সৌথ ওএল্সের পূর্ব্ব তটে অথবা তাহার নিকটবর্ত্তি কোন উপদ্বীপে প্রেরণ করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১০ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে এক্ষণকার চলিত কোন আইনানুসারে ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে২ ক্ষমতাক্রমে বাঙ্গালা ও বেহার এবং উড়িষ্যার সুবাতে ও জিলাতে ও দেশে ও সুবা এবং জিলা ও দেশের নিমিত্তে এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর নিমিত্তে ও রাজধানীর মধ্যে ও তাহার অধীন স্থানের নিমিত্তে ও মধ্যে দুই জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের দ্বারা কার্য্য হইতেছে সেই ক্ষমতামতে এক জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের দ্বারা কার্য্য হইতে পারে ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে রাজস্ব বাকী আদায়ের নিমিত্তে তৃতীয় জর্জের ৩৩ বৎসরের ৫২ অধ্যায়ের পার্লিমেণ্টের আক্টক্রমে এক জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব ক্রোকী পরওয়ানা পাঠাইতে পারেন্ এবং সেই পরওয়ানা যেমত দুই জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের দস্তখৎ ও মোহর করা গেলে বলবৎ হইত সেইমত বলবৎ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইহার পূর্ব্বে এক জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব যে ক্ষমতা করিয়াছেন ও যে পরওয়ানা পাঠাইয়াছেন সেই ক্ষমতা দুই জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব করিলে এবং সেই পরওয়ানা দুই জনে পাঠাইলে যে রূপ আইনসিদ্ধ ও বলবৎ হইত সেইরূপ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ৪ ফেব্রুআরি তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর ১ মে তারিখ অবধি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের মধ্যের যে আইনের বা আইনের কোন অংশের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বা কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে আপনং পদের উপলক্ষে মাল গুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই আইনের ঐ প্রকার ক্ষমতা দেওনবিষয়ক কথা রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ তারিখঅবধি বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেবকে অথবা কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাহেবকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তিনি এই আইনের শেষের সংযুক্ত তফসীলের কথাক্রমে এবং ঐ বিষয়ে যেং হুকুম প্রাপ্ত হন্ তদনুসারে আপনার জিলার প্রত্যেক পরগনা বা ডিহীতে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বিক্রয়করণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আপনার দস্তখৎ ও মোহর করা সনদের দ্বারা কোন এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্ এবং ঐ ব্যক্তির দিগকে শতকরার হিসাবে সম্পত্তিহইতে বাদ দিয়া লওনের দ্বারা আপনারদের মেহনতানা পুষিয়া লইতে হুকুম করেন্ কিন্তু তাহারা নীলামের উৎপন্ন টাকাইইতে শত করা ১০ দশ টাকার অধিক লইতে পারিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের যে সমস্ত চলিত আইনের বা আইনের অংশের দ্বারা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নীলামের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে অথবা যাহার দ্বারা তাহারদের কার্য্যনির্ব্বাহের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অথবা যাহার দ্বারা তাহারদের কার্য্যের ত্রুটিকরণের বিষয়ে কোন জরীমানা বা অন্য কোন শাস্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই আইনানুসারে ঐরূপ সম্পত্তি বিক্রয়ের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের উপর খাটিবেক ইতি।

Digitized by Google

তফসীল।

আমি অমুক জিলার কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১ আইনের মতে যে ভার রাখি তদনুসারে তোমাকে গবর্ণমেণ্টের আইনের প্রস্তাবিতমতে খাজানার বাকী আদায়ের কারণ ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের নিমিত্তে কমিস্যনরী কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তুমি অমুক পরগনার অমুক মোকামে থাকিয়া ঐ সমস্ত আইনের লিখিত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা অপর যে আজ্ঞা তোমার কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে পাঠান যায় তদনুসারে ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের কার্য্য করিবা এবং আপনার কর্ম্মের প্রতিদিনের রুবকারী অর্থাৎ নিত্যবিবরণলিপি সাবধানে রাখিবা এবং তাহা আমার দ্বারা অথবা আদালতের দ্বারা তলব হইলে তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক। তোমার মেহনতানার নিমিত্তে নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে শত করা এত টাকা বাদ দিয়া নিজের নিমিত্তে লইতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ৪ ফেব্রুআরি তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইহার পুর্ব্বে জারীহওয়া কোন আইন অথবা ইহার পর ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে আইন জারী করিবেন তদনুসারে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবকর্ত্তৃক যে জরীমানার দ্বারা অপরাধিরা দণ্ডনীয় হইতেছে বা উত্তর কালে হয় তাহার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ টাকা না দেওয়া গেলে এবং ঐ আইনের দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে ঐ টাকা বলপুর্ব্বক আদায়করণের কোন উপায় নিরূপণ না থাকিলে অথবা উত্তর কালে না হইলে আপনার দস্তখতী পরওয়ানার দ্বারা আপনার এলাকার মধ্যে অপরাধির যে দ্রব্য এবং সম্পত্তি পাওয়াযায় তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা ঐ জরীমানার টাকা আদায় করিতে পারেন্। এবং যদি এমত কোন সম্পত্তি তাঁহার এলাকার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে ঐ প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তিনি আপনার দস্তখতী পরওয়ানার দ্বারা অপরাধি ব্যক্তিকে জেলখানায় কয়েদ করেন্। এবং যদি জরীমানার সংখ্যা ৫০ পঞ্চাশ টাকার উর্দ্ধ না হয় তবে ২ দুই মাসের অনধিক মিয়াদে এবং যদি জরীমানার সংখ্যা ১০০ এক শত টাকার অনধিক হয় তবে ৪ চারি মাসের অনধিক মিয়াদে এবং অন্য২ গতিকে ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে ঐ ব্যক্তি সেখানে সুদ্ধকয়েদ থাকিবেক কি ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনাক্রমে কঠিন শ্রমযুক্ত কয়েদ থাকিবেক এবং উপরের উক্ত প্রত্যেক গতিকে জরীমানার টাকা দেওয়া গেলে সে ব্যক্তি খালাস হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ইহার পুর্ব্বে জারীহওয়া কোন আইনের বিধিক্রমে অথবা ইহার পর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে আইন জারী করিবেন তদনুসারে যখন অপরাধি ব্যক্তিরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা জরীমানা কি কয়েদ অথবা উভয়ের দ্বারা দণ্ডনীয় হয় অথবা হইতে পারে এবং যখন ঐ জরীমানার কিম্বা কয়েদের সীমা নির্দ্দিষ্ট না থাকে তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ২০০ দুই শত টাকার অধিক জরীমানার হুকুম দিতে পারিবেন না এবং ৬ ছয় মাসের অধিক মিয়াদে অপরাধি ব্যক্তিকে কয়েদ করিতে পারিবেন না ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইহার পূর্ব্বে জারীহওয়া কোন আইনের বিধিক্রমে অথবা ইহার পর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে আইন জারী করিবেন তদনুসারে যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অপরাধি ব্যক্তিরা জরীমানার দ্বারা দণ্ডনীয় হয় তখন ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অপরাধ হওনবিষয়ের প্রমাণ শপথপূর্ব্বক অথবা যে স্থলে আইনক্রমে শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃতি লওয়া যাইতে পারে সেই স্থলে ঐ প্রমাণ সুকৃতিপূর্ব্বক লইতে পারেন্ এবং এই ধারাক্রমে সেইপ্রকারে প্রমাণ লইতে তাঁহার প্রতি হুকুম হইল ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে এই আইনে এবং ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে জারীহওয়া সমস্ত আইনে "জরীমানা" এবং "জরীমানাসকল" এই কথাতে সকল প্রকার অর্থদণ্ড এবং গুনাহগারী বুঝা যাইবেক এবং "মাজিষ্ট্রেট" এই কথা যেখানে থাকে সেই খানে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও আইনমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতানুসারে কার্য্যকারক ব্যক্তি এবং জুষ্টিস আফ দি পীস বুঝা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১৮ ফেব্রুআরি তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত ইঙ্গলণ্ডীয় রাজ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপন জন্মস্থানপ্রযুক্ত কি বিশেষ বংশে জাতহওন প্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১১ আইনে কিছু থাকিলেও রাজস্বের বাকী বা অসঙ্গত দাওয়াবিষয়ক কোন মোকদ্দমায় রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্বের আদালতের এলাকার বর্জ্জিত নহেন্ অথবা হইবেন না ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে কোন আদালতে উপরের উক্ত বিষয়ে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং এ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে ঐ প্রকার আদালতে উক্ত প্রকার মোকদ্দমায় যে কোন ডিক্রী হইয়া থাকে তাহা ঐ মোকদ্দমা কিম্বা ডিক্রী সম্পর্কীয় ব্যক্তির জন্মস্থান অথবা বিশেষ বংশে জাতহওনপ্রযুক্ত অসিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত রাজ্যের মধ্যে যে কোন প্রকার ব্যক্তি হউন তিনি রাজস্বের বাকী বা অসঙ্গত দাওয়ার বিষয়ের কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় জন্মস্থানপ্রযুক্ত অথবা বিশেষ বংশে জাতহওনপ্রযুক্ত মুনসেফের আদালতের এলাকার বর্জিত হইবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেল ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১৮ মার্চ তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান চার্টর নানা বিষয়ে কষ্টদায়ক এবং দোষযুক্ত বোধহওয়াতে ঐ চার্টরী সমাজের অন্তঃপাতিরা আপনারদের কর্ম্মাধ্যক্ষেরদের দ্বারা নূতন চার্টর অর্থাৎ চার্টরদায়ক আক্টের দ্বারা তাহা সংশোধন করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহারা আপনারদের পূর্ব্বের চার্টর সমর্পণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ অর্পণেতে এবং পশ্চাৎ লিখিতব্যমতে উক্ত চার্টরী সমাজ বজায়থাকনে সম্মত হওয়াতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আক্ট জারীহওনের পর আগামি মে মাসের ১ প্রথম দিনাবধি উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ২৯ মে তারিখের চার্টর এবং তৎসংক্রান্ত ১৮৩৬ সালের ১৯ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ২৪ আইন রদ হইবেক এবং এই আইনের মধ্যে যেং বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে অথবা যাহার বিষয় উল্লেক হইয়াছে তাহাব্যতিরিক্ত ঐ চার্টর এবং ঐ আইন সেই দিনাবধি রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত চার্টর এবং পূর্ব্বোক্ত আইন নিবৃত্ত হওনসময়ে যে ব্যক্তিরা ঐ চার্টর এবং আইনের বিধিক্রমে উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূলধনের অধিকারী হন্ তাঁহারা ঐ চার্টর এবং আইন নিবৃত্ত হইলেও পূর্ব্ববৎ চার্টরী সমাজ থাকিবেন অর্থাৎ বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নামে চার্টরী ক্ষমতাবিশিষ্ট সমাজ থাকিবেন এবং তাঁহারদিগকে ও পশ্চাৎ লিখিতব্যমতে তাঁহারদের পর যেং ব্যক্তি সময়ক্রমে উক্ত ব্যাঙ্কের অধিকারী হইবেন তাঁহারদিগকে চিরকালীন অধিকারিত্ব দেওয়া গেল এবং অনেক লোকভুক্ত চার্টরী সমাজের যে সমুদয় স্বত্ব ও অধিকার ও ক্ষমতা আইনানুসারে সামান্যতঃ থাকে সেই সমুদয় তাঁহারদেরি হইবেক ও তাঁহারা ভোগ করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবংএই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত চার্টরের দ্বারা এবং উক্ত আইনের ক্ষমতাক্রমে যে সকল সম্পত্তি এবং সম্পত্তির বন্ধকপত্র ও যে সকল দাওয়া এবং দাবী উক্ত

Digitized by Google

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের অধিকারে এক্ষণে আছে অথবা ব্যাঙ্ক রাখেন্ তাহা উক্ত চার্টর নিবৃত্ত হইবামাত্রে পূর্ব্বোক্তমতে এই আইনক্রমে বজায়থাকা এবং চার্টরীক্ষমতাপ্রাপ্তহওয়া বাঙ্গাল ব্যাঙ্কেতে অর্পিত হইবেক এবং ঐ ব্যাঙ্কের অধিকারে আসিবেক এবং পূর্ব্বের ন্যায় ঐ ব্যাঙ্কেরি থাকিবেক। এবং পূর্ব্বোক্তমতে উক্ত চার্টর নিবৃত্তহওনসময়ে ঐ ব্যাঙ্কের যে সমস্ত কর্জ ছিল এবং পরিশোধ না হওয়া যে সকল দাওয়া ও দাবী এবং ঝুঁকী ছিল তাহার দায়ী পূর্ব্বোক্তমতে পূর্ব্ববৎ বজায়থাকা ও চার্টরী ক্ষমতা প্রাপ্তহওয়া উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক হইবেন। এবং তৎসময়ে আইন বা একুটি সম্বন্ধীয় যে সমস্ত মোকদ্দমা ও ব্যাপার উপস্থিত ছিল তাহা ঐ বর্ত্তমান চার্টর নিবৃত্তহওন এবং এই আইনের ক্ষমতাক্রমে ঐ ব্যাঙ্কের পুনর্নূতনহওন ও বজায় থাকনপ্রযুক্ত নিবৃত্ত কিম্বা রহিত হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্তমতে পুনর্নূতনহওয়া ও বজায়থাকা ঐ ব্যাঙ্ক আপনার পূর্ব্বোক্ত চার্টরঘটিত নামে নালিশ করিতে পারেন্ ও নালিশ করিবেন এবং তাঁহার উপর ঐ নামে নালিশ হইবেক ও হইতে পারিবেক এবং ঐ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা সময়ে২ যে সামাজিক মোহর নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহা লইয়া ব্যবহার করিতে পারেন্ ও ব্যবহার করিবেন এবং সমস্ত প্রকার সম্পত্তি স্বামিত্বরূপে বা নিয়মপূর্ব্বক কোন মিয়াদে অথবা চিরকালের নিমিত্তে প্রাপ্ত হইতে এবং রাখিতে পারেন্ এবং তাহা হস্তান্তর ও অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বর্ত্তমান চার্টর ও আইনক্রমে স্থাপিত ঐ ব্যাঙ্কের যে মূলধন থাকে তাহা এই আইনের ক্ষমতানুসারে ঐ চার্টরইত্যাদি নিবৃত্ত হওনসময়ে পূর্ব্বোক্তমতে পুনর্নূতনহওয়া ও বজায়থাকা উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনই থাকিবেক। কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ে২ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা ঐ ব্যাঙ্কের মূলধন বৃদ্ধি করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ মূলধন বৃদ্ধিকরণের নিমিত্তে স্বাক্ষর লইবার জন্যে যে হুকুম ও নিয়ম তাঁহার উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্ কিন্তু ঐ সময়ে উক্ত ব্যাঙ্কের অধিকারী যাঁহারা তাঁহারদিগকে উপযুক্তমত সম্বাদ দিতে হইবেক ও ঐ মূলধনে তাঁহারদের স্বাক্ষরকরণের নিমিত্তে ১২ বারো মাসের অন্যূন মিয়াদ দিতে হইবেক এবং অধিকারিরদের প্রত্যেক জন নূতন মূলধনের যে পরিমাণের অধিকার রাখেন্ তাহাতে ঐ অধিকারিরা যেরূপে ও যেপ্রকারে স্বাক্ষর করিবেন ও উক্ত ব্যাঙ্কে দাখিল করিবেন তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ এবং নিরূপিতমতে ও রীতিমতে যে নূতন মূলধনে স্বাক্ষর না হইয়া থাকে ও যাহার টাকা

Digitized by Google

দাখিল হইয়া না থাকে তাহা বিলিকরণের বিষয়ে যে হুকুম ও নিয়ম শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ করেন্ তাহা করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এবং যেহেতুক উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধন পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৯ আইন মতে ৭৫,০০,০০০ পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়া স্যারের প্রতি ৪০০০ চারি হাজার টাকা করিয়া ১৮৭৫ স্যার অর্থাৎ অংশে বিভক্ত হইয়াছিল এবং তাহার পরে ১৮৩৮ সালের ২৪ আইনানুসারে ১৮৩৮ সালের ১৭ অক্তোবর তারিখে অধিকারিদিগকে দেওয়া ও বিজ্ঞাপিত ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেবের কৌন্সেলে নির্দ্ধারণের দ্বারা ঐ মূলধন আরো অর্দ্ধেক বৃদ্ধি হইল এবং যেহেতুক ঐ বৃদ্ধি হওয়া মূলধনে স্বাক্ষরকরণার্থে এক্ষণে বহী খোলা আছে এবং ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২৪ আইনের হুকুমকরা অথচ কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেবের উক্ত হুকুম ও এত্তেলাতে নির্দ্ধারিত মতে ও নিয়মে ও বন্দোবস্তক্রমে ঐ বৃদ্ধিহওয়া মূলধনের টাকা এক্ষণে দাখিল হইতেছে অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আগামি ১ মে তারিখে অর্থাৎ ঐ ব্যাঙ্ককে পুনর্ব্বার চার্টরী ক্ষমতাদেওনার্থে এই আইন জারীহওনের তারিখে পূর্ব্বোক্ত ঐ কোম্পানির ৭৫,০০,০০০ পঁচাত্তর লক্ষ টাকা এবং তদধিক যে টাকা ঐ তারিখে পূর্ব্বোক্ত হুকুম ও বিজ্ঞাপনক্রমে স্বাক্ষর হইয়া বাঙ্গাল ব্যাঙ্কেতে দাখিল হইয়াছে তাহা ঐ ব্যাঙ্কের মূলধনই হইবেক। এবং পূর্ব্বোক্তমতে ততোধিক যে মূলধন স্বাক্ষরকরণ ও দেওনের আজ্ঞা ও হুকুম হইয়াছে তাহা কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের উক্ত হুকুম ও বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক লইতে থাকিবেন এবং তাহা যেমন আদায় হয় তেমনি উক্ত আইনের ক্ষমতা ক্রমে দেওয়া হুকুমে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপে ঐ ব্যাঙ্কের মূলধনে সংযোগ করা যাইবেক। এবং আগামি ১ মে তারিখে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের যে মূলধন থাকিবেক এবং ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্তমতে যে অধিক মূলধন স্বাক্ষর হইবেক এবং দাখিল হইবেক সে সকল টাকা স্যারের প্রতি চারি২ হাজার করিয়া স্যারে অথবা এক২ হাজার টাকা করিয়া সিকী স্যারে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৯ আইনের নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম করা মতে বিভক্ত হইবেক। এবং উক্ত মূলধনের যে অংশ তৎসময়ে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নামে রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহা এবং পূর্ব্বোক্ত হুকুম ও বিজ্ঞাপনে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নূতন স্যার লওন বা না লওনের যে অনুমতি হইয়াছিল তদনুসারে তিনি যে নূতন স্যার কিম্বা সিকী স্যার স্বাক্ষর করিয়া থাকেন্ তাহা ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে যিনি হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হন্ তাঁহার সম্মতি কোম্পানি বাহাদুরের নিমিত্ত হইবেক। এবং যে স্যার বা সিকী স্যার ভিন্ন২ অধিকারিরদের সম্মতি বলিয়া রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহা

Digitized by Google

পূর্ব্ববৎ ঐ অধিকারিরদের সম্পত্তি থাকিবেক ও ঐ অধিকারিরা আপনং অধিকারের হিসাবানুসারে এই আইনের দ্বারা পুনরায় চার্টরী ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাঙ্গালব্যাঙ্কের অধিকারী হইবেন এবং এই আইনক্রমে উক্ত ব্যাঙ্ক পুনর্ব্বার চার্টরী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেও বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক পূর্ব্বোক্ত চার্টর ও আইনক্রমে ধার্য্য থাকিলে ঐ অধিকারিরদের উক্ত হুকুম ও বিজ্ঞাপনক্রমে নূতন মূলধন স্বাক্ষরকরণবিষয়ে আপনং অংশ ও সম্পর্ক উপলক্ষে যে স্বত্ব ও অধিকার ছিল সেই স্বত্ব ও অধিকার অবিকল থাকিবেক ও তাঁহারা তাহা ভোগ করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন অধিকারী উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনে আপনার অংশ ১,৬০,০০০ এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকার অধিক বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে এই আইনের ৫ এবং ৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে এক্ষণে ঐ মূলধনের বৃদ্ধি হইলে কি উত্তর কালে বৃদ্ধি হইলে কোন অধিকারির পূর্ণ ১,৬০,০০০ এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা ধন থাকিলেও তিনি আপনার অংশের হিসাবানুসারে ঐ বৃদ্ধিহওয়া মূলধনে সহী করিতে পারেন্। এবং উত্তরাধিকারিত্ব কি দান কিম্বা বিবাহ প্রযুক্ত ঐ মূলধনে তাঁহার অধিকারের বৃদ্ধিহওয়া বর্জ্জিত থাকিল ইতি।

৮ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনের সমস্ত অংশের অধিকারী বা অধিকারিরা দাওয়া করিলে ঐ ব্যাঙ্কের তিন জন অধ্যক্ষেরদস্তখতী এক সর্টিফিকট তাঁহাকে কি তাঁহারদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং যে ব্যক্তি এক স্যারের অধিকের অধিকারী থাকেন্ তিনি আপনার ইচ্ছাক্রমে প্রত্যেক অংশের একং সর্টিফিকট অথবা সমুদয় অংশের এক সর্টিফিকট কি নানা সংখ্যার নানা সর্টিফিকটের দাওয়া করিতে পারেন্ ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনের অংশ বা অংশসকল প্রত্যেক অধিকারির অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং তাহা সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে অধিকারির বা অধিকারিরদের বা তাঁহারদের রীতিমতে নিযুক্তহওয়া মোক্তারকারের দস্তখতের দ্বারা হস্তান্তর হইতে পারে। এবং যে ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদিগকে তাহা দেওয়া যায় তাঁহার কি তাঁহারদের নাম বিশেষরূপে ঐ পৃষ্ঠের দস্তখতে লিখিতে হইবেক কিন্তু বাঙ্গাল ব্যাঙ্কেতে ঐ দস্তখৎ যাবৎ রেজিষ্টরী না হয় এবং ঐ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা যে কর্ম্মকারককে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন্ তিনি যাবৎ রেজিষ্টরীহওনের

Digitized by Google

নিদর্শন ঐ পৃষ্ঠের দস্তখতে না করেন্ তাবত ঐ পৃষ্ঠে দস্তখতের দ্বারা ঐ স্যার বা স্যার সকলের হস্তান্তরকরা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১০ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনের উক্ত স্যারের সময়েং যাঁহারদের নাম অধিকারিস্বরূপ রেজিষ্টরীতে থাকে তাঁহারাই ঐ পুনর্নূতনহওয়া ও বজায়থাকা চার্টরী সমাজ হইবেন অন্য কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিসকল ঐ সমাজের অন্তর্গত হইবেন না ইতি।

১১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্য নয় জন অধ্যক্ষের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবেক। তাহার মধ্যে তিন জন ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন ও তাঁহার দ্বারা কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন্ এবং অবশিষ্ট ছয় জন ঐ ব্যাঙ্কের অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকে মনোনীত হইবেন এবং ঐ অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন্ ইতি।

১২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তমান চার্টর ও আইন নিবৃত্ত হওনসময়ে যে ব্যক্তিরা উক্ত ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ হন্ তাঁহারা তৎপরে পূর্ব্বোক্তমতে পুনর্নূতনহওয়া ও বজায়থাকা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ থাকিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত অধিকারিরদের দ্বারা যে ছয় জন অধ্যক্ষ মনোনীত হন্ এবং মনোনীত হইবেন তাঁহারদের মধ্যে ক্রমে দুই২ জন করিয়া প্রতি বৎসরের দিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সোমবারে ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন এবং তাঁহারদের পরিবর্ত্তে দুই জন অধ্যক্ষ মনোনীতকরণের নিমিত্তে প্রতিবৎসরের ঐ দিবসে অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠক হইবেক। কিন্তু যে অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে কর্ম্মহইতে অবসর হন্ তিনি অবসরহওনের পরেই মনোনীতকরণের যে বৈঠক হয় তাহাতে পুনর্ব্বার মনোনীত হইতে পারিবেন না কিন্তু বর্ত্তমান চার্টর ও আইন নিবৃত্তহওনের সময়ে অধ্যক্ষেরদের যে ক্রমিক অবস্থা ছিল তাহাই থাকিবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত অধিকারিরদের দ্বারা যে অধ্যক্ষেরা

Digitized by Google

মনোনীত হইয়াছেন বা হইবেন তাঁহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি লোকান্তর হইলে বা ইস্তাফা করিলে বা ৩ তিন মাসের অধিক কাল কলিকাতা হইতে স্থানান্তর থাকিলে কি কর্ম্মহইতে অবসর হইলে তাঁহার পরিবর্ত্তে এক জনকে মনোনীতকরণের নিমিত্তে অধ্যক্ষেরা অধিকারিরদিগকে সাধারণ এক বৈঠকে ১৫ পোনের দিনের মধ্যে আহ্বান করিবেন এবং ঐ অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে যে অবস্থায় ছিলেন তাঁহার পদে নিযুক্ত ব্যক্তি সেই অবস্থাস্থিত হইবেন ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূলধনের ১২,০০০ বারো হাজার টাকার তিন স্যারের অধিকারী না হন্ এবং ঐ স্যার যদি তাঁহার নিজের না হয় অথবা যদি তাহা বন্ধক থাকে তবে তিনি উক্ত অধিকারিরদের মনোনীতহওনের দ্বারা অধ্যক্ষতা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না এবং যে কোন ব্যক্তি কলিকাতা শহরে বা শহরতলীতে দাওয়া মাত্রই টাকা দেয় নোট চলনকারি অন্য কোন ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ হন্ এমত ব্যক্তি উক্ত অধিকারিরদের মনোনীতহওনের দ্বারা অধ্যক্ষতা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না ইতি।

১৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকে মনোনীতকরণের প্রত্যেক কার্য্য এবং অন্য প্রকার সমস্ত কার্য্য অধিকাংশের সম্মতিক্রমে স্থির হইবেক এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ মূলধনের কোন অংশ হস্তান্তর বা ক্রয়ের দ্বারা কিম্বা আইনের কার্য্যব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে প্রাপ্ত হন্ যদ্যপি মতামত দেওনের অন্যূন ৬ ছয় মাস পূর্ব্বে ঐ অংশ হস্তান্তরকরণ সম্পূর্ণ না হইয়া থাকে তবে তিনি উক্ত বৈঠকে ঐ অংশের উপলক্ষে আপনার মতামত জানাইতে পারিবেন না ইতি।

১৭ ধারা।

এবং এই ধারক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত সাধারণ বৈঠকসকলে অধিকারিরা নীচের লিখিতব্য শ্রেণীর অনুসারে আপনারদের বোট অর্থাৎ মতামত জানাইবেন

৪০০০ টাকার	১ এক স্যার যাঁহার আছে	তাঁহার	১ বোট হইবেক।	
ঐ	৫	ঐ	২	ঐ
ঐ	১০	ঐ	৩	ঐ
ঐ	১৫	ঐ	৪	ঐ
ঐ	২০	ঐ	৫	ঐ
ঐ	৩০	ঐ	৬	ঐ
ঐ	৪০	ঐ	৭	ঐ

এবং কোন অধিকারী ৭ বোটের অধিক পাইতে পারিবেন না ইতি।

Digitized by Google

১৮ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকে উপস্থিত হইবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং তাঁহাকে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটারীর দস্তখৎহওয়া এক প্রতিনিধিপত্র দিতে পারেন্ এবং ঐ প্রতিনিধিপত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তিনি ঐ বৈঠকে প্রস্তাবহওয়া সমস্ত বিষয় বা জিজ্ঞাসাতে ৭ সাত বোট দিতে পারেন্ কেবল অধিকারিরদের দ্বারা যে অধ্যক্ষেরা মনোনীত হইয়া থাকেন্ তাঁহারদের মনোনীতহওন বা কর্ম্মচ্যুত হওন বিষয়ের বোট দিতে পারেন্ না ইতি।

১৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে সাধারণ বৈঠকে যে অধিকারি বা অধিকারি সকলের মতামতদেওনের ক্ষমতা আছে তাঁহারা আপনার কি আপনারদেরদস্তখৎহওয়া বা আপনার কিম্বা আপনারদের রীতিমত নিযুক্তহওয়া মোক্তারকারের দস্তখতের দ্বারা সামান্য অথবা বিশেষ এক প্রতিনিধিপত্র অন্য কোন অধিকারিকে দিতে পারেন্। এবং ঐ প্রতিনিধিপত্র বোটদেওনের সময়ে দর্শাইতে হইবেক এবং ঐ প্রতিনিধিপত্রের তাৎপর্য্যানুসারে যেং বিষয়েতে বোট দেওনের ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া গেল সেইং বিষয়ে ঐ ব্যক্তি সেই প্রতিনিধিপত্রের বলেতে বোট দিতে পারেন্ ইতি।

২০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে প্রতি বৎসরে অধ্যক্ষেরদের প্রথম বৈঠকে তাঁহারা আপনারদের মধ্যে এক জনকে প্রসীডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতিরূপে মনোনীত করিবেন। এবং যদ্যপি ঐ প্রসীডেণ্টের পদ শূন্য হয় তবে তাঁহারা আপনারদের তৎপরের বৈঠকে ঐ বৎসরের অবশিষ্ট কালের নিমিত্তে তাঁহার পরিবর্ত্তে এক জনকে মনোনীত করিবেন এবং ঐ পদ শূন্য হওনসময়ে কিম্বা প্রসীডেণ্ট অবর্ত্তমান হইলে প্রধান অধ্যক্ষ তৎকালের নিমিত্তে বৈস প্রসীডেণ্ট হইবেন এবং অধ্যক্ষ অথবা অধিকারিরদের বৈঠকে যদি উভয় পক্ষের মতামত সমান হয় তবে ঐ প্রসীডেণ্ট বা বৈস প্রসীডেণ্ট যে দিগে বোট দেন্ তাহাই বলবৎ হইবেক ইতি।

২১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে অন্যূন তিন জন অধ্যক্ষ উপস্থিত না হইলে কোন কার্য্য হইতে পারিবেক না এবং ঐ অধ্যক্ষেরা আপনারদের মধ্যে এইমত সাপ্তাহিক ক্রম স্থাপন করিবেন যে অধ্যক্ষেরদের প্রত্যেক বৈঠকে অন্যূন তিন জন অধ্যক্ষ উপস্থিত

Digitized by Google

হন্। কিন্তু এই ধারার তাৎপর্য্য এমত নহে যে অধ্যক্ষেরদের কোন বৈঠকে কোন অধ্যক্ষের উপস্থিত হইতে নিষেধ হইল ইতি।

২২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ ব্যাঙ্কের সমস্ত হিসাব এবং ব্যাঙ্কের টাকার নোটব্যতিরিক্ত মোহর না হওয়া যে সকল নিদর্শনপত্রাদির দ্বারা ঐ ব্যাঙ্ক কোন প্রকারে দায়ী হইতে পারেন্ তাহা তিন জন অধ্যক্ষের দ্বারা দস্তখৎ হইবেক এবং ঐরূপ দস্তখৎ না হইলে তাহা সিদ্ধ হইবেক না। এবং তিন জন অধ্যক্ষ উপস্থিত না থাকিলে ঐ ব্যাঙ্কের মোহর কোন নিদর্শনপত্রেতে করা যাইবেক না এবং তাঁহারদের উপস্থিত হওনের চিহ্নস্বরূপ তাঁহারা ঐ নিদর্শনপত্রেতে আপনারদের নাম দস্তখৎ করিবেন। এবং অধ্যক্ষেরদের দস্তখৎকরণ সাক্ষিস্বরূপ ঐ নিদরর্শনপত্রে দস্তখৎকারি সাক্ষির দস্তখৎকরণের অতিরিক্ত হইবেক এবং ঐ নিদর্শনপত্রেতে যদি তিন জন অধ্যক্ষের দস্তখৎ না হয় তবে কোন প্রকারে তাহা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্যনির্ব্বাহার্থে যে কর্ম্মকারকেরদের আবশ্যক হয় তাহারদিগকে ঐ অধ্যক্ষেরা নিযুক্ত করিতে এবং ঐ ব্যাঙ্কের কোন কর্ম্মকারককে কর্ম্মচ্যুত করিতে এবং ঐ কর্ম্মকারকেরদের বেতন নির্দ্ধার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন কিন্তু অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকে হুকুম না হইলে ঐ ব্যাঙ্কের সিরিস্তার সমস্ত খরচ কোন বৎসরে ৬০,০০০ ষাটি হাজার টাকার অধিক হইবেক না ইতি।

২৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি ঐ বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী অথবা ত্রেজুরর অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ অথবা প্রধান হিসাবরাখনিয়া কি খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত হন্ তিনি আপনার নিজের নিমিত্তে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের মোখ্তারস্বরূপ কোন বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না অথবা কোম্পানির কাগজের ক্রয়বিক্রয়ের দালালী কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। এবং উপরের উক্ত এক বা ততোধিক পদে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হন্ তিনি ঐ কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহকরণার্থে অধ্যক্ষেরদিগকে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিন দিবেন ইতি।

২৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিতব্য প্রকার ব্যবসায়ব্যতিরেকে কোন প্রকার ব্যবসায়েতে বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক প্রবৃত্ত হইবেন না ইতি।

Digitized by Google

১ প্রথম। ক্রয়বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটী অর্থাৎ টাকার নিদর্শনপত্র ডিসকৌণ্ট অর্থাৎ মিতি কাটিয়া টাকাদেওন।

২ দ্বিতীয়। নগদ টাকার হিসাবরাখণ।

৩ তৃতীয়। ভারতবর্ষের মধ্যে যে হুণ্ডীর টাকা দেয় তাহা ক্রয়বিক্রয়করণ।

৪ চতুর্থ। অল্প মিয়াদে টাকা কর্জদেওন।

৫ পঞ্চম। রূপা ও সোণা ক্রয় বিক্রয়করণ।

৬ ষষ্ঠ। আমানৎহওয়া টাকালওন।

৭ সপ্তম। টাকার নোট অর্থাৎ ব্যাঙ্ক নোট এবং ব্যাঙ্ক পোষ্টবিল প্রস্তুতকরণ এবং চালাওন।

৮ অষ্টম। যে সম্পত্তি বা বন্ধকপত্র কর্জের বন্ধকস্বরূপ ব্যাঙ্কে অর্পণ হইয়া খালাস না করা যায় তাহা অথবা পাওনা এবং দাওয়া পরিশোধার্থে ব্যাঙ্ক যে সম্পত্তি বা বন্ধকপত্র প্রাপ্ত হন্ তাহা বিক্রয়করণ ইতি।

২৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের উপর কোন সময়ে যে সকল দাওয়া থাকে এবং চাহিবামাত্র পরিশোধ করিতে হইবেক এমত দাওয়ার চারি অংশের নিদানে এক অংশের তুল্য অগৌণে ব্যবহারের উপযুক্ত নগদ টাকা যদি ব্যাঙ্কে মৌজুদ না থাকে তবে ঐ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা ক্রয়বিক্রয়যোগ্য কোন নিদর্শনপত্র ডিসকৌণ্ট করিবেন না এবং কিছু কর্জ দিবেন না ইতি।

২৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা ক্রয়বিক্রয় যোগ্য যে নিদর্শনপত্রের ৩ তিন মাসের অধিক মিয়াদ থাকে তাহা ডিসকৌণ্ট করিবেন না এবং ৩ তিন মাসের অধিক মিয়াদে টাকা কর্জ দিবেন না এবং ব্যাঙ্কের কোন স্যারের উপর অথবা স্যারের সর্টিফিকটের উপর অথবা কোন ভূমি বা বাটী কি স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক লইয়া অথবা তাহার উপর অন্য কোন প্রকারে কোন কর্জ বা টাকা দিবেন না। এবং কোন এক ব্যক্তির অথবা অনেক অংশির কুঠীর ক্রয়বিক্রয়যোগ্য যে

Digitized by Google

ঋতের উপর সাধারণ অংশিত্বরূপে পরস্পর অসম্পর্ক অন্যূন দুই ব্যক্তি বা দুই কুঠী স্বতন্ত্র২ জামিন না হয় সেই ঋতের উপর কোন কর্জ কি টাকা দিবেন না। এবং একি কালে কোন ব্যক্তি বা কোন অংশির কুঠীকে ডিসকৌণ্ট অথবা কর্জ কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ৩০০০০০ তিন লক্ষ টাকার অধিক দিবেন না কেবল কোম্পানির কাগজ অথবা পশ্চাৎ লিখিতব্য অনাশ্য দ্রব্য আমানৎ রাখিয়া ততোধিক কর্জদেওয়া বর্জিত থাকিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সহীহওয়া হুণ্ডী বা গবর্ণমেণ্টের অন্য প্রকার ঋতের উপর কর্জ দেওয়া উক্ত নিষেধের অর্থের মধ্যে কর্জদেওয়া জ্ঞান হইবেক না ইতি।

২৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কর্জের সম্পূর্ণ সংখ্যার কোম্পানির কাগজ আমানৎ না হইলে উক্ত ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা এই আইনের ২৭ ধারার নির্দ্ধারিত কর্জভিন্ন কোন কর্জ দিবেন না। এবং ঐ কোম্পানির কাগজের পৃষ্ঠে এমত দস্তখৎ ও তাহা এমত হস্তান্তর করিতে হইবেক যে তাহাতে উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকিবেক। এবং অনাশ্য দ্রব্য আমানৎ হইলে তাহার উপর উক্ত ব্যাঙ্ক তাহার আনুমানিক মূল্যের চারি অংশের তিন অংশপর্য্যন্ত টাকা কর্জ দিতে পারেন্ ইতি।

২৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ ব্যাঙ্ক কোন এক সময়ে গবর্ণমেণ্টকে ৭,৫০,০০০ সাড়ে সাত লক্ষ টাকার অধিক কর্জ দিবেন না কিন্তু ভিন্ন লোকের স্থান হইতে প্রাপ্ত কোম্পানির কাগজ অথবা গবর্ণমেণ্টের উপর যে হুণ্ডী বা অন্য কোন প্রকারে গবর্ণমেণ্টের স্বীকারকরা ঋৎ বা বন্ধকপত্রের মুদ্দৎ অতীত না হইয়াছে এমত কাগজইত্যাদি রাখণ এই ধারার অর্থের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে কর্জ দেওয়ার ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

৩০ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা বা চার্টর প্রাপ্তহওয়া সমাজ উক্ত ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন্ তাঁহাকে কিম্বা তাঁহারদিগকে জমাহওয়া টাকার অধিক বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা বাহির করিতে দিবেন না ইতি।

৩১ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে দাওয়ামাত্র দেয় অথবা দৃষ্টিহওনের পর ৩০ ত্রিশ দিবসের অনধিক মুদ্দতে দেয় প্রোমিসরী নোট অর্থাৎ অনুজ্ঞাপত্র চালাইতে পারেন্ এবং উক্ত ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা যে ব্যক্তিকে তাহা সহী করিতে নিযুক্ত করেন্ বা ক্ষমতা দেন্ সেই ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে ঐ নোটসকল সহী

Digitized by Google

হইবেক ও হইতে পারে। কিন্তু কোন এক সময়ে ঐরূপ চালানহওয়া নোটসকলের সমুদয় সংখ্যা ২,০০,০০,০০০ দুই কোটি টাকার অধিক হইবেক না এবং ঐপ্রকার কোন নোট ১০ দশ টাকার কম মূল্যের হইবেক না ইতি।

৩২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে নোটে অথবা বিলের মধ্যে কি অন্য কোন নিদর্শনপত্রেতে ভারতবর্ষের সীমাছাড়া অন্য কোন স্থানে টাকা দেওনের কোন অঙ্গীকার কি স্বীকার কিম্বা হুকুম থাকে এমত কোন নোটইত্যাদি উক্ত ব্যাঙ্কের করিতে বা চালান করিতে কি ক্রয়বিক্রয় করিতে নিষেধ হইল ইতি।

৩৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা অনাশ্য দ্রব্য আমানৎস্বরূপ লইতে পারেন্ এবং তাহা নির্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্তে বন্দোবস্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৩৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা উক্ত ব্যাঙ্কের হিসাবের বহী প্রতিবৎসরের ৩০ জুন তারিখে ও ৩১ দিসেম্বর তারিখে বালান্স করিবেন অর্থাৎ জমাখরচ করিয়া বাকী দর্শাইবেন এবং ঐং দিবসের জমাখরচের বাকীর ফর্দ্দ উক্ত অধ্যক্ষেরদের অধিকাংশের দ্বারা দস্তখৎহইয়া ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের এক জন সেক্রেটারীর নিকটে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করা যাইবেক এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ঐ ব্যাঙ্কের ব্যাপার বিষয়ক কোন সম্বাদ ঐ অধ্যক্ষেরদের স্থানে সর্ব্বদা তলব করিতে পারেন্ ও ঐ ব্যাঙ্কের কোন দলিলদস্তাবেজ দর্শাইতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ অধ্যক্ষেরা সেইরূপ হুকুম পাইলেই তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

৩৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ছয়ং মাসান্তর অর্থাৎ প্রতিবৎসরের ১ জানুআরি ও ১ জুলাই তারিখে ঐ ব্যাঙ্কের লাভের হিসাব করা যাইবেক এবং তাহার পর যত শীঘ্র অক্লেশে হইতে পারে তত শীঘ্র তাহার এক ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ বণ্টন হইবেক। এবং যে দিবসে ঐ ছয় মাসের হিসাব করা যায় তাহার পূর্ব্বের ৬ ছয় মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের যে প্রকৃত লাভ হইয়াছিল তদনুসারে ঐ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা ঐ ডিবিডেণ্ডের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু ঐ অধ্যক্ষেরদিগকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গেল যে অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকে তাঁহারদের কর্ত্তৃত্ব ও অনুমতিক্রমে তাঁহারা

Digitized by Google

যখন উচিত বোধ করেন্ তখন ঐ ব্যাঙ্কের মূলধনের শতকরা ৫ পাঁচ টাকার অনধিক সংখ্যাপর্য্যন্ত ভাবি বিষয়ের নিমিত্তে সঞ্চয়রূপে ঐ লাভের মধ্যহইতে পৃথক্ করিয়া রাখেন্ ইতি।

৩৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে প্রতিবৎসরে আগষ্ট মাসের প্রথম সোমবারে ঐ ব্যাঙ্কের মূলধনের অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠক হইবেক এবং ঐ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা তৎপূর্ব্বে ৩০ জুনপর্য্যন্ত প্রস্তুতকরা ঐ ব্যাঙ্কের সমস্ত ব্যাপারের ফর্দ্দ তৎসময়ে ঐ অধিকারিদিগকে দর্শাইবেন। এবং ঐ সাধারণ বৈঠকে অধিকারিরা কোন বিষয়ের নির্দ্ধারণ করিতে পারেন্ এবং উক্ত ব্যাঙ্কের কার্য্যের ও ব্যবহারের বিষয়ের বিধান ও আজ্ঞা করিতে পারেন্ এবং যাবৎ ঐ বিধান ও আজ্ঞা তৎপরের কোন সাধারণ বৈঠকের দ্বারা রদ কি মতান্তর না হয় তাবৎ তাহা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের এবং কর্ম্মকারকেরদের ও অধিকারিরদের প্রতি বলবৎ থাকিবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের কোন তিন জন অধ্যক্ষ অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনের কোন দশ জন অধিকারী সাধারণ বৈঠকহওন বিষয়ের এবং তাহা যে নিমিত্ত বা নিমিত্তসকল হইবেক তাহার বিষয়ের ১৫ পোনের দিবসের পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের তৎকালীন অধ্যক্ষদিগকে সম্বাদ দিলে এবং কলিকাতা গেজেটে তাহা ইশ্‌তিহারের দ্বারা জানাইলে পর অধিকারিদিগকে সাধারণ বৈঠক করিতে আহ্বান করিতে পারেন্ ইতি।

৩৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক যে স্থান এবং যে বিধি ও নিষেধ অধিকারিরা আপনারদের সাধারণ বৈঠকে নিরূপণ করেন্ সেই স্থানে ও সেই বিধি ও নিষেধের অনুসারে শাখা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন্। কিন্তু ঐরূপ শাখা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে পর তাহা অধিকারিরদের হুকুমকরা বিধি ও নিষেধের অধীনে থাকিবেক এবং কলিকাতাস্থ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের কর্তৃত্ব ও আজ্ঞাধীন থাকিবেক এবং তদতিরিক্ত যেপ্রকার ব্যবসায়ে ঐ শাখা ব্যাঙ্ক প্রবৃত্ত হইবেন তদ্বিষয়ে ও সেই ব্যবসায়ের নির্ব্বাহকরণের রীতির বিষয়ে এবং দাওয়ামাত্র দেয় নোটের চলনকরণবিষয়ে এবং তাহার টাকাদেওনার্থে হাতে নগদ টাকা রাখণবিষয়ে এবং এই আইনের মধ্যে ইহার পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য ও ব্যাপার লিখিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে যেং বিধি এই আইনানুসারে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল বিধির অনুসারেও ঐ শাখা ব্যাঙ্কের কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৩৯ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি উক্ত কোন অধিকারিরা ঐ ব্যাঙ্কের কিছু ধারেন্ তবে ঐ অধিকারির নিকটে বিশ্বাসপূর্ব্বক গচ্ছিতহওয়া কিম্বা অসি অথবা মৃত ব্যক্তির কার্য্যাধ্যক্ষরূপে তাঁহার নিকটে থাকা স্যারভিন্ন তাঁহারদের নিজের সম্পত্তি বলিয়া যে স্যার বা স্যারসকলের রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহার ডিবিডেণ্ড কর্জ শোধ না হওয়াপর্য্যন্ত উক্ত ব্যাঙ্ক দিতে অস্বীকার করিতে পারেন্ এবং ঐ টাকা পরিশোধকরণের নিমিত্তে ডিবিডেণ্ড লইয়া খাটাইতে পারেন্। এবং ঐ কর্জের টাকা দাওয়াকরণের পর পরিশোধ না হইলে এবং তদ্বিষয়ের সম্বাদ ঐ অধিকারিকে বা তাঁহার নিযুক্ত মোক্তারকে দেওয়া গেলে অথবা কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহারের দ্বারা তাহা প্রকাশ হইলে উক্ত ব্যাঙ্ক ঐ কর্জ পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ অধিকারির স্যার বা স্যারসকল হস্তান্তরকরার রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন্। এবং ঐ ইশ্‌তিহারদেওনের পর যদি ৬ ছয় মাসপর্য্যন্ত কর্জ পরিশোধ না হয় তবে ঐ স্যার বা স্যারসকল অথবা তাহার মধ্যে যত আবশ্যক হয় তত স্যার নীলামকরণার্থে ইশ্‌তিহার দিতে পারেন্ এবং তাহা বিক্রয় করিতে পারেন্ এবং তাহার উপস্বত্ব লইয়া ঐ কর্জ এবং শতকরা সালিয়ানা ৬ ছয় টাকার হিসাবে সুদ পরিশোধ করিতে পারেন্ এবং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ঐ অধিকারিকে অথবা আইনমত তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে দিতে পারেন্ ইতি।

৪০ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্ক এই আইনক্রমে যেরূপে স্থাপিত হইলেন সেইরূপে ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখপর্য্যন্ত থাকিবেন এবং তাহার পরে যাবৎ নিবৃত্ত কি মতান্তর না হয় তাবৎ সেইরূপে থাকিবেন। কিন্তু ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পর উক্ত ব্যাঙ্কের কল্পিত নিবৃত্তি বা মতান্তরকরণের বিষয়ে তৎকালীন অধ্যক্ষেরদিগকে অন্যূন ১২ বারো মাসের পূর্ব্বে সম্বাদ না দেওয়া গেলে উক্ত ব্যাঙ্কের অধিকারিরদের দরখাস্ত ও অনুমতিভিন্ন উক্ত ব্যাঙ্ক নিবৃত্ত অথবা অন্য কোন প্রকারে মতান্তর হইবেক না। কিন্তু যদ্যপি উক্ত ব্যাঙ্ক কোন সময়ে আপনার নোটের নগদ টাকা দিতে স্থগিত করেন্ তবে চার্টরদায়ক বর্ত্তমান আইনের দ্বারা যে সকল উপকার দেওয়া গেল তাহা তৎক্ষণাৎ রহিত হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকেরদের মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের বিষয়ে সম্প্রতি যে আইন চলন আছে তাহার অতিরিক্ত এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইহার পর যে আদালতে যোত্রহীন ব্যক্তির দরখাস্ত দাখিল হয় ঐ আদালতের বিচারক দরখাস্ত গ্রাহ্যকরণের পুর্ব্বে ঐ দরখাস্তকারি ব্যক্তিকে কি তাহার মোখ্তারকারদিগকে অথবা সাক্ষিরদিগকে শপথ করাইয়া কিম্বা শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃতিপত্র লওয়া যাইতে পারিলে তাহারদের স্থানে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইয়া তজবীজ করণপুর্ব্বক যদ্যপি নিশ্চয় বোধ করেন্ যে ঐরূপ মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের বিশিষ্ট হেতু নাহি তবে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি যোত্র হীনরূপে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যোত্রহীনরূপে উপস্থিতকরা মোকদ্দমাতে আসামীর পক্ষে যে সওয়ালজওয়াব হয় এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (B) চিহ্নিত তফসীলের দ্বারা যেং কাগজপত্র ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম হইয়াছিল সেই প্রকার যেং কাগজপত্র তাহার পক্ষে দাখিল হয় তাহা ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লেখা যাইতে পারে এবং আসামীর যে হুকুমনামার বা রুবকারীর নকল লইতে হয় তাহা তাহাকে ইষ্টাম্পরহিত কাগজে দেওয়া যাইবেক এবং আসামীর উকীলের রসুম আমানৎ করিয়া রাখিতে হইবেক না কিন্তু ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যোত্রহীনরূপে ঐ মোকদ্দমা যদি উপস্থিত না হইত তবে ইষ্টাম্পযুত কাগজের নিমিত্তে অসামীর যে খরচা দিতে হইত তাহা আদালতের বিচারক হিসাব করিয়া যেং পরিমাণ উচিত বোধ হয় তদনুসারে তাহা পরাজিত ব্যক্তির বা উভয়ের নামে খরচ লিখিবেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইল যে যোত্রহীনরূপে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ৯ নবম আইন।

বিষয়ে যেং কথা এই আইনে লেখা গেল তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতে চলিবেক এমত বোধ করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের সময়াবধি ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতহইতে যে আপাল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে হয় তাহার কোন কার্য্যসম্পর্কীয় বা তাহা চালাইবার নিমিত্তে যে কাগজপত্র বা কাগজপত্রের নকলের আবশ্যক হয় তদ্বিষয়ে ইষ্টাম্পের কোন মাসুল কি উপস্থিত রসুম দিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২৭ মে তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

ত্রই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ৩২ আইন এবং ১৮৩৭ সালের ৫ আইন আগামি জুলাই মাসের ১ তারিখঅবধি রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আগামি জুলাই মাসের ১ তারিখে এবং তাহার পরে ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের বাহিরে কোন ইঙ্গলণ্ডীয় কি ভিন্নাধিকারির বসতিতে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির সহিত যে কেহ চুক্তি করিবেক কি মজুরের ন্যায় খাটিবার নিমিত্তে ঐ রাজ্যহইতে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে গমনার্থে জানিয়াশুনিয়া প্রবৃত্তি দিবেক বা তাহার সাহায্য করিবেক সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের সমীপে সাব্যস্ত হইলে এদেশীয় যে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করিয়াছে কি যাহার সাহায্য করিয়াছে বা যাহাকে প্রবৃত্তি দিয়াছে সেই প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ অপরাধি ব্যক্তি ২০০ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে ৩ তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কিন্তু এদেশীয় যে কোন নাবিক সেচ্ছাক্রমে কোন জাহাজের কর্ম্ম করিতে চুক্তি করে কি সেই চুক্তির অনুসারে সেই জাহাজে আরোহণ করে কিম্বা যে কেহ কেবল দাস্য কর্ম্ম করিতে চুক্তি করে অথবা সেই প্রকার দাসের ন্যায় জাহাজে আরোহণ করে ঐ২ ব্যক্তির উপর এই আইনের লেখা কোন কথা যে খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১ জুলাই তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৬ এবং ১৪ ধারার লিখিত যে কথার দ্বারা ঐ আইনের শেষের দেওয়া (A) ও (B) চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হারানুসারে ডাকমাসুল লওনের হুকুম হইয়াছে তাহা মতান্তর করিবাতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ভারত বর্ষের নানা রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হুকুম এবং ইশ্তিহারের দ্বারা ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের শেষে দেওয়া (A) এবং (B) চিহ্নিত তফসীলে ডাক মাসুলের যে হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাভিন্ন অন্য প্রকার হারের ডাকমাসুল লইতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং সেই মতান্তর সিদ্ধকরণের নিমিত্তে সময়ে ২ সংশোধিত তফ সীল প্রকাশ করিতে পারেন্ কিন্তু তাহার দ্বারা উক্ত (A) এবং (B) চিহ্নিত তফসীলে ডাকমাসুলের যে হার নিরূপিত হইয়াছে তাহার বৃদ্ধি কোন প্রকারে হইবেক না। আরো শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর উক্ত মতান্তরকরা মাসুল যে সময়া বধি লইতে আরম্ভ হইবেক তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং উক্তমত প্রকাশিত কোন হুকুম এবং ইশ্তিহার ঐ প্রকার অন্য হুকুম ও ইশ্তিহারের দ্বারা রদ বা মতা ন্তর করিতে পারেন্। এবং ঐ হারের উক্ত সংশোধিত তফসীল ঐ প্রকার হুকুম বা ইশ্তিহারের দ্বারা যত দিনপর্য্যন্ত চলিত থাকে তত দিন উক্ত আইনের শেষের লিখিত তফসীলের তুল্য বলবৎ ও সিদ্ধ থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১৫ জুলাই তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে ঠগীর দ্বারা খুনকরণের অপরাধে কিম্বা ঠগীর দ্বারা হরণ করা বা লুটকরা কোন দ্রব্য আইনবিরুদ্ধে এবং জ্ঞাতসারে গ্রহণকরণ বা ক্রয়করণের অপরাধে কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হইলে যে জিলার মধ্যে আদালতের বৈঠক হয় সেই জিলাতে অপরাধ করিলে ঐ আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে পারিতেন সেইরূপে কোন আদালতের দ্বারা তাহার বিচার হইতে পারে কোন আইনে বা আইন সকলে ইহার বিপরীত কথা থাকিলেও এই হুকুম বলবৎ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২১ একবিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২৬ আগষ্ট তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

কলিকাতা শহরে এবং হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গার উপর কোন২ ক্ষুদ্র অপরাধকরণের বিষয়ে নালিশহওয়া আসামীদিগের বিচার বিষয়ক আইন।

যেহেতুক যথার্থ বিচারপ্রাপণের যেপর্য্যন্ত সঙ্গতি হয় সেইপর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিলম্ব অথবা ফরিয়াদী ও সাক্ষি ও জুরিরদের ক্লেশনিবারণের দ্বারা এবং জুষ্টিস আফ দি পীস ইহার পুর্ব্বে যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেন তাহা লাঘবকরণের দ্বারা এবং ফেলোনীর দোষ সাব্যস্তবিষয়ে তাঁহারদের কার্য্যের উপর পুর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়মানুসারে শাসন ও পুনর্দৃষ্টিকরণের দ্বারা ফেলোনীর যে নালিশ সামান্যতঃ কলিকাতা শহরের নিয়মের ক্ষমতাক্রমে জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের দ্বারা ইহার পুর্ব্বে বিচারিতা হইত তদ্বিষয়ে পুনশ্চ বিধানকরা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক কলিকাতা শহরের সীমার মধ্যে হওয়া চড়াউয়ের মোকদ্দমায় যে প্রতিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কলিকাতা শহরের সীমার বাহিরে হুগলী নদীর কোন২ ভাগে হওয়া চড়াউয়ের সেইরূপ প্রতিকার নির্দ্দিষ্টকরা উচিত বোধ হইল।

এনিমিত্তে এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে ফেলোনীর অপরাধকরণের বিষয়ে অথবা ঐ শহরের মধ্যে চোরাও সম্পত্তি আপনার নিকটে রাখণবিষয়ে যে ব্যক্তির নামে নালিশ হয় তাহাকে কোন জুষ্টিস কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব কলিকাতা শহরের কোন নিয়মের ক্ষমতাক্রমে অথবা ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৪ আইনের অনুসারে এবং উক্ত নিয়মের ক্ষমতাক্রমে অথবা এই আইনের বিধানানুসারব্যতিরেকে কোন প্রকারে দণ্ডের হুকুম দিতে পারিবেন না। এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের বসতির উত্তম নিয়ম এবং দেওয়ানীবিষয়ক শাসনের বিধি ও হুকুম ও আইন এই নামে যে বিধি ও হুকুম ও আইন ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ জুলাই তারিখে হজুর কৌন্সেলে জারী হইয়া ঐ বৎসরের ১১ নবেম্বর তারিখে সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরী হয় তাহার ৬ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে যে ব্যক্তিরদের নামে চুরীকরণের অপরাধে নালিশ হয় যে সম্পত্তি চুরীকরণবিষয়ে আসামীর নামে

Digitized by Google

নালিশ হইয়াছে তাহা যদ্যপি ঐ শহরের জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের বিবেচনায় ২০ কুড়ি টাকা মূল্যের অধিক না হয় তবে ঐ জুষ্টিস তাহার বিচার করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব ঐমত কোন ব্যক্তিকে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত বা তাহাব্যতিরেকে ৬ ছয় মাসের অধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারেন্ না অথবা দ্বীপান্তরে প্রেরণের হুকুম দিতে পারেন্ না ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের নিকটে চুরীর অপরাধকরণের বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হয় তাহার বিচার ঐ জুষ্টিস আপনি না করিয়া উচিত বুঝিলে কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে বিচারহওনার্থে ঐ ব্যক্তিকে কয়েদ করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত জুষ্টিস চুরীর অপরাধকরণবিষয়ে নালিশগ্রস্ত আসামীর বিচারকরণের পর নীচের লিখিতব্য কথার পাঠক্রমে অথবা আবশ্যকমতে মোকদ্দমাদৃষ্টে সেই ভাবের অন্য কোন কথার পাঠক্রমে আপনার করা ফয়সলা লিখিবেন। অর্থাৎ।

বিজ্ঞাপন করা গেল যে ইঙ্গরেজী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক ব্যক্তি কলিকাতা শহরের জুষ্টিস আফ দি পীস আমি আমার সমক্ষে অমুক ব্যক্তির নামে চুরীকরণবিষয়ে এই নালিশ হইল যে অমুক ব্যক্তি ফেলোনীপূর্ব্বক (এই স্থানে নালিশের বিষয়ের অপরাধ এবং মোকদ্দমা বুঝিয়া যে সময়ে ও যে স্থানে ঐ অপরাধ করা গিয়াছিল তাহা লিখিতে হইবেক) এবং আমি অমুক জুষ্টিস আফ দি পীস চুরীহওয়া সম্পত্তির মূল্য ২০ কুড়ি টাকার অনূর্দ্ধ অর্থাৎ এত টাকা বোধ করিলাম এবং আমি অমুক জুষ্টিস আফ দি পীস অমুকের বিষয়ে এই নিষ্পত্তি করিলাম (এই স্থানে বিষয় বুঝিয়া আসামী যদি খালাস হয় তবে তাহা লিখিতে হইবেক অথবা তাহার যে দণ্ড করিতে হইবেক তাহা লিখিতে হইবেক)।

পূর্ব্বের লিখিত বৎসর ও দিবসে আমার দ্বারা দস্তখৎ হইল

দস্তখৎ। ————

Digitized by Google

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে প্রত্যেক টরম অর্থাৎ মিসিলে নিদানে এক বার এবং কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা তলব করিলে তদপেক্ষা অধিকবার ঐ জুষ্টিস যে সকল দোষাদোষ বিষয়ের ফয়সলা করিয়া থাকেন্ তাহা এবং সাক্ষি ও আসামীর জোবানবন্দী এবং তহকীকের কথা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে লিখিয়া পাঠাইবেন এবং তাহা উপযুক্ত কার্য্যকারকের জিম্মায় ঐ আদালতের সিরিশ্তায় থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে চুরীর অপরাধের বিষয়ে কোন অসামীর মোকদ্দমা হইলে প্রত্যেক জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব আসামীর পক্ষে ও বিপক্ষেসাক্ষিরদিগকে শপথ করাইবেন অথবা যেখানে আইনক্রমে শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃতিলওনের বিধি আছে সেখানে তাহারদের স্থানে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইবেন এবং সাক্ষিগণের জোবানবন্দী ও আসামীর তহকীকের কথা লিখিয়া লইবেন এবং ঐ জোবানবন্দী ও তহকীকের কথায় জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব আপনি দস্তখৎ করিবেন ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে চুরীকরণ বিষয়ে নালিশগুস্ত কোন ব্যক্তির বিচার হইলে যদ্যপি কোন ব্যক্তি ঐ জুষ্টিসের দ্বারা রীতিমতে তলব হইলে সাক্ষির ন্যায় হাজির হইতে অথবা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তবে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষির ন্যায় হাজির হইতে অথবা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ ব্যক্তি কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে চুরীর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে যে জুষ্টিস আফ দি পীসের সমক্ষে কোন ব্যক্তি নালিশগুস্ত হইয়া থাকে সেই জুষ্টিস অপহৃত সম্পত্তি পাওয়া গেলে তাহা তাহার স্বামিকে অথবাস্বামির প্রতিনিধিকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ আজ্ঞাক্রমে যদি তাহা ফিরিয়া না দেওয়া যায় তবে যে ব্যক্তি ফিরিয়া দিতে অস্বীকার বা ক্রটি করে তাহার ২০ কুড়ি টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন্ এবং যদ্যপি ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে অস্বীকারকারি বা ক্রটিকারি ব্যক্তিকে এক মাসপর্য্যন্ত কয়েদ করিতে পারেন্ যদ্যপি মাস সমাপ্ত না হইতে সম্পত্তি ফিরিয়া না দেওয়া যায় ইতি।

Digitized by Google

১০ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তির নামে এমত নালিশ হয় যে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারভুক্ত হুগলী নদীতে বা তাহার মোহনাসকলে সমুদ্রে গমনাগমনকারি কোন বাণিজ্য জাহাজে থাকিয়া কোন চড়াউ বা মারিপিট করিয়াছে সে ব্যক্তির বিচার ঐ জুষ্টিস আফ দি পীসের সম্মুখে হইতে পারে এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সে ব্যক্তি ১০০ এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানা ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২ আইনের নির্দ্ধারিতমতে আদায় করা ও বলপূর্ব্বক লওয়া যাইবেক। এবং চুরীর নালিশের বিষয়ে এই আইনের সমস্ত বিধি যেপর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত চড়াউ বা মারিপিটের নালিশের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের তাৎপর্য্য এমত নহে যে জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের দ্বারা অপরাধ সাব্যস্তপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে সে ব্যক্তির প্রতি সর্টিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা প্রতিকার পাওনের নিষেধ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট স্যাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

অপরাধের বিষয়ে নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে তাহার জওয়াব করণার্থ ক্ষমতাদেওনের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক চতুর্থ উলিয়মের ১১৪ অধ্যায়ের ৬ এবং ৭ আক্টের বিধি ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বাহাদুরের গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশে বিস্তার করিতে উচিত বোধ হইল

এনিমিত্তে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতে কোন অপরাধ প্রযুক্ত যে ব্যক্তিরদের বিচার হয় তাহারা ফরিয়াদীর নালিশ সমাপ্ত হইলে পর আইনেতে সুশিক্ষিত উকীলের দ্বারা কি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে আদালতে মোক্তারকার উকীলের কর্ম্ম করিতে পারে এমত মোক্তারের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণরূপে উত্তর দিতে এবং দোষ খণ্ডন করিতে পারিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের সীমার মধ্যে যে মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব এলাকা রাখেন্ তিনি সরাসরীরূপে কোন ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত করিলে ঐ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি আপনার উকীল বা মোক্তারকারের দ্বারা সম্পূর্ণ উত্তর দিতে ও দোষ খণ্ডিতে এবং সমস্ত সাক্ষির জোবানবন্দী করাইয়া লইতে এবং তাহারদের সাক্ষ্য খণ্ডন করিতে পারিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর যে কোন ব্যক্তির দের আইনবিরুদ্ধে কোন অপরাধের বিষয়ে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতের সমক্ষে বিচার হইবেক সেই ব্যক্তিরা ঐ অপরাধের নিমিত্তে জামিনদিলে কি জেলখানায় কয়েদ হইলে যে সাক্ষিরদের জোবানবন্দীক্রমে তাহারদের জামিন দিতে হইয়াছে অথবা কয়েদ হইয়াছে সেই সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর নকল যে ব্যক্তির জিম্মায় আইনমতে থাকে তাহার স্থানে দাওয়া করিতে পারে এবং ঐ জোবানবন্দী পাওনের নিমিত্তে

Digitized by Google

ঐ আদালত যে উপযুক্ত টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবেন সেই টাকা দিলে তাহা দাওয়ামাত্রই পাইতে পারিবেক এবং তাহার জিম্মায় তাহা থাকে সেই ব্যক্তির প্রতি এই ধারাক্রমে তাহা দিতে হুকুম হইল। কিন্তু যে ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ দাওয়া হয় সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা যে মিসিলে হয় সেই মিসিল আরম্ভ করিবার নিরূপিত দিবসের পূর্ব্বে যদ্যপি সেই দাওয়া না হইয়া থাকে তবে ঐ ব্যক্তি সাক্ষিরদের ঐ জোবানবন্দীর নকল পাইতে পারিবেক না তথাপি মোকদ্দমার সময়ে যদি জজ সাহেবের এমত বিবেচনা হয় যে ঐ নকলকরণেতে এবং দেওনেতে ঐ মোকদ্দমার কিছু বিলম্ব বা ব্যাঘাত হইবেক না তবে তিনি তাহা দিতে হুকুম করিতে পারেন্। কিন্তু নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি মোকদ্দমার পূর্ব্বে সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর ঐ নকল না পাওয়াপ্রযুক্ত যদ্যপি ঐ জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমা বিলম্ব করিতে উচিত বোধ করেন্ তবে বিলম্ব করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতে যাহারদের তজবীজ হইতেছে তাহারদের বিরুদ্ধে যে সকল জোবানবন্দী লওয়া গিয়াছে এবং যে আদালতের সম্মুখে তাহারদের মোকদ্দমা হইবেক তথায় প্রেরণ হইয়াছে সেই জোবানবন্দী কিম্বা তাহার নকল তাহারা তাহারদের মোকদ্দমাহওন সময়ে কিচ কি রসুম না দিয়া দেখিতে পারিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

কোর্ট মার্স্যল অর্থাৎ যুদ্ধসম্পর্কীয় আদালতহইতে কোনং স্থলে শ্রমযুক্ত বা তাহা ব্যতিরেকে কয়েদের হুকুম দেওনের বিষয়ি আইন।

ইহার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে যেং স্থলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ২৪ ফেব্রুআরি তারিখে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সাধারণ হুকুমের দ্বারা ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত পল্টনের এদেশীয় সৈন্যের সিপাহীদিগকে কর্ম্মচ্যুতকরণরূপ শাস্তি দিতে কোর্ট মার্স্যলেরদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল এক্ষণে সেইং স্থলে যদি সাধারণ কোর্ট মার্স্যলের দ্বারা শাস্তির হুকুম হয় তবে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত বা তাহাব্যতীত দুই বৎসরের অনধিক মিয়াদে এবং যদি কিল্লাস্থ বা লাইন কোর্টমার্স্যলের দ্বারা হয় তবে ১ এক বৎসরের অনধিক মিয়াদে এবং যদ্যপি পল্টনীয় কি পল্টনের দলের কোর্ট মার্স্যলের দ্বারা হয় তবে ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে ঐ সিপাহীরদিগকে কয়েদের হুকুম দেওয়া যাইতে পারে। এবং যে সিপাহীর প্রতি কোন মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত কয়েদের এইরূপ হুকুম দেওয়া যায় অথবা যাহার প্রতি কঠিন পরিশ্রমভিন্ন ছয় মাসের অধিক কোন মিয়াদে কয়েদের হুকুম হয় তাহার দণ্ড মঞ্জুর হইলে সে ব্যক্তি কোম্পানির কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক। কিন্তু প্রধান কোর্ট মার্স্যলভিন্ন কোন সামান্য কোর্ট মার্স্যলের দ্বারা এই আইনানুসারে শাস্তির হুকুম হইলে শাস্তির হুকুম পাওয়া ব্যক্তি পল্টনের যে অংশে থাকে সেই অংশের জেনরল বা সেনাপতি সাহেবের প্রথমতঃ তাহা মঞ্জুরের অপেক্ষা রাখে ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২৬ ষড়্‌বিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতিরেকে যে কার্য্যকারক সাহেবেরা কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন্ না ঐ সাহেবদিগের সরকারী কার্য্যের বিষয়ে কোন অপবাদ হইলে তাহার সত্যতার অনুসন্ধানের নিয়ম করণবিষয়ক আইন।

যেহেতুক ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবদিগের সরকারী কার্য্যের বিষয়ে অপবাদ হইলে তাহার সত্যতার অনুসন্ধানের বিষয়ে আইনের লিখিত সমস্ত হুকুম শুধরণ পূর্ব্বক একত্র করিতে এবং নানা বিষয়েতে ঐ হুকুম সংশোধিত করিতে এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুমভিন্ন যে কার্য্যকারকেরা কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন্ না সেই সকলের উপর ঐ২ হুকুম বিস্তার করিতে উচিত বোধ হইল

একারণ হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১০ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ১০ ধারাতে ঘুষলওনের নালিশের বিষয়ে যে২ কথা আছে তাহা

এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ৮ ধারা

এবং ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৮ ধারা

ও ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৯ ধারার ৯ ও ১০ এবং ১১ প্রকরণ এবং ঐ ধারার অন্য যে২ ভাগ কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা

এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ১২ ধারার ৯ ও ১০ এবং ১১ প্রকরণ এবং ঐ ধারার অন্য যে২ ভাগ কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা

এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের ৪ ধারা ও তাহার পরের সমস্ত ধারা

Digitized by Google

এবং পণ্ডিত ও মৌলবী কিম্বা আদালতের এদেশীয় কার্য্যকারকদিগের নামে নালিশকারি ব্যক্তিরদের স্থানে জামিন লওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১০ আইনের ১০ ধারায় যে২ কথা আছে সেই২ কথাভিন্ন ঐ আইনের অন্য সমস্ত কথা

এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইন

ও ১৮১৭ সালের ৮ আইন

এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ৮ আইনের ৫ ও ৬ ধারা

এবং অন্য যে কোন আইনের হুকুমানুসারে উপরের লিখিত কোন আইন কি ঐ আইনের কোন অংশ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন স্থানে বিস্তার হইয়াছে সেই সমস্ত রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের যখন কোন সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কিম্বা কোন সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা অথবা পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা বোধ করেন্ যে আপন২ কর্ত্তৃত্বাধীনে যে২ কর্ম্মকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতিরেকে তগীর হইতে পারেন্ না এমত কোন কার্য্যকারকের আপনার ভারের কার্য্যের বিষয়ে কোন অপবাদ হইলে সেই অপবাদের সত্যতার বিষয়ে জাবেতা ও রীতিমতে অনুসন্ধানকরণের কোন উপযুক্ত হেতু আছে তখন তাঁহারা যে২ নিদর্শনপত্রের দ্বারা সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন্ সেই২ নিদর্শন পত্র এবং যে নালিশের রীতিমত বিচার করিতে প্রস্তাব করেন্ তাহা বিশেষ২ দফায় লিখিয়া বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বাহাদুরের কি উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্নর্ বাহাদুরের অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কোন সাহেবের অর্থাৎ ঐ২ সাহেবেরা যাঁহার অধীনে থাকেন্ ঐ কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবের হুকুম ও বিবেচনা পাওনার্থে তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উপরের লিখিতমত কোন নালিশ কি এত্তেলা একেবারে কোন সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে কিম্বা কোন সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের সমীপে কিম্বা পরিমিট ও নিমক ও

Digitized by Google

আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে দেওয়া যাইতে পারে এবং তাঁহারা ফরিয়াদী বা সম্বাদদায়ক ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া কি শপথহইতে মুক্তহওনের অধিকার থাকিলে তাহার স্থানে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন এবং যে২ বিষয় স্পষ্টরূপে জ্ঞাতহওন তাঁহারা আবশ্যক বোধ করেন্ সেই২ বিষয় অপবাদি ব্যক্তিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে অথবা উত্তর দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং তদ্বিষয়ে অন্য যে২ অনুসন্ধানলওন উচিত বোধ হয় তাহা শপথ বা সুকৃতি পুর্ব্বক লইতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের অথবা কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে উপরের উক্ত প্রকার কোন কার্য্য হইলে তাহার বিষয়ে নালিশ কি এত্তেলা ঐ২ এলাকার জজপ্রভৃতির নিকটে করা যাইতে পারে এবং তাঁহারা ঐ ফরিয়াদী বা এত্তেলাদেওনিয়া ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া কিম্বা শপথহইতে মুক্তহওনের অধিকার থাকিলে তাহার স্থানে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন এবং অপবাদি ব্যক্তি যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত কি সদর বোর্ড রেবিনিউর অথবা পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের অধীনে থাকে তাঁহারদের নিকটে ঐ জোবানবন্দী পাঠাইতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের কিম্বা উক্ত কোন বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে ঐরূপ কোন নালিশ হইলে কি এত্তেলা দেওয়া গেলে যদি নালিশকরণিয়া ব্যক্তি শপথপুর্ব্বক অথবা শপথ হইতে মুক্তহওনের অধিকার থাকিলে সুকৃতিপুর্ব্বক এমত জ্ঞাপন না করে যে নালিশের আমূল ক্রিয়া নিতান্ত সত্য বিশ্বাস করে তবে ঐ আদালত বা বোর্ড ঐ নালিশ বা এত্তেলা ক্রমে কার্য্য করিবেন না ইতি।

৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কি উক্ত কোন বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে উপরের লিখিত প্রকার নালিশ হইলে বা এত্তেলা করা গেলে তাঁহারা যদি তাহার বিষয়ে অধিক অনুসন্ধান করণের বিশিষ্ট কারণ না দেখান্ তবে তাহা ডিসমিস করিতে পারেন্ আরো নির্দ্দিষ্ট হইল যে যখন ঐ সাহেবেরা এমত কোন নালিশ বা এত্তেলা ডিসমিস করেন্ তখন তাঁহারা এই আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে তাহা ও তৎসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

Digitized by Google

৭ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কি উক্ত কোন বোর্ডের সাহেবেরা উপরের লিখিত বিষয়ের বিচারকরণের কোন সময়ে ঐ নালিশ বা এত্তেলা করণিয়া ব্যক্তিকে ঐ নালিশের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাজির হইয়া মোকদ্দমা চালাইবার বিষয়ে আপনারদের বিবেচনামতে যে জামিন উচিত বোধ হয় এমত জামিন দিতে হুকুম করিতে পারেন্ ও ঐ জামিন দিতে হুকুম হইলে যেপর্য্যন্ত তাহা না দেওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত মোকদ্দমার সমস্ত কার্য্য মুলতবী থাকিবেক ইতি।

৮ ধারা।

তথাচ এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালত বা কোন বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে কার্য্যের অনুষ্ঠানসময়ে কি অন্য কোন সময়ে যে কার্য্যের বিবরণ তাঁহারদের নিকটে আসিয়া থাকে বা রিপোর্ট হয় তাহাতে যদি এই আইনের ২ ধারার লিখিত কোন কার্য্যকারকের অপবাদকারি কোন বিষয় দৃষ্ট হয় তবে ঐ কার্য্যকারকের নামে কোন নালিশ বা এত্তেলা না হইলেও ঐ সাহেবেরা উপরের লিখিতমতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বাহাদুরের কিম্বা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্নর্ বাহাদুরের অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবের নিকটে অর্পণকরণের নিমিত্তে তাঁহারা যেমত উচিত বোধ করেন্ সেইমত তদ্বিষয়ে কার্য্য করিবেন কিম্বা উপরের উক্তমতে শপথ করাইয়া বা সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইয়া তদারক করিবেন এবং এমত স্থলে রোয়দাদক্রমে দৃষ্টহওয়া কোন ব্যাপারের বিষয়ে কার্য্যকরণ কি তদারককরণের পূর্ব্বে তাহার সত্যতার বিষয়ে শপথকরাওণ বা সুকৃতিপত্র লওনের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কিম্বা উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট যে বিষয় অর্পণ হয় তাহাতে দৃষ্টি করিয়া যদি অর্পণকারি সাহেবদিগের সহিত একবাক্য হন্ অথবা যদ্যপি শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কি শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কিম্বা রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব পূর্ব্বের লিখিত আদালত অথবা বোর্ডের অধীন না থাকা কার্য্যকারকেরদের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার যে সম্বাদ প্রাপ্ত হন্ তাহার বিবেচনা করিয়া ঐ কার্য্যকারকের নামে নালিশ উপস্থিত করিতে উচিত বোধ করেন্ তবে ঐ শ্রীযুত অর্পিত বিষয়ের যথার্থ তহকীক ও তদন্ত দাঁড়ামতে করিবার নিমিত্তে এক কি ততোধিক সাহেবকে কমিস্যনরী কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

Digitized by Google

১০ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত কোন কমিস্যনর নিযুক্ত হইলে ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কি উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই হুকুম করিবেন যে ঐ কমিস্যনর সাহেব উক্ত কোন আদালতের বা বোর্ডের সাহেবদিগেরতাবে থাকিয়া কিম্বা গবর্ণমেণ্টের নিজ তাবে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। এবং উক্তমত নিযুক্তহওয়া সমস্ত কমিস্যনর যেং গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন থাকেন্ সেইং গবর্ণমেণ্টের স্থানে এই বিষয়ে যেং হুকুম পাইবেন তাহার মতে কার্য্য করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকারে নিযুক্তহওয়া এক বা ততোধিক কমিস্যনর সাহেব কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনের পুর্ব্বে নীচের লিখিতব্য শপথ করিবেন। আমি অমুক অমুক কার্য্যের বিষয়ি কমিস্যনর (এই স্থানে কমিস্যনের তাৎপর্য্য লিখিতে হইবেক) ধর্ম্মতঃ শপথ করিতেছি যে আমার প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ হইয়াছে তাহা আপন যথাসাধ্য ও বুদ্ধি ও বিবেচনাতে নির্ভয়ে ও অটল অন্তঃকরণে ও গণতাবিনা বিশ্বস্ত ও অপক্ষপাতরূপে নির্ব্বাহ করিব। ঈশ্বর আমার এমত সাহায্য করুন ইতি।

১২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ নালিশের বিচারকরণার্থে যখন বিশেষ কমিস্যনর সাহেবদিগকে তাহা অর্পণ হইবেক তখন উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই বিষয়ে হুকুম দিবেন যে মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণের ভার ফরিয়াদীর প্রতি থাকিবেক কি সরকারের তরফহইতে করা যাইবেক। যদ্যপি সরকারের তরফ হইতে করিতে হয় তবে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব সরকারের তরফে মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্তে যে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন্ তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে কমিস্যনর সাহেবেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারদের উচিত যে নালিশ কি দাওয়ার আরজী এবং যে সকল কাগজের দৃষ্টে ঐ আরজী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা লওনের পর অপবাদি ব্যক্তির স্থানে নালিশের জওয়াব তলব করেন্ ও ফরিয়াদী কি অপবাদি ব্যক্তিরা যে সাক্ষিদিগকে

Digitized by Google

মানে তাহারদিগের শপথ অথবা সুকৃতিক্রমে জোবানবন্দী লইবেন এবং নালিশের কি নালিশের জওয়াবের প্রমাণের জন্যে অন্য যে কোন দস্তাবেজ দাখিল করে তাহা লন্ আর যদি উভয়ের মানিত সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীতে ও দাখিলকরা দস্তাবেজের দ্বারা অন্যং সাক্ষির সন্ধান পাওয়া যায় ও মোকদ্দমার বৃত্তান্ত নিশ্চয় বুঝা যাওনের কারণ অথবা নালিশ সত্য কি মিথ্যা কি কতক সত্য কি কতক মিথ্যা ইহা প্রকাশ হওনের যদ্যপি আবশ্যক হয় তবে নূতন সাক্ষি তলব করিয়া লন্ ইতি।

১৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উপরের ধারার লিখিত কর্ম্মাদি কিম্বা অন্য যেং কর্ম্মের ভার এই আইনানুসারে কমিস্যনর সাহেবদিগকে দেওয়া গেল তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহকরণের কারণ ঐ কমিস্যনর সাহেবদিগকে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের তুল্য ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক। কিন্তু যে জিলা কি শহরের এলাকার মধ্যে কমিস্যনর সাহেবদিগের বৈঠক হইবেক সেই জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের দ্বারা সাক্ষিইত্যাদি লোককে আনাইবার কারণ তলব চিঠী বা অন্য কোন বলবৎ হুকুম পাঠাইতে হইবেক এবং যে সাক্ষির অথবা যে ব্যক্তির উপর তলবচিঠী জারী করিতে হয় সেই ব্যক্তি যে জিলা বা শহরের আদালতের ব্যাপ্যাধিকারে বাস করে সেই আদালতের সাহেবের দ্বারা তাহা জারী হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নালিশ ও জওয়াবের পক্ষের সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর আসামীর সম্ভ্রম ও মান রক্ষাকরণার্থে যদি তাহার মনে কোন কথা বা বিবেচনার উদয় হয় তবে তাহা লিখিয়া দাখিল করিতে পারে। এবং ফরিয়াদী অথবা যে ব্যক্তি সরকারহইতে নালিশ নির্ব্বাহকরণের কার্য্যে নিযুক্ত হন্ তিনিও ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে আপনার বিবেচনাতে যে কথা বিহিত বোধ হয় তাহা লিখিয়া দাখিল করিতে পারেন্ ইতি।

১৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যন যখন সরকারের নিজ তাবে থাকিয়া কার্য্য করিতে হুকুম পাইয়াছেন তখন মোকদ্দমার সমস্ত কার্য্য সাঙ্গ হইলে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র ঐ এক বা ততোধিক কমিস্যনর যে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকেন্ তাঁহার নিকটে এবং অন্যং গতিকে কর্ত্তৃত্বকারি আদালত বা বোর্ডের নিকটে কমিস্যনসম্বন্ধীয় সমস্ত রুবকারীর কাগজ এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় যে কাগজ না থাকে তাহার তরজমা এবং উকীলেরদের সওয়াল ও জওয়াবের ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর চুম্বক ও সেই মোকদ্দমার ভাব ও মর্ম্ম যাহা আপনারা বুঝিয়া থাকেন্ তাহা পাঠাইবেন ইতি।

Digitized by Google

১৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য সাহেব অথবা কর্তৃত্বকারি আদালত বা বোর্ডের সাহেবদিগের এই ক্ষমতা আছে যে ঐ কমিস্যনর সাহেবের কৈফিয়ৎ দৃষ্টি করিয়া ঐ কমিস্যনর বা কমিস্যনর সাহেবদিগকে নূতন সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে অথবা বিচারিত হওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে তাহার বা তাহারদের কৈফিয়ৎ আরো স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং কমিস্যনর সাহেব বা সাহেবদিগকে ঐরূপ নূতন সাক্ষ্য লইতে এবং কৈফিয়ৎ আরো স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া লইতে ক্ষমতা ও আজ্ঞা দেওয়া গেল ইতি।

১৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত এক বা ততোধিক কমিস্যনর সাহেবের রিপোর্ট যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে অথবা বোর্ডে পূর্ব্বোক্তমতে অর্পিত হয় তাহা উপযুক্তমতে বিবেচনা করিয়া এবং যে নূতন সাক্ষি বা স্পষ্ট বিবরণ তাঁহারা চাহেন্ তাহা পাইলে পর মোকদ্দমার যে কাগজপত্র ও রুবকারী তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকেন্ তথায় জ্ঞাপন করিবেন এবং আসামীর নামে যে কোন নালিশ সাব্যস্ত হইয়াছে এবং ঐ নালিশের যাহা২ সাব্যস্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাঁহারদের বিবেচনা জ্ঞাপন করিবেন ইতি।

১৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন এই আইনের বিধির অনুসারে কোন বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্ত হন্ তখন শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কি উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব মোকদ্দমার ভাব ও বিষয়ের দৃষ্টে অপবাদি ব্যক্তিকে আপন ভারের কার্য্যহইতে স্থগিত করা কি না করা নিশ্চয় করিবেন এবং যদি স্থগিতকরা নিশ্চয় হয় তবে তাঁহার পদের বেতন তিনি পাইবেন কি না ইহাও নিশ্চয় করিবেন ইতি।

২০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কি উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই আইনের ১৬ এবং ১৮ ধারাক্রমে তাঁহার নিকটে পাঠান সম্বাদ ও কৈফিয়ৎ বিবেচনা করিয়া ন্যায় ও বিচার্য্যমতে এবং এপ্রকার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে ক্ষমতা রাখেন্ তাহার অনুযায়ি যে হুকুম দেওয়া বিহিত হয় তাহা দিবেন। এবং যদি সরকারের পক্ষহইতে আসামীর নামে তাহার বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত

Digitized by Google

কোন আদালতে নালিশ উপস্থিতকরা তাঁহার উচিত বোধ হয় তবে সরকারের উকীলদিগকে ঐ কর্ম্মের বিষয়ে আবশ্যক হুকুম দিবেন কিন্তু এমত মোকদ্দমার মিসিলেতে যে রোয়দাদ রাখা যায় কি সরকার যে হুকুম ও নিষ্পত্তি করেন্ তাহার প্রতি দৃষ্টি করণভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্বদা এমত ক্ষমতা আছে যে সরকারী কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করিলে আদালতের নির্দ্দিষ্ট রীতিক্রমে তাহার প্রতিকার চেষ্টা সর্ব্বদা করেন্ ইতি।

২১ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের তাৎপর্য্য এমত নহে যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার লিখিত প্রধান সদর আমীন ও অন্য সদর আমীনদিগের তগীর কিম্বা সম্পেণ্ড করণবিষয়ক বিধি অথবা ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ২৫ ধারার লিখিত ডেপুটী কালেক্টরদিগের তগীরকরণবিষয়ক বিধি রদ হয়। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবের এমত ক্ষমতা হইল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ২৫ ধারার লিখিত বিষয় তাঁহার নিকটে অর্পণ হইলে কোন প্রধান সদর আমীন ও অন্য সদর আমীন কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরের সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে কোন অপবাদ হইলে যেমত উচিত বোধ করেন্ সেইমত তাহার তাবেতা ও রীতিমতে এইআইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে এবং এই আইনের বিধির অনুসারে অনুসন্ধানকরণার্থে এক বা ততোধিক কমিস্যনর নিযুক্ত করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১৬ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

কোন২ গতিকে চব্বিশ পরগনা জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের হুকুম করা ফয়সলা জারীকরণের ক্ষমতা কলিকাতা শহরের রিক্বেষ্ট অর্থাৎ ছোট আদালতের সাহেবদিগকে দেওনের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক চব্বিশ পরগনা জিলার আদালতের ফয়সলা যে আসামীর বিরুদ্ধে দেওয়া যায় সেই অসামীর উক্ত জিলার সীমানাহইতে কলিকাতা শহরের মধ্যে পলায়নকরাতে অনেকবার জারী হইতে পারে না এবং যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১৬ আইনের দ্বারা কলিকাতা শহরহইতে ঐ জিলার মধ্যে আসামীর পলায়নকরাতে সেইরূপ যে অপকার হয় ঐ কলিকাতা শহরের ছোট আদালতের ফয়সলা জারীকরণের হুকুম ঐ জিলার জজ সাহেবদিগকে দেওনেতে তাহার প্রতিকার হইয়াছে।

একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে চব্বিশ পরগনা জিলার কোন আদালতে [illegible] কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় এবং সেই মোকদ্দমার আসামী [illegible]ই ডিক্রী জারীহওনের পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে গিয়া [illegible]হ তবে ঐ ছোট আদালত উক্ত বৃত্তান্তজ্ঞাপক লিখিত এক দরখাস্ত চব্বিশ পরগনা [illegible]লার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের স্থানহইতে পাইলে এবং তাহার সঙ্গে [illegible]াদালতের মোহর ও দস্তখৎকরা ঐ ডিক্রীর এক নকল থাকিলে ছোট আদালতের [illegible]ওয়া ফয়সলা জারীকরণার্থে যে রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তাঁহার প্রতি ঐ ডিক্রী [illegible]রী করিতে হুকুম হইল এবং সামান্যতঃ ঐ রূপ ডিক্রী জারীকরণার্থে যে খরচা লাগে [illegible]ই খরচা এই স্থলেও দিতে হইবেক। কিন্তু এই আইনের এমত তাৎপর্য্য নহে যে [illegible] নালিশের হেতু ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত হইলে ঐ নালিশ সে

Digitized by Google

আদালতে শুননির যোগ্য হইত এইমত নালিশের হেতুসম্বন্ধীয় ডিক্রীভিন্ন ঐ ছোট আদালত অন্য কোন প্রকার ডিক্রী জারী করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২৮ অষ্টাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ৫ নবেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ফোর্ট উলিয়ম এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ রাজধানীর এবং বাম্বাইয়ের রাজধানী কি উপদ্বীপের অথবা পিনাঙ্গ বা শিঙ্গাপুর কিম্বা মলাকার ওএর ও টর্মিনর অথবা কারাগার শূন্যকরণার্থ কোন সেসন অর্থাৎ মিসিলে যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের মিথ্যা শপথকরণের দোষ সাব্যস্ত হয় তখন যে আদালতের সমক্ষে ঐ ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইবেক সেই আদালতের জজ সাহেবের এমত ক্ষমতা হইল যে ঐ ব্যক্তিকে যে স্থানে উচিত বোধ করেন্ সেই স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কতক বৎসর মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণ করিতে হুকুম করেন্ অথবা ৪ চারি বৎসরের অধিক না হয় এমত কোন মিয়াদে তাহাকে কঠিন শ্রমযুক্ত বা তাহাব্যতিরেকে কয়েদকরণের হুকুম দেন্ এবং ঐ মিয়াদের যে কোন সময় বা সময়সকল ঐ আদালতের উচিত বোধ হয় সেই সময়ে তাহাকে নির্জন স্থানে কয়েদথাকনের হুকুম দেন্ কিন্তু এক কালে এক মাসের অধিক অথবা এক বৎসরের মধ্যে তিন মাসের অধিক নির্জন স্থানে কয়েদ করিতে হইবেক না। কিন্তু ঐ আদালতের বিচারকের এমত ক্ষমতা নাহি যে ইউরোপীয়ের ঔরসে ইউরোপীয় স্ত্রীর গর্ভজাতভিন্ন ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে নিউ সৌথ ওএল্সের পূর্ব্ব দিক্স্থ তটে অথবা তাহার নিকটস্থ কোন উপদ্বীপে প্রেরণকরণের হুকুম দেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ৩১ একত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২৩ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

রূপা ও সোণার মুদ্রাবিষয়ক চতুর্থ জর্জের নবম বৎসরীয় ৭৪ অধ্যায়ের আইনের কোন২ দোষের প্রতিকারকরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক চতুর্থ জর্জের নবম বৎসরীয় ৭৪ অধ্যায়ের আইনের যে২ দোষের মুদ্রা মন্দকরণবিষয়ের বিশেষরূপে অপকার বোধ হইতেছে তাহার প্রতিকারকরা উচিত বোধ হইল

অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের কোন টাকশালহইতে প্রস্তুত মুদ্রা বাহিরকরা অথবা ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন স্থানে সামান্যতঃ টাকার ন্যায় গ্রহণহওয়া কোন রূপা বা সোণার চলিত মুদ্রা প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক ছাঁটে বা ঘষে কি ছিদ্র করে অথবা বিরূপ করে কিম্বা মেকী করে এবং উপরের উক্তমতে বাহিরহওয়া এবং উপরের উক্তমত সামান্যতঃ টাকার ন্যায় গ্রহণহওয়া চলিত সোণা ও রূপার মুদ্রার ন্যায় ঐরূপ ছাঁটা বা ঘষা কি ছিদ্রকরা অথবা বিরূপকরা কিম্বা মেকীকরা মুদ্রা চালাওনের অভিপ্রায়ে তাহা করে সেই অপরাধি ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনামতে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে কোন আদালতের ক্ষমতা নাহি যে ভারতবর্ষীয় কোন লোককে এবং ইউরোপীয়ের ঔরসে ইউরোপীয় স্ত্রীর গর্ভজাতভিন্ন কোন ব্যক্তিকে নিউ সৌথ ওএল্সের পূর্ব্ব তটে অথবা তাহার নিকট বর্ত্তি কোন উপদ্বীপে প্রেরণ করেন্ ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বের অধীন দেশের মধ্যে যে২ ব্যক্তির উপর ও যে২ স্থানের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম

Digitized by Google

কোর্টের ফৌজদারীবিষয়ক এলাকা থাকে সেইং ব্যক্তির উপর এবং সেইং স্থানের মধ্যে এই আইন চলন হইবেক এবং অন্য কোন ব্যক্তির উপর বা স্থানের মধ্যে চলন হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ৩০ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

কোন২ গতিকে সুদদেওনবিষয়ক আইন।

১ ধারা।

কোন২ গতিকে সুদ দেওনবিষয়ক চতুর্থ উলিয়মের ৩ তৃতীয় এবং ৪ চতুর্থ বর্ষীয় ৪২ অধ্যায়ের ২৮ ধারার আক্টের বিধান ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর এলাকার অন্তঃপাতি কি তাহার বাহিরে চলনকরা উচিত বোধ হইল

এনিমিত্তে এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নির্দ্দিষ্ট কোন মিয়াদে বা মিয়াদভিন্ন সকল কর্জ বা টাকার উপর যে আদালতের দ্বারা ঐ কর্জ কিম্বা টাকা আদায় হইতে পারে সেই আদালত উচিত বোধ করিলে সুদের চলিত হারের অনধিক হারে সুদ দেওনের হুকুম করিতে পারেন্ অর্থাৎ যদ্যপি ঐ কর্জ বা টাকা লিখিত কোন নিদর্শন পত্রের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে দেয় হয় তবে ঐ কর্জ বা টাকা যে সময়াবধি দেয় তদবধি সুদ দেওয়াইবেন এবং যদি বিনামিয়াদে দেয় হয় তবে যে সময়াবধি লিখনের দ্বারা ঐ টাকার দাওয়া হইয়াছিল এবং খাতককে এইমত এত্তেলা দেওয়া গিয়াছিল যে দাওয়ার তারিখঅবধি পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত সুদ চলিবেক ঐ দাওয়ার সময়াবধি আদালত সুদ দেওয়াইবেন। কিন্তু এক্ষণে যে সকল গতিকে আইনানুসারে সুদ দিতে হয় সেই সকল গতিকে সুদ দিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২ দ্বিতীয় আক্ট।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে নীচের লিখিতব্য আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। ঐ শ্রীযুতের অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কোর্ট মার্স্যল অর্থাৎ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের করা কয়েদের হুকুম জারীকরণার্থে নিয়মকরণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক কোর্ট মার্স্যল অর্থাৎ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের দেওয়া কয়েদকরণের সমস্ত হুকুম জারীকরণার্থে সকল রাজধানীসম্পর্কীয় আইনেতে প্রচুর বিধান আছে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

অতএব হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে কোর্ট মার্স্যলের করা শাস্তির হুকুমক্রমে কোন অপরাধের নিমিত্তে কয়েদ অথবা পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদের হুকুম হইলে প্রত্যেক জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জেলখানার কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবের উচিত আছে ও হইবেক যে অপরাধি ব্যক্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত হইলে এবং যুদ্ধের এলাকা বা কিল্লা অথবা পল্টনের কি তাহার অংশের কর্ত্তৃত্বকারি যে সেনাপতি সাহেব অপরাধি ব্যক্তির বিচার করিয়াছিলেন তাঁহার করা শাস্তির হুকুমনামার এক নকল পাইলে ঐ শাস্তির হুকুম জারী করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ১৭ ফেব্রুআরি তারিখে এই আইন জারী করিলেন।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে ভূমির দখল বিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গামা নিবারণের এবং বলক্রমে ভূমির বেদখলের প্রতিকারকরণের নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের অর্থের বিষয়ে যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা ভঞ্জনকরণ এবং ভূমির দখলবিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গামা নিবারণের আইন শুধরণ এবং বলক্রমে বেদখলবিষয়ের প্রতিকার দেওন এবং ইহার পূর্ব্বে যেং বিষয়ে বিধি নির্দ্দিষ্ট ছিল না সেই বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত আইন বিস্তারকরণ এবং কি ব্রিটনীয় প্রজা কি অন্যং ব্যক্তি সকল সম্প্রদায় ও সকল প্রকার ব্যক্তিরদের উপর ঐ আইন খাটাওন উচিত বোধ হইল।

একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ১৪ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইন এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮২৪ সালের ১৫ আইন এবং ১৮২৯ সালের ২ আইন এবং অন্যং আইনের যে ভাগের দ্বারা উক্ত কোন আইন বা আইনের কোন অংশ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন স্থানের উপর বিস্তার হইয়াছে সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে তাঁহার অধিকারের সীমার মধ্যে কোন ভূমি কি বাটীইত্যাদি কি জল কিম্বা মৎস্য ধরিবার জলাশয় অথবা ফসল বা ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যের বিষয়ে এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহাতে হঙ্গামাহওনের সম্ভাবনা তখন যে হেতুপ্রযুক্ত তিনি এমত এত্তেলা পাইয়াছেন তাহা এক রুবকারীতে লিখিয়া কি ভূম্যধিকারী কি মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদি ঐ বিবাদসম্পর্কীয়

Digitized by Google

সমস্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং কি মোক্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে তাঁহার আদালতে হাজির হইতে এবং বিবাদি বস্তুর নিশ্চিত দখল বিষয়ে স্বং দাওয়া এক নিদর্শন পত্রে লিখিয়া দাখিল করিতে হুকুম দিবেন। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব দখলের সত্বের বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার যাথার্থ্যাযাথার্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল এই বিষয় অনুসন্ধান করিবেন যে বিবাদ উপস্থিতসময়ে ঐ বস্তু কোন ব্যক্তির দখলে ছিল এবং তদ্বিষয় নিশ্চয় অবগত হইয়া এক রুবকারীতে এমত লিখিবেন যে যে ব্যক্তির দখলে থাকনবিষয় তিনি নিশ্চয় করিয়াছেন সেই ব্যক্তি যেপর্য্যন্ত আইনের রীতিমতে বেদখল না হয় সেই পর্য্যন্ত তাহা আপন দখলে রাখিতে পারিবেক এবং ঐ সাহেব সেইপর্য্যন্ত দখলের কোন প্রকার ব্যাঘাতকরণ নিষেধ করিবেন। এবং আবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব বিবাদি ব্যক্তিরদের স্বত্ব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে নিশ্চয় না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইবেন এবং তাহা তাহার দখলে রাখিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যকার্য্যকারক সাহেব এই আইনের ২ ধারার লিখিত স্থলে বিরোধ উপস্থিত সময়ে বিরোধি বস্তু কাহার দখলে ছিল ইহা যদি নিশ্চয় করিতে না পারেন্ তবে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা বিবাদিরদের স্বত্ব নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত বিরোধি বস্তু ক্রোক্ করিতে পারেন্ তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবকে ক্রোকের সম্বাদ দিতে হইবেক। এবং যদি বিরোধি বস্তু ভূমি হয় তবে জিলা বা শহরের আদালতের হুকুমক্রমে ক্রোকহওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের ৫ আইনে যে বিধান আছে তাহা এই ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমক্রমে হওয়া ক্রোকের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কেহ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে এমত দাওয়া করে যে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে আমি আইনের অনুমতিব্যতিরিক্ত কোন ভূমি বা বাটীইত্যাদি কি জল কি মৎস্য ধরিবার জলাশয় কি ফসল কি ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যহইতে অন্যের বলক্রমে বেদখল হইয়াছি ঐ দাওয়াকারী যদ্যপি ভূম্যধিকারী বা মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার বা দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদিস্বরূপ ঐ ভূমির দখলিকার ছিল তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে

Digitized by Google

নালিশ হয় তাহাকে কি তাহারদিগকে এবং ঐ ব্যাপারে লিপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং কিম্বা মোক্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিতে হুকুম করিবেন। এবং আবশ্যক সাক্ষির জোবানবন্দী লইলে এবং দলিল দস্তাবেজ বিবেচনা করিলে পর যদ্যপি তাহার ঐ দাওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বোধ করেন্ তবে তিনি এক রুবকারী লিখিয়া দাওয়াকারি ব্যক্তিকে বিরোধি বস্তুর পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে এবং উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের স্বত্বের বিষয়ের নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিতে হুকুম করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বেদখল হওনবিষয়ের দাওয়া করে সে যদি বেদখলহওনের পর ১ এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া না করে তবে এমত হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে যদ্যপি বিরোধি বস্তু চড়া ভূমি হয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এমত বোধ হয় যে তাহা কখনো কোন ব্যক্তির দখলে ছিল না তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তির আইন বা দেশের ব্যবহারানুসারে দখলের স্বত্ব থাকে তাহার দখল পাইবার হুকুম দিবেন এবং যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের নিশ্চয় না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা তাহার দখলে রাখিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কোন ভূমি বা জলের ব্যবহারকরণের স্বত্ববিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে বিরোধি বস্তু থাকে তিনি সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন এবং যদি তাঁহার এমত বোধ হয় যে ঐ বিরোধি বস্তু সর্ব্ব সাধারণ লোকের বা কোন ব্যক্তির কি কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তির ব্যবহারের নিমিত্তে খোলা ছিল তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব এমত হুকুম দিতে পারেন্ যে ঐ দখলের দাওয়াকারি ব্যক্তির পক্ষে যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত এমত ফয়সলা না করেন্ যে কেবল তাহারি দখলের অধিকার আছে সেইপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণ লোককে বা কোন ব্যক্তিকে কি কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে বাহির রাখিয়া আপনি তাহার দখল লইতে বা দখলে রাখিতে পারিবেকনা। কিন্তু যদ্যপি সে এমত বিষয় হয় যে বারো মাস ঐ বস্তুর ব্যবহারের স্বত্বানুযায়ি কার্য্য হইতে পারে তবে তজবীজ আরম্ভকরণের তারিখের পূর্ব্বে ৩ তিন মাসের মধ্যে যদি সেই স্বত্বের ব্যবহার না হইয়া থাকে অথবা যদি কেবল বিশেষং কালে ঐ বস্তুর ব্যবহারের স্বত্ব থাকে তবে বেদখলের বিষয়ে যে নালিশ হই

Digitized by Google

য়াছে তাহার পূর্ব্বে অনবরত যদি তাহার ব্যবহার না হইয়া থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐমত হুকুম দিবেন না ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে দখল বা ব্যবহারের বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া যায় তাহা বলবৎ থাকিতে যদ্যপি কেহ বলপূর্ব্বক তাহা জারীকরণের ব্যাঘাত করে অথবা তাহা প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করে কিম্বা জানিয়াশুনিয়া তাহাতে অবহেলা করে তবে সেই ব্যক্তির এবং যাহারা তাহার সাহায্য বা পোষকতাকরে তাহারদের অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে তাহারা ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে শুদ্ধ কয়েদের কি ২০০ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং যদ্যপি ঐ টাকা না দেওয়া যায় তবে ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে শুদ্ধ কয়েদের যোগ্য হইবেক অথবা কয়েদ ও জরীমানা উভয়ের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমের উপর আপীলহওনের বিষয়ে যে আইন ও ব্যবস্থা চলন আছে বা উত্তর কালে চলন হইবেক তদনুসারে এই আইনসম্বন্ধীয় সমস্ত হুকুমের উপর রীতিমতে আপীল হইতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব সমস্ত বিবাদির সম্মতিক্রমে বিবাদের বিষয় যেপর্য্যন্ত এই আইনানুসারে বিবেচ্য হয় সেই পর্য্যন্ত সেই বিষয় নিষ্পত্তির নিমিত্তে এক বা ততোধিক সালিসকে অর্পণ করিতে পারেন এবং তাঁহার বা তাঁহারদের করা ফয়সলা মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের ফয়সলার ন্যায় জারী হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আইনানুসারে কোন ব্যক্তিরদের ক্রোক্ বা ধৃতকরণের যে অধিকার থাকে আইনমত তাহার কার্য্য করিতে এই আইনের কোন কথার দ্বারা নিষেধ হইল না ইতি।

১১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর

Digitized by Google

অন্তঃপাতি দেশের সীমার বাহিরে কোন স্থানে কিম্বা পুলোপিনাঙ্গ ও সিঙ্গাপুর ও মলাকার বসতিতে কিম্বা কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যস্থিত কোন স্থানে এই আইন চলন হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর নীচের লিখিতব্য আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ২৪ ফেব্রুআরি তারিখে হজুর কৌন্সেলে জারি করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইল।

হিন্দু ও মুসলমানেরদের শপথ ও সুকৃতির বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিরদের গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া অথবা কোরাণের দ্বারা অথবা তাহারদের ধর্ম্ম ও ইষ্টের বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকারে শপথ করিতে হওনপ্রযুক্ত যথার্থ বিচারের ব্যাঘাত এবং অন্যং ক্লেশ হইতেছে।

একারণ হুকুম হইল যে নীচের লিখিতব্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়ব্যতিরিক্ত এক্ষণে আইন ক্রমে যে শপথ বা সুকৃতি করিতে অনুমতি বা হুকুম আছে তাহার পরিবর্ত্তে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি নীচের লিখিতব্যমতে প্রতিজ্ঞা করিবেক।

"আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য হইবেক এবং সত্যভিন্ন হইবেক না" ইতি।

২ ধারা।

এবং হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারি কোন ব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া এমত কোন বিষয় বা ব্যাপারে মিথ্যা কহে যে এ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে তাহাতে শপথ করিলে মিথ্যা শপথের তুল্য হইত তবে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে মিথ্যা শপথ সাব্যস্তহওয়া ব্যক্তিরদের যে শাস্তি হইত ঐ অপরাধির সেই শাস্তি সমস্ত আদালতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধ অন্যকে করায় বা করিতে প্রবৃত্তি জন্মায় তবে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাওনের অপরাধ সাব্যস্তহওয়া ব্যক্তিরদের যে শাস্তি হইত তাহার সেই শাস্তি সমস্ত আদালতে হইবেক ইতি।

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

৪ ধারা।

এবং হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ২১ আইনের ক্ষমতানুসারে যে কোন সুকৃতি হয় তাহার এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে হওয়া কোন সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞার বিষয়ে এ আইন চলিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

T. H. MADDOCK,

Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ৩০ মার্চ তারিখে এই আইন জারী করিলেন।

বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীসম্বন্ধীয় সদর আদালতে কোম্পানির চিহ্নিত চাকরভিন্ন অন্যেরদিগকে ডেপুটী রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টরের পদে নিযুক্ত করণের ক্ষমতাদেওনের বিষয়ি আইন।

হুকুম হইল যে বাঙ্গলার শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বাহাদুর অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনণ্ট গবর্নর্ বাহাদুর কিম্বা ঐ দেশের লেপ্‌টেনণ্ট গবর্নরী ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব কলিকাতা ও এলাহাবাদের প্রত্যেক সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে ডেপুটী রেজিষ্টরী অথবা আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টরী পদে কোম্পানির চিহ্নিত চাকরভিন্ন অন্য ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে উচিত বোধ করিলে ঐ২ আদালতের রেজিষ্টরেরা এক্ষণে যে২ কর্ম্ম করিতেছেন তাহার কোন কর্ম্ম পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারকদিগকে অর্পণ করিতে ঐ২ সদর আদালতের ক্ষমতা হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ২০ আপ্রিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন।

সালিসী ও ক্ষতিপুরণ এবং লাভালাভসম্বন্ধীয় সাক্ষিরদের বিষয়ি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের চলিত আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ইহার পুর্ব্বে সালিসীসম্বন্ধীয় যে অনিশ্চিততা ও দোষ ছিল তাহার প্রতিকার এবং কোন২ মোকদ্দমায় রীতিপ্রযুক্ত ক্ষতিহওয়া ব্যক্তিরদের যে অপ্রচুর ক্ষতিপুরণ হইত তাহার প্রতিকার এবং যে মোকদ্দমাতে সাক্ষিরদের সাক্ষ্য দিতে হইত সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে তাহারদের লাভালাভ থাকনপ্রযুক্ত তাহারদের আইনানুসারে সাক্ষ্য দেওনের অযোগ্যতাহেতুক যথার্থ বিচারের যে ব্যাঘাত হইত তাহার প্রতিকার হইবার নিমিত্তে চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের ৪২ অধ্যায়ের ৩ এবং ৪ আইনের যে কএক বিধি হইয়াছে তাহা কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যেতে চলন করা উচিত বোধ হইল।

পুর্ব্বে যত সাক্ষী লাভালাভ থাকনের হেতুতে অগ্রাহ্য হইত তদপেক্ষা কম অগ্রাহ্য হয় এনিমিত্তে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতে যদ্যপি কোন সাক্ষির বিষয়ে এই আপত্তি হয় যে যে মোকদ্দমাতে তাহার জোবানবন্দীলওনের প্রস্তাব হয় সেই মোকদ্দমায় জুরির কি আদালতের করা ডিক্রী তাহার আনুকূল্যে বা প্রাতিকূল্যে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে এই নিমিত্তে সে ব্যক্তি সাক্ষ্যদেওনের অযোগ্য তথাপি ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে হইবেক কিন্তু তাহা হইলে যে ব্যক্তির পক্ষে তাহার জোবানবন্দী লওয়া যায় সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই মোকদ্দমায় জুরির বা আদালতের যে ডিক্রী হয় তাহা সাক্ষির আনুকূল্যে বা তাহার সম্বন্ধে দাওয়াকারি কোন ব্যক্তির আনুকূল্যে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক না। এবং যাহার পক্ষে তাহার জোবানবন্দী লওয়া যায় সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জুরির বা আদালতের করা ডিক্রী হইলে তাহা ঐ সাক্ষির বিরুদ্ধে অথবা তাহার সম্বন্ধে দাওয়াকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

আরো হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমায় কোন বিষয়ের বিবেচনা হইলে বা ক্ষতিপুরণের কোন তদারক হইলে ঐ আদা

Digitized by Google

লত ট্রোবর অথবা ট্রেসপাস ডি বোনিস আস্পোর্টাটিস নামক সমস্ত মোকদ্দমায় দ্রব্যের অধিকার বা আক্রমণকরণের সময়ে তাহার যে মূল্য ছিল তাহার অতিরিক্ত সুদের মত ক্ষতিপুরণের হুকুম দিতে পারেন্ এবং এ আইন জারীহওনের পর আমু রেন্সের পলসী অর্থাৎ বিমার স্বীকারপত্র অথবা মোকদ্দমার দ্বারা যে টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হুইতে পারে তাহার অতিরিক্ত সুদের মত ক্ষতিপুরণের হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

এবং হুকুম হইল যে এইক্ষণে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে এবং উত্তর কালে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক তাহাতে আদালতের হুকুমানুসারে অথবা জজ সাহেবের হুকুমক্রমে কি অর্পণকরণের হুকুমেতে অথবা যে অর্পণস্বীকারেতে এইমত বন্দোবস্ত থাকে যে ঐ স্বীকার শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের হুকুমের তুল্য হইবেক ঐ অর্পণের স্বীকারেতে যে সালিস অথবা সালিসের বিষয়ি আমীন নিযুক্ত হয় তাহার ক্ষমতা ও শক্তির অর্পণকরণসম্বন্ধীয় ব্যক্তির দ্বারা অন্যথা হইতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ হুকুম বা বিধান যে আদালতের দ্বারা হইয়া থাকে অথবা স্বীকারপত্রে যে আদালত নির্দ্দিষ্ট থাকে এমত আদালতের অনুমতিতে কিম্বা কোন জজ সাহেবের অনুমতিতে অন্যথা হইতে পারে এবং ঐ সালিস অথবা সালিসবিষয়ক আমীন উক্ত মত ক্ষমতা রদ হইলেও সালিসীর নিষ্পত্তি করিবেক ও নিষ্পত্তিকরণের হুকুম এই আইনক্রমে তাহার প্রতি হইল এবং ঐ ক্ষমতা রদকরণিয়া ব্যক্তি যদ্যপি তাহার পরে সালিসীর সময়ে উপস্থিত না হয় তথাপি সালিস সেই বিষয় রুজু করিয়া দিবেক। এবং ঐ আদালত অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সময়ে২ ঐ সালিসের রুকানামাদেওনের মিয়াদ বৃদ্ধি করেন্ ইতি।

৪ ধারা

আরো হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার হুকুম বা বিধান ক্রমে কিম্বা উক্ত প্রকার বন্দো বস্ত যে সালিসী স্বীকারপত্রে লেখা থাকে এমত স্বীকারপত্রের দ্বারা যখন কোন বিষয় সালিসের প্রতি অর্পণ হয় তখন ঐ হুকুম বা বিধিকারি আদালত অথবা ঐ বন্দোবস্তে নির্দ্দিষ্টথাকা আদালত কি কোন জজ সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে হাজিরকরণের নিমিত্তে হুকুম বা বিধির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হাজির হইয়া জোবানবন্দী দিতে হুকুম করেন্ কি ঐ হুকুম বা বিধির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দলিলদস্তাবেজ দাখিল করি তে হুকুম দেন্। এবং ঐ হুকুম বা বিধি জারীকরণের অতিরিক্ত যদ্যপি যাহার সম্মুখে হাজির হইতে হয় নিদানে এমত সালিসের কোন এক জনের অথবা সালিসী আমীনের দস্তখৎকরা তৎক্রমে হাজিরহওনের সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্টকারি হুকুমনামা পূর্ব্বোক্ত হুকুম বা বিধান জারীকরণের সঙ্গে বা পরে জারী হয় তবে সেই হুকুম বা বিধির অন্যথা করিলে আদালতের অবজ্ঞাকরণের ন্যায় গণ্য হইবেক। কিন্তু যেং

Digitized by Google

ব্যক্তির প্রতি এইরূপে হাজিরহওনের হুকুম হয় তাহারা অন্য কোন মোকদ্দমায় হাজির হইলে যেমত হইত সেইমত তাহারা রাহাখরচ ও নিজব্যয় এবং ক্ষতি পুরণের ব্যয় পাইবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু ঐপ্রকার বিধি বা হুকুমের নিমিত্তে যখন কোন জজ সাহেবের নিকটে বা আদালতে দরখাস্ত করা যায় তখন সেই সময়ে যেখানে সাক্ষী বাস করে তাহা দরখাস্তে লিখিতে হইবেক অথবা ঐ আদালত বা জজ সাহেবকে হৃদোধরূপে জানাইতে হইবেক যে ঐ ব্যক্তিকে নিতান্ত পাওয়া যায় না এবং আরো হুকুম হইল যে ঐ ব্যক্তিকে মোকদ্দমার সময়ে যে কাগজপত্র বা দলিলদস্তাবেজ দাখিল করিতে হয় তাহাব্যতিরিক্ত হুকুম বা বিধিক্রমে অন্য কোন কাগজপত্র বা দলিল দস্তাবেজ দাখিল করিতে হুকুম দেওয়া যাইবেক না এবং সেই ব্যক্তিকে একাদিক্রমে দুই দিনের অধিক হাজির করাইতে হইবেক না ঐ দিন সেই হুকুমনামাতে নিরূপিত থাকিবেক ইতি।

৫ ধারা।

আরো হুকুম হইল যে যখন সালিসহওনের বিষয়ি কোন হুকুম বা বিধিতে সালিসের বিষয়ি স্বীকারপত্রেতে এমত স্বীকার অথবা হুকুম হয় যে সালিসসম্বন্ধীয় সাক্ষিরা শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবেক তখন ঐ সালিস বা সালিসী আমীন বা তাহার কোন এক জন সালিসের ক্ষমতা হইল যে ঐ সাক্ষিরদিগকে তাহারা শপথ করায় অথবা আইনমতে যেখানে শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃত লওনের হুকুম আছে সেখানে সুকৃতপত্র লেখাইয়া লয় এবং এই আইনের দ্বারা তাহার বা তাহারদের প্রতি এই মত করণের হুকুম হইল। এবং যদ্যপি শপথ বা সুকৃতকারিব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক এবং দুষ্টতাকরিয়া মিথ্যাসাক্ষ দেয় তবে ঐ ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধে অপরাধী জ্ঞান হইয়া তদনুসারে তাহার নামে নালিশ ও তাহার শাস্তি হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি তাহা কলিকাতায় চলন হইবেক এবং জারীহওনের ৩০ ত্রিশ দিনের পরে তাহা মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে চলন হইবেক এবং জারীহওনের ৬০ ষাটি দিনের পরে তাহা পিনাঙ্গইত্যাদির বসতিতে চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ২০ আপ্রিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন।

যাত্রির কোন২ কর রহিতকরণের এবং শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের কর্ত্তৃত্বের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক প্রয়াগ ও গয়া ও শ্রীজগন্নাথে গমনকারি যাত্রিরদের স্থানে কর বা রসুম লওয়া রহিতকরণ এবং শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব কেবল কোন উচিত হিন্দু তত্ত্বাবধারকের জিম্মায় রাখণ এবং ক্ষতিহওয়া কোন ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে কোন অত্যাচার বা অন্যায়ের প্রতিকারের নিমিত্তে স্থাপিত আদালতে ঐ তত্ত্বাবধারককে সম্পূর্ণরূপে দায়িকরা উচিত বোধ হইল।

এ নিমিত্তে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩১ ধারার যে ভাগে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রিরদের স্থানে পূর্ব্ববৎ কর আদায়করণ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা রহিত হইল।

এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৭ আইনের ৪ ধারার যে ভাগে গয়া ও অন্য২ তীর্থে যাত্রিরদের স্থানে পূর্ব্ববৎ কর আদায়করণ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা এবং

১৮০৬ সালের ৪ আইন।
১৮০৬ সালের ৫ অইন।
১৮০৮ সালের ৬ আইনের ৯ ধারা।
১৮০৯ সালের ৪ আইন।
১৮১০ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা।
১৮১০ সালের ১১ আইন।
এবং ১৮১০ সালের ১৮ আইন

রদ হইল।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম এবং

Digitized by Google

তাহার আন্তরিক নিয়ম এবং তাহার কার্য্যের পারিপাট্য ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মন্দিরের নিযুক্ত সেবাতি ও পরিচারক ও ভৃত্যের উপর কর্ত্তৃত্বের ভার খোর্দ্দার রাজা যিনি হন্ তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ অর্পিত থাকিবেক। কিন্তু ঐ রাজা এবং উক্ত মন্দিরের সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা মন্দিরের লিখিত বিধান ও অনুষ্ঠানানুসারে অথবা প্রাচীন ও স্থাপিত ব্যবহারানুসারে যেপর্য্যন্ত ঐ বিধান ব্যবহারইত্যাদি এই আইনের হুকুমের সহিত সঙ্গত হয় সেইপর্য্যন্ত তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত মন্দিরে ধর্ম্মাচরণের নিমিত্তে যে গমন করে এমত কোন ব্যক্তি সেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দান করে তদ্ব্যতিরেকে তাহার স্থানে ঐ খোর্দ্দার রাজা স্বয়ং কিছু লইবেন না অথবা উক্ত মন্দিরসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে কিছু লইতে দিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ঐ রাজা এবং উক্ত মন্দিরসম্পর্কীয় সমস্ত সেবাতি ও পরিচারক ও ভৃত্য যদ্যপি স্বং কার্য্য নির্ব্বাহকরণের সময়ে কোন বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম্ম করে অথবা আপনারদের পদোপলক্ষে কোন অপকর্ম্ম করে বা এই আইনেরদ্বারা হুকুম হইয়াছে এই ছল করিয়া যাত্রিরদের অথবা অন্য কাহারু স্থানে বলপূর্ব্বক কিছু লয় অথবা বেআইনীরূপে কিছু অত্যাচার করে তবে অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ রাজা প্রভৃতির নামে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে নালিশ বা মোকদ্দমা করিতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতব্য আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ৩ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যেং কয়েদী ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দ্বীপান্তর স্থানে প্রেরিত হয় তাহারদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক যেং কয়েদী ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দ্বীপান্তর স্থানে প্রেরিত হয় তাহারদের আইনসিদ্ধমতে রক্ষণাবেক্ষণ হওনের বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে এবং ঐ কয়েদীরদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে যে বিধানানুসারে কার্য্য হইয়া আসিতেছে তাহা মতান্তরকরা উচিত বোধ হইল।

একারণ এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে অপরাধী দ্বীপান্তর যে স্থানে প্রেরণ হইবেক তথায় তাহাকে লইবার নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিবেন তাঁহার বা তাঁহারদের হস্তে ঐ অপরাধি ব্যক্তি অর্পিত হইলে তাহার দ্বীপান্তর থাকনের সমস্ত মিয়াদ পর্য্যন্ত তাহাকে খাটাইবার অধিকার ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদেরি থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি কোন স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব অথবা ঐ স্থানের এক বা ততোধিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্টকে এই নিমিত্তে নিযুক্ত করিতে পারেন্ যে দ্বীপান্তরে প্রেরণের শাস্তিপাওয়া কয়েদীরা তাঁহাদের হাতে সোপর্দ্দ হইবেক এবং ঐ কয়েদীরদের খাটাওনের অধিকার পূর্ব্বোক্ত মতে তাঁহারদের থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে ঐমত কোন গবর্নর্ বা কার্য্যকারক বা সুপরিন্টেণ্ডেণ্টকে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ হুকুম রীতিমতে জারী করিতে এই ধারাক্রমে হুকুম

Digitized by Google

হইতেছে। আরো ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে কয়েদীরদের সম্প্রদায়করণ এবং তাহারদের কয়েদকরণ ও তাহারদের সহিত ব্যবহারকরণ ও শাসনকরণ বিষয়ের এবং তাহারা কুব্যবহার এবং বিরুদ্ধাচরণ করিলে এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাহারদের খাটাইবার অধিকার যে ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের থাকে তাহারদের চাকরীতে থাকনসময়ে ত্রুটি বা আজ্ঞা লঙ্ঘনের কার্য্য করিলে আবশ্যকমতে তাহারদের লঘু শাস্তি দেওন বিষয়ের নিয়ম করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ইহার পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দ্বীপান্তর কোন স্থানে প্রেরণ হইয়া দ্বীপান্তর থাকনের মিয়াদ অতীত হয় নাহি তাহারা এই আইনের লিখিত সমস্ত বিধির অধীন থাকিবেক এবং ইহার পূর্ব্বে দ্বীপান্তর প্রেরণহওয়া অপরাধিরদের বিষয়ে এই আইনের বিধানানুসারে অথবা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা কিম্বা অনুমতিক্রমে যাহা করা গিয়াথাকে তাহার বিষয়ে কোন আদালতে কোন নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতব্য আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে যে আপীল দাখিল হয় তাহার কার্য্য শুধরণের আইন।

ইহারদ্বারা হুকুম হইতেছে যে মান্যা স্ত্রীরদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণে যে বিধি আছে তাহা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর সদর দেওয়ানী আদালতে পাপর অর্থাৎ যোত্র হীনরূপে যে ব্যক্তি আপীলকরণের ইচ্ছা করে ঐ আদালতের বিবেচনানুসারে তাহার উপর খাটিতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২১ ধারানুসারে ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া জমীদারীর নীলামের খরীদারের দায়ের বিষয়ি বিধান নির্দ্দিষ্ট করণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক মালগুজারীর বাকী আদায় করিবার নিমিত্তে নীলাম হইলে প্রথম নীলামঅপেক্ষা দ্বিতীয় নীলামের ডাক যত কম হয় তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে প্রথম নীলামের খরীদারের উপর বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২১ ধারানুসারে যে দায় নির্দ্দিষ্ট আছে সেই দায় ১৮৩০ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে কি না এবিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে

এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ঐ ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২১ ধারানুসারে পূর্ব্বোক্ত যে দায় নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইয়াছিল তাহা উক্ত ১৮৩০ সালের ৭ আইনের ৭ ধারাক্রমে কোন প্রকারে মতান্তর কি রদ হয় নাহি এবং শেষোক্ত আইন জারী না হইলে যেমত হইত সেইমত ঐ দায় বলবৎ ও প্রবল থাকিবেক ইতি

সমাপ্তঃ।

এক জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিতব্য আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনঘটিত যেং মোকদ্দমা ১৮৪০ সালের ৪ আইন জারীহওনের তারিখের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া ঐ আইন জারীহওনের সময়ে মুলতবী ছিল সেইং মোকদ্দমার বিষয়ি আইন।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ৪ আইন জারীহওনের সময়ে ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনঘটিত যেং মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত বা আপীল হইয়া মুলতবী ছিল সেইং মোকদ্দমার বিচার করণবিষয়ে ঐ ১৮৪০ সালের ৪ আইন অর্শিবেক না এবং ১৮৪০ সালের ৪ আইন জারী না হইলে যেমত হইত সেইমত ঐ প্রকার সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ২৩ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিতব্য আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ শহরের মধ্যে এবং বোম্বাই ও কোলাবা উপদ্বীপে যেং ভিক্ষুক অপকারক এবং ঘৃণাজনক দর্শন ও কার্য্যের দ্বারা দৌরাত্ম্য করিয়া ভিক্ষা লয় তাহারদের দণ্ডকরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ শহরের মধ্যে এবং বোম্বাই ও কোলাবা উপ দ্বীপে যে ভিক্ষুকেরা অপকারক ও ঘৃণাজনক দর্শন ও কার্য্যের দ্বারা দৌরাত্ম্য করিয়া ভিক্ষা লইবার উদ্যোগ করে তাহারদের দ্বারা অনেক অনিষ্ট হইতেছে।

অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কলিকাতা অথবা মান্দ্রাজ শহরের মধ্যে কিম্বা বোম্বাই ও কোলাবা উপদ্বীপে যে ব্যক্তিরা কোন শারীরিক রোগ বা বৈলক্ষণ্য দর্শাওনের দ্বারা অথবা কোন অপকারক বা লজ্জাকর কার্য্যের দ্বারা অথবা আপনার দের শরীরের উপর আঘাতকরণের দ্বারা কি আঘাতকরণের ভয় দেখাওনের দ্বারা দৌরাত্ম্য করিয়া ভিক্ষা লইতে চেষ্টা করে তাহারদের অপরাধ কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে তাহারা কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহাব্যতিরিক্ত এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ দ্বিতীয়বার করণের দোষী যাহারা হয় তাহারদের দোষ জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে প্রমাণ হইলে প্রথম অপরাধে যে মিয়াদ হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণের অনধিক মিয়াদে তাহারা কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং তাহার পরে যতবার ঐ অপরাধ প্রমাণ হয় ততবার সেই মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অপরাধে যে ব্যক্তিরা দোষী হয় তাহারদিগকে কোন আমলা গ্রেফ্তার করিতে উদ্যোগ করিলে যদি তাহারা বলপূর্ব্বক নিবারণ করে তবে তাহারদের ঐ অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে

Digitized by Google

প্রমাণ হইলে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহাব্যতিরিক্ত তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে গেজেটে প্রকাশিত এত্তেলার দ্বারা এই আইনের নির্দ্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন শহরে কিম্বা জিলায় এই আইনের বিধি চলন করিতে পারেন্।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাতক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ৩০ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিতব্য আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মফঃসলের কার্য্যকারকেরদের করা হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে জারীকরণের নিমিত্তে আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে বাসকারি ব্যক্তির দিগকে মফঃসলের কার্য্যকারকেরদের সম্মুখে সাক্ষিস্বরূপ হাজির করাইতে দুঃসাধ্য হওয়াতে এবং ঐ এলাকার মধ্যে থাকা ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপর ঐ কার্য্যকারকের দের হুকুম জারী হইতে না পারাতে যথার্থ বিচারের ব্যাঘাতপ্রযুক্ত অতিশয় অনিষ্ট হইতেছে এবং ঐ এলাকার মধ্যে বাসকারি ব্যক্তিরা মফঃসল আদালতের যে মোকদ্দমাতে আসামী কি ফরিয়াদী হয় সেই মোকদ্দমাতেও তাহারদের অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে।

একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের সুপ্রিম কোর্টের এলাকার সীমার বাহির দেশের কোন আদালত বা জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রেরণকরা রিট বা ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা কি অন্য হুকুম নীচের লিখিতব্য রীতিমতে ঐ সীমার মধ্যে জারী হইতে পারে অর্থাৎ ঐ রিট বা ওয়ারণ্ট অথবা অন্য হুকুম যে আদালত অথবা জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা সহী অথবা প্রেরণ করেন্ তাঁহার দস্তখতের দ্বারা সিদ্ধ হইলে ইঙ্গরেজী ভাষার তরজমাসমেত তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের কোন জজ সাহেবকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি তাহার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিয়া ঐ রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমের প্রকার বুঝিয়া তাহা সরিফ সাহেব অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের দ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার মধ্যে জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ রূপ পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়া প্রত্যেক রিট কি ওয়ারণ্ট বা অন্য হুকুম পূর্ব্বোক্তমতে কোন সরিফ সাহেবকে দেওয়াগেলে ঐ সরিফ সাহেব তাহা পাওনের তারিখ তাহাতে টুকিয়া রাখিবেন। এবং তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহির হইলে এবং টুকিয়া রাখা তারিখে তাঁহার

Digitized by Google

হস্তে পঁহুছিলে তিনি যেমত জারী করিতেন সেইমত ঐ রিট কি ওয়ারণ্ট অথবা অন্য হুকুম জারী করিবেন। এবং ঐ সরিফ সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহিরহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম এবং এই আইনক্রমের কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম জারীকরণবিষয়ে এমত কোন ইতরবিশেষ করিবেন না যে একটা প্রথম অপর একটা পরে জারী করেন। কিন্তু প্রত্যেক রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম প্রথমতঃ সুপ্রিম কোর্টের হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে পৃষ্ঠে জজ সাহেব কর্ত্তৃক দস্তখৎকরা হউক তাহা পরস্পর জারীকরণের রীতি এবং ক্রমের বিষয়ে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহিরহওয়া রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমের বিষয়ে যে নিয়ম এক্ষণে নির্দ্ধারিত আছে সেই নিয়ম চলিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে বাহির হওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম জারীকরণের কার্য্যের বিষয়ে যেরূপে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে ঐ সরিফ সাহেবের নামে নালিশ হইতে পারে সেইরূপে এই আইনক্রমে জারীহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম জারীকরণের কার্য্যের বিষয়ে তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারিবেক। এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহিরহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমক্রমে আটক বা ক্রোকহওয়া কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিষয়ে যেমত ব্যবহার হইতেছে এই আইনক্রমে জারীহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমক্রমে আটক বা ক্রোকহওয়া সমস্ত ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিষয়ে সেইমত ব্যবহার হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহির হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে এই আইনক্রমে পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম যে সমস্ত ব্যক্তি না মানে অথবা তাহা জারীকরণের ব্যাঘাত জন্মায় তাহারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে শাস্তির যোগ্য হইবেক। কিন্তু সাক্ষিরদের হাজিরকরাওণের হুকুম হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে বাহিরহওয়া সফীনার খরচা এবং অন্যং বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের জজ সাহেবেরা কার্য্য করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে জারীহওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমক্রমে যদ্যপি কোন জুষ্টিস অফ দি পীস অথবা কোন সরিফ

Digitized by Google

সাহেবের দ্বারা কোন ব্যক্তি গ্রেফ্তার বা আটক হয় তবে ঐ সরিফ সাহেব অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের কর্ত্তব্য যে জজ সাহেব তাহার পৃষ্ঠে ঐমত হুকুম লিখিলে ঐ রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম প্রথমতঃ প্রেরণকারি কার্য্যকারক যে ব্যক্তির উপর জারীকরণের ভার দিয়াছেন অথচ যে ব্যক্তির নাম তাহার পৃষ্ঠে বিশেষরূপে লেখা গিয়াছে তাঁহার হাতে ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে অর্পণ করেন এবং সেই নিমিত্তে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের কোন স্থানে কয়েদী ব্যক্তিকে পাঠান ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমের পৃষ্ঠে দস্তখৎকরণের হুকুম আছে যদ্যপি তাহা বেদাঁড়া বোধ হয় তবে যে জজ সাহেবের প্রতি পৃষ্ঠে দস্তখৎকরণের হুকুম আছে তিনি তাহা প্রেরণকারি কার্য্যকারকের নিকটে শুধরণের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন্ ইতি।

৭ ধারা।

এবং কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার বা আটককরণের নিমিত্তে যে রিট কি ওয়ারণ্ট অথবা অন্য হুকুমের পৃষ্ঠে এই আইনানুসারে দস্তখৎকরণের হুকুম আছে তদ্বিষয়ে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে জজ সাহেবের প্রতি পৃষ্ঠে দস্তখৎকরণের হুকুম আছে তিনি পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা জামিন লইতে হুকুম করিতে পারেন্। ঐ জামিনের টাকা এবং তাহার সংখ্যা পৃষ্ঠে বিশেষরূপে লিখিতে হইবেক। এবং সেইনিমিত্তে জজ সাহেব যে কাগজপত্র আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা তলব করিতে পারেন্ এবং যে বিষয়ের অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা করিতে পারেন্ ইতি।

৮ ধারা।

এবং যেহেতুক মফঃসলের কার্য্যকারকেরা যে অপরাধিদিগকে কঠিন পরিশ্রম বিশিষ্ট বা তাহাব্যতিরিক্ত কয়েদের হুকুম দেন্ সেই অপরাধিদিগকে জেলখানার শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়মের অধীনে রাখা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক তাহা সর্ব্ব গতিকে কেবল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যস্থিত জেলখানায় সুগমে হইতে পারে অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে সরিফ সাহেব এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধকরণের নিমিত্তে মোকদ্দমার প্রকার বুঝিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী জেলখানা ও হরিণবাটী লইয়া ব্যবহার করিতে পারেন্। এবং এই আইনক্রমে যাহারা সেখানে কয়েদ হয় তাহারা সেই জেলখানার শাসনের নিয়মের অধীন থাকিবেক। এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের

Digitized by Google

মধ্যের কোন আদালত বা জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে২ কয়েদের হুকুম দেন্ সেই২ কয়েদের বা তাহার কতক অংশের হুকুম পূর্ব্বোক্ত জেলখানা বা হরিণবাটীতে জারী হইতে পারিবেক কিন্তু কয়েদের পরওয়ানা অথবা কয়েদের আজ্ঞাদেওনের অন্য কোন হুকুমনামার নকলের পৃষ্ঠে পূর্ব্বোক্তমতে জজ সাহেবের দস্তখৎ করিতে হইবেক এবং কয়েদের উপযুক্ত হুকুম পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২৪ চতুর্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতব্য আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা শহরের মধ্যে নগরীয় কার্য্যের নিমিত্ত টাক্স অর্থাৎ করের বিষয়ি আইন সংশোধনের বিষয়।

১ ধারা।

যেহেতুক কলিকাতা শহরের মধ্যে বাটী ও এমারৎ এবং ভূমির উপর নিরূপিত কর যে কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবেক তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্টকরা এবং ঐ করের অভিপ্রায় সিদ্ধকরণের নিমিত্তে যত টাকার আবশ্যক তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সমস্ত বাটী এবং এমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্য অর্থাৎ ভাড়ার উপর শতকরা ৫ টাকার হিসাবে করলওনের যে ব্যবহার এই পর্য্যন্ত চলিত আছে তাহা এই নিমিত্তে রহিতকরা উচিত বোধ হইল যে ঐ কর যে২ কার্য্যে ব্যয় হইয়া আসিতেছে সেই২ কার্য্যের নিমিত্তে ঐ শতকরার কর প্রচুর নহে এবং যেহেতুক উত্তরকালে ঐ কর যে কার্য্যেতে ব্যয় হইবেক সেই কার্য্য উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে এবং বাজে খরচ সকল এবং দৈবায়ত্ত করের কমী বা নোকসান হইলে তাহা পোষাইবার নিমিত্তে যে টাকার আবশ্যক হয় কেবল তাহার হিসাব করিয়া সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য অর্থাৎ ভাড়ার উপর তিন২ মাসীয় করের হার নিরূপণকরা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক নগরীয় কার্য্যের নিমিত্তে শহরের নানা পল্লীতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহার সরবরাহকরণের ভার করদায়ি ব্যক্তিরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে এবং তন্নিমিত্তে উপযুক্ত নিয়ম করণে স্বীকৃত হইলে ঐ টাকা উসুল ও সরবরাহ করণের ভার নানা পল্লীর মধ্যে করদায়ি ব্যক্তির প্রতি অর্পণকরা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক তৃতীয় জর্জের ৫২ অধ্যায়ের ৩৩ আইনের যে২ বিধান এই আইনের বিরুদ্ধ নহে সেই সমস্ত বিধান বলবৎ রাখিয়া কলিকাতা শহরের কর নিরূপণকরণের বিষয়ে ঐ ৩৩ আইনের বিধি ঐ কর পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে উসুলকরণের নিমিত্তে মতান্তরকরা উচিত বোধ হইল।

অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে তৃতীয় জর্জের ৫২ অধ্যায়ের ৩৩ আইনের দ্বারা কলিকাতা শহরের নিমিত্তে যে করলওনের হুকুম আছে তাহা কেবল নীচের লিখিতব্য কার্য্যে অর্থাৎ উক্ত শহরের রাস্তা ও গলিতে আলোদেওন ও তাহাতে জল দেওন এবং ঐ রাস্তা ও গলি এবং নরদমা পরিষ্কারকরণ ও মেরামৎকরণ ইতি।

Digitized by Google

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের ক্ষমতানুসারে যে কর ও টাক্স লওয়া যায় তাহা শেষোক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য উপযুক্তমতে নির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে এবং বাজেখরচের নিমিত্তে ও যে কোন প্রকার করের কমী বা নোকসান হয় তাহা পোষাইবার নিমিত্তে প্রচুর হইবেক। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অনুমতিবিনা সম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকার অধিক কোন কর বসান যাইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

করদায়ি ব্যক্তিরা আপনং পল্লীর মধ্যে ঐ করের কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণ ও তাহা উসুলকরণ এবং সরবরাহকরণে প্রবৃত্ত হন্ এই নিমিত্তে আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নীচের লিখিতব্য পল্লীতে অথবা অন্য যে কোন পল্লীতে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব সময়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহাতে কর নিরূপণ ও তাহা উসুলকরণ ও সরবরাহকরণের ভার যতকাল কলিকাতাস্থ জুষ্টিস সাহেবেরদের অধীনে থাকে ততকাল তাঁহারা আপনারদের তিনমাসীয় সেশনে শহরের ঐ পল্লীতে তাহার পূর্ব্বে তিনং মাসে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে ও তাহা উসুল করণে যত খরচ লাগিয়াছে ও যত টাকা কমী পড়িয়াছে তাহার বিবরণ তিনং মাসানন্তর প্রকাশ করিবেন। সেই পল্লী এইং। প্রথম অর্থাৎ উপরের উত্তর পল্লী তাহা এইরূপে সীমাবদ্ধ।

উত্তর। মহারাষ্ট্রীয় নরদমা।

দক্ষিণ। মাছুআ বাজারের রাস্তা ও মীরবহরের ঘাটপর্য্যন্ত কটেন ষ্ট্রিট।

পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।

পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।

দ্বিতীয় অর্থাৎ নিম্নস্থ উত্তর পল্লী তাহা এইরূপে সীমাবদ্ধ।

উত্তর। মাছুআ বাজারের রাস্তা ও মীরবহরের ঘাটপর্য্যন্ত কটেন ষ্ট্রিট।

দক্ষিণ। বৈঠকখানা ও বহুবাজারের রাস্তা ও পোলীস ঘাটপর্য্যন্ত হের ষ্ট্রিট।

পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।

পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।

তৃতীয় অর্থাৎ উপরের দক্ষিণ পল্লী তাহা এইরূপে সীমাবদ্ধ।

উত্তর। বৈঠকখানা ও বহুবাজারের রাস্তা ও পোলীস ঘাটপর্য্যন্ত হের ষ্ট্রিট।

দক্ষিণ। ধর্ম্মতলার রাস্তা ও চাঁদ পালের ঘাটপর্য্যন্ত এস্‌প্লানেড রো।

পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।

পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।

চতুর্থ অর্থাৎ নিম্নের দক্ষিণ পল্লী তাহা এইরূপে সীমাবদ্ধ।

Digitized by Google

উত্তর। ধর্ম্মতলার রাস্তা ও চাঁদ পালের ঘাটপর্য্যন্ত এস্‌পলানেড রো।

দক্ষিণ। খিদিরপুরের পুলপর্য্যন্ত বাহির রাস্তা এবং গঙ্গাপর্য্যন্ত টালীর নালা তাহার অন্তর্গত কিল্লা ও কুলীবাজার থাকিবেক।

পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।

পশ্চিম। গঙ্গা নদী।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ পল্লীর মধ্যে কোন এক পল্লীর করদারি ব্যক্তির সংখ্যা দৃষ্টে ও করের মোট দৃষ্টে তিন অংশের দুই অংশ ব্যক্তি ঐ পল্লীর কর নিরূপণ ও উসুল ও সরবরাহকরণের ভার অথবা উক্ত কোন এক কর্ম্মের ভার আপনারদের উপর লওনের বিষয়ে যদি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করেন্ তবে ঐ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে তাহার বিষয়ের হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু উক্ত যেং কার্য্যের ভার এক্ষণকার কার্য্যকারকেরদের হস্ত হইতে ঐ করদারি ব্যক্তিরা লইতে চেষ্টা করেন্ সেই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও উপযুক্তমতে নির্ব্বাহকরণের এক মুসাবিদা তাঁহারদের অধিকাংশ ব্যক্তির দাখিল করিতে হইবেক এবং তাহাতে ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সম্পূর্ণ সম্মতি লইতে হইবেক। এবং এমত কোন নিয়ম হইলে কোন বিশেষ পল্লীতে যত খরচ হইতেছে কেবল তত টাকা সেই বিশেষ পল্লীর মধ্যে আদায় করিতে হইবেক এমত বোধ করা যাইবেক না কিন্তু বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব স্থানবিশেষের নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া যত কর লইতে হইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কর পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রূপে নিরূপণ ও উসুলকরণের নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যেমত উচিত বোধ করেন্ সেইমতে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে কর নিরূপণের কার্য্যে এবং এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে কর উসুলকরণ কার্য্যে এবং কর নিরূপণ ও উসুলকরণের পদ এক জনকে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং যে ব্যক্তিরা কর নিরূপণ ও উসুল ও সরবরাহ করণের কার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহারদের নিমিত্তে এই আইনের কার্য্য উচিতমত নির্ব্বাহকরণের বিষয়ের বিধি নিরূপণ করিতে ও তাঁহারদের স্থানে জামিন লইতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কোন কর নিরূপণ করণ

Digitized by Google

সময়ে অথবা জিনিস ক্রোককরণের ওয়ারণ্ট বাহির হওনসময়ে বাটী কি এমারৎ কিম্বা ভূমির মালিক বা বাসকারি ব্যক্তির নাম বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক থাকিবেক না কিন্তু যে প্রত্যেক সম্পত্তির উপর কর বসান যায় তাহা যদি চিনা যাইতে পারে তবে তাহাতেই হইবেক। এবং কোন রাস্তার মধ্যে যদি বাটীর উপর নম্বর থাকে তবে রাস্তার নাম ও বাটীর নম্বর বিশেষরূপে লেখা থাকিলে হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন সম্পত্তির কর নিরূপণ হইলে যদি তাহার মালিক ঐ কর দেওনে ত্রুটি করে তবে (পশ্চাৎ লিখিতব্য স্থানে লুকান জিনিস ব্যতিরেকে) তাহার সমস্ত জিনিস ও দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারে এবং। কর নিরূপণ হওয়া বাটীর মধ্যে যে সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা ক্রোককরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক বৎসরের করের বাকীর নিমিত্তে ক্রোক হইতে পারে। এবং যদি এই গতিকে কোন ভাড়াটিয়া বা রাইয়তের সম্পত্তি ক্রোক হয় তবে তিনি ঐ করের টাকা তাঁহার তৎপরে দেয় ভাড়াহইতে বাদ দিতে পারেন্ ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে সম্পত্তি ক্রোকহওনের যোগ্য তাহা যখন কোন লোকের অন্তঃপুরের মধ্যে লুক্কাইত আছে এমত সন্দেহ হয় তখন ওয়ারণ্টজারীকরণের ভার যে কার্য্যকারকের প্রতি হইল তিনি ওয়ারণ্ট দেও নিয়া জুষ্টিস সাহেবের নিকটে বিশেষ এক রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ জুষ্টিস তাহা পা ইলে এই প্রকার গতিকে সম্পত্তি ক্রোককরণের নিমিত্তে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে যে বিধানুসারে কার্য্য হয় সেই বিধির অনুসারে সাধ্যমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাতক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতব্য আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর মধ্যে আবকারী মহালের উৎপন্ন রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষাকরণবিষয়ক আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক এক্ষণকার কর্ত্তৃত্বের নিয়মের দ্বারা আবকারীর উৎপন্ন রাজস্বের যেরূপ রক্ষা হইতেছে তদপেক্ষা উত্তমরূপে তাহা রক্ষাকরণের নিয়ম করণের অভিপ্রায়ে কোন২ জিলার অধ্যক্ষতা কর্ম্ম পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম ও অধীনতায় এক জন বিশেষ কমিস্যনর সাহেবের হস্তে অর্পণ করা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক এইরূপ কর্ত্তৃত্বের নিয়ম বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশে বিস্তার ও উত্তম করণের নিমিত্তে আইনের দ্বারা হুকুম দেওনের আবশ্যক বোধ হইল।

অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের দ্বারা অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ কিম্বা লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের দ্বারা আবকারীর উৎপন্ন রাজস্বের কর্ত্তৃত্বকরণের নিমিত্তে এক বা ততোধিক কমিস্যনর নিযুক্ত হন্ তখন যে জিলা সময়ে২ ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ও নির্দ্দিষ্ট হয় সেই জিলার মধ্যে আবকারী মহালের রাজস্বের সকল ব্যাপারের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আইন ও আক্টের দ্বারা ভূমির রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের যে পরাক্রম ও ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব অর্পিত আছে সেই পরাক্রম ও ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বানুসারে ঐ কমিস্যনর বা কমিস্যনরেরা কার্য্য করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরকে বা কমিস্যনরদিগকে যে জিলা ধার্য্য করিয়া দেওয়া যায় সেই জিলার মধ্যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ৩১ ধারার বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত প্রকার ব্যক্তি ব্যতিরেকে কোন উপযুক্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ঐ আবকারীর উৎপন্ন রাজস্বের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কার্য্য অর্পণ করিতে পারেন্ এবং ঐ কমিস্যনর সাহেব যে সীমানা উচিত

Digitized by Google

বোধ করেন্ সেই সীমানার মধ্যে ঐ কমিস্যনর সাহেবের হুকুমের অধীনে আবকারীর উৎপন্ন রাজস্ব ঐ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের জিম্মায় রাখিতে পারেন্ এবং ঐ রাজস্বের কর্ত্তৃত্ব তাঁহারদিগকে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং যে ব্যক্তিরা এইরূপে নিযুক্ত হন্ এই রাজস্বের বিষয়ে কালেকটর সাহেবেরদের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা তাঁহারদের হইথেক কেবল আবকারীবিষয়ক আইন উল্লঙ্ঘনের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ না ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত ধারানুসারে যে ব্যক্তিকে আবকারীর উৎপন্ন রাজস্বের ভার ও কর্ত্তৃত্ব দেওয়া যায় তাঁহার অধীন এক বা ততোধিক জিলার আবকারীর রাজস্বের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের পদের যে ক্ষমতা হয় তাহার অতিরিক্ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব তাঁহাকে আবকারী বিষয়ক আইন উল্লঙ্ঘনকরণের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন্। কিন্তু ঐ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণের এইমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি এই আইনের ১৭ ধারানুসারে দ্বিতীয়বার অপরাধ করে এইমত ব্যক্তিব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির ২০০ টাকার অধিক জরীমানার হুকুম দিবেন না সেই জরীমানার পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ড যদি হইতে পারে বা না পারে তবু ততোধিক জরীমানা করিবেন না অথবা তিন মাসের অধিক মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আবকারীবিষয়ক আইন উল্লঙ্ঘনের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে যে কার্য্যকারক ক্ষমতাপন্ন হন্ বা বিশেষরূপে নিযুক্ত হন্ তিনি এক পরওয়ানাতে কোন অপরাধির দোষ সাব্যস্ত হওনের বিবরণ এবং যে অপরাধ প্রমাণ হইল এবং যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিলে সেই পরওয়ানা তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট জরীমানা উসুল করণের ও তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার মধ্যে হুকুমহওয়া জিলার দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করণের ক্ষমতাস্বরূপ হইল। কিন্তু ঐ অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিরা কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল করিলে অথবা তিনি আপনি চাহিলে ঐ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র তলব করিতে এবং মোকদ্দমার যমস্ত বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করিতে পারেন্ এবং তাহার বিষয়ের করা হুকুম মতান্তর বা অন্যথা করিতে পারেন্। এবং পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের অথবা তাহারদের তুল্য ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন বোর্ডের সাহেবেরদের সেইরূপ শক্তি থাকিলে এবং যখন তাহারা উচিত বোধ করেন্ তখন সেই শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিতে পারেন্ ইতি।

Digitized by Google

৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পেয়াদার জমাদারের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ আবকারী মহালে নিযুক্ত যে কোন কার্য্যকারক এমত সংবাদ পান্ যে কোন ব্যক্তি অনুমতিভিন্ন গাঁজাধরা শরাব বা শরাব প্রস্তুত করিতেছে কিম্বা অন্য কোন মাদক সামগ্রী তৈয়ার করিতেছে অথবা কোন ব্যক্তির বাটীর মধ্যে এত গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী আছে যে ঐপ্রকার সামগ্রীর গোপনে এবং অনুমতি বিনা ব্যবসায় করণের সন্দেহ সেই ব্যক্তির উপর হইতে পারে তখন ঐ কার্য্যকারক ঐ গোয়েন্দার জোবানবন্দী লিখিয়া লইবেন এবং সেইরূপ লিখিয়া লইতে তাঁহাকে এই ধারাক্রমে ক্ষমতা এবং হুকুম দেওয়া গেল। এবং এইরূপে যে সংবাদ দেওয়া যায় তাহা যদি এইমত বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় যে তাহাতে নীচের লিখিতব্য কার্য্যকরা উচিত বোধ হয় তবে গোয়েন্দা আপনার জোবানবন্দীর নির্দ্দিষ্ট বিনানুমতির দ্রব্য যে বাটীর মধ্যে থাকন বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিল সেই বাটীর মধ্যে ঐ কার্য্যকারক প্রবেস করিতে এবং তালাশী লইতে পারেন্ এবং শরাব ও অন্য কোন মাদক সামগ্রী প্রস্তুত করণের সকল বিনানুমতির ভাটী ও সরঞ্জাম এবং সকল গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কিম্বা অন্য কোন মাদক সামগ্রী ধরিতে পারেন্ এবং ঐ বাটীর মালিক বা নিবাসি ব্যক্তিকে এবং ঐ ব্যাপারের লিপ্ত যত ব্যক্তিকে ঐ বাটীতে পাওয়া যায় তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ১৮২৪ সালের ৭ আইনের ১৮ ধারায় যে বিষয়ের হুকুম হইয়াছে তাহাব্যতিরেকে বিনানুমতির ভাটী বা গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী কি তাহা প্রস্তুতকরণের সরঞ্জাম ধরিতে যে কার্য্যকারককে উপযুক্ত মত ক্ষমতা দেওয়া গেল তিনি আইনমতে কাহাকে গ্রেফ্তার করিতে গেলে যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ধমকাওনের বা বলের দ্বারা নিবারণ করে অথবা অপরাধি ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইলে বেআইনী উপায়েতে তাহাকে খালাসকরায় অথবা উপযুক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারককে পূর্ব্বোক্ত বিনানুমতির কোন দ্রব্যের অনুসন্ধান বা ধরণ সময়ে বাধা জন্মায় অথবা সেই দ্রব্য ধরা গেলে পর তাহা উদ্ধার করে কি যাহার স্থানে ঐ বিনানুমতির দ্রব্য পাওয়া যায় সেই ব্যক্তি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ঐ কার্য্যকারকের আইনসিদ্ধ কোন হুকুম জারীকরণে বিরুদ্ধাচরণ করে তবে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা একেং এবং সকলেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে দোষ সাব্যস্ত হওনের পর ৫০০৲ টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ডের যোগ্য হইবেক এবং যদি জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক কিন্তু তাহার বা তাহারদের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত যদ্যপি কোন দাঙ্গা বা শান্তিভঙ্গ হয় তবে উপযুক্ত আদালতে তাহারদের ঐ দোষ

Digitized by Google

সাব্যস্ত হইলে হুকুমের প্রতিবন্ধকতাকরণবিষয়ে উপরে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার অতিরিক্ত দাঙ্গা ও শান্তিভঙ্গের মোকদ্দমায় সামান্য আইনেতে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার ৬ প্রকরণ মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন বাটীতে বিনানুমতির এক বা ততোধিক ভাটী বা গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী অথবা শরাব এবং মাদক দ্রব্য প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে তৈয়ারী সামগ্রী থাকন বিষয়ে যদ্যপি কোন ব্যক্তি খামখা এবং দ্বেষপূর্ব্বক মিথ্যা সংবাদ দেয় এবং তাহাতে ঐ বাটীর তালাশী করা ইয়া তাহার মালিকের বা অন্য কোন প্রকার ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের ক্ষতি ও বৈরক্তি জন্মায় তবে সেই মিথ্যাবাদি গোয়েন্দা সামান্য আইনানুসারে যে অন্য শাস্তি বা ক্ষতি পূরণের যোগ্য হইত তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা দুই বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ এবং ৫০০) পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানা যোগ্য হই বেক এবং জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে আরো ছয় মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের ৫ ধারানুসারে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত আবকারী মহালের কোন কার্য্যকারক যখন আবকারীর রাজস্ব রক্ষাকরণের আইন উল্লঙ্ঘনের নালিশগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করেন্ অথবা কোন ভাটী কিম্বা গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য মাদক সামগ্রী ধরেন্ অথবা ঐরূপ বিনানুমতির দ্রব্য অনুসন্ধানকরণের নিমিত্তে কোন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন্ তখন ঐ ব্যাপার হওনের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাঁহার অধীনে কার্য্য করেন্ তাঁহার নিকটে ঐ গ্রেফ্তার অথবা ধরণের অথবা অনুসন্ধানের সবিশেষ সম্পূর্ণ সংবাদ দিবেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আবকারী মহালে নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক অথবা বিনানুমতির ভাটী কিম্বা শরাব অথবা অন্য কোন মাদক সামগ্রী অথবা শরাব কিম্বা মাদক সামগ্রী প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে তৈয়ারহওয়া সরঞ্জাম ধরিতে অন্য মহালের যে কার্য্যকারক উপযুক্তমত ক্ষমতাপন্ন আছেন তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করেন্ তখন তাঁহার কর্ত্তব্য যে গ্রেফ্তার হওয়া ব্যক্তিকে যথাসাধ্য শীঘ্র ঐ মহালের যে কার্য্যকারকের ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা আছে তাঁহার নিকটে লইয়া যান্ এবং এইরূপে গ্রেফ্তারহওয়া কোন ব্যক্তি যাবৎ তাহার মোকদ্দমা

Digitized by Google

আইনের নির্দ্ধারিত প্রকারে বিচার না হয় তাবৎ মুক্ত হইবেক না ইতি।

১০ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন কার্য্যকারক কাহাকে গ্রেস্তার করিলে বা ধরিলে কি অনুসন্ধান করিলে পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার সমুদয় বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে ত্রুটি করে অথবা গ্রেস্তারহওয়া ব্যক্তিকে উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকটে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র লইয়া যাইতে বিলম্ব করে অথবা গ্রেস্তারহওয়া ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয় বা তাহার পলায়নের বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকে তবে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সে কর্ম্মহইতে তগীর হওনের ও ২০০) টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের এবং তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক এবং যদি জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে আরো তিন মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক। এবং যে কোন কার্য্যকারক আবকারীর আইন উল্লঙ্ঘনের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আছেন্ তিনি এইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আবকারী মহালে নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক অনুমতিপত্রপাওয়া কোন আবকার যে দোকানে বা বাটীতে গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতেছে সেই দোকান বা বাটীতে কি রাত্রি কি দিন কোন সময়েতে প্রবেশ করিয়া সেইখানে আবকারীর আইনের বিপরীতে অথবা অনুমতিপত্রের নিয়মের বিরুদ্ধে কোন ব্যাপার হইতেছে কি না ইহার তদারক করিতে পারেন্ ইতি।

১২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে যদি আবকারী মহালের কোন কার্য্যকারকের এমত দোষ সাব্যস্ত হয় যে বিনানুমতির ভাটী বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী কিম্বা তাহা প্রস্তুতকরণের সরঞ্জামের বিষয় অনুসন্ধানকরণের বা ধরিবার ছলে কোন ব্যক্তির জিনিসপত্র ক্লেশদায়করূপে এবং অনাবশ্যকে ধরিয়াছে অথবা ক্লেশদায়করূপে এবং অনাবশ্যকে কোন ব্যক্তিকে গ্রেস্তার করিয়াছে অথবা তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহকরণার্থ অনাবশ্যক অন্য কোন অত্যাচার করিয়াছে তবে সেই কার্য্যকারক কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক এবং তাহার অতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ ও ২০০) টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ডের যোগ্য হইবেক এবং যদি জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে আরো ছয় মাস মিয়াদে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

১৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন এই আইনে বা অন্য কোন আইনে "আবকারী মহালে নিযুক্ত কার্য্যকারক" এই কথার ব্যবহার হয় তখন জিলার আবকারী মহালের কর্ত্তৃত্বকারি ব্যক্তির স্থানে যে কার্য্যকারকেরা বেতন পায় অথবা তাঁহারদের দ্বারা যে কার্য্যকারক নিযুক্ত হয় অথবা যে কার্য্যকারককে আবকারীর রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব বিশেষ হুকুম ও নিযুক্ত করণের দ্বারা ঐ রাজস্বসম্পর্কে কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেন্ সেই কার্য্যকারক বুঝায় এইমত অর্থ জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে প্রত্যেক ব্যক্তি গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী প্রস্তুতকরণার্থ পাট্টা অর্থাৎ অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হয় সেই ব্যক্তি ঐ অনুমতিপত্রের নির্দ্দিষ্ট দোকান বা বাটীতে ঐ অনুমতিপত্র রাখিবেক এবং আবকারীর যে কোন কার্য্যকারক ঐ অনুমতিপত্র দেখিতে চাহিলে তাহা তাহাকে দেখাইবেক এবং অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন শরাবইত্যাদি প্রস্তুতকারক অথবা বিক্রয়কর্ত্তা যদ্যপি কোন আবকারীর কার্য্যকারক অনুমতিপত্র চাহিলে দেখাইতে স্বীকার না করে অথবা দেখাইতে না পারে তবে সে ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে ২০০) দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা অথবা তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে আরো তিন মাস মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আফীনভিন্ন গাঁজাধরা শরাব বা শরাব কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী বিনানুমতিরূপে আপনারদের নিকটে রাখণ অথবা প্রস্তুত কিম্বা বিক্রয়করণের অপরাধে যাহারা দোষীকৃত হয় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর তাহারদের স্থানে যত জরীমানা উসুল হয় এবং জব্দহওয়া জিনিসের নীলামে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেক যে কার্য্যকারক বা কার্য্যকারকেরা অপরাধি ব্যক্তিকে গ্রেস্তার করিয়া ছিল অথবা বিনানুমতির দ্রব্য ধরিয়াছিল তাহারদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং অপর অর্দ্ধেক ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার ৮ প্রকরণানুসারে গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক। এবং যদ্যপি কিছু জরিমানা উসুল না হয় তবে কমিস্যনর সাহেব পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের দ্বারা প্রত্যেক গতিকে ২০০) টাকার অনধিক যে উপযুক্ত ইনাম তাঁহার উচিত বোধ হয় তাহা দেওনের পরামর্শ দিতে পারেন্ কিন্তু ঐ মহালের যেং প্রকার কার্য্যকারক ঐ ইনাম পাইবেন এবং যেং প্রকার কার্য্যকারক তাহার কোন অংশের অধিকারী হইবেন

Digitized by Google

না তাহা ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সাধারণ হুকুমের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ ইতি।

১৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি আবকারী মহালের কোন কার্য্যকারক বিনানুমতির গাঁজাধরা শরাব অথবা শরাব প্রস্তুত বা বিক্রয়ের বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকে অথবা যদি অনুমতিপাওয়া প্রস্তুতকারক বা বিক্রয়কর্ত্তা আপনার দের অনুমতিপত্রের নিয়মের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকে তবে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে যে অপরাধি ব্যক্তির ঐ বেআইনী কর্ম্মে কার্য্যকারক জানিয়াশুনিয়া এইরূপ চুপ করিয়া থাকিলে ঐ অপরাধির যে দণ্ড হইত ঐ কার্য্যকারক সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আবকারীর রাজস্ব রক্ষাকরণের আইন উল্লঙ্ঘনের অপরাধ কোন ব্যক্তির সাব্যস্ত হইলে পর যদ্যপি সে দ্বিতীয়বার সেইরূপ অপরাধ করে তবে ঐ অপরাধে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং দ্বিতীয়বারের পর তাহার যতবার সেই অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ড করা যায় তাহার অতিরিক্ত সেইরূপে ছয়২ মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং এই ধারার বিধানানুসারে যে কার্য্যকারক কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন্ তাঁহার পরওয়ানার দ্বারা জজ সাহেব অথবা দেওয়ানী জেলখানার রক্ষক অন্য কোন সাহেব পরওয়ানার লিখিত ব্যক্তিকে ঐ পরওয়ানার নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম করা মিয়াদে ঐ জেলখানায় কয়েদ করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮৪১ সালের ১২ আপ্রিল তারিখে এ আইন জারী করেন্।

সরকারী রাজস্ব উসুলের সুগমকরণার্থ এবং পটীদারী জমীদারীতে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহাতে যেরূপ স্বত্ব অর্পণ হয় তাহা নির্ণয়করণের আইন।

হেতুবাদ।

১ ধারা।

চলিত আইনের দ্বারা সরকারী মালগুজারীর বাকী আদায়করণের নিমিত্তে কেবল বন্দোবস্তকারি লম্বরদারকে কয়েদকরণের ও তাঁহার সম্পত্তি ক্রোককরণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে অথচ তিনি পটীদারেরদের সঙ্গে কেবল নালিশের দ্বারা অথবা ক্রোক করণের দ্বারা ব্যবহার করিতে পারেন্ কিন্তু এই প্রকার অংশাংশির বিশেষ ভাব বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে চলিত বিধি এক দিগে পটীদারেরদের স্বত্ব রক্ষাকরণে অপ্রচুর অপর দিগে সরকারের পাওনা মিয়াদের মধ্যে উসুলকরণার্থ অপ্রচুর। এবং আইনে আরো এই দোষ আছে যে পটীদারী জমীদারীসম্পর্কীয় বাকীদার পটীদারদিগের পটী বিক্রয় বা হস্তান্তরকরণ বিষয়ে উপযুক্তমত স্পষ্টরূপে ক্ষমতা দেওয়া যায় নাহি এবং ঐ প্রকার জমীদারীর নীলামের দ্বারা যে সত্ব অর্পণকরণের অভিপ্রায় আছে তাহাও স্পষ্টরূপে নির্ণয় হয় নাহি ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের মধ্যে পটীদারী জমীদারীর অর্থ এই বোধ করিতে হইবেক যে যে জমীদারীতে দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র অংশ বা পটী আছে অথবা যে জমীদারীর এমত অধিকারী আছেন যে তাহাতে তাঁহারদের স্বতন্ত্র স্বত্ব আছে এবং তাঁহারা একেবারে সরকারে মালগুজারী দাখিল করেন্ অথচ সরকারী মালগুজারীদেওনার্থ সরকারের সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে তাঁহারদের নাম বিশেষং লেখা নাহি। যে ভূম্যধিকারির আপন নামে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাঁহার নাম লম্বরদার এবং যে ভূম্যধিকারির আপনার নামে বন্দোবস্ত হয় নাহি তাঁহার নাম পটীদার ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে যে সমস্ত পটীদারের পাট্টাইত্যাদি ও স্বত্ব ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের দ্বারা মতান্তরহওয়া ১৮২২ সালের ৭ আইনের অনুসারে করা বন্দোবস্তে বিশেষ ধার্য্য হইয়াছে সেই পটীদার একাকী আপনার পটীর ভোগদখল করিলে বা অন্যেরদের সহিত তাহা সাধারণরূপে ভোগদখল করিলে তাঁহারদের প্রতি নীচের লিখিত প্রকার কয়েদইত্যাদি ব্যবহার হইতে পারে।

১। লম্বরদারেরদের বিষয়ি চলিত বিধিতে যেমত হুকুম আছে সেইমতে এবং সেই সীমানুসারে দস্তক পাঠান্।

২। লম্বরদারেরদের প্রতি এক্ষণে যেরূপ ব্যবহারের হুকুম আছে সেইরূপ পটীদারেরদের গ্রেপ্তারকরণ ও আটক করিয়া রাখন ও কয়েদকরণ ও তাঁহারদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ।

৩। বাকী না পড়া অন্য কোন পটীর অংশিরদিগকে বাকী পড়া পটী মৌরুসীরূপে অর্পণকরণ।

৪। বাকীপড়া পটীসম্পর্কে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা রদকরণ এবং বাকী না পড়া অন্য কোন পটীর অংশিরদিগকে অথবা তাহার অসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে পনর বৎসরের অনধিক মিয়াদে পটীর ইজারাদেওন।

৫। বাকীপড়া পটী নীলামের দ্বারা বিক্রয় করণ। তাহা হইলে অবশিষ্ট পটীর যে অংশিরদের স্থানে কিছু মালগুজারী বাকী নাহি তাঁহারা ঐ নীলামে তাকিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন পটী নীলামের দ্বারা বিক্রয় হইলে যদি অসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির নামে লাটের দ্বা পড়ে তবে ঐ অংশির যে কোন পটীদারের কিম্বা অন্য যে কোন অংশিরস্থানে মালগুজারীর কিছু বাকী নাহি তিনি শেষ ডাকের মূল্যে ঐ পটী লইবার দাওয়া করিতে পারেন্ কিন্তু এমত স্থলে কর্ত্তব্য যে অন্যের পূর্ব্বে এইমত ক্রয়করণের দাওয়া নীলামের দিবসে এবং কালেক্টর সাহেব কাছারী হইতে উঠিয়া না যাওনের পূর্ব্বে করেন্ এবং দাওয়াদার নীলামের অন্যং সকল নিয়ম প্রতিপালন করেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্ট অথবা রাজস্বের কর্ত্তৃত্বকারি অন্য কার্য্যকারকেরা যে সীমা ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিতে অথবা আজ্ঞা দিতে উচিত বোধ করেন্ সেই সীমা ও হুকুমানুসারে কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ঐ কার্য্যকারক সাহেব উপরের উক্ত উপায় আমলে আনিবেন ইতি।

Digitized by Google

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয়করণার্থ এত্তেলা দেওনের বিষয়ে ও যে ক্ষমতা পাওনের আবশ্যক এবং যেরূপে নীলাম নির্ব্বাহ হইবেক তাহার বিষয়ে সময়ক্রমে যেং বিধি আইনে নির্দ্দিষ্ট হয় তদনুসারে ঐ পটী নীলাম হইবেক। এবং পটীর নিলাম রীতিমত মঞ্জুর হইলে তাহাতে খরীদারের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবেক কেবল যে রাইয়তেরদের ঐ ভূমিতে মৌরুসীরূপে দখলকরণের স্বত্ব শেষ বন্দোবস্তেতে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং তাহারদের দেয় খাজানার হার ঐ বন্দোবস্তের সময়ে নির্দ্ধারিত হইয়া লিখিয়া রাখা গিয়াছিল সেই রাইয়তেরদের স্বত্বসকল বজায় থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন পটী ইজারা বা কিছু কালের নিমিত্ত অন্যকে অর্পণ হইলে ঐ পটী যাহাকে অর্পিত হয় তিনি যে খাজানা চাহেন্ তাহা তাঁহাকে দিতে এক একরারনামা না লিখিয়া দিলে ঐ পটীর কোন অংশির ঐ অর্পণের মিয়াদের মধ্যে তাহার কোন ভূমিতে কৃষিকগণের অধিকার থাকিবেক না অথবা ঐ পটী সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় হইলে ক্রেতা যে খাজানা চাহেন্ তাহা দিবার একরারনামা না লিখিয়া দিলে ঐ পটীর কোন অংশির নীলামের পর যে বৈশাখ মাস হয় তদবধি তাহার কোন ভূমি খার্য্য বা কৃষি করিবার অধিকার থাকিবেক না। কিন্তু যদ্যপি ঐ খাজানার হার উভয়ের মধ্যে আপোসের দ্বারা নির্দ্ধার্য্য হইতে না পারে তবে কালেক্টর সাহেব কমিস্যনর সাহেব ও সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞাক্রমে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৫ অবধি ১০ ধারাপর্য্যন্তের নির্দ্ধারিত প্রকারে নিকটবর্ত্তি পঞ্চাইতের দ্বারা ঐ হার নির্দ্ধার্য্য করাইতে পারেন্ ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক পটীর যে রাজস্ব দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার বিষয়ে যে রাজস্ব বাকী আছে তাহার বেওরার এক জমা ওয়াসীল বাকী এবং সবিশেষ খতিওনী তহসীলদার প্রস্তুত ও সহী ও মোহর করিলে এবং কানুনগো ও পাটওয়ারীর দ্বারা দস্তখৎ হইলে তাহা ঐ পটীর রাজস্ব বাকী পড়নের সম্পূর্ণ প্রমাণস্বরূপ জ্ঞান করা যাইবেক এবং ঐ কাগজপত্র নিয়ত কালেক্টর সাহেবের রোয়দাদের নথীতে গাঁথা থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে ব্যক্তি পটী খরীদ করেন্ বা

Digitized by Google

যাঁহাকে পটী অর্পণ হয় তাঁহাকে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণের হুকুমকরা রীতিমতে দখল দেওয়াইতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জুমলা জমার নিমিত্তে পটীদার সমূহ এবং সমস্ত জমীদারী দাবীকরিতে এবং গবর্ণমেণ্টের যথার্থ উচিত বোধ হইলে ঐ সমস্ত জমীদারী অন্যকে অর্পণ বা বিক্রয়করণ বিষয়ের চলিত আইন জারী করিতে সরকারের যে অক্ষয় অধিকার আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা লোপ হইবেক না এবং ১৮২২ সালের ১১ আইন মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল যে সেই রূপ হইলে অংশাংশির প্রত্যেক অংশির সমুদয় স্বত্বাধিকার লোপ ও জব্দ হইবেক এবং এই আইনের ৭ ধারার বিধি অংশাংশির প্রত্যেক অংশির বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে জিলার চলিত পাট্টাইত্যাদির বিবেচনা করিয়া এই আইন যে জিলাতে বিস্তারকরা উচিত বোধ করেন্ সেই জিলাতে যদ্যপিও ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে বন্দোবস্ত না হইয়া থাকে তথাপি এই আইনের বিধি বিস্তার করিতে পারেন্ এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুম প্রকাশ হইলে তাহা বিস্তারকরণের প্রচুর ক্ষমতা স্বরূপ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৩১ মে তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের মোকদ্দমার নিয়ম পূর্ব্বাপেক্ষা একি প্রকার করণের এবং কোন২ গতিকে ঐ নিয়ম শুধরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের বিচারের বিষয়ি নিয়ম সকল রাজধানীতে একি প্রকার করণের অভিপ্রায়ে তাহা মতান্তর করা আবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক কোন২ রাজধানীতে ইহার পূর্ব্বে যে নিয়ম চলিত ছিল তাহা সংশোধন করণের আবশ্যক বোধ হইল।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের মোকদ্দমার নিয়ম বিষয়ি সকল আইন ও আইনের ভাগ মতান্তর হইয়া রাজদ্রোহ বা রাজপ্রতিকূলাচরণ বা রাজ্যের বিরুদ্ধ অন্য কোন অপরাধ বিষয়ক নালিশের সামান্য আদালতে বিচার হইতে পারিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রাজদ্রোহ কিম্বা রাজ্যের প্রতিকূলাচরণ অথবা রাজ্যের বিরুদ্ধ কোন অপরাধের বিচারকরণের নিমিত্ত কোন রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট এক বা ততোধিক জজ লইয়া এবং যে পণ্ডিত মৌলবীইত্যাদির আবশ্যক হয় তাঁহারদিগকে লইয়া কিম্বা উচিত বোধ হইলে তাহারদের বিনা এক কমিস্যন নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনানুসারে যে আদালত নিযুক্ত হয় তাহার সম্মুখে আনীত আসামীরদের যেরূপে সামান্য আদালতে বিচার হইত সেইরূপে এই আদালতে তাহারদের বিচার হইবেক এবং সামান্য আদালতের যে ক্ষমতা ও শক্তি আছে সেই সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি এই আদালতের হইবেক কেবল তাঁহারদের

Digitized by Google

ফয়সলা আসামীকে নির্দোষকরণের হউক বা দণ্ডকরণের হউক তাহা প্রত্যেক গতিকে জারীহওনের পূর্ব্বে তাহার রুবকারীসমেত ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের ফৌজদারীবিষয়ক সর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থ আদালতে তাহার রিপোর্ট করিতে হইবেক। এবং যে স্থানে তাঁহারা বৈঠক করিবেন ও যে ব্যক্তিদের বিচার করিবেন তাহার বিষয়ে এবং অন্যং যে সকল বিষয়ে নানা রাজধানীর আইনের মধ্যে কিম্বা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন আইনের মধ্যে কোন হুকুম নাই সেই বিষয়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের স্থানহইতে অথবা রাজধানীর কোম্পানি বাহাদুরের ফৌজদারীবিষয়ক সর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থ আদালতহইতে তাঁহারা যে বিশেষ হুকুম পাইবেন তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে অপরাধিদিগের বিচারকরণার্থে যে আদালত নিযুক্ত হয় তাহার কোন এক জন জজ অথবা পণ্ডিত মৌলবীইত্যাদি মরিলে অথবা পীড়া বা কারণান্তরে অনুপস্থিত হইলে ঐ জজ বা জজ সাহেবেরদের বা মৌলবী ও পণ্ডিতের পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকে নিযুক্ত করা উচিত বোধ হইলে ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট যেপর্য্যন্ত সেইরূপে নিযুক্ত না করেন্ সেইপর্য্যন্ত অবশিষ্ট জজ বা জজ সাহেবেরা অথবা মৌলবী পণ্ডিতইত্যাদি আদালত করিতে এবং মোকদ্দমা কি মোকদ্দমা সকলের বিচার করিতে পারেন্। অথবা যদি কোন নূতন ব্যক্তি নিযুক্ত না হন্ তবে ঐ এক বা ততোধিক জজ অথবা এক বা ততোধিক পণ্ডিত বা মৌলবীর মরণ কি অনুপস্থিতহওয়াতে ঐ আদালতের ক্ষমতা ও কার্য্যের কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর কোম্পানি বাহাদুরের ফৌজদারীবিষয়ক সর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থ আদালত এই আইনক্রমে তাঁহারদিগকে অর্পিত কোন মোকদ্দমা প্রাপ্ত হইলে তাঁহারদিগেরে অর্পিত অন্যং মোকদ্দমার বিষয়ে যে বিধি চলন আছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। কেবল এই বিশেষ হইবেক যে প্রত্যেক গতিকে তাঁহারা আপনারদের ফয়সলার তৎকালীন রাজধানীর রাজকার্য্য নির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের নিকটে রিপোর্ট করিবেন এবং তাঁহারদের ফয়সলা জারীকরণের পূর্ব্বে তিন মাসপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের হুকুমের অপেক্ষা করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত অপরাধের বিষয়ে কোন জিলা বা শহরে কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের নামে নালিশ হইলে তাহার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জিলা বা শহর যে রাজধানীর অন্তঃপাতী তাহার গবর্ণমেণ্টের নিকটে তৎক্ষণাৎ

Digitized by Google

সংবাদ দিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত আসামীরদিগকে ধরিবার নিমিত্ত অথবা তাহারদের বিষয়ে অনুসন্ধানকরণের নিমিত্তে কিম্বা সাধারণ আদালতের কি এই আইনের নির্দ্ধারিত বিশেষ আদালতের সমক্ষে বিচারহওনার্থে সোপর্দ্দ করণবিষয়ে তাঁহারা স্বং গবর্ণমেণ্টের স্থানে যে হুকুম প্রাপ্ত হন্ তাহাতে অগৌণে অতিসাবধানরূপে মনোযোগ করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতের এলাকা এই আইনের দ্বারা মতান্তর বা ব্যাঘাত করা গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৯ জুন তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর মধ্যে রম ও রম শরাব আমদানী নিবারণকরণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন কোন রম বা রম শরাব অথবা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের যে স্থানে ভিন্নাধিকারের জাত চিনি কি রম আইনমতে আমদানী হইতে পারে সেই স্থানের উৎপন্ন কোন রম বা রম শরাব যদি কেহ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশের কোন ভাগে জলপথে আনে অথবা আনিতে উদ্যোগ করে অথবা স্থলপথে আমদানী করে তবে ঐ রম অথবা রম শরাব হাসিলের কালেক্টর সাহেবের দ্বারা অথবা অন্য যে কোন কার্য্যকারক চোরা জিনিস আটক ও ক্রোক করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন্ তাঁহার দ্বারা ক্রোক হইবেক এবং ঐ প্রকার জিনিস জব্দ করণের যে আইন চলন আছে তদনুসারে তাহা জব্দ হইবেক। কিন্তু যে জিলার মধ্যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ প্রকার রম অথবা রম শরাব আমদানী করিতে অনুমতি দিয়াছেন যদ্যপি এই মত জিলাতে ঐ রম অথবা রম শরাব আমদানী হয় অথবা তাহা আমদানীকরণের উদ্যোগ হয় তবে তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবেক না। এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উক্ত রাজ্যের কোন জিলাতে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত এক হুকুমের দ্বারা ঐ রম বা রম শরাব আমদানী করিতে অনুমতি দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাজ্যের উৎপন্ন রম বা রম শরাবের মালিক অথবা ঐ মালিকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন গোমাশ্‌তা ঐ রাজ্যের কোন জিলার ভূমির রাজস্বের অথবা হাসিলের কালেক্টর অথবা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের স্থানে অথবা সর্টিফিকট দেওনার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন্ তাঁহার স্থানে যদি ঐ রম

Digitized by Google

শরাব কোথাকার উৎপন্ন এমত এক সর্টিফিকট পাইতে চাহেন তবে ঐ মালিক অথবা গোমাশ্‌তা যে কার্য্যকারকের স্থানে ঐ প্রকার সর্টিফিকট লইতে চাহেন্ তাঁহার সমক্ষে এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের শরওয়ামতে এক এজহার লিখিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। এবং ঐ রম অথবা রম শরাব যে ভাটীতে প্রস্তুত হইয়াছে কহা যায় সেই ভাটীতে সরকারের তরফে নিযুক্ত আমলা উক্ত A চিহ্নিত তফসীলের শরওয়ামতে ঐ এজহারের শেষে এইমত এক সর্টিফিকট লিখিবেন যে ঐ এজহার নিতান্ত সত্য ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এক হুকুমের দ্বারা যে জিলার মধ্যে ভিন্নাধিকার জাত চিনি অথবা রম কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় অধিকারের যে স্থানে আইন মতে ভিন্নাধিকার জাত চিনি বা রম আমদানি হইতে পারে সেই স্থানের জাত চিনি অথবা রম আমদানী করিতে হুকুম দিয়াছেন তাহা যদি এইমত এক জিলা হয় তবে যে কার্য্যকারকের সমক্ষে উক্ত এজহার করা যায় তিনি এজহারকারক ব্যক্তিকে এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের শরওয়ামতে আপন দস্তখৎ ও মোহর করা এক সর্টিফিকট দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাজ্যের কোন স্থানহইতে যে কোন ব্যক্তি ঐ রম অথবা রম শরাব ইঙ্গলণ্ড দেশের কোন ভাগে জাহাজের দ্বারা পাঠাইতে কল্প করেন্ তিনি ঐ স্থানের হাসিলের কালক্টর সাহেবের নিকটে অথবা নানা রাজ ধানীর গবর্ণমেণ্ট হাসিলের কালেক্টর সাহেবের এওজে সেই বিষয়ে কার্য্য করিতে অন্য যে কোন কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন্ তাঁহার নিকটে উপরের লিখিত মতে সর্টিফিকট দিতে পারেন্ এবং যে কার্য্যকারকের নিকটে তিনি ঐ সর্টিফিকট দাখিল করেন্ তাঁহার সম্মুখে এই আইনের শেষের লিখিত C চিহ্নিত তফসীলের শরওয়া মতে এক এজহার লিখিবেন ও তাহাতে সহী করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ প্রকার সর্টিফিকট যে কার্য্যকারকের নিকটে দাখিল হয় এবং শেষোক্ত শরওয়ামতে এজহার করা যায় ও তাহাতে দস্তখৎ হয় তিনি যদ্যপি ঐ এজহার প্রবঞ্চক ও মিথ্যা জ্ঞান না করেন্ তবে যে ব্যক্তি ঐ শেষোক্ত এজহার করিয়াছেন তাঁহাকে এই আইনের শেষের লিখিত D চিহ্নিত তফসীলের শরওয়ামতে এক সর্টিফিকট দিবেন ইতি।

Digitized by Google

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে রম ও রম শরাব এই আইনানুসারে রফ্তানী করণের কল্প আছে তাহা যদি বোর্ডের সাহেবেরদের অথবা আবকারীর উৎপন্নরাজস্বের কর্ত্তৃত্বকারি অন্য কার্য্যকারকের পাট্টা ক্রমে আইনমত বিলায়তি ডৌলের ভাটীর উৎপন্ন রম শরাব না হয় তবে তাহার মালিক অথবা ঐ মালিকের উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত গোমাশ্‌তা এই আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন সর্টিফিকট পাইতে পারিবেন না ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে অনুমতিহওয়া ভাটীতে যে রম ও রম শরাব এই আইনমতে ইঙ্গলণ্ড দেশে রফ্তহওনের নিমিত্ত প্রস্তুত হয় তাহা নিভাঁজ প্রস্তুত করিতে হইবেক এবং ইক্ষু অথবা খাজুরে গুড় ছাড়া তাহার মধ্যে চাউল কি শস্য কি অন্য কোন দ্রব্য বা দ্রব্য সকলেতে জাত শরাবের মিশাল থাকিবেক না এবং যে স্থানে শরাব উৎপন্ন হয় তাহার A চিহ্নিত তফসীলের শরওয়ামতে সর্টিফিকটের দর খাস্ত করণসময়ে ইহা স্পষ্ট জ্ঞাপন ও প্রমাণ করিতে হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে রফ্তানীহওনের নিমিত্ত যে কোন রম অথবা রম শরাব কোন হাসিলের দফ্তরে আনা যায় তাহা যদি উক্ত নিষেধের বিরুদ্ধে ভাঁজ ও মিশাল দেখা যায় তবে ঐ শরাব এবং তাহার পীপা কিম্বা যে জিনিসে তাহা থাকে সেই সকল ক্রোক ও জব্দ হইবেক এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের এজহারক্রমে ঐ রম বা রম শরাব এই আইনানুসারে রফ্তহওনের অনুমতি পাইবার নিমিত্ত নিভাঁজ অথবা অমিশ্রিতরূপে প্রস্তুত হওনের বিষয়ে সর্টিফিকট দেওয়া গিয়াছিল তাঁহারদের প্রতি এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ঐ এজহার যে সত্য ইহা জ্ঞাপন করিয়াছিল তাহারদের প্রতি পশ্চাৎ লিখিত মতে মিথ্যা ও প্রবঞ্চক এজহার দেওনবিষয়েতে ব্যবহার হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের হুকুমানুসারে এজহার করণসময়ে যে কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক কিছু মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে তাহার মিথ্যা শপথের বিষয়ে যে আদালতে বিচার হইতে পারিত সেই আদালতে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধির ন্যায় দণ্ডনীয় হইবেক। এবং যে ব্যক্তি অন্যকে ঐরূপ মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করায় সে মিথ্যা সরকারী যে কোন কার্য্যকারক ঐ এজহার মিথ্যা জানিয়া তাহার সত্যতার বিষয়ে দস্তখৎ করেন্ তিনি মিথ্যা এজহারকারকের তুল্য দণ্ডনীয় হইবেন এবং তদতিরিক্ত সরকারী কর্ম্মহইতে তগীর হইবেন ইতি।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।

Digitized by Google

A চিহ্নিত তকসীল।

আমি অমুক প্রতিজ্ঞা করিয়া এজহার করিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত রম অথবা রম শরাব অমুক জিলার অমুক নামক অনুমতিহওয়া ভাটীতে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং ঐ রম অথবা রম শরাব ইক্ষু বা খাজুরের গুড়ে প্রস্তুত হইয়াছে এবং চাউল বা শস্য বা অন্য কোন বস্তুতে প্রস্তুত করা শরবাব তাহার মধ্যে কোন প্রকারে মিশালা নাহি।

অমুকের দস্তখত।

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

* আমি অমুক অমুক ভাটীতে সরকারের তরফে সরকারী কার্য্যকারক জ্ঞাত করিতেছি যে উক্ত এজহার সত্য ও যথার্থ।

অমুকের দস্তখত

অমুক ভাটীতে নিযুক্ত সরকারী আমলা

উক্ত এজহারের সম্পর্কীয় জিনিসের তালিক।

যত গালন আছে তাহা	শরাবের রকম	সৈকসের হইদ্রুমিটর অনুসারে তাহার গড় তেজ	পীপার নম্বর এবং নাম	পীপার চিহ্ন

অমুকের দস্তখত

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ

কালেক্টর সাহেবের নম্বর

কালেক্টর সাহেবের তারিখ সন মাস দিন।

কালেক্টর সাহেবের দস্তখত

কালেক্টর সাহেবের মোহর

* সরকারের তরফের আমলা ঐ এজহারে সহী করেন এ নিমিত্ত রম শরাব ভাটী হইতে তুলিয়া আনিবার পূর্ব্বে ঐ এজহার করিতে হইবেক।

Digitized by Google

B চিহ্নিত তফসীল।

আমি অমুক জিলার ভুমির রাজস্বের কালেক্টর অথবা হাসিলের কালেক্টর অথবা এই বিষয়ে কার্য্য করিতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত কার্য্যকারক অমুক আইনের বিধানানুসারে আপনার দস্তখৎ ও মোহর করা এই সর্টিফিকট দিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত এজহারের নির্দ্দিষ্ট যে শপথকরাওণের অপরাধের তুল্য দণ্ড পাইবেক। এবং রম অথবা রম শরাব এই দফুরের মোহরে মোহর হইল এবং অমুক সনের অমুক মাসের অমুক নম্বরে নম্বর করা গেল এবং অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে তারিখ দেওয়া গেল এবং অমুক নামক অনুমতি হওয়া ভাটীর কর্ত্তা অথবা মালিক অমুক ব্যক্তির দ্বারা দস্তখৎ হইল তাহা অমুক জিলার উৎপন্ন দ্রব্য এবং কথিত হইয়াছে যে তাহাতে ইক্ষু অথবা খাজুরের গুড় বিনা আর কোন দ্রব্যেতে প্রস্তুতকরা শরাব মিশাল নাহি এবং উক্ত অমুক জিলাতে ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও রম অথবা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের যে স্থানে ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও রম শরাব আইনমতে আমদানী হইতে পারে সেই স্থানের জাত চিনি ও রম শরাব আমদানী করা নিষেধ আছে।

কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ।

মোহরের স্থান

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

C চিহ্নিত তফসীল

আমি অমুক নীচের লিখিত রম ও রম শরাব জাহাজে রফ্তানীকারী যথাজ্ঞান ও যথা প্রত্যয় প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে নিচে যে সকল রম ও রম শরাব লেখা আছে তাহা এক্ষণে আমার দ্বারা দাখিল হওয়া সর্টিফিকটে যে রম ও রম শরাব লেখা আছে তাহা।

অমুকের দস্তখৎ

এই এজহার যে শরাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার তালিকা।

যত গালন আছে তাহা	শরাবের রকম	সৈকসের হইড্রমিটর অনুসারে তাহার গড় তেজ	পীপার নম্বর ও রকম	জাহাজের নাম	জাহাজের কাপ্তানের নাম

অমুকের দস্তখৎ

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

Digitized by Google

D চিহ্নিত তকসীল।

আমি অমুক অমুক বন্দরের হাসিলের কালেক্টর অথবা এই বিষয়ে কার্য্য করিতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা নিযুক্ত কার্য্য কারক আপনার দস্তখৎ ও মোহরক্রমে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত রম অথবা রম শরাব জাহাজে রফ্তানীকারী অমুক আমার নিকটে এক সর্টিফিকট দাখিল করিয়াছে ঐ সর্টিফিকটে ফোর্ট উলিয়েম অথবা আগরার রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের অমুক জিলার রাজস্বের কালেক্টর অথবা হাসিলের কালেক্টর অথবা এই বিষয়ে কর্ম্ম করিতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা নিযুক্ত কার্য্যকারকের দস্তখৎ ও মোহর আছে। এবং উক্ত সর্টিফিকটে এমত লেখা আছে যে উক্ত রম অথবা রম শরাব উক্ত জিলাতে নিতান্ত উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ইক্ষু বা খাজুরের গুড় ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে প্রস্তুতকরা শরাব তাহাতে মিশাল নাহি এবং ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও শরাব অথবা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের যে স্থানে ভিন্নাধিকার জাত চিনি ও শরাব আইনমতে আমদানী হইতে পারে সেই স্থান জাত চিনি ও শরাব আমদানী করিতে নিষেধ আছে।

মোহরের স্থান হাসিলের কালেক্টর সাহেবের দস্তখৎ।

অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

এই এজহার যে শরাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার তালিকা।

যত গালন আছে তাহা	শরাবের রকম	সৈকসের হইদ্রুমিটর অনুসারে তাহার গড় তেজ	পীপার নম্বর ও রকম	জাহাজের নাম	জাহাজের কাপ্তানের নাম

অমুক হাসিলের কালেক্টরের দস্তখৎ।

সমাপ্তঃ।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১, সালের ১৪ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে পুর্ব্বাপেক্ষা একি প্রকার এবং উত্তম রীতি স্থাপনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনবিষয়ক কোন রাজধানীর সমস্ত আইন এবং আইনের ভাগ ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দেশের কোন আদালত এবং ঐ আদালতের প্রত্যেক জজ ঐ আদালতে উপস্থিত সকল দেওয়ানী কার্য্যে ঐ কার্য্যসম্পর্কীয় কোন পক্ষের দরখাস্তক্রমে ঐ আদালতের কোন কার্য্যকারকের অথবা হুকুমে নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সমক্ষে ঐ কার্য্য যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালতের এলাকার মধ্যে কোন সাক্ষি দিগের জোবানবন্দী লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা অথবা প্রকারান্তরে লইতে হুকুম দিতে পারেন্ অথবা লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে ঐ সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্ত কোন অধীন আদালতের প্রতি কমিস্যন পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন্ অথবা আদালতের এলাকার বাহিরে কোন স্থানে বা স্থানসকলে লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা কিম্বা প্রকারন্তরে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্ত অন্য কোন আদালতে কমিস্যন পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং সেই হুকুম অথবা পশ্চাৎ দেওয়া কোন হুকুম বা হুকুমসকলের দ্বারা যে আদালতে ঐ বিষয় উপস্থিত থাকে তাহার এলাকার মধ্যে কিম্বা বাহিরে ঐ জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম উচিত ও যথার্থ বোধ হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্। এবং যে আদালতে এইরূপ কোন কমিস্যন প্রেরণ হয় সেই আদালত যে সকল গতিকে সাক্ষিরা আদালতে হাজির হইতে পারে এবং নিতান্ত আইনের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিবেচনাক্রমে হাজির হইতে ক্ষমা পায় নাই সেই সকল গতিকে ঐ জোবানবন্দী খোলা কাছারীতে লইবেন। কিন্তু আদালতের এলাকার বাহিরে সাক্ষির জোবানবন্দীর বিষয়ে পুর্ব্বোক্ত মতে যে কমিস্যন প্রেরণ হয় তাহা বিশেষ২ গতিকে কমিস্যনপ্রেরক আদালতের উচিত বোধ হইলে কোন আদালতের নামে না হইয়া

Digitized by Google

অন্য কাহার নামে প্রেরণ হইতে পারে। কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালত যে কোন কমিস্যন পাঠান্ অথবা যে হুকুম দেন্ তাহা যদ্যপি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে জারী করিতে হয় তবে তাহা পশ্চাৎ লিখিত মতে পাঠান যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে আদালতে কার্য্য উপস্থিত থাকে তাহার এলাকার মধ্যে যখন এই আইনের ক্ষমতাক্রমে সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর বিষয়ে কোন হুকুম দেওয়া যায় তখন ঐ আদালত অথবা তাহার কোন এক জন জজ সেই বিষয়ে প্রথম যে হুকুম দেন্ তাহার দ্বারা অথবা পশ্চাৎ দেওয়া কোন হুকুমের দ্বারা ঐ হুকুমে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐমত কোন ব্যক্তিকে আপনার নিজ বাস স্থানে অথবা আবশ্যক বা ভদ্র হইলে অন্য কোন স্থানে হাজির হইতে এবং যে সকল দলীল ও কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় তাহা আনিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং যদি কেহ ঐমত হুকুম জানিয়া শুনিয়া লঙ্ঘন করে তবে তাহা আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং অন্যং গতিকে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করিলে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সেই দণ্ড হইবেক। কিন্তু আদালতে হাজির হইলে খরচ ও সময় ক্ষতির বিষয়ে টাকা দেওয়া এক্ষণে যেং গতিকে নির্দ্দিষ্ট আছে এই আইনানুসারে যে সকল ব্যক্তির প্রতি হাজির হইবার হুকুম হয় তাহারা সেইং গতিকে খরচ ও সময় ক্ষতির টাকা পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে প্রেরণকরা কোন হুকুম অথবা কমিস্যনের দ্বারা যে প্রত্যেক আদালত বা ব্যক্তিকে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাঁহারা ঐ জোবানবন্দী শপথপূর্ব্বক লইতে পারেন্ অথবা যে স্থলে মোকদ্দমার বিচারের সময়ে প্রতিজ্ঞা লওয়া যাইতে পারে অথবা লইবার হুকুম আছে সেই স্থলে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সকল জোবানবন্দী লইতে পারেন্ এবং সেইরূপে জোবানবন্দী লইতে ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। এবং যদি কোন ব্যক্তি সেইরূপ শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া এবং দুষ্টামী করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে ঐ অপরাধি ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষে দোষী জ্ঞান হইবেক এবং যে কোন ব্যক্তি অন্যেরে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্তি দেয় সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের প্রবৃত্তি দেওনের দোষে দোষী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে কোন হুকুম অথবা কমিস্যন পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহা প্রেরণকারি

Digitized by Google

আদালত অথবা জজ সাহেবের ইহা নিশ্চয় করিয়া জানান উচিত যে ঐ এলাকার মধ্যে না থাকনপ্রযুক্ত কিম্বা পিড়া বা আইনসিদ্ধ অন্য কোন কারণ প্রযুক্ত সাক্ষী জোবান বন্দী দিবার নিমিত্ত নিরূপিত সময়ে হাজির হইতে পারিবেক না ইহা বিশ্বাসকরণের উপযুক্ত কারণ আছে। এবং ঐরূপ কমিস্যন দেওনের পূর্ব্বে কমিস্যনদেও নিয়া আদালত ঐ কমিস্যনক্রমে যে সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে হয় তাহার এক্ষণকার বাস স্থানের বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন এবং কমিস্যনদেও নিয়া আদালতের তুল্য শ্রেণীর অথবা অধঃস্থ শ্রেণীর কোন্ আদালত সাক্ষির নিবাসের অতিনিকট এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন এবং তুল্য শ্রেণী অথবা অধঃস্থ শ্রেণীর যে আদালতের দ্বারা অক্লেশে ঐ হুকুম জারী হইতে পারে এইমত আদালতের নামে সামান্যতঃ ঐ কমিস্যন দেওয়া যাইবেক। কিন্তু তুল্য শ্রেণীর অথবা অধঃস্থ শ্রেণীর কোন্ আদালতের দ্বারা অক্লেশে কর্ম্ম হইতে পারে এই বিষয়ে যদি কিছু সন্দেহ হয় তবে যে জিলায় ঐ কমিস্যন জারী করিতে হয় তাহার মধ্যে যে জজ সাহেবের এলাকা থাকে তাঁহার নামে তাহা দেওয়া যাইবেক। এবং ঐ জজ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে হয় নিজ আদালতে ঐ কমিস্যনের কার্য্য করিবেন অথবা তাঁহার জিলার মধ্যে কোন অধীন আদালতকে তাহা করিতে হুকুম দিতে পারেন্ তাহা হইলে ঐ কমিস্যন প্রথমত ঐ অধীন আদালতের নামে হইলে যে রূপ এই আইনের কার্য্য সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক। এবং যদ্যপি এইমত প্রমাণ না হয় যে জোবানবন্দীদায়ক ব্যক্তি আদালতের এলাকার বাহিরে আছে অথবা মরিয়াছে অথবা রোগ কি দৌবল্যপ্রযুক্ত স্বয়ং সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত হাজির হইতে পারে না অথবা কারসাজীবিনা আদালতের মোকামহইতে ৫০ ক্রোশের অধিক দুরে আছে অথবা নিতান্ত আইনের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতে স্বয়ং হাজীর হইতে ক্ষমা পাইয়াছে অথবা যদ্যপি আদালত আপনার বিবেচনাক্রমে উক্ত সকল বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া ক্ষমা না করেন্ অথবা সেইরূপ জোবানবন্দী লওনের কারণ জোবানবন্দী পাঠ করণের সময়ে নিবৃত্ত হইয়াছে ইহার প্রমাণ হইলেও যদ্যপি আদালত কোন সাক্ষির জোবানবন্দী সাক্ষ্যস্বরূপ পাঠ করিতে হুকুম না দেন্ তবে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহার অনুমতি বিনা তাহা সাক্ষস্বরূপ পাঠ করা যাইবেক না। এবং সাক্ষিকে হাজির করা গেলে এবং সে আপনার সাক্ষ্য দিলে আদালত আপনার বিবেচনাক্রমে তাহার জোবানবন্দী পাঠ করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং যে সকল জোবানবন্দী এই আইনক্রমে লওয়া যায় তাহা নিয়মিতমতে সহী হইলে দস্তখতের বিষয়ের প্রমাণ না লইয়াও তাহা আদালতের বিবেচনাক্রমে পাঠ করা যাইতে পারে ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত ভিন্ন অন্য কোন

Digitized by Google

আদালত অথবা তাহার কোন এক জন জজ এই আইনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার নির্দ্দিষ্ট উক্ত প্রকার কমিস্যন অথবা হুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে জারী হওনার্থ দিতে পারেন্ এবং ঐ প্রকার সকল কমিস্যন এবং হুকুম কোন আদালতভিন্ন অন্য কাহার নামে দিতে হইলে তাহা ঐ সীমার মধ্যে বা তাহার কোন ভাগে যে কোর্ট রিক্বেষ্টের এলাকা থাকে তাঁহার নামে হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে যেং রাজা ও অধিকারিরা মৈত্রভাবে আছেন তাঁহারদের রাজ্যের মধ্যে জারীহওনার্থ উক্ত প্রকার কমিস্যন এবং হুকুম এই আইনক্রমে প্রেরণ হইতে পারে। এবং শেষোক্ত রাজ্যের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন্ তাঁহারদিগের তাহা প্রতিপালন করিতে ইহার দ্বারা হুকুম হইল এবং যদ্যপি তাঁহারা ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন্ তবে যে আদালত অথবা জজের দ্বারা ঐ কমিস্যন অথবা হুকুম প্রেরণ করা গিয়া থাকে তাঁহার এলাকার মধ্যে তাহারদিগকে পাওয়া গেলে ঐ এলাকার মধ্যে সেই অপরাধ করিলে যেরূপ দণ্ডনীয় হইতেন সেইরূপ দণ্ডনীয় হইবেন। এবং ঐ কমিস্যন অথবা আজ্ঞার সম্পর্কে যদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন আদালতে দণ্ডনীয় হইতে পারিবেক ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে আদালতে উপস্থিতহওয়া কার্য্যের নিমিত্ত সাক্ষির আবশ্যক সেই আদালতের এলাকার বাহিরে অনুপস্থিত কোন সাক্ষির জোবান বন্দীর আবশ্যক হইলে এবং ঐ কমিস্যন কোন আদালতের নামে দেওয়া গেলে ঐ আদালত পূর্ব্বোক্তমত হুকুম আপনি না দিলেও সেই হুকুমের খামখা না মাননের দোষ আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সাক্ষ্য দেওনের অস্বীকার বা ত্রুটির যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে সেই দণ্ড করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ২৮ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে আবকারীর উৎপন্ন রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষাকরণের নিমিত্ত ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন২ জরীমানা নির্ণয়করণ বিষয়ের আইন।

১ ধারা।

১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ১৪ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের উক্ত ধারাক্রমে যে২ অপরাধী দণ্ডনীয় তাহারা দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা অথবা তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং জরীমানার টাকা না দিলে উক্ত মিয়াদের অনধিক কাল কয়েদের যোগ্য হইবেক। এবং উক্ত আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট আবকারীর রাজস্বের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রত্যেক গতিকে ঐ দণ্ডের হুকুম দিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৫ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন এদেশীয় সেনাপতি ও সেনারদের নিমিত্ত সৈন্য সম্পর্কীয় কোর্ট রিক্রেষ্টের বিষয়ি আইন শুধরণপূর্ব্বক এক আইনে সংগ্রহকরণের নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্রেষ্টের বিষয়ি সমস্ত আইন ও আইনের ভাগ রদ হইল। কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর রাজধানীর সৈন্যেরা যেং ছাউনি এবং থানাতে থাকে তাহার সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারকরণের নিমিত্ত ঐং রাজধানীর চলিত বিধানানুসারে উপযুক্তমত ক্ষমতা প্রাপ্ত ও নিযুক্তহওয়া এক জন সেনাপতি সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহা অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশের চলিত বিধানানুসারে সৈন্যসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নামে নালিশ পঞ্চাইতের দ্বারা বিচারকরণে যে রীতি আছে তাহা এই আইনের কোন কথার দ্বারা মতান্তর অথবা অন্যথা হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে দৃষ্টি রাখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যের কার্য্যে নিযুক্ত এদেশীয় সৈন্যেরদের নিমিত্ত যুদ্ধের যে আইন আছে তাহার অধীন এদেশীয় সেনাপতিরদের এবং সেনারদের এবং অন্যং ব্যক্তিরদের অথবা সৈন্যের কোন থানায় কিম্বা ছাউনিতে বাসকারির এবং সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারে কোন বাণিজ্য বা ব্যবসায়কারির নামে কর্জের কি বস্তুবিষয়ে যে নালিশ হয় যদ্যপি তাহার মূল্য ২০০) টাকার অধিক না হয় এবং ঐ মোকদ্দমার হেতু হওনকালে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হওনসময়ে যদি আসামী উপরের লিখিতমত ব্যক্তি ছিল তবে ঐ নালিশ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতে বিচার্য্য হইবেক এবং অন্যত্র বিচার্য্য হইবেক না। কিন্তু জাতিবিষয়ক অথবা স্থাবর বস্তুর স্বত্ব বিষয়ক বিবাদ ভঞ্জনার্থ কোন মোকদ্দমা এই আইনক্রমে সৈন্যসম্পর্কীয় কোন আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক না ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যের কোন থানার কিম্বা ছাউনির সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব অথবা রণভূমিতে উপস্থিত সৈন্যের কোন অংশের সৈন্যাধ্যক্ষ সেইরূপ সৈন্য সম্বন্ধীয় আদালত নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং যে রাজধানীর অধীন দেশে ঐ সৈন্যের থানা বা ছাউনি থাকে তাহার তৎসময়ে যে ব্যক্তি প্রধান সেনাপতি হন্ তাঁহার হুকুমানুসারে অথবা যদ্যপি সেইরূপ হুকুম না হয় তবে ঐ আদালত নিযুক্তকারি সেনাপতি সাহেবের বিবেচনাক্রমে ঐ আদালতের বিচারকেরা নিযুক্ত হইবেক। ঐ আদালতে হয় অন্যূন তিন জন ইউরোপীয় সনদী সেনাপতি কিম্বা এদেশীয় অন্যূন তিন জন সনদী সেনাপতি থাকিবেন এবং দেশীয় সেনাপতি নিযুক্ত হইলে ঐ আদালতের সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব করণের এবং তাহা লিখিয়া রাখনের নিমিত্ত ৫ বৎসরের কম নয় যিনি সৈন্যের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন এমত এক জন ইউরোপীয় সেনাপতি থাকিবেন। কিন্তু যে সৈন্যের থানা বা ছাউনিতে কোন মোকদ্দমার হেতু জন্মে অথবা আসামী বাস করে তাহাতে যদি আদালতকরণের তুল্য সংখ্যক সেনাপতি না থাকেন তবে তাহার অতিনিকট যে থানা বা ছাউনিতে পূর্ব্বোক্তমতে সৈন্যসম্বন্ধীয় আদালত হইতে পারে সেই স্থানে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই প্রকার সৈন্যসম্বন্ধীয় আদালত মাসে২ নিযুক্ত হইবেক এবং প্রতিমাসের মাহিয়ানা বাহিরহওনের পূর্ব্বে কোন সুবিধামত দিনে বৈঠক করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশীয় সৈন্যেরদের বিষয়ে কোর্ট মার্শ্যলে উপস্থিত মোকদ্দমায় যে২ ব্যবহার চলিত আছে সাধ্যপর্য্যন্ত সেই২ ব্যবহারানুসারে উক্ত আদালতের কার্য্যের রীতি হইবেক। এবং সাক্ষি তলবের বিষয়ে কোর্ট মার্শ্যলের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা এই আদালতের থাকিবেক। কিন্তু এই আদালত কোন মোকদ্দমাসম্বন্ধীয় ব্যক্তিরদের জোবানবন্দী লইতে এবং আপনার বিবেচনামতে তাহারদের হাজির করাইতে বা না করাইতে সর্ব্বদা ক্ষমতা রাখিবেন এবং গয়হাজির ব্যক্তি ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধানানুসারে কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা এইরূপ প্রত্যেক আদালতেরো থাকিবেক কিন্তু সৈন্যসম্বন্ধীয় কোন কোর্ট রিক্বেষ্টের হুকুমকরা কোন কমিস্যনক্রমে যে জোবানবন্দী লওয়া যায় তাহা তৎপরে নিযুক্ত সেইরূপ আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। এবং ঐ কমিস্যন যে আদালতের নামে হয় তাহা যদি ঐ সৈন্যসম্বন্ধীয় আদালতের এলাকায়

Digitized by Google

বাহিরে না থাকে তথাপি ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে এই আইনক্রমে যুদ্ধসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্ট সেইরূপ কমিস্যন পাঠাইতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সাক্ষিরা হাজির হইতে ক্রটি করিলে অথবা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা মিথ্যা শপথ করিলে তাহারা এবং যে ব্যক্তিরা সাক্ষির দিগকে মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দেয় তাহারা যদ্যপি যুদ্ধের আইনের অধীন থাকে তবে কোর্ট মার্স্যলের দ্বারা বিচারিত ও দণ্ডিত হইবেক এবং সৈন্যসম্পর্কীয় অপরাধের বিচার হইলে ঐ অপরাধির দণ্ডের নিমিত্ত যুদ্ধের আইনে যেং বিধি আছে তাহা খাটিবেক। কিন্তু যদি তাহারা যুদ্ধের আইনের অধীন না থাকে তবে কোম্পানি বাহাদুরের যে ফৌজদারী আদালত সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে সেই আদালতের সামান্যতঃ ফৌজদারী বিষয়ে অপরাধির উপর এলাকা থাকুক বা না থাকুক ঐ নিকটস্থ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় সেইরূপ অপরাধ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ অপরাধির বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদ্যপি যুদ্ধসম্পর্কীয় বা অসম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় বা ইউরোপীয় কোন ব্যক্তি কথা বা চিহ্ন কি অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ভয় দেখায় অথবা স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া বা না থাকিয়া অন্য কোন প্রকারে যুদ্ধসম্পর্কীয় কোন কোর্ট রিক্বেষ্টের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায় তবে সেই ব্যক্তি যদি যুদ্ধের আইনের অধীন থাকে তবে কোর্ট মার্স্যলের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবেক এবং যদি সৈন্যের আইনের অধীন না থাকে তবে কোম্পানি বাহাদুরের যে ফৌজদারী আদালত সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে সেই আদালতের সামান্যতঃ ফৌজদারী বিষয়ে অপরাধির উপর এলাকা থাকুক বা না থাকুক ঐ নিকটস্থ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় সেইরূপ অপরাধ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ অপরাধির বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টের বিচারহওয়া প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্য্যের এক রোয়দাদ রাখা যাইবেক। এবং যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল তাহার স্থূল ভাগ এবং যে সাক্ষ্য আইনমতে অগ্রাহ্য বা অসম্পর্কীয় বলিয়া বা অন্য কোন হেতুতে হেয় হইয়াছিল সেই সাক্ষ্যের ভাব ঐ রোয়দাদে লেখা থাকিবেক এবং ঐ আদালতের বিচারকেরা তাহাতে সহী করিবেন। এবং কার্য্যসকল সমাপ্ত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র ঐ রোয়দাদ অথবা তাহার এক নকল ঐ প্রত্যেক আদালতের ইউরোপীয় সভাপতি অথবা কর্ত্তৃত্বকারি কার্য্যকারকের দ্বারা

Digitized by Google

ঐ সৈন্যের থামার বা ছাউনির সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি দাওয়া ২০০) টাকার অধিক হয় অথবা বহুত্ব নানা দাওয়া তাহার অধিক হয় তবে একি করিয়াদী বা করিয়াদীসকল একি জন আসামীর স্থানে ২০০) টাকার অধিক আদায় করিতে পারিবেক না। এবং যুক্তসম্বন্ধীয় আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের পূর্ব্বে যদি দেনা হইয়া থাকে তবে তাহার দাওয়ার বিষয়ে কোর্ট রিক্বেষ্টের ফয়সলা হইলে সেই দাওয়ার টাকা পাইবার নিমিত্ত অথবা সেই হেতুর নিমিত্ত অন্য কোন দাওয়া বা পুনর্দাওয়া কোন আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না। এবং আসামী কোন বিপরীত দাওয়া করিলে ঐ প্রকার সৈন্যসম্বন্ধীয় আদালত তাহা বিবেচনা করিতে পারেন্। এবং উভয় বিবাদির মধ্যে টাকার সুদের বিষয়ে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা যদি সামান্য টাকার কারবারে দেশের ব্যবহারাপেক্ষা অধিক না হয় তবে ঐ সৈন্যসম্বন্ধীয় আদালত সেই সুদ দিবার হুকুম করিতে পারেন্। এবং ক্রয়করা ও দেওয়া জিনিসের বিষয়ে টাকা পাওন বিনা ২০) টাকা র ঊর্দ্ধ কর্জের দাওয়া এই আইন জারীহওনের পর যে করারক্রমে হয় তাহার বিষয়ে এই আবশ্যক হইবেক যে তাহা লিখিত হইবেক এবং আসামীর ভাষায় লেখা হইবেক এবং তাহাতে আসামীর অথবা তাহার পক্ষে করিয়াদীভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহী থাকিবেক। কিন্তু যে কর্জ ৬ বৎসরের অধিক হইয়া থাকে তাহার বিষয়ি মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের পূর্ব্বে যদি ৬ বৎসরের মধ্যে তাহা পরিশোধকরণের স্পষ্ট অঙ্গীকারের প্রমাণ না দেওয়া যায় তবে তাহার বিষয়ে কোন মোকদ্দমা কোন কোর্ট রিক্বেষ্টে গ্রাহ্য হইতে পারে না ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের কোন এক জন সৈন্য সম্বন্ধীয় কোন কোর্ট রিক্বেষ্টের হুকুম পাইয়া যদি স্বয়ং অথবা প্রতিনিধির দ্বারা হাজির না হয় অথবা আপনার সাক্ষি না আনায় ঐ আদালতের যদি এইমত হৃদোধ হয় যে ঐ ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য তাহার সংবাদ তাহাকে রীতিমত দেওয়া গিয়াছিল তবে সে ব্যক্তি হাজির না হইলেও আদালত মোকদ্দমার শেষ করিতে পারেন্। এবং যদ্যপি এইমত গতিকে করিয়াদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তবে সেই মোকদ্দমার হেতুর নিমিত্ত ঐ ব্যক্তি নূতন মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে পারিবেক না ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সেনাপতি সাহেবের নিকটে পূর্ব্বোক্তমতে রোয়দাদ প্রেরণ করা যায় তিনি তাহা পুনর্বিচারের নিমিত্তে সেই সৈন্যসম্বন্ধীয় কোর্ট

Digitized by Google

রিক্বেষ্টে অথবা অন্য কোন সেইরূপ আদালতে পাঠাইতে পারেন্। এবং এইরূপ হইলে যদি আইনঘটিত কোন দোষ না থাকে তবে দ্বিতীয় ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক। আইনঘটিত দোষ থাকিলে সেই বিষয় দেশের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক এবং তিনি সমস্ত কার্য্য রদ করিতে পারেন্ এবং তাহাতে পুনর্ব্বার মোকদ্দমাকরণের কোন ব্যাঘাত হইবেক না। কিন্তু নূতন মোকদ্দমা হইলে যে সাক্ষ্য প্রথম মোকদ্দমাতে না দেওয়া গিয়া থাকে সেই সাক্ষ্য আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন্ ইতি।

১২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক ফরিয়াদী আপনার দাওয়া লিখনের দ্বারা প্রস্তাব করিবেক এবং ছাউনির ষ্টাফ আফিসরনামক কার্য্যকারকের নিকটে দাখিল করিবেক। ঐ দাওয়া সেই ছাউনির ষ্টাফ আফিসর এক তফসীলে লিখিবেন এবং ঐ তফসীল আদালতের বৈঠকের অন্যূন দুই দিবস পূর্ব্বে পল্টনের আজিটাণ্ট সাহেবের অথবা নানা সিরিশ্তার প্রধান কার্য্যকারকেরদের নিকটে পাঠান যাইবেক। এবং ঐ পল্টনের অথবা সিরিশ্তার সম্পর্কীয় আসামীরদিগকে উপযুক্তমতে তলব করণের বিষয়ে ঐ আজিটাণ্ট অথবা সিরিশ্তার প্রধান কার্য্যকারকেরা দায়ী হইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টের প্রত্যেক ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে ছাউনির হুকুমের বহীতে তাহা প্রকাশ করা যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টের ডিক্রী ঐ আদালতের হুকুমমতে সাধারণরূপে অথবা বিশেষরূপে জারী হইতে পারে। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব আদালতের হুকুম হইলেও আপনার বিবেচনামতে ঐ ডিক্রী সাধারণরূপে অথবা বিশেষরূপে জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সাধারণরূপে ডিক্রী জারীকরণের হুকুম হইলে যদি ঐ কর্জের টাকা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ না করা যায় তবে আসামীর যে জিনিস সৈন্যের থানা বা ছাউনির সীমার মধ্যে অথবা অন্যত্র পাওয়া যায় তাহা সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের দস্তখতকরা হুকুমের ক্ষমতানুসারে ক্রোক ও বিক্রয় হইয়া টাকা আদায় হইবেক এবং আসামীর জিনিসের মধ্যে সৈন্যের থানা বা ছাউনির অন্তঃপাতি তাহার বাটী বা

Digitized by Google

অন্য কোন প্রকার ঘর গণ্য হইবেক। এবং যদি প্রচুরমতে জিনিস না পাওয়া যায় এবং যদি আসামী সেনা না হয় তবে সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া সৈন্যের থানার কি ছাউনির নিকটস্থ কোন দেওয়ানী জেলখানায় (এবং সেই নিমিত্ত ১৮৪০ সালের ২ আইনের বিধি অশিবেক) অথবা সৈন্যের থানার কি ছাউনির সীমার মধ্যস্থিত অন্য কোন উপযুক্ত কয়েদী স্থানে কর্জের টাকা ২ মাসের মধ্যে পরিশোধ না হইলে ২ মাসপর্য্যন্ত কয়েদ হইবেক এবং যদ্যপি তাহার পর কোন সময়ে তাহার কোন জিনিস ঐ সৈন্যের থানার কিম্বা ছাউনির সীমার মধ্যে বা অন্যত্র পাওয়া যায় তবে তাহা ক্রোক হইয়া কর্জ পরিশোধের নিমিত্ত বিক্রয় হইবেক। এবং যদি আসামী সেনা হয় এবং তাহার যুদ্ধসরঞ্জাম ও আবশ্যক দ্রব্যব্যতিরিক্ত যদি অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিলে কর্জ পরিশোধ না হয় তবে নীচের লিখিত বিধানানুসারে আসামীর মাহিয়ানাহইতে মাসে২ কিছু বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা পরিশোধকরণের নিমিত্তে হুকুম হইতে পারে ইতি।

১৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যখন বিশেষরূপে ডিক্রী জারী হয় তখন ঐ কর্জ টাকা আসামীর মাহিয়ানা ও উপরি প্রাপ্তিহইতে দেওয়া যাইবেক এবং অন্য প্রকারে দেওয়া যাইবেক না। এবং ঐ ডিক্রীর এক সর্টিফিকট এবং তাহার উপর ঐ হুকুম অথবা বিধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের দ্বারা লিখিত এবং দস্তখৎ হইলে তাহাতে মাস২ ঐ টাকা কাটিয়া লওনের প্রচুর ক্ষমতা হইবেক। কিন্তু কোন এক মাসে কোন সনদী সেনাপতির বেতন ও উপরি প্রাপ্তির অর্দ্ধেকের অধিক কিম্বা কোন বেসনদী সেনাপতির বা সেনার বেতন ও উপরি প্রাপ্তির চারি অংশের এক অংশের অধিক লইতে হইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যের সীমার বাহিরের কোন স্থানে কর্জের বা কোন জিনিসের মোকদ্দমা যে কোন মূল্যের হউক ঐরূপ সৈন্য সম্পর্কীয় আদালতের সম্মুখে পূর্ব্বোক্তমতে যুদ্ধের আইনের অধীন ব্যক্তিরদের বিপরীতে হইতে পারে। কিন্তু ঐ সীমার বহির্ভূত এইরূপ সৈন্য সম্পর্কীয় আদালতে কেবল ইউরোপীয় সেনাপতি সাহেবেরা বিচার করিবেন। এবং যদি দাওয়া ২০০) টাকার অধিক হয় তবে নিকটস্থ রাজধানীর সদর আদালতে তাহার আপীল হইতে পারে এবং ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন আদালতে আপীলের বিষয়ে যে হুকুম চলন আছে তদনুসারে আপীল হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ইহার পূর্ব্বে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা

Digitized by Google

অথবা আগামি ১০ আগষ্ট তারিখের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার কার্য্যের বিষয়ে এ আইন খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৯ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইন শুধরিবার আইন।

[হেতুবাদ।]

১ ধারা।

যেহেতুক ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদিগের উপকারের নিমিত্ত মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ জমীদারীর সাময়িক নীলামের সংখ্যা নিরূপণ করিতে এবং ঐ বাকীর উপর সুদ ও জরীমানা লওয়া রহিত করিতে এবং যে মহালের সমুদয় ভূমির মালগুজারী নিয়মিত দিবসে বা নিয়মিত দিবসের পূর্ব্বে না দেওয়া যায় সেই মহাল নিশ্চিত এবং প্রকাশিত সময়ে নীলাম করণের হুকুম করিতে এবং অন্যং প্রকারে ভূমির মালগুজারী আদায়করণার্থ আইন শুধরিতে উচিত বোধ হইল।

[রদহওয়া আইন।]

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এবং ৩৬ ও ৩৮ ধারাব্যতিরিক্ত ১৮২২ সালের ১১ আইন এবং ১৮৩০ সালের ৭ আইন রদ হইল কেবল উক্ত আইনের যে বিধির দ্বারা অন্য আইন বা আইনের কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহা বহাল থাকিবেক।

[সুদ ও জরীমানা রহিত।]

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এ আইনের ৩৫ ধারার নিরূপিত তারিখের পর যে

Digitized by Google

ভূমির মালগুজারী বাকী পড়ে তাহার উপর কিছু সুদ বা জরীমানার দাওয়া হইবেক না ইতি।

[নীলামের নিরূপিত দিবস।]

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাঁহারদের অধীন ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া প্রত্যেক জিলা বা প্রদেশের বিষয়ে প্রতিবৎসরে যেং নিশ্চিত তারিখে মহাল বিক্রয়ের দ্বারা তাহার ভূমির মালগুজারীর বাকী আদায়করণের কার্য্য আরম্ভ হইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন। এবং বোর্ডের সাহেবেরা ঐ নিরূপণকরা তারিখের সমাচার কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন। আরো প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা এই আইনক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের কাছারীতে এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও সদর মুনসেফের কাছারীতে ঐ সমাচার প্রত্যেক জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন। এবং যেং তারিখ ঐমত নিরূপণ হইবেক সেইং তারিখ ঐ বোর্ডের সাহেবেরা পূর্ব্বোক্তমতে ইশ্‌তিহার ও এত্তেলাদেওনের দ্বারা পরিবর্ত্ত না করিলে পরিবর্ত্ত হইবেক না। এবং ঐ ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা উক্তমতে প্রথমবার প্রকাশ হওনের পর যে বৎসরে নূতন তারিখ বা তারিখ সকল আমলে আসিবেক তাহার পূর্ব্বের মালগুজারীসম্বন্ধীয় বৎসর সমাপ্ত না হওনের অন্যূন তিন মাস পূর্ব্বে ঐমত ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং নীলামের নিমিত্ত যে প্রত্যেক দিবস নিরূপিত হয় তাহার অন্যূন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ ১৫ দিবসপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক কাছারী ও আদালতে ইশ্‌তিহার লট্‌কাওনের দ্বারা নিয়ত অন্য এক এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে কালেক্টর সাহেব যেং মহালে বাকী পড়িয়াছে এবং প্রত্যেকের উপর যত টাকা বাকী আছে তাহার সম্পূর্ণ বেওরা যত ব্যক্তি জানিতে চাহে তাহারদিগকে নিতান্ত দিবেন ইতি।

[জমা ধার্য্য না হওয়া দেশে ও বারাণসে বর্জ্জিত কথা।]

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ইস্তমরারী জমা যেং জিলাতে ধার্য্য হয় নাহি সেইং জিলায় এবং সুবে বারাণসে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার নিমিত্ত নীলাম করিতে হইলে প্রত্যেক নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে প্রাপ্ত না হওয়া গেলে কোন নীলাম হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

[বাকী এই কথার অর্থ।]

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্রকার সন ধরিয়া কোন মহালের বন্দোবস্ত ও কিস্তীবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মাসের সমুদয় কিস্তী অথবা কিস্তীর কতক অংশ সেই বৎসরের তৎপর মাসের প্রথম তারিখে যদি না দেওয়া যায় তবে ঐ না দেওয়া টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি।

[বাকীপড়া সকল জমীদারী নীলাম হইবেক।]

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত বর্জিত বিষয়ব্যতিরেকে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ে যে সকল ভূমির মালগুজারী বাকী থাকে তাহা ঐ নিরূপিত দিবসে অথবা পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার পর দিবস বা দিবসসকলে কালেক্টর সাহেবের অথবা নীলামের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের যে ক্ষমতা আছে সরকারহইতে সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকে তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ের পর খাজানার টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহাতে ঐ নীলামের সময়ে অথবা তাহার পরে নীলামের নিবারণ অথবা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

[কমীকরণ এবং জমাখরচে ভুক্তিয়া লওনের দাওয়া।]

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কমী বা মাফহওনের বিষয়ে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়া থাকে তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন দাওয়ার দ্বারা কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমাকরণের কোন কারণ বা অনুমানহওয়া কোন কারণের দ্বারা ঐ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎপ্রযুক্ত এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইতে পারিবেক না কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। এবং যাহাতে বাকীপড়া টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে এমত বাকীদারের টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনা বিরোধে কেবল বাকীদারের

Digitized by Google

নামে লেখা থাকে এবং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পর কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা ঐ মহালের নামে জমা করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন অথবা অপ্রচুর কারণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এবং এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ হইতে বা রদ হইবার যোগ্য হইতে পারে ইতি।

[বর্জিত বিষয়।]

৮ ধারা।

কিন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে এক এত্তেলানামাতে বাকী টাকার অথবা দাওয়ার প্রকার ও সংখ্যা বিশেষরূপে জিলার চলিত ভাষায় লেখাইয়া নীলামের তারিখ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পোনের দিনের কম না হয় এত পূর্ব্বে ঐ এত্তেলানামা কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে কোন কার্য্যকারকের দ্বারা নীলাম হইবেক তাঁহার কাছারীতে এবং ইশ্‌তিহার হওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকায় থাকে সেই সাহেবের কাছারীতে ও জিলার সমস্ত প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীন ও মনসেফদিগের কাছারীতে এবং এত্তেলানামাসম্বন্ধীয় জমীদারী বা জমীদারীর অংশ যে পোলীসের এলাকায় থাকে সেই এলাকার পোলীসের থানায় এবং জমীদারীর মালের কাছারীতে কি জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লটকাইয়া না দেওয়া গেলে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়া আদায়করণের কারণ কোন জমীদারী নীলাম হইবেক না। উক্ত যেং কার্য্যকারকের কাছারীতে ঐ এত্তেলানামা ঘোষণা হয় তাঁহারা একং রসীদ দিয়া ঐ ঘোষণাহওয়া জ্ঞাত করিবেন এবং জমীদারীতে প্রকাশহওনের প্রমাণ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত পেয়াদা বা অন্য ব্যক্তি দিবেক। এবং ঐ এত্তেলাতে ইহা জ্ঞাত করা যাইবেক যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিন সূর্য্যাস্তের পর বাকী বা দাওয়ার টাকা দেওয়া গেলে বা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহাতে নীলামের সময়ে বা তাহার পরে নীলামের নিবারণ বা ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না ইতি।

বিশেষতঃ প্রথম। ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া জমীদারীর বাকী অথবা সেই রূপ জমীদারী নীলামের দ্বারা যে বাকী আদায় করিতে হয় তাহা।

দ্বিতীয়। হালের অথবা তাহার পূর্ব্ব বৎসরের ছাড়া বাকী।

তৃতীয়। যে জমীদারী বিক্রয় হইবেক তাহাছাড়া অন্য জমীদারীর বাকী।

চতুর্থ। আদালতের কার্য্যকারকেরদের হুকুমক্রমে যে মহাল ক্রোক হইয়াছে তাহার বাকী।

পঞ্চম। তাগাবী বা পুলবন্দীর বিষয়ে পাওনা বাকী টাকা অথবা অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির রাজস্বের বিষয়ে না হইয়া ভূমির রাজস্বের বাকী আদায়করণের নিয়মানুসারে আদায় হইতে পারে তাহা।

Digitized by Google

[মালিকভিন্ন অন্য ব্যক্তির টাকা দেওন।]

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে বাকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ জমীদারীর বিষয়ে পাওনা মালগুজারীর বাকী টাকা কালেক্টর সাহেব আমানৎ স্বরূপ লইতে পারেন্ এবং যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ জমীদারীর মালিক ঐ বাকী টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ জমীদারীর হিসাবে জমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশের দখল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতথাকা কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপেলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া ঐ জমীদারী কিছু কালের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইতে হুকুম করিতে পারেন্। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা গিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ জমীদারীতে আমার যে সম্পর্ক তাহা নীলামের দ্বারা বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমি টাকা আমানৎ করিয়াছি তবে সে ঐ আমানতী টাকা সুদসমেত ঐ জমীদারীর মালিকের স্থানে আদায় করিতে পারিবেক ইতি।

[ওয়ার্ডসের এবং নাবালকের জমীদারী। রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হওয়া জমীদারী। আদালতের দ্বারা ক্রোকহওয়া জমীদারী।]

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তাবে জমীদারী থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী এক কি ততোধিক নাবালকমাত্রের সম্পত্তি হয় এবং উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি বা তাহারদেরি অর্শিয়াছে এবং তাহার বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা তাহার তত্ত্বাবধারণের ভার লন্ নাহি ঐ জমীদারী তাহার বা তাহারদের উত্তরাধিকারিত্বক্রমে হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ এক কি ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন এক জন সম্পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুমব্যতিরেকে

Digitized by Google

অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্ তাহা ক্রোক থাকন সময়ে বাকীপড়া মালগুজারীর নিমিত্তে নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে ক্রোক থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি।

[নীলাম ক্ষমা। বিশেষ নিয়ম।]

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্; এবং সেই প্রকারে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব কালেক্টর সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং কোন জমীদারীর বিষয়ে ক্ষমার হুকুম প্রাপ্তহওনের পর সেই জমীদারী নীলাম হইলে তাহা সিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমাকরণের কারণ কালেক্টর সাহেব অথবা কমিস্যনর সাহেব রীতিমত এক রুবকারীতে লিখিবেন। কিন্তু যদ্যপি নীলাম ক্ষমাকরণের ঐ হুকুম কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছনের পূর্ব্বে নীলাম হইয়া গিয়া থাকে তবে কমিস্যনর সাহেব নীলাম ক্ষমার যে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন তাহার দ্বারা ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেবের অথবা সরকারহইতে নীলাম করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছারীতে নীলাম সামান্যতঃ হইবেক কিন্তু যখন ভূমিসম্বন্ধীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বোধ হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবেরা ঐ কাছারীভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

[নীলাম বিলম্বকরণ।]

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে নীলামের নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে যদ্যপি কালেক্টর সাহেব কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক পীড়া কি পর্ব্ব অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন্ কিম্বা আরম্ভ

Digitized by Google

Digitized by Google

অশুদ্ধশোধন।

১৮৪১ সালের ১২ আইনের ১৪ ধারা অশুদ্ধহওয়াতে তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত ১৪ ধারা পাঠ করিতে হইবেক।

নীলামের ক্রম।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার নীলামের নিরূপিত দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের প্রথম নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এবং ঐমতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি ইতি।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

করিয়া যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন্ তবে তাহার পর দিবস রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিনপর্য্যন্ত ঐ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন্। এবং ঐরূপ বিলম্ব করণের কারণ রুবকারীতে লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও ঐ বিলম্ব করণের সমাচার ইশ্‌তিহারনামাতে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লট্‌কাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং এইরূপে যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ করিতে না পারেন্ সেইপর্য্যন্ত দিনদিন এপ্রকার কর্ম্ম করিবেন কিন্তু যদি এরূপে নীলাম বিলম্ব না হয় ও তাহা রুবকারীতে না লেখা যায় এবং তাহার সংবাদ না দেওয়া যায় তবে নীলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম নিয়ত হইবেক ইতি।

[নীলামের ক্রম।]

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার নীলামের নিরূপিত দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্‌টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের শেষ নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এবং ঐমতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্‌টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্য কারকের ক্ষমতা নাহি ইতি।

[খরীদের বায়নার টাকা।]

১৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে জমীদারী নীলাম হইলে যে ব্যক্তি ঐ জমীদারীর খরীদার নির্দ্ধারিত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা নীলাম শেষহওনের পর কালেক্‌টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন্ তাহার মধ্যে আপন তাকের সংখ্যার চতুর্থাংশ টাকা নগদ কি বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ দিবেক এবং ঐ বায়নার টাকা না দিলে ঐ জমীদারী তৎক্ষণাৎ নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি।

[খরীদের অবশিষ্ট টাকা।]

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ক্রেতা যে দিবসে জমীদারী খরীদ করে সেই দিবসের

Digitized by Google

পর ত্রিংশত্তম দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহার মূল্যের সমুদয় টাকা ঐ খরীদারের দিতে হইবেক। এবং যে দিবসে নীলাম হইয়া থাকে তাহা ঐ ত্রিংশত্তম দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি ঐ ত্রিংশত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন হয় তবে ত্রিংশত্তম দিবসের পর যে প্রথম দিবসে কাছারীতে কার্য্য হয় সেই দিবসে সমুদয় টাকা দিতে হইবেক। এবং যদি পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত দিবসে টাকা দিতে ত্রুটি করে তবে সেই সময়ে এবং তৎপরে যতবার ত্রুটি হয় ততবার বায়নার টাকা সরকারে দণ্ডস্বরূপ লওয়া যাইবেক এবং ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক এবং ত্রুটিকারি ক্রেতার ঐ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ তাহা যত টাকায় বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর কোন দাওয়া থাকিবেক না। এবং যে নীলাম শেষে সিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ত্রুটিকারি ডাকনিয়া যে মূল্যে ডাকিয়াছিল তাহাহইতে কম মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন এক হুকুমমতে তাহার স্থানে আদায় হইবেক এবং ঐ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়া বিক্রয়হওয়া জমীদারীর বাকীদার মালিকের নামে জমা হইবেক এবং যদি একবারের অধিক খরীদের টাকা দেওনে ত্রুটি হয় তবে ত্রুটিকারি ডাকনিয়ারা প্রত্যেক জন যত ডাকিয়াছিল তাহার সংখ্যা পর্য্যন্ত ঐ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণে এবং একেং দায়ী হইবেক কিন্তু এইরূপ যতবার পুনর্নীলাম হয় তাহা এই আইনের ৮ ধারার নির্দ্ধারিত এত্তেলা ও নিয়মানুসারে করা যাইবেক ইতি।

[নীলামের এত্তেলার পর রাইয়তের খাজানা দেওয়া স্থগিতকরণ।]

১৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন জমীদারী বিক্রয় হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারক আপন কাছারীতে এবং তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে যে মুনসেফ ও পোলীসের দারোগার এলাকা বা এলাকাসকলের মধ্যে ঐ জমীদারীর কোন অংশ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্তিহারনামা লটকাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ ইশ্তিহারনামাতে ঐ জমীদারীর রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে ইশ্তিহারের লিখিত তারিখ অবধি এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত ২১ ধারার নিরূপিত ইশ্তিহারের তারিখপর্য্যন্ত যে খাজানা দেনা হয় তাহারা তাহা না দেয় এবং ঐ দুই তারিখের মধ্যে তাহারা যত খাজানা দেয় তাহা জমীদারীর ক্রেতার হিসাবে তাহারদের নামে জমা হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

[আপীল।]

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণহওনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর দশম দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ঐ আপীল লইতে পারেন্ নতুবা লইতে পারেন্ না। এবং এই রূপে আপীল হইলে যদি কমিস্যনর সাহেব বোধ করেন্ যে এই আইনানুসারে হওয়া কোন জমীদারীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ব্বাহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন্ এবং যদি ভূম্যধিকারির ত্রুটিপ্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরীদারের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম দিবেন। ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা যত কাল গচ্ছিত ছিল তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সুদঅপেক্ষা অধিক হইবেক না। এবং এই মত গতিকে কমিস্যনর সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

[গবর্ণমেণ্ট জমীদারী ফিরিয়া দিতে পারেন্।]

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি এইমত বোধ করেন্ যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে আপীলের চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন্ এবং সেই বিষয় সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে পারেন্ এবং তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন্ এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট এমত গতিকে ঐ নীলাম রহিত করিতে এবং যে নিয়ম তাঁহার যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেই নিয়মে ঐ জমিদারী মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন্ ইতি।

[নীলাম যে সময়ে চূড়ান্ত হইবেক তাহা।]

২০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের ১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাব

Digitized by Google

হয় নাই সেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক। ঐ নীলামের দিবস ত্রিংশত্তম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপীল হইয়াছে এবং ঐ আপীল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস হয় তবে ঐ ডিসমিসের তারিখঅবধি তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

[অধিকারের নিদর্শন।]

২১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এবং সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে ক্রেতাকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দিবেন।

আমি অমুক জ্ঞাপন করি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইনক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি অর্থাৎ নীলামের দিবস এবং তাহার পরঅবধি আমলে আসিবেক।

অমুক কালেক্টর।

এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বিক্রয় হওয়া জমীদারীতে অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত নিদর্শনপত্র জ্ঞান হইবেক। এবং কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারী খারিজ দাখিল হওনের কার্য্য এক লিখিত ইশ্‌তিহারের দ্বারা আপনার কাছারীতে এবং যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে এবং জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবং নীলামের দিবসে যে সকল টাকা বাকী ছিল তাহা খরীদের টাকা লইয়া পরিশোধ করিবেন অথবা যদি পুনর্নীলামের দ্বারা ঐ নীলাম শেষে সম্পন্ন হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসে যে টাকা বাকী ছিল তাহা পরিশোধ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ জিলার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের নামে যে সকল পাওনা লেখা থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্রীত জমীদারীর রেজিষ্টরীহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকেরদের নামে আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহারদের রসীদদৃষ্টে নীচের লিখিতমতে ঐ টাকা দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত জমীদারীর অংশ ভিন্নং লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ লিখিত অংশমতে তাহারদিগকে টাকা

Digitized by Google

দিবেন কিন্তু যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অংশ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহা খরীদের সকলের দস্তখৎ করা একি রসীদদৃষ্টে মোট টাকা সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন। কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এবং পাওনা পরিশোধকরণের পর যদ্যপি খরীদের টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয়হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্ব্বে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন ঐ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয়া তাহার দাওয়া করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ আদালতের হুকুমভিন্ন এবং ঐ কর্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারীকরণভিন্ন ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এবং ক্রোককরণপূর্ব্বক তাহা ঐ ভূম্যধিকারিকে দিতে আটক হইবেক না। এবং যদ্যপি ঐ খরীদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোন গতিকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি তাহার পর ঐ নীলাম অন্যথাকরণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূম্যধিকারী যেপর্য্যন্ত সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় সেইপর্য্যন্ত সে আপনার ঐ ভূমির দখল পাইবেক না ইতি।

[বিনামী খরীদ।]

২২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্তু আপোসের দ্বারা ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে দেওয়া গিয়াছিল তবে খরচাসমেত নালিশ ডিসমিস হইবেক ইতি।

[নীলাম অন্যথাহওনের এত্তেলা।]

২৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি নীলাম অসিদ্ধ করেন্ তবে এই আইনের ২১ ধারায় যেরূপ নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্তহওনের সংবাদ দিতে হুকুম আছে সেইরূপ কালেক্টর সাহেব কি উপরের উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক অসিদ্ধ হওনের সংবাদ সর্ব্বত্র দিবেন। এবং খরীদার যে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও খরীদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ঐ টাকা দাখিলকরণের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে তাহাকে সুদ দেওয়া যাইবেক ইতি।

Digitized by Google

[খরীদার ওয়াসীলাতের দায়ী।]

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলামহওয়া জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকের সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি নীলামের দিনের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী হইবেক কিম্বা যদ্যপি পুনর্নীলাম হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসের পরঅবধি মালগুজারীর যত কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী খরীদার হইবেক ইতি।

[দেওয়ানী আদালতে যে হেতুতে ও যে নিয়মে নীলাম অন্যথা হইতে পারে তাহা। বিশেষ নিয়ম।]

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন আদালতে অন্যথা হইতে পারে যে এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ নীলাম হইয়াছিল। এবং যদি ঐ বিরুদ্ধ কর্ম্ম এই আইনের ১৮ ধারাক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা আপীলেতে বিশেষরূপে লেখা ও নির্দ্দিষ্ট না হইয়াছিল এবং এই আইনের ২০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন না। এবং কোন ব্যক্তি খরীদের টাকাহইতে কিছু টাকা গ্রহণ করিলে পর নীলাম বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবং আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম ঘটিত কোন কার্য্যে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্য্যেতে অথবা ত্রুটিতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপুরণের দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে নিষেধ হইল ইতি।

[নীলাম অসিদ্ধ হইলে টাকা ফিরিয়া দেওন।]

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে অসিদ্ধ হইলে খরীদের টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ

Digitized by Google

সুদের হারানুসারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

[বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে খাজানা বৃদ্ধিকরণ।]

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া জিলার কোন জমীদারীতে মালগুজারী বাকী পড়িলে ঐ বাকী আদায়ের নিমিত্ত এই আইনক্রমে বিক্রয়হওয়া ঐ জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারীতে যে সকল দায় সংযোগ করা গিয়া থাকে সে সকল রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরেকে ঐ জমীদারীর সমস্ত পাট্টাদার প্রজারদিগের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারে এবং সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না।

প্রথম। ইস্তমরারী বন্দোবস্তহওনের ১২ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে ভূমি ইস্তমরারী কি মোকররী পাট্টাক্রমে নির্দ্ধারিত খাজানাতে দেওয়া গিয়াছিল তাহা।

দ্বিতীয়। দশসনী বন্দোবস্তের সময়ের বর্ত্তমান যে পাট্টার বিষয়ে এমত প্রমাণ দেওয়া যায় নাহি অথবা দেওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার যোগ্য সে পাট্টা।

তৃতীয়। যেং খোদকস্তা অথবা কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা চলিত আইনের নিশ্চিত বিধানানুসারে যে খাজানা নিরূপণ হইতে পারে এইমত খাজানায় ভোগদখলকরণের অধিকার আছে তাহারদের ভূমি।

চতুর্থ। যেং ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্ম্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতুকয়লা প্রভৃতির আকরের নিমিত্ত কিম্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের আরাধনার স্থান কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত বা অন্যং সেই রূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃতার্থে মিয়াদী বা চিরকালের পাট্টাক্রমে উপযুক্ত খাজানায় দেওয়া গিয়া পাট্টার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে এইপর্য্যন্ত আসিতেছে সেইং ভূমি।

পঞ্চম। ভূমির সাবেক মালিক নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে ইজারা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাট্টাক্রমে দিয়াছিলেন এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেই ইজারা। কিন্তু সেই সময় প্রত্যেক গতিকে ইজারদারেরা কালেক্টর সাহেবকে এক লিখিত এত্তেলা দিবেন এবং তাহাতে ঐ ভূমি যে স্থানে আছে তাহা ও তাহার খাজানা ও তাহার পরিমাণ ও পাট্টার নিয়ম ও ইজারদারেরদের নাম লেখা থাকিবেক। এবং যদ্যপি

Digitized by Google

কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয় যে ঐ ইজারাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন্। এবং কালেক্টর সাহেব ইজারদারের স্থানে সেইরূপ এত্তেলা পাওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে আপনার কাছারীতে এক ইশ্‌তিহার লট্‌কাইয়া যে ইজারার বিষয়ে আপনার আপত্তি জানান সেই ইজারা এই প্রকরণের দ্বারা বর্জ্জিত হইবেক না। কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত ও রীতিমত রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টাক্রমে দেওয়া গেলেও এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দেওয়া গেলেও যদ্যপি তাহা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া যায় নাহি তবে মাল গুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে কোন জমীদারীর খরীদার আদালতে নালিশ করিয়া তাহা অন্যথা করিতে পারে ইতি।

[অন্য প্রকার পাট্টাদার।]

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ২৭ ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় যে জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইনক্রমে সেই জমীদারী বিক্রয় হইলে তাহার খরীদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল দায় তাহাতে সংযোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া সেই জমীদারী পাইবেক এবং প্রথমতঃ যে ব্যক্তি বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার স্থলাভিষিক্ত বা লিখনাদির দ্বারা তৎস্বত্বপ্রাপ্ত বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোক যেং নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছে তাহা এবং শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই প্রথম বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক প্রজাইত্যাদিরদিগকে যেং পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা এবং প্রথম বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যেং পাট্টাইত্যাদি রদ কি মতান্তর করিতে অথবা পুনর্নূতন করিয়া দিতে পারিত তাহা ঐ খরীদার রহিত ও রদ করিতে পারিবেক। কিন্তু বসতবাটী এবং তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের নালাইত্যাদির নিমিত্তে ভূমির যেং পাট্টা হইয়া থাকে যাবৎ কাল ঐ ভূমি ঐং কার্য্যে আইনে ও তাহার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া যায় তাবৎ কাল কখন সেইং পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে যাহারা ভূমি নীলামে খরীদ করে তাহারা যে পাট্টাদারের পাট্টা বা বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত হয় সেই পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে পূর্ব্বের মালগুজার যে খাজানা লইতে পারিত তাহারদের স্থানে তাহার বেশী লইতে পারে কিন্তু যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদিপ্রযুক্ত পূর্ব্বের মালগুজারেরা পূর্ব্বের নিরূপিত জমার কিছু কমী দেওয়াতে পাট্টাদার প্রজারা ওয়াজীবী জমাহইতে কম জমার পাট্টার অনুসারে ভূমি ভোগ করে কিম্বা এমত প্রমাণ

Digitized by Google

হয় যে ঐ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে অদনুসারে সেই পাট্টাদার প্রজাদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী কিম্বা আর কিছু তলব করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি।

[স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের সকল পাট্টা বজায় রাখিতে পারেন্।]

২৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যখন উপযুক্ত বুঝেন্ মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নিলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির তৎকালের অধিকারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমিসম্বন্ধীয় যে২ পাট্টা কিম্বা হস্তান্তর করণের পত্র দিয়া থাকে কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায় সংযোগ করিয়া থাকে সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্ যদি ইহা হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমিতে যে২ নিয়ম বহাল রাখণের হুকুম করেন্ সেই ভূমির লাট নীলামকরণের সময়ে কালেক্টর সাহেব সেই২ নিয়মের কথা সকল লোককে জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির বিষয়ে আর যে২ হুকুম করেন্ তাহাও প্রচার করাইবেন কিন্তু এই প্রকার নিয়মযুক্ত ভূমি নীলাম করণেতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি নীলামের তারিখপর্য্যন্ত ঐ ভূমির উপর মালগুজারীর যত টাকা বাকী হয় তাহার কম হয় কিম্বা সেই ভূমিতে ঐ২ নিয়মযুক্ত থাকিলে উত্তর কালে তাহার রাজস্ব পাওনের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক এমত বোধ হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ নিয়মযুক্ত ভূমির নীলাম এই আইনের ২০ ধারার নিরূপিত প্রকারে চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ নীলাম রদ করিতে এবং এই আইনের ২৭ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত বিষয়ের নিয়মব্যতিরিক্ত অন্য সকল নিয়ম ছাড়াইয়া পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পরে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত নীলামকরা ভূমি মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলামকরণের প্রয়োজন হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা হুকুম দিতে পারেন্ যে এই আইনের ২৭ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত বিষয় ব্যতিরেকে অন্য২ নিয়ম বর্জ্জিত করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত করিয়া সেই মহাল নীলাম করা যায়। এই দুই কল্পের প্রথম কল্প হইলে ঐ নিয়ম বর্জ্জিত নীলামেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা যদি নিয়মযুক্ত নীলামেতে পাওয়া মূল্যের টাকা হইতে অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের উপস্বত্ব বহাল রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন্ ইতি।

Digitized by Google

[রেজিষ্টরীহওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া শরীক বা ভূম্যধিকারীর দ্বারা জমীদারী ক্রয়হওন।]

৩০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বাঁটওয়ারা হইতেছে তাহার যে অংশিরা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এবং ৩৪ ধারাক্রমে আপনারদের অংশ নীলামহইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অংশিভিন্ন যদি কোন রেজিষ্টরীহওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্ তাহা আপন নামে অথবা বিনামে খরীদ করেন অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলাম হওনের পর পুনর্ব্বার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে তাহার পুনর্ব্বার দখল পান সেই ভূম্যধিকারী এবং জমীদারীর উপর যে বাকী পড়িয়াছে বা যে দাওয়া হইয়াছে তাহাছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্ত সেই জমীদারী নীলাম হইলে তাহার খরীদার ঐ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে জমীদারীর উপর যে সকল দায় সংযোগ হইয়াছিল সেই দায়সমেত তাহা পাইবেন এবং নীলামের সময়ে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক মালিকের যে স্বত্ব ছিল না তিনি এমত স্বত্ব পাইবেন না ইতি।

[বাকী খাজানা।]

৩১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে বাকী খাজানা পাওনা থাকে তাহা নীলামের পূর্ব্বে যে কোন রীতিক্রমে আদায় করিয়া থাকেন্ সেই রীতিক্রমে নীলামের পর তিনি আদায় করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন না ইতি।

[আদালতের অবজ্ঞা।]

৩২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেব অথবা নীলামের বিষয়ি কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা যে দফুরে কোন সময়ে কার্য্য করেন তাহাতে আপনার সাক্ষাৎ করা কোন অবজ্ঞার ২০০) দুই শত টাকার অনধিকপর্য্যন্ত জরীমানা করিতে পারেন এবং যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতে পারেন্ এবং পূর্ব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব যে মাজিষ্ট্রেট

Digitized by Google

সাহেবের নিকটে অপরাধিকে পাঠান তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারী করিবেন। কিন্তু এই ধারাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এবং তাঁহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

[টাকা দেওনের ত্রুটি।]

৩৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারায় যে বায়না করণের দ্বারা ডাক সিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য হইবেক ইতি।

[এ আইন যেখানে চলন হইবেক।]

৩৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের উভয় রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসের যে দেশ এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এবং দত্ত ও জয়করা যে দেশ সেইরূপে সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল সেই২ দেশে এই আইনের কার্য্য হইবেক এবং এই আইনের লিখিত কোন বিধি শহর কলিকাতা অথবা সিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ কি মলাকার বসতির ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

[যে তারিখঅবধি চলিবেক।]

৩৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪২ সালের ১ জানুআরি তারিখে এবং তাহার পর এই আইনের কার্য্য আরম্ভ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১১ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের বিধি স্পষ্টকরণার্থ আইন।

১ ধারা।

ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে আমদানীর সময়ে পীপাতে যত ওয়াইন শরাব ও শরাব রেজিষ্টরী হয় তাহাহইতে কিছু বাদ না দিয়া তাহারি উপর আমদানীর মাসুল নির্দ্ধার্য্য হইবেক। কিন্তু ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক গুদাম রাখনিয়া ব্যক্তির ঐ গুদামজাত বস্তুর বিষয়ে হাসিলের দফ্তরে হিসাবদেওন সময়ে ঐ ওয়াইন শরাব ও শরাব যত কাল গুদামজাত থাকে তত কাল বৎসরেং তাহার দশ ভাগের এক ভাগের হিসাবে ঝর্ত্তি বাদ দিয়া অবশিষ্টের উপর মাসুল দিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোন২ গতিকে মফঃসল আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমায় কলিকাতানিবাসি ব্যক্তি দিগের জামিন দেওয়া রহিত করণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারানুসারে মফঃসল আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমায় কলিকাতানিবাসি ব্যক্তিরদের জামিনদেওনের আবশ্যক হওয়াতে অনেক ক্লেশ হইতেছে এবং যেহেতুক ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে মফঃসল আদালতের হুকুমক্রমে কলিকাতার মধ্যস্থিত সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে এবং সেইরূপ জামিন আর লওনের আবশ্যক নাই।

অতএব হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

জুষ্টিস অফ দি পীসেরদের ক্ষমতাপন্ন হওনার্থ শপথকরণবিষয়ক আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক পীসের সনদক্রমে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরদের রীতিমত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার নিমিত্ত এখনপর্য্যন্ত যে নিয়মানুসারে শপথকরা উচিত বোধ আছে তাহাতে ক্লেশ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে পীসের সনদে যে সকল ব্যক্তি নিরূপিত ও নিযুক্ত হন্ তাঁহারা যে স্থানে ও যে স্থানের নিমিত্ত ঐ সনদ দেওয়া যায় সেই স্থানের কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে ঐ আদালতের বিচারক জুষ্টিস অফ দি পীস হউন কি না হউন তাঁহার সম্মুখে জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ত্তব্য শপথ করিলে ও তাহাতে দস্তখৎকরিলে ঐ সনদের মর্ম্মানুসারে সর্ব্ব প্রকারেজুষ্টিস অফ দি পীসের কার্য্য করিতে পারিবেন এবং যে আদালতে ঐ শপথ করাণ যায় সেই আদালতের রিকার্ডের মধ্যে ঐ দস্তখতী শপথপত্র গচ্ছিত করা ও রাখা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে প্রত্যেক জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবকে অন্য কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কার্য্যের যোগ্যতার শপথ করাইয়াছেন তিনি ঐ শপথকরণের সময়াবধি জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্ম করিতে রীতিমতে যোগ্য বোধ হইবেন এবং পূর্ব্বের জারীকরা অন্য কোন আইনের দ্বারা কিম্বা এই আইনের দ্বারা যেরূপে আদালতে শপথ করাওণের হুকুম হইয়াছে সেইরূপে যদিও শপথ আদালতে করেন্ নাই তথাপি তিনি কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন থাকিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ি কার্য্য সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎকরা হুকুমের দ্বারা আপীলহওয়া মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্ত প্রস্তুতকরণের এবং ঐ আদালতের ডিক্রী ও হুকুম জারীকরণের ভার ঐ রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন্ এবং আবশ্যক হুকুম দিতে এবং তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাধারণ আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধ্যনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহাকে ক্ষমতা দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় খরচার নিমিত্ত জামিন লওয়া আবশ্যক হইবেক না এবং ঐ উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে আইনের দ্বারা দেওয়ানী এবং ফৌজদারীবিষয়ক যে ক্ষমতা অর্পণ আছে তাহা উচিতমতে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্ত ঐ উভয় আদালত কার্য্যের যেং নিয়ম সময়ক্রমে আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্। এবং ঐ নিয়ম এইরূপে প্রস্তুত হইলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জ্ঞাপন করিতে হইবেক এবং ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহা মঞ্জুর করিলে এই আইনের মধ্যে তাহা লেখা থাকিলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

যুদ্ধসরঞ্জাম দেশান্তরে রফ্তকরণের আইনসকলের সংশোধনপূর্ব্বক একত্র করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক রাজধানীর নিমিত্ত যে সরকারী কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকদিগকে পরওয়ানা দেওনার্থ নিযুক্ত করিবেন তাঁহারদের পরওয়ানা না পাইয়া এবং উক্ত প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট ঐ রফ্তানীর বিষয়ে ঐ কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরদের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত যে সকল বিধি ও নিয়ম করিবেন তাহার মতাচরণ না করিলে সাধারণ ব্যক্তিরদের নিকটে নিজ ব্যবহারের নিমিত্ত যে অস্ত্রশস্ত্র থাকে তাহাব্যতিরিক্ত কোন অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ ইত্যাদি ও যুদ্ধ সরঞ্জাম কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য হইতে রফ্ত হইতে কিম্বা কোন প্রকারে লইয়া যাইতে পারিবেক না। এবং কোন ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে যে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা বারুদইত্যাদি কি যুদ্ধসরঞ্জাম রফ্ত করে বা করিতে উদ্যোগ করে কিম্বা উক্ত প্রকারে লইয়া যাইতে উদ্যোগ করে তাহা উক্ত প্রকারে পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরদের কিম্বা হাসিলের কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে জব্দ হইবেক এবং যে কোন ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্ত কর্ম্মকারকের পরওয়ানা না পাইয়া যে কোন ব্যক্তি ৫০ পৌণ্ড অর্থাৎ ॥৫ সেরের অধিক বারুদ কোন এক স্থানে কিম্বা দেড় ক্রোশের অনধিক অন্তরিত নানা স্থানে সংগ্রহ করে কিম্বা রাখে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার ঐ দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক। এবং উক্ত প্রকারে পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরদের কিম্বা হাসিলের কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে ঐ বারুদ জব্দ হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্ত কোন গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বোধ করিলে উপরের উক্ত প্রকার পরওয়ানাব্যতিরেকেও উক্ত প্রকার অস্ত্রশস্ত্র বারুদ ইত্যাদি ও যুদ্ধসরঞ্জাম কোন এক বা ততোধিক বন্দর হইতে রফ্তানীকরণের অনুমতি দিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায়রূপে দখল নিবারণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ব্যক্তিরা স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মরিলে এবং দান অথবা উত্তরাধিকারিত্বের দ্বারা স্বত্বের ভাক্ত দাওয়া হইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তগতহওয়াতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। এবং যেহেতুক এমত গতিকে অস্থাবর সম্পত্তির কি২ প্রকার তাহা নিশ্চয় করিয়া জানান দুঃসাধ্যপ্রযুক্ত এবং ঐ প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি এবং স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব অন্যায়রূপে লওনের সুযোগপ্রযুক্ত এবং জাবেতামত মোকদ্দমা কেবল ক্লেশ দেওনের নিমিত্তে দেরী হইলে ঐ দেরীপ্রযুক্ত এবং উত্তরাধিকারিরা বেদখল হইলে তাহারদের হকের বিষয়ে নালিশ করিতে অক্ষম হওনপ্রযুক্ত ঐ সম্পত্তির বলে বা ছলে দখল করিবার অনেক প্রবৃত্তি জন্মে। এবং যেহেতুক উক্ত নানা কারণেতে সমস্ত বিবাদির কথা শুননের পর জজ সাহেবের সরাসরী মোকদ্দমার ফয়সালাতে যেরূপে যথার্থ অধিকারের নির্ণয় হয় তেমনি উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে কেবল সম্পত্তির দখলহওয়াতে তাদৃশ যথার্থ অধিকারের নির্ণয় হইতে পারে না। অথচ ঐ সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে যে ব্যক্তি বেদখল হয় তদ্বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাহার প্রতি নিষেধ নাহি। এবং যেহেতুক উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে অন্যায়রূপে সম্পত্তির দখলকরণের যে নানা প্রবৃত্তি থাকে যদ্যপি ঐ সরাসরী মোকদ্দমাহওয়াতে তাহার অনেক নিবারণ হইতে পারে তথাপি ঐরূপ মোকদ্দমার কাল দেরীপ্রযুক্ত ঐ সকল প্রবৃত্তির বিশেষতঃ অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে প্রতিকার হইতে পারে না। এবং যেহেতুক যে স্থলে সম্পত্তির অন্যায়রূপে অধিকার বা ক্ষতি কি রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটি বিষয়ে সংশয়হওনের সম্ভাবনা হয় এবং যে স্থলে এক জন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিযুক্তকারি কার্য্যকারক সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া উপকারক বোধ করেন্ সেই স্থলে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কীয় সম্পত্তি লইয়া রাখিবার নিমিত্ত এক জন সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরা

Digitized by Google

বিহিত হইতে পারে। এবং যেহেতুক সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরণ অথবা সরাসরী মোকদ্দমাকরণের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্তক্ষেপকরণের উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে এবং কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা সাধারণ উপায় হইলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ইহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ যে ব্যক্তির দ্বারা বা যে ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া যায় তাহারা উক্ত প্রকার কার্য্যের বিষয়ের দাওয়া না করিলে উক্ত দুই প্রকারের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্তক্ষেপকরা অনিষ্ট হইবেক

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যখন কোন ব্যক্তি স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু রাখিয়া লোকান্তরগত হয় তখন যে কোন ব্যক্তি আপনাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঐ সম্পত্তির অথবা তাহার কোন অংশের স্বত্বের বিষয়ে দাওয়া করে সেই ব্যক্তি অন্য কেহ তাহা দখলকরণের পর অথবা বলপূর্ব্বক তাহা দখলকরণের সংশয় হইলে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ যে জিলার মধ্যে আছে বা থাকে তাহার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে প্রতিকারের দরখাস্ত করিতে পারে ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোখ্তারকার অথবা কুটুম্ব কিম্বা আত্মীয় ঐরূপ প্রতিকারের নিমিত্তে দরখাস্ত করিতে পারে অথবা উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বরূপে কোন নাবালক অথবা অযোগ্য কিম্বা অনুপস্থিত ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের সাহেবেরদের তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে তাঁহারা সেইরূপ প্রতিকারের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ দরখাস্ত যে জজ সাহেবের নিকটে করা যায় সম্পত্তির দখীলকার ব্যক্তি কিম্বা বলপূর্ব্বক দখলকরণের নিমিত্ত উদ্যোগি ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে কোন যথার্থ স্বত্ব আছে কি না এবং দরখাস্তকরণিয়ার অথবা যে ব্যক্তির পক্ষে দরখাস্ত হয় তাহার যথার্থ স্বত্ব আছে কি না এবং রীতিমতে মোকদ্দমাকরণের সামান্য উপায়মাত্র থাকিলে ঐ ব্যক্তির অতি ভারি ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে কি না এবং ঐ দরখাস্ত নিষ্কপটরূপে করা গিয়াছে কি না এই সকল বিষয়ে তিনি প্রথমতঃ ফরিয়াদীর প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং আপনার বিবেচনাক্রমে সাক্ষ্য ও দলীলদস্তাবেজের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য দৃঢ় প্রমাণ আছে কি না ইহা তত্ত্বকরিয়া দেখিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ বিশ্বাস যোগ্য প্রবল কারণ থাকনের বিষয়ে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ হইলে তিনি আসামীকে তলব করিবেন এবং ঐ সম্পত্তি কাহারো

Digitized by Google

দখলে নাই অথবা দখলের বিষয়ে বিবাদ আছে ইহার সংবাদ ইশ্‌তিহারের দ্বারা দিবেন এবং উপযুক্ত মিয়াদ অতীত হইলে দখলের স্বত্বের বিষয় সরাসরীরূপে নিশ্চয় করিবেন এবং তদনুসারে দখল দেওয়াইবেন পরন্তু পশ্চাৎ লিখিতমত ঐ বিষয়ের জাবেতামত মোকদ্দমা হইতে পারে কিন্তু জজ সাহেবের ঐরূপ হৃদোধ না হইলে ঐরূপ কার্য্য করিবেন না। এবং জজ সাহেব আসামীকে তলব করিবার নিমিত্তে যে তজবীজ আবশ্যক হয় তাহা সমাপ্ত করিলে বা না করিলে যদ্যপি তাঁহার নিকটে দরখাস্ত করা যায় তবে ঐ সম্পত্তির তালিকা লিখিবার নিমিত্ত এবং অগৌণে তাহাতে মোহরকরণের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে ঐ সম্পত্তির সাবধানরূপে রাখণের নিমিত্তে এক জন আমলাকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার দরখাস্ত এবং তজবীজের পর যদ্যপি এমত দৃষ্ট হয় যে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি অপহরণ অথবা ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে এবং দখীলকার ব্যক্তির স্থানে জামিন লওনের বিলম্বেতে অথবা ঐ জামিন অপ্রচুরহওয়াতে বেদখলহওয়া ব্যক্তি তাহার প্রকৃত স্বামী হইলে তাহার অত্যন্ত বিঘ্নহওনের সম্ভাবনা তখন জজ সাহেব পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতাবিশিষ্ট এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং তাহার বা তাহারদের স্বং সনদের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদপর্য্যন্ত তাহারদের ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে অথবা সেই নিষ্পত্তিক্রমে ঐ বস্তুর দখল মঞ্জুর হইলে অথবা অন্যকে দখল দেওয়া গেলে তাহারদের ক্ষমতার শেষ হইবেক। কিন্তু ভূমির বিষয় হইলে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবকে অথবা তাঁহার আমলাকে সম্পত্তিরক্ষকের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ এবং কোন সম্পত্তির বিষয়ে সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইলে তাহা রীতিমত ঘোষণা করিতে হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব হয় সাধারণরূপে অথবা দখীলকার ব্যক্তির জামিন না দেওয়াপর্য্যন্ত অথবা ঐ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত না হওয়াপর্য্যন্ত কিম্বা দখীলকার ব্যক্তির ঐ সম্পত্তির অপহরণ বা নষ্টকরণের নিবারণার্থ অন্য যে কোন উপায়ের আবশ্যক হয় তাহার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তিরক্ষককে ঐ সম্পত্তি তাহার দখলে লইতে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু দখীলকার ব্যক্তি জামিন দিলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে ঐ সম্পত্তি তাহার দখলে থাকিবার অনুমতি দিতে পারেন্ বা না পারেন্ এবং তাহার দখলে থাকিতে অনুমতি হইলেও সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করণের বিষয়ে অথবা দলীলদস্তাবেজ কি অন্য বস্তু নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম দিবেন তাহা সেই ব্যক্তি প্রতিপালন করিবেক ইতি।

Digitized by Google

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব ঐ সম্পত্তিরক্ষকের হস্তে যে কর্ম্ম অর্পণ করেন্ তাহা বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহকরণের বিষয়ে এবং পশ্চাৎ লিখিতমতে তাঁহার হস্তোধ প্রকার হিসাবদেওনের বিষয়ে তাহার স্থানে জামিন লইবেন এবং যে মেহ নতানা উচিত বোধ হয় তাহা ঐ সম্পত্তিহইতে লইতে হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু তাহা কোন গতিকে অস্থাবর সম্পত্তির অথবা স্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক উপস্বত্বের শতকরা ৫) টাকার অধিক হইবেক না। এবং অবশিষ্ট যত টাকা ঐ সম্পত্তিরক্ষক আদায় করে তাহা আদালতে দাখিল করিবেক এবং সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সময়ে যাহার দের স্বত্ব নির্ণয় হয় তাহারদের নিমিত্তে ঐ টাকা লইয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট ক্রয় করা যাইবেক। কিন্তু যদ্যপি সম্পত্তিরক্ষকের স্থানে নিয়ত যত শীঘ্র হইতে পারে জামিন লইতে হইবেক এবং যদ্যপি সাধ্যমতে ঐ সম্পত্তিরক্ষক তৎপরে যে সকল কর্ম্মেতে নিযুক্ত হয় সেই সকলের বিষয়ে জামিন সাধারণ খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক তথাপি জামিন লওনের বিলম্ব হইলেও ঐ সম্পত্তিরক্ষককে সেই পদের ক্ষমতা অগৌণে অর্পণ করিতে জজ সাহেবের প্রতি নিষেধ নাই ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সমুদয় কিম্বা কোন অংশ সরকারের করদারি ভূমি হইলে দখীলকার ব্যক্তিকে তলবকরা এবং সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরা এবং ঐ পদে বিশেষ ব্যক্তিকে মনোনীত করা উচিত কি না এই নানা বিষয়ে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের স্থানে এক রিপোর্ট চাহিবেন এবং এই ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের প্রতি ঐ রিপোর্ট দিতে হুকুম হইল। কিন্তু অত্যাবশ্যক হইলে জজ সাহেব প্রথমতঃ সেইরূপ রিপোর্ট না পাইয়া কার্য্য করিতে পারেন্ এবং সেই রিপোর্টানুযায়ি তাঁহার কার্য্য না করিলে নয় এমত নহে কিন্তু যদ্যপি তিনি ঐ রিপোর্ট না মানিয়া অন্য প্রকারে কর্ম্ম করেন্ তবে তিনি তাহার কারণ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যদি ঐ কারণে সম্মত না হন্ তবে জজ সাহেবকে কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টানুযায়ি কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ বা তাহার জওয়াব দেওনের বিষয়ে ঐ সম্পত্তিরক্ষক জজ সাহেবের সমস্ত আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবেক এবং ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিষয়ে সম্পত্তিরক্ষকের নামে মোকদ্দমাসকল উপস্থিত করা যাইতে পারে এবং তাহার জওয়াব দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সম্পত্তিরক্ষকের নিযুক্ত

Digitized by Google

হওনের সমদে দেনা ও খাজানা আদায়করণের বিশেষ ক্ষমতা দেওনের আবশ্যক হইবেক কিন্তু ঐ বিশেষ ক্ষমতা পাইলে সম্পত্তিরক্ষক ঐ ক্ষমতাপ্রযুক্ত যে সকল টাকা আদায় করে তাহার সম্পূর্ণ রসীদ দিতে পারিবেক ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পত্তিরক্ষকের জিম্মায় ঐ সম্পত্তি থাকনসময়ে জজ সাহেব ঐ বিষয়সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও বিভবের সরাসরী তজবীজ করিয়া যে ব্যক্তিরদের অধিকার আছে দেখা যায় তাহারদিগকে যে২ খরচ আবশ্যক বোধ হয় তাহা দেওয়াইবেন এবং আপনার বিবেচনামতে তাহারদের স্থানে এইমত জামিন লইবেন যে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে যদি ঐ ব্যক্তিরদের ঐ সম্পত্তিতে অধিকার নাই বোধ হয় তবে তাহারা ঐ টাকা সুদসমেত ফিরিয়া দিবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পত্তিরক্ষক সংক্ষেপে মাসিক হিসাব দাখিল করিবেক এবং যদ্যপি তাহার রক্ষকতার কার্য্য অনেক কাল থাকে তবে তিন২ মাসানন্তর সেইরূপ হিসাব দাখিল করিবেক পরে ঐ সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিলে যাহাতে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ হয় এমত আপনার কার্য্যের সবিশেষ হিসাব দাখিল করিবেক ইতি।

১২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ বিষয় সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তি উপরের লিখিত সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব দেখিতে পারিবেক এবং ঐ সম্পত্তিরক্ষক যে জমা খরচের হিসাব রাখে তাহার এক নকল রাখিবার নিমিত্ত ঐ বিষয়সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্র কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে। এবং যদি দৃষ্ট হয় যে কোন সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব বাকী পড়িয়াছে কিম্বা তাহাতে কিছু ভুল আছে বা তাহা সম্পূর্ণ না হয় অথবা জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে হিসাব দাখিল করিতে হুকুম করিলে যদি তাহা দাখিল না করে তবে এমত প্রত্যেক দোষের নিমিত্ত সে ব্যক্তি এক হাজার টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলার জজ সাহেব যখন কোন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করেন যদি মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করেন তখন ঐ রাজধানীর অধীন অন্য কোন জিলার জজ সাহেব অন্য কোন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কেবল কতক অংশের নিমিত্ত সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে তদ্দ্বারা সম্পত্তির অবশিষ্ট অথবা তাহার

Digitized by Google

অন্য কোন অংশের বিষয়ে অন্য সম্পত্তিরক্ষককে ঐ রাজধানীর মধ্যে নিযুক্তকরণের প্রতিবন্ধক হইবেক না। কিন্তু যে সম্পত্তির বিষয়ে এই আইনক্রমে সরাসরী মোকদ্দমা কোন জজ সাহেবের নিকটে পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে সেই সম্পত্তির বিষয়ে অন্য কোন জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে অথবা সরাসরী মোকদ্দমা শুনিতে পারিবেন না। এবং আরো হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির নানা অংশের বিষয়ে যদি ভিন্ন২ জজ সাহেবেরা দুই বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিয়া থাকেন্ তবে সমস্ত সম্পত্তির উপর এক জন সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরণের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে হুকুম বিহিত বোধ করেন্ তাহা দিতে পারেন্ ইতি।

---

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারিত্বের শক্তি ক্রমে দাওয়া হয় তাহার মরণের পর ছয় মাসের মধ্যে যদি উক্তমতে জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত না করা যায় তবে এই আইনানুসারে কার্য্য হইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সরকারের সহিত যে কোন বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহা এই আইনের সত্ত্যনুসারে উল্লঙ্ঘন হইবেক না। এবং মৃত ব্যক্তি আপনার উত্তরাধিকারির নাবালকীতে বা অন্য কোন গতিকে আপনার মরণের পর আপনার সম্পত্তির দখলের বিষয়ে আইনসিদ্ধ যে নিয়ম করিয়া যায় সেই নিয়মের বিরুদ্ধে এই আইন বলবৎ হইবেক না। কিন্তু এমত প্রত্যেক গতিকে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর যে জজ সাহেবের এলাকা থাকে তিনি সেইরূপ নিয়ম থাকন বিষয় নিশ্চয় অবগত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন রাজধানীর কোর্ট ওয়ার্ডসের দখলের বিঘ্ন জন্মাইবার নিমিত্ত এই আইন প্রবল হইবেক না এবং যে ব্যক্তির পক্ষে এই আইনানুসারে দরখাস্ত করা যায় সেই ব্যক্তি যদি নাবালক হয় অথবা অন্য প্রকারে অযোগ্য ব্যক্তি হয় এবং যদি তাহার সম্পত্তি কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীনে থাকে তবে জজ সাহেব দখীলকার ব্যক্তিকে তলব করিতে এবং সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে ঐ সম্পত্তিরক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাঁহারদের স্থানে পূর্ব্বোক্তমতে জামিন লইবেন না। এবং যদ্যপি সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে এমত দৃষ্ট হয় যে ঐ নাবালক অথবা অন্য অযোগ্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির নিতান্ত অধিকারী তবে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়া যাইবেক ইতি।

Digitized by Google

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দখীলকার ব্যক্তির তলবহওনের পূর্ব্বে বা পরে যে ব্যক্তির দরখাস্ত হেয় হইয়াছিল তাহার জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে অথবা এই আইনক্রমে যে ব্যক্তি বেদখল হয় তাহার ঐরূপ মোকদ্দমা করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

১৮ ধারা।

আরো হইতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে সরাসরীর মোকদ্দমাতে জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাতে প্রকৃত দখল নির্ণয়করণব্যতিরেকে আর কোন ফল হইবেক না। কিন্তু দখলের বিষয়ে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক এবং তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না এবং তাহা পুনর্বিচার করণের কোন হুকুম হইতে পারিবেক না ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট কোন এক কিম্বা ততোধিক জিলার নিমিত্ত সাধারণ সম্পত্তিরক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্। এবং এই আইনের পূর্ব্বের লিখিত নানা ধারাক্রমে যে সকল স্থলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ সেইং স্থলে জজ সাহেবের এলাকা থাকিলে তিনি ঐ সাধারণ সম্পত্তিরক্ষককে বা রক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার প্রকৃত সরহদ্দের মধ্যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যদি কোন ব্যক্তি মরে এবং ঐ আদালতের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কোন ব্যক্তির আইনমতে স্বত্ব আছে ইহা নির্ণয় করিতেং ঐ সম্পত্তির অপহরণ এবং ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে ঐ আদালত আপন ইক্লিসিয়াষ্টিকেল রেজিষ্টর সাহেবকে অথবা এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে ঐ সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে এবং তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং তাহা আমানৎ করিতে অথবা যেরূপে ও যে স্থানে ও যে জামিনক্রমে ও যে হুকুম ও নিয়মানুসারে ঐ আদালত উচিত বোধ করেন্ সেইরূপে ঐ টাকা অর্পণ করিতে ক্ষমতা ও হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাতক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৬ সেপ্টম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকার আদায় সুগমকরণের নিমিত্ত এবং মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে যাহারা আপনং কর্জা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাঁহারদের বেঝুঁকীহওনের নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক মৃত হিন্দু ও মুসলমান ও ব্রিটনীয় প্রজা নামে বিখ্যাত না হওয়া অন্য ব্যক্তিরদের যে টাকা পাওনা ছিল তাহা ঐং মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগকে যাহারা দেয় তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বেঝুঁকী রাখিবার নিমিত্ত এবং ঐ পাওনা টাকার দাওয়া এবং আদায় করিতে আইনমতে যাহার অধিকার আছে তাহার বিষয়ে সন্দেহসকল দূর করণের দ্বারা ঐ পাওনা টাকা আদায়ের সুগমকরা উচিত বোধ হইল

সর্টিফিকট বিনা পাওনা টাকা আদায় হইতে পারে না।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যদ্যপি আদালতের বিচারকের এমত বোধ না হয় যে পাওনা টাকা লইবার অধিকারী কে এই বিষয়ে উপযুক্ত সন্দেহ হওয়াতে দেনদার আপনার দেনা বাকী রাখিতেছে এবং চাতুরীর বা বিঘ্ন জন্মাইবার অভিপ্রায়ে বাকী রাখে নাহি তবে কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশের স্বত্বের যে ব্যক্তি দাওয়া করে সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত প্রকারের প্রাপ্ত সর্টিফিকট কিম্বা প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন যদি না দেখায় তবে মৃত ব্যক্তির দেনদারের দেনা তাহাকে দিতে কোন আদালতের বিচারক হুকুম করিতে পারেন না ইতি।

সর্টিফিকট পাওনের পথ।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোন অংশ যে জিনা বা

ক

Digitized by Google

প্রদেশের এলাকার মধ্যে থাকে তাহার জজ সাহেব এই আইনক্রমে সর্টিফিকট দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। দরখাস্তকারির যে প্রকার অধিকার থাকে তাহা আপন দরখাস্তে লিখিবেক পরে জজ সাহেব ঐ দরখাস্ত হইয়াছে এমত এত্তেলা দিয়া দাওয়াদারেরদিগকে আহ্বান করিবেন এবং দরখাস্ত শুনিবার নিমিত্তে কোন এক দিন নিরূপণ করিবেন এবং নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপরে যত শীঘ্র সুগম হয় সর্টিফিকট পাইবার অধিকার যাহার আছে তাহা নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে সর্টিফিকট দিবেন ইতি।

সর্টিফিকটের ফল।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সমস্ত দেনদারের স্থানে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির টাকা দাওয়া করণের অধিকার আছে ইহা জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে স্থির হইবেক এবং যাহাকে ঐ সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহাকে সমস্ত দেনদার আপনারদের দেনার টাকা দিলে তাহারদের উপর আর কিছু দাওয়া থাকিবেক না ইতি।

সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে জামিন লইতে হইবেক।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব যাহাকে সর্টিফিকট দিবেন তাহার আদায়করা টাকার হিসাব দাখিল করণবিষয়ে এবং সর্টিফিকটক্রমে আদায়হওয়া সমস্ত টাকা বা তাহার কতক অংশ যে ব্যক্তিরদের পাইবার অধিকার আছে তাহারদিগকে তাহা দেওনের বিষয়ে যেমত জামিন লওয়া উচিত বোধ করেন তাহার স্থানে সেইমত জামিন লইবেন। এবং সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে ঐ টাকা পাইবার অধিকারির দের যে ক্ষমতা আছে তাহা এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি।

জজ সাহেবের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক তাহা।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলকরণের দ্বারা ঐরূপ সর্টিফিকট দেওয়া স্থগিত হইতে পারে। ঐ সর্টিফিকট যাহাকে দেওয়া উচিত তাহা ঐ আদালতের সাহেবেরা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন অথবা সর্টিফিকট পাইবার

Digitized by Google

অধিকারের বিষয়ে অনুসন্ধানকরণের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব সর্টিফিকট দিলে পর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা দরখাস্ত পাইয়া ঐ জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট বাতিল করিয়া নূতন সর্টিফিকট দিতে পারেন্ এবং যাহাকে প্রথমে সর্টিফিকট দেওয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা বাতিলহওনের সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে যে টাকা আদায় করিয়া থাকে সেই টাকার বিষয়ে ঐ নূতন সর্টিফিকটের দ্বারা পুনর্ব্বার দাওয়া হইতে পারিবেক না। কিন্তু তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক যে প্রথম সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপন সর্টিফিকটক্রমে যে টাকা আদায় করিয়াছিল তাহা তাহার স্থানে দাওয়া করিয়া লইতে পারে ইতি।

সর্টিফিকটের দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহার সীমা।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার সকল স্থানে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ক্ষমতাপন্ন হইবেক এবং সেই সম্পত্তির বিষয়ে তাহার পরে যে কোন সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহা নীচের লিখিত গতিকভিন্ন সিদ্ধ ও প্রবল হইবেক না ইতি।

গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোট এবং ডিবিডেণ্ড।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্তমতে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোটের সুদ এবং ব্যাঙ্ক স্যার অর্থাৎ অংশ বা তাহার কোন ভাগের ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সুদের টাকা আদায় করিতে এবং উক্ত প্রকার নোটইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। আরো উক্ত সুদ অথবা ডিবিডেণ্ডের কোন ভাগ আদায় করিতে এবং উক্ত নোটইত্যাদির কোন ভাগ ক্রয়বিক্রয় করিতে তাহাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা বিশেষরূপে না লেখা হইলে ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা হইবেক না ইতি।

পূর্ব্বের সর্টিফিকটপ্রযুক্ত অন্য সর্টিফিকটক্রমে টাকা দেওয়া অসিদ্ধ।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে পরে

Digitized by Google

দেওয়া সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত এমত স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের বিষয় না জানিয়া পরের দেওয়া সর্টিফিকটধারি ব্যক্তিকে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের সর্টিফিকটের দ্বারা তাহার উপর কোন দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।

প্রোবেট কি লেটর্স দেওনের পর সর্টিফিকট রদহওনের বিষয়।

৯ ধারা।

এবং মৃত হিন্দু ও মুসলমান এবং যাহারা ব্রিটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত নহে তাহারদের সম্পত্তির বিষয়ে ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আড মিনিষ্ট্রেসন দেওনিয়া আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেলে পর যদি ঐ সম্পত্তির বিষয়ে কোন সর্টিফিকট দেওয়া যায় তবে তাহা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

প্রকৃতার্থে দেওয়া টাকা সিদ্ধ হইবেক।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে প্রোবেট কিম্বা লেটর্স অফ আড মিনিষ্ট্রেসন না দেওয়া গেলে সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত সেই স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে কেহ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের দেওয়া প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের দ্বারা তাহার উপর আর দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।

পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের পর প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকট দায়ি আদালতের এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে পর যদি সেই সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া যায় তবে ঐ প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের শক্তিতে মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় হইতে পারিবেক না এবং দেনদারেরা টাকা দিলে তাহারা বেঝুকী হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

প্রকৃতার্থে দেওয়া টাকা সিদ্ধ হইবেক।

১২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন সিদ্ধ হইত সেই স্থলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেলে সর্টিফিকট দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে ব্যক্তি টাকা দেয় তাহার উপর পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ টাকার বিষয়ে আর দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

এবং যেহেতুক মৃত ব্যক্তিরদের অসি এবং আডমিনিষ্ট্রেটরের যে কতকং ক্ষমতা এই আইনক্রমে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগকে অর্পণ হইয়াছে সেইং ক্ষমতা ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের মতে সংসারাধ্যক্ষ ব্যক্তিরদের প্রতি অর্পণ হইতে পারে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকট অথবা প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন নিতান্ত দেওয়া গেলে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির অথবা অসির কি আডমিনিষ্ট্রেটরেরদের ঐ আইন জারী না হইলে যে ক্ষমতা হইত সেই ক্ষমতানুসারে উক্ত আইনের দ্বারা নিযুক্ত সংসারাধ্যক্ষেরা কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু জজ সাহেব যে সংসারাধ্যক্ষকে পাওনা টাকা কিম্বা খাজানা আদায় করিতে ক্ষমতা দেন্ তাহাকে যে সকল লোক ঐ পাওনা টাকা অথবা খাজানা দেয় তাহারা বেঝুঁকী থাকিবেক এবং যে ব্যক্তি সর্টিফিকট পাইয়াছে তাহাকে কিম্বা অসিকে অথবা আডমিনিষ্ট্রেটরকে সংসারাধ্যক্ষ আপনার আদায়করা টাকা দিবার বিষয়ে দায়ী হইবেক ইতি।

হিন্দু ও অন্যেরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে দেওয়া প্রোবেট বা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের ফল।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনদেওনিয়া যে আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঐ আদালতের দেওয়া প্রোবেটইত্যাদি ব্রিটনীয় প্রজার সম্পত্তির বিষয়ে দেওয়া প্রোবেটইত্যাদির তুল্য বলবৎ হইবেক কিন্তু কেবল পাওনা টাকা আদায়ের নিমিত্ত এবং কর্জ পরিশোধকরণিয়া দেনদারেরদের বেঝুঁকী হইবার নিমিত্ত দেওয়া যাইবেক। কিন্তু এই আইনে যেপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বর্জ্জিত থাকিল ইতি।

Digitized by Google

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি সামান্যতঃ ব্রিটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত এমত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর এই আইনের কোন বিধি খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাতক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

স্থানবিশেষের ক্ষতিজনক ব্যাপারের নিবারণার্থ আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে সাধারণ লোকেরদের উপকার ও সুখের নিমিত্তে আবশ্যক হইলে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব পথ ও লোকেরদের ব্যবহৃত স্থান হইতে যে আইনী অবরোধকারি বস্তু ও ক্ষতিজনক বস্তু উঠাইয়া ফেলিতে পারেন্ এবং যে ব্যবসায় অথবা ব্যাপারের দ্বারা সাধারণ লোকেরদের স্বাস্থ্য কি সুখের ব্যাঘাত হইতেছে তাহা রহিত করিতে অথবা অন্য স্থানে লইয়া যাইতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং তাঁহার বোধে যাহাতে আগুন লাগনের সম্ভাবনা আছে এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণের এবং শীঘ্র জ্বলনশীল বস্তু রাখণের নিবারণ করিতে পারেন্ এবং যে গৃহ এমত জীর্ণ হইয়াছে যে তাহা পড়িবার সম্ভাবনাতে তাঁহার বোধে লোকেরদের প্রতি সঙ্কট হইতে পারে এমত গৃহ উঠাইয়া লইয়া যাওনের হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি উপরের ধারার দ্বারা যে ক্ষমতা অর্পণ হইল তদনুসারে কার্য্য করত তিনি প্রথমতঃ তদারক করিবেন যে এই আইনমতে উদ্যোগকরণের আবশ্যক আছে কি না ইহা নিশ্চয় করিলে পর তিনি নিষেধের হুকুম করিবেন এবং সাধ্য হইলে ঐ হুকুম ঐ বিষয়সম্বন্ধীয়ব্যক্তিরদের উপর জারী হইবেক। কিন্তু যদি ঐরূপ জারীকরা অসাধ্য বা তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয় তবে ঐ হুকুম জোবানীতে ঘোষণা করা যাইবেক এবং যে স্থানে বা স্থান সকলে ইশ্তিহার দিলে তৎসম্বন্ধীয় ব্যক্তিরদের নিকটে তাহার সংবাদ শীঘ্র পঁহুছিতে পারে সেই স্থানে তাহার লিখিত ইশ্তিহার দিতে হইবেক। এবং যদ্যপি সেই নিষেধের হুকুম প্রতিপালন না হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলপূর্ব্বক তাহা প্রতিপালন করাইতে পারেন্ এবং প্রতিপালন না হইলে ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা অথবা এক মাসের অনধিক মিয়াদে পরিশ্রম ভিন্ন কয়েদের সাস্তি করিতে পারেন্। এবং যে দ্রব্য বা গৃহের দ্বারা ক্ষতি বা সঙ্কটের সম্ভাবনা তাহা উঠাইয়া দিতে কিছু

Digitized by Google

খরচকরণের আবশ্যক হইলে ঐ খরচ পোষাইবার নিমিত্তে ঐ দ্রব্য অথবা তাহার সরঞ্জাম নীলাম করিতে পারেন্ এবং যদি তাহাতে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা তাহার মালিককে দিবেন। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এইমত ক্ষমতা দেওয়া গেল যে কোন সরকারী রাস্তার নিকটে পুষ্করিণী অথবা কূপের মালিককে যাহাতে তদ্দ্বারা সাধারণ লোকেরদের সংশয় দূর হয় এমত তাহা ঘিরিয়া রাখিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ হুকুম প্রতিপালন না হইলে উপরের উক্ত জরীমানার হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নিষেধের হুকুম অথবা লিখিত ইশ্‌তিহারের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় সে যদ্যপি তাহার বিষয়ে আপত্তি করে তবে যুক্তিসহ সাধ্য হইলে দশ দিনের মধ্যে নতুবা ঐ নিষেধ পাওনের পর অথবা ঐ এত্তেলা ঘোষণাহওনের পর দশ দিনের অধিক যত অল্প কাল যুক্তিসিদ্ধ হয় তত কালের মধ্যে লিখিত দরখাস্তের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এমত দাওয়া করিতে পারে যে ঐ বিষয়ের বিবেচনা ও নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্তে এক জুরি অথবা এক পঞ্চাইত নিযুক্ত হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ দরখাস্ত পাইলে জুরি অথবা পঞ্চাইত নিযুক্ত করিতে হুকুম দিবেন। তাহাতে অন্যূন ৫ পাঁচ জন থাকিবেক এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ স্থানের চারি দিগের ব্যক্তিরদের মধ্যহইতে পঞ্চাইতের সভাপতি এবং দুই জন মনোনীত করিবেন এবং অপর দুই জনকে দরখাস্ত করণিয়া ব্যক্তি মনোনীত করিবেক। এবং ঐ তজবীজ যত কাল হয় তত কাল মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার হুকুম অথবা ইশ্‌তিহার জারীকরা মৌকুফ রাখিবেন পরে ঐ জুরির নিষ্পত্তির অনুসারে কার্য্য করিবেন এবং জুরির অধিকাংশ ব্যক্তির মত জুরির মত জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যদি দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তির ত্রুটিতে বা অন্য কোন কার্য্যে ঐ জুরি অথবা পঞ্চাইত নিযুক্ত না হয় অথবা ঐরূপ নিযুক্তহওয়া জুরিরা তাহারদের নিযুক্তকরণের হুকুমনামাতে যে উপযুক্ত মিয়াদ নিরূপিত হইবেক তাহার মধ্যে কোন কারণপ্রযুক্ত যদি নিষ্পত্তি এবং রিপোর্ট না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ হুকুমের দ্বারা তাহারদের ঐ পদ আরো অধিক কাল বজায় না রাখিলে ঐ মিয়াদ সমাপ্তহওনের তারিখঅবধি তাহারদের পদ রহিত হইবেক। এবং যদ্যপি উপরের উক্ত কোন কারণপ্রযুক্ত জুরি অথবা পঞ্চাইতের দ্বারা কোন নিষ্পত্তি না হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের প্রতি আপত্তি না হইলে যেমতে জারী হইত সেইমতে তাহা জারী হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অন্যং হুকুমের উপর নানা

Digitized by Google

রাজধানীর আইনানুসারে যেরূপ আপীল হইতে পারে সেইরূপ এই আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমস্ত হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে এই আইনের ব্যবহার হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২৭ সপ্তবিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৮ আক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ অংশের দাওয়া না হয় তাহা বিলি করিয়া দেওনের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক নানা রাজধানীতে যোত্রহীন কর্জদারদিগের উপকারার্থ আদালতসকলের আজ্ঞাক্রমে যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে ডিবিডেণ্ডের দাওয়া হয় নাই এমত নানা ডেবিডেণ্ড মধ্যে২ ঐ যোত্রহীনেরদের আদালতের এস্ক্বৌণ্টেণ্ট জেনরলের জ্ঞাতসারে যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির আসৈনিরা ঐ প্রত্যেক রাজধানীতে কোম্পানি বাহাদুরের এস্ক্বৌণ্টেণ্ট জেনরল ও সব ত্রেজরর সাহেবকে অর্পণ করিয়া ঐ যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে মহাজনেরা তফসীলে নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহারদের নামে জমা করিয়াছেন এবং যেহেতুক দাওয়া না হওয়া ডিবিডেণ্ডের কি তাহার কোন অংশের বিষয়ে উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে কোন দাওয়া সাব্যস্ত না হইলে ঐ যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে মহাজনেরা আপনারদের দাওয়া সাব্যস্ত করিয়াছে তাহারদের মধ্যে ঐ ডিবিডেণ্ড বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ ডিবিডেণ্ড উক্ত প্রকারে এস্ক্বৌণ্টেণ্ট জেনরলকে অর্পণ হইলে পর ছয় বৎসরের মধ্যে যদি তাহার কিম্বা তাহার কোন অংশের উপর কোন দাওয়া সাব্যস্ত না হয় তবে যোত্রহীনেরদের আদালত ঐ টাকা আসৈনিরদিগকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ যোত্রহীনদিগের সম্পত্তির উপর যে মহাজনেরা আপনারদের দাওয়া সাব্যস্ত করিয়াছে তাহারদের মধ্যে আসৈনিরা ঐ টাকা বিলি করিয়া দিবেন এবং ঐ দাওয়া ঐ তফসীলহইতে উঠাইয়া ফেলিতে হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু তৎপরে যে কোন ব্যক্তি আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করে উত্তর কালে যে কোন সম্পত্তি আসৈনি সাহেবের হাতে আইসে এবং ঐ যোত্রহীনের সম্পত্তির উপর যে সকল ডিবিডেণ্ড দিতে হুকুম হয় তাহাহইতে ঐ ব্যক্তির আপন অংশ পাইবার যে অধিকার আছে তাহা এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার দাওয়া না হওয়া ডিবিডেণ্ডের এক কৈফিয়ৎ নীচের লিখিত প্রকারে ঘোষণা না হইলে এই আইনানুসারে উক্ত প্রকার দাওয়া না হওয়া ডিবিডেণ্ড কোন সময়ে বণ্টন হইবেক না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তমতে বণ্টন করিয়া দিবার এক বৎসর অন্যূন পূর্ব্বে এক কৈফিয়ৎ প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তিনবার ইঙ্গরেজী ভাষায় এবং দেশীয় এক বা ততোধিক ভাষায় প্রকাশ হইবেক। এবং যেং ব্যক্তির দাওয়ার সম্পর্কে ঐ ডিবিডেণ্ড গচ্ছিত আছে তাহারদের নাম ও তফসীলের লিখিত তাহার বিষয়ের অন্যং বিবরণ এবং সেই দাওয়ার সংখ্যা ঐ কৈফিয়তে থাকিবেক। এবং তাহাতে আরো লেখা থাকিবেক যে তাহার সম্পর্কে পূর্ব্বে কোন এক বা ততোধিক ডিবিডেণ্ড দেওয়া গিয়াছে কি না এবং যে প্রাপ্য টাকাপ্রযুক্ত কোন ডিবিডেণ্ড দেয় হইয়াছে তাহার বিষয়ে কোন প্রমাণ কোন সময়ে দেওয়া গিয়াছে কি না। কিন্তু যে পাওনার সম্পর্কে ঐ ডিবিডেণ্ড দেয় হইয়াছে এইমত পাওনার দাওয়া যে গতিকে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে সাব্যস্ত করে নাই কেবল সেই গতিকে এই আইনের ক্ষমতানুসারে ঐ টাকার ডিবিডেণ্ড হইয়া মহাজনেরদের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি দৃষ্ট হয় যে কোন যোত্রহীন ব্যক্তির আপন ঘরের কোন চাকরের মাহিয়ানা বাকী থাকে তবে উক্ত আদালত ঐ ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করণের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে ঐ যোত্রহীনেরদের সম্পত্তিহইতে ঐ চাকরেরদের মাহিয়ানা দিবার হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু সর্ব্বসুদ্ধ ছয় মাসের অধিক মাহিয়ানা দিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ১৮৪৩ সালের ১ জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে জারী হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২৮ অষ্টাবিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৫ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ কোলকে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৯ সালের ২৩ আইন সৈন্যের সমভিব্যাহারি ব্যক্তিরদের বিষয়ে চলন করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে যে গতিকে অপরাধি ব্যক্তি সিপাহী হইলে ১৮৩৯ সালের ২৩ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় সেই গতিকে যে কোন অপরাধী কোম্পানি বাহাদুরের এদেশীয় সৈন্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হওয়া যুদ্ধবিষয়ক আইনের অধীন হয় অথচ সনদ প্রাপ্ত সেনাপতি না হয় সেই অপরাধী ঐ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক এবং অন্য প্রকারেও আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক এবং এই আইনানুসারে যে অপরাধিরা কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ২ আইন খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২৯ ঊনত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মোকদ্দমা অথবা আপীল চালাওনের ত্রুটিকরাতে তাহা ডিসমিসকরণের বিষয়ে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজের যেং আইন সম্পর্ক রাখে তাহা সংশোধনকরণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোন আদালতে কোন সময়ে যদি ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত মোকদ্দমা বা আপীল চালাইতে ত্রুটি করে তবে সেই মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হইবেক এবং মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিসকরণের পূর্ব্বে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্টকে কিছু এত্তেলা দিবার আবশ্যক হইবেক না। যদি বিশেষ দরখাস্তক্রমে অধিক মিয়াদ দেওয়ার বিষয়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মোখ্তারকার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না পাইয়া থাকে তবে আদালতের অথবা আসামীর কি অন্য কাহারো কোন কর্ম্ম করণব্যতিরেকে এবং কারণ না দর্শাইয়া ঐ মোকদ্দমা বা আপীল কাযেং ডিসমিস হইবেক। এবং আদালত যদি কোন গতিকে অধিক মিয়াদ দেন্ তবে অধিক মিয়াদ দেওনের কারণ বিশেষ করিয়া রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন কিন্তু অধিক মিয়াদের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে তাহার কারণ বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোকদ্দমা বা আপীল উক্ত ধারানুসারে ডিসমিস হইলে আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট মোকদ্দমার বা আপীলে যে সকল খরচ পত্র করিয়া থাকে তাহা আদালত তাহাকে দেওয়াইয়া দিবেন কিন্তু যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের প্রতি সময়ের খেলাফপ্রযুক্ত অথবা আপীলের মিয়াদপ্রযুক্ত প্রতিবন্ধক না থাকে অথবা ডিসমিসহওয়া মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিতকরণ এবং তাহা ডিসমিসহওন প্রযুক্তভিন্ন অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হওয়াতে নূতন মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিতকরণের কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং ঐ মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিসহওয়াতে মোকদ্দমার মিয়াদের আইনক্রমে সময়ের খেলাফ নিবারণ হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ এবং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৬ আইনের ২৬ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইল এবং এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারার বিধির অনুসারে যে হুকুম হয় তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না কেবল ত্রুটি নিতান্ত হইয়াছে কি না এই বিষয়ের সরাসরী আপীল হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাতক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৩০ ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের কোন২ আদালতে যথার্থ বিচারের বাধা নিবারণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে যথার্থ বিচারের যে বাধা হয় তাহা নিবারণের প্রচুর বিধান নাহি অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন উপরিস্থ বা নীচস্থ আদালতের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তি ভয় দর্শাওনের অঙ্গভঙ্গীর কিম্বা কথার দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে যথার্থ বিচারের বাধা জন্মায় সেই সকল ব্যক্তি সামান্যতঃ কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের অধীন হউক কি না হউক যে কার্য্যকারকের বিচারের বাধা জন্মায় তাঁহার দ্বারা তাহারা ২০০৲ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক কিম্বা ঐ জরীমানা না দেওয়া গেলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক। কিন্তু এইমত গতিকে যে কার্য্যকারক জরীমানা করেন্ তাঁহার নিষ্পত্তির উপর অন্য২ মোকদ্দমাতে যে কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর কার্য্যকারক আপীল শুনিতে আইনমতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার নিকটে এক মাসের মধ্যে ঐ দণ্ডের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে। এবং উপরের উক্ত যে কোন গতিকে এই আইনের পূর্ব্বে নালিশ হইতে পারিত সেই২ গতিকে যে আদালতে অপরাধ হইয়াছিল সেই আদালতে অপরাধির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধীন কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের নিমিত্ত এই আইনের কোন বিধি থাকিতেও ঐ সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইতে পারে কিন্তু অন্য গতিকে হইতে পারে না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরা অথবা উক্ত কোন কার্য্যকারকেরদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্য

Digitized by Google

কারক সাহেবেরা কিম্বা কালেক্টর সাহেবেরা অথবা কালেক্টর সাহেবেরদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকেরা উপরের উক্ত প্রকারে বাধাকরণিয়া ব্যক্তির ২০০) টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন্ এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধি ব্যক্তিকে এক মাসের অনধিক মিয়াদে দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ করিতে পারেন্। কিন্তু অন্যং মোকদ্দমাতে উক্ত কার্য্যকারকেরদের হুকুমের উপর যেমত আপীল হইতেছে সেইমত উক্ত সকল গতিকেও ঐ কার্য্যকারকেরদের হুকুমের উপর উপরিস্থ রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্ত আপীল হইতে পারে এবং এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের হুকুম এবং উক্ত কার্য্যকারকেরদের দণ্ডের হুকুম মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে চলিত নিয়মমতে দরখাস্ত হইলে তাঁহার দ্বারা জারী হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪২ ধারা এবং ৭৪ ধারার নিয়মান্তরের কথা এবং ১৮২৫ সালের ১২ আইনের ৫ ধারার ২।৩ প্রকরণ এবং ৬ ধারা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৩১ একত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২০ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ফৌজদারী আপীলের বিষয়ি এবং ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা ও হুকুম শুধরিবার বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের বিধান সংশোধনকরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ফৌজদারী আপীলের বিষয়ি এবং ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা ও হুকুম শুধরিবার বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের বিধান সংশোধনকরা উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে আপীলের বিষয়ে এবং উপরিস্থ আদালতের দ্বারা অধস্থ আদালতের দণ্ডাজ্ঞা শুধরিবার বিষয়ে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা ও কার্য্যের সহিত বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের যে২ ভাগ সম্পর্ক রাখে তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট অথবা সদর আমীন অথবা পণ্ডিত কি মৌলবী অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন অন্য যে কোন কার্য্য কারক ফৌজদারী বিষয়ের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন তিনি ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ও ৯ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ এবং ৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের সীমার মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমাছাড়া আদালতসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন্ তাহার উপর মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের নিকটে ঐ দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুমের তারিখের পর এক মাসের মধ্যে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্ট কিম্বা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ও ৯ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ ও ৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের

Digitized by Google

সীমার বহির্ভূত ফৌজদারী মোকদ্দমায় অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমাছাড়া আদালত সম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন্ তাহার উপর পূর্ব্বোক্তমতে এক মাসের মধ্যে সেশন জজ সাহেবের নিকটে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং সেশন জজ সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম করেন্ তাহার উপর তিন মাসের মধ্যে সদর নিজামৎ আদালতে এক আপীল করিতে অনুমতি হইল। এবং এই আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট গতিকভিন্ন ঐ আপীলের উপর যে২ দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা নিয়ত অধস্থ কোন আদালতের ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব করিতে পারেন্ এবং তাহার বিষয়ে যে২ হুকুম উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমা সদর নিজামৎ আদালত এরূপ তলব করেন্ সেই মোকদ্দমায় ঐ আদালত অথবা যে আপীল কোন ফৌজদারী আদালতে হয় তাহাতে ঐ আদালত হুকুমহওয়া দণ্ড বেশী করিতে পারেন্ না অথবা যে ব্যক্তি অধস্থ আদালতের দ্বারা নির্দ্দোষী হইয়াছিল তাহার দণ্ড করিতে পারেন্ না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেশন জজ সাহেব এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব নিয়ত আপন২ আদালতের অব্যবহিত অধীন কোন আদালতের কার্য্য নিয়মমত হইতেছে কি না ইহা সুবোধরূপে নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত ঐ২ আদালতের রোয়দাদ তলব করিয়া তজবীজ করিতে পারেন্। কিন্তু নিজামৎ আদালতের তুল্য আদালতব্যতিরিক্ত অন্য কোন আদালত অধস্থ কোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুমের উপর তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা এই আইনের বিধানানুসারে রীতিমত আপীল না করিলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা বা হুকুমের অন্যথা করিতে পারেন্ না ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সেশন জজ সাহেব যে দণ্ডের হুকুম দিতে পারেন্ তাহা আসামীর অপরাধের তুল্য নয় বোধ করিলে তিনি ঐ মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিপরীত কোন বিধি থাকিতেও তাহার নিষেধ হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে তাহার দ্বারা ১৮৩৭ সালের ২৪ আইনে এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের অন্যং ভাগে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যে ক্ষমতা ও কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা মতান্তর হইল অথবা তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাতক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ১০ জানুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

শহর কলিকাতার মধ্যে আফীন ও অন্যান্য নেশাজনক সামগ্রী বিক্রয়ের বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়মকরণের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল আইন ও বিধানের দ্বারা পাট্টাবিনা শহর কলিকাতার মধ্যে মাদক সামগ্রী বিক্রয়ের নিষেধ আছে এবং ঐ পাট্টাদেওনের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তাহার নিয়ম উলঙ্ঘনকরণের অথবা সেইরূপ পাট্টা না পাইয়া মাদক সামগ্রী বিক্রয় করণের দণ্ড নিরূপিত আছে সেই সকল আইন ও বিধান শহর কলিকাতার মধ্যে আফীন ও অন্যান্য নেশাজনক দ্রব্য বিক্রয়ের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২৮ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন২ ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তর পশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইযাছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আইনকরণের ক্ষমতাভিন্ন যে২ ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং আরো হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি এচ মাডক্।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ১৮৪২ সালের ২২ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এবং ঐ সম্মতি পাঠ হইয়া রোয়দাদের মধ্যে লেখা গিয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

অস্থাবর বস্তু চুরীর অপরাধভিন্ন কোন২ ক্ষুদ্র চুরীর বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ২১ আইনের বিধি খাটাইবার আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে যে ক্ষুদ্র চুরী অস্থাবর সম্পত্তির চুরীর অপরাধের মধ্যে গণ্য নহে তাহা করিয়াও অপরাধিরদের দণ্ড হয় নাই এবং দণ্ড না হওয়াতে অনেক২ গতিকে সম্পত্তির বিঘ্ন হইতেছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত যে২ গতিকে চুরীহওয়া বস্তু ২০৲ টাকা মুল্যের ঊর্দ্ধ নহে সেই২ গতিকে ১৮৩৯ সালের ২১ আইন খাটিবেক অর্থাৎ কোন বড় বা ছোট জাহাজ বা কোন প্রকার নৌকা হইতে কিম্বা কোন গুদী বা ঘাট কি পোস্তাহইতে কোন জিনিস বা বাণিজ্যদ্রব্য চুরী করণ এবং কোন চাকর আপন মুনিবের অথবা মুনিবের দখলে কি অধীনে কোন দ্রব্য বা টাকা চুরীকরণ অথবা অন্য ব্যক্তির শরীরহইতে কোন জিনিস বা টাকা চুরীকরণ ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮৪২ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

তরজমা করণবিষয়ক বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের কোনং বিধি রদকরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিমিত্তে রুবকারী এবং অন্যান্য কাগজপত্র তরজমাকরণের নিমিত্তে যে বেতন দেওয়া যায় তাহার হারের বিষয়ি যে বিধি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৩ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা মতান্তরকরণ আবশ্যক বোধ হইল।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৩ ধারা রদ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Received 5 October 1842

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

নানা রাজধানীর উপরিস্থ আদালত পূর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চয় ও সুগমরূপে আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করণের বিষয়ি আইন।

ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ১৮৪১ সালের ১৯ ও ২০ আইনের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই সকল ক্ষমতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর উপরিস্থ দেওয়ানী আদালতেরদের হইবেক এবং উত্তর কালে যেং আইন সকল রাজধানীর দেশে চলন হয় সেই সকল আইনের মধ্যে "সদর আদালত" এই কথা লেখা থাকিলে তাহা সকল রাজধানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারীর সর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থ আদালত বুঝাইবেক এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

কলিকাতা শহরের বাহিরে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন সাধারণ লোকের দের গমনাগমনের কোন স্থানের অথবা কোন বাসস্থানের নিবাসিরদিগকে সাধারণের স্বাস্থ্য ও উপকারের বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর দুই গবর্ণমেণ্টের কোন এক গবর্ণমেণ্টের যদ্যপি এমত বোধ হয় যে ঐ রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন শহর কি শহরতলী কি বসতি কি সাধারণ লোকেরদের গমনাগমনের স্থানের ও নিবাসের গৃহস্থেরদের তিন অংশের দুই অংশ ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তা বা পথ বা নরদমা কি পুষ্করিণী মেরামৎ ও পরিষ্কারকরণের ও তাহাতে আলো দেওনের ও জলপথ করণের অথবা চৌকী দেওনের নিমিত্ত কিম্বা সেইরূপ অন্য কোন স্থানবিশেষের কার্য্যের নিমিত্তে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় করিতে চাহে তবে উপরের লিখিত সেই স্থান যে গবর্ণমেণ্টের অধীন সেই গবর্ণমেণ্ট নীচের লিখিতমতে তাহার হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্ট উক্ত গৃহস্থেরদের স্থানে অথবা তাহারদের পক্ষে উক্ত অভিপ্রায়ের বিষয়ের দরখাস্ত পাইলে যে ব্যক্তিরদের নাম গবর্ণমেণ্টে অর্পণ হয় অথবা তাহারদের মধ্যে ঐ স্থাননিবাসিরদের যত ব্যক্তিকে উচিত বোধ হয় তাহারদিগকে দরখাস্তের নির্দ্দিষ্ট তৎস্থানীয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তে আপন বিবেচনাক্রমে এক কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত অভিপ্রায় সম্পাদনের নিমিত্ত যে টাক্সের

Digitized by Google

আবশ্যক হয় তাহা এবং যে হারে ঐ টাক্স বসান যাইবেক তাহা ঐ কমিটি নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং তাঁহারা আবশ্যক সকল বন্দোবস্ত করিতে পারেন্ এবং যে২ চাকরের আবশ্যক হয় তাহারদিগকে উপযুক্ত বেতন দিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন্। কিন্তু ঐ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতিব্যতিরেকে ঐ স্থানের মধ্যে বাটীর খাজানার কি বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকার অধিক টাক্সের হার নির্দ্দিষ্ট হইবেক না এবং সম্বৎসরে এক টাক্সের অধিক লইতে হইবেক না। কিন্তু ঐ স্থাননিবাসি লোকেরদের পক্ষে ঐ কমিটি যে কোন বন্দোবস্ত করেন্ তাহার বিষয়ে ঐ কমিটির কোন এক জন মেম্বর অর্থাৎ অন্তঃপাতী স্বয়ং দায়ী হইবেন না। এবং উক্ত প্রকার যে সকল টাকা আদায় হয় তাহা অনুপযুক্তমতে খরচ হইলে ঐ কমিটি এবং তাহার প্রত্যেক জন মেম্বর তাহার দায়ী হইবেন এবং ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের টাকা বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নালিশক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার দ্বারা পুনর্ব্বার পাওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গৃহস্থেরদের স্থানে যে টাকা আদায় হয় তাহা নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার নিমিত্ত যে বিধি আবশ্যক বোধ হয় তাহা ঐ স্থানের গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক গতিকে প্রত্যেক কমিটির নিমিত্তে নিরূপণ করিতে পারেন্। এবং ঐ গবর্ণমেণ্টের যদি এমত বোধ হয় যে ঐ টাকা অপচয় হইবার অথবা ঐ কর্ম্মের ব্যাঘাত হওনের সম্ভাবনা আছে তবে ঐ কমিটির কোন এক জন মেম্বরকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন্। এবং ঐ কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে ঐ কমিটিতে কার্য্য করিতে যদ্যপি কমিটির অবশিষ্ট মেম্বরেরা এক মাসের মধ্যে ঐ রাজধানীতে গবর্ণমেণ্টের খাতিরজমা মত কোন এক জনকে মনোনীত না করেন্ তবে ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট ঐ কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

প্রতিবৎসরে একবার আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখে অথবা গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিলে বৎসরে ততোধিকবার উক্ত কমিটি গত বৎসরের সকল টাকার জমা খরচের হিসাব গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কোন পাঠ নিরূপণ করেন্ ও খরচের যে নিদর্শনপত্র দেখাইতে হুকুম করেন্ সেই পাঠানুসারে এবং সেই নিদর্শনপত্র সমেত গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিটি কোন মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পাসের নিকটে দরখাস্ত করিলে ১৮৩৯ সালের ২ আইনে যে ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট

Digitized by Google

আছে সেই ক্ষমতানুসারে ঐ মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কোন বাকীদারের স্থানে পাওনা টাক্স আদায় করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া কোন টাক্স অসিদ্ধ হইবেক না এবং যদ্যপি উক্তমতে কোন হার নিরূপণকরণেতে অথবা ঐ হারের অনুসারে কোন টাক্স বসানেতে টাক্সহওয়া বাটীইত্যাদি প্রচুরমতে চেনা যাইতে পারে তবে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবেক। এবং ঐ বাটীইত্যাদির স্বামী বা দখীলকার ব্যক্তির নাম বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক নাহি। এবং ঐ টাক্সহওয়া বাটীর মধ্যে কোন সময়ে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ঐ টাক্সের টাকা আদায়ের নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক ও বিক্রয়হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই উক্ত প্রকার কোন কমিটি রহিত করিতে পারেন্ এবং ঐ কমিটি কি তাহার কোন মেম্বরেরা যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন সেই কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং উক্ত প্রকার যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা নিযুক্ত হন্ তাঁহারা কোন লোকেরদিগকে ও কোন কাগজপত্র ও রোয়দাদ তলব করিতে এবং বলপূর্ব্বক লোকেরদিগকে হাজির করিতে কি ঐ কাগজপত্র দাখিল করিতে এবং সুকৃতিপূর্ব্বক সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

Passed 6 December 1842

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২১ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

ভিন্ন দেশজাত চিনি আমদানীকরণবিষয়ক আইন শুধরণ ও স্পষ্টকরণের আইন।

ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ভিন্ন দেশজাত কোন চিনি অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অধিকারের মধ্যে যে কোন প্রদেশে ভিন্ন দেশজাত চিনি আইনমতে আমদানী হইতে পারে সেই প্রদেশজাত চিনি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন কোন দেশের কোন ভাগে ডাঙ্গায় তুলিতে কি তুলিবার উদ্যোগ করিতে যে নিষেধ ও দণ্ড ১৮৩৬ সালের ৩২ আইনে এবং ১৮৩৯ সালের ১৫ আইনে লেখা আছে সেই নিষেধ ও সেই দণ্ড উক্ত দুই রাজধানীর অধীন কোন দেশের কোন ভাগেতে ভিন্ন দেশজাত যে চিনি অন্য কোন প্রকারে আমদানী হয় সেই চিনির বিষয়েও খাটিবেক ও খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

Received by Number

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২৮ আক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিবার নিমিত্ত এবং সৈন্য সম ভিব্যাহারি লোকেরদের উপর যেং ঝুঁকী হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের এদেশীয় সৈন্যেরদের নিমিত্ত যুদ্ধ সম্পর্কীয় যে কোর্ট রিক্বেষ্ট সৈন্যের ছাউনিতে স্থাপন হয় সেই কোর্ট অর্থাৎ আদালতের এলাকার অধীন কোন ব্যক্তি লেনাদেনাকরাতে অথবা নগদ টাকার কর্জ্জেতে দেনদার হইলে যে ব্যক্তি ঐ পাওনা টাকা আদায় করিতে উদ্যোগ করে সে ব্যক্তি ঐ যুদ্ধসম্পর্কীয় ছাউনির সীমার মধ্যে বাস করিয়া তথায় ব্যবসায় করিলেও কিম্বা সৈন্যের কোন ছাউনিতে ইহার পূর্ব্বে ব্যবসায়ী থাকিলেও যদ্যপি দেনা হওন সময়ে ঐ ছাউনির মধ্যে সৈন্যসম্পর্কীয় বাজারওয়ালার ন্যায় রেজিষ্টরী না ছিল তবে ঐ যুদ্ধসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টের দ্বারা সেই ব্যক্তি ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পল্টনের কোন ভাগে যে সকল লোকেরা কর্ম্ম করে এবং কোন কর্ম্মের নিমিত্তে সরকারহইতে মাহিয়ানা পায় তাহারা ও ক্ষুদ্র চাকরেরা

Digitized by Google

এবং সৈন্যের সমভিব্যাহারি অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার লোকেরা সিপাহীরদের মতে ১৮৪১ সালের ১১ আইনের এবং ১৮৪১ সালের ২৮ আইনের বিধির অধীন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এক্ষ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

কোম্পানি বাহাদুরের অধীন দেশনিবাসি দেশীয় লোকেরদের মরিচ উপদ্বীপে গমনের নিয়ম করণার্থ আইন।

১। যেহেতুক ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীশ্রীমতী মাহারাণীর হজুর কৌন্সেলের পরামর্শক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী নীচের লিখিত হুকুম করিয়াছেন।

উইনজরের দরবারে।

১৮৪২ সাল ১৫ জানুআরি।

বর্ত্তমান।

শ্রীশ্রীমতী ইঙ্গলণ্ডের মহারাণী।
শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রিন্স আলবর্ট।
শ্রীযুক্ত লার্ড প্রেসীডেণ্ট।
শ্রীযুক্ত লার্ড প্রিবি সীল।
শ্রীযুক্ত লার্ড ষ্টুআর্ড।
শ্রীযুক্ত লার্ড চেম্বরলেন।
শ্রীযুক্ত অর্ল জর্সি।
শ্রীযুক্ত অর্ল রিপন।
শ্রীযুক্ত লার্ড ষ্টানলি।
শ্রীযুক্ত লার্ড ফিটসজেরাল্ড ও বেস্সী।
শ্রীযুক্ত সর রাবর্ট পিল।
শ্রীযুক্ত চান্সেলর অফ দি এক্সচেকর।
শ্রীযুক্ত সর জেম্স গ্রেহেম।
শ্রীযুক্ত সর এডার্ড নাচবুল্ল।

যেহেতুক ভারতবর্ষনিবাসি লোকেরদিগকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর দেশান্তর রাজ্যে গমন করিতে ভারতবর্ষীয় যে আইনের দ্বারা এক্ষণে নিষেধ আছে তাহা অল্প কালের মধ্যে মরিচ উপদ্বীপের সম্পর্কে রদ হওনের কল্প আছে এবং ঐ ব্যক্তিরদের ঐ

Digitized by Google

উপদ্বীপে গমনের অনুমতি দেওনের আইন ঐ ভারতবর্ষে অল্প কালে জারী হইবার সম্ভাবনা আছে এবং ঐ আইনের মধ্যে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের রক্ষণার্থ এবং মন্দাচরণ নিবারণার্থ বিধি থাকিবার সম্ভাবনা আছে। এবং যেহেতুক পূর্ব্বোক্তমতে যে আইন করণের সম্ভাবনা আছে সেই আইনের মধ্যে এমত বিধান থাকিবার কল্প আছে যে ভারতবর্ষহইতে যে মজুরেরা মরিচ উপদ্বীপে গমনোদ্যত আছে তাহারদের নেগাহবানী ও রক্ষা করণের এবং কর্ত্তৃত্ব করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষের বন্দরে ও স্থানে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিবেন। এবং যেহেতুক অনুমান হয় যে ভারতবর্ষহইতে ঐ মরিচ উপদ্বীপের মধ্যে মজুর আনয়নের যে খরচ হয় তাহা ঐ উপদ্বীপের রাজস্ব হইতে দেওনের বিষয়ে ঐ উপদ্বীপে এক আইন জারী হইবেক। এবং যেহেতুক ঐ খরচের সুনিয়ম করণার্থ এবং ভারতবর্ষহইতে ঐ উপদ্বীপে মজুরপ্রভৃতি আনয়ন করণেতে মন্দাচরণ নিবারণ করণার্থ মরিচ উপদ্বীপে আইন করণের আবশ্যক আছে। অতএব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের পরামর্শক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হুকুম করিতেছেন যে ভারতবর্ষহইতে দেশান্তরে গমনের নিবারণার্থ যে আইন চলন আছে তাহা রদ করণের বিষয়ে এবং ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে গমন করণের অনুমতি দেওনের বিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে যদি কোন আইন জারী হয় এবং যদি ঐ আইনের মধ্যে এমত বিধান থাকে যে ভারতবর্ষের বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের রক্ষা করণার্থ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ভারতবর্ষহইতে রফ্ত হওনের নিরূপিত বন্দরে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ তবে এই হুকুমের শেষে যে তফসীল লেখা আছে তাহার নির্দ্ধারিত সকল নিয়ম ও বিধান মরিচ উপদ্বীপে আইনের ন্যায় বলবৎ ও জারী হইবেক এবং ঐ উপদ্বীপের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে দেওয়ানী ও যুদ্ধসম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ম্মকারক থাকেন্ তাঁহারা এবং ঐ উপদ্বীপের শ্রীশ্রীমতীর সকল প্রজা আপন২ সাধ্যপর্য্যন্ত ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন ও জারী করিবেন ইতি।

এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজ্যের এক প্রধান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত লার্ড ষ্টানলি সাহেব এই বিধানসম্বন্ধীয় যে সকল হুকুমের আবশ্যক হয় তাহা দিবেন ইতি।

সি গ্রেবিল।

উক্ত বিধানের নির্দ্দিষ্ট তফসীল অর্থাৎ ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে যে সকল ব্যক্তি গমন করে এবং পঁহুছে তাহারদের বিষয়ি নিয়ম ও বিধান।

১। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর ভারতবর্ষের যে২ বন্দর অথবা স্থানহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে গমন করিতে অনুমতি দেন্ সেই২ বন্দর বা স্থানে মরিচের গবর্নর্ সাহেব যে ব্যক্তিদিগকে উচিত বোধ করেন্ তাঁহারদিগকে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্মে সময়ে২ নিযুক্ত

Digitized by Google

করিতে পারেন্ এবং মরিচ উপদ্বীপে যাহারা এইরূপে পঁহুছে তাহারদের রক্ষা করণার্থে উপযুক্ত ব্যক্তিকে সময়েং নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

২। ভারতবর্ষের মধ্যে যেং ব্যক্তি এইরূপে এজেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ তাঁহারা মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি ব্যক্তিরদের সংখ্যানুসারে মেহনতানা পাইবেন না কিন্তু সালিয়ানা বেতন পাইবেন ইতি।

৩। এইমত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্রত্যেক এজেণ্ট সাহেব যে বন্দরে বা স্থানে নিযুক্ত হন্ সেই বন্দর বা স্থান হইতে গমনকারি প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে নিজে কথাবার্ত্তার দ্বারা এই নিশ্চয় করিবেন যে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে ছল চক্রান্তে কিম্বা মিথ্যা ও অসঙ্গত আশার দ্বারা দেশান্তরে গমনের প্রবোধ দেওয়া যায় নাহি এবং ঐ পুরুষ বা স্ত্রী যে স্থানহইতে গমনকরিতে উদ্যত আছে সেই স্থানহইতে মরিচ উপদ্বীপ কত দূর ইহা নিতান্ত অবগত আছে। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিরদের মরিচ উপদ্বীপে গমনে যেং উপকার নিতান্ত হইতে পারে তাহা ঐ এজেণ্ট সাহেব তাহারদিগকে বুঝাইয়া দিবেন এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিদিগকে অসঙ্গত এবং মিথ্যা প্রত্যাশা করিতে নিবারণ করিবেন্। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তি বিলক্ষণ সুস্থ এবং বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত কিম্বা শারীরিক দৌর্ব্বল্য অথবা পীড়াপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহে ইহা তিনি নিশ্চয় অবগত হইবেন ইতি।

৪। এবং ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে জাহাজ ভাড়া হয় ঐ জাহাজের রেজিষ্টরীহওয়া পরিমাণদৃষ্টে দুইং টনের হিসাবে একং ব্যক্তির অধিক তাহাতে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। এবং গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে প্রত্যেক জাহাজ নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে ছয় ফুট অর্থাৎ চারি হাতের কম ব্যবধান থাকিবেক না। এবং যদি ঐ জাহাজের কেবল এক তালা থাকে তবে ঐ তালার নীচে এক কাষ্ঠের মেজ্যা করিতে হইবেক এবং ঐ মেজ্যাঅবধি তালাপর্য্যন্ত ছয় ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না এবং ঐ মেজ্যা এমত তৈয়ার করিতে হইবেক না যে তাহার তালার কড়িকাষ্ঠ তাহার উপর রাখা যায়। এবং এইমত কোন জাহাজে শুইবার নিমিত্ত দুই থাক মাচানের অধিক থাকিবেক না এবং জাহাজের নীচের তালা অথবা মেজ্যার উপর যে নীচস্থ থাক থাকে সেই থাক এবং ঐ মেজ্যা কিম্বা তালার মধ্যে সমস্ত জাহাজ ব্যাপিয়া ছয় ফুল ব্যবধান না থাকিলে কোন জাহাজ চড়নদারেরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যাইতে পারিবেক না। এবং জাহাজের যত পারিমাণ হউক তাহার নীচের তালা অথবা মেজ্যার চতুরস্র বারো ফুট প্রত্যেক গমনকারি ব্যক্তির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক এবং সেই স্থানের মধ্যে ঐ চড়নদার ব্যক্তির লওয়াজেমা দ্রব্যছাড়া কোন মাল কি দ্রব্যাদি থাকিবেক না

Digitized by Google

এবং ঐ বারো ফুট হিসাব করিয়া যত চড়নদারের স্থান হয় তাহার অধিক চড়নদার সেই জাহাজে যাইবেক না ইতি।

৫। এই বিধানের অর্থের মধ্যে চড়নদারেরদের সংখ্যা হিসাব করণেতে দশ বৎসরের ন্যূন দুই বালক এক পুরুষের তুল্য গণ্য করা যাইবেক ইতি।

৬। যে জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যায় যে বন্দর বা স্থানে ঐ মজুরেরা জাহাজে আরোহণ করে সেই বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজের রফু হওনের সময়ে জাহাজীয় ব্যক্তিরদের আহারের অতিরিক্ত চড়নদারেরদের ব্যবহার ও ব্যয়ের কারণ নীচের লিখিত নিরিখঅনুসারে উত্তম এবং স্বাস্থ্যজনক আহারীয় দ্রব্য ঐ জাহাজে দিতে হইবেক অর্থাৎ ঐ জাহাজের সমুদ্রপথে থাকনের আন্দাজী সময় হিসাব করিয়া ঐ জাহাজের প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁচং গ্যালন অর্থাৎ কুড়ি সের করিয়া জল এবং ঐ জল জলাশয়েতে অথবা উত্তম পীপাতে রাখিতে হইবেক এবং আন্দাজী সমুদ্রপথে থাকনের প্রত্যেক সপ্তাহের হিসাবে প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত সাত পৌণ্ড অর্থাৎ সাড়ে তিন সেরের হিসাবে চাউল কি রুটি অথবা বিস্কুট কি গোম কিম্বা ওটমিল অথবা অন্য আহারীয় দ্রব্য জাহাজে লইতে হইবেক। কিন্তু যদি ঐ জাহাজের পথিমধ্যে কোন বন্দর বা স্থানে আপনার জলের পীপা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত লাগান করিবার কল্প হয় তবে ঐ বন্দর বা স্থানে গমন করিতে আন্দাজী যত কাল লাগে তাহার প্রত্যেক সপ্তাহের নিমিত্ত উপরের উক্ত নিরিখঅনুসারে জল লইলে এই বিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং যদ্যপি এইমত দর্শান যায় যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বিশেষ অনুমতিক্রমে উপরের উক্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সেইং পরিমাণের অন্য কোন প্রকার আহারীয় দ্রব্য নিরূপণ হয় তবে আহারীয় দ্রব্যের বিষয়ে উক্ত বিধানে যে হুকুম আছে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল বোধ করিতে হইবেক ইতি।

৭। ভারতবর্ষের কোন বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমন করিতে যত সপ্তাহের গণনা করিতে হইবেক তাহা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সেই নিমিত্ত জারীকরা আইন বা বিধানের দ্বারা সময়েং নিরূপণ করিবেন এবং বৎসরের ভিন্নং ঋতুতে ঐ যাত্রার আন্দাজী সময়ের ভিন্নং অনুমান করিতে হইবেক কি না তাহা ঐরূপ আইন বা বিধানের দ্বারা নির্ণয় হইবেক। এবং যদি বৎসরের কোন বিশেষ সময়েতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে দেশান্তর গমন করিতে একেবারে নিষেধ হয় তবে ঐ নিষিদ্ধ কালের মধ্যে যদি তাহারদিগকে দেশান্তর করা জায় তবে অপরাধি ব্যক্তি এই আইনের উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে মরিচ উপদ্বীপে দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৮। এইরূপ কোন জাহাজ বন্দরহইতে রুক্ত হওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজ এইরূপে রুক্ত হয় সেই বন্দর বা স্থানে এই বিধানক্রমে যে এজেণ্ট সাহেব নিযুক্ত হন্ তাঁহার উচিত যে ঐ জাহাজের চড়নদারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দফায় যে আহারীয় দ্রব্য এবং জল জাহাজে লইতে হুকুম আছে সেই দ্রব্য ও জলের তদারক আপনি করেন্ অথবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদারক করান্ এবং ঐ দ্রব্য যে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ইহা নিশ্চয় অবগত হন্ এবং চড়নদারেরদের ঐ দ্রব্যাদির অতিরিক্ত জাহাজীয় লোকেরদের নিমিত্ত যথোচিত জল ও আহারীয় দ্রব্য আছে এবং ঐ জাহাজ সামান্যতঃ সমুদ্রপথে যাইবার যোগ্য এবং চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্বিঘ্নে থাকনের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধানে যে সকল নিয়ম আছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানেন্ এবং তদ্বিষয়ে আপনার দস্তখৎকরা এক সর্টিফিকট ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্ ইতি।

৯। যে সকল জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের প্রতি হুকুম হইল যে যাত্রাকালে এবং মরিচ উপদ্বীপে জাহাজ পঁহুছিলে পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী ও সন্তানকে দৈনিক আহারের নিমিত্ত উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ভক্ষ্য দ্রব্য প্রচুরমতে যোগাইয়া দেন্ ইতি।

১০। যে বন্দর বা স্থানহইতে ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা রুক্ত হয় সেই স্থানের এজেণ্ট সাহেব এই বিধানের দুই খান নকলে দস্তখৎ করিয়া জাহাজ রুক্ত হওনের সময়ে তাহার অধ্যক্ষ চাহিলে তাহাকে দিবেন এবং ঐ দুই নকল দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে গমন করে সেই জাহাজে থাকিবেক এবং ঐ জাহাজের কোন এক জন চড়নদার উপযুক্ত সময়ে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে ঐ বিধির এক খান নকল পাঠ করিবার নিমিত্ত চাহিলে তিনি তাহা তাহাকে দিবেন ইতি।

১১। যে প্রত্যেক জাহাজ ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের উচিত যে ঐ জাহাজের রুক্ত হওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে রুক্ত হয় সেই বন্দর বা স্থানের এজেণ্ট সাহেবকে ঐ জাহাজের উপর প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নাম ও বয়স ও ব্যবসায়ের দুই খান তালিকা যথাসাধ্য ঠিক করিয়া লিখিয়া দেন্। এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের উচিত যে তাহার এক তালিকাতে আপনি দস্তখৎ করিয়া তাহা ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্। এবং ঐ জাহাজ মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছিলে এবং ঐ জাহাজহইতে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামিবার পূর্ব্বে ঐ জাহাজাধ্যক্ষ ঐ জাহাজের পঁহুছনের সংবাদ এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা পূর্ব্বোক্ত তালিকা আগত বিদেশীয়েদের রক্ষক সাহেবকে দিবেন। এবং ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব তৎক্ষণাৎ ঐ

Digitized by Google

জাহাজের উপর গমন করিবেন এবং যথাসাধ্য ঐ জাহাজের তদারক স্বয়ং করিয়া ও চড়নদারেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই নিশ্চয় করিবেন যে ঐ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের শয়ন স্থানের বিষয়ে এবং ঐ জাহাজের পরিমাণ ও জরিপের হিসাবে যত চড়নদার লইতে হয় তাহার বিষয়ে এবং সমুদ্রপথে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের আহারাদির বিষয়ে যে সকল হুকুম এই বিধানের মধ্যে পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে কি না। পরে ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব স্বয়ং ঐ ব্যক্তিরদিগকে একত্র করিয়া তাহারদের সংখ্যা ও নাম ঐ তালিকার লিখিত নাম ও সংখ্যার সঙ্গে মোকাবিলা করিবেন এবং ঐ জাহাজের উপর যত আগত বিদেশীয় থাকে তাহারদের সমুদায় সংখ্যা ঐ তালিকার নকলে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। এবং যদি সেইরূপ কোন দেশান্তার গমনকারি ব্যক্তি যাত্রাকরণ সময়ে মরিয়া থাকে অথবা যদি ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্রকৃত সংখ্যা ও নাম ঐ তালিকার লিখিত নাম ও সংখ্যার সঙ্গে না মিলে তবে আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব ঐ মৃত্যু অথবা বৈলক্ষণ্যের কথা ঐ তালিকার নকলেতে লিখিবেন পরে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে জাহাজহইতে নামিতে বা তটে উঠিতে আপনার দস্তখৎকরা এক পরওয়ানা দিবেন ইতি।

১২। যদি ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব ঐ জাহাজ এবং দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগের তদারক স্বয়ং করিয়া তাহার এমত মনঃপ্রত্যয় হয় যেপূর্ব্বোক্ত সকল নিয়মের মতাচরণ নিতান্ত হইয়াছিল তবে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছনের বিষয়ে এবং তাহারা যে স্থানহইতে আগমন করিয়াছিল ও যে জাহাজের দ্বারা পঁহুছিল এই সকল বিষয়ের এক সর্টিফিকটে দস্তখৎ করিয়া তাহা দিবেন ইতি।

১৩। মরিচ উপদ্বীপের রাজাজ্ঞী ঐ উপদ্বীপের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের পরওয়ানা না পাইলে ঐ আগত বিদেশীয়েরদের বিষয়ে কিছু টাকা দিবেন না এবং ঐ আগত ব্যক্তিরদের রক্ষক সাহেবের পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকট না পাইলে ঐ উপদ্বীপের গবর্নর্ সাহেব কোন পরওয়ানা দিবেন না ইতি।

১৪। যে সকল ব্যক্তির বিষয়ে ঐ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব এইরূপে সর্টিফিকট দেন্ সেই প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তাহারা যে জাহাজের দ্বারা পঁহুছিল ও যে বন্দরহইতে রক্ত হইয়াছিল এবং যে সময়ে ঐ উপদ্বীপে পঁহুছিল তাহার এক রেজিষ্টর রাখিবেন এবং ঐ রেজিষ্টরের এক নকল প্রতিবৎসরের ৩১ মার্চ ও ৩০ জুন ও ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৩১ ডিসেম্বরে ঐ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের হজুর কৌন্সেলে দিবেন ইতি।

Digitized by Google

১৫। এবং ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া যাওনিয়া কোন জাহাজ যদি এই বিধানের মধ্যে দেওয়া অনুমতি ও হুকুম অপেক্ষা অধিক সংখ্যক চড়নদার লইয়া যায় তবে ঐ নিয়মঅপেক্ষা যত অধিক চড়নদার লয় তাহার প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্তে ৫ পৌণ্ড অর্থাৎ ৫০) টাকা জরীমানা হইবেক। এবং জাহাজের দুই তালার মধ্যে যত ব্যবধান থাকিবার হুকুম আছে সেই জাহাজের মধ্যে যদি তাহা না থাকে অথবা যদি ইহার পুর্ব্বে হুকুমকরা মেজ্যার ইহার পুর্ব্বে হুকুমকরা প্রকারে সমুদায় যাত্রাকালে না রাখা গিয়া থাকে ও না রহিয়া থাকে অথবা যদি শয়ন করিবার নিমিত্ত দুই থাকের অধিক মাচান থাকে অথবা যদি ঐ জাহাজের যাত্রার সমুদায় কাল ব্যপিয়া জাহাজের তালা এবং শয়ন করিবার নিমিত্ত অধস্থ থাকের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যবধান না থাকে অথবা ঐ প্রকার চড়নদারের ব্যবহার ও খরচের নিমিত্ত যে২ প্রকার ও যত জল ও আহারীয় দ্রব্য লইবার হুকুম ইহার পুর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে যদি সেই জাহাজের মধ্যে সেইরূপ জল ও আহারীয় দ্রব্য না থাকিয়া জাহাজ বন্দরহইতে রফু হয় ও সমুদ্রে গমন করে অথবা দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের তালিকা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও রীত্যনুসারে না পাইয়া যদি ঐ জাহাজ বন্দরহইতে রফু হয় অথবা যদি সেই তালিকা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা করা গিয়া থাকে অথবা যদি এই বিধানের নকল দেখাইতে যেরূপে ইহার পুর্ব্বে হুকুম আছে সেইরূপে যদি তাহা দেখান না যায় অথবা যদি যাত্রার সময়ে এবং জাহাজ মরিচে পঁহুছনের পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঐ দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তিকে আহারাদি না দেওয়া যায় তবে মরিচ উপদ্বীপে পঁহুছনের পর বারো মাসের মধ্যে কোন সময়ে কোন বেতনভোগি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের ঐ২ অপরাধের সরাসরীরূপে প্রমাণ হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত ৫ পৌণ্ড ষ্টর্লিঙ্গের কম না হয় এবং ২০ পৌণ্ড ষ্টর্লিঙ্গের অধিক না হয় তিনি এমত জরীমানার যোগ্য হইবেন। এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় অথবা বেতনভোগি মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষ সাব্যস্ত হওন কালে যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে যদি ঐ জরীমানা না দেওয়া যায় তবে অপরাধি ব্যক্তি এক মাসের কম ও তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন ইতি।

১৬। কিন্তু ঐ প্রকার জাহাজে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি বা তাহার তরফের কেহ বা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা মালিক কি মালিকেরদের সঙ্গে যে কোন বন্দোবস্ত করিয়া থাকে সেই বন্দোবস্ত উল্লঙ্ঘন করণ অথবা তদনুসারে মতাচরণ না করণের বিষয়ে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তির নালিশ বা মোকদ্দমা করণের যে অধিকার আছে তাহা এই বিধির লিখিত কোন কথার দ্বারা লোপ অথবা ন্যূন হইবেক না ইতি।

১৭। কিন্তু আদমিরাল্টির শ্রীযুক্ত লার্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের অধীন নিযুক্ত

Digitized by Google

কোন জাহাজ অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে এই বিধানের কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

১৮। ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি কোন ব্যক্তি তথায় পঁহুছনের পর ৪৮ ঘণ্টা অতীত না হইলে ঐ উপদ্বীপে কর্ম্ম করণের বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিবেক না এবং ঐ সময় অতীত হওনের পূর্ব্বে কর্ম্ম করণের যে কোন বন্দোবস্ত হয় তাহা সর্ব্ব প্রকারে রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

১৯। ভারতবর্ষহইতে যে সকল দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি মরিচে পঁহুছে এবং ঐ উপদ্বীপে কর্ম্ম করিবার বন্দোবস্ত করে সেই দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি ঐ উপদ্বীপে পঁহুছিবার পূর্ব্বে যে কোন কর্জ বা বন্দোবস্ত করিয়া থাকে তাহার বিষয়ে মরিচ উপদ্বীপে তাহার নামে কোন নালিস বা মোকদ্দমা বা দাওয়া হইতে পারে না ইতি।

২০। মরিচ উপদ্বীপে কৃষি কর্ম্মে বা শিল্প কর্ম্মে অন্যান্য মজুরেরদের কর্ম্ম করণের বন্দোবস্তের বিষয়ে তথায় যে আইন চলিত আছে সেই আইনে যত কালের নিয়ম আছে ও যে রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং যে ব্যক্তিরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে বন্দোবস্ত করিতে হুকুম আছে তদনুসারে ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি মরিচে পঁহুছিলে ঐ উপদ্বীপে খাটনীর বন্দোবস্ত করিবেক এবং অন্য কোন প্রকারে বন্দোবস্ত করিবেক না ইতি।

২১। এই২ বিধানের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ না হয় এমত যে২ আইন ও হুকুম দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের উপকার ও রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষের মধ্যে জারী হয় সেই সকল আইনের প্রতিপালন হইয়াছে ইহার সুবোধ প্রমাণ মরিচ উপদ্বীপের গবর্নর্ সাহেবের না হইলে ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি যে ব্যক্তিরা ঐ উপদ্বীপে পঁহুছে তাহারদের বিষয়ে ঐ উপদ্বীপের খাজানাখানাহইতে কিছু টাকা দেওয়া যাইবেক না ইতি।

২২। যে কোন গতিকে এই বিধানের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের কথা পুংলিঙ্গে অথবা এক বচনে লেখা গিয়াছে সেই২ স্থলে সেই কথা স্ত্রীলিঙ্গ ও অনেক ব্যক্তির বিষয়ে খাটিবেক এমত বোধ করিতে হইবেক। কিন্তু এই সকল বিধান যে অভিপ্রায়ে এবং যে কার্য্য সিদ্ধ করণার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যদি কেবল পুংলিঙ্গ ও এক বচনের অর্থ করণের আবশ্যক হয় তবে সেই স্থলে কেবল সেইরূপ অর্থ করিতে হইবেক ইতি।

সি গ্রেবিল।

অতএব উক্ত হুকুমানুসারে এবং তাহা সফল করণার্থ ইহাতে হুকুম হইল যে

Digitized by Google

ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি ব্যক্তিরদের সমুদ্রপথে গমন সময়ে এবং ঐ উপদ্বীপে তাহারদের বাস করণ সময়ে তাহারদের রক্ষা করণের বিষয়ে এবং পাঁচ বৎসরের শেষে অথবা তাহার পর যে কোন সময়ে তাহারা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে চাহে সেই সময়ে তাহারদের নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিবার বিষয়ে যেং বিধান এবং যেং উদ্যোগ করা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বোধে আবশ্যক হয় সেইং বিধান ও উদ্যোগ মরিচ উপদ্বীপের গবর্নর্ সাহেব করিয়াছেন ইহা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে রীতিমত বিজ্ঞাপন হওনের সম্বাদ যে দিনে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব গেজেটের মধ্যে প্রকাশ করেন্ সেই দিবসঅবধি ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন এবং তাহার দ্বারা যে সকল আইন রদ হইয়াছিল সেইং আইন যেপর্য্যন্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে দেশীয় লোকেরদের মরিচে গমনের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত রদ হইবেক। কিন্তু উপরের উক্ত তিন বন্দরছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সকল বন্দরের বিষয়ে এবং মরিচ উপদ্বীপছাড়া অন্যান্য স্থানে ভারতবর্ষহইতে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের পুর্ব্বোক্ত ১৪ আইন পুর্ব্ববৎ সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন চলন হওনের পর কোম্পানি বাহাদুরের অধীন দেশের দেশীয় প্রজা মজুরী করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে ভারতবর্ষহইতে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দর দিয়া মরিচ উপদ্বীপে যাইতে এবং তথায় তাহারদিগকে লইয়া যাইতে অনুমতি হইবেক কিন্তু এই আইনের বিধানের অন্যমতে তাহারা যাইতে পারিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে যেং ব্যক্তিকে মরিচের গবর্নর্ সাহেব নিযুক্ত করেন উক্ত তিন বন্দরের প্রত্যেক বন্দর যে রাজধানীর মধ্যে থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেইং ব্যক্তিকে উক্ত বন্দরে দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্ম করিতে এবং এই আইনের দ্বারা ঐ এজেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং ঐ দেশান্তরে গমনের কার্য্যের প্রত্যেক এজেণ্ট যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকেন সেই গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই আইনানুসারে করা তাঁহার সমস্ত কার্য্যের রিপোর্ট মাসেং করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে বন্দর থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের স্থানে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত

Digitized by Google

পরওয়ানা না পাইলে ঐ জাহাজে সেই বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে মজুরী করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষজাত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। ঐ প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিত্ত দেশান্তর গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে সময়েং গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করেন্ সেই নিয়মানুসারে অনধিক ১ টাকা রসুম লওয়া যাইবেক এবং ঐ রসুমের টাকা উক্ত গবর্ণমেণ্টের খাজানাখানাতে দাখিল হইবেক এবং গবর্ণমেণ্ট আপন বিবেচনাক্রমে ঐ পরওয়ানা দিতে বা না দিতে পারেন্। এবং ঐ পরওয়ানা পাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে যে প্রত্যেক জাহাজ লইয়া যায় বা লইয়া যাওনার্থ ভাড়া হয় ঐ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ এক বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়া দিবেন ও সেই বণ্ডে এমত লেখা থাকিবেক যে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা তাহার মালিক এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত নানা নিয়মের মতাচরণ না করিলে তিনি দশ হাজার টাকা জরীমানা দিবেন। এবং যে স্থানে ঐ বণ্ডে দস্তখৎ হয় সেই স্থানে অথবা মরিচ উপদ্বীপে ঐ বণ্ড দৃষ্টে নালিশ হইবার নিমিত্ত ঐ প্রকার দুই খান বণ্ডে দস্তখৎ করিতে হইবেক এবং তাহার একখান মরিচ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাঁহারা সেই বিষয়ে যাহা আবশ্যক বোধ করেন তাহাই করিবেন। এবং যে সকল জাহাজের বিষয়ে পূর্ব্বোক্তমতে পরওয়ানা না দেওয়া গিয়া থাকে তাহাতে যদি জাহাজাধ্যক্ষ কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যান তবে ঐ জাহাজ জব্দ হইবেক এবং জাহাজের অধ্যক্ষ দেশান্তর গমনকারি যত ব্যক্তিকে ঐরূপ বেআইনমতে লইয়া যান তাহারদের জনপ্রতি হাজার টাকা করিয়া জরিমানা দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গমনকারি যেং মজুরের নিকটে ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনকার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট কিম্বা পাস না থাকে এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখাইতে না পারে এমত মজুরেরদিগকে পরওয়ানাপ্রাপ্ত জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে লইতে পারিবেন না। ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে ঐ মজুরের নাম ও তাহার বাপের নাম ও তাহার বয়ঃক্রম লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো ইহা লেখা যাইবেক যে ঐ মজুর ঐ এজেণ্ট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ মরিচ উপদ্বীপে বেতনের জন্য খাটিবার নিমিত্ত তথায় যাইতে আপনার সম্মতি ও ইচ্ছা জানাইয়াছে ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইতে যে জাহাজকে পরওয়ানা দেওয়া যায় সেই জাহাজ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে যাত্রা করণের পূর্ব্বে যদ্যপি সেই প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়া থাকে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের

Digitized by Google

আবশ্যক যে ঐ বন্দরে নিযুক্তহওয়া ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা এই মজমুনে এক সর্টিফিকট প্রাপ্ত হন্ অর্থাৎ

১। যে উপরের লিখিত তফসীলের ৩ দফায় ঐ এজেণ্টের প্রতি যাহা করিতে হুকুম হইয়াছে তাহা তিনি স্বয়ং জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা করিয়াছেন। এবং ঐ তফসীলে যে তহকীক করিতে হুকুম আছে তাহা ঐ এজেণ্ট কোন খোলা আদালতে অথবা সরকারী যে দফ্তরে সকল লোকের অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে সেই দফ্তরে করিবেন।

২। যে পূর্ব্বলিখিত তফসীলের ৪। ৫। ৬। এবং ৮ দফাতে চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে তাহার প্রকৃতরূপে মতাচরণ করিয়াছেন।

৩। যে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করণ ও ঔষধাদি সঙ্গে দেওনের বিষয়ে এবং দেশের ব্যবহার বুঝিয়া উপযুক্ত প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার বিষয়ে এবং দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের সঙ্গে যত স্ত্রীলোক যাইবেক তাহার সংখ্যার বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে সময়েং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব যেং বিধি করেন্ তাহার প্রতিপালন হইয়াছে ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তফসীলের ৭ দফার উপলক্ষে ঐং বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে যাইতে অনুমান যত কাল লাগিবেক তাহা এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের নিমিত্ত এইরূপে নিরূপণ হইবেক ইতি।

কলিকাতার বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মাসের শেষপর্য্যন্ত দশ সপ্তাহ।

নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষপর্য্যন্ত আট সপ্তাহ।

মান্দ্রাজ বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মাসের শেষপর্য্যন্ত সাত সপ্তাহ এবং নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষপর্য্যন্ত পাঁচ সপ্তাহ।

বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি সেপ্টেম্বর মাসের শেষপর্য্যন্ত পাঁচ সপ্তাহ এবং অক্টোবর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ মাসের শেষপর্য্যন্ত ছয় সপ্তাহ।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নানা বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে কোন জাহাজ রফ্ত হওনের পূর্ব্বে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের উচিত যে পূর্ব্বে প্রকাশিত

Digitized by Google

তফসীলের ১১ দফায় যে তালিকার বিষয়ে লেখা আছে তাহা ঐ বন্দরের নিযুক্তহওয়া এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবকে দেন্। এবং ঐ ১১ দফায় যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে তাঁহার স্থানে ঐ তালিকার এক নকল লন্ ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজ রফ্ত হওনের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিতে এই আইনের পূর্ব্ব ভাগে হুকুম আছে তাহার সম্পূর্ণরূপে মতাচরণ না করিয়া যদ্যপি কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরে উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি মজুরকে ঐ জাহাজে লইয়া মরিচ উপদ্বীপে গমন করেন্ তবে যে প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি মজুরকে এইরূপে জাহাজে লন্ তাহার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে তাঁহার দোষ প্রমাণ হইলে তিনি ২০০) টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দর-হইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনার্থ জাহাজ রফ্ত করণের পর ঐ জাহাজে ঐ প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন মজুরকে লন্ এবং যদি জাহাজ রফ্ত হওনের পূর্ব্বে দেশান্তর গমনকারি ঐ মজুরের নাম পূর্ব্বোক্ত তালিকার মধ্যে লেখা না গিয়া থাকে কিম্বা যদি ঐ অধ্যক্ষ ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামের তালিকার নকল পূর্ব্বোক্তমতে না লইয়া থাকেন্ তবে ঐ জাহাজাধ্যক্ষের ঐ অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে জাহাজে সেইরূপে যত মজুরকে লন্ তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ৫০০) টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে মরিচ উপদ্বীপে রফ্ত হওয়া কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকট পাইলে পর প্রবঞ্চনা করিয়া এমত কোন কর্ম্ম স্বয়ং করেন্ বা অন্যকে করিতে দেন্ যে তাহার দ্বারা ঐ জাহাজের বা চড়নদারের কি ঐ সর্টিফিকটসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের অন্যাবস্থা হওয়াতে ঐ সর্টিফিকট আর তাহাতে খাটিতে না পারে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের অপরাধ প্রমাণ হইলে ৫০০০) টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তিনি এমত জরীমানার যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ঐ জাহাজের নিমিত্ত পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট যে পরওয়ানা পাইয়া থাকেন্ তাহার সম্বন্ধে যে বণ্ড লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার মধ্যের লিখিত জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে মরিচ উপদ্বীপে

Digitized by Google

দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইবার যথাসাধ্য নিবারণ করিবার জন্য জাহাজে মাসুল না দিয়া জিনিস উঠাওনের নিবারণার্থে জাহাজের তালাশী লওন এবং আটক করণের বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকদিগকে আইনমতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে মরিচে গমনশীল জাহাজের উপর উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিদিগকে বেআইনরূপে জাহাজ আরোহণের নিবারণজন্য ঐং কার্য্যকারক সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন্। এবং আরো হুকুম হইল যে এই বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকেরদের প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ হইল এবং তাঁহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল কোম্পানি বাহাদুরের সকল আড়কাটিরও সেইরূপ ক্ষমতা ও ভার হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বেহোশ করণের দ্বারা অথবা বেআইনী কয়েদ করণের দ্বারা কি অন্যায়রূপে যুটিয়া দেওনের দ্বারা এই আইনের বিরুদ্ধে কোন এদেশীয় লোককে জাহাজে রুজু করিতে উদ্যোগ করে তবে সেই অপরাধি ব্যক্তির মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৫০০) টাকা জরীমানা করিতে পারেন্ অথবা ছয় মাসের অনূর্দ্ধ মিয়াদে কয়েদ করিতে পারেন্। কিন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক নাহি পরন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত দুই প্রকার কার্য্যের কেবল এক প্রকার কার্য্য হইতে পারে ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রীতিমতে আরোহণহওয়া দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যদি কোন জাহাজ কলিকাতাহইতে রুজু হয় তবে ঐ জাহাজে নিযুক্ত হাসিলের কার্য্যকারকের উচিত যে ঐ বিদেশ গমনকারি মজুর যে পাস অথবা সর্টিফিকট লইয়া জাহাজে আইসে তাহাতে দস্তখৎ করেন্ এবং ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি যত মজুর জাহাজে উঠে তাহারদের এক রেজিষ্টর রাখেন্। এবং ঐ জাহাজ সাগরে না পঁহুছনপর্য্যন্ত ঐ হাসিলের কার্য্যকারক জাহাজে থাকিবেন এবং আপনার সম্মুখে ও জাহাজের আড়কাটির সম্মুখে জাহাজের মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারের গন্তি না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজহইতে চলিয়া আসিবেন না এবং হাসিলের কার্য্যকারক ঐ গণ্তি করিয়া জাহাজ ছাড়িবার পরে আড়কাটি এই আইনের ১২ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন। এবং তাঁহার এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে আবশ্যক বোধ করিলে ঐ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি যত মজুর থাকে তাহারদের এবং মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের গণ্তি করিতে জাহাজের অধ্যক্ষকে হুকুম করেন্ এবং ঐ গণ্তির তালিকায় দস্তখৎ করেন্। এবং হাসিলের এইমত প্রত্যেক কার্য্যকারক ও আড়কাটি যে সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া আসিবেন সেই সময়ে ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি যত মজুর ছিল তাহাদের বিষয়ের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন

Digitized by Google

এবং ঐ রিপোর্টে এমত কথা লিখিবেন যে আমার জ্ঞাতসারপর্য্যন্ত আমি কহিতে পারি যে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হওনের পর জাহাজে অতিরিক্ত কোন মজুর লওয়া যায় নাই এবং এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন কার্য্য করা যায় নাই কিম্বা যাহা করিতে হুকুম আছে তাহার ক্রটি হয় নাই এবং এইমত রিপোর্ট এবং গণতি হইলে সেই গণতির তালিকা ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে অবিলম্বে পাঠাইবেন। এবং হাসিলের জে কোন কার্য্যকারক কিম্বা আড়কাটি জানিয়া শুনিয়া ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদের মিথ্যা বা অশুদ্ধ কিম্বা সম্পূর্ণ রিপোর্ট করেন্ অথবা বেআইনমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগের আরোহণকরণের বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপকরিয়া থাকেন্ সেই কার্য্যকারক বা আড়-কাটি কর্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ৫০০) টাকা জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এবং যদি ঐ জরিমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে কলি-কাতার জেলখানায় ছয় মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন এবং হাসিলের রাজস্বের বিষয়ে অপরাধ হইলে যে রূপ দণ্ড নিরূপণ হয় সেই রূপে এই অপরাধের বিষয়েও দণ্ড নিরূপণ হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের হুকুমকরা কোন দলীলদস্তাবেজ জাল করে অথবা জাল হইয়াছে জানিয়া তাহা লইয়া ব্যবহার করে তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেব অথবা তৎস্থানের কি রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের নিকটে এজহার দিলে জাহাজের অধ্যক্ষেরা এই আইনের দ্বারা যে২ দণ্ডের যোগ্য হন সেই২ দণ্ডের হুকুম জারি হই-বেক অথবা ঐ জাহাজাধ্যক্ষ যে বণ্ড লিখিয়া দিয়া থাকেন্ তাহা যদি জাহাজকে দেওয়া পরওয়ানার নিমিত্ত লেখা গিয়াথাকে তবে সেই বণ্ড ধরিয়া নালিশ করণের দ্বারা এই আইনের নিরূপিত দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ১৮৪২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এবং ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া রোয়দাদের মধ্যে লেখা গিয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

জমীদারেরদের ও ভূম্যধিকারিরদের দেওয়া পাট্টার মিয়াদের বিষয়ি আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ১৪ আইনের ২ ও ৩ ধারা মতান্তর হইয়া ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে জমীদারেরা কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারিরা সরকারের সহিত যেং মিয়াদে বন্দোবস্ত করিয়াছেন সেইং মিয়াদের অধিক না হয় এত কাল-পর্য্যন্ত পাট্টা দিতে পারেন্ অথবা কোন ভূমির খাজানা ধার্য্য করিতে পারেন্। কিন্তু যদি তাঁহারা তাহাহইতে অধিক মিয়াদে পাট্টা দেন্ কিম্বা ভূমির খাজানা ধার্য্য করেন্ তবে ঐ পাট্টা অথবা ভূমির খাজানার বন্দোবস্ত আপনারদের মিয়াদের অধিক যত কাল হয় কেবল তত কালের নিমিত্ত রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

ভূমির অধিকার এবং ভূমিবিষয়ক অন্যান্য লাভসম্বন্ধীয় লিখিত পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করণবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর অধীন মফঃসলে রেজিষ্টরীবিষয়ক যে আইন চলে তাহাতে হুকুম আছে যে ভূমির অধিকার ও ভূমি বিষয়ক অন্যান্য লাভসম্বন্ধীয় পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হইলে যদি রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি জানিল যে রেজিষ্টরী না হওয়া সেই বিষয়ের পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি আছে তবে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী না হওয়া সেইরূপ পাট্টাপ্রভৃতির অপেক্ষা প্রবল হইবেক না। এবং যেহেতুক রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তিরদের সেইরূপ জ্ঞান থাকনের বিষয়ে এবং তাহারদের সেই২ স্থলে পূর্ব্বে সম্বাদ পাওনের বিষয়ে যে২ বিধি আছে তাহার অর্থ করণেতে আদালতের নিয়মের অত্যন্ত পেঁচ পড়িয়াছে। এবং যেহেতুক সেইরূপ সম্বাদ দেওন অথবা জ্ঞান থাকনের বিষয়ে যে তজবীজ হইয়াছে তাহাতে অনেক মিথ্যা শপথ হইয়াছে এবং ঐ তজবীজে আদালতের অনেক সময় লাগিয়াছে এবং যেহেতুক জাল কাগজপ্রযুক্ত এবং মিথ্যা শপথ এবং প্রবঞ্চনাক্রমে বিষয় ছাপানপ্রযুক্ত এবং অন্যান্য কুব্যবহার প্রযুক্ত যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে অথবা ভূমি বন্ধক লইয়া টাকা কর্জ দেয় এইমত কোন ব্যক্তি ঐ ভূমির অধিকার অথবা তাহার অন্যান্য লাভসম্বন্ধীয় পাট্টা দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করিলেও তাহার উপর এমত নির্ভর করিতে পারে না যে অন্য দাওয়াদার রেজিষ্টরী না হওয়া কোন পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বের তারিখের বলিয়া উপস্থিত করিয়া তাহার স্বত্বাদি মিথ্যা করিবেক না

অতএব ইহাতে হুকুক হইল যে বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের চলিত কোন আইনেতে ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভসম্বন্ধীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বে ছিল ইহা জ্ঞাত থাকনের অথবা তাহার সম্বাদ

Digitized by Google

পাইবার বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি রদ হইবেক। এবং ভূমির অধিকার অথবা তাহার কোন লাভসম্পর্কীয় যে পাট্টা কি দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি ঐং রাজধানীর আইনানুসারে রেজিষ্টরী করণের হুকুম আছে তাহা যদি তৎপরের লিখিত সেই বিষয়ের পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হওনের পুর্ব্বে রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তবে তৎপরের লিখিত যে পাট্টা কি দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী হয় তাহার অনুসারে যে ব্যক্তি দাওয়া করে তাহার দাওয়া বলবৎ হইবেক এবং পুর্ব্বের হওয়া পাট্টা বা অন্য দলীলদস্তাবেজ থাকনের বিষয় সেই ব্যক্তি জানিয়াছিল বা তাহার সম্বাদ পাইয়াছিল এমত কথিত হইলেও তাহার পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজ অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু আরো জানা কর্ত্তব্য যে আগামি ১৮৪৩ সালের ১ মে তারিখের পুর্ব্বে যে কোন পাট্টা কি অন্য দলীলদস্তাবেজ হইয়া ছিল তাহার সঙ্গে এই আইনের সম্পর্ক আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

সদর দেওয়ানী আদালতের বৈঠকের সুনিয়ম করণের নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীলের অথবা খাস আপীলের যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব বিচার করিয়া বোধ করেন্ যে ঐ আপীলহওয়া নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করা উচিত তবে তিনি সর্ব্বদাই ঐ আদালতের অন্য দুই জন জজ সাহেবকে আপনার সঙ্গে বৈঠক করিতে আহ্বান করিবেন এবং ঐ তিন জন জজ সাহেব এক সঙ্গে বৈঠক করিয়া ঐ আপীল শুনিবেন এবং অধিক কোন জজের মত না লইয়া তাঁহারা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। এইমত গতিকে যদি তিন জন জজ সাহেবের এক মত হয় তবে তাঁহারা তিন জনই ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমনামায় দস্তখৎ করিবেন কিন্তু যদি এক জন জজের মত অন্য দুই জনের সঙ্গে ঐক্য না হয় তবে যে দুই জন জজ ঐক্য হন্ তাঁহারা ঐ ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবেন এবং অন্য জজ সাহেবের দস্তখৎকরা আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমের মধ্যে তাঁহার মত লিখিতে হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু উক্ত নিয়ম সরাসরী আপীলে অথবা মূৎকরক্কা মোকদ্দমার আপীলে খাটিবেক না এবং ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতা দেওয়াগিয়াছিল ইহার দ্বারা তাহার কিছু অন্যথা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

খাস আপীলের বিধি সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর কলিকাতার এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত ও মান্দ্রাজের সদর আদালত এবং বোম্বাইয়ের সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন দেওয়ানী আদালতসকলে জাবেতামত আপীলের যে সকল নিষ্পত্তি কোন আইনের বিরুদ্ধ অথবা আইনের তুল্য প্রবল কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধ কিম্বা আদালতের কোন দস্তুরের বিপরীত দৃষ্ট হয় অথবা আইনের বা দস্তুরের কিম্বা ব্যবহারের যে কোন নিয়মে উপযুক্ত সন্দেহ হইতে পারে এইমত কোন নিয়মঘটিত হয় সেই আপীলের নিষ্পত্তির উপর খাস আপাল ঐ২ সদর আদালতে হইতে পারে ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাবেতামত আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপীলের দরখাস্ত উপরের উক্তমতে নির্দ্ধারিত আদালতে দাখিল না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমার সম্পর্কে খাস আপীল হয় তাহাতে পূর্ব্বে যে সকল ডিক্রী হইয়াছিল তাহার নকল খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের প্রত্যেক দরখাস্ত উপরের উক্তমতে

Digitized by Google

নির্দ্ধারিত আদালতে রীত্যনুসারে দাখিল হইলে তাহা খাসআপেলাণ্ট কি তাহার উকীল বা মোক্তারকারের সম্মুখে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব শুনিবেন এবং ঐ জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে ঐ মোকদ্দমার মিসিলের সম্পর্কীয় কোন দলীলদস্তাবেজ তলব করিয়া পাঠ করিতে পারেন্ এবং ঐ দরখাস্তের জওয়াব দেওনের নিমিত্ত পক্ষান্তর ব্যক্তিকে তলব করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি এই মত বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে তিনি তদনুসারে হুকুম দিবেন এবং সেই সময়ে আপীলের যে মূল বিষয় বা বিষয়সকলের বিচার করিতে হইবেক তাহা সর্টিফিকটের ন্যায় ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবেন পরে ঐ আদালতে যে দেশীয় ভাষা চলিত আছে তাহাতে তাহা তরজমা করা যাইবেক এবং তাহার পর ঐ খাস আপীল দাঁড়ামতে শুননি ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত আদালতের নথীর শামিল করা যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা আইনের মূল বিষয় বা বিষয়সকলের নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমার রোয়দাদের যে অংশের আবশ্যকতা নাই সেই অংশ তলব করিয়া তাহাতে দৃষ্টি করণের প্রয়োজন নাই ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না তবে তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন এবং খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের বিষয়ে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্তমতে কোন খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে উপরের উক্ত ধারামতে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল সর্টিফিকটে লেখাযায় সদর দেওয়ানী আদালত কেবল তাহার বিচার করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন বিষয় বা অংশের বিচার করিবেন না ইতি।

৮ ধারা।

কিন্তু আপীলের বিশেষ কারণ যদি অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণরূপে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখাগিয়া থাকে তবে ঐ সদর আদালত ঐ সর্টিফিকট শুদ্ধ করিতে পারেন্। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল আদৌ লেখা গিয়াছিল কেবল তাহাই এরূপে শুধরাণ যাইতে পারে এবং কোন নূতন বিষয় বা বিষয়সকল লইতে কিম্বা ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে তাহা লিখিতে ঐ আদালতের ক্ষমতা নাই ইতি।

Digitized by Google

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের বিষয়ে বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর যে সকল আইন ও বিধি আছে তাহা যেপর্য্যন্ত এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুর হইয়া মুলতবী থাকে এই আইনের কোন হুকুমের দ্বারা তাহা শুননির ব্যতিক্রম হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে ঐ দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীলের যে রূপে শুননি ও নিষ্পত্তি হইত সেই রূপে শুননি ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৪ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

জুষ্টিস অফ দি পীসেরদের এবং তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আকৃট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ানুসারে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কার্য্য করেন্ তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীলবিষয়ক আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক আইনের নির্দ্দিষ্ট নানা গতিকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে নিযুক্ত আছেন্ সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিকটে কোন২ অপরাধের নালিশ হইতে পারে এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা আছে তদুপলক্ষে অথবা তাঁহারদের জুষ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাঁহারা ঐ নালিশের বিচার করিতে পারেন্। এবং যেহেতুক মাজিষ্ট্রেটী পদের উপলক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের সমক্ষে যে২ অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর এবং জুষ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাঁহারদের সমক্ষে যে২ দোষ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর আপীল করণবিষয়ের ভিন্ন২ বিধি আছে। এবং যেহেতুক ব্রিটনীয় প্রজারা চড়াউ করিলে বা কোন স্থানে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলে অথবা বলপূর্ব্বক অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি করিলে তাহারদের ঐ দোষ মফঃসলে জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে এবং তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আকৃট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল করণের যে আইন আছে তাহা শুধরণের আবশ্যক।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সামান্য ক্ষমতার উপলক্ষে দণ্ডাজ্ঞা করিলে সরকারের আইনানুসারে যে কার্য্যকারকের নিকটে এবং যে২ বিধির অনুসারে আপীল হইবার হুকুম আছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন জুষ্টিস অপ দি পীস কোন অপরাধ

Digitized by Google

সাব্যস্ত হওয়াতে যে দণ্ডাজ্ঞা করেন্ তাহার উপর এবং উক্ত আকৃট অর্থাৎ আইনানুসারে যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য করেন্ তাঁহার দ্বারা কোন অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে তিনি যে দণ্ডাজ্ঞা করেন্ তাহার উপর আপীল সেই কার্য্যকারকের নিকটে এবং সেই২ বিধির অনুসারে হইবেক এবং এমত যে মোকদ্দমার উপর আপীল হয় তাহা সর্সিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে সকল মোকদ্দমার উপর উক্ত প্রকারে আপীল হইয়াছে সেই সকল মোকদ্দমাছাড়া অন্য মোকদ্দমায় কোন দণ্ডাজ্ঞা সর্সিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা রদ করণের যে ক্ষমতা এক্ষণে আছে তাহা এই আইনের কোন কথাতে রহিত হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮৪৩ সালের ৭ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এ আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে গোলামী অবস্থার বিষয়ি আইন নির্ণয় ও সংশোধন করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে আদালতের কোন ডিক্রী অথবা হুকুম জারী করণার্থ অথবা খাজানা বা মালগুজারীর কোন দাওয়ার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত কোন সরকারী কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তি গোলামী অবস্থায় আছে বলিয়া তাহাকে অথবা তাহাকে বলপূর্ব্বক খাটাওনের বা সেবা করাওণের অধিকার বিক্রয় করিতে বা করাইতে পারিবেন না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে কোন ব্যক্তি আমার গোলাম এবং সেই ব্যক্তি ও তাহার সেবা আমার সম্পত্তি বলিয়া যে কেহ অধিকার রাখে সেই অধিকার ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা বলবৎ হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন ব্যক্তি আপন পরিশ্রমের দ্বারা অথবা কোন শিল্প কর্ম্ম বা উপজীবিকা কিম্বা ব্যবসায়ের দ্বারা কি উত্তরাধিকারিত্ব কি অর্পণ কিম্বা দান অথবা মুমূর্ষু দানক্রমে কোন সম্পত্তি পাইয়া থাকে সেই ব্যক্তি গোলাম অথবা যাহার স্থানে সেই সম্পত্তি পাইয়াছিল সেই ব্যক্তি গোলাম ছিল ইহা বলিয়া সেই সম্পত্তিহইতে বেদখল হইবেক না অথবা তাহার দখল করিতে নিবারণ হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন কর্ম্ম গোলামভিন্ন ব্যক্তির প্রতি করিলে দণ্ডনীয় অপরাধ হইত সেই কর্ম্ম কোন ব্যক্তি গোলামী অবস্থায় আছে বলিয়া তাহার প্রতি করিলে সেইরূপ দণ্ডনীয় অপরাধ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

আমীনেরদের এবং মুনসেফেরদের আদালতের এলাকা ও কার্য্যবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণ মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনকে প্রথমত উপস্থিত যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন্ সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণেতে জিলা এবং শহরের জজ সাহেবদিগের আদালতের কার্য্য চালাওনের নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীনেরা কার্য্য করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকার মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর আপীলের বিষয়ে ঐ ধারাতে যেং বিধান আছে সেইং বিধান ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচারকালীন ঐ বিচারকের করা সকল হুকুমের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের যেং ভাগে সদর আমীন ও মুনসেফদিগের প্রতি আসামীর স্থানে জামিন চাহিবার অথবা তাঁহারদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমাতে আসামীর সম্পত্তি ক্রোককরণের অথবা জিলার জজ সাহেবের অনুমতিবিনা তাঁহারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করণের নিষেধ আছে সেইং ভাগ রদ হইল ইতি।

Digitized by Google

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমায় তাঁহারা আসামীর স্থানে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ এবং ৫ ধারার বিধির অনুসারে জামিন চাহিতে পারেন্ এবং জিলার জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়া আপনারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করিতে পারেন্ কিন্তু এই ধারার অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন্ তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন্ যেং আদালতে তাহার প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল সেইং আদালতের করা ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তদনুসারে সেই আদালতের দ্বারা ঐ আপীল আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক। এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ঐং ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর সর্টিফিকটকরা নকলসমেত দিতে হইবেক। এইং গতিকে মুনসেফ অথবা সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি জন্মস্থানপ্রযুক্ত অথবা বংশপ্রযুক্ত কোন প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমায় মুনসেফের আদালতের এলাকার বহির্ভূত হইবেন না ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১।২ এবং ৩ প্রকরণে স্থানবিশেষের এলাকার ও সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে যে নিষেধ আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া মুনসেফেরা সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমা লইতে ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। কিন্তু যে মোকদ্দমায় কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্বেরা কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিরা অথবা তাঁহার আদালতের কোন উকীল বা

Digitized by Google

আমলা এক পক্ষ হন্ সেই প্রকার মোকদ্দমার বিচার কোন মুনসেফ করিতে পারিবেন না ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ধারাপ্রযুক্ত যেং গতিকে কোন মুনসেফ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন কুটুম্ব কি তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার আদালতের উকীল বা আমলা মোকদ্দমার এক পক্ষ হওয়াতে তিনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ না সেইং গতিকে মুনসেফ তথাপি ঐ মোকদ্দমা লইতে পারেন্ এবং যে জিলার অধীন সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারেন্ পরে জজ সাহেব তাহা ঐ জিলার অন্য কোন মুনসেফের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৯ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইল।

ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের জজেরা যে সময়ে এবং যে ভাষাতে আপনং নিষ্পত্তি লিখিবেন তাহার বিষয়ি আইন।

যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি এবং সেই নিষ্পত্তির হেতু নিষ্পত্তি করণের সময়ে জজের স্বকীয় ভাষায় লেখা ও দস্তখৎকরা উচিত বোধ হইল।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর অধীন দেশে যেং বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেইং বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেইং নিষ্পত্তির হেতু ডিক্রীর যেং ভাগে লেখা যায় সেইং ভাগ এবং জাবেতামত মোকদ্দমার ডিক্রী সংশোধনের যে হুকুম ও ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের যে হুকুম সদর আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলার অধীন জজ কিম্বা আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবেরা করেন্ তাহা প্রথমে ইঙ্গরেজী ভাষাতে লেখা যাইবেক এবং সেই নিষ্পত্তি ও হুকুম করণের সময়ে ঐ জজ সাহেবের অথবা জজ সাহেবেরদের দ্বারা তাহাতে দস্তখৎ হইবেক এবং ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমসম্বন্ধীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের সামান্যতঃ চলন ভাষাতে তাহার তরজমা করা যাইবেক এবং সেই তরজমা ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশের চলিত যে কোন আইনে সদর আদালতের ডিক্রী ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার হুকুম আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা রদ অথবা মতান্তর হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না। এবং মান্দ্রাজ রাজধানীর চলিত যে কোন আইনে প্রবিন্স্যল এবং জিলার আদালতের এবং আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবের অধীন সহকারি আদালতের ডিক্রী এবং সদর আদালত ও প্রবিন্স্যল আদালতের নিকটে দরপেশহওয়া দরখাস্তের বিষয়ি ঐং আদালতের হুকুম ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার বিধান আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা রদ অথবা মতান্তর হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক যে ভাষা লইয়া ব্যবহার করিতে হইবেক সেই ভাষার বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে উপরিস্থ আদালতের উপদেশের নিমিত্ত এই আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারায় যে সকল নিয়ম আছে সেই২ নিয়মানুসারে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরদের কার্য্য করা উচিত বোধ হইল

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সকল রাজধানীর অধীন দেশে যে২ বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেই২ বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেই২ নিষ্পত্তির হেতু প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফের করা সকল ডিক্রীর যে ভাগে লেখা যায় সেই ভাগ ঐ প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফ প্রথমে স্বকীয় ভাষাতে লিখিবেন এবং ঐ প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি মুনসেফেরা সেই নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং ডিক্রীসম্বন্ধীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের চলন ভাষা যদি ঐ প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির স্বকীয় ভাষা না হয় তবে ঐ ডিক্রী সেই আদালতের চলন ভাষায় তরজমা করিতে হইবেক এবং সেই তরজমা ঐ ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের উপর মাসুল আদায়ের বিষয়ি এবং নিমক প্রস্তুতকরণের বিষয়ি নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮২৯ সালের ১৬ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ২ আইন ও ১৮১০ সালের ৯ আইনের এবং অন্য কোন আইনের যে ভাগ বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের মাসুল আদায় করণের অথবা নিমক প্রস্তুত করণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহা ১৮৪৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা রাজ-ধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে আমদানীহওয়া এবং তথাহইতে রপ্তহওয়া জিনিসের উপর পশ্চাৎ লিখিত মাসুল লওয়া যাইবেক এবং আর কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না। বিশেষতঃ

সকল প্রকার লবণের উপর আমদানীর মুখে মোন প্রতি দুই টাকা এবং ঐ লবণ আলাহাবাদের পূর্ব্ব দিগে প্রেরণ হইলে মোন প্রতি অধিক এক টাকা।

গরসাফ তূলার উপর আমদানীর মুখে মোন প্রতি চারি আনা এবং সাফ তূলার উপর মোন প্রতি আট আনা।

মিসরী ও কুন্দ ও চিনী ও সকল ভূরা ও দোবরা চিনীর উপর রপ্তানীর মুখে মোন প্রতি আট আনা। ও গুড় ও রাব ও শিরা ও ভূরা ও দোবরা ছাড়া সকল প্রকার চিনীর উপর মোন প্রতি তিন আনা।

উক্ত দেশের কোন ভাগে চিনী আমদানী করা নিষেধ হইল এবং নিষেধ থাকি-বেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা থাকিবেক যে

Digitized by Google

উক্ত মাসুল যেরূপে এবং যে পথ বা পথসকলে এবং ঐ পথ বা পথসকলের উপর অথবা তাহার নিকট যেং স্থানে আদায় করণের নিমিত্ত যেং হুকুম উচিত বোধ করেন্ সেইং হুকুম সময়ক্রমে দেন্ ও জারী করেন্। এবং ঐ সকল হুকুম এই আইনের মধ্যে লেখা থাকিলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপে যে গেজেটে ঐ হুকুম প্রকাশ হয় সেই গেজেটের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি ঐ হুকুম বলবৎ হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি এবং তাহার পর সরকারের বিশেষ অনুমতি বিনা বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম সকল দেশে ভক্ষণীয় নিমক প্রস্তুত করিতে নিষেধ হইল। এবং যেং ব্যক্তি ঐরূপ অনুমতি না পাইয়া ঐরূপ নিমক প্রস্তুত করে অথবা ঐরূপ নিমক প্রস্তুত করণার্থ খালাড়ী তৈয়ার করে বা করায় তাহারদের এবং যে সকল জমীদার কিম্বা অন্যান্য ভূম ধিকারী কি তাহারদের গোমাশ্‌তা ঐরূপ বিনানুমতির লবণ প্রস্তুত করণের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে তাহারদের অপরাধ ঐ অপরাধ যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের জিলার সীমার মধ্যে হইয়া থাকে তাঁহার নিকটে সাব্যস্ত হইলে তাহারদের ৫০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে তাহারা কঠিন পরিশ্রম বিশিষ্ট বা তাহা বিনা ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক। এবং যে সকল খালাড়ীতে ঐরূপ লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল অথবা তাহা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বসান গিয়াছিল তাহা নষ্ট করা যাইবেক এবং তাহাতে যে সকল নিমক প্রস্তুত হইয়াছে অথবা সঞ্চয় করা থাকে তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে হাসিলের কালেক্টর সাহেবেরা এবং ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে লবণ প্রস্তুত করিবার সকল খালাড়ী নষ্ট করিতে পারেন্ এবং তাহাতে রাখা সকল নিমক ক্রোক করিতে পারেন্ এবং যেং ব্যক্তি ঐ লবণ প্রস্তুত করণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া যে জিলার সীমার মধ্যে অপরাধ হইয়াছিল সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে বিচারার্থ সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশে যে সকল চিনীর আমদানী করা যায় তাহা এবং এই আইনের নিরূপিত মাসুল না দিয়া অথবা এই আইনের বিধানানুসারে যে সকল হুকুম করা যায় ও জারী হয় তাহার বিরুদ্ধে যে সকল দ্রব্য আমদানী

Digitized by Google

অথবা রফ্তানী হয় তাহা এবং তাহা যে সকল নৌকা ও গাড়ি ও বাহন ও বলদ-প্রভৃতিতে বোঝাই থাকে ঐ নৌকাপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রোক ও জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের নিরূপিত মাসুল যে সকল ব্যক্তি না দেয় অথবা না দিবার উদ্যোগ করে এবং যে সকল ব্যক্তি মাসুল না দেওনের ও নাদিবার উদ্যোগ করণের সহায়তা বা সাহায্য করে অথবা এই আইনের বিরুদ্ধে কিম্বা এই আইনের বিধানানুসারে করা ও জারী হওয়া কোন হুকুমের বিরুদ্ধে কার্য্য করে এবং যে সকল জমীদার এবং অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহারদের গোমাশ্‌তা ঐরূপ মাসুল না দেওন বা না দেওনের উদ্যোগের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে অথবা সেই কার্য্যের সহায়তা করে তাহারদের দোষ যে জিলার সীমার মধ্যে ঐ অপরাধ হইয়া থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে তাহারা ৫০০) কাটার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত বা তাহা বিনা ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মাসুলের সিরিশ্‌তার সকল কর্ম্মকারকেরা কোন গাড়ি এবং বাহন কি বস্তাতে মাসুলের যোগ্য কোন দ্রব্য অথবা এই আইনের দ্বারা আমদানী করিতে নিষেধহওয়া দ্রব্য থাকনের বিষয়ে শোবের উপযুক্ত হেতু পাইলে সেই গাড়ি ও বাহন ও বস্তার তালাশী লইতে পারে এবং এই আইনানুসারে যে সকল দ্রব্য জব্দের যোগ্য তাহা আটক করিতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে কোন জিনিস বা দ্রব্য ক্রোক কিম্বা আটক হইলে ভূমির মালগুজারীর অথবা হাসিলের যে কালেক্টর অথবা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ জিনিস ধরা পড়ে অথবা আটক হয় তিনি যত শীঘ্র হইতে পারে সেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাঁহার নিকটে করিবেন এবং ঐ কমিস্যনর সাহেব সেই দ্রব্য অথবা জিনিস জব্দ করিতে পারেন্ অথবা জব্দের পরিবর্ত্তে যে লঘু দণ্ড করিতে উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্ ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাসুলের সিরিশ্‌তার সকল কর্ম্মকারকেরা যদি

Digitized by Google

কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত উপযুক্ত শোবে করে যে ঐ ব্যক্তি এই আইনানুসারে দণ্ডের যোগ্য তবে তাহাকে গ্রেফ্তার করিয়া যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে বিচারার্থে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহাকে সোপর্দ্দ করিতে পারে ইতি।

১১ ধারা।

কিন্তু মাসুলের সিরিশ্তার কোন কর্ম্মকারক যদি শোবের উপযুক্ত কারণ না পাইয়া কোন গাড়ি বা বাহন কি বস্তার তালাশী লয় তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তির ২৫০/ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং অপরাধি ব্যক্তি সেই জরীমানার টাকা না দিলে তিন মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিবে। এবং কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে দণ্ডের যোগ্য হওনের বিষয়ে মাসুলের সিরিশ্তার কোন কর্ম্মকারক শোবের উপযুক্ত হেতু না পাইয়া যদি এই আইনের ছলে তাহাকে গ্রেফ্তার করে তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে তাঁহার সম্মুখে ঐ অপরাধির দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০/ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং অপরাধি ব্যক্তি জরীমানার টাকা না দিলে ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করণের নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি বিচার হওনার্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগের হাতে অর্পণ হয় সেই ব্যক্তিরদের নামে নালিশসকল তাঁহারা গ্রহণ করিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং সামান্য মোকদ্দমার আপীলের বিচারের নিমিত্ত সময়ে২ যে সকল বিধি করা যায় এই আইনানুসারে যে সকল দণ্ডাজ্ঞা হয় তাহার উপর আপীল সেই সকল বিধিক্রমে হইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী করণের বিষয়ে মাসুলের সিরিশ্তার কর্ম্মকারকদিগের সহকারিতা ও সহায়তা করিতে পোলীসের সকল কর্ম্মকারকেরদের এবং ভূমির মালগুজারী আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মকারকেরদের প্রতি ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল ইতি।

Digitized by Google

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথা সাগর ও নর্ম্মদা দেশ এবং আজমির প্রদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

আদালতসম্বন্ধীয় কার্য্যে অচিহ্নিত কার্য্যকারকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে নিযুক্ত করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক সরকারী কার্য্য উত্তম প্রকারে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে অচিহ্নিত কর্ম্মকারকদিগকে আদালতসম্বন্ধীয় পোলীস ও ফৌজদারীর কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা বাহুল্য-রূপে নিযুক্ত করণের দ্বারা ঐ২ সিরিশ্তা পুষ্ট করণের আবশ্যক হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের উভয় ভাগের গবর্ণমেণ্ট কোন জিলা বা প্রদেশে জনেক বা জন কএক অচিহ্নিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহারদিগকে পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি আপন২ পদের ভার গ্রহণ করণের পূর্ব্বে যে জিলাতে নিযুক্ত হন্ সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ১৮৩৭ সালের ২১ আইনের নির্দ্দিষ্ট সুকৃতি করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনামতে বিচারসংক্রান্ত কার্য্যে কিম্বা পোলীসী কার্য্যে অথবা উভয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন্। বিচারসংক্রান্ত কার্য্যের উপলক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ক্রমে যেমত হুকুম করেন্ সেই মতে তিনি ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন কিম্বা ১৮০৭ সালের ৯ আইন বা ১৮২১ সালের ৩ আইনানুসারে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট সাহেবের ক্ষমতার তুল্য অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতার তুল্য কার্য্য করিবেন এবং এই২ গতিকে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষ্পত্তি ও হুকুমের উপর আপীল উক্ত আইনানুসারে যে২ কার্য্যকারকের নিকটে হইতে

Digitized by Google

পারে ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তি ও বিচারসম্বন্ধীয় হুকুমের উপর আপীল সেইং কার্য্যকারকের নিকটে হইবেক। এবং পোলীসী কার্য্যের উপলক্ষে তিনি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে নিযুক্ত হন্ সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অধীন সর্ব্বতোভাবে থাকিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট অথবা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার প্রতি যেং ক্ষমতার্পণ করেন্ সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি কার্য্য করিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সকল হুকুম দেন্ তাহা মানিবেন এবং যে সকল কার্য্যের ভার দেন্ সেইং কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটহইতে যে সকল হুকুম পান্ তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতা বাড়াইতে কিম্বা তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে অথবা তাহা ফিরিয়া লইতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে রাজস্ব এবং আদালত সম্বন্ধীয় কর্ম্মকারক অন্য কোন পদ ধারণ করণের সময়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদ ধারণ করিতে পারেন্ না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা দুষ্কর্ম্মের জন্য তগীর হইবেন না। যখন কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শৈথিল্য কি অক্ষমতা কি ঘুষ লওনপ্রযুক্ত কর্ম্মে থাকনের অযোগ্য বোধ হন্ তখন তৎস্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার এক রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা ও হুকুম পাইবার নিমিত্ত তথায় পাঠাইবেন এবং গবর্ণমেণ্টের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়া তাঁহার আচারব্যবহারের অধিক তদারক করিতে হুকুম দিতে অথবা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কর্ম্মহইতে তগীর করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এদেশীয় কোন ব্যক্তির কিম্বা ঐ দেশনিবাসি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজন্ম প্রজার আপন ধর্ম্ম বা জন্মস্থান কি বংশ কিম্বা বর্ণপ্রযুক্ত কি ইহার কোন এক কারণপ্রযুক্ত ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরী কর্ম্ম করিতে নিষেধ হইল না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১২ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

অপরাধিরদিগকে ধরিবার নিমিত্ত পুরস্কার অঙ্গীকার করণবিষয়ক আইন।

যেহেতুক উৎকটাপরাধের মোকদ্দমায় জ্ঞাত অপরাধিকে ধরিবার কিম্বা অজ্ঞাত অপরাধির অনুসন্ধানের নিমিত্ত পুরস্কার অঙ্গীকার করা উপযুক্ত বোধ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে সদর নিজামৎ আদালত এবং দায়েরসায়েরী আদালত কিম্বা পুর্ব্বকার দায়েরসায়েরী আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের অনুমতি লইতে চলিত আইনে যে হুকুম আছে তাহাতে ক্লেস বোধ হইয়াছে এবং যেহেতুক স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগকে সময়েং পুরস্কার দেওনের অনুমতি দিবার ক্ষমতা দেন্ তাঁহারদের নিকটে উক্ত প্রকার অনুমতির দরখাস্ত করা উচিত

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ২ ও ৩ ধারা এবং ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ১৬ ও ১৭ ধারা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোন২ গতিকে সুপ্রিম কোর্টের ট্রষ্টী নিযুক্ত করণের আইন।

যেহেতুক ট্রষ্টীরদের দেউলিয়া হওয়াপ্রযুক্ত কেবল নহে কিন্তু তাঁহারদের মরণ অথবা অনুপস্থান কিম্বা ট্রষ্টীর কার্য্য করিতে অস্বীকার কি অপারগতাপ্রযুক্ত বারম্বার ক্লেশহওয়াতে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে নাবালক ও বিবাহিতা স্ত্রী এবং অন্যেরদের যে সম্পত্তি ট্রষ্টীরদের জিম্মা হয় তাহাতে বিশেষ বিঘ্ন ও খরচ হইয়া থাকে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যে২ গতিকে সম্পত্তি ট্রষ্টীর হাতে সোপর্দ্দ করা বিহিত হয় এবং ট্রষ্টীর কার্য্য করিতে সম্মত কি পারগ কোন ব্যক্তি উক্ত রাজ্যে সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকে সেই২ গতিকে উক্ত রাজ্যের প্রত্যেক রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট দরখাস্ত পাইলে রেজিষ্ট্রার সাহেবকে অথবা ঐ কোর্টের অন্য যে কর্ম্মকারককে ঐ কোর্ট সময়ে২ মনোনীত করেন্ তাঁহাকে এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ সম্পত্তির ট্রষ্টী হইবার নিমিত্ত কোর্টের ট্রষ্টীর মতে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ ব্যক্তি সেইরূপে নিযুক্ত হইলে ঐ সম্পত্তি তাঁহার হাতে এবং তৎপরে তাঁহার পদে নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে সোপর্দ্দ থাকিবেক এবং তাঁহার নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি যে২ নিয়মানুসারে সোপর্দ্দ ছিল সেই২ নিয়মক্রমে তাঁহার নিকটে গচ্ছিত থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে ঐ কর্ম্মকারক ঐ টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোট ক্রয় করিবেন অথবা অন্য যে রূপে সুপ্রিম কোর্ট হুকুম করেন্ সেইরূপে তাহার বিষয়ে কার্য্য করিবেন এবং তিনি ঐ টাকার উপর শতকরা এক টাকা করিয়া কমিস্যন পাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোর্টের ট্রষ্টীর হাতে উক্ত যে সম্পত্তি

Digitized by Google

সোপর্দ্দ হয় তাহার বিষয়ে কিম্বা তাহার সুদ কি উপস্বত্বের বিষয়ে ঐ সুপ্রিম কোর্ট কোন হুকুম করিতে পারেন্ এবং যদি ঐ কোর্ট মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হুকুম না দেন্ তবে দরখাস্ত দরপেশ হইলে সেইরূপ হুকুমনামা দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রথমকার ট্রুষ্টী অথবা তৎপরে নিযুক্ত কোন ট্রুষ্টার হাতে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার সোপর্দ্দ করিতে অথবা ঐ কোর্ট অন্য যেমত হুকুম করেন্ সেইমতে কার্য্য করিতে এই আইনের কোন বিধির দ্বারা নিষেধ নাহি ইতি।

৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নাবালক কিম্বা উন্মত্ত ব্যক্তি যদি কোন দান অথবা উইলের দ্বারা দত্ত বস্তু কি তাহার অবশিষ্ট ভাগ কি অংশ পাইবার অধিকার রাখে তবে যে এক্সেকিটর অর্থাৎ অছি কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটরের দ্বারা ঐ উইলক্রমে দত্ত বস্তু কিম্বা তাহার অবশিষ্ট ভাগ দেয় বা অর্পণীয় হয় তিনি অথবা যে ব্যক্তি ঐ প্রকার দান করেন্ তিনি অথবা ঐ দানের কোন ট্রুষ্টী তাহা এই আইনক্রমে নিযুক্ত কোর্টের ট্রুষ্টীর হাতে দিতে অথবা অর্পণ করিতে পারেন্ এবং ঐ কোর্টের ট্রুষ্টা যে রসীদ দেন্ তাহা ঐ সম্পত্তির খালাসপত্রের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ কোর্টের ট্রুষ্টার হাতে সোপর্দ্দহওয়া অন্যান্য সম্পত্তির বিষয়ে এই আইনে যেং হুকুম আছে সেইং হুকুম উক্ত সম্পত্তির বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনে যে কমিস্যনের বিষয়ে অনুমতি হইয়াছে তাহাছাড়া এ আইনের অন্য সকল বিধি কোর্টের নিযুক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর-স্বরূপ উক্ত প্রত্যেক কোর্টের এক্সিসিয়াষ্টিকেল রেজিষ্টর সাহেবের হাতে অর্পিত নাবালকেরদের কি উন্মত্তেরদের সম্পত্তির প্রতিও খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোন২ দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণবিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৩ সালের ১ প্রথম আইনের প্রকৃত অর্থ ও অভিপ্রায়ের বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইন রদ হয়। কেবল ভূমির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভসম্বন্ধীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পাট্টা এবং দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি আছে ইহা ঐ ভূমির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভসম্বন্ধীয় পাট্টা এবং দলীল দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরীকরণীয়া ব্যক্তিরদের জ্ঞাত থাকনের বা এত্তেলা পাওনের বিষয়ি বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের আইন বা আইনসকলের লিখিত বিধান সকল রদ করিতে ঐ ১ আইনে যে২ হুকুম আছে তাহা স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গত মে মাসের ১ তারিখের পর ভূমি কিম্বা বাটী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির যে প্রত্যেক বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্রের নিদর্শন আইনানুসারে রীতিমত রেজিষ্টরী হইয়াছে অথবা রেজিষ্টরী হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হৃদ্বোধরূপে সাব্যস্ত হইলে তাহার দ্বারা সেই সম্পত্তিবিষয়ক রেজিষ্টরী না হওয়া অন্য কোন বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্র অসিদ্ধ হইবেক ঐ দ্বিতীয় অথবা অন্য দলীল রেজিষ্টরী হওয়া দলীলের পূর্ব্বে স্বাক্ষর হউক বা পরে স্বাক্ষর হউক তাহা তুল্যরূপে অসিদ্ধ হইবেক। এবং উক্ত তারিখের পর ভূমির এবং বাটীর ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির যে বন্ধকপত্রের এবং ঐ বন্ধকী বিষয় উদ্ধার হওনের যে সর্টিফিকটের এক নিদর্শন আইনানুসারে রীতিমতে রেজিষ্টরী হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হৃদ্বোধরূপে প্রমাণ হইলে তাহা রেজিষ্টরী না হওয়া সেই সম্পত্তির অন্য কোন বন্ধকপত্রের পূর্ব্বে পরিশোধ করিতে হইবেক ঐ দ্বিতীয় অথবা অন্য বন্ধকপত্র রেজিষ্টরীহওয়া বন্ধকপত্রের পূর্ব্বে সহী হউক বা পরে সহী হউক তাহা তুল্যরূপে অসিদ্ধ হইবেক। এবং ঐ বন্ধকপত্র অথবা সর্টিফিকটের রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি সেইরূপ রেজিষ্টরী না হওয়া বন্ধকপত্র

Digitized by Google

বা সর্টিফিকট থাকনের বিষয় জানিল অথবা সম্বাদ পাইল ইহা কথিত হইলেও তাহাতে এই হুকুমের অন্যথা হইবেক না। কিন্তু আরো জানা কর্ত্তব্য যে গত মে মাসের প্রথম তারিখের পূর্ব্বে করা কোন দলীলদস্তাবেজ অথবা সর্টিফিকটের সঙ্গে এই ধারার সম্পর্ক আছে এমত তাহার অর্থ করিতে হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে উক্ত বিক্রয়পত্র বা দানপত্র কিম্বা বন্ধকপত্র কি সর্টিফিকটছাড়া ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি গত মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে সহী হইয়া থাকুক বা পরে সহী হইয়া থাকুক তাহা রেজিষ্টরী না হওয়াতে কোন প্রকারে বাতিল নহে অথবা বাতিল হইবেক না কোন আইন বা ব্যবস্থাতে ইহার বিপরীতে কিছু থাকিলে তাহাতে এই হুকুমের অন্যথা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোনং ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তর পশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যং ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপস্থিত না থাকন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে আইন করণের ক্ষমতাভিন্ন যেং ক্ষমতা আছে সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং আরো হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১১ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে মজুরেরদের গমনের নিয়ম করণার্থ আইন।

১ ধারা

যেহেতুক প্রকাশ হইয়াছে যে এই বৎসরের শেষে মরিচ উপদ্বীপে চাস কর্ম্মের নিমিত্ত মজুরেরদের তাদৃশ আবশ্যক হইবেক না এবং ঐ উপদ্বীপে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যে অংশ স্ত্রীলোক গমন করিয়াছে তদপেক্ষা অধিকাংশ স্ত্রীলোকের তথায় গমন করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে আগামি জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি ও তাহার পরে ১৮৪২ সালের ১৫ আইনের বিধির অনুসারে কেবল কলিকাতার বন্দরহইতে মজুরেরা আইনমতে মরিচে গমন করিতে পারিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে গমনকারি মজুরেরদের রক্ষকের কর্ম্মে উপযুক্ত এক জনকে কলিকাতায় নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং মরিচের গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্তহওয়া এজেণ্ট সাহেব গমনশীল ব্যক্তিকে যদি এইমত সর্টিফিকট না দেন্ যে উক্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ উপদ্বীপে গমন করিবার নিমিত্ত আমি এই ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছি এবং সেই সর্টিফিকটে যদি রক্ষক সাহেবের সহী না থাকে তবে ঐ মজুর জাহাজে উঠিতে পারিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতের এলাকার বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৭ ধারাতে অন্যান্য বিষয়ের হুকুমের মধ্যে এই হুকুম হইয়াছিল যে জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করণের সময়ে যদি আসামী শহর কলিকাতার সীমাসরহদ্দের মধ্যে বসতি রাখে কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর যদি আসামী ঐ শহরে গিয়া বসতি করে তবে এইমত মোকদ্দমা ঐ জিলার দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না

এবং যেহেতুক ঐ জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর আসামীরা ঐ জিলার এলাকাহইতে পলায়ন করিয়া থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত অনেক ক্লেশ হয় এবং সেই ক্লেশ নিবারণ করা উপযুক্ত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের যেং কথা উপরে লেখাগিয়াছে তাহা রদ হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীযুত নওয়াব উজীরে দত্ত দেশে এবং অন্যান্য কোন স্থানে জিলার আদালতের এলাকাবিষয়ক আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৮০৩ সালের ২ আইনের ১২ ধারাতে অন্যান্য হুকুমের মধ্যে এই হুকুমও হইয়াছিল যে কলিকাতা শহরের সীমাসরহদ্দের বাহিরে স্থাবর সম্পত্তির কিম্বা সরকারী রাজস্বের বিষয়ি নালিশভিন্ন অন্য যে সকল নালিশ কলিকাতা শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে বসতিকারক কি থাকা কোন ব্যক্তির নামে উপস্থিত হয় সেইং নালিশ কোম্পানি বাহাদুরকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশস্থ জিলার আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না

এবং যেহেতুক উক্ত আইনের যেং কথা উপরে লেখাগিয়াছে তাহা অন্যান্য আইনের দ্বারা অন্যান্য প্রদেশে এবং জিলাতে ও পরগনায় চলন হইয়াছে

এবং যেহেতুক উক্ত আইনের উপরের লিখিত কথার দ্বারা ক্লেশ জন্মে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশে এবং অন্যান্য যেং প্রদেশে কি জিলায় অথবা পরগনায় ঐ আইন চলন হইয়াছে সেইং স্থানে উক্ত আইনের উপরের লেখা কথাসকল রদ হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৪ চতুর্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

ডাকাইতীর অপরাধ পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণের আইন।

যেহেতুক কোনং জাতির অন্তর্গত যে ব্যবসায়ি ডাকাইত দেশের নানা ভাগে আপনং ঐ বেআইনী কর্ম্ম নিয়মমতে করিতেছে তাহারদিগের দোষ প্রমাণ করণের নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল উপায় করণের আবশ্যক বোধ হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত ঠগী নিবারণার্থ ১৮৩৬ সালের ৩০ আইন এবং ১৮৩৭ সালের ১৮ আইন ও ১৮৩৯ সালের ১৮ আইনের বিধি ডাকাইতী কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিরদের বিষয়ে খাটাওনের আবশ্যক বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত সাবুদ হয় যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বা পরে সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কি তাহার বাহিরে কোন ডাকাইতের দলে ভুক্ত ছিল সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইবেক কিম্বা সেই ব্যক্তি তদপেক্ষা কম মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত কয়েদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তির নামে যদি এইমত নালিশ হয় যে সেই ব্যক্তি খুন সমেত বা খুনব্যতিরিক্ত ডাকাইতী করিয়াছে অথবা ডাকাইতের দলভুক্ত ছিল কি ডাকাইতের দ্বারা যে সম্পত্তি চুরী অথবা লুঠ হইয়াছিল তাহা বেআইনীমতে জানিয়া শুনিয়া লইল কি ক্রয় করিল তবে সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা আদালতে বিচারার্থে সোপর্দ্দ হইতে পারে এবং যে জিলার মধ্যে কোন আদালত বৈঠক করেন্ সেই জিলার মধ্যে ঐ অপরাধ হইলে সেই আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন্ সেইরূপে কোন আদালত তাহার বিচার করিতে পারেন্ ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত অপরাধের বিচার করণের সময়ে কোন আদালত কোন মৌলবীর স্থানে ফতওয়া চাহিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৫ পঞ্চবিংশাতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৩ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীশ্রীমতী মাহারাণী বিক্টোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষীয় আইনের ৪৭ ধারার ১১ প্রকরণ ভারতবর্ষে খাটিবার নিমিত্ত আইন।

যেহেতুক "জিনিসের মাসুলবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন" এই নামে বিখ্যাত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরের যে আইন জারী হয় তাহার যে ভাগে লেখে যে "১৮৪৩ সালের ৫ জানুআরি তারিখঅবধি এবং তাহার পরে ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত কোন দ্রব্য বা ঐ দ্রব্যের কোন বস্তা ইঙ্গলণ্ড দেশে কি ইঙ্গলণ্ড দেশের বাহিরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের কোন দেশে আমদানী হইলে এবং তাহার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম বা দাগ কি চিহ্ন বলিয়া কোন নাম কি দাগ বা চিহ্ন থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক" সেই ভাগ ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশে খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে

অতএব ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে ১৮৪৪ সালের ১ মে তারিখঅবধি এবং তাহার পর ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত কোন দ্রব্য কি ঐ দ্রব্যের কোন বস্তা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে আমদানী হইলে এবং তাহার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম অথবা দাগ কি চিহ্ন বলিয়া কোন নাম কি দাগ বা চিহ্ন থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৭ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়।

আপীলের কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করণের খরচপত্রের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্রের যেং নকল ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তুত করিতে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারায় এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫ ধারায় এবং বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ৪ আইনের C ধারার ৬ প্রকরণে হুকুম আছে সেইং নকল প্রস্তুত করণের খরচ আপীলকরণীয়া ব্যক্তিরদের দেওয়া উচিত ও যথার্থ।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের করা ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আপীল হয় তাহার সমস্ত রুবকারীর এবং আপীলহওয়া মোকদ্দমাতে যে সকল ডিক্রী ও হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহার এবং সমস্ত সাক্ষ্য ও দলীলদস্তাবেজের নকল প্রস্তুত করণের এবং উক্ত কাগজপত্রের যেং ভাগ প্রথমতঃ দেশীয় ভাষাতে লেখা গিয়াছিল তাহা ইঙ্গরেজী ভাষাতে তরজমা করণের খরচ আপীলকরণিয়া ব্যক্তিরা দিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে তাঁহারা উক্ত দুই নকল প্রস্তুত করণের খরচের উপযুক্ত টাকা আপীলের খরচের জামিনী দাখিল করণের মিয়াদের মধ্যে আমানৎ করিতে

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

আপেলাণ্টকে হুকুম দেন্ এবং সেই টাকা আমানৎ না হইলে আপীল মঞ্জুর না করেন্ এবং তাহা আমানৎ হইলে আপীল মঞ্জুর করেন্ এবং তাহার সম্বাদ আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

সামান্যতঃ ক্ষুদ্র চুরীর অপরাধে এবং কোমলবয়স্ক ব্যক্তিরা সেই অপরাধ করিলে তাহারদের শারীরিক শাস্তি দেওন আইনসিদ্ধ হইবার বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক কারাগারে উচিতমত উত্তম শাসন না হওয়াপর্য্যন্ত কোন২ অপরাধে কয়েদের পরিবর্ত্তে শারীরিক শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইয়াছে

অতএব ১৮৩৪ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণ [illegible] হুকুম হইল যে ৫০) টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি চুরীর অপরাধ সাবুদ হ[illegible] সাহেব অপরাধি ব্যক্তিকে ত্রিশ বেত্রাঘাতের অধিক না হয় এমত শা[illegible] শাস্তি দিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এবং যেহেতুক কোমলবয়স্ক অপরাধিদিগের সামান্যতঃ ফৌজদারী আদালতের রীতিমতে দণ্ড না করিয়া বরং পাঠশালার শাসনের ন্যায় দণ্ড করা উচিত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ৫০) টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি চুরীর অপরাধ সাবুদ হইলে যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিজ দৃষ্টির দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রমাণক্রমে অপরাধি ব্যক্তি এমত কোমল বয়সের বোধ হয় যে তাহার সামান্য ফৌজদারী আদালতের রীতিমত দণ্ড না করিয়া বরং পাঠশালার শাসনের মত দণ্ড করা বিহিত তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ব্যক্তিকে এক লঘু বেতের দ্বারা দশঘার অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন এবং সেইমত শাস্তি দিতে এই আইনের দ্বারা তাঁহার প্রতি হুকুম হইল ইতি

Digitized by Google

৩ ধারা।

এবং ইহাতে আরো নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে কোন স্ত্রীকে শারীরিক শাস্তি দিতে হইবেক না। এবং শারীরিক শাস্তি হইলে তাহার অতিরিক্ত আর কোন দণ্ড করিতে হইবেক না এবং ঐ শারীরিক শাস্তি নিয়ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইন রদ করণের আইন।

যেহেতুক "যেসকল লোকেরা ডাকাইতী করণের সঙ্গীহয় তাহারদিগকে এবং বিশেষতঃ ডাকাইতের সরদারেরদিগকে ধরিবার নিনিত্ত" বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইনের বিধি অত্যন্ত কঠিন হওয়াপ্রযুক্ত প্রায় অব্যবহার হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইন রদ হয় ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির সকল সূর্ত্তি নিবারণার্থ আইন।

যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে সূর্ত্তি হওয়াপ্রযুক্ত বড় অনিষ্ট হইতেছে

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির সকল সূর্ত্তি ১৮৪৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখ-অবধি এবং তাহার পরে সর্ব্ব জনের ও সামান্যতঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ জ্ঞান হইবেক এবং ইহার দ্বারা সর্ব্ব জনের ও সামান্যতঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ প্রকাশ করা গেল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পরে উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকাশরূপে বা গোপনে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির কোন সূর্ত্তির খেলার নিমিত্ত কোন দফ্তরখানা কি কোন স্থান রাখিবেক না অথবা সেইরূপ কোন সূর্ত্তির খেলা করিবেক না অথবা জানিয়াশুনিয়া আপনার ঘরে সেইরূপ কোন সূর্ত্তির খেলা করিতে দিবেক না। এবং যে কোন ব্যক্তি এই অপরাধ করে তাহার দোষ জুষ্টিস অফ দি পীস অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপ-রাধের নিমিত্ত তাহার ৫০০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন সূর্ত্তির কোন টিকিট কি লাট কিম্বা নম্বর অথবা অঙ্ক তুলিবার নিমিত্ত বা তৎসম্পর্কে কোন ঘটনা বা সংযোগ উপলক্ষে কোন ছল বা প্রতারণার দ্বারা কি কোন প্রকারে কিছু টাকা দিবেক না বা কোন দ্রব্য অর্পণ করিবেক না কিম্বা বেতন লইয়া বা বেতনবিনা কোন ব্যক্তির লাভের নিমিত্ত কোন কর্ম্ম করিবেক না বা করিতে

Digitized by Google

ক্ষান্ত হইবেক না কিম্বা উক্ত কোন অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তাব ঘোষণা করিবেক না। এবং এই ধারার মধ্যের লিখিত বিষয়ে যে ব্যক্তি অপরাধ করে তাহার দোষ জুষ্টিস অফ দি পীস কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাহার ১০০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যে সকল জরীমানা হয় তাহার অর্দ্ধেক সরকারে দাখিল হইবেক অপর অর্দ্ধেক গোয়েন্দাকে বা গোয়েন্দারদিগকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

অশুদ্ধশোধন।

১৮৪৪ সালের ২৭ ফেব্রুআরি তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের প্রকাশিত আপীলের মোকদ্দমার কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করণের খরচের বিষয়ি ১৮৪৪ সালের ২ আইনের ১ ধারার অশুদ্ধ শোধন।

"ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত" এই কথার পরিবর্ত্তে "ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালত" এই কথা পড়।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৯ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

এদেশীয় যে হুদ্দাদার এবং সিপাহী ও সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক কোর্ট মার্স্যলের হুকুমক্রমে কয়েদ হয় তাহারদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় লইয়া যাইবার হুকুম দিতে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওনের বিষয়ি আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যের অন্তঃপাতি এদেশীয় কোন হুদ্দাদার অথবা সিপাহী কি সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক যখন কোর্ট মার্স্যলের হুকুমক্রমে উক্ত কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন সরকারী জেলখানায় অথবা অন্য কোন স্থানে কয়েদ থাকে তখন যে রাজধানীর এলাকার মধ্যে ঐ সরকারী জেলখানা অথবা অন্য কোন স্থান থাকে সেই রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ জেলখানার রক্ষক অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির জিম্মায় ঐ জেলখানা থাকে তাঁহাকে এইমত একটা লিখিত হুকুম দিতে পারেন্ যে ঐ হুকুম যে ব্যক্তি দেখায় তাহার হস্তে ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে অর্পণ করেন্ এবং ঐ জেলরক্ষক অথবা অন্য ব্যক্তি ঐ কয়েদীর কয়েদ হওনের কোন সময়ে তাহার খালাস হওনের নিমিত্ত অথবা সৈন্যেরদের জিম্মায় তাহার দণ্ডের অবশিষ্ট কালপর্য্যন্ত অন্য যে কোন সরকারী জেলখানা অথবা অন্য যে কোন স্থান ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেই স্থানে কয়েদ থাকিবার নিমিত্ত ঐ হুকুমদেখানিয়া ব্যক্তির হাতে ঐ কয়েদীকে সমর্পণ করিবেন। পরন্তু আবশ্যক যে ঐ অন্য সরকারী জেলখানা অথবা অন্য স্থান যে শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম দেন্ তাঁহার অধীন দেশের মধ্যে থাকে এবং আরো আবশ্যক যে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় স্থানান্তর করণের পর সেই ব্যক্তি যত কাল কয়েদ থাকে অথবা এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় উঠাইয়া লইয়া যাইতে যত কাল সৈন্যেরদের জিম্মায় থাকে তত কাল ঐ কয়েদী ব্যক্তির আদৌ যত মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

প্রধান সদর আমীনেরদের এবং সদর আমীনেরদের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর ও মান্দ্রাজের এবং বোম্বাইয়ের অধীন দেশের মধ্যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ সেই সকল মোকদ্দমা সামান্যতঃ ঐ২ বিচারকের আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

পরন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা কি শহরের জজ সাহেব উপযুক্ত হেতু দেখিলে যে আদালতে উক্ত প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতহইতে সেই মোকদ্দমা তলব করিয়া আপনিই তাহার বিচার করিতে পারেন্ অথবা মোকদ্দমার মূল্য বুঝিয়া আপনার অধীন অন্য যে কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে সেই আদালতে বিচারার্থ তাহা সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতের সম্পর্কে যখন একের অধিক প্রধান সদর আমীন অথবা একের অধিক সদর আমীন নিযুক্ত থাকেন্ এবং তাঁহারদের কোন বিশেষ এলাকা নির্দ্দিষ্ট না থাকে তখন ঐ জজ সাহেবের উচিত যে যে কএক মুনসেফের এলাকার মধ্যে প্রত্যেক প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীনেরদের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব হইবেক তাহা সময়ক্রমে নিরূপন করেন্। এবং যে ভূমি বা অন্য প্রকার স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে মোকদ্দমা হয় তাহা যদ্যপি ঐ বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে অথবা অন্যান্য গতিকে যদ্যপি নালিশের হেতু সেই এলাকার মধ্যে হইয়া থাকে অথবা মোকদ্দমা আরম্ভ হওনের সময়ে সেই এলাকার মধ্যে যদি আসামী বাস করে তবে ঐ প্রত্যেক প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীন এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট সকল প্রকার মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন্ ইতি।

Digitized by Google

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ তাহা যদি অগ্রাহ্য করেন্ তবে তাহার অগ্রাহ্য করণের হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেব এক সরাসরী আপীল লইতে পারেন্ এবং কোন প্রকার ত্রুটিপ্রযুক্ত প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করণের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইলে যে সকল বিধান খাটে সেই সকল বিধান এই আইনক্রমে নিরূপিত সরাসরী আপীলের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন যে মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ সেই সকল মোকদ্দমাতে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের ব্যবহার সদর আমীনের আদালতে হইত সেই মূল্যের ইষ্টাম্প অন্য আদালতেও ব্যবহার হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৫ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সুবে বারাণসের মধ্যে ত্রিশূলী পয়সা দিবার ব্যবহার আইনসিদ্ধ আর না থাকনের এবং ঐ পয়সা সর্ব্বত্রহইতে উঠাইয়া লওনের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে যে ত্রিশূলী পয়সা সুবে বারাণসের নিমিত্ত ১৮০৯ সালের ১০ আইন এবং ১৮১৪ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে এবং সাগরের টাকশালেতে প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ১৮৪৪ সালের ১ আগষ্ট তারিখঅবধি ও তাহার পরে সুবে বারাণসের মধ্যে দিবার ব্যবহার আইনসিদ্ধ হওয়া রহিত হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৪ সালের ১ আগষ্ট তারিখপর্য্যন্ত ত্রিশূলী পয়সা লইবার জন্য সুবে বারাণসের মধ্যে যেং খাজানা অথবা অন্য স্থান উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের ইশ্তিহারের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবেক সেইং স্থানে ঐ ত্রিশূলী পয়সা সরকারের তরফে লওয়া যাইবেক এবং গণতির দ্বারা বদল হইবেক অর্থাৎ যে প্রত্যেক ত্রিশূলী পয়সা দাখিল হয় তাহা কোম্পানির এক পয়সার হিসাবে লওয়া যাইবেক এবং যে প্রত্যেক ত্রিশূলী পয়সা বদলের নিমিত্ত দাখিল হয় তাহার এওজে কোম্পানির একং পয়সা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পরেই উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব একটা ইশ্তিহার প্রকাশ করিবেন এবং সুবে বারাণসেতে যেং খাজানাখানা অথবা অন্য স্থানে ঐ ত্রিশূলী পয়সা পূর্ব্বোক্তমতে লওয়া যাইবেক এবং তাহার বদলে কোম্পানির পয়সা দেওয়া যাইবেক তাহা ঐ ইশ্তিহারনামার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং ঐ বদলের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত এবং তাহাতে কোন চাতুরী নিবারণের নিমিত্ত এবং বিশেষতঃ এই আইনক্রমে পয়সা লইতে ও বদল করিতে যে কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন্ তাঁহার বোধে যে ত্রিশূলী পয়সা নিতান্ত কৃত্রিম তাহা অগ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ঐরূপ

Digitized by Google

পয়সা লওন ও বদল দেওনের বিষয়ে যেং নিয়ম আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা ঐ ইশ্‌তিহারনামার মধ্যে থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব উচিত বোধ করিলে ৬৪ ত্রিশূলী পয়সা বদল হইবার নিমিত্ত দাখিল হইলে তাহার বদলে কোম্পানির এক টাকা দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐরূপ প্রত্যেক গতিকে ৬৪ ত্রিশূলী পয়সার বদলে কোম্পানির একং টাকা দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের বিষয়ে ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আগ্রার সদর আদালতের কার্য্যের নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন কোন সদর আদালত কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ড করেন্ তখন ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের হুকুম করিবেন কিন্তু যদ্যপি কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ আদালত বোধ করেন্ যে ঐ অপরাধী দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তবে সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এবং ঐ বিশেষ কারণ লিখিয়া রাখিতে ঐ আদালতের প্রতি হুকুম হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত শাসিত দেশের মধ্যে যখন প্রথমতঃ কোন দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব অথবা কোন সেশন জজ সাহেব কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের হুকুম করিয়া থাকেন্ কিম্বা দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব কি সেশন জজ সাহেব কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদ করণের পরামর্শ দিয়া থাকেন্ তখন সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব সেই সময়ে ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ এক জন জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে তিনি সেই সময়ে ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পাঠাইবার হুকুম দেন্ কিন্তু যদি বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ জজ সাহেব বোধ করেন্ যে সেই অপরাধী দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তবে সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এবং ঐ বিশেষ কারণ লিখিয়া রাখিতে ঐ জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষ ভাগে আমদানীহওয়া দ্রব্যের মাসুলের যে তফসীল আছে তাহা শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ইঙ্গলণ্ড দেশ কি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশছাড়া ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন যে কাপাসের ও রেশমের থান কাপড় বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের বন্দরে এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন বন্দরে আমদানী হয় তাহার মাসুল নিরূপিত হারানুসারে লইতে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের শেষ ভাগের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের ১৭ দফাতে এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের শেষ ভাগের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের ১৮ দফাতে এবং ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ১৯ দফাতে হুকুম আছে। এবং যেহেতুক ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন উক্ত প্রকার অন্যান্য দ্রব্যের উপর মাসুলের সেই হার নিরূপণ করা বিহিত বোধ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জানুআরি তারিখঅবধি ও তাহার পরে ইঙ্গলণ্ড দেশ কিম্বা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশছাড়া ভিন্নাধিকার দেশের নির্ম্মিত রেশম কি কাপাস কিম্বা যে দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে অন্যান্য সরঞ্জামের সঙ্গে রেশম কি কাপাস দেওয়া যায় সেই দ্রব্য এবং ভিন্নাধিকারে উক্ত দ্রব্যেতে প্রস্তুত কোন পোশাক অথবা যে পোশাকের কোন ভাগ উক্ত দ্রব্যেতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের বন্দরে এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর অধীন বন্দরে আমদানী হইলে তাহার উপর উক্ত নানা তফসীলে উক্ত দ্রব্যের উপর মাসুলের যে হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই হারের মাসুল লাগিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে জেলখানার কর্ত্তৃত্ব করণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের নানা জেলখানার ও তাহার মধ্যে থাকা কয়েদীদিগের এবং ঐ জেলখানার সম্পর্কীয় চাকরপ্রভৃতির এবং কয়েদীরা দেশান্তর কি দ্বীপান্তর যে স্থানে পাঠান যায় সেই স্থানের কর্ত্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা বাঙ্গলা দেশের চলিত কোন আইনের যে২ ভাগের দ্বারা কি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কোন আক্টের যে২ ভাগের দ্বারা দায়েরসায়েরীর জজ সাহেবদিগকে কি দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবদিগকে অথবা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগকে কিম্বা সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে অর্পণ হইয়াছিল সেই২ ভাগ রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সকল কর্ত্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে অর্পণ হইবেক এবং তাঁহারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং তাঁহারদের অধীন জেলখানার এবং ঐ জেলখানার কয়েদীদিগের এবং তাহার সম্পর্কীয় চাকরপ্রভৃতির বিষয়ে ও কয়েদীরা দেশান্তর কি দ্বীপান্তর যে স্থানে পাঠান যায় সেই স্থানের বিষয়ে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকেন্ সেই গবর্ণমেণ্টের স্থানে যে২ হুকুম পান্ তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ১৬ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশনিবাসি দেশীয় লোকেরদের জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে গমনের নিয়ম করণার্থ আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন এবং তাহার দ্বারা যে সকল আইন রদ হইয়াছিল সেইং আইন যেপর্য্যন্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে দেশীয় লোকেরদের জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে গমনের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত রদ হইবেক। কিন্তু উপরের উক্ত তিন বন্দরছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সকল বন্দরের বিষয়ে এবং জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদ ছাড়া অন্যান্য স্থানে ভারতবর্ষহইতে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের পূর্ব্বোক্ত ১৪ আইন পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন চলন হওনের পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের দেশীয় প্রজা মজুরী করিবার নিমিত্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে যাইতে এবং তথায় তাহারদিগকে লইয়া যাইতে অনুমতি হইবেক কিন্তু অন্যমতে নহে ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেং ব্যক্তিকে জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবেরা নিযুক্ত করেন্ উক্ত তিন বন্দরের প্রত্যেক বন্দর যে রাজধানীর মধ্যে থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেইং ব্যক্তিকে উক্ত বন্দরে দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্ম করিতে এবং এই আইনের দ্বারা ঐ এজেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং ঐ দেশান্তরে গমনের কার্য্যের প্রত্যেক এজেণ্ট যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকেন্ সেই গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই আইনানুসারে করা তাঁহার সমস্ত কার্য্যের রিপোর্ট মাসেং করিবেন ইতি।

Digitized by Google

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তিন বন্দরের যে বন্দর যে রাজধানীর অন্তঃপাতী থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই বন্দরে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের রক্ষা করিবার পদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে বন্দর থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের স্থানে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পরওয়ানা না পাইলে সেই বন্দরহইতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে মজুরী করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষজাত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে ঐ জাহাজে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। ঐ প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিত্ত দেশান্তর গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে সময়েং গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করেন সেই নিয়মানুসারে অনধিক ১৲ টাকা করিয়া রসুমের দাওয়া হইতে পারিবেক এবং ঐ রসুমের টাকা উক্ত গবর্ণমেণ্টের নামে জমা হইবেক এবং গবর্ণমেণ্ট আপন বিবেচনাক্রমে ঐ প্রকার পরওয়ানা দিতে বা না দিতে পারেন্। এবং ঐ পরওয়ানা পাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে যে প্রত্যেক জাহাজ লইয়া যায় বা লইয়া যাওনার্থ ভাড়া হয় ঐ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ এক বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়া দিবেন ও সেই বণ্ডে এইমত লেখা থাকিবেক যে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা তাহার মালিক এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত নানা নিয়মের মতাচরণ না করিলে তিনি দশ হাজার টাকা জরীমানা দিবেন। এবং যে স্থানে ঐ বণ্ডে দস্তখৎ হয় সেই স্থানে অথবা যে দেশে ঐ বিদেশ গমনকারিরদিগকে যাইতে হইবেক সেই দেশে ঐ বণ্ড দৃষ্টে নালিশ হইবার নিমিত্ত ঐ প্রকার দুইখান বণ্ডে দস্তখৎ করিতে হইবেক এবং তাহার একখান ঐ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাঁহারা সেই বিষয়ে যাহা আবশ্যক বোধ করেন্ তাহাই করিবেন। এবং যে সকল জাহাজের বিষয়ে পূর্ব্বোক্তমতে পরওয়ানা না দেওয়া গিয়া থাকে তাহাতে যদি জাহাজাধ্যক্ষ কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যান্ তবে ঐ জাহাজ জব্দ হইবেক এবং জাহাজের অধ্যক্ষ দেশান্তর গমনকারি যত ব্যক্তিকে ঐরূপ বেআইনমতে লইয়া যান্ তাহারদের জনপ্রতি হাজার টাকা করিয়া জরীমানা দিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তরগমনকারি যেং মজুরের নিকটে ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনকার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দেওয়া এবং রক্ষক সাহেবের দস্তখৎকরা একখান সর্টিফিকট কিম্বা পাস না থাকে এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখাইতে না পারে এমত মজুরেরদিগকে পরওয়ানাপ্রাপ্ত জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে লইতে পারিবেন না। ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে ঐ মজুরের নাম ও তাহার বাপের

Digitized by Google

নাম ও তাহার বয়ঃক্রম লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো ইহা লেখা যাইবেক যে ঐ মজুর ঐ এজেণ্ট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ জাহাজ যে দেশে গমন করিতেছে সেই দেশে বেতনের জন্য খাটিবার নিমিত্ত তথায় যাইতে আপনার সম্মতি জানাইয়াছে এবং ঐ এজেণ্ট সাহেব ঐ দেশে যাইতে তথাকার গবর্ণমেণ্টের তরফে তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইতে যে জাহাজের বিষয়ে পরওয়ানা দেওয়া যায় সেই জাহাজ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরহইতে উক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে যাত্রা করণের পূর্ব্বে যদ্যপি সেই প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়া থাকে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের আবশ্যক যে ঐ বন্দরে নিযুক্তহওয়া ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা এই মজমুনে এক সর্টিফিকট প্রাপ্ত হন্ অর্থাৎ

১। যে পশ্চাৎ লিখিত তফসীলের ৩ দফায় ঐ এজেণ্টের প্রতি যাহা করিতে হুকুম আছে তাহা তিনি স্বয়ং জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা করিয়াছেন। ঐ তফসীলে যে তহকীক করিতে হুকুম আছে তাহা ঐ এজেণ্ট কোন খোলা আদালতে অথবা সরকারী যে দফ্তরে সকল লোকের অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে সেই দফ্তরে করিবেন।

২। যে উক্ত তফসীলের ৪।৫।৬। এবং ৭ দফাতে চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম আছে তাহার প্রকৃতরূপে মতাচরণ করিয়াছেন।

৩। যে ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করণ ও ঔষধাদি এবং উপযুক্ত প্রকার বস্ত্রাদি সঙ্গে দেওনের বিষয়ে এবং দেশের ব্যবহার বুঝিয়া উপযুক্ত প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার বিষয়ে এবং দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের সঙ্গে যত স্ত্রীলোক যাইবেক তাহার সংখ্যার বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে সময়েং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং বিধি করেন্ তাহার প্রতিপালন হইয়াছে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐং বন্দরহইতে জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে যাইতে অনুমান যত কাল লাগিবেক তাহা এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের নিমিত্ত এইরূপে নিরূপণ হইবেক।

Digitized by Google

কলিকাতা বন্দরহইতে কুড়ি সপ্তাহ।
মান্দ্রাজ বন্দরহইতে উনিশ সপ্তাহ।
বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে উনিশ সপ্তাহ।

এবং যে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কি ত্রিণিদাদে লইয়া যায় সেই জাহাজ সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখঅবধি তৎপর মার্চ মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত যে সময় তাহাছাড়া অন্য কোন সময়ে কলিকাতা অথবা মান্দ্রাজ কি বোম্বাইহইতে গমন করিবেক না ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নানা বন্দরহইতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে কোন জাহাজ রফুহওনের পূর্ব্বে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের উচিত যে উক্ত তফসীলের ১০ দফায় যে তালিকার বিষয় লেখা আছে তাহা ঐ বন্দরে নিযুক্তহওয়া এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবকে দেন্। এবং ঐ ১০ দফায় যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে তাঁহার স্থানে ঐ তালিকার এক নকল লন্ ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজ রফুহওনের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিতে এই আইনের পূর্ব্ব ভাগে হুকুম আছে তাহার সম্পূর্ণরূপে মতাচরণ না করিয়া যদ্যপি কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দরে উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি মজুরকে ঐ জাহাজে লইয়া জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে গমন করেন্ তবে যে প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি মজুরকে এইরূপে জাহাজে লন্ তাহার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সম্মুখে তাঁহার দোষ প্রমাণ হইলে তিনি ২০০৲ টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জাহাজের অধ্যক্ষ যদি পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দর-হইতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে গমনার্থ জাহাজ রফুকরণের পর ঐ জাহাজে ঐ প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন মজুরকে লন্ এবং যদি জাহাজ রফু হওনের পূর্ব্বে দেশান্তর গমনকারি ঐ মজুরের নাম পূর্ব্বোক্ত তালিকার মধ্যে লেখা না গিয়া থাকে কিম্বা যদি ঐ অধ্যক্ষ ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামের তালিকার নকল পূর্ব্বোক্তমতে না লইয়া থাকেন্ তবে ঐ জাহাজাধ্যক্ষের ঐ অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে জাহাজে সেইরূপে যত মজুরকে লন্ তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ৫০০৲ টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক ইতি।

Digitized by Google

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে রফ্তহওয়া কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকট পাইলে পর প্রবঞ্চনা করিয়া এমত কোন কর্ম্ম স্বয়ং করেন্ বা অন্যকে করিতে দেন্ যে তাহার দ্বারা ঐ জাহাজের বা চড়নদারের কি ঐ সর্টিফিকটসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের অন্যাবস্থা হওয়াতে ঐ সর্টিফিকট আর তাহাতে খাটিতে না পারে তবে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের অপরাধ প্রমাণ হইলে ৫০০০/ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তিনি এমত জরীমানার যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ঐ জাহাজের বিষয়ে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট যে পরওয়ানা পাইয়া থাকেন্ তাহার সম্বন্ধে যে বণ্ড লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার মধ্যের লিখিত জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া যাইবার যথাসাধ্য নিবারণ করিবার জন্য জাহাজে মাসুল না দিয়া জিনিস উঠাওনের নিবারণার্থে জাহাজের তালাশী লওন এবং আটক করণের বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকদিগকে আইনমতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে গমনশীল জাহাজের উপর উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিদিগকে বেআইনরূপে জাহাজ আরোহণের নিবারণজন্য এবং এই আইনের নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিবারণার্থ ঐ২ কার্য্যকারক সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন্। এবং আরো হুকুম হইল যে এই বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকেরদের প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ হইল এবং তাঁহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল কোম্পানি বাহাদুরের সকল আড়কাটিরও সেইরূপ ক্ষমতা ও ভার হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বেহোশ করণের দ্বারা অথবা বেআইনী কয়েদ করণের দ্বারা কি অন্যায়রূপে যুটিয়া দেওনের দ্বারা এই আইনের বিরুদ্ধে কোন এদেশীয় লোককে জাহাজে রফ্ত করিতে উদ্যোগ করে তবে তাহার প্রমান হইলে সেই অপরাধি ব্যক্তির মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৫০০/ টাকার অনূর্দ্ধ জরীমানা করিতে পারেন্ অথবা ছয় মাসের অনূর্দ্ধ মিয়াদে কয়েদ করিতে পারেন্। কিন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক নাহি পরন্তু ঐ অপরাধি ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত দুই প্রকার কার্য্যের কেবল এক প্রকার কার্য্য হইতে পারে ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রীতিমতে আরোহণহওয়া দেশান্তর গমনকারি

Digitized by Google

মজুরেরদিগকে লইয়া যদি কোন জাহাজ কলিকাতাহইতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিনিদাদে যাইতে রফ্ত হয় তবে ঐ জাহাজে নিযুক্ত হাসিলের কার্য্যকারকের উচিত যে ঐ বিদেশ গমনকারি মজুর যে পাস অথবা সর্টিফিকট লইয়া জাহাজে আইসে তাহাতে দস্তখৎ করেন্ এবং ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি যত মজুর জাহাজে উঠে তাহারদের এক রেজিষ্টর রাখেন্। এবং ঐ জাহাজ সাগরে না পঁহুছনপর্য্যন্ত ঐ হাসিলের কার্য্যকারক জাহাজে থাকিবেন এবং আপনার সম্মুখে ও জাহাজের আড়কাটির সম্মুখে জাহাজের মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের ও বিদেশগমনকারি মজুরেরদের গণ্তি না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজহইতে চলিয়া আসিবেন না এবং হাসিলের কার্য্যকারক ঐ গণ্তি করিয়া জাহাজ ছাড়িবার পরে আড়কাটি এই আইনের ১৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন। এবং তাঁহার এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে আবশ্যক বোধ করিলে ঐ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি যত মজুর থাকে তাহারদের এবং মল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের গণ্তি করিতে জাহাজের অধ্যক্ষকে হুকুম করেন্ এবং ঐ গণ্তির তালিকায় দস্তখৎ করেন্। এবং হাসিলের এইমত প্রত্যেক কার্য্যকারক ও আড়কাটি যে সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া আসিবেন সেই সময়ে ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি যত মজুর ছিল তাহারদের বিষয়ের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ রিপোর্টে এমত কথা লিখিবেন যে আমার জ্ঞাতসারপর্য্যন্ত আমি কহিতে পারি যে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হওনের পর জাহাজে অতিরিক্ত কোন বিদেশ গমনশীল মজুর লওয়া যায় নাই এবং এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন কার্য্য করা যায় নাই কিম্বা যাহা করিতে হুকুম আছে তাহার ত্রুটি হয় নাই এবং এইমত রিপোর্ট এবং গণ্তি হইলে সেই গণ্তির তালিকা ঐ বন্দরের দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে অবিলম্বে পাঠাইতে হইবেক। এবং হাসিলের যে কোন কার্য্যকারক কিম্বা আড়কাটি জানিয়াশুনিয়া ঐ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদের মিথ্যা বা অশুদ্ধ কিম্বা অসম্পূর্ণ রিপোর্ট করেন্ অথবা বেআইনমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগের আরোহণকরণের বিষয় জানিয়াশুনিয়া চুপ করিয়া থাকেন্ সেই কার্য্যকারক বা আড়কাটি কর্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন এবং তদতিরিক্ত ৫০০) টাকা জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে কলিকাতার জেলখানায় ছয় মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন এবং হাসিলের রাজস্বের বিষয়ে অপরাধ হইলে যেরূপ দণ্ড নিরূপণ হয় সেইরূপে এই অপরাধের বিষয়েও দণ্ড নিরূপণ হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের হুকুমকরা কোন দলীলদস্তাবেজ জাল করে অথবা জাল হইয়াছে জানিয়া তাহা লইয়া ব্যবহার করে তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেব অথবা তৎস্থানের কি রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন্ তিনি কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের নিকটে এজহার দিলে জাহাজের অধ্যক্ষেরা এই আইনের দ্বারা যে২ দণ্ডের যোগ্য হন্ সেই২ দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক অথবা ঐ জাহাজাধ্যক্ষ যে বণ্ড লিখিয়া দিয়া থাকেন্ তাহা যদি জাহাজকে দেওয়া পরওয়ানার নিমিত্ত লেখা গিয়া থাকে তবে সেই বণ্ড ধরিয়া নালিশ করণের দ্বারা এই আইনের নিরূপিত দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক ইতি।

তফসীল।

১। জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদের গবর্নর্ সাহেবেরা যে ব্যক্তিরদিগকে উচিত বোধ করেন্ তাঁহারদিগকে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে দেশান্তর গমনের কার্য্যের এজেণ্টী কর্ম্মে সময়ে২ নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।

২। ভারতবর্ষের মধ্যে যে২ ব্যক্তি এইরূপে এজেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত হন্ তাঁহারা গমনকারি ব্যক্তিরদের সংখ্যানুসারে মেহনতানা পাইবেন না কিন্তু সালিয়ানা বেতন পাইবেন ইতি।

৩। এইমত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্রত্যেক এজেণ্ট সাহেব যে বন্দরে বা স্থানে নিযুক্ত হন্ সেই বন্দর বা স্থানহইতে গমনকারি প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে নিজে কথাবার্ত্তার দ্বারা এই নিশ্চয় করিবেন যে ঐ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে ছল চক্রান্তে কিম্বা মিথ্যা ও অসঙ্গত আশার দ্বারা দেশান্তরে গমনের প্রবোধ দেওয়া যায় নাহি এবং ঐ পুরুষ বা স্ত্রী যে স্থানে গমন করিতে উদ্যত আছে সেই স্থান তাহারদের জাহাজারোহণ করিবার স্থানহইতে কত দূর ইহা নিতান্ত অবগত আছে। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিরদের ঐ দেশে গমনে যে২ উপকার নিতান্ত হইতে পারে তাহা ঐ এজেণ্ট সাহেব তাহারদিগকে বুঝাইয়া দিবেন এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে অসঙ্গত এবং মিথ্যা প্রত্যাশা করিতে নিবারণ করিবেন। এবং ঐ গমনকারি ব্যক্তি বিলক্ষণ সুস্থ এবং বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত কিম্বা শারীরিক দৌর্ব্বল্য অথবা পীড়াপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহে ইহা তিনি নিশ্চয় অবগত হইবেন ইতি।

৪। এবং ভারতবর্ষহইতে উক্ত কোন দেশে গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে জাহাজ ভাড়া হয় ঐ জাহাজের রেজিষ্টরীহওয়া পরিমাণদৃষ্টে

Digitized by Google

দুই২ টনের হিসাবে এক২ ব্যক্তির অধিক তাহাতে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। এবং গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে প্রত্যেক জাহাজ নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে ছয় ফুট অর্থাৎ চারি হাতের কম ব্যবধান থাকিবেক না। এবং যদি ঐ জাহাজের কেবল এক তালা থাকে তবে ঐ তালার নীচে এক কাষ্ঠের মেজ্যা করিতে হইবেক এবং ঐ মেজ্যাঅবধি তালাপর্য্যন্ত ছয় ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না এবং ঐ মেজ্যা এমত তৈয়ার করিতে হইবেক না যে তাহার তালার কড়িকাষ্ঠ তাহার উপর রাখা যায়। এবং এইমত কোন জাহাজে শুইবার নিমিত্ত দুই থাক মাচানের অধিক থাকিবেক না এবং জাহাজের নীচের তালা অথবা মেজ্যার উপর যে নীচস্থ থাক্ থাকে সেই থাক্ এবং ঐ মেজ্যা কিম্বা তালার মধ্যে সমস্ত জাহাজ ব্যাপিয়া ছয় বুরুল ব্যবধান না থাকিলে কোন জাহাজ চড়নদারেরদিগকে উক্ত কোন দেশে লইয়া যাইতে পারিবেক না। এবং জাহাজের যত পরিমাণ হউক তাহার নীচের তালা অথবা মেজ্যার চতুরস্র বারো ফুট প্রত্যেক গমনকারি ব্যক্তির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক এবং সেই স্থানের মধ্যে ঐ চড়নদার ব্যক্তির লওয়াজেমা দ্রব্যছাড়া কোন মাল কি দ্রব্যাদি থাকিবেক না এবং ঐ বারো ফুট হিসাব করিয়া যত চড়নদারের স্থান হয় তাহার অধিক চড়নদার সেই জাহাজে যাইবেক না ইতি।

৫। এই বিধানের অর্থের মধ্যে চড়নদারেরদের সংখ্যার হিসাব করণেতে দশ বৎসরের ন্যূন দুই বালক এক পুরুষের তুল্য গণ্য করা যাইবেক ইতি।

৬। যে জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে উক্ত কোন স্থানে লইয়া যায় যে বন্দর বা স্থানে ঐ মজুরেরা জাহাজে আরোহণ করে সেই বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজের রওনের সময়ে জাহাজীয় ব্যক্তিরদের আহারের অতিরিক্ত চড়নদারেরদের ব্যবহার ও ব্যয়ের কারণ নীচের লিখিত নিরিখ অনুসারে উত্তম এবং স্বাস্থ্যজনক আহারীয় দ্রব্য ঐ জাহাজে দিতে হইবেক অর্থাৎ ঐ জাহাজের সমুদ্রপথে থাকনের আন্দাজী সময় হিসাব করিয়া ঐ জাহাজের প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁচ২ গ্যালন অর্থাৎ কুড়ি সের করিয়া জল এবং ঐ জল জলাশয়েতে অথবা উত্তম পীপাতে রাখিতে হইবেক এবং আন্দাজী সমুদ্রপথে থাকনের প্রত্যেক সপ্তাহের হিসাবে প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত সাত পৌণ্ড অর্থাৎ সাড়ে তিন সেরের হিসাবে চাউল কি রুটি অথবা বিস্কুট কি গোম কিম্বা ওটমিল অথবা অন্য আহারীয় দ্রব্য জাহাজে লইতে হইবেক। কিন্তু যদি ঐ জাহাজের পথিমধ্যে কোন বন্দর বা স্থানে আপনার জলের পীপা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত লাগান করিবার কল্প হয় তবে ঐ বন্দর বা স্থানে গমন করিতে আন্দাজী যত কাল লাগে তাহার প্রত্যেক সপ্তাহের নিমিত্ত উপরের উক্ত নিরিখ অনুসারে জল লইলে এই বিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং যদ্যপি এইমত দর্শান যায় যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত

Digitized by Google

গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিশেষ অনুমতিক্রমে উপরের উক্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সেইং পরিমাণের অন্য কোন প্রকার আহারীয় দ্রব্য নিরূপণ হয় তবে আহারীয় দ্রব্যের বিষয়ে উক্ত বিধানে যে হুকুম আছে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল বোধ করিতে হইবেক ইতি।

৭। এইরূপ কোন জাহাজ বন্দরহইতে রফ্তহওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে ঐ জাহাজ এইরূপে রফ্ত হয় সেই বন্দর বা স্থানে যে এজেণ্ট সাহেব নিযুক্ত হন্ তাঁহার উচিত যে ঐ জাহাজের চড়নদারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দফায় যে আহারীয় দ্রব্য এবং জল জাহাজে লইতে হুকুম আছে সেই দ্রব্য ও জলের তদারক আপনি করেন্ অথবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদারক করান্ এবং ঐ দ্রব্য যে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ইহা নিশ্চয় অবগত হন্ এবং চড়নদারেরদের ঐ দ্রব্যাদির অতিরিক্ত জাহাজীয় লোকেরদের নিমিত্ত যথোচিত জল ও আহারীয় দ্রব্য আছে এবং ঐ জাহাজ সামান্যতঃ সমুদ্রপথে যাইবার যোগ্য এবং চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নির্বিঘ্নে থাকনের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধানে যে সকল নিয়ম আছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানেন্ এবং তদ্বিষয়ে আপনার দস্তখৎকরা এক সর্টিফিকট ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্ ইতি।

৮। যে সকল জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের প্রতি হুকুম হইল যে যাত্রাকালে এবং লক্ষিত স্থানে জাহাজ পঁহুছিলে পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী ও সন্তানকে দৈনিক আহারের নিমিত্ত উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ভক্ষ্য দ্রব্য প্রচুরমতে যোগাইয়া দেন্ ইতি।

৯। যে বন্দর বা স্থানে ঐরূপ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা জাহাজারোহণ করে সেই স্থানের এজেণ্ট সাহেব এই বিধানের দুইখান নকলে দস্তখৎ করিয়া জাহাজ রফ্তহওনের সময়ে তাহার অধ্যক্ষ চাহিলে তাঁহাকে দিবেন এবং ঐ দুই নকল দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে গমন করে সেই জাহাজে থাকিবেক এবং ঐ জাহাজের কোন এক জন চড়নদার উপযুক্ত সময়ে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে ঐ বিধির একখান নকল পাঠ করিবার নিমিত্ত চাহিলে তিনি তাহা তাহাকে দিবেন ইতি।

১০। যে প্রত্যেক জাহাজ ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে পূর্ব্বোক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের উচিত যে ঐ জাহাজের রফ্তহওনের পূর্ব্বে যে বন্দর বা স্থানহইতে রফ্ত হয় সেই বন্দর বা স্থানের এজেণ্ট সাহেবকে ঐ জাহাজের উপর প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নাম ও

Digitized by Google

বয়স ও ব্যবসায়ের দুইখান তালিকা যথাসাধ্য ঠিক করিয়া লিখিয়া দেন্। এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের উচিত যে তাহার এক তালিকাতে আপনি দস্তখৎ করিয়া তাহা ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্। এবং ঐ জাহাজ লক্ষিত স্থানে পঁহুছিলে এবং ঐ জাহাজহইতে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামিবার পূর্ব্বে ঐ জাহাজাধ্যক্ষ ঐ জাহাজের পঁহুছনের সংবাদ এবং ঐ এজেণ্ট সাহেবের দস্তখৎকরা পূর্ব্বোক্ত তালিকা জাহাজ যে স্থানে পঁহুছে সেই স্থানে আগত বিদেশীয়েরদের যে রক্ষক সাহেব নিযুক্ত আছেন কি হইবেন তাঁহাকে দিবেন ইতি।

১১। কিন্তু আদমিরাল্টির শ্রীযুক্ত লার্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের অধীন নিযুক্ত কোন জাহাজ অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে এই বিধানের কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

টি আর ডেবিডসন।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে টাকশালের তামার মুদ্রার নিয়ম করণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন টাকশালহইতে কেবল নীচের লিখিত তামার মুদ্রা বাহির হইয়া চলন হইবেক।

১। এক পয়সা ওজন ..... ১০০ গ্রেন ট্রয়।

২। একটা দ্বিগুণ পয়সা ওজন ..... ২০০ গ্রেন ট্রয়।

৩। এক ইঙ্গরেজী পাই অর্থাৎ এক আনা মুদ্রার বারো ভাগের এক ভাগ তাহার ওজন ... ... ৩৩ গ্রেন ট্রয় ও তিন ভাগের এক ভাগ।

এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে২ নক্শা নিরূপণ করেন্ তাহাই সেই পয়সার উপর দেওয়া যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে ঐ পয়সা কোম্পানির টাকার চৌষট্টি ভাগের এক ভাগের এবং ঐ দ্বিগুণ পয়সা কোম্পানির টাকার বত্রিশ ভাগের এক ভাগের এবং ঐ পাই কোম্পানির টাকার এক শত বিরানব্বই ভাগের এক ভাগের তুল্য দেনাপাওনায় আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট ওজনের যে সকল তামার মুদ্রা ১৮৩৫ সালের ২১ আইন জারী হওনের পর বোম্বাই রাজধানীর অধীন

Digitized by Google

দেশের কোন টাকশালহইতে বাহির হইয়াছে তাহা ঐ রাজধানীর দেশের মধ্যে এই আইনের ২ ধারার লিখিত মূল্যে দেনাপাওনায় আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোন তামার মুদ্রা কেবল টাকার ভাঙ্গা হইলে আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Hoffmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ১১ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

"মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের বিষয়ি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইন শুধরিবার আইন" এই নামে বিখ্যাত ১৮৪১ সালের ১২ আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার নিমিত্ত এক্ষণে যে আইন চলন আছে তাহা সংশোধন করিতে উচিত বোধ হইয়াছে

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের শেষ তারিখের পর ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা এবং তৎপরের লিখিত ধারা সকল রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্রকার সনে কোন মহালের বন্দোবস্ত ও কিস্তীবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মাসের সমুদয় কিস্তী অথবা কিস্তীর কতক অংশ সেই সনের তৎপর মাসের প্রথম তারিখে যদি না দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ না দেওয়া টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের তাবে ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া প্রত্যেক প্রদেশ কি জিলার মধ্যে সমস্ত বাকী মালগুজারী এবং যে সকল দাওয়া চলিত আইনানুসারে বাকী মালগুজারীর মত আদায় করিতে হুকুম আছে সেই২ দাওয়ার টাকা যে২ তারিখে দাখিল করিতে হইবেক সেই২ তারিখ কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নিরূপণ করিবেন। এবং ঐ টাকা না দেওয়া গেলে পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ছাড়া ঐ২ জিলায় বাকীপড়া জমীদারীর নীলাম হইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সরকারী নানা গেজেটে আপনারদের এইরূপে নিরূপিত তারিখের সম্বাদ দিবেন এবং প্রত্যেক

Digitized by Google

জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনের নির্দ্দিষ্ট নীলাম করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন্ তাঁহার কাছারীতে এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেট অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের কাছারীতে এবং প্রত্যেক থানায় ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই তারিখের সম্বাদ সেই জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন। এবং যেং তারিখ উক্তরূপে নিরূপণ হয় সেইং তারিখ উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা উক্ত প্রকারে ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দেওনের দ্বারা যাবৎ পরিবর্ত্ত না করেন্ তাবৎ তাহার পরিবর্ত্ত হইবেক না এবং যে বৎসরে ঐ নূতন তারিখ বা তারিখসকল চলন হইবেক তাহার পূর্ব্ব সরকারী বৎসরের অন্যূন তিন মাস থাকিতে ঐ ইশ্‌তিহার ও এত্তেলানামা জারী করিতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যেং জিলাতে ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হয় নাহি সেইং জিলায় এবং সুবে বারাণসে প্রত্যেক নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে না পাওয়া গেলে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার নিমিত্ত কোন নিলাম হইবেক না। কিন্তু উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা এমত নিলাম করিবার হুকুম দেওন সময়ে যে শেষ তারিখে উক্ত রাজস্বের বাকী অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার টাকা লওয়া যাইবেক সেই তারিখ প্রত্যেক গতিকে নিয়ত নিরূপণ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়া আদায় করণার্থ জমীদারীনীলাম করিতে হইলে এইংরূপে কার্য্য করিতে হইবেক বিশেষতঃ বিষয় বুঝিয়া এই আইনের ৩ অথবা ৪ ধারানুসারে টাকা দিবার যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনের পূর্ব্ব অন্যূন সম্পূর্ণ পনের দিনপর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেবের অথবা এই আইনক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে এবং ইশ্‌তিহারহওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে সেই জজ সাহেবের কাছারীতে এবং সেই জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের কাছারীতে এবং যে ভাগে এত্তেলাসম্বন্ধীয় জমীদারী কিম্বা তাহার কোন অংশ থাকে সেই ভাগের মুনসেফের কাছারীতে ও পোলীসের থানায় সেই জিলার চলিত ভাষায় লিখিত এক এত্তেলানামা লট্‌কাইতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারকের কর্ম্মস্থানে ঐ এত্তেলানামা লট্‌কান যায় তিনি ঐ এত্তেলানামা পাওনের এক সর্টিফিকট দিবেন এবং আরো ঐ এত্তেলানামা ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক এবং যে পেয়াদা অথবা অন্য যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি তাহার বিষয়ের এক সর্টি-

Digitized by Google

ফিকট দিবেক। এবং ঐ এত্তেলানামার মধ্যে ঐ বাকী টাকা অথবা দাওয়ার প্রকার এবং তাহার সংখ্যা এবং যে শেষ তারিখে ঐ টাকা লওয়া যাইবেক তাহা লেখা থাকিবেক এবং এইরূপ এত্তেলা না দেওয়া গেলে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়ার নিমিত্ত কোন জমীদারী নীলাম হইবেক না ইতি।

বিশেষতঃ প্রথম। সুবে বারাণসের জমীদারীর বাকী।

দ্বিতীয়। ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া জমীদারীর বাকী।

তৃতীয়। হালের অথবা তাহার পূর্ব্ব বৎসরের ছাড়া অন্য বৎসরের বাকী।

চতুর্থ। যে জমীদারী বিক্রয় হইবেক তাহাছাড়া অন্য জমীদারীর বাকী।

পঞ্চম। আদালতের কার্য্যকারকেরদের হুকুমক্রমে যে জমীদারী ক্রোক হইয়াছে তাহার বাকী।

ষষ্ঠ। তাগাবী বা পুলবন্দীর বিষয়ে পাওনা বাকী টাকা অথবা অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির রাজস্বের বিষয়ে না হইয়া ভূমির রাজস্বের বাকী আদায় করণের নিয়মানুসারে আদায় হইতে পারে তাহা।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনানুসারে নীলাম করিতে রীতি মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই আইনের ৩ কিম্বা ৪ ধারানুসারে টাকা দাখিল করিবার যে শেষ দিবস নিরূপিত হইয়াছে সেই দিবসের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সেই জিলার চলন ভাষায় লিখিত এত্তেলানামা প্রকাশ করিবেন এবং তাহা আপনার কাছারীতে এবং জিলার জজ সাহেবের কাছারীতে লট্‌কাইবেন এবং ঐ এত্তেলানামা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করাইবেন। এবং যে জমীদারী বা জমীদারীসকল পূর্ব্বোক্তমতে নীলাম হইবেক তাহার বৃত্তান্ত এবং যে দিবসে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক তাহা ঐ এত্তেলানামার মধ্যে লেখা থাকিবেক। এবং যে তারিখে এত্তেলানামা কালেক্টর সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে লট্‌কান যায় সেই তারিখের পর সম্পূর্ণ পনের দিনের কম না হয় ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত কাল গত না হইলে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক না। এবং পশ্চাৎ লিখিত হুকুমছাড়া উক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট সকল জমীদারী নীলামের নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপর দিবস বা দিবসসকলে কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা এবং তাঁহার সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং টাকা দেওনের উক্ত যে শেষ দিবস নিরূপণ আছে সেই শেষ দিবস সূর্য্যাস্তের পর টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলেও তাহাতে নীলামের সময়ে অথবা নীলাম হওনের পর ঐ নীলামের নিবারণ অথবা সেই নীলামের কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

৭ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারাক্রমে কোন জমীদারীর নীলামের এত্তেলা হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা উক্ত প্রকার অন্য কোন কার্য্যকারক আপন দফ্তরখানায় এবং তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে যে মুনসেফের কাছারী ও পোলীসের থানার সীমার মধ্যে ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে ও থানায় এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে ঐ জমীদারীর রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে মালগুজারী দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হইয়াছে সেই দিবসের পরঅবধি তাহারা বাকীদার জমীদার বা জমীদারদিগকে আর খাজানা না দেয় এবং ঐ তারিখের পর তাহারা যত খাজানা দেয় তাহা জমীদারীর খরীদারের হিসাবে তাহারদের নামে জমা হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কমী বা মাফহওনের বিষয়ে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়া থাকে তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন নিজ দাওয়ার দ্বারা কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমা করণের কোন কারণ বা অনুমানহওয়া কোন কারণের দ্বারা ঐ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎপ্রযুক্ত এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। এবং যাহাতে বাকী টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে বাকীদারের এত টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনা বিরোধে কেবল বাকীদারের নামে জমা থাকে এবং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পরও কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা ঐ মহালের হিসাবে জমা করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন অথবা অপ্রচুর কারণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এবং এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ হইতে বা রদ হইবার যোগ্য হইতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জমা দাখিল করণের নিরূপিত শেষ দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে বাকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ জমীদারীর মালগুজারীর বাকী টাকা কালেক্টর সাহেব আমানৎস্বরূপ

Digitized by Google

লইতে পারেন্ এবং যদি সূর্য্যাস্তের পুর্ব্বে ঐ জমীদারীর মালিক ঐ বাকী টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ জমীদারীর হিসাবে কালেক্টর সাহেব জমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পুর্ব্বোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশের দখল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপেলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া কিছু কালের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ঐ জমীদারীর দখল দেওয়াইবার হুকুম করিতে পারেন্। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পুর্ব্বোক্তমতে জমা করা গিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ জমীদারীতে আমার যে সম্পর্ক তাহা নীলামের দ্বারা বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমি টাকা আমানৎ করিয়াছি তবে সে ব্যক্তি ঐ আমানতী টাকা সুদসমেত ঐ জমীদারীর মালিকেরদের স্থানে উসুল করিতে পারিবেক ইতি।

১০ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তাবে জমীদারী থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী এক কি ততোধিক নাবালকমাত্রেরি সম্পত্তি হয় এবং উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি বা তাহারদেরি অর্শিয়াছে এবং তাহার বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা তাহার সরবরাহের ভার লন্ নাহি ঐ জমীদারী তাহার বা তাহারদের উত্তরাধিকারিত্বক্রমে হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ এক কি ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন এক জন সম্পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক না হওয়াপর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুম ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্ তাহা ক্রোক থাকন সময়ে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে ক্রোক থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পুর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং সেই প্রকারে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পুর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিস্যনর

Digitized by Google

সাহেব কালেক্টর সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং কোন জমীদারীর বিষয়ে ক্ষমার হুকুম প্রাপ্তহওনের পর যদি সেই জমীদারী নীলাম হয় তবে তাহা বেআইনী হইবেক। কিন্তু এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমাকরণের কারণ কালেক্টর সাহেব অথবা কমিস্যনর সাহেব রীতিমত এক রুবকারীতে লিখিবেন। কিন্তু নীলাম ক্ষমাকরণের যে হুকুম কমিস্যনর সাহেব দেন্ তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছনের পূর্ব্বে যদি নীলাম হইয়া গিয়া থাকে তবে ক্ষমাকরণের ঐ হুকুমের দ্বারা ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা সরকারহইতে নীলাম-করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছা-রীতে সামান্যতঃ নীলাম করিবেন কিন্তু যখন ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বোধ হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবেরা ঐ কাছারীভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

১৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত মতে নীলামের নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে যদ্যপি কালেক্টর সাহেব কি উক্তপ্রকার অন্য কার্য্যকারক পীড়া কি পর্ব্ব অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন্ কিম্বা আরম্ভ করিয়া যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন্ তবে তাহার পর দিবস রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিন-পর্য্যন্ত ঐ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন্। এবং ঐরূপ বিলম্বকরণের কারণ রুবকারীতে লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও ঐ বিলম্ব করণের সমাচার ইশ্‌তিহারনামাতে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লট্‌কাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং সেইরূপে যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ করিতে না পারেন্ সেইপর্য্যন্ত দিনদিন এ প্রকার কর্ম্ম করিবেন কিন্তু যদি এরূপে নীলাম বিলম্ব না হয় ও তাহা রুবকারীতে না লেখা যায় এবং তাহার রিপোর্ট না করা যায় তবে নীলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম অবশ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারানুসারে নিরূপিত নীলামের দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের পূর্ব্ব নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এবং ঐ মতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী

Digitized by Google

নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তপ্রকার কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি। কিন্তু এই আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত বায়নার টাকা দিবার ত্রুটি হওয়াতে আবশ্যক হইলে কালেক্টর সাহেব নম্বর ব্যতিক্রম করিয়া জমীদারী নীলামে ধরিতে পারেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারী নীলাম হইলে যে ব্যক্তি ঐ জমীদারীর খরীদার নির্দ্ধারিত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা জমীদারীর নীলাম শেষহওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন্ তাহার মধ্যে আপন ডাকের সংখ্যার চতুর্থাংশ টাকা নগদ কি বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়না-স্বরূপ দিবেক এবং ঐ বায়নার টাকা না দিলে ঐ জমিদারী আগৌণে নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদার যে দিবসে জমীদারী খরীদ করে সেই দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খরীদের সমুদয় টাকা ঐ খরীদারের দিতে হইবেক এবং যে দিবসে নীলাম হইয়াছিল তাহা ঐ ত্রিংশত্তম দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি ঐ ত্রিংশত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন হয় তবে ত্রিংশত্তম দিবসের পর যে প্রথম দিবসে কাছারীতে কার্য্য হয় সেই দিবসে সমুদয় টাকা দিতে হইবেক। এবং যদি পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত মিয়াদে টাকা দিতে ত্রুটি হয় তবে সেই সময়ে এবং তৎপরে যতবার ত্রুটি হয় ততবার বায়নার টাকা সরকারে দণ্ডস্বরূপ জব্দ হইবেক এবং ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক এবং ঐ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ তাহা যত টাকায় বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর ত্রুটিকারি খরীদারের কোন দাওয়া থাকিবেক না। এবং যে নীলাম শেষে সিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ত্রুটিকারি ডাকনিয়া যে মূল্য ডাকিয়াছিল তাহাহইতে কম মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন এক হুকুমমতে তাহার স্থানে আদায় হইবেক এবং ঐ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়া বিক্রয়হওয়া জমীদারীর বাকীদার মালিকের নামে জমা হইবেক। এবং যদি একবারের অধিক খরীদের টাকা দেওনে ত্রুটি হয় তবে ত্রুটিকারি ডাকনিয়ারা প্রত্যেক জন যত ডাকিয়াছিল তাহার হিসাবমতে ঐ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণে এবং একে২ দায়ী হইবেক। কিন্তু এইরূপ প্রত্যেক পুনর্নীলাম এই আইনের ৬ ধারার লিখিত এত্তেলানামা দেওনের পর এবং ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট রীতিমতে করা যাইবেক এবং নিরূপিত যে দিনে টাকা দিতে ত্রুটি হয় সেই দিনের পর সম্পূর্ণ তিন দিন গত না হইলে ঐ এত্তেলানামা

Digitized by Google

ঘোষণা করা যাইবেক না। কিন্তু যে বাকী টাকার নিমিত্তে প্রথমে জমীদারী নীলাম হইয়াছিল তাহা এবং তৎপরে যাহা বাকী পড়িয়াছে সেই টাকা যদি পুনর্নীলামের এত্তেলা দেওনের দিবসের পূর্ব্বে দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এবং এই আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত বায়নার টাকা বাকীদার খরীদারের দাখিলহওনের পর জমীদারীর সাবেক মালিকের দ্বারা অথবা তাহার পক্ষে দাখিল হয় অথবা দাখিল হইবার প্রস্তাব হয় তবে পুনর্নীলাম নিবারণ হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণহওনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর দশম দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ঐ আপীল লইতে পারেন্ নতুবা লইতে পারেন্ না। এবং এইরূপে আপীল হইলে যদি কমিস্যনর সাহেব বোধ করেন্ যে এই আইনানুসারে হওয়া কোন জমীদারীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ব্বাহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন্ এবং যদি ভূম্যধিকারির ত্রুটিপ্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরীদারের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম করিতে পারেন্। এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা থাকনসময়ে তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের যে সুদ হয় সেই সুদ অপেক্ষা অধিক টাকা ঐ ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত দেওয়া যাইবেক না ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি এইমত বোধ করেন্ যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে নীলামের উপর আপীল হইলে চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন্ এবং সেই বিষয় সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে পারেন্ এবং তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন্ এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট এমত গতিকে ঐ নীলাম রহিত করিতে এবং যেং নিয়ম তাঁহার যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইং নিয়মে ঐ জমীদারী মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যেসকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের

Digitized by Google

১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাব হয় নাহি সেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিবসে দুই প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং ঐ নীলামের দিবস ত্রিংশত্তম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপাল হইয়াছে এবং ঐ আপাল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস হয় তবে ঐ ডিসমিসের তারিখ অবধি ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এবং সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্তমত অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে খরীদারকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দিবেন।

আমি জানাইতেছি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪৫ সালের ১ আইনক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি আমলে আসিবেক।—(অর্থাৎ টাকা দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসের পর দিবসে।) অমুক কালেক্টর।

এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি বিক্রয়হওয়া জমীদারীতে নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত সর্টিফিকটের দ্বারা জ্ঞান হইবেক। এবং কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর খারিজ দাখিলহওনের সম্বাদ এক লিখিত ইশ্‌তিহারের দ্বারা আপনকার কাছারীতে এবং যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ থাকে তাঁহারদের কাছারিতে এবং জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবং ঐ খরীদের টাকা লইয়া মালগুজারী দাখিল করিবার নিরূপিত শেষ দিবসে যে সকল জমা বাকী ছিল তাহা প্রথমে পরিশোধ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ জিলার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের খাতায় যে সকল পাওনা টাকা লেখা থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্রীত জমীদারীর রেজিষ্টরহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকদিগের নিমিত্ত আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহারদের রসীদ লইয়া নীচের লিখিতমতে ঐ টাকা তাহারদিগকে দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত জমীদারীর অংশ ভিন্নং লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ লিখিত অংশের হিসাবঅনুসারে তাহারদের মধ্যে টাকা বাঁটিয়া দিবেন কিন্তু যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অংশ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহারদের সকলের দস্তখৎকরা একি রসীদ লইয়া মোট টাকা সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন। কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এবং পাওনা পরিশোধকরণের পর যদ্যপি খরীদের

Digitized by Google

টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয় হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্ব্বে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন ঐ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয়া তাহার দাওয়া করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ আদালতের হুকুমভিন্ন এবং ঐ কর্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারীকরণভিন্ন ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এবং ক্রোক করিয়া তাহা ঐ ভূম্যধিকারির হাতছাড়া রাখা যাইবেক না। এবং যদ্যপি ঐ খরীদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোন গতিকে আদালতের হুকুমক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি তাহার পর ঐ নীলাম অন্যথাকরণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূম্যধিকারী যাবৎ সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় তাবৎ সে আপনার ঐ ভূমির দখল পুনরায় পাইবেক না ইতি।

২১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্তু আপোসের দ্বারা ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির খরীদারের নাম দেওয়া গেল তবে ঐ নালিশ খরচাসমেত ডিসমিস হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি নীলাম অসিদ্ধ করেন্ তবে এই আইনের ২০ ধারায় যেরূপ নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্তহওনের সংবাদ দিবার হুকুম আছে সেইরূপ কালেক্টর সাহেব কি উক্তমত অন্য কার্য্যকারক অসিদ্ধহওনের সংবাদ সর্ব্বত্র দিবেন। এবং খরীদার যে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও খরীদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ঐ টাকা দাখিলকরণের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরিদারকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলামহওয়া জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকীয় সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি টাকা দেওনের পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত শেষ দিবসের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর মালগুজারীর

Digitized by Google

বাকীর নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন দেওয়ানী আদালতে অন্যথা হইতে পারে যে ঐ নীলাম এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ হইয়াছিল। এবং যদি ঐ বিরুদ্ধ কর্ম্ম এই আইনের ১৭ ধারাক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা আপীলেতে বিশেষরূপে লেখা ও নির্দ্দিষ্ট না হইয়াছিল এবং এই আইনের ১৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন্ না। এবং কোন ব্যক্তি খরীদের টাকার কিছু গ্রহণ করিলে পর নীলাম বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবং আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম ঘটিত কোন কার্য্যে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্য্যেতে অথবা ক্রটিতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের দাওয়ার নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে তাহার প্রতি নিষেধ আছে ইতি।

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে কোন নীলাম অসিদ্ধ হইলে খরীদের টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া জিলার কোন জমীদারীর মালগুজারী বাকী আদায়ের নিমিত্ত ঐ জমীদারী এই আইনক্রমে বিক্রয় হইলে যে ব্যক্তি তাহা খরীদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারীতে যে সকল দায় সংযোগ করা গিয়া থাকে সে সকল দায় রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক। এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত বর্জ্জিত ভূমিব্যতিরেকে ঐ জমীদারীর সমস্ত পাট্টাদার প্রজাদিগের খাজানা বাড়াইতে পারে এবং সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না।

প্রথম। ইস্তমরারী বন্দোবস্তহওনের ১২ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে ভূমি ইস্তমরারী কি মোকররী পাট্টাক্রমে নির্দ্ধারিত খাজানাতে ধার্য্য ছিল তাহা।

দ্বিতীয়। দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে থাকা যে পাট্টার বিষয়ে এমত প্রমাণ

Digitized by Google

দেওয়া যায় নাহি অথবা দেওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার যোগ্য সে পাট্টা।

তৃতীয়। যে২ খোদকস্তা অথবা কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা চলিত আইনক্রমে নিশ্চিত নিয়মানুসারে নিরূপণীয় খাজানায় ভূমির ভোগদখল করণের অধিকার আছে তাহাদের ভূমি।

চতুর্থ। যে২ ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্ম্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতুকয়লা-প্রভৃতি আকরের নিমিত্ত কিম্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের আরাধনার কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত বা অন্য২ সেইরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃতার্থে মিয়াদী বা চির কালের পাট্টাক্রমে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া গিয়াছে এবং পাট্টার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে এইপর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে সেই২ ভূমি।

পঞ্চম। জমীদারীর সাবেক মালিক নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে২ ইজারা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাট্টাক্রমে দিয়াছিলেন এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেই২ ইজারা। কিন্তু সেই সময়ে ইজারাদারেরা প্রত্যেক গতিকে কালেক্টর সাহেবকে এক লিখিত এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলানামাতে ঐ ভূমি যে স্থানে আছে তাহার ঠিকানা ও সেই ভূমির খাজানা ও তাহার পরিমাণ ও পাট্টার নিয়ম ও ইজারাদারের-দের নাম লেখা থাকিবেক। এবং যদ্যপি কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয় যে ঐ ইজারাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন্। এবং কালেক্টর সাহেব ইজারদারের স্থানে সেইরূপ এত্তেলা পাওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে যে ইজারার বিষয়ে আপনার আপত্তি আপন কাছারীতে এক ইশ্তিহার-নামা লট্কানের দ্বারা জানান্ সেই ইজারা এই প্রকরণের দ্বারা বর্জ্জিত হইবেক না। কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত ও রীতিমত রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টাক্রমে ধার্য্য হইলেও এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দেওয়া গেলেও যদ্যপি তাহা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া যায় নাহি তবে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলাম হওয়া কোন জমীদারীর খরীদার আদালতে নালিশ করিয়া ঐ২ ইজারা অন্যথা করিতে পারে ইতি।

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ২৬ ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় যে জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইনক্রমে সেই জমীদারী বিক্রয় হইলে তাহার খরীদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল দায়

Digitized by Google

তাহাতে সংযোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া সেই জমীদারী পাইবেক এবং বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যক্তি আদৌ বন্দোবস্তকারির স্থলাভিষিক্ত বা আসৈনি হইয়া যে২ নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছিল তাহা এবং শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই আদৌ বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক প্রজাইত্যাদিরদিগকে যে২ পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা এবং আদৌ বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যে২ পাট্টাইত্যাদি রদ কি মতান্তর করিতে অথবা পুনর্নূতন করিয়া দিতে পারিত তাহা ঐ খরীদার রহিত ও রদ করিতে পারিবেক। কিন্তু বসতবাটী কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের নালাইত্যাদির নিমিত্তে ভূমির যে২ পাট্টা হইয়া থাকে যাবৎ ঐ ভূমি ঐ২ কার্য্যে ব্যবহার হয় ও তাহার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া যায় তাবৎ কখন সেই২ পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে নীলামে যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে সে ব্যক্তি পাট্টাদারের পাট্টা বা বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত করিলে সেই পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে পূর্ব্বের মালগুজার যে খাজানা লইতে পারিত তাহার বেশী লইতে পারে। কিন্তু যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদির নিমিত্ত পূর্ব্বের মালগুজারেরা প্রাচীন নিরূপিত জমার কিছু কমী করাতে পাট্টাদার প্রজারা ওয়াজীবী জমা হইতে কম জমার বন্দোবস্তঅনুসারে ভূমি ভোগ করিয়াছে কিম্বা যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে তদনুসারে সেই পাট্টাদার প্রজারদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী খাজানা তলব হইতে পারে কিম্বা আর কিছু দাওয়া করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুঝিলে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির দখীলকার অধিকারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমির যে২ পাট্টা দিয়াছিল বা তাহার উপর যে বরাৎ দিয়াছিল কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায় সংযোগ করিয়াছিল সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা২ উপযুক্ত বোধ হয় তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্। এমত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমিতে যে২ নিয়ম রাখণের হুকুম করেন্ সেই ভূমির লাট নীলামে ধরিয়া দেওন সময়ে কালেক্টর সাহেব সেই২ নিয়মের সম্বাদ সকল লোককে জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির বিষয়ে আর যে২ হুকুম করেন্ তাহাও প্রচার করাইবেন। কিন্তু এইরূপে পাট্টাআদি বহাল রাখিয়া যে নীলাম হয় তাহাতে নীলামের সময়ের তুল্য বাকী টাকা যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি বোধ হয় যে ঐরূপ পাট্টাআদি বহাল রাখিলে সরকারী মালগুজারী আদায়

Digitized by Google

করিতে উত্তর কালে বিঘ্ন হইতে পারে তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে নীলামেতে ঐ পাট্টা-আদি বহাল রাখা গিয়াছিল তাহা এই আইনের ১৯ ধারার নিরূপিতমতে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে রদ করিবার হুকুম করিতে পারেন্। এবং এই আইনের ২৬ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত থাকার মধ্যে যে২ নিষেধ আছে কেবল সেই২ নিষেধ আমলে আনিয়া ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম করিতে পারেন্ এবং ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পর যে জমীদারী পূর্ব্বোক্তমতে পাট্টাআদি বহাল রাখিয়া খরীদ হইয়াছিল সেই জমীদারী যদি বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা এইমত হুকুম দিতে পারেন্ যে এই আইনের ২৬ ধারার ১।২।৩।৪।৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত থাকায় যে নিষেধ আছে কেবল সেই নিষেধ আমলে আনিয়া মহাল নীলাম হইবেক অথবা পূর্ব্বে যে পাট্টাআদি বহাল রাখা গিয়াছিল তাহা আমলে আনিয়া নীলাম হইবেক এই দুই কল্পের প্রথম কল্প হইলে পাট্টাআদি রদ করিয়া যে নীলাম হইয়াছিল তাহাতে যে খরীদের টাকা পাওয়া গেল সেই টাকা যদি পাট্টাআদি বহাল রাখণের নীলামে প্রাপ্ত টাকাঅপেক্ষা অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের বিষয় বহাল রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন্ ইতি।

২৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বাঁটওয়ারা হইতেছে তাহার যে অংশিরা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এবং ৩৪ ধারানুসারে আপন২ অংশ নীলামহইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অংশিভিন্ন যদি কোন রেজিষ্টরিহওয়া বা রেজি-ষ্টরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্ সেই জমীদারী আপন নামে অথবা বিনামে খরীদ করেন্ অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত জমীদারী নীলামহওনের পর পুনর্ব্বার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে পুনর্ব্বার তাহার দখল পান্ তবে সেই ভূম্যধিকারী এবং আরো জমীদারীর উপর যে বাকী পড়ে বা যে দাওয়া ঘটে তাহাছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্ত জমীদারী নীলাম হইলে তাহার খরীদার ঐ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে জমীদারীর উপর যে সকল দায় সংযোগ ছিল সেই দায়সমেত তাহা পাইবেন এবং নীলামের সময়ে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক মালিকের যে স্বত্ব ছিল না এমত স্বত্ব ঐ খরীদার পাইবেন না ইতি।

৩০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারী দাখিল করণের শেষ তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে বাকী খাজানা পাওনা থাকে সেই জমীদারী নীলাম

Digitized by Google

হইলে সেই বাকী খাজানা যে কোন রীতিক্রমে শেষ দিবসে কি ঐ দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকীদার আদায় করিতে পারিতেন সেই রীতিক্রমে উক্ত শেষ দিবসের পর তিনি আদায় করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন্ না ইতি।

৩১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেব অথবা নীলামের বিষয়ি কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা যে দফ্তরে কোন সময়ে কার্য্য করেন্ তাহাতে আপনার সাক্ষাৎ কোন অবজ্ঞা হইলে তাহার ২০০) দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন্ এবং যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতে পারেন্ এবং পূর্ব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অপরাধিকে পাঠান্ তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারী করিবেন। কিন্তু এই ধারাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এবং তাঁহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারায় যে বায়না করণের দ্বারা ডাক সিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য হইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের উভয় রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসের যে দেশ এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এবং দত্ত ও জয়করা যে দেশ সেইরূপে সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল সেইং দেশে এই আইন চলন হইবেক এবং এই আইনের লিখিত কোন বিধি শহর কলিকাতা অথবা সিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ কি মালাকার বসতির ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল, ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৫ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আপীল আদালতে আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করিবার কি না করিবার ক্ষমতার্পণ করণের আইন।

যেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যের সদর আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমার খরচার জামিন লওয়া আইনানুসারে আবশ্যক নাই এবং যেহেতুক মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে খরচার জামিন লওয়ার এক্ষণে আইনানুসারে হুকুম নাই এবং যেহেতুক এই বিষয়ে সকল আদালতের ডিক্রীর উপর যে আপীল হয় তাহার একি রীতি করা উচিত বোধ হইয়াছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কোন আপীল আদালতে খরচার জামিন লইতে আবশ্যক হইবেক না কিন্তু প্রত্যেক আপীল আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ আদালতের বিবেচনায় যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে রেস্পাণ্ডেণ্টকে জওয়াব দিতে হুকুম হওনের পুর্ব্বে আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করেন্ কি না করেন্। ইহার বিপরীত কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ১ মার্চ তারিখে জারী করিলেন। এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণবিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন জিলায় রেজিষ্টরী দফ্তরে দলীল-দস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইতে পারে। ঐ দলীলসম্পর্কীয় সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ সেই জিলার মধ্যে থাকুক বা না থাকুক সেই জিলায় রেজিষ্টরী হইতে পারে ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে যে জিলাতে ঐ দলীলদস্তাবেজসম্পর্কীয় সম্পত্তি সমুদয় না থাকে এমত জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইলে ঐ দফ্তরের রেজিষ্টরের উচিত যে যে২ জিলায় ঐ সম্পত্তির সমুদয় অথবা তাহার কতক অংশ থাকে সেই প্রত্যেক জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে আপনার দফ্তরে রেজিষ্টরী ও পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়া দলীলদস্তাবেজের এক নকল পাঠান্। ঐ নকল ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্টমতে দেওয়া যাইবেক এবং তাহাতে দস্তখৎ হইবেক। এবং যে রেজিষ্টরী দফ্তরে ঐ নকল পঁহুছে সেই দফ্তরের রেজিষ্টর আপনার নিকটে আদৌ রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি সেই দলীল-দস্তাবেজ দরপেশ করিলে যেরূপ কার্য্য করিতেন সেইরূপে রীতিমত তাহা রেজিষ্টরী করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন রেজিষ্টরী দফ্তরে পাঠাইবার নিমিত্ত যে নকলের আবশ্যক হয় এইমত প্রত্যেক নকল করণের রসুম রেজিষ্টরী-করণিয়া ব্যক্তি রীতিমতে দিবেক এবং যে রেজিষ্টর ঐ রসুম পান্ তিনি রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত নকল যে২ রেজিষ্টরের দফ্তরে পাঠান যায় সেই২ রেজিষ্টরকে ঐ রসুম বুঝাইয়া দিবেন ইতি।

Digitized by Google

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আসল দলীলদস্তাবেজ অথবা তাহার নকল পূর্ব্বোক্তমতে কোন জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে রেজিষ্টরী হইলে অন্য যে সকল বা যে কোন জিলায় ঐ দলীলদস্তাবেজসম্বন্ধীয় সম্পত্তি থাকে সেই জিলায় তাহার নকল রীতিমতে রেজিষ্টরী হইলে বা না হইলে ঐ দলীলদস্তাবেজ কোন এক জিলার মধ্যস্থিত কোন সম্পত্তির বিষয়ে আইনমতে যথার্থরূপে রেজিষ্টরী হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে।

পণ্ডিত এবং মৌলবীরদের পরীক্ষা ও নিযুক্ত হওনের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১১ আইনের ৫ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধী এবং তাহার পর এই রাজধানীর অধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট সময়েং যে প্রকার পরীক্ষা নিরূপণ করেন্ সেই পরীক্ষাতে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে উত্তীর্ণ হন্ তিনি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের কোন আদালতে পণ্ডিত কি মৌলবীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কমিস্যন অফ দি পীস অর্থাৎ দাঙ্গাহঙ্গামা শাসনার্থ সনদ দেওনের বিষয়ি আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক জুষ্টিস অফ দি পীসের শেষে জারীহওয়া সাধারণ সনদের মধ্যে যেং লোকেরদের নাম লিখিত হয় নাহি এমত লোকদিগকে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর কি মান্দ্রাজের অথবা বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্মে মনোনীত ও নিযুক্ত করিলে নূতন সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীস জারীকরা ক্লেশ হয় অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে শেষে জারীহওয়া সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীস সনদে যাঁহারদের নাম লেখা যায় নাহি এমত যেং ব্যক্তি আইনানুসারে জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্ এবং উক্ত কোন রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ঐ রাজধানীর ও তাহার অধীন স্থানের মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে অথবা ঐ রাজধানীর প্রধান নগরের মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে জুষ্টিস অফ দি পীসের কর্ম্মে মনোনীত ও নিযুক্ত হন্ ঐং ব্যক্তিকে ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও পরওয়ানাক্রমে ঐ প্রত্যেক রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট সময়ক্রমে আলাহিদাং সনদ দিবেন ও দিতে পারেন্। এবং ঐ প্রকার সকল সনদ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিরদের এবং তাঁহার পর রাজ্য প্রাপ্ত রাজারদের নামে জারী হইবেক এবং তাহাতে সুপ্রিম কোর্টের মোহর ও ঐ আদালতের চীফ জুষ্টিস সাহেবের সহী থাকিবেক এবং ঐ আলাহিদা সনদ যে রাজধানী কি স্থানের মধ্যে বা নিমিত্তে জারী হয় সেই রাজধানীর ওয়র ও টরমিনর আদালতের রিকার্ডের মধ্যে শেষে জারীহওয়া সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীস সনদের ক্রোড় সনদস্বরূপ গাঁথা যাইবেক এবং ঐ শেষে জারীহওয়া সনদ সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১২ আপ্রিল তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

জলসেচন ও নৌকাদি গমনাগমনের কারণ গবর্ণমেণ্ট উত্তরপশ্চিম দেশে যে২ খাল কাটিয়াছেন তাহার জলকর ও মাসুল ও দেয় টাকা তহসীলের নিয়ম করণের এবং সেই২ খালের হানি নিবারণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক জলসেচনের নিমিত্তে এবং নৌকাদি গমনাগমনের নিমিত্তে অর্থাৎ যেপর্য্যন্ত ঐ উভয় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে তন্নিমিত্ত বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন উত্তরপশ্চিম দেশে অনেক খাল সরকারী খরচে কাটা গিয়াছে ও কাটা যাইতেছে এবং যেহেতুক ঐ সকল খালের জলকর কি মাসুল অথবা দেয় টাকা তহসীলের এবং সেই২ খালের হানি না হইবার নিয়ম করা আবশ্যক হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইশ্তিহার দিয়া হুকুম করিতে পারেন্ যে এই আইনের বিধান উক্ত কোন খালের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ২ খালের জলকর ধার্য্য করিবার বিষয়ে এবং সেচনের কারণ তাহাহইতে জল লইবার বিষয়ে এবং নৌকার ও কাষ্ঠের ও বাঁশের মাড়ের মাসুল ও দেয় টাকা তহসীল করিবার বিষয়ে এবং ঐ২ খাল দিয়া গমনাগমনের উপকার পাইবার বিষয়ে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব প্রত্যেক খালের অবস্থা বুঝিয়া যেমত উপযুক্ত হয় সেইমত বিধি করিতে পারেন্। এই প্রকারে যে বিধি নিরূপণ হয় তাহা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই প্রকার জারীহওয়া বিধির বিরুদ্ধে সাধারণ

Digitized by Google

ব্যক্তিরা যে কোন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মের বিষয়ে তাহারা হয় খালের উপকার কিঞ্চিৎকাল নিবারণের দ্বারা অথবা পশ্চাৎ লিখিত দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খালের জল যেং ভূমিতে সেচা গিয়াছে সেইং ভূমির বিষয়ি জলকর বাকী পড়িলে সেই বাকী টাকা হয় খালের উপকার কিঞ্চিৎ-কাল নিবারণের দ্বারা অথবা ভূমির বাকী রাজস্ব আদায় করণের যে নিয়ম নিরূপিত আছে সেই নিয়মের দ্বারা আদায় করা যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কেহ জানিয়া শুনিয়া উক্ত কোন খাল অথবা সেই খালহইতে নির্গত কোন জলপথ বা সেই খালহইতে প্রাপ্ত জলের কোন জলপথ অবরোধ করে কি খালের ধার কিম্বা সেই খালের রক্ষার নিমিত্তে যাহা নির্ম্মাণ করা যায় তাহার ক্ষতি করে অথবা জানিয়াশুনিয়া খালের জল ময়লা করে সে ব্যক্তি নীচের লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কেহ এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে কি এই আইনানুসারে জারিহওয়া নিয়মের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করে তাহার দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি বিনাপরিশ্রমে চৌদ্দ দিনের অনধিক মিয়াদে কয়েদের কি ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানার অথবা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক। এবং জরীমানার টাকা না দিলে সেই ব্যক্তি আরো চৌদ্দ দিন মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন খাল দিয়া গমনাগমনকারি কোন নৌকার কি কাষ্ঠ অথবা বাঁশের মাড়ের মালিক যদি নির্দ্দিষ্ট মাসুল না দেয় তবে খালের মাসুল আদায় করণের কার্য্যে যে কার্য্যকারক নিযুক্ত হন্ তিনি ঐ নৌকা কি মাড় কি বাঁসের মাড় আটক করিতে পারেন্। তাহাতে যদি মাসুল দশ দিনের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে সেই জিনিস আটক করণের পর দশম দিনে ঐ কার্য্য-কারক খালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুমমতে ঐ সমস্ত জিনিস কিম্বা তাহার মধ্যে যত আবশ্যক হয় তত বিক্রয় করিতে পারেন্ অথবা সমুদয় জিনিস সরকারে জব্দ করিতে হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু এইমত সকল গতিকে ঐ এলাকার কমিস্যনর সাহেবের নিকটে রিপোর্ট না হইলে ও তাঁহার অনুমতি না পাওয়াগেলে ঐ দ্রব্য জব্দ করণের কোন হুকুম জারী হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব উপরের উক্ত জলকর ও মাসুল এবং দেয় টাকা তহসীল করিবার নিমিত্তে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ কর আদায় করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রত্যেক কার্য্যকারককে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ এবং উপরের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড জারী করিবার নিমিত্তে তাঁহাকে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta—: Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৬ সালের ১৪ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইন এবং ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষের লিখিত আমদানীর মাসুলের তফসীল সংশোধনের এবং ১৮৪৪ সালের ১৫ আইন রদ করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জুন তারিখঅবধি এবং তাহার পর ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নত তফসীলের যে ভাগ এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নত তফসীলের যে ভাগ এবং ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের যে ভাগ পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট জিনিসের উপর মাসুলের হারের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা রদ হইবেক ইতি।

ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন অথবা নির্ম্মিত মারিন ষ্টোর অর্থাৎ জাহাজের সরঞ্জাম।

ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের উৎপন্ন মারিন ষ্টোর।

ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন ধাতু বা নির্ম্মিত ধাতু।

রাজ্যব্যতিরিক্ত ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের উৎপন্ন কি নির্ম্মিত ধাতু।

ইঙ্গলণ্ড দেশের কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন বা প্রস্তুতকরা পশমী কাপড়।

ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের প্রস্তুতকরা পশমী কাপড়।

ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের প্রস্তুতকরা কাপাসী ও রেশমী কাপড়ের থান ও কাপাসী সূতা ও পশমী সূতা।

ভিন্নাধিকার স্থানের প্রস্তুতকরা রেশমী এবং কাপাসী কাপড়ের থান ও কাপাসী সূতা ও পশমী সূতা।

ওয়াইন এবং অন্যান্য প্রকার শরাব।

উগ্র শরাব।

এবং উক্ত তফসীলের মধ্যে অন্য যে সকল নির্ম্মিত দ্রব্য লেখা যায় নাহি তাহা ইতি।

Digitized by Google

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের লিখিত তফসীল উক্ত তিন আইনের A চিহ্নিত প্রত্যেক তফসীলের ভাগ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে পূর্ব্বোক্ত তিন আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের যে ভাগ এই আইনের দ্বারা রদ হইল সেই ভাগের সঙ্গে উক্ত তিন আইনের যে সকল বিধি সম্পর্ক রাখে সেই সকল বিধি ১৮৪৫ সালের ১ জুন তারিখঅবধি ও তাহার পর এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এবং ১৮৩৮ সালের ১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষ ভাগের লিখিত আমদানীর মাসুলের তফসীল শুধরিবার আইন এই নামে খ্যাত ১৮৪৪ সালের ১৫ আইন রদ হইল ইতি।

তফসীল।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম কি বোম্বাই কিম্বা মান্দ্রাজ রাজধানীর কোন বন্দরে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া নীচের লিখিত দ্রব্যের মাসুলের হার।

জিনিসের তফসীল।	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
ইঙ্গলণ্ড দেশের বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন বা নির্ম্মিত মারিন ষ্টোর।	শতকরা ৫৲	শতকরা ১০৲
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নঐ ঐ।	শতকরা ১০৲	শতকরা ২০৲
ইঙ্গলণ্ড দেশের অথবা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন কি নির্ম্মিত ধাতু।	শতকরা ৫৲	শতকরা ১০৲
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নঐ ঐ।	শতকরা ১০৲	শতকরা ২০৲
ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন পশমী কাপড়।	শতকরা ৫৲	শতকরা ১০৲
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্নঐ ঐ।	শতকরা ১০৲	শতকরা ২০৲

Digitized by Google

জিনিসের তফসীল।	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে।	ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
ইঙ্গলণ্ড দেশের কিম্বা ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন দেশের নির্ম্মিত কাপাসী ও রেশমী কাপড়ের থান এবং সূতা কিম্বা কাটা সূতা কি পশমী সূতাছাড়া কাপাস কিম্বা রেশমনির্ম্মিত দ্রব্য অথবা অন্য দ্রব্যেতে মিশ্রিত কাপাস ও রেশমনির্ম্মিত দ্রব্য। ...	শতকরা ৫)	শতকরা ১০)
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ঐ ঐ।	শতকরা ১০)	শতকরা ২০)
ইঙ্গলণ্ড দেশের কি ইঙ্গলণ্ডীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন কাপাসের সূতা কি কাটা সূতা কিম্বা পশমী সূতা।	শতকরা ৩॥০	শতকরা ৭)
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ঐ ঐ।	শতকরা ৭)	শতকরা ১৪)
পোর্টর ও এল বিয়র ও সৈডর এবং ঐ প্রকার গাঁজাধরা শরাব।	শতকরা ৫)	শতকরা ১০)
ওয়াইন এবং অন্যান্য প্রকার শরাব।	ফি গালনের প্রতি ১)	ফি গালনের প্রতি ২)
উগ্র শরাব।	ফি গালনের প্রতি ১॥০	ফি গালনের প্রতি ৩)
এবং উগ্র শরাব লণ্ডন প্রুফের শক্তিঅপেক্ষা যেমন অধিক তেজ হয় তেমন তাহার মাসুল বৃদ্ধি হইবেক। শরাব বোতলে আমদানী হইলে ৫ কুআর্ট বোতল এক ইম্পেরিয়ল গালনের তুল্য জ্ঞান হইবেক।		
এই তফসীলের লিখিত জিনিস-ব্যতিরিক্ত অন্য সকল নির্ম্মিত দ্রব্য।	শতকরা ৫)	শতকরা ১০)

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যেং গতিকে তলবচিঠী জারী হইতে না পারে সেইং গতিকে ওয়ারণ্ট জারী করিবার ক্ষমতা আদালতকে অর্পণ করণের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকাভিন্ন ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন কোন ফৌজদারী মোকদ্দমাতে আইনানুসারে আসামীর নামে প্রথমে তলবচিঠী জারী করিতে হয় তখন যদি এমত প্রমাণ হয় যে আসামীর উপর ঐ তলবচিঠী জারী করিতে উপযুক্তমতে উদ্যোগ করা গিয়াছে কিন্তু আসামীর উপর ঐ তলবচিঠী জারী করণের ভার যে কার্য্যকারকের কিম্বা যে লোকের প্রতি ছিল তিনি তাহা জারী করিতে পারিলেন না তবে যে আদালতহইতে ঐ তলবচিঠী বাহির হয় সেই আদালত ঐ আসামীকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারেন্। ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১২ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মুনসেফের আদালতে নাজিরদিগকে নিযুক্ত করণের হুকুম করিবার বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে জজ সাহেবের আদালতে যে কতক কর্ম্ম নাজিরের প্রতি অর্পণ আছে সেই২ কর্ম্ম মুনসেফের আদালতে মুনসেফেরা আপনারা করিবেন এবং জজ সাহেবের আদালতে যে তলবানা লওয়া যায় মুনসে-ফের আদালতে সেই তলবানার চারি ভাগের কেবল তিন ভাগ লওয়া যাইবেক তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পরে মুনসেফেরা আপন২ সিরিশ্তায় নাজির নিযুক্ত করিবেন। ঐ নাজিরেরদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রকরণের বিধান খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আদালতের এবং রাজস্বের কার্য্যের বিষয়ি তিন রাজধানীর সৈন্যেরদের এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদের অধিকার নির্দ্দিষ্ট এবং ধার্য্য করণবিষয়ক আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ১৫ আইন অদ্যপর্য্যন্ত বলবৎ আছে কি না অথবা তাহার কোন বিধান এবং কত বিধান অদ্যপর্য্যন্ত বলবৎ আছে এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে

অতএব ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে উক্ত আইন এবং তাহার প্রত্যেক বিধান এখনও বলবৎ আছে ইতি।

২ ধারা।

এবং যেহেতুক যে আইন বাঙ্গলা দেশের সৈন্যের নিমিত্তে উপরে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল সেই আইন মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৭ সালের ৮ আইনের দ্বারা মান্দ্রা-জের সৈন্যের আইন নির্দ্দিষ্ট আছে এবং যেহেতুক সেই আইন বোম্বাইয়ের সৈন্যের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করা বিহিত ও যথার্থ বোধ হইতেছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত উক্ত আইন বোম্বাইয়ের সৈন্যের প্রতি বিস্তারিত হইল কেবল ঐ আইনের যে কোন বিধি স্বভাবতঃ বোম্বাইয়ের সৈন্যের বিষয়ে খাটিতে পারে না তাহা বর্জ্জিত থাকিল ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক উক্ত আইনের দ্বারা এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদিগকে যে অধিকার দেওয়া গিয়াছে তাহা আদালতসম্বন্ধীয় কার্য্যে ইষ্টাম্পের মাসুল ক্ষমা করণের দ্বারা বিস্তার করা যথার্থ ও উপযুক্ত বোধ হইতেছে

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ফরিয়াদী যদি ফোর্ট উলিয়ম অথবা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাইয়ের রাজধানীর অধীন সৈন্যের সিরিশ্তায়

Digitized by Google

এদেশীয় হুদ্দাদার বা সিপাহী হয় তবে পাওনা দাওয়ার কি তেজারতের কারবারের দেনাপাওনার মোকদ্দমা ছাড়া অন্য সকল প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমার নালিশ কোম্পানি বাহাদুরের সকল আদালতে ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত ৩ ধারার দ্বারা যে ইষ্টাম্প ফরিয়াদীর প্রতি ক্ষমা হইল সেই ইষ্টাম্পের মূল্য যে অংশ যথার্থ বোধ হয় সেই অংশ পরাজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সরকারকে দিতে ডিক্রীর মধ্যে হুকুম লেখা যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহীর যে মোকদ্দমায় প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন সম্পর্ক না থাকে অথবা নালিশের দরখাস্তে লিখিতপর্য্যন্ত সম্পর্ক না থাকে এইমত কোন মোকদ্দমায় যদি ঐ এদেশীয় কোন হুদ্দাদার অথবা সিপাহী এই আইনে দত্ত উপকারের দ্বারা চাতুরীক্রমে অন্য কোন ব্যক্তির উপকার করণের নিমিত্তে এই আইনক্রমে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করে তবে এই আইনছাড়া অন্য প্রকারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তির যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ লাগিত ঐ এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী তাহার পাঁচগুণের অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা ডিক্রী জারী করিবার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উসুল হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং যেহেতুক ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ৪ ধারায় হুকুম আছে যে যদি কেহ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে এমত নালিশ করে যে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে আমি আইনবিরুদ্ধ কোন ভূমি বা বাটীইত্যাদি কি জল কি মৎস্য ধরিবার জলাশয় কি ফসল কি ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যহইতে বলক্রমে বেদখল হইয়াছি ঐ নালিশকরণিয়া যদ্যপি ভূম্যধিকারী বা মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার বা দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদিস্বরূপ ঐ ভূমির দখীলকার ছিল তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে নালিশ হয় তাহাকে কি তাহারদিগকে এবং ঐ ব্যাপারে লিপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং কিম্বা মোখ্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিতে হুকুম করিবেন। এবং আবশ্যক সাক্ষির জোবানবন্দী লইলে এবং দলীলদস্তাবেজ বিবেচনা করিলে পর যদ্যপি তাহার ঐ দাওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বোধ করেন তবে তিনি এক রুবকারী লিখিয়া দাওয়াকারি ব্যক্তিকে বিরোধি বস্তুর পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে এবং উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের স্বত্বের বিষয়ের নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিতে হুকুম করিবেন।

Digitized by Google

কিন্তু যে ব্যক্তি বেদখল হওন বিষয়ের নালিশ করে সে যদি বেদখল হওনের পর এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া না করে তবে এমত হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

এবং যেহেতুক যে ব্যক্তি নালিশ করে সেই ব্যক্তি এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী হইলে তাহাকে বেদখল হওনের সময়অবধি এক মাসের অধিক কাল আপনার দাওয়া করিবার নিমিত্তে অনুমতি দেওয়া যথার্থ বোধ হয়

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের পুর্ব্বোক্ত ধারার যে ভাগে লেখে যে তাহার মধ্যে লিখিত প্রকারে বেদখলহওনের বিষয়ে যে ব্যক্তি নালিশকরে সেই ব্যক্তি বেদখলহওনের সময়অবধি এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া উপস্থিত না করিলে ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট সেইরূপ কোন হুকুম দেওয়া যাইবেক না সেই ভাগ এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহীরদের করা নালিশের বিষয়ে রদ হইল ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বেদখলহওনের বিষয়ে যে ব্যক্তি নালিশ করে সেই ব্যক্তি যদি এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী হয় তবে তাহার বাসস্থানের দূরত্ব এবং লিখনপঠনের দুষ্করতা বুঝিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে মিয়াদ ওয়াজিবী বোধ করেন্ সেই মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ ব্যক্তি আপনার দাওয়া উত্থাপিত না করে তবে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের পুর্ব্ব কথিত ধারায় যে প্রকার হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে এমত কোন হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে আপীল ডিসমিস হইলে পর তাহা পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিবার নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক আপীলের বিষয়ি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধি অত্যন্ত ক্লেশ-জনক ও কঠিন এবং তাহার কাঠিন্যের লাঘবকরা উপযুক্ত বোধ হইল।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা কি মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে এই আইন জারী হওনের পরে কোন আপীল ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে ডিসমিস হইলে ঐ আপীল সদর আদালতে ডিসমিস হইয়া থাকিলে ডিসমিস হওনের পর তিন মাসের মধ্যে এবং অন্য কোন আদালতে ডিসমিস হইয়া থাকিলে ডিসমিস হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি আপেলাণ্ট ঐ আপীল পুনরায় গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত মুৎফরক্কা দর-খাস্তের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া এই বিষয়ে আদালতের খাতিরজমা করায় যে ঐ আপীলী মোকদ্দমা উকীলের ত্রুটিপ্রযুক্ত কিম্বা অনিবার্য্য কোন ঘটনাপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছে তবে যে আদালত ঐ আপীলী মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছিলেন সেই আদালত তাহা পুনরায় গ্রাহ্য করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর তিন মাসের মধ্যে যদি আপেলাণ্ট আপন আপীল পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে মুৎফরক্কা দরখাস্তের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করে এবং ঐ মোকদ্দমা উকীলের ত্রুটিপ্রযুক্ত কি অনিবার্য্য কোন ঘটনাপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছিল এই বিষয়ে আদালতের খাতির-জমা করায় তবে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে যে কোন আপীল ডিসমিস হইয়াছিল তাহা উক্ত কোন আদালতে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হইতে পারে ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

পরন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন আপীল পুনরায় গ্রাহ্য হইয়াছে তাহা যদি পুনর্ব্বার ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে ডিসমিস হয় তবে তাহা আর গ্রাহ্য হইতে পারে না ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে মুনসেফেরদের আদালতে সাক্ষিরদিগকে পুর্ব্বাপেক্ষা উত্তমমতে হাজির করাওণের আইন।

১ ধারা

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৩১ ধারার ১ ও ২ প্রকরণ এবং ৩২ ধারার ১ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে যদি কোন মুনসেফ আপনার বিশেষ এলাকায় না থাকা ব্যক্তির সাক্ষ্য চাহেন এবং যদি সেই ব্যক্তি বাদিপ্রতিবাদির তলবকরাতে হাজির না হয় তবে ঐ ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্ত মুনসেফ যথোচিত পরওয়ানা দিবেন এবং যে মুনসেফের বিশেষ এলাকার মধ্যে সেই ব্যক্তি থাকে সেই মুনসেফের নিকটে তাহা পাঠাইবেন এবং ঐ মুনসেফ সেই পরওয়ানার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা রীতিমত জারী ও সম্পন্ন করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির উপর সাক্ষিস্বরূপ জিলার আদালতে হাজির হইতে সমন হইয়াছে এবং সেই ব্যক্তি ঐ আদালতে হাজির হইতে ক্রটি করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্ত জিলার জজ সাহেবের এক্ষণে যে সকল ক্ষমতা আছে এই আইন জারীহওনঅবধি এবং তাহার পর মুনসেফের আদালতে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে কোন ব্যক্তির উপর সমন জারী হইলে পর সেই ব্যক্তি হাজির হইতে ক্রটি করিলে সেই ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্তে মুনসেফেরদের সেই সকল ক্ষমতা থাকিবেক। কিন্তু এই

Digitized by Google

আইনানুসারে মুনসেফেরা যে সকল হুকুম করেন্ তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা যে অপরাধ করে তাহার দণ্ড করণের আইন।

যেহেতুক অন্যান্য ব্যক্তির অপরাধের যে দণ্ড নিরূপণ আছে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা সেইং অপরাধ করিলে তাহারদিগের তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডকরা উচিত বোধ হয়।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকা এবং মলাকার মোহনার বসতিসকল ছাড়া কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে কোন কয়েদীর যাবজ্জীবন কয়েদ হওনের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইয়াছে সেই ব্যক্তি অন্য লোককে খুন করিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন কর্ম্ম করে অথবা যাহাতে অন্য লোক খুন হইবার সম্ভাবনা আছে এমত কর্ম্ম যদি জানিয়াশুনিয়া করে তবে ঐ কয়েদীর সেই কর্ম্মের দ্বারা অন্য ব্যক্তির মৃত্যু হউক বা না হউক তাহার অপরাধ সেশন আদালতে সাব্যস্ত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের অথবা ৩৯ বেত্রাঘাতের অনধিক দণ্ড হইবেক কিন্তু এই দণ্ডের বিষয়ে সদর আদালতের মঞ্জুর করণের আবশ্যক থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ধারার লিখিত অপরাধভিন্ন যদি উক্ত প্রকার কোন কয়েদী অন্য কোন অপরাধ করে অথবা যে জেলখানাতে কয়েদ থাকে সেই জেলখানার অধ্যক্ষের হুকুমক্রমে শাস্তি পাইলে পর কোন অত্যাচার কি হঙ্গামা করে তবে সেশন আদালতে সেই অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

Digitized by Google

প্রেরণের দণ্ড হইবেক অথবা ৩৯ বেত্রাঘাতের অনধিক শাস্তি হইবেক যদি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম হয় তবে সেই দণ্ডের বিষয়ে সদর আদালতের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আসাম কোম্পানিকে চার্টর দেওনের আইন।

যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে আসাম দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে এবং ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্বের অন্যান্য ভাগে যাহাতে আসল চা উৎপন্ন হয় এমত অনেকং ও প্রশস্ত ভূমিখণ্ড আছে এবং ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে সেখানকার ভূমি এবং আবহাওয়া চার বৃক্ষের কৃষি বাহুল্যমতে করণের সর্ব্ব প্রকারে উপযুক্ত।

এবং যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে চার কৃষিকরা ও চা প্রস্তুত করাতে যেমন ইঙ্গলণ্ড দেশের উপকার ও লাভ তেমনি ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারে মহোপকার ও লাভ হইবেক্ এবং বিশেষং মহাজনেরদের সংস্থান ও উদ্যোগের দ্বারা যেপর্য্যন্ত তাহার কৃষি হইতে পারে তদপেক্ষা বাহুল্যমতে ঐ চার ব্যবসা করিলে উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে এবং যেহেতুক ঐ বৃক্ষের চাস ও তাহা প্রস্তুত করিবার এবং তাহা বাড়াইবার নিমিত্তে সম্প্রতি এক সোসৈটি অর্থাৎ কোম্পানি স্থাপন হইয়াছে এবং ঐ কোম্পানির মূল ধন ৫০,০০,০০০) লক্ষ টাকা এবং তাহা ৫০০) টাকা করিয়া ১০,০০০ স্যারেতে বিভক্ত হইয়াছে এবং ঐ কোম্পানিকে আসাম দেশে এবং ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্ব দিগে কএক খণ্ড ভূমি ইহার পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছিল এবং ঐ বৃক্ষের কৃষি করিবার ও তাহা প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে উক্ত কোম্পানি নানা কুঠী স্থাপন করিয়াছেন এবং ঐং কুঠীর কর্ম্ম এক্ষণে চলিতেছে।

এবং যেহেতুক ঐ সমুদয় ১০,০০০ স্যার সহী হইয়াছে ও বণ্টন হইয়াছে এবং তাহার অধিকারিরা ঐ কোম্পানির ৫০,০০,০০০) লক্ষ কোম্পানির টাকা মূল ধনের মধ্যে কোম্পানির ২০,০০,০০০) লক্ষ টাকা দাখিল করিয়াছেন এবং ঐ নানা স্বাক্ষরকারী আপনং খরচে উক্ত বৃক্ষের চাস ও তাহা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত আছেন এবং ঐ স্বাক্ষরকারীরা যদি পশ্চাৎ লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট মতে চার্টরপ্রাপ্ত হন্ তবে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারির এবং সর্ব্বসাধারণ লোকের অনেক সুগম ও উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

Digitized by Google

এবং যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে আসাম দেশে তদ্দেশজ অন্যান্য দ্রব্য আছে অথবা সেই দেশের ভূমি এবং আবহাওয়াপ্রযুক্ত উত্তমরূপে জন্মিতে পারে এবং সেই২ দ্রব্য ঐ কোম্পানির চার চাসের এবং কুঠীর সম্পর্কে অথবা সমভিব্যাহারে চাস ও প্রস্তুত করিলে উক্ত কোম্পানির বহু উপকার ও লাভ হইবেক এবং যেহেতুক সেই২ দ্রব্য উৎপন্ন করিতে ঐ কোম্পানি উপযুক্ত বোধ করিলে তাঁহারদিগকে সেই বিষয়ের ক্ষমতা দিবার এবং তাঁহারদের মূল ধন বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওনের নিয়মকরা বিহিত বোধ হয়।

এবং যেহেতুক যে২ ব্যক্তিরদের নাম পশ্চাৎ লেখা আছে তাঁহারদের মধ্যে কএক জন উক্ত কোম্পানি নিযুক্ত ও সংস্থাপন করিবার এবং তাহার ব্যবসা আরম্ভ করিবার নিমিত্তে ক্ষণেক কালের জন্যে কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সেইরূপে কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে ১৮৪০ সালের ৩১ জানুআরি তারিখের সম্বন্ধ-পত্রের নিয়মানুসারে উক্ত কোম্পানি স্থাপন হইয়াছিল এবং ঐ পত্রের (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের ব্যক্তিছাড়া) প্রথম ভাগে ঐ সম্বন্ধপত্রের নিম্নে যে ব্যক্তিরদের নাম ও মোহর আছে সেই নানা ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ঐ দ্বিতীয় ভাগে যাঁহারদের নাম লেখা আছে তাঁহারা এই২ সর উলিয়ম বেন্স বারনেট ও রিচার্ড টুআইনিং ও তামস উইডিং ও জান আলিষ্টন ও আনড্রু হেণ্ডর্সন ও ফ্রান্সিস ফক্স ও উলিয়ম ক্রেক্রপ্ট এবং তৃতীয় ভাগে যাঁহারদের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে তাঁহারা এই ২ সর জর্জ জেরার্ড ডি হস্পিএ লারপেণ্ট বারনেট ও জান স্মাল ও আলেকজাণ্ডর রজর্স ও ফষ্টর রেণাল্ডস ও জান টুবর্স ও উলিয়ম মানিং ও উলিয়ম আর রাবিন্সন এবং রস ডনেলি মাঙ্গল্স সাহেব। এবং ঐ সম্বন্ধপত্রের অনুসারে ঐ কোম্পানির কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে এবং চলিতেছে এবং যেহেতুক উক্ত পত্রে এইমত নিয়ম ছিল যে ঐ ক্ষণেক কালীন কমিটি সেই পদোপলক্ষে যে সকল কর্ম্ম ও কার্য্য ও বিষয় ও ব্যাপার করেন্ এবং সম্পন্ন করেন্ তাহা মঞ্জুর হইবেক।

এবং যেহেতুক উক্তপ্রকার নিয়ম এই চার্টরের মধ্যে করা উচিত বোধ হইয়াছে এবং উক্ত সোসৈটির অথবা কোম্পানির যে সকল সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত ও দায় আছে এবং এইরূপ চার্টর না পাইলে ঐ কোম্পানির থাকিত কিম্বা ঐ কোম্পানি দাওয়া করিতে পারিতেন অথবা ঐ কোম্পানির উপর দাওয়া হইতে পারিত সেই সকল সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত এবং দায় এই আইনের দ্বারা পশ্চাৎ সংস্থাপিত চার্টর-প্রাপ্ত সমাজে এবং তাঁহারদের পক্ষে ও তাঁহারদের বিরুদ্ধে অর্পণ করিবার ও বজায় রাখিবার এবং সংস্থাপন করিবার নিমিত্তে নিয়মকরা উচিত বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে জেম্স পাটল সাহেব ও চার্লস হে কেমরন

Digitized by Google

সাহেব ও বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও উলিয়ম প্রিন্‌সেপ সাহেব ও আলেকজাণ্ডর রজর্স সাহেব ও হেনরি বারক্লে হেণ্ডর্সন সাহেব ও জেম্‌স প্রিন্‌সেপ সাহেব ও এড্বার্ড হার্ডিং সাহেব ও জেম্‌স কোহ্‌ন সাহেব ও জেম্‌স চর্চ সাহেব ও হেনরি চাপমান সাহেব ও জান লৌইস সাহেব ও জান ফেরলি লীথ সাহেব ও তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও বাবু মতিলাল শীল ও উলিয়ম রিচার্ড ইয়ং সাহেব ও জেম্‌স ইয়ং সাহেব ও আর্চিবল্‌ড স্কন্স সাহেব ও রিচার্ড ওয়াকর সাহেব ও হেনরি মেরিডিথ পার্কর সাহেব ও এড্বার্ড কোবর্ণ রেবন্সা সাহেব ও চার্লস রেক্‌স সাহেব ও জান ষ্টর্ম্ম সাহেব ও জর্জ সেরউড সাহেব ও জেম্‌স চার্লস কোলব্রুক সথরলেণ্ড সাহেব ও শামুএল স্মিথ সাহেব ও জান ডিন্স কাম্‌বেল সাহেব ও জান কারিংটন পামর সাহেব ও উলিয়ম সলটান পিলান্স সাহেব ও বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বাবু রমানাথ ঠাকুর ও রথবর্ট বেন্সলি থর্ণহিল সাহেব ও তামস স্কট সাহেব ও তামস সিউএল সাহেব ও ফ্রান্সিস ডাণ্ডড সাহেব ও চার্লস ডণ্ডাস মিচেল সাহেব ও আলেক-জাণ্ডর গারক মাকেঞ্জি সাহেব ও হেনরি আগষ্টস উলষ্টন সাহেব ও ফ্রান্সিস পি মেন্দিস সাহেব ও উলিয়ম হেনরি জোন্স সাহেব ও পিটর ইনিস সাহেব ও রাবর্ট জান লাটি সাহেব ও জেনকিন্স লুএলিন সাহেব ও জান জেনকিন্স সাহেব ও আর্থর পিটার লাটি সাহেব ও আন্‌দ্রু হেণ্ডর্সন সাহেব ও জান গ্রাণ্ট সাহেব ও আলেক-জাণ্ডর গার্ডন সাহেব ও উলিয়ম কব হরি সাহেব ও হেনরি হলরয়ড সাহেব ও রাবর্ট বিচর সাহেব ও ডানিএল এলিয়ট সাহেব ও এড্বার্ড গার্ষ্টিন সাহেব ও জান বিচর সাহেব ও জেম্‌স কলেন সাহেব ও তামস হাইড গার্ডিনর সাহেব ও ডনাল্‌ড মাক্লৌড গর্ডন সাহেব ও উলিয়ম হেনরি হার্টন সাহেব ও তামস হেনরি হক্লি সাহেব ও জে এম হিল সাহেব ও তামস ব্রাকেন সাহেব ও জান কার সাহেব ও থিয়োডোর ডিকিন্স সাহেব ও চার্লস ডেবরিন সাহেব ও উলিয়ম প্রিঙ্গল ডৌনিং সাহেব ও জান কল্‌ডর সাহেব ও হেনরি বর্কিন্যং সাহেব ও চার্লস জান বর্কিন্যং সাহেব ও রডিক মাকেঞ্জি সাহেব ও জান উলিয়মসন মাক্লৌড সাহেব ও জান মলর সাহেব ও ই এলফিনিষ্টন সাহেব ও জে ডি মলিন্স সাহেব ও রিচার্ড বর্ড সাহেব ও আলফ্রেড পার্কর সাহেব ও সি জে পিটার সাহেব ও হেনরি পিডিংটন সাহেব ও জর্জ রজর্স সাহেব ও উলিয়ম রষ্টন সাহেব ও জেম্‌স সিডনি ষ্টপফোর্ড সাহেব ও রাবর্ট স্কট তামসন সাহেব ও সি এ বর্টানেস সাহেব ও উলিয়ম গ্রিনওএ সাহেব ও আর এস হস্কিন্স সাহেব ও ফ্রান্সিস আগষ্টিন সাহেব ও রিচার্ড জে চেম্বর্স সাহেব ও আগা মহম্মদ ইব্রাহিম ও বিশ্বনাথ মতিলাল ও ব্রজনাথ ধর ও দুর্গাচরণ ধর ও অদ্বৈতচাঁদ দত্ত ও গুরুপ্রসাদ বসু ও গৌরমোহন গোস্বামী ও হাজি মীরজা মেহদি ইস্পাহানি ও লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ও মেঘনারায়ণ রায় ও মদনমোহন চাটুয্যা ও নবকৃষ্ণ সিংহ ও নীলকমল ঘোষ ও প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও প্রাণকৃষ্ণ বাগচি ও রাজা রাধাকান্ত দেব ও রাধামাধব দত্ত ও রামচাঁদ ধর ও রাজচন্দ্র মুখুয্যা ও রাজবল্লভ শীল ও রাধাকান্ত মিত্র ও সেখ আলম উল্লা ও শ্রীকান্ত বাঁড়ুয্যা ও সীতানাথ বসু

Digitized by Google

ও উমাচরণ বসু এবং অন্য যে সকল ব্যক্তিরা এবং চার্টরযুক্ত সমাজ এই কর্ম্মের নিমিত্তে সহী করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে সহী করেন এবং তাঁহারদের নানা ও বিশেষং উত্তরাধিকারী ও টর্নি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এবং আসেন এই আইনের নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে এক কোম্পানিতে সংযুক্ত হইবেন এবং এই আইনের দ্বারা তাঁহারা সংযুক্ত হইলেন এবং "আসাম কোম্পানি" নামে বিখ্যাত চার্টরপ্রাপ্ত সমাজস্বরূপ সংস্থাপিত হইবেন এবং থাকিবেন এবং সেই নামেতে তাঁহারদের অনবরত পর্য্যায় থাকিবেক এবং তাঁহারদের এক সাধারণ মোহর থাকিবেক এবং সেই নামেতে তাঁহারা নালিশ করিবেন ও সেই নামেতে তাঁহারদের বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আসাম দেশে এবং পূর্ব্বোক্ত ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে ঐ কোম্পানিকে যে সকল ভূমি দেওয়া গিয়াছে সেইং ভূমিতে উক্ত কোম্পানি চার বৃক্ষের কৃষি করিতে এবং তাহা বাড়াইতে পারিবেন এবং তাহার উৎপন্ন চা প্রস্তুত করিতে ও বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং সামান্যতঃ চার বৃক্ষের কৃষিকরণের ব্যবসা চালাইতে পারিবেন এবং তাহা বিক্রয় করণের এবং বিদেশে প্রেরণের নিমিত্তে তাহা প্রস্তুত অথবা তৈয়ার করিতে পারিবেন এবং সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে মৌরুসীরূপে অথবা কতকং বৎসরের মিয়াদে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যাহাতে সম্মত হন্ সেইমতে ভূমি লইতে ও পাট্টাক্রমে ধার্য্য করিতে অথবা ক্রয় করিতে কি অন্য কোন প্রকারে হস্তগত করিতে পারেন্ এবং শ্রীযুতের ঐ সম্মতি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর মধ্যে কোন এক জন সেক্রেটারীর দস্তখৎক্রমে জ্ঞাত করা যাইবেক। এবং উক্ত কোম্পানি আবশ্যকমতে ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে ও দান করিতে এবং হস্তান্তর করিতে পারেন্ এবং ঐ কোম্পানি যেমত উচিত বোধ করেন্ সেইমত সিরিশ্তা নিযুক্ত করিতে ও এমারৎ ও কারখানা গাঁথিতে ও যে কোন বিষয় সুগম হয় তাহা করিতেও পারেন্ এবং সামান্যতঃ পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির বিবেচনায় অন্য যে কোন কর্ম্ম বা উপায় উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্। এবং আরো যদি ঐ কোম্পানির উচিত বোধ হয় তবে চা উৎপন্ন করিতে যাহা ঔপায়িক বা তদ্ঘটিত কি উপকারক বোধ হয় এইমত অন্যান্য বৃক্ষ বা দ্রব্যের কৃষি করিতে কিম্বা প্রস্তুত করিতে বা তৈয়ার করিতে পারেন্। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানি আফীন কি কাওয়া বা চিনির কৃষি করিতে বা তাহা প্রস্তুত করিতে কি তৈয়ার করিতে পারিবেন না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির মূল ধন কোং ৫০,০০,০০০/ লক্ষ

Digitized by Google

টাকা হইবেক এবং তাহা কোং ৫০০) টাকা করিয়া ১০,০০০) স্যারে বিভক্ত হইবেক এবং তাহা ঐ কোম্পানির আসল মূল ধন জ্ঞান হইবেক এবং পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে নূতন স্যার সৃষ্টিকরণ ও বিক্রয় করণেতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহাও ঐ কোম্পানির মূল ধনের মধ্যে গণ্য হইবেক। জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানি কোন সময়ে এবং সময়ক্রমে যেং নিয়ম তাঁহারদের উচিত বোধ হয় সেইং নিয়মক্রমে কোং ৫০০) টাকা করিয়া নূতন স্যার সৃষ্টি করিয়া আপনার মূল ধন সর্ব্বসুদ্ধ কোং এক কোটি টাকাপর্য্যন্ত বাড়াইতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির যে মূল ধন থাকে তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগের অধিক কর্জ করিতে পারিবেন না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সোসৈটি অথবা কোম্পানি আপনার অধ্যক্ষেরদের অথবা অধ্যক্ষের নামে অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে যে সকল ভূমি পাইয়াছেন অথবা হস্তগত করিয়াছেন অথবা যে ভূমির নিমিত্তে তাঁহারা বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা এবং তাহার উপর যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন এবং যে সকল কারখানা করিয়াছেন এবং তাহার উৎপন্ন দ্রব্য এবং সেই ভূমির উপর অথবা তৎসম্পর্কে কি তাহার সঙ্গে ব্যবহারকরা সকল দফ্তরখানা এবং গুদাম ও এমারৎ ও দ্রব্য এবং ঐ কোম্পানির অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও যে সকল জিনিস ও দ্রব্য ও সামগ্রী ক্রয় হইয়াছিল বা লওয়া গিয়াছিল কি খরীদ হইয়াছিল বা জন্মিয়াছিল কিম্বা সৃষ্টি হইয়াছিল কি প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এবং সেই সকল বিষয়ে আইনানুসারে ও একুটীপক্ষে উক্ত কোম্পানির যে ইষ্টেট ও হক ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা সর্ব্ব প্রকারে উক্ত আসাম কোম্পানি এবং তাঁহারদের সামাজিক উত্তরাধিকারিরদিগকে এই কালঅবধি অর্পণ হইবেক এবং তাঁহারদেরি থাকিবেক। এবং কোন বিশেষ স্বাক্ষরকারির অথবা অধিকারির তাহাতে কোন ইষ্টেট বা স্বামিত্ব কি সম্পত্তির অধিকার থাকিবেক না ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কোম্পানির কার্য্য ও কর্ত্তৃত্ব নির্ব্বাহের নিমিত্তে এবং ঐ কোম্পানির অধ্যক্ষের ও আমলারদের কার্য্য চালাইবার ও উপদেশের নিমিত্ত যে কোন বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়া সাধারণ আইনের অথবা এই আইনের বিরুদ্ধ না হয় তাহা স্থাপন করিতে এবং সময়ক্রমে তাহা রদ ও মতান্তর ও ফেরফার করিতে ঐ কোম্পানির সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক। এবং উক্ত সমাজের সম্বন্ধপত্রের

Digitized by Google

বিধান যাবৎ রীতিমতে মতান্তর অথবা রদ না হয় তাবৎ উক্ত কোম্পানির প্রথম বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়া হইবেক এবং যেপর্য্যন্ত ও যে২ বিষয়ে ঐ২ বিধান সাধারণ আইন অথবা এই আইনের বিরুদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত এবং সেই২ বিষয়ে তাহা বলবৎ থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির অথবা তাঁহারদের কর্ত্তৃত্বকারিরদের কোন সাধারণ কিম্বা অন্য বৈঠক অথবা সেই বৈঠকে ব্যক্তিকে মনোনীত করণ কার্য্য কিম্বা নির্দ্ধার্য্যহওয়া কোন কার্য্য কিম্বা অন্য কোন কর্ম্ম উক্ত সমাজের সম্বন্ধপত্রের লিখিত বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়ানুসারে হইয়াছে বলিয়া এই আইনের লিখিত কোন বিষয়প্রযুক্ত বেআইনী অথবা অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতায় উক্ত কোম্পানির প্রধান দফ্তরখানায় অথবা কর্ম্মস্থানে প্রতিবৎসরে অন্যূন দুইবার এবং আবশ্যক হইলে অধিকবার উক্ত কোম্পানির সাধারণ বৈঠক হইবেক এবং ঐ সাময়িক বৈঠকের সময় নিরূপণ এবং বিশেষ অথবা উপরি বৈঠক আহ্বান করণের নিয়ম এবং তাহার ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দেওনের প্রকার উক্ত কোম্পানির বিধান অথবা নিয়মের দ্বারা নিরূপণ এবং ধার্য্য হইবেক। এবং ঐ সকল সাধারণ বৈঠকে তাহা সাময়িক হউক বা বিশেষ হউক যে প্রত্যেক অধিকারির ৫ স্যার অবধি ২০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহার এক বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ২০ স্যারঅবধি ৫০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহারদের ২ বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ৫০ স্যারঅবধি ১০০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাঁহারদের ৩ বোট হইবেক এবং যাঁহারদের ১০০ অথবা তদপেক্ষা অধিক স্যার থাকে তাঁহার-দের ৪ বোট হইবেক কিন্তু যে অধিকারির ৫ স্যারের ন্যূন থাকে তাঁহার কোন বোট হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোম্পানির বর্ত্তমান অধিকারিরা এবং তাঁহারদের এক্ষণে যে স্যার আছে তাহা বর্জ্জিত হইয়া যে মিয়াদ উক্ত কোম্পানির বিধানে নিরূপণ আছে বা নিরূপণ হইবেক কেবল সেই মিয়াদ ব্যাপিয়া যে অধিকারী আপনস্যার রাখিয়া থাকেন্ তিনি কোন বোট দিতে পারিবেন। এবং আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির কোন বিধান বা দাঁড়া কি নিয়মানুসারে যে বোট কোন প্রতিনিধির দ্বারা দেওয়া যায় তাহা অধিকারী স্বয়ং দিলে যেরূপ বলবৎ ও সিদ্ধ হইত সেইরূপ বলবৎ হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত সাময়িক বৈঠকে উক্ত কোম্পানির বহী এবং হিসাব সাধারণ স্বাক্ষরকারি অথবা স্যারধারিরদের দেখন এবং বিবেচনা করণ

Digitized by Google

ও মঞ্জুর করণের নিমিত্তে দরপেশ হইবেক এবং দর্শান যাইবেক। এবং উক্ত প্রত্যেক সাময়িক বৈঠকে তৎকালীন উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষ অথবা অন্য আমলারা হিসাবের যথার্থ চুম্বক এবং জমাওআসীল বাকীর ফর্দ্দ উপস্থিত করিবেন এবং দরপেশ করিবেন এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের সাময়িক বৈঠকের তারিখঅবধি যে সাময়িক বৈঠকে ঐ হিসাব দাখিল হয় সেই বৈঠকের তারিখপর্য্যন্ত অথবা অক্লেশে তাহার যত নিকট হইতে পারে সেইপর্য্যন্তের উক্ত কোম্পানির সমুদয় জমা ও খরচ ও কার্য্যের বিবরণ ঐ জমাওআসীলবাকীর ফর্দ্দেতে লেখা থাকিবেক। এবং ঐ চুম্বক হিসাব এবং জমাওআসীল বাকীর ফর্দ্দ সেই বৈঠকে অথবা তাহার পর কোন বৈঠকে তজবীজ এবং মঞ্জুর অথবা স্বীকার হইলে তাহা অগৌণে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এবং কলিকাতার যে দুই সম্বাদপত্রের অধিক গ্রাহক আছে তাহাতে প্রকাশ হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির স্যারের নিমিত্তে যে টাকা ইহার পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে তাহা বলবৎ ও সিদ্ধ হইবেক এবং ইহার দ্বারা তাহা স্বীকার ও বহাল হইল ইতি।

১১ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির তিন জন অধ্যক্ষের সহীকরা এক সর্টিফিকট উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক অধিকারিকে অথবা স্যারধারিকে দেওয়া যাইবেক এবং সেই স্যার বা স্যারসকলের সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে ঐ সর্টিফিকটের মালিকের দস্তখতের দ্বারা উক্ত কোম্পানির কোন স্যার হস্তান্তর হইতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তিকে ঐ সর্টিফিকট হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেল তাঁহার নাম বিশেষরূপে পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক। কিন্তু উক্ত কোম্পানির কলিকাতার প্রধান দফ্তরখানায় স্যারের হস্তান্তর করিবার যে রেজিষ্টরী বহী রাখা যাইবেক যাবৎ সেই বহীতে ঐ হস্তান্তর করণ লেখা না যায় এবং যাবৎ ঐ কোম্পানির তৎকালীন সেক্রেটারী অথবা তন্নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির নিযুক্ত অন্য আমলা ঐ রেজিষ্টরী হওন এবং তাহার তারিখ ঐ পৃষ্ঠে দস্তখৎকরা সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে না লেখেন্ তাবৎ ঐ দস্তখতের দ্বারা কোন স্যার বা স্যারসকলের হস্তান্তর করা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির নানা অধিকারির এবং তাঁহারদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির টর্ষিরদের এবং অন্যান্য যে ব্যক্তি ঐ অধিকারির সম্বন্ধে দাওয়া রাখেন্ তাঁহারদের মধ্যে পরস্পর ঐ কোম্পানির স্যার সর্ব্বপ্রকারে এবং সকল কার্য্যের নিমিত্তে অস্থাবর ইষ্টেট অর্থাৎ সম্পত্তি জ্ঞান হইবেক এবং

Digitized by Google

তাহা হস্তান্তর হইবেক এবং হস্তান্তর হওনের যোগ্য হইবেক এবং তাহা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ক্রয়বিক্রয় হইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির উপর যে কোন দাওয়া ঘটে তাহা সংশোধনের নিমিত্তে অথবা পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সম্পন্ন করণার্থ অধিক যে মূল ধনের আবশ্যক হয় তাহা পাইবার নিমিত্তে নানা স্বাক্ষরকারি অথবা স্যারধারিরা কিস্তিবন্দী করিয়া আপনং স্যারের অবশিষ্ট টাকার সমুদয় অথবা কোন ভাগ দিবেন। এবং উক্ত কোম্পানির কোন বিধান অথবা নিয়মের দ্বারা যেরূপে নিরূপণ হয় সেইরূপে নিরূপিত ব্যক্তি ঐ কিস্তি তলব করিবেন এবং ঐ নিরূপিত প্রকারে ও নিরূপিত সময়ে ও নিরূপিত স্থানে ঐ কিস্তি দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানি এইমত কোন বিধান অথবা নিয়ম করিতে পারেন্ যে ঐ কিস্তি দেওনের নিমিত্তে যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে কি তাহার পূর্ব্বে যদি সেই কিস্তি না দেওয়া যায় তবে ঐ বিধান অথবা নিয়মে নিরূপণকরা আইনের হারানুসারে সুদ ঐ কিস্তির উপর তলবের দিবসঅবধি দাখিলের দিবসপর্য্যন্ত চলিবেক এবং যে টাকা এইরূপে সুদসমেত তলব হয় তাহা উক্ত কোম্পানির পাওনা টাকার ন্যায় গণ্য হইবেক। এবং উক্ত কোম্পানি ঐ প্রকার কোন কিস্তি এবং সুদ না দেওয়াপ্রযুক্ত কোন এক বা ততোধিক স্যার জব্দ করিতে পারেন্ অথবা সেই জব্দকরা স্যার বা স্যারসকল ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে নিয়ম করিতে পারেন্। কিন্তু অন্যূন তিন মাসপর্য্যন্ত যদি টাকা দেওনের ত্রুটি না হইয়া থাকে তবে ঐ স্যার জব্দ হইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ক্ষণেক কালের কমিটি অথবা যে অধিকারির সমাজ ১৮৪০ সালের ৩১ জানুআরি তারিখের উক্ত সম্বন্ধপত্রানুসারে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন এবং এইপর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানি স্থাপন ও নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আসাম কোম্পানি নামে বিখ্যাত আছেন সেই অধিকারির সমাজ যে সকল বন্দোবস্ত বা কর্ম্ম বা ক্রিয়া কি কার্য্য অথবা ব্যাপার এই আইন জারী না হওয়াপর্য্যন্ত করিয়াছিলেন অথবা সম্পন্ন করিয়াছিলেন কি শেষ করিয়াছিলেন অথবা উক্ত অধিকারির সমাজের হুকুম বা আজ্ঞা অথবা অনুমতির দ্বারা সেই বিষয়ে অথবা ঐ কোম্পানির কার্য্য বা টাকা অথবা সম্পত্তির বিষয়ে বা কোন প্রকারে তৎসম্পর্কে যে বন্দোবস্ত কর্ম্মপ্রভৃতি হইয়াছিল এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আসাম কোম্পানি সেই বন্দোবস্ত কর্ম্মপ্রভৃতির উপকার প্রাপ্ত হইবেন এবং তাহার দায়ী হইবেন। এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্ট

Digitized by Google

এবং তন্নিমিত্ত নিরূপিতমতে উক্ত কোম্পানি সেই বিষয়ে এবং তৎসম্পর্কে নালিশ করিতে পারেন্ এবং তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এবং অধিকারির সমাজের অথবা তাহার অন্তঃপাতির সেই বিষয়ে যেরূপ স্বত্ব ও দায় হইত আসাম কোম্পানির সেইরূপ স্বত্ব ও দায় হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির আসল সম্বন্ধপত্রের এক নকল এবং উক্ত কোম্পানির সকল বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম অথবা কার্য্যের বিবরণের নকল অথবা অন্য যে কোন দলীলদস্তাবেজের দ্বারা উক্ত কোম্পানির হুকুমে কোন কালে উক্ত বন্দোবস্তের আসল পত্রের নিয়মেতে কোন ফেরফার হয় এই সকল কলিকাতায় উক্ত কোম্পানির দফ্তরখানাতে রাখা যাইবেক এবং উক্ত দফ্তরখানার কার্য্যের নিয়মিত সময়ের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে তাহা খোলা থাকিবেক। এবং ঐ বন্দোবস্তের আসল পত্রের এক নকল এবং ঐরূপ প্রত্যেক বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম ও কার্য্যের বিবরণ অথবা দলীলদস্তাবেজের এক নকল এই আইন জারীহওনের পর অথবা বিধি বা হুকুম বা বিধান কি নিয়ম অথবা কার্য্যের বিবরণ কি দলীলদস্তাবেজ হওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র উক্ত কোম্পানির দ্বারা ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের প্রথনটেরী সাহেবের দফ্তরখানায় দাখিল হইবেক এবং সেইখানে নথীর শামিল করাযাইবেক এবং সেই দফ্তরের কার্য্যের নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক। এবং সেইরূপ নথীতে গাঁথাহওয়া কাগজপত্রের মোকাবিলাহওয়া নকলে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রথনটেরী সাহেবের দস্তখৎ ও সর্টিফিকট হইলে যে দেশের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আইন করিতে পারেন্ সেই সকল দেশ ব্যাপিয়া আদালতের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করণ সময়ে অথবা আদালতের বিচারের পূর্ব্বে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করণ সময়ে কোন আদালতে অথবা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অথবা অন্য কোন কর্ম্মকারকের সম্মুখে হওয়া কোন দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী নালিশ ও মোকদ্দমা ও কার্য্যে সেই নকল সেই বন্দোবস্তের পত্র এবং বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়মিত কার্য্যে বিবরণ ও দলীলদস্তাবেজ থাকনের উত্তম ও মাতবর প্রমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক অধ্যক্ষের নাম এবং উক্ত কোম্পানি আপনার প্রত্যেক কর্ম্মকারকের নাম ও তাঁহার উপযুক্ত পদের খ্যাতির নিদর্শন এবং যে কোন ব্যক্তি কিছু কালের নিমিত্ত ঐ কর্ম্মকারকের এওজে কর্ম্ম করেন্

Digitized by Google

তাঁহার নাম একটা বহীর মধ্যে লিখিবেন এবং ঐ বহী উক্ত কোম্পানির কলিকাতাস্থ প্রধান দফ্তরখানাতে থাকিবেক এবং ঐ দফ্তরখানার কার্য্যের নিরূপিত সময় ব্যাপিয়া তথায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে তাহা খোলা থাকিবেক। এবং এই আইন জারী হওনের পর ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কোম্পানি উক্ত ব্যক্তিরদের নাম ও পদের এক ফিরিস্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রথনটেরী সাহেবের দফ্তরখানাতে দাখিল করিবেন এবং উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষেরদের মধ্যে অথবা তাহার কোন কর্ম্মকারকের-দের মধ্যে যদি কোন ফেরফার হয় তবে সময়েং তাহার এক নূতন ফিরিস্তি ঐ দফ্তরখানায় দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্পানির মূল ধনের স্যারের অধ্যক্ষেরদের নাম ও বাসস্থান এবং তাঁহারদের কার্য্য ও ব্যবসা ও ব্যাপারের বিবরণ এবং প্রত্যেক অধিকারির যত স্যার আছে তাহা এক বহীর মধ্যে রেজিষ্টরী করিবেন এবং তাহা ১ নম্বরে আরম্ভ হইয়া একাদিক্রমে নম্বর বিলি হইবেক। এবং ঐ বহী উক্ত কোম্পানির কলিকাতার দফ্তরখানাতে রাখা যাইবেক এবং কর্ম্মের নিরূপিত ঘণ্টা ব্যাপিয়া সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক। এবং তৎপরে ঐ স্যার বা স্যারসকলের হস্তান্তর বা বদল হইলে তাহা পূর্ব্বোক্তমতে এবং পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সমেত উক্ত বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক। এবং ঐ স্যার বা স্যার সকল আদৌ যে স্থানে লেখা হইয়াছিল সেই স্থানের সম্মুখে তাহার স্বামিত্বের প্রত্যেক বদল ও হস্তান্তর করণের বিবরণ লেখা যাইবেক। এবং যে অধিকারী বা অধিকারিসকলকে পূর্ব্বোক্তমতে ঐ স্যার সময়ক্রমে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গিয়াছিল অথবা যাঁহার পক্ষে স্বামিত্ব বদল হইল তাঁহার নাম বা নামসকল এবং তাঁহার বাসস্থান বা স্থানসকল এবং তাঁহার বিবরণ কি বৃত্তান্ত বহীর যে স্থান বা স্থানসকলে লেখা থাকে সেই স্থান অনায়াসে পাওয়া যাইবার নিমিত্তে নিদর্শন লিখিতে হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেওয়ানী বা ফৌজদারী সকল ব্যাপারে তাহা কোন আদালতের কার্য্য হউক কি মোকদ্দমার পূর্ব্বের তহকীক বা আদালতের তজবীজ সম্পর্ক মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা অন্য কর্ম্মকারকের কার্য্য হউক সেই কার্য্য ঐ কোম্পানি আপন সামাজিক নামে নালিশ করিবেন এবং ঐ নামে তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক এবং ঐ নামে ঐ কোম্পানি বিখ্যাত হইবেন এবং আদালতের এলাকা সম্পর্কে যে সকল দেশে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে আইনকরণের ক্ষমতা রাখেন্ সেই সকল দেশের মধ্যে যে সকল বিষয় ও কার্য্যের উপর কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অথবা কর্ম্মকারকের এলাকা থাকে এবং তাঁহারদের এলাকার সীমাপর্য্যন্ত সেইং বিষয়ে ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অথবা

Digitized by Google

কর্ম্মকারকের সম্মুখে ঐ কোম্পানি আপনার সামাজিক নাম ও খ্যাতি ও ক্ষমতায় নালিশ করিতে পারেন্ ও কার্য্য করিতে পারেন্ ও সেই নামেতে তাঁহারদের বিরুদ্ধে নালিশ ও কার্য্য হইতে পারে অর্থাৎ উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন ব্রিটনীয় প্রজা বা প্রজাসকল যেরূপে নালিশ করিতে পারেন্ ও তাঁহারদের নামে যেরূপে নালিশ হইতে পারে সেইরূপে এই কোম্পানির বিষয়েও ধার্য্য হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন মোকদ্দমা অথবা কার্য্যের এত্তেলা দেওনের নিমিত্তে অথবা কোন মোকদ্দমা বা কার্য্যে হাজির করাওণের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির কোন দেনা আদায় করিবার নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা প্রাপণের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির নামে হওয়া কোন জরীমানা বা গুনাহগারী উসুল করিবার নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে হওয়া কোন নিষ্পত্তির বা ডিক্রীর কি ফয়সলার অথবা হুকুমের কি নির্দ্ধার্য্যের টাকা পাইবার নিমিত্তে বা উক্ত প্রকার কোন কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কোম্পানির বিশেষ অন্তঃপাতি বা স্যারধারি কি স্বাক্ষরকারির বিরুদ্ধে বা তাঁহারদের সম্পত্তির উপর মোকদ্দমার বিচারের পুর্ব্বে বা পরে কোন হুকুম বা কার্য্য জারী হইবেক না কিন্তু যে কোন প্রকার হউক ঐরূপ সকল হুকুম বা কার্য্য কেবল ঐ কোম্পানির সামাজিক সংস্থান ও বিষয় ও সম্পত্তির উপর জারী হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন আদালতে উক্ত কোম্পানি নালিশ করেন্ বা যে আদালতে তাঁহারদের নামে নালিশ হয় সেই আদালতের ব্যবহার কিম্বা সাধারণ আইনানুসারে কোন মোকদ্দমায় হাজির করাওণের নিমিত্তে অথবা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তির অনুপস্থানপ্রযুক্ত কিম্বা মোকদ্দমা বা কার্য্যের আরম্ভের পুর্ব্বে একতরফা কার্য্য করণের নিমিত্তে অথবা কোন মোকদ্দমা অনবরত চালাওন অথবা নির্ব্বাহ করণ বা পুনরুত্থাপন সম্পর্কীয় কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যে সকল এত্তেলা মোকদ্দমা আরম্ভের পুর্ব্বে দিতে হয় তাহা এবং সর্ব্বপ্রকার ইশ্‌তিহার অথবা আদালতে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে সকল এত্তেলা উক্ত কোম্পানিকে দিতে উক্ত আদালতের হুকুম হয় সেই এত্তেলা আইনমতে যে সকল প্রকারে ও উপায়েতে দেওয়া যাইতে পারে সেই প্রকারে ও সেই উপায়ে দেওয়া যাইবেক এবং তদতিরিক্ত তাহা কলিকাতানিবাসি উক্ত কোম্পানির সেক্রেটারী সাহেবকে অথবা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তৎসময়ে সেক্রেটারীর এওজে কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে অথবা উক্ত কোম্পানির কলিকাতার প্রধান কুঠীতে উক্ত সেক্রেটারী অথবা তাঁহার এওজে যিনি কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহার নামে ঐ এত্তেলায় শিরনামা দিয়া উক্ত কোম্পানির দফ্তরখানায় দিয়া আইলেই হইবেক ইতি।

Digitized by Google

২১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ১৮৫৪ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখপর্য্যন্ত চলন থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

উড়িষ্যার পর্ব্বতীয় দেশে মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট সাহেবেরদিগকে নিযুক্ত করণের এবং তাঁহারদের ক্ষমতা ধার্য্য করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ২ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন পেশকসী মহাল কটক দেশের পেশকসী মহালের কমিস্যনর ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বহইতে পৃথক্ করিয়া এমত কোন মহাল যে কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত সময়ে২ নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন্। ঐ কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বহইতে ঐ এজেণ্ট সাহেবের অধীন দেশের কোন ভাগ পৃথক্ করিয়া যে কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ দেশের ভাগ অর্পণ করিতে পারেন্ এবং ঐ কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে ১৮৩৯ সালের ২৪ আইনানুসারে মান্দ্রাজের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের এজেণ্টের উপলক্ষে গাঞ্জাম ও বিজয়গপটম জিলার কালেক্টর সাহেবের অধীন উক্ত আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট দেশের কোন ভাগে যে এলাকা ও কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা ছাড়া করিয়া দেশের সেই ভাগ যে কর্ম্মকারক ও তাঁহার

Digitized by Google

অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্নিমিত্তে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট সময়ক্রমে নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন্ এবং সেই কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে জিলা রাজমহেন্দ্রির কোন ভাগে সাধারণ আইন ও ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব নিবর্ত্ত করিতে পারেন্ এবং সেই ভাগ যে কর্ম্মকারক এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মকারকদিগকে তন্নিমিত্তে মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের এলাকা ও কর্ত্তৃত্বের অধীনে রাখিতে পারেন্ এবং সেই কর্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে সকল এজেণ্ট ও অধীন ব্যক্তি নিযুক্ত হন্ তাঁহারা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থানে আপনং গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে সকল হুকুম পান্ তদনুসারে আপনং এলাকার ও আপনারদের হাতে অর্পিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐং এজেণ্ট ও তাঁহারদের অধীন কর্ম্মকারিরদের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে যে সকল নিয়ম উচিত বোধ করেন্ তাহা পূর্ব্বোক্ত রাজধানীর বিশেষং গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় উক্ত এজেণ্টেরদের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক এবং যেং নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় উক্ত এজেণ্ট সাহেবেরদের যেং ক্ষমতা থাকিবেক এবং যেং মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে তাঁহারা সদর আদালতে অর্পণ করিবেন তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২০ সেপ্টম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব-সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন২ ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তরপশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহা-দুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপস্থিত না থাকন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে২ ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন্ কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নির্দ্ধারণক্রমে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন্ সেই ক্ষমতা এবং আইন করণের ক্ষমতা বর্জ্জিত থাকিল ইতি।

২ ধারা।

আরো হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পুর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতুর্ব্বিংশতিতম আইন।

কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সালের ২২ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এবং ঐ সম্মতিপত্র পাট হইয়া রোয়দাদের মধ্যে লেখা গিয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটির নালিশগ্রস্ত আড়কাটিরদের বিচারের নিমিত্তে আদালত সংস্থাপনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে কোম্পানি বাহাদুরের আড়কাটির সিরিশ্তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তির নামে যদি এমত অপবাদ হয় যে তিনি ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের সময়ে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটি করিয়াছেন এবং যদ্যপি জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বোধ করেন্ যে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটিপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তিকে আদালতে বিচারার্থ সোপর্দ্দকরা বিহিত তবে ঐ ব্যক্তির অপরাধের বিচার এক আদালতে হইবেক এবং এক জন সভাধ্যক্ষ এবং কলিকাতানিবাসি দুই জন মহাজন ও ব্রিটনীয় জাহাজের চারি জন অধ্যক্ষ এবং কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত দুই জন প্রথম শ্রেণীর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর আড়কাটি লইয়া ঐ আদালত সংস্থাপন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সময়েং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্ তিনি ঐ আদালতে সভাধ্যক্ষ হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যখন এমত বোধ হয় যে উক্ত আড়কাটির সিরিশ্তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই প্রকার আদালতে বিচারার্থ সোপর্দ্দকরা উচিত তখন ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ প্রকার এক আদালত সংস্থাপন করিবেন অর্থাৎ উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার নিমিত্তে যে স্থান ও সময় আদালতের কার্য্যের নির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত জজ আডবোকেট

Digitized by Google

সাহেব তৎপরে নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেই সময়ে ও সেই স্থানে হাজির হইতে উক্ত সভাধ্যক্ষকে এত্তেলা দিবেন এবং আপনার দস্তখৎকরা লিপির দ্বারা কলিকাতানিবাসি দুই জন মহাজন ও ব্রিটনীয় জাহাজের চারি জন অধ্যক্ষ এবং কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন দুই জন প্রথম শ্রেণীর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর আড়কাটিকে তলব করিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহাতে সভাধ্যক্ষ সাহেব এবং অন্যূন চারি জন অন্তঃপাতী থাকিবেন এবং তাঁহারদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারে ফয়সলা হইবেক এবং যদি দুই জন এক পক্ষে ও অন্য পক্ষে দুই জন হন্ তবে সভাধ্যক্ষ যে পক্ষে থাকেন্ সেই পক্ষের মত প্রবল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আদালত স্থাপন হইলে পর যদি সভাধ্যক্ষ সাহেব পীড়া বা কারণান্তরপ্রযুক্ত ঐ আদালতে উপস্থিত হইতে না পারেন্ তবে ঐ আদালতের অন্তঃপাতি অন্যূন পাঁচ জনের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনারদের মধ্যে এক জনকে মনোনীত করেন্ এবং তিনি মোকদ্দমার শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ আদালতের সভাধ্যক্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে তলবহওয়া কোন ব্যক্তি যদি মাতবর কারণ বিনা ঐ তলবঅনুসারে হাজির হইতে অথবা ঐ মোকদ্দমার শেষ পর্য্যন্ত হাজির থাকিতে ক্রটি বা অস্বীকার করে তবে ঐ জাহাজী ব্যাপারের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রত্যেক ক্রটির বিষয়ে ২০০৲ টাকার অনধিক যে জরীমানা তাঁহার উচিত বোধ হয় সেই ব্যক্তির সেই জরীমানা করিতে পারেন্। এবং কলিকাতা শহরের প্রত্যেক জুষ্টিস অফ দি পীসকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহীকরা লিপী পাইলে আপনি সেইরূপ জরীমানা হুকুম দিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে সেই জরীমানার টাকা উসুল করেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সময়েং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যে ব্যক্তিকে উক্ত আদালতে জজ আডবোকেটী কর্ম্মকরণার্থ নিযুক্ত করেন্ তিনি সরকারের তরফে ঐ আদালতে উপস্থিতহওয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জজ আডবোকেট সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে নালিশগ্রস্ত

Digitized by Google

ব্যক্তির অথবা যে ব্যক্তি নালিশ করে তাহার কিম্বা ঐ আদালতের দরখাস্তক্রমে কোন ব্যক্তিকে সমনে নির্দ্দিষ্ট স্থান ও সময়ে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে এবং উক্ত মতে স্থাপিত আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় জোবানবন্দী দিতে আপনার দস্তখৎকরা লিপির দ্বারা সমন করেন্। যদ্যপি সেই ব্যক্তি কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিতে এমত উদ্যত আছে যে তাহার ঐ মোকদ্দমায় হাজির হইলে অতি-ভারি ক্লেশ হইবেক তবে উক্ত আদালতের সভাধ্যক্ষ সাহেবের এবং অন্তঃপাতি কোন দুই জন সাহেবের সমক্ষে ঐ ব্যক্তির জোবানবন্দী লওয়া জাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইবেক সেই ব্যক্তিকে ঐ জোবানবন্দী লওনের সময় ও স্থানের উপযুক্ত সম্বাদ দিতে হইবেক এবং আরো জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সাক্ষী যদ্যপি বিচারের সময়ে উপস্থিত হইতে পারে তবে বিচারের সময়ে ও তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে এবং এমত হইলে তাহার প্রথম জোবান-বন্দী মোকদ্দমার সময়ে পাঠ করা যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রত্যেক সাক্ষী এই প্রকার কোন আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে হাজির হইতে রীতিমতে সমন পায় সেই ব্যক্তি ঐ আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে আবশ্যকমতে হাজির থাকন সময়ে এবং তথায় গমন করণ সময়ে এবং তথাহইতে প্রত্যাগমনের সময়ে গ্রেফ্তার হইতে পারিবেক না। এবং যদ্যপি এই হুকুমের উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সেই ব্যক্তি গ্রেফ্তার হয় তবে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত উক্ত আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী অথবা সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেব অথবা জুষ্টিস অফ দি পীসকে সরাসরীমতে সুকৃতিপত্রানুসারে যদি ইহা জ্ঞাত করা যায় যে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির নিকটে যাওন সময়ে অথবা তথাহইতে প্রত্যাগমন সময়ে অথবা তথায় হাজির থাকন সময়ে ঐ সাক্ষী গ্রেফ্তার হইয়াছিল তবে বিষয় বুঝিয়া ঐ আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী অথবা সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেব অথবা কলিকাতা শহরের কোন জুষ্টিস অফ দি পীস তাহাকে খালাস করিবেন। এবং উপরের উক্তমতে হাজির হইতে যে প্রত্যেক সাক্ষির তলব হয় সেই সাক্ষী যদি উক্ত আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া যদ্যপি শপথ কি সুকৃতি অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে অথবা উক্ত আদালত কি সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী আইনমতে যেং বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন্ তাহার উত্তর যদি না দেয় তবে ঐ সাক্ষী উক্ত সুপ্রিম কোর্টে কোন মোকদ্দমায় হাজির হইতে ত্রুটি করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে তথায় নালিশ হওনপূর্ব্বক সেই ব্যক্তি ঐ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা গ্রেফ্তার হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতের অন্তঃপাতি প্রত্যেক জন ঐ আদলতে উপস্থিতহওয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে বাইবল লইয়া পশ্চাৎ লিখিত শপথ করিবেন। এবং ঐ আদালতের সভাধ্যক্ষ তাঁহার অন্যান্য অন্তঃপাতিরদিগকে সেই শপথ করাইবেন এবং জজ আডবোকেট সাহেব সভাধ্যক্ষকে শপথ করাইবেন বিশেষতঃ

আমি অমুক শপথ করিতেছি যে এই বিষয়ে আমার সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদনুসারে আমি নিষ্পত্তি করিব এবং যথার্থ বিচার করিব এবং উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা ফয়সলা মঞ্জুর না হওয়াপর্য্যন্ত আমি ঐ ফয়সলা প্রকাশ করিব না এবং সভাধ্যক্ষ সাহেবের অথবা আমার নিজের কি ঐ আদালতের অন্য কোন অন্তঃপাতির যে বোট কিম্বা মত সেই মোকদ্দমায় ছিল তাহার বিষয়ে আইনের রীতির অনুসারে কোন আদালতে সাক্ষিস্বরূপ সাক্ষ্য দেওনের হুকুম হওন বিনা তাহা কোন সময়ে প্রকাশ করিব না। ইহাতে ঈশ্বর আমার সাহায্য করুন।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ আদালতের কার্য্য যে জজ আডবোকেট সাহেবের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবেক তিনি নীচের লিখিত শপথ করিবেন এবং ঐ শপথ সভাধ্যক্ষ ঐ আডবোকেট জেনরল সাহেবকে করাইবেন।

আমি অমুক শপথ করিতেছি যে এই আদালতের সভাধ্যক্ষ সাহেব অথবা বিশেষ অন্তঃপাতি সাহেবের বোট অথবা মতের বিষয়ে আইনের রীতিমতে কোন আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ সাক্ষ্য দিতে হুকুম পাওন বিনা আমি ঐ প্রকার কোন বোট বা মত কোন প্রকারে প্রকাশ করিব না অথবা জানাইব না। ইহাতে ঈশ্বর আমার সাহায্য করুন ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে উপস্থিতহওয়া প্রত্যেক সাক্ষী শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবেক এবং উক্ত আদালত এবং সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতিকে সেইরূপ শপথ করাইতে ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গেল। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল গতিকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি দিবার অনুমতি হইত সেই সকল গতিকে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এবং দুই জন অন্তঃপাতী শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি করাইবেন ইতি।

Digitized by Google

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যেং বিষয়ে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতি করিবার হুকুম আছে সেইং বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি খামখা এবং জানিয়াশুনিয়া শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতিক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সেই ব্যক্তি খামখা এবং দূষণীয় মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক এবং তাহার দোষ রীতিমত সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথকরণের দণ্ড ও শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির নামে নালিশ হয় সেই ব্যক্তি যদি হাজির হয় অথবা যদি আদালতের এমত হৃদ্বোধ না করে যে তাহার হাজির না হওনের উপযুক্ত কারণ ছিল তবে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পূর্ব্বোক্তমতে আড়কাটির সিরিশ্তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে যেং নালিশ করেন্ সেইং নালিশ উক্ত আদালতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের নামে কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে ক্রটির নালিশ হয় সেই ক্রটির বিষয়ে যদি সেই ব্যক্তি ঐ আদালতে দোষী জ্ঞান হয় তবে ঐ আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে হুকুম করা গেল যে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে আড়কাটির সিরিশ্তাহইতে তগীর করেন্ অথবা পদ কি মাহিয়ানার কমকরণের দ্বারা অন্য যে কোন দণ্ড ঐ আদালতের উচিত বোধ হয় সেই দণ্ডের হুকুম করেন্। আড়কাটির সিরিশ্তায় নিযুক্ত ব্যক্তিরদের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমমতে নিয়ম ও শাসন করিবার নিমিত্ত "দণ্ডকারি আইন" নামে বিখ্যাত যে আইন ১৮২৬ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুত রাইট অনরবিল বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন সেই আইনে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটি দণ্ডনীয় হইলে বা না হইলে এই আইনের দ্বারা তাহার দণ্ড হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল গতিকে উক্ত "দণ্ড-কারি আইনে" লিখিত দণ্ডনীয় ক্রটির নালিশ উক্ত আদালতে হয় সেই সকল গতিকে উক্ত আদালত কর্ত্তব্য কর্ম্মের সেই ক্রটির বিষয়ে উক্ত "দণ্ডকারি আইনে" যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের হুকুম করিবেন এবং অন্য কোন দণ্ডের হুকুম করিবেন না ইতি।

১৫ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত আইনে যে নানা কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটির দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তদ্বিষয়ে উক্ত আইন সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক কিন্তু জাহাজী ব্যাপারের উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এই ক্ষমতা হইবেক

Digitized by Google

এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে ত্রুটি উক্ত আইনে নির্দ্দিষ্ট নাই সেই প্রকার ত্রুটি হইলে সেই অপরাধের বৃত্তান্তদৃষ্টে যে প্রকার নালিশ সম্ভব হয় সেই প্রকার নালিশপত্র লিখিয়া উক্ত আদালতে দরপেশ করিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

কিন্তু নিয়ত জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যেং বিষয় উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল সেইং বিষয়ে সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা নিষেধ হইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদ্দমা সমাপ্ত হইলে পর ঐ আদালতের রুবকারী জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং উক্ত জাহাজী ব্যাপারের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ফয়সলা অথবা দণ্ডজ্ঞা সংশোধনের নিমিত্তে ঐ রুবকারী আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে উক্ত আদালতের করা প্রত্যেক ফয়সলা ও দণ্ডাজ্ঞাতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের মঞ্জুরের অপেক্ষা থাকিবেক। এবং ঐ ফয়সলা অথবা দণ্ডাজ্ঞা যাবৎ বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে দরপেশ না হয় এবং যাবৎ তাঁহার দ্বারা মঞ্জুর না হয় তাবৎ তাহা চূড়ান্ত অথবা সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না। এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের বিবেচনায় যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে ঐ দণ্ডাজ্ঞার কতক অংশ অথবা সমুদয় রহিত করিতে পারেন্। এবং কর্ম্মহইতে তগীর হওনের অথবা পদ কি বেতন কমাওনের এইরূপ প্রত্যেক দণ্ড উক্ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর হইলে কি কমান গেলে তাহা ঐরূপ মঞ্জুর অথবা কমহওনের তারিখঅবধি সিদ্ধ ও বলবৎ জ্ঞান হইবেক এবং তাহা তৎক্ষণাৎ জারী হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে এবং তাহার রীতির নিয়ম করিবার নিমিত্তে এবং এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যেং বিধান উক্ত জাহাজী ব্যাপেরের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উচিত বোধ করেন্ সেই সকল বিধান ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব করিতে পারেন্ এবং ঐ সকল

Digitized by Google

বিধান বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে দরপেশ হইবেক এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের মঞ্জুর হওনের পর তাহা সম্পূর্ণরূপে বলবৎ হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৬ ষড়্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতা শহরের মধ্যে শরাব বিক্রয় করণার্থ পাট্টা দেওন এবং না দেওনের নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে আরাক অথবা অন্য কোন মদিরা কিম্বা গাঁজাধরা শরাব বিক্রয় করণার্থ পাট্টা দেওন এবং না দেওনের বিষয়ে যে সকল ক্ষমতা ও কর্ম্ম এক্ষণে আইনক্রমে জুষ্টিস অফ দি পীসের প্রতি অর্পিত আছে এই আইন জারী হওনঅবধি ও তাহার পর বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব সেই কর্ম্মের নিমিত্তে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্ তাঁহার প্রতি সেই সকল ক্ষমতা ও কর্ম্ম অর্পণ হইবেক এবং তিনি সেই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কলিকাতা শহরে আরাক অথবা অন্য শরাব বিক্রয় করণার্থ যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং তাহার নিয়ম ও করার মতান্তর করণের এবং নূতন নিয়ম ও করার করিবার ক্ষমতা নিয়ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যখন পূর্ব্বোক্তমতে আরাক কি অন্য শরাব বিক্রয় করণের পাট্টা দেওয়া যায় তখন শরাব বিক্রয় করণের অনুমতির বাবতে যে রসুম অথবা টাক্স কি মাসুল সময়ক্রমে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা ঐ পাট্টাদেওনিয়া কর্ম্মকারক দাওয়া করিতে পারিবেন। এবং ঐ রসুম অথবা টাক্স কি মাসুল আগাম দেওনের হুকুম হইতে পারে অথবা পাট্টাদেওনিয়া কর্ম্মকারক যে সময় নিরূপণ করেন্ সেই সময়ে দেওয়া যাইবার হুকুম হইতে পারে ইতি।

Digitized by Google

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পাট্টা যেং নিয়মক্রমে দেওয়া যায় যদি রীতি-মত সেইং নিয়মানুসারে পূর্ব্বোক্ত রসুম অথবা টাক্স কি মাসুল না দেওয়া যায় তবে পাট্টাদেওনিয়া কর্ম্মকারক ঐ পাট্টা দিতে অস্বীকার করিতে অথবা তাহা ফিরিয়া লইতে পারেন্। এবং যে কোন ব্যক্তিকে পাট্টা না দেওয়া গিয়াছে অথবা যাহার স্থানে পূর্ব্বোক্তমতে ফিরিয়া লওয়া গিয়া থাকে সেই ব্যক্তি যদি পূর্ব্বোক্ত আরাক অথবা অন্য শরাব কলিকাতা শহরের মধ্যে বিক্রয় করে তবে পাট্টা বিনা আরাক অথবা অন্য শরাব বিক্রয় করণের দণ্ডসকলের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধির অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা দেওনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে থাকেন্ সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮৪০ সালের ৪ আইনসম্পর্কীয় মোকদ্দমা তাঁহারদের প্রতি অর্পণ করিলে তাঁহারা সেই আইনের বিধির অনুসারে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। এবং উক্ত আইনক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যেরূপে সেই মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতা আছে সেইরূপে ঐ আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাহা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং এই আইনানুসারে যে২ মোকদ্দমা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটেরদের প্রতি অর্পণ হইয়া মুলতবী থাকে এমত মোকদ্দমা অধিক শীঘ্র নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে অথবা কারণান্তরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রথমতঃ স্বয়ং ফয়সলা করিতে উচিত বোধ করিলে সেই২ মোকদ্দমা নিয়ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানহইতে ফিরিয়া লইতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1846:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৮ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৭ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উকীলদিগকে নিযুক্তকরণ ও মেহনতানা দেওনের বিষয়ি আইন শুধরিবার আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণ এবং ৩ ধারার ১১ প্রকরণ এবং ৮ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণ ও ৭ ধারা ও ১৫ ধারার ১ প্রকরণ ও ২৩। ২৪। ২৮। ২৯। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫ ধারা এবং ৩৯ ধারার ১ প্রকরণ এবং ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮২৬ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৩০ ধারা ও ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারা এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১১ ধারা এবং ১৮৩৩ সালের ১২ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ১৩ আইন রদ হয় ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৬ আইনের ১৪ ধারার ২ এবং ৩ প্রকরণ এবং ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ৭ ধারা এবং ১৫ ধারার ১ প্রকরণ ও ২৩। ২৪। ২৮। ২৯। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫ ধারা এবং ১৮১৬ সালের ১৫ আইনের ৪ ধারার ৭ প্রকরণ এবং ৫ ধারার ১১ প্রকরণ এবং ৮ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ১৮২৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৭ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৮ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮৩২ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা রদ হইল ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ২ আইনের ৪৭ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ৪৮ ধারার ২ প্রকরণ এবং ৫৫ ধারা এবং ১৮২৭ সালের ২৯ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের যে নিয়মানুসারে উকীলেরদের ইমতিহান লওন এবং জিলার আদালতে তাঁহারদিগকে সওয়াল জওয়াবকরণের যোগ্যতার সর্টিফিকট দিবার ক্ষমতা দক্ষিণ দেশের ও খান দেশের জিলার জজ সাহেবদিগকে দেওয়াগিয়াছে তাহা রদ হয় ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উকীলের পদ সর্ব্বদেশীয় এবং সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিরদের প্রতি মুক্ত হয়। কিন্তু সদর আদালতের নির্দ্দিষ্টমতে যে ব্যক্তি এরূপে সর্টিফিকট না পাইয়া থাকেন্ যে তিনি সদাচারি ব্যক্তি এবং ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে রীতিমতে যোগ্য আছেন্ এমত কোন ব্যক্তি ঐ২ আদালতে ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। এই বিধির বিপরীত কোন আইন থাকিলেও তাহাতে কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের কোন কৌন্সেলী সাহেব কৌন্সেলী হওনের উপলক্ষে কোম্পানি বাহাদুরের কোন সদর আদালতে সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবেন। কিন্তু যে ভাষাতে আদালতে কোন বিষয়ের দরপেশ করিতে হয় তদ্বিষয়ে অথবা বিষয়ান্তরে উকীলের সম্পর্কে উক্ত সদর আদালতে যে সকল বিধি চলন আছে সেই২ বিধি ঐ কৌন্সেলী সাহেবেরদের প্রতি খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২৫ ধারা এবং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ২৫ ধারা এবং বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ২ আইনের ৫২ ধারা এই আইনের ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় বর্জ্জিয়া আর চলন হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতে যে২ ব্যক্তিরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলেরদিগকে আপন২ মোকদ্দমার ভারার্পণ করেন্ তাঁহারা উকীলেরদের ওকালতী কর্ম্মের মেহনতানার বিষয়ি টাকার বন্দোবস্ত আপোসে করিতে পারেন্ এবং ঐ টাকার বন্দোবস্ত ওকালৎনামাতে বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইবেক না।

Digitized by Google

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে প্রথমত উপস্থিত বা আপীল হওয়া জাবেতামত কোন মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইলে যখন এক জনের বিপক্ষে অন্য জনের পক্ষে মোকদ্দমার খরচা দিতে হুকুম হয় তখন উকীলেরদের রসুমের বাবৎ টাকা এই আইনের ৬ ধারার লিখিত আইনের ধারার নিয়মানুসারে হিসাব করা যাইবেক। এবং অন্য প্রকার মোকদ্দমায় যখন খরচা দিতে হুকুম হয় তখন জাবেতামত যে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি হয় সেই মোকদ্দমার রসুমের চারি অংশের এক অংশের অধিক হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উকীলেরদের মেহনতানার বিষয়ে মওক্কেলের সঙ্গে উকীলের কোন আপোসী বন্দোবস্তের বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২০ ধারার এবং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার যে ভাগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীরলেরদের মত দেওনের বিষয়ে রসুমের হার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা রদ হইল এবং যাঁহারা এ প্রকার মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলের স্থানে লন্ তাঁহারদের ঐ মতের নিমিত্তে যে মেহনতানা দিতে হইবেক তাহার বন্দোবস্ত তাঁহারা আপনারা আপসে করিতে পারিবেন ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনেরদের আদালতে যখন উকীল জরীমানার যোগ্য কোন কর্ম্ম করেন তখন সেই প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন তাঁহার জরীমানা করিতে পারেন্। কিন্তু এই প্রকার জরীমানার হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের আদালতের উকীলের বিষয়ে যে বিধি খাটে তাহা যেপর্য্যন্ত মুনসেফের আদালতের উকীলের বিষয়ে খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত উত্তর কালে খাটিবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মুনসেফের আদালতের কোন উকীল যখন এমত

Digitized by Google

আচরণ করেন্ যে সেইরূপ আচরণ জিলা কি শহরের জজ সাহেবের আদালতে হইলে সেই উকীল জরীমানার যোগ্য হইতেন তখন ঐ মুনসেফ সেই জরীমানার হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু সেই জরীমানার হুকুমসকলের উপর আপীল জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৪।৫।৭।১২ আইনের বিধির অনুক্রমে যে উকীলেরা গ্রাম্য মুনসেফের আদালতে অথবা গ্রামের বা প্রদেশের পঞ্চাইতের নিকটে অথবা জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে নিযুক্ত হন্ সেই উকীলেরদের বিষয়ে এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৭ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে ডিক্রী জারী করণার্থ ভূমি নীলামের বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ এবং ১১ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের ৩৭ এবং ৩৮ ধারা ও ১৮০৫ সালের ৯ আইনের ২৭ এবং ২৮ ধারার যেং ভাগে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীকরণার্থ নীলামহওয়া ভূমির সরকারী জমা বিলি করণের বিষয় লেখে তাহা এবং ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ২০ আইন এবং ১৭৯৬ সালের ১২ আইন এবং ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ১৫ অবধি ২৬ ধারাপর্য্যন্ত (ঐ দুই ধারা সমেত) এবং ঐ আইনের ২৭ এবং ২৮ ধারার যে ভাগে ডিক্রী জারীর বিষয় লেখে তাহা এবং ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ২ এবং ৩ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল আইন অথবা আইনের ভাগ উপরের উক্ত রদহওয়া কোন আইন বা আইনের ভাগের দ্বারা বিস্তারিত হইল তাহাও রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশছাড়া বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী অথবা ঐং আদালতের অন্য হুকুম জারী করণার্থ ভূমি বা ভূমিসম্বন্ধীয় কোন লাভ ক্রোক এবং

Digitized by Google

বিক্রয় করিতে হইলে তাহা ঐ২ আদালতের দ্বারা অথবা ঐ২ আদালতের হুকুমক্রমে করা যাইবেক। এবং যে প্রকার স্থাবরসম্পত্তি দেওয়ানী আদালত ডিক্রী জারী করণার্থ এক্ষণে রেবিনিউর কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত না করিয়া আপনারাই বিক্রয় করিতে পারেন্ সেই২ স্থাবরসম্পত্তির ক্রোক ও নীলামের বিষয়ি চলিত বিধি-সকল এই আইনের হুকুমানুসারে করা ক্রোক ও নীলামের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং উক্ত বিধানসকলের অতিরিক্ত ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ-ছাড়া ঐ২ দেশের মধ্যে যখন কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীদার ঐ ডিক্রী জারী করণার্থ কোন খেরাজী মহাল অথবা ঐ মহালের কোন অংশ নীলাম করিতে ঐ আদালতে দরখাস্ত করে তখন ঐ ডিক্রীদার দরখাস্ত করণের সময়ে কালেক্টর সাহেবের কাছারীর রেজিষ্টরের দস্তখৎকরা এক চুম্বক দাখিল করিবেক ও তাহাতে ঐ মহালের জমা বিশেষরূপে লেখা থাকিবেক এবং ঐ চুম্বক নীলামের ইশ্‌তিহারের মধ্যে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং উক্ত বিধিসকলের অতিরিক্ত ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশছাড়া উক্ত দেশের মধ্যে এমত কোন নীলামে যে ব্যক্তি সম্পত্তি খরীদ করে তাহার প্রতি হুকুম হইবেক যে সেই ব্যক্তি আপনার ডাকের টাকার শতকরা ১৫৲ টাকার হিসাবে নগদ অথবা বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট কি পোষ্ট বিল কিম্বা রীতিমত দস্তখৎহওয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ তৎক্ষণাৎ দাখিল করে। এবং সেইরূপে বায়নার টাকা দাখিল না করিলে সেই ভূমি বা তৎসম্পর্কীয় লাভ তৎক্ষণাৎ নীলামে খরাগিয়া পুনরায় বিক্রয় হইবেক। এবং যদি খরীদার বায়নার টাকা আমানৎ করণের পর নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে খরীদের টাকা দিতে ত্রুটি অথবা অস্বীকার করে তবে সেই বায়নার টাকা জব্দ হইবেক এবং খরীদের টাকায় যাহা করা যায় তাহা ঐ বায়নার টাকা লইয়া করা যাইবেক এবং সেই ভূমি অথবা তৎসম্পর্কীয় লাভ কিম্বা অবশিষ্ট দেনা পরিশোধ করণার্থ সেই ভূমির যে অংশ আবশ্যক বোধ হয় তাহা পুনরায় নীলামে ধরা যাইবেক কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রীতিমতে পুনর্ব্বার এত্তেলা দিতে হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী অথবা অন্য কোন হুকুম জারী করণার্থ ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভ ক্রোক এবং বিক্রয় করিতে হইলে ঐ২ আদালতের আজ্ঞানুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা অথবা তাঁহার হুকুমক্রমে

Digitized by Google

তাঁহার অধীন কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা তাহা নীলাম হইবেক কেবল যে ভূমি দেওয়ানী আদালত এক্ষণে আইনানুসারে আপনারা ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারেন্ তাহা বর্জ্জিত থাকিল ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে ঐ প্রকার ভূমি বিক্রয় করণের আজ্ঞাপত্রের মধ্যে মোকদ্দমার নম্বর এবং যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী হইল তাহার নাম এবং যে টাকা উসুল করিতে হইবেক তাহার সংখ্যা এবং উভয় বিবাদির নাম বিশেষ করিয়া লেখা থাকিবেক এবং যাহারদের ভূমি বা ভূমিসম্বন্ধীয় লাভ বিক্রয় করিতে কল্প আছে তাহারা যদি একে২ দায়ী থাকে তবে প্রত্যেকের নাম এবং প্রত্যেক জন যত টাকার নিমিত্তে দায়ী তাহার সংখ্যা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং ডিক্রী জারীর দরখাস্তকারি ব্যক্তি প্রত্যেক জনের যে ভূমি বা ভূমিসম্বন্ধীয় লাভ থাকনের বিষয় তফসীলের মধ্যে লেখে সেই ভূমি বা ভূমিসম্বন্ধীয় লাভ আজ্ঞাপত্রে লিখিতে হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে ভূমি বা ভূমিসম্বন্ধীয় লাভ বিক্রয় করিতে কল্প হইলে নীলাম করণের নিরূপিত দিবসের অন্যূন ত্রিশ দিন পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব তাহার এক ইশ্‌তিহার দেশের চলিত ভাষায় প্রকাশ করিবেন অর্থাৎ নীলামের দিবস এবং যে দিবসে ইশ্‌তিহার জারী হয় তাহাছাড়া ত্রিশ দিন। এবং যে ব্যক্তির ভূমি অথবা যে ব্যক্তির কতক ভূমির স্বত্ব ও লাভ বিক্রয় করিতে হইবেক তাহার নাম এবং যে জমীদারী লইয়া ঐ ভূমিসম্বন্ধি হয় অথবা যে জমীদারীর মধ্যে ঐ ভূমিসম্বন্ধি থাকে তাহার জমা এবং যে ভূমি বিক্রয় হইবেক তাহার বৃত্তান্ত এবং নীলামের সময় ও স্থান এবং যে টাকা উসুল করণার্থ নীলাম করণের হুকুম হইয়াছে তাহার সংখ্যা ঐ ইশ্‌তিহারের মধ্যে লিখিতে হইবেক। এবং যে গ্রাম বা নগরের মধ্যে উক্ত ভূমি থাকে অথবা উক্ত ভূমির সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে সেইগ্রাম অথবা নগরে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এবং তৎস্থানীয় মুনসেফেরদের কাছারীতে এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবের কাছারীতে এবং যে আদালতহইতে নীলামের আজ্ঞা হয় সেই আদালতের কাছারীতে লটকান যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ অথবা আদালতের অন্য হুকুমক্রমে ভূমি অথবা ভূমিসম্বন্ধীয় কোন লাভের নীলাম হইলে এই আইনের ৫ ধারার বিধান খাটিবেক ইতি।

Digitized by Google

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে আদালতের ডিক্রী অথবা আদালতের অন্য কোন হুকুম জারী করণার্থ ভূমি অথবা ভূমির কোন লাভ নীলাম হইলে তাহা খোশখরীদের মত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে অথবা ঐ আদালতের অন্য হুকুমক্রমে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়করণার্থ যেং বিধি উভয় সদর দেওয়ানী আদালতের উচিত বোধ হয় এবং এই আইনের লিখিত কোন কথার বিরুদ্ধ না হয় এমত বিধি ঐ সদর আদালত সময়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্। এবং ঐং বিধি ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি হইলে পর যাবৎ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতিক্রমে উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অন্যথা না হয় অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে অন্যথা না হয় তাবৎ এই আইনের অন্তর্গত হইলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ প্রবল হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালত আপনার করা ডিক্রী বা অন্য হুকুম জারী করণার্থ যেং ভূমি বা ভূমির লাভ নীলাম করণের বিষয়ে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন সেই দরখাস্তের বিষয়ে এই আইন জারী না হইলে যেরূপ কর্ম্ম হইত সেইরূপ কর্ম্ম হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন বিধি শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে অথবা কলিকাতার কোর্ট রিক্বেষ্টের অর্থাৎ ছোট আদালতের অথবা মলাকার মোহনাতে বসতির কোন আদালতের হুকুমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1846:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ভট্টি প্রদেশনামে বিখ্যাত দেশের রাজশাসনের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক হিসার জিলার সীমাঅবধি ঘানা অর্থাৎ শতদ্রু নদপর্য্যন্ত ভট্টিনামে প্রসিদ্ধ অতিবিস্তারিত অথচ অল্প প্রজাবিশিষ্ট প্রদেশ দিল্লীর এলাকাভুক্ত থাকাতে অনেক ক্লেশ জন্মিয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৭ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৫ আইনের বিধি উক্ত ভট্টি প্রদেশে আর চলন হইবেক না। ঐ ভট্টি প্রদেশের মধ্যে এই২ পরগনা আছে।

দরবা
শেরসা
রাণিয়া
গুদা
মলৌট
উঅট্টু

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে এজেণ্টকে নিযুক্ত করেন্ সেই এজেণ্টের প্রতি উক্ত প্রদেশের মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কর্ম্ম এবং পোলীসের তত্ত্বাবধারণ এবং সর্ব্বপ্রকার রাজস্বের তহসীলদারী ও কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম অর্পণ হইবেক এবং যে২ আসিষ্টাণ্টকে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহা-

Digitized by Google

দুর হজুর কৌন্সেলে নিযুক্ত করেন্ তাঁহারদের সহকারিতাতে সেইং কার্য্য ঐ এজেণ্ট সাহেব নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত এজেণ্ট সাহেবের এবং তাঁহার হুকুমের ও কর্ত্তৃত্বের অধীন কার্য্যকারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে সমস্ত আদালত ও রাজস্ব কার্য্যের বিষয়ে যেং নিয়ম উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ করেন্ সেইং নিয়ম ঐ শ্রীযুত নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্ট সাহেবের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক এবং যেং মোকদ্দমার উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারিবেক তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্ট সাহেবের যেপর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকিবেক তাহা এবং যেং মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্তে তথায় অর্পণ করিতে হইবেক তাহা উক্ত শ্রীযুত নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং বিধান উত্তরকালে নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেইং বিধানানুসারে যখন উক্ত এজেণ্ট সাহেবের অর্পণকরা কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে পঁহুছে তখন ঐ আদালতের সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন অথবা উত্তম বিবেচনার পর অন্য যে হুকুম আবশ্যক ও বিহিত বোধ হয় এবং শ্রীযুতের নিয়মিত বিধানের সঙ্গে ঐক্য হয় সেই হুকুম দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে নির্দ্দিষ্টহওয়া বিধানানুসারে এজেণ্ট সাহেবের ডিক্রীর উপর কোন আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিলে ঐ আদালতের সাহেবেরদের যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমতে এবং নির্দ্দিষ্ট বিধানানুসারে তাঁহারা সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের খোরাকী আমানৎ করণের বিষয়ি আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণ মতান্তর হইয়া বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের অনুমান কত দিন হাজির থাকিতে হইবেক তদনুসারে ঐ সাক্ষিরদের খোরাকীর যে টাকার আবশ্যক হয় তাহা নিরূপণ করেন্ এবং যদি ঐ সাক্ষিরদের তদপেক্ষা অধিক কাল হাজির থাকিতে হয় তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আর যত অধিক টাকার আবশ্যক বোধ হয় তাহা আমানৎ করিতে হুকুম করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠহইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বর্ত্তমান বন্দোবস্তের মিয়াদ নির্ণয় করণের আইন।

যেহেতুক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানা জিলার বন্দোবস্ত বিবিধ মিয়াদের নিমিত্তে হইয়াছে এবং যেহেতুক নানা কারণপ্রযুক্ত মালগুজারেরদের একরারের মধ্যে বন্দোবস্তের যে মিয়াদ লিখিত আছে তাহা নিয়ত গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরকরা মিয়াদের সঙ্গে ঐক্য নাই এবং যেহেতুক ইহাতে যে গোলমাল ও বিরোধ হইতে পারে তাহা নিবারণকরা উচিত এবং যাবৎ বন্দোবস্ত পুনরায় সংশোধিত না হয় তাবৎ এক্ষণকার বন্দোবস্ত বহাল রাখণের নিয়ম করা উচিত।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ২ প্রদেশের নীচের লিখিত জিলার সীমার মধ্যে সকল গ্রামের ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখে যে জমা ধার্য্য আছে তাহা প্রত্যেক জিলার পার্শ্বে লিখিত তারিখপর্য্যন্ত এমত স্থিরতর জ্ঞান হইবেক যে বন্দোবস্তের সময়ে যে জমা ধার্য্য হইয়াছিল অথবা তৎপরে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তাহা মতান্তর করিয়া যে জমা ধার্য্য করিয়াছিলেন সেই জমার অধিক গবর্ণমেণ্ট দাওয়া করিতে পারিবেন না ইতি।

পানীপত। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
হিসার। ১৮৬০ এক হাজার আট শত ষাইট সাল ১ জুলাই।
দিল্লী। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
রোটক। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
গুরগাঁও। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
শাহারণপুর। ১৮৫৭ এক হাজার আট শত সাতান্ন সাল ১ জুলাই।

Digitized by Google

মুজঃফরনগর। ১৮৬১ এক হাজার আট শত একষট্টি সাল ১ জুলাই।
মীরট। ১৮৬৫ এক হাজার আট শত পঁয়ষট্টি সাল ১ জুলাই।
বুলন্দশহর। ১৮৫৯ এক হাজার আট শত উনষাইট সাল ১ জুলাই।
আলীগড়। ১৮৬৮ এক হাজার আট শত আটষট্টি সাল ১ জুলাই।
বীজনূর। ১৮৬৬ এক হাজার আট শত ছেষট্টি সাল ১ জুলাই।
মুরাদাবাদ। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
বদাউন। ১৮৬৬ এক হাজার আট শত ছেষট্টি সাল ১ জুলাই।
বরেলী। ১৮৬৭ এক হাজার আট শত সাতষট্টি সাল ১ জুলাই।
শাহজাহানপুর। ১৮৬৮ এক হাজার আট শত আটষট্টি সাল ১ জুলাই।
মথুরা। ১৮৭১ এক হাজার আট শত একাত্তর সাল ১ জুলাই।
আগরা। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
ফরক্কাবাদ। ১৮৬৫ এক হাজার আট শত পঁয়ষট্টি সাল ১ জুলাই।
মৈনপুরী। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
ইটাবা। ১৮৭১ এক হাজার আট শত একাত্তর সাল ১ জুলাই।
কানপুর। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
ফতেপুর। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই।
হমিরপুর। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই।
বান্দা। ১৮৭৪ এক হাজার আট শত চহাত্তর সাল ১ জুলাই।
আলাহাবাদ। ১৮৬৯ এক হাজার আট শত উনসত্তর সাল ১ জুলাই।
গোরক্ষপুর। ১৮৫৯ এক হাজার আট শত উনষাইট সাল ১ জুলাই।
আজিমগড়। ১৮৬৭ এক হাজার আট শত সাতষট্টি সাল ১ জুলাই।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রদেশে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখে যে মৌজা ইস্তমরারী বন্দোবস্ত না হওয়া জিলা অথবা পরগনাহইতে খারিজ হইয়া ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হওয়া জিলা অথবা পরগনাতে দাখিল হইয়াছিল সেইং মৌজার কোন অধিক খাজানা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দাওয়া হইবেক না কিন্তু বন্দোবস্তের সময়ে যে উর্দ্ধ জমা ধার্য্য হইয়াছিল অথবা তৎপরে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পুর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তাহা যেরূপে মতান্তর করিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন সেইরূপে তাহা চিরকাল স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বিশেষ দানক্রমে কি ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অপেক্ষা অধিক মিয়াদের পাট্টাক্রমে যাহারা ভূমি ভোগদখল করিতেছে

Digitized by Google

তাহারা আপনারদের নানা দানপত্র অথবা পাট্টার নিয়মানুসারে সেই ভূমি ভোগ-দখল করিতে থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মালগুজার আপনার বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হইলে যদি আপনার পাট্টা ত্যাগ করিতে চাহে তবে তাহার বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হওনের পুর্ব্বের ১ জুলাই তারিখের পুর্ব্বে এক বৎসরের মধ্যে ঐ ত্যাগকরণের এত্তেলা লিখিয়া খোলা আদালতে কালেক্টর সাহেবকে এবং সেই প্রদেশের কমিস্যনর সাহেবকে দিলে সেই ব্যক্তি সেই পাট্টা ত্যাগ করিতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যখন পুর্ব্বোক্ত এত্তেলা না দেওয়া গিয়া থাকে তখন বন্দোবস্তের সময়েতে যে জমা ধার্য্য হইয়াছিল অথবা তৎপরে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পুর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যেরূপে তাহা মতান্তর করিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন সেইরূপ জমা ঐ মালগুজার ১ ধারানুসারে তাহার বিষয়ে যে মিয়াদ খাটে সেই মিয়াদ-পর্য্যন্ত এবং তৎপরে যাবৎ বন্দোবস্ত সংশোধিত না হয় অথবা ২ ধারানুসারে ইস্তমরারীমতে ধার্য্য না হয় তাবৎ বৎসরেং দিবেক ইতি।

৬ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাজেয়াপ্তী নিষ্কর ভূমি বা চরের তৌকের অথবা অন্য যে ভূমির উপর বন্দোবস্তের সময়ে কর ধার্য্য হয় নাই এই সকল প্রকার ভূমির রাজস্বের দাওয়া করিতে সরকারের যে স্বত্ব আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে কোন২ গতিকে দ্রব্যাদি ক্রোক করণের নিয়ম করিবার আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮০০ সালের ৫ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ধারার ২ প্রকরণ মতান্তর হইল। ঐ আইনে বাকীদার বলিয়া যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে সেই ব্যক্তিছাড়া অথবা ঐ বাকীদারের জামিনছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত বাকীদারের স্থানে পাওনা বাকী খাজানার নিমিত্ত যে সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহা যদি আপনার বলিয়া দাওয়া করে এবং যদি ক্রোকের দিবসের পর ৫ দিবসের মধ্যে জিলার কালেক্টর সাহেব অথবা ১৮৩৯ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত কমিস্যনরের সমক্ষে মাতবর জামিন দিয়া এমত একরারনামা লিখিয়া দেয় যে ঐ একরারনামার তারিখ-অবধি ১৫ দিবসের মধ্যে আমি আপনার হকের বিচার হওনের নিমিত্তে ক্রোককরণিয়া এবং বাকীদারের নামে সরাসরী নালিশ করিব এবং আমার দাওয়া মঞ্জুর না হইলে আমি সম্পত্তি ফিরিয়া দিব অথবা তাহার মূল্য পোষাইয়া দিব এবং ঐ মোকদ্দমার সকল খরচা ও ক্ষতি দিব তবে ঐ ক্রোককরণিয়া তৎক্ষনাৎ ক্রোক উঠাইয়া দিবেক ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ দাওয়াদার যদি ১৫ দিবসের মধ্যে উক্ত সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত না করে এবং যদ্যপি ঐ দাওয়াদার সম্পত্তি ফিরিয়া না দেয় অথবা ক্রোককরণিয়া ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে তাহার মূল্য পোষাইয়া না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি ক্রোকহওয়া সম্পত্তির মূল্য ক্রোকের খরচাসমেত

Digitized by Google

দাওয়াদারের অথবা তাহার জামিনের কি উভয়ের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা উসুল করিতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে সরাসরী ফয়সলা করেন্ সেই ফয়সলার তারিখঅবধি এক বৎসর গত হইলে পর তাহা অন্যথা করণার্থ কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ৩০ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অধীন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সীমাস্থ চিহ্ন স্থাপনের এবং রক্ষা করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক ভূমি সম্পত্তির পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিশ্চয় করণের এবং তাহার নির্ব্বিঘ্নতার নিমিত্তে এবং আক্রমণ ও বিরোধ নিবারণের এবং সকর কিম্বা নিস্কর ভূমি চিনিবার অভিপ্রায়ে ক্ষেত্র অথবা মহালের সীমা নির্দ্দিষ্ট করণার্থ চিরস্থায়ি চিহ্ন স্থাপন করিতে এবং রক্ষা করিতে নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের মধ্যে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা রাজস্বের যে কর্ম্মকারকদিগকে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ক্ষমতার্পণ করেন্ তাঁহারা ক্ষেত্র অথবা মহালের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ এবং যখন ঐ কর্ম্মকারকেরা বোধ করেন্ যে বিরোধ নিবারণ অথবা নিষ্পত্তি করণের নিমিত্তে চিহ্ন স্থাপন করা আবশ্যক তখন ঐ ক্ষেত্র কিম্বা মহালের সীমা চিনিবার নিমিত্তে যে সরঞ্জামেতে চিহ্ন প্রস্তুত করা এবং যত ও যেরূপে চিহ্ন স্থাপনকরা ঐ কর্ম্মকারকেরা উচিত বোধ করেন্ সেই সরঞ্জামেতে তত সংখ্যক এবং সেইরূপ চিহ্ন স্থাপন করিতে এবং রক্ষা করিতে সীমাস্থ ভূমির মালিক কি দখীলকারকে হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সীমার পার্শ্বস্থ ক্ষেত্র অথবা মহালের মালিক কি দখীলকার ব্যক্তির উপর এত্তেলা জারী হইবেক তাহাতে এই হুকুম থাকিবেক যে

Digitized by Google

এত্তেলার তারিখের পর দশ দিবসের মধ্যে তাহারা উক্ত সীমাস্থ চিহ্ন স্থাপন কি মেরামৎ করে এবং যদি ঐ ব্যক্তিরদিগকে গ্রামের মধ্যে না পাওয়া যায় তবে ঐ এত্তেলানামা গ্রামের চৌরী অথবা চপালে কি গ্রামের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টি-গোচর অন্য কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক এবং যদ্যপি তৎপরে দৃষ্ট হয় যে ঐ এত্তেলার মধ্যে ঐ মালিক অথবা দখীলকারেরদের নাম বা খ্যাতি ঠিকরূপে না লেখা গিয়া থাকে তথাপি ঐ এত্তেলানামা লট্‌কানের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে জারী হই-য়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ক্ষেত্র অথবা মহালের মালিক কি দখীলকার ব্যক্তি যদি ঐ হুকুম প্রতিপালন না করে তবে ঐ রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা ঐ প্রকার সীমাস্থ চিহ্ন স্থাপন এবং মেরামৎ করিতে হুকুম দিবেন এবং যে ক্ষেত্র কি মহাল ঐ চিহ্নের দ্বারা প্রভেদ হয় সেই ক্ষেত্র বা মহালের উপর যথার্থমতে তাহার খরচের বিলি হইবেক এবং ঐ ক্ষেত্র অথবা মহালেতে যাহারদের মালিকী কি দখীলকারী স্বত্ব থাকে তাহারদের উপর ঐ খরচ পড়িবেক এবং বাকী মালগুজারী যেরূপে আদায় হয় সেইরূপে ঐ টাকা উসুল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ প্রকার সীমাস্থ চিহ্ন জানিয়া শুনিয়া লোপ করণের বা তাহা স্থানান্তর করণের কি ক্ষতি করণের অপরাধ যে ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি সেইরূপে লোপ করা কি স্থানান্তর করা অথবা ক্ষতি করা প্রত্যেক চিহ্নের বাবতে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং অপ-রাধ সাব্যস্ত হইলে জরীমানার অর্দ্ধেক টাকা গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক অপর অর্দ্ধেক ঐ চিহ্ন পুনঃস্থাপনের খরচে ব্যয় হইবেক। এবং যে ব্যক্তি ঐ সীমাস্থ চিহ্ন পূর্ব্বোক্তমতে লোপ কি স্থানান্তর বা ক্ষতি করিয়া থাকে সেই ব্যক্তিকে যদি ধরা যাইতে না পারে তবে কালেক্টর সাহেব অথবা চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট করিতে অন্য যে কর্ম্ম-কারকের ক্ষমতা আছে তিনি ঐ চিহ্ন পুনর্ব্বার স্থাপন অথবা মেরামৎ করিয়া যেমতে যথার্থ ও উচিত বোধ করেন সেইমতে তাহার খরচ এক পক্ষের কি উভয় পক্ষের স্থানে লইবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সীমার বিষয়ে বিরোধ হয় সেই সীমা ১৮২২ সালের ৭ আইনের এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ক্ষমতানুসারে এবং ঐ২ আইনের নিরূপিতমতে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং সেইরূপে তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

Digitized by Google

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রকার সীমার বিরোধের বিষয়ে এই আইনে হুকুম হইয়াছে সেই প্রকার বিরোধের নালিশ ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে লইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের প্রতি নিষেধ হইল। কিন্তু যখন তাঁহারা বোধ করেন্ যে সীমার বিরোধপ্রযুক্ত শান্তির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা আছে তখন তাঁহারা সেই বিষয় ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং তাঁহার উচিত হইবেক যে এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সীমার চিহ্ন তৎক্ষণাৎ করিয়া দেন্ এবং ঐ সীমার চিহ্নানুসারে ব্যক্তিরদের দখল বজায় রাখেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১৩ ফেব্রুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৪০ সালের ৫ আইনের কোন২ কথার অর্থ ও অভিপ্রায়ের সীমা প্রকাশ করণের আইন।

যেহেতুক ১৮৪০ সালের ৫ আইনের ৪ ধারার দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতে করা সুকৃতি অথবা প্রতিজ্ঞার বিষয়ে ঐ আইন খাটিবেক না এবং যেহেতুক "শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত" এই কথাতে জুষ্টিস অফ দি পীসের আদালত বুঝায় কি না ইহার সন্দেহ হইয়াছে

অতএব ইহাতে প্রকাশ ও হুকুম হইল যে "শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত" উক্ত আইনের এই কথা জুষ্টিস অফ দি পীসের আদালত বুঝিবার এবং তাহার বিষয়ে খাটিবার অভিপ্রায় ছিল না এবং ঐ আদালত বুঝিবার ও তাহার বিষয়ে খাটিবার অভিপ্রায় নাই এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১০ আপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের ক্ষমতানুসারে যে কর্ম্মকারকেরা কার্য্য করেন্ তাঁহারদের কর্ত্তৃত্বাধীন দেশে অথবা প্রদেশে ফৌজদারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতাক্রমে স্থাপিত আদালতের দণ্ডাজ্ঞা জারীর সুগম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের ক্ষমতানুসারে যে কর্ম্মকারকেরা কার্য্য করেন্ তাঁহারদের কর্ত্তৃত্বাধীন দেশ বা প্রদেশের মধ্যে সেই দেশ বা প্রদেশ বাঙ্গালাস্থ ফোর্ট উলিয়ম অথবা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর অধীন না থাকিলেও অথবা সাধারণ আইনের অধীন না হইলেও সেই দেশ অথবা প্রদেশের মধ্যে ফৌজদারী কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতাক্রমে যে কোন আদালত স্থাপন হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় সেই আদালতের করা দণ্ডাজ্ঞা জেলখানার ভারপ্রাপ্ত নানা কার্য্যকারক জারী করিতে পারিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত দেশ বা প্রদেশের মধ্যে যে কর্ম্মকারক বা কর্ম্মকারকেরা ফৌজদারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহারদের পদোপলক্ষে মোহর ও সহী করা ওয়ারণ্ট হইলে তাহাই কোন আসামীকে কয়েদে রাখণের অথবা কোন আসামীকে দ্বীপান্তরে প্রেরণের কি তাহার মধ্যে লিখিত অন্য কোন দণ্ড করণের প্রচুর ক্ষমতা হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে জেলখানার ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারকের নিকটে এই আইনক্রমে জারীকরণার্থ যে কোন ওয়ারণ্ট পাঠান গিয়াছে তাহা আইন সিদ্ধ কি না এই বিষয়ে অথবা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের পদোপলক্ষে মোহর বা সহী তাহাতে দেওয়া গিয়া থাকে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সেই দণ্ডাজ্ঞা দিবার এবং সেই প্রকার ওয়ারণ্ট বাহির করিবার ক্ষমতা আছে কি না এই বিষয়ে জেলখানার ভারপ্রাপ্ত ঐ কর্ম্মকারকের সন্দেহ হইলে সেই কর্ম্মকারক যে গবর্ণমেণ্টের অধীন তাঁহার প্রতি সেই বিষয় অর্পণ করিবেন এবং আসামীকে লইয়া উত্তর কালে যাহা করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে সেই কর্ম্মকারক এবং অন্য সকল সরকারী কর্ম্মকারক সেই গবর্ণমেণ্টের হুকুমানুসারে কার্য্য করিবেন। এবং সেই বিষয় অর্পণ থাকন সময়ে ঐ ওয়ারণ্টে যেরূপ লেখা থাকে এবং তাহাতে যে নিষেধের বা ক্ষমার হুকুম থাকে তদনুসারে সেই আসামীকে কয়েদে রাখা যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জেলখানায় কয়েদথাকা আসামীরদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে চলিত আইনে যেং বিধান আছে এবং যে সকল নিয়ম চলন আছে সেইং বিধান এবং নিয়ম যেরূপে ঐ জেলখানায় কয়েদহওয়া অন্য আসামীর বিষয়ে খাটে সেইরূপে এই আইনক্রমে তথায় কয়েদহওয়া আসামীরদের বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে খাটিবেক এবং তত্তুল্য প্রবল ও চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১ মে তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহর কলিকাতার অল্প ভাড়ার নিমিত্তে ক্রোকের বিষয়ি নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে যে কোর্ট কমিস্যনর * স্থাপন আছে সেই আদালতের কমিস্যনরেরা এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে চারি বা ততোধিক ব্যক্তিকে বেইলিফ অর্থাৎ সারজন এবং যাচনদারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ কর্ম্মকারকেরদের মেহনতের নিমিত্তে যে মেহনতানা ঐ কমিস্যনরেরদের উচিত বোধ হয় তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং ঐ২ ব্যক্তি ঐ কমিস্যনরেরদের সম্মুখে রীতিমত শপথ করিবেক এবং আপন২ পদের কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে ঐ২ কমিস্যনরের মঞ্জুরহওয়া জামিন দিবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা এইরূপে নিযুক্ত ঐ ব্যক্তিরদিগকে স্থগিত করিতে অথবা তগীর করিতে পারিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ আদালতে সময়ক্রমে যে২ বেইলিফ নিযুক্ত থাকে তাহারদিগকে ঐ কমিস্যনরেরা এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ক্রোককারি বেইলিফ ও যাচনদারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ২ কর্ম্মকারক ঐ আদালতে এক্ষণে যে মাহিয়ানা পাইতেছে তাহার অতিরিক্ত যে মেহনতানা ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা উচিত বোধ করেন তাহা তাঁহারা নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি শহর কলিকাতার মধ্যস্থিত কোন বাটী বা ভূমিপ্রভৃতির ভাড়ার ১০০৲ টাকার অনধিক বাকীর দাওয়া করে সেই ব্যক্তি কিম্বা সেই ব্যক্তি শহর কলিকাতাতে অনুপস্থিত থাকিলে কি সেই ব্যক্তি

---

* এই কোর্ট কমিস্যনর সামান্যতঃ ছোট আদালত নামে বিখ্যাত আছে।

Digitized by Google

পর্দ্দানসী স্ত্রী হইলে তাহার নিযুক্ত মোক্তার যদি ঐ বাকীর সংখ্যা এবং তাহা কত দিনের বাকী এবং কি হারে ভাড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল এই সকল এই আইনের শেষের লিখিত D চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে একটা সুকৃতিপত্র লিখিয়া দাখিল করে তবে ঐ আদালতের কোন কমিস্যনর এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে ঐং কর্ম্মকারকের কোন এক জনকে আপনার দস্তখৎ ও মোহরকরা এক ওয়ারণ্ট দিতে পারেন্ এবং ঐ ওয়ারণ্টের নির্দ্দিষ্টমতে ঐ ভাড়ার টাকা উক্ত ক্রোকের মায় সকল খরচা আদায় করিবার হুকুম ঐ ওয়ারণ্টে থাকিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কমিস্যনরেরদের মধ্যে কোন এক জন ঐ ওয়ারণ্টের দরখাস্তকারি ব্যক্তির জোবানবন্দী স্বয়ং লইয়া আপন বিবেচনামতে তাহা দিতে স্বীকার বা অস্বীকার করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ ওয়ারণ্টের শক্তিক্রমে ঐ ভাড়ার টাকা এবং উক্ত ক্রোকের মায় খরচা শোধ করণের উপযুক্ত উক্ত বাটীপ্রভৃতিতে পাওয়া জিনিস ও সম্পত্তির সমুদয় বা কতক অংশ ঐ কর্ম্মকারক ক্রোক করিতে পারে এবং তাহা হইলে সে ব্যক্তি ঐরূপ ক্রোককরা জিনিস ও সম্পত্তির এক তালিকা প্রস্তুত করিবেক এবং যে ব্যক্তির স্থানে ঐ ভাড়ার দাওয়া হইয়াছে তাহাকে অথবা ঐ বাটীপ্রভৃতিতে তাহার পক্ষে অন্য যে কোন ব্যক্তি থাকে তাহাকে এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে লিখিত এই এত্তেলা দিবেক যে ঐ এত্তেলার মধ্যে লিখিত মতে ঐ জিনিস এবং সম্পত্তি যাচাই ও বিক্রয় হইবেক। এবং ঐ কর্ম্মকারক ঐ তালিকা এবং এত্তেলার যথার্থ নকল ঐ আদালতে দাখিল করিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির স্থানে ঐ ভাড়ার দাওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি ক্রোকহওনের পর ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে কোন সময়ে ঐ আদালতের কোন এক জন কমিস্যনরের নিকটে ঐ ওয়ারণ্ট রহিত অথবা স্থগিত করণের দরখাস্ত করিতে পারে এবং তদনুসারে ঐ কমিস্যনর ঐ ওয়ারণ্ট মায় খরচা বা খরচা বিনা রহিত বা স্থগিত করিতে পারেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ কমিস্যনরেরদের মধ্যে কোন এক জন আপন বিবেচনাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে ঐ ভাড়ার টাকা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ দরখাস্ত যদি না করা যায় তবে ঐ কর্ম্মকারকেরদের মধ্যে কোন দুই জন ক্রোক করণঅবধি ৫ পাঁচ দিন অতীত হইলে পর ঐ ক্রোকহওয়া জিনিস ও সম্পত্তি যাচাই করিতে পারে এবং তৎপরে অন্যূন দুই দিন অতীত হইলে পর যে সময় ও যে স্থান তাহারা নিরূপণ করে সেই সময় ও স্থানে নীলাম হওনের এত্তেলা এই আইনের শেষের লিখিত E চিহ্নিত তফসীলের

Digitized by Google

পাঠানুসারে লিখিয়া দিতে পারে এবং তাহারা ঐ এত্তেলার যথার্থ নকল ঐ আদালতে দাখিল করিবেক এবং ঐ জিনিস তদনুসারে বিক্রয় হইবেক এবং ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা আদায় করণের পর ঐ কর্ম্মকারকেরা তৎক্ষণাৎ তাহা ঐ আদালতের চিফ ক্লার্ককে অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মকারককে দিবেক এবং ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া দাবীর টাকা এবং ঐ ক্রোকের খরচা পরিশোধ হইবেক এবং যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে যে ব্যক্তির স্থানে ভাড়ার দাওয়া হইয়াছিল তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে ঐ নীলাম হওনের হুকুম দিতে পারে কিন্তু এমত হইলে ঐ অন্য প্রকার নীলামে যে উপরি খরচ লাগে তাহার নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির জামিন দিতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের লিখিত C চিহ্নিত তফসীলে যে খরচা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ছাড়া ঐ ক্রোকের নিমিত্তে আর কোন খরচা লওয়া যাইবেক না ও দাওয়া হইবেক না এবং খরচার বাবতে এইরূপে যে টাকা আদায় হয় তাহা ঐ কমিস্যনরেরদের যেরূপ উচিত বোধ হয় সেইরূপে তাঁহারা ঐ বেইলিফ এবং যাচনদারের উপরি খরচ এবং মেহনতানাতে ব্যয় করিতে পারেন্ এবং ঐ আদালতের চিফ ক্লার্ক এক বহী রাখিবেন এবং এই আইনের বিধির অনুসারে ক্রোকী খরচার যে সকল টাকা আদায় হয় তাহা এবং ঐ বেইলিফ এবং যাচনদারেরদের মেহনতানার নিমিত্তে যে সকল টাকা দেওয়া যায় তাহা এবং ঐ ক্রোকপ্রযুক্ত যে সকল উপরি খরচ লাগিয়াছে তাহা ঐ বহীর মধ্যে রীতিমত লেখা যাইবেক এবং ক্রোকহওয়া জিনিস ও সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা যে সকল টাকা আদায় হয় এবং এই আইনের বিধির অনুসারে বাটীপ্রভৃতির মালিককে দেওয়া যায় তাহাও ঐ বহীর মধ্যে ঐ চিফ ক্লার্ক লিখিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর ভাড়ার বাকী ১০০৲ টাকার কিম্বা তাহার কম টাকার বিষয়ি ক্রোক কেবল এই আইনের বিধির অনুসারে হইবেক এবং এই আইনক্রমে নিযুক্ত কর্ম্মকারকছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি ঐরূপ জিনিস ক্রোক করে বা ক্রোক করিতে উদ্যত হয় তবে সে অপরাধ করিয়াছে বোধ হইবেক এবং ঐরূপ বেআইনমতে বাটীতে প্রবেশ করণের নিমিত্ত তাহার অন্য যে কোন দায় পড়ে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি জরীমানা ও কয়েদের দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ভাড়ার ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ বাকীর বিষয়ে এবং

Digitized by Google

কলিকাতার মধ্যস্থিত কোন বাটী বা ভূমিছাড়া অন্য কোন বাটীর বিষয়ে অথবা সরকারের পাওনা কোন ভাড়ার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না এবং যে বাটী-প্রভৃতির ভাড়ার বিষয়ে দাওয়া হয় সেই বাটীতে ক্রোককরা জিনিসভিন্ন আর কোন ক্রোকের বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।

A চিহ্নিত তকসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর মধ্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

ওয়ারণ্টের পাঠ।

আমি তোমাকে ইহার দ্বারা হুকুম দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক ব্যক্তির এত মাসের যে ভাড়া পাওনা ছিল অর্থাৎ এত টাকা তাহার নিমিত্ত শহর কলিকাতায় অমুক রাস্তায় স্থিত অমুক ব্যক্তির বাটীতে যে জিনিস ও সম্পত্তি আছে তাহা ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধানানুসারে ক্রোক কর তারিখ ১. মে।

(সহী ও মোহর।)

অমুক শপথকরা বেইলিফ ও যাচনদার প্রতি আগে।

B চিহ্নিত তকসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর মধ্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

তালিকা ও এত্তেলার পাঠ।

(ক্রোকহওয়া জিনিসের বেওরা এই স্থানে লিখিতে হইবেক।)

তোমাকে জানান যাইতেছে যে গত অমুক দিবসে অমুক ব্যক্তির যে এত মাসের ভাড়া পাওনা ছিল তাহার সংখ্যা এত টাকার নিমিত্ত আমি অদ্য উক্ত তালিকাতে লিখিত জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছি এবং ইহার তারিখের পর ৫ পাঁচ দিবসের মধ্যে যদি তুমি ঐ টাকা এবং এই ক্রোকের মায় খরচা না দেও অথবা না দিবার কোন হুকুম কোর্ট রিকোর্টের কোন এক জন কমিস্যনরের স্থানহইতে না আন তবে তাহা ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধানানুসারে যাচাই ও বিক্রয় হইবেক।

অমুক।
শপথকরা বেইলিফ ও যাচনদার।

অমুক প্রতি আগে।

Digitized by Google

C চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

বাটীর ভাড়ার জন্যে জিনিস ক্রোক করিলে যে রসুম লাগিবেক তাহার হার।

যত টাকার জন্যে নালিশ	ক্রোক করিবার সুকৃতিপত্র ও ওয়ারণ্ট	নীলাম করিবার হুকুম	কমিস্যন	মোট	মন্তব্য কথা
১) টাকাঅবধি ৫) টাকাপর্য্যন্ত	।০	॥০	॥০	১।০	
৫) ঐ ১০) ঐ	॥০	॥০	১)	২)	
১০) ঐ ১৫) ঐ	॥০	॥০	১॥০	২॥০	
১৫) ঐ ২০) ঐ	॥০	১)	২)	৩॥০	
২০) ঐ ২৫) ঐ	৸০	১)	২॥০	৪।০	
২৫) ঐ ৩০) ঐ	১)	১)	৩)	৫)	
৩০) ঐ ৩৫) ঐ	১)	১)	৩॥০	৫॥০	
৩৫) ঐ ৪০) ঐ	১)	১॥০	৪)	৬॥০	
৪০) ঐ ৪৫) ঐ	১।০	২)	৪॥০	৭৸০	
৪৫) ঐ ৫০) ঐ	১॥০	২)	৫)	৮॥০	
৫০) ঐ ৬০) ঐ	২)	২)	৬)	১০)	
৬০) ঐ ৮০) ঐ	২॥০	২॥০	৬॥০	১১॥০	
৮০) ঐ ১০০) ঐ	৩)	৩)	৭)	১৩)	

উক্ত তফসীলে যে টাকা লেখা আছে তাহার অতিরিক্ত কোন মোকদ্দমায় আর কোন খরচা লওয়া যাইবেক না কেবল যে মোকদ্দমার রাইয়ত আপনার বাটীর মালিকের দাওয়া স্বীকার না করে এবং সাক্ষিরদিগের নামে সফীনা করিতে হয় সেই মোকদ্দমায় ৪০) টাকার ন্যূন সংখ্যার টাকার নিমিত্তে প্রত্যেক সফীনায় ।০ আনা করিয়া দিতে হইবেক এবং ৪০) টাকার ঊর্দ্ধ টাকার সফীনার নিমিত্তে ৸০ আনা করিয়া দিতে হইবেক এবং যখন ক্রোকহওয়া সম্পত্তি পেয়াদার জিম্মা করিয়া দিতে হয় তখন পেয়াদাকে দিন প্রতি ।০ আনা করিয়া দিতে হইবেক।

D চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেসস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

অমুক ফরিয়াদী।

অমুক আসামী।

কলিকাতা নগরের অমুক স্থাননিবাসি আমি অমুক শপথ করিয়া কহিতেছি যে

Digitized by Google

কলিকাতা নগরনিবাসি অমুকের স্থানে কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তায় স্থিত অমুক নম্বরী বাটী ও ভূমির এত মাসের ভাড়ার বাবৎ আমার এত টাকা যথার্থ পাওনা আছে বিশেষতঃ মাস প্রতি এত টাকার হারে অমুক মাসঅবধি অমুক মাসপর্য্যন্ত।

অমুক সালের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে শপথ করা গেল।

কমিস্যনর।

E চিহ্নিত তফসীল।

বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্প ফর্জ আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে।

তোমাকে জানান যাইতেছে যে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে যে জিনিস ও সম্পত্তি অমুক স্থানে ক্রোক হইয়াছিল তাহা আমরা যাচাই করিয়াছি এবং তাহার এত্তেলা ও তালিকা অমুক তারিখে রীতিমত তোমার প্রতি জারী হইয়াছিল এবং ঐ আইনের বিধির অনুসারে ঐ জিনিস ও সম্পত্তি অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক স্থানে বিক্রয় হইবেক।

অমুক।
অমুক।
শপথকরা বেইলিফ ও যাচনদার।

অমুক প্রতি আগে।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ৮ মে তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে সমুদ্র অথবা নদী সিকস্ত অথবা পৈবস্তের দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে সমুদ্র কিম্বা নদী সিকস্ত কি পৈবস্তের দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্বের যোগ্যতার বিষয়ের কিম্বা সেই ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্বের বিষয়ের বিচার করিবার জন্যে বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের যে২ ভাগের দ্বারা আদালত স্থাপন হইয়াছে এবং কার্য্যের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই২ ভাগ এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশে রহিত হইবেক এবং উক্ত তারিখে ঐ২ দেশের মধ্যে কালেক্টর সাহেবেরদের ও ডেপুটী কালেক্টরেরদের নিকটে উপস্থিত উক্ত বিষয়ের সমস্ত মোকদ্দমা অগৌণে রহিত হইবেক। এবং উক্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য করণের কিম্বা তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্ব সাব্যস্ত করণের জন্যে কেবল এই আইনের বিধানমতে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে "উড়িষ্যা দেশ" এই কথাতে কেবল উড়িষ্যা দেশের যে অংশ বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের অধীন আছে সেই অংশই বুঝাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের যে সকল জিলাতে কি জিলার অংশে রাজস্ব সম্বন্ধীয় জরীপ সম্পন্ন হইয়া গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুর হইয়াছে কি উত্তর কালে সম্পন্ন হয় এবং মঞ্জুর হয় সেই জরীপ মঞ্জুর হওনের পর দশ বৎসর অতীত হইলে

Digitized by Google

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব ঐ সকল দেশে পূর্ব্ব জরীপ হওনের তারিখের পর নদীর তীরস্থ ও সমুদ্রের তটস্থ ভূমির যে২ মতান্তর হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করণার্থ সময়ে২ নূতন জরীপ করিতে এবং উক্ত নূতন জরীপ অনুসারে নূতন নক্শা প্রস্তুত করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত জিলার ও জিলার অংশের রাজস্বসম্বন্ধীয় জরীপ নীচের লিখিত তারিখে মঞ্জুর হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক অর্থাৎ।

জিলা চাটিগাঁ ১৮৪২ সালের ৬ সেপ্টম্বর তারিখ।
জিলা বেহার ১৮৪৪ সালের ৯ নবেম্বর তারিখ।
জিলা পাটনা ১৮৪৪ সালের ২২ জুন তারিখ।
জিলা শাহাবাদ ১৮৪৬ সালের ২৮ নবেম্বর তারিখ।
জিলা সারণ ১৮৪৭ সালের ১৮ ফেব্রুআরি তারিখ।
জিলা মুঙ্গেরের পরগনা ফরকায়া ১৮৩৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখ।
কটক প্রদেশের উত্তর অংশ ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখ।
কটক প্রদেশের মধ্যম অংশ ১৮৪৩ সালের ২২ ফেব্রুআরি তারিখ।
কটক প্রদেশের দক্ষিণাংশ ১৮৪২ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখ।
হিজলী ও তমলুক ভিন্ন জিলা মেদিনীপুর ১৮৪৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখ।
জিলা মেদিনীপুরের হিজলী ও তমলুক ১৮৪২ সালের ৫ অক্টোবর তারিখ।
জিলা কাছাড় ১৮৪৪ সালের ৫ ফেব্রুআরি তারিখ।
জৈন্টিয়া এবং জিলা ছিলটের পরগনা চাপঘাট ও ইছামতী ও ইতিশামনগর ও ভরণ ১৮৪৪ সালের ৫ ফেব্রুআরি তারিখ।
জিলা গোআলপাড়া ১৮৪২ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখ।
জিলা লক্ষ্মীপুর ১৮৪৫ সালের ১০ নবেম্বর তারিখ।
জিলা শিবপুর ১৮৪৩ সালের ৮ মে তারিখ।

এবং উত্তর কালে যে সকল জিলার কি জিলার অংশের রাজস্বসম্বন্ধীয় জরীপ হয় তাহার জরীপ মঞ্জুর হওনের যে২ তারিখ কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় সেই তারিখ তাহার মঞ্জুর হওনের তারিখ বোধ হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত নূতন নক্শা দেখিয়া যখন স্থানীয় রাজস্বের কার্য্যকারকদিগের এমত বোধ হয় যে যে মহালের রাজস্ব একেবারে সরকারে দাখিল হয় এমত মহালের ভূমিসিকস্ত হইয়াছে অথবা লুপ্ত হইয়াছে তখন তাঁহারা অগৌণে সমস্ত মহালের মফঃসল জমাঅনুসারে সিকস্ত ভূমির মফঃসল জমা যত হয়

Digitized by Google

তাহার হিসাব করিয়া সমুদয় মহালের সদর জমাঅনুসারে সিকস্ত ভূমির সদর জমা যত হয় তাহা মিনাহ দিবেন কিন্তু সমুদয় মহালের কিম্বা লুপ্ত ভূমির মফঃসল জমা যদি ঐ স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরা হৃদ্বোধমতে নিরূপণ করিতে না পারেন্ তবে ঐ স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরা সমুদয় মহালের মোট ভূমির যত ভূমি সিকস্ত হইয়াছে তাহার হিসাব করিয়া সেই হিসাবঅনুসারে সদর জমাহইতে জমা মিনাহ দিবেন। এবং এইরূপে জমা মিনাহ দেওন এবং তাহার কারণের এক রিপোর্ট সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের বিজ্ঞাপন ও হুকুমের নিমিত্তে স্থানীয় রাজস্বের কার্য্যকারকেরা অগৌণে তথায় পাঠাইবেন এবং তদ্বিষয়ে সদর বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নূতন নক্শা দেখিয়া যখন নানা স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকদিগের এমত বোধ হয় যে সরকারে একেবারে রাজস্ব দেওনিয়া মহালের কোন ভূমি পৈবস্ত হইয়াছে তখন চরের রাজস্ব ধার্য্যকরণার্থ যে বিধি চলন আছে তদনুসারে তাঁহারা সরকারের নিমিত্তে সেই পৈবস্ত হওয়া ভূমির উপর অগৌণে কর বসাইবেন এবং তাঁহারা আপনারদের কার্য্যের রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ সদর বোর্ড রেবিনিউর নিকটে পাঠাইবেন এবং তদ্বিষয়ে ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নূতন নক্শাদৃষ্টে যখন নানা স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের এমত বোধ হয় যে কোন বৃহৎ এবং নৌকাগমনাগমনের যোগ্য নদনদীর মধ্যে যেপ্রকার চর কি দ্বীপ ১৮২৫ সালের ১১ আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে সরকারের দখল করণের উপযুক্ত সেই প্রকার কোন চর কি দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে তখন তৎস্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরা সরকারের তরফে সেই চর বা দ্বীপ তৎক্ষণাৎ দখল করিবেন এবং কর নিরূপণের বিষয়ে যেং বিধি চলন আছে তদনুসারে তাহার উপর কর ধার্য্য ও বন্দোবস্ত করিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত-মতে আপনারদের কার্য্যের রিপোর্ট সদর বোর্ড রেবিনিউর মঞ্জুর হওনার্থ তথায় পাঠাইবেন এবং করের বিষয়ে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে হুকুম দেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তমতে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা কোন দ্বীপ দখল করিলে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে সেই ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা তদ্বিষয়ের নালিশ করিতে পারে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে চরের ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করণ বিষয়ে কিম্বা

Digitized by Google

তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্ব সাব্যস্ত করণের বিষয়ে যে মোকদ্দমা স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে আপীল হইয়া আছে অথবা সেইপ্রকার যে২ মোকদ্দমা অধস্থ বাজেয়াফ্তী আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া এই আইন জারী হওনের তারিখের সময়ে পূর্ব্বের চলিত আইনানুসারে স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের আদালতে আপীলহওনের যোগ্য আছে সেই২ প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা কিছু অন্যথা হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ সকল মোকদ্দমা চলিবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দ্বীপের মালিকী স্বত্ব বিষয় ছাড়া এই আইনের দ্বারা দত্ত ক্ষমতানুসারে যথার্থমতে যে কোন কার্য্য করা যায় তাহার বিষয়ে সরকারের কি সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে কোন আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে এই আইন ১৮৪৭ সালের ১৯ জুন তারিখে জারী করেন।

১৮৩৬ সালের ৩০ আইন সংশোধনের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন ১৮৪৪ সালের ১৪ আইনের বিধানের অসম্পর্কীয় কোন আদালত ১৮৩৬ সালের ৩০ আইনের বিধিক্রমে কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডের হুকুম দেন্ তখন ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে দ্বীপান্তর প্রেরণের উপযুক্ত পাত্র বোধ না করিবার বিশেষ কারণ না থাকিলে ঐ আদালত ঐ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম দিবেন এবং ঐ বিশেষ কারণ রোয়দাদের মধ্যে লিখিতে ঐ আদালতকে ইহার দ্বারা হুকুম দেওয়া গেল।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২১ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

যে আইনের দ্বারা মুনসেফ ও সদর আমীনেরদের জরীমানা করণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রদ করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে "মুনসেফেরদিগহইতে আপন২ ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের মধ্যে কর্ম্মহইতে তগীর কি সস্পেণ্ড না হইতে পারিবার মত আর২ প্রকার বিরুদ্ধাচরণ ও সৈথিল্য হইলে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ২০) কুড়ি টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা তাঁহারদিগের স্থানে লন্ ও এমত২ গতিকের বিষয়েতে জজ সাহেব যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক।"

এবং যেহেতুক ঐ আইনের ৬৭ ধারানুসারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই হুকুম হইয়াছিল যে ঐ বিধান যেমন মুনসেফের বিষয়ে খাটে তেমনি সদর আমীনের বিষয়েও খাটান যায়।

এবং যেহেতুক মুনসেফেরদের ও সদর আমীনেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা বিচারকরণ-সম্বন্ধীয় যে উচ্চ পদ এক্ষণে হইয়াছে তদ্দৃষ্টে ঐ বিধান তাঁহারদের বিষয়ে উপযুক্তমতে আর খাটে না।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ঐ আইনের ৬৭ ধারার যে ভাগে লেখে যে ঐ প্রকরণ সদর আমীনের বিষয়ে খাটে সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

দেশহইতে উক্ত দ্বীপে গমনার্থ কোন ব্যক্তিকে জানিয়া শুনিয়া প্রবৃত্তি দেয় বা তাহার সাহায্য করে সেই ব্যক্তি ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের যে ভাগের দ্বারা দণ্ডের যোগ্য হয় সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু যেহেতুক উক্ত দ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ব্যবস্থাপক ক্ষমতার অধীন নহে এবং ভারতবর্ষের যে লোকেরা ঐ দ্বীপে গমন করে তাহারা ঐ দ্বীপ ছাড়িয়া কোন ইঙ্গলণ্ডীয় বা ভিন্নাধিকার দেশীয় বসতিতে গমন করিলে যে অনিষ্ট হইতে পারে সেই অনিষ্টহইতে তাহারদিগকে রক্ষা করণার্থ উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আইন করিতে পারেন্ না।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যাবৎ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে হজুর কৌন্সেলে এইমত জ্ঞাত না করা যায় যে ঐ দ্বীপে গমনশীল ভারতবর্ষের ঐ লোকেরদের পূর্ব্বোক্ত অনিষ্টহইতে রক্ষার জন্যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে২ আইন উচিত বোধ করেন সেই২ আইন ঐ দ্বীপের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং সেইরূপ সম্বাদ পাইবার বিষয় গেজেটে এত্তেলা না দেন তাবৎ এই আইন আমলে আসিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২১ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৩৯ সালের ১৪ আইন যেপর্য্যন্ত সিংহল দ্বীপে ভারতবর্ষনিবাসি ব্যক্তিরদের গমনের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত তাহা রদ করণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনে এমত হুকুম হইল যে ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের বাহিরে কোন ইঙ্গলণ্ডীয় কি ভিন্নাধিকারির বসতিতে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির সহিত যে কেহ চুক্তি করিবেক কি মজুরের ন্যায় খাটিবার নিমিত্তে ঐ রাজ্যহইতে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে গমনার্থে জানিয়া শুনিয়া প্রবৃত্তি দিবেক বা তাহার সাহায্য করিবেক সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সমীপে সাব্যস্ত হইলে এদেশীয় যে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করা গিয়াছে কি যাহার সাহায্য করা গিয়াছে বা যাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া গিয়াছে সেই প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ অপরাধি ব্যক্তি ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

কিন্তু এদেশীয় যে কোন নাবিক স্বেচ্ছাক্রমে কোন জাহাজের কর্ম্ম করিতে চুক্তি করে কি সেই চুক্তির অনুসারে সেই জাহাজে আরোহণ করে কিম্বা যে কেহ কেবল দাস্য কর্ম্ম করিতে চুক্তি করে অথবা সেই প্রকার দাসের ন্যায় জাহাজে আরোহণ করে সেইং ব্যক্তির বিষয়ে এই আইনের লেখা কোন কথা যে খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক না।

এবং যেহেতুক সিংহল দ্বীপ ভূগোলসম্পর্কে ও পুরাবৃত্তসম্পর্কে এবং জাতিসম্পর্কে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের সদৃশ।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ দ্বীপে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তি কোন চুক্তি করে কি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার কতক ভাগ রদ করণের আইন।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার এবং তদনুযায়ি ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার যে ভাগে নালিশী আরজী নকল বহীতে লেখা যাইবার হুকুম আছে তাহা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১১ সেপ্টম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে কলিকাতা শহরের ভূমির জরিপকরণের আইন।

যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে কলিকাতা শহরের সকল ভূমির যথার্থ জরিপ করা উচিত বোধ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যস্থিত ভূমি জরিপ করিবার নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব এক জন কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ কর্ম্মকারক ঐ ভূমি জরিপ করিবেন এবং যেপর্য্যন্ত জানা যাইতে পারে সেইপর্য্যন্ত ঐ ভূমির মালিকেরদের ও দখীলকারেরদের নাম রেজিষ্টরী করিবেন এবং ঐ কর্ম্মকারক ঘোষণার দ্বারা ঐ বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যস্থিত ভূমি ও বাটীর মালিক ও দখীলকার সকল ব্যক্তিকে উক্ত সীমার মধ্যে যে কোন স্থানে তাঁহার দফ্তরখানা স্থাপন হয় সেই স্থানে তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হইতে কিম্বা উপস্থিতহওনার্থ রীতিমতে কোন মোখ্তারকে নিযুক্ত করিতে এবং উক্ত জমীর পূর্ব্বাকার ও বর্ত্তমান সীমানা নিশ্চয় করণের জন্যে যে সকল পাট্টা ও ভূমির খাজানার বিল এবং বিক্রয়পত্র কিম্বা অন্য যে কোন দস্তীলের আবশ্যক হয় তাহা আপনারদের সঙ্গে আনিতে তলব করিবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কর্ম্মকারকের এই সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেক যে উক্ত বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যস্থিত কোন ভূমি অথবা বাটীতে এবং যে ভূমিতে কোন ঘর বা বাটী কি অন্য এমারৎ গাঁথা হইয়াছে বা গাঁথা যাইতেছে কি গাঁথিবার কল্পনা আছে তাহার মধ্যে এবং কোন এমারতে কি এমারতের কোন ভাগে দিবাভাগে সকল উপযুক্ত ঘণ্টায় প্রবেশ

Digitized by Google

করেন অথবা তাঁহার তাবেদার কর্ম্মকারককে প্রবেশ করিবার হুকুম দেন এবং সেইরূপে প্রবেশ করণের জন্যে বা নিমিত্তে অথবা সেই স্থানের কোন ভাগে এই আইনানুসারে যে কোন কর্ম্ম করেন্ বা করিতে উদ্যত হন্ তাহার জন্যে আইনক্রমে অথবা একুটিক্রমে তাঁহার নামে কোন নালিশ হইতে পারে না অথবা তাঁহার প্রতিকূলে আইনসম্বন্ধীয় অন্য কোন কার্য্য বা ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ঐ ভূমি বা বাটীতে তৎসময়ে কোন ব্যক্তি থাকে তবে সেই ব্যক্তির অনুমতি না পাইলে অথবা তাঁহার বা তাঁহারদের প্রবেশ করণের মানসের উপযুক্ত এত্তেলা উক্ত ব্যক্তিকে না দিলে ঐ কর্ম্মকারক কি তাঁহার তাবেদার আমলারা ঐ ভূমি অথবা বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আরো জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এই আইনের হুকুমমতে কোন স্থানে প্রবেশ করণ কিম্বা অন্য কোন কার্য্য করণপ্রযুক্ত উক্ত কোন কর্ম্মকারক কিম্বা অধীন কর্ম্মকারকের নামে যদি সুপ্রিম কোর্টে নালিশ আরম্ভ হয় তবে সেই কর্ম্মকারক কিম্বা তাবেদার কর্ম্মকারক তাহার "জেনরল ইসু" নামক জওয়াব দিতে পারেন এবং বিশেষ বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কর্ম্মকারক অথবা তাঁহার তাবেদার কোন আমলারদের কর্ত্তব্য কার্য্য করণের সময়ে অথবা এই আইনক্রমে অথবা তাহার শক্তিক্রমে কি এই আইনপ্রযুক্ত তাঁহারদের যে কোন কার্য্য করিতে হয় তাহা করণ এবং নির্ব্বাহকরণ সময়ে যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মকারককে অথবা তাঁহার তাবেদার আমলারদিগকে অবরোধ করে কি উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি অপরাধী জ্ঞান হইবেক এবং তাহার দোষ শহর কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে সেই ব্যক্তি ২০০৲ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং যেহেতুক এমত হইতে পারে যে এই আইনের ১ ধারার নিরূপিত এত্তেলা প্রত্যেক গতিকে সফল হয় না অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারক উক্ত বিশেষ সীমার মধ্যস্থিত ভূমি বা বাটীর মালিক কি দখীলকার ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার মোক্তার কি প্রতিনিধিকে আপনার পদোপলক্ষে মোহর ও দস্তখৎযুক্ত এক বিশেষ এত্তেলা দিতে পারেন্ এবং যে নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির হাজির হওনের আবশ্যক আছে তাহা এবং এই আইনের কার্য্য সিদ্ধ হওনের জন্যে যে কোন দলীল ঐ ব্যক্তির আপনার সঙ্গে আনিতে প্রয়োজন হইবেক তাহা এবং যে মিয়াদের মধ্যে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা ঐ এত্তেলানামাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকিবেক এবং যদি সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় তবে তাহার সামান্য বাসস্থান উক্ত বিশেষ সীমার মধ্যে থাকিলে সেই বাসস্থানে তাহা লট্‌কান যাইবেক

Digitized by Google

কিম্বা যদি তাহার বাসস্থান সেই সীমার মধ্যে না থাকে তবে যে ভূমির জরিপ হইবেক তাহাতে এত্তেলা লট্‌কান যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তির কোন দলীল দেখাইতে যদি কোন ওজর থাকে তবে তাহা দেখাইতে তাহাকে হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়সম্বন্ধীয় কোন তজবীজ করণের জন্যে জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপ তাঁহার নিকটে হাজির হইতে আপনার দস্তখৎকরা এক লিপির দ্বারা তলব করিতে পারেন্ এবং যে সময়ে ও যে স্থানে হাজির হইতে হইবেক তাহা ঐ তলবচিঠীতে লেখা থাকিবেক এবং যে প্রত্যেক সাক্ষী সেইমতে রীত্যনুসারে তলবচিঠী পাইয়া হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া শপথ অথবা সুকৃতি কি প্রতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষ্য দিতে অথবা জরিপ-করণিয়া কর্ম্মকারক আইনমতে যে সকল জিজ্ঞাসা করিতে পারেন্ তাহার উত্তর দিতে স্বীকার না করে সেই প্রত্যেক সাক্ষী সুপ্রিম কোর্টে কোন মোকদ্দমায় হাজির হইতে ত্রুটি করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে তদ্বিষয়ের নালিশ হইলে সুপ্রিম কোর্টে সেই ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন সাক্ষির ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকা-রকের সম্মুখে জোবানবন্দী দিতে হয় সেই সাক্ষির জোবানবন্দী শপথপূর্ব্বক লওয়া যাইবেক এবং ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারকের সেইরূপ শপথ করাওণের ক্ষমতা ইহার দ্বারা দেওয়া গেল। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল গতিকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি করণের অনুমতি হইতে পারে এইমত সকল গতিকে ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারক শপথের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি করাইবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন সাক্ষী যদি ঐ জরিপকরণিয়া কর্ম্মকারকের সম্মুখে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতিক্রমে খামখা ও জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সেই সাক্ষী খামখা ও দূষণীয় মিথ্যা শপথের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ গবর্ণমেণ্টের নিয়োগের দ্বারা কতক ও ঘরের টাক্সদেওনিয়ারদের মনোনীত করণের দ্বারা কতক কমিস্যনর সংস্থাপন করণের আইন।

যেহেতুক তৃতীয় জর্জের ৩৩ বৎসরীয় আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারার দ্বারা কোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে এবং তন্নিমিত্ত নিযুক্ত জুষ্টিস অফ দি পীস ঘরের যে টাক্স বসাইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন সেই টাক্স আদায় এবং ব্যয় করণের বিষয়ি কতক২ ক্ষমতা ঐ২ জুষ্টিস অফ দি পীসের প্রতি অর্পণ হইয়াছিল এবং কতক কর্ত্তব্য কার্য্যের ভার তাঁহারদের প্রতি দেওয়া গিয়াছিল। এবং যেহেতুক ১৮৪০ সালের ২৪ আইনের দ্বারা উক্ত ঘরের টাক্সবিষয়ি আইনের কতক ফেরফার হইয়াছিল।

এবং যেহেতুক দৃষ্ট হইতেছে যে শহর কলিকাতার মোরী ও নরদমা ও ঐ শহর নিবাসিরদের গৃহের ব্যবহারার্থ এবং ঐ নরদমা উপযুক্তরূপে পরিষ্কার করণার্থ জল অতি অপ্রচুর আছে এবং শহরের মধ্যে উপযুক্তরূপে বায়ু বহনের এবং পথ ও রাস্তা মেরামৎ ও পরিষ্কার করণের ও তাহাতে আলো দেওনের এবং প্রশস্ত রাস্তার দ্বারা গমনাগমনের সুগম করণের এবং অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ ও উঠাইয়া দেওনের এবং উক্ত শহরের দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ উপযুক্ত উপায় অত্যন্ত অপ্রচুর আছে এবং এই সকল কারণপ্রযুক্ত শহরে অত্যন্ত পীড়া ও বড় মারী হইতেছে। এবং যেহেতুক যে আইন ও বিধান এক্ষণে চলন আছে এবং ঐ২ কার্য্যের নিমিত্তে যে অর্থ নিযুক্ত আছে তাহা এইমত ভারি অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকার করণের নিতান্ত অপ্রচুর এবং যেহেতুক এই২ বিষয়ের প্রতিকার করা অত্যাবশক।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে নগরীয় কার্য্যের নিমিত্তে টাক্স অর্থাৎ করের বিষয়ি আইন সংশোধনের আইন এই নামযুক্ত ১৮৪০ সালের ২৪ আইন রদ হইল ইতি।

Digitized by Google

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ঘরের টাক্স আদায় ও ব্যয় করণের বিষয়ি উক্ত সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কার্য্য ১৮৪৮ সালের ১ জানুআরি তারিখ অবধি ও তাহার পর শহর কলিকাতার উক্ত জুষ্টিস সাহেবেরদের প্রতি আর অর্পণ থাকিবেক না এবং তাঁহারদের দ্বারা আর নির্ব্বাহ হইবেক না এবং ঐ ক্ষমতা ও কার্য্য এক বোর্ডের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং তাহাতে সাত জন কমিস্যনর থাকিবেন এবং তাঁহারদের নাম কলিকাতা শহরের উত্তমতা করণের কনিস্যনর হইবেক এবং তাঁহারদের মধ্যে তিন জন বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন আর চারি জন কলিকাতা শহরের ঘরের টাক্সদেওনিয়া ব্যক্তিরদের দ্বারা মনোনীত হইবেন অর্থাৎ পশ্চাৎ লিখিত প্রত্যেক পল্লির টাক্সদেওনিয়ারদের দ্বারা একং জন।

প্রথম অর্থাৎ উত্তর পল্লির উত্তর অংশ তাহার সীমা এই

A উত্তর। মহারাষ্ট্রীয় নরদমা।
দক্ষিণ। কটন ষ্ট্রিট ও মীরবহরের ঘাটের রাস্তা।
পূর্ব্ব। চিতপুরের রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।

B উত্তর। মহারাষ্ট্রীয় নরদমা।
দক্ষিণ। মাছুআ বাজার।
পশ্চিম। চিতপুরের রাস্তা।
পূর্ব্ব। মধ্যম রাস্তা।

C উত্তর ও পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
দক্ষিণ। মাছুআ বাজারের রাস্তা।
পশ্চিম। মধ্যম রাস্তা।

দ্বিতীয় অর্থাৎ উত্তর পল্লির দক্ষিণ অংশ। তাহার সীমা।

A উত্তর। কটন ষ্ট্রিট ও মীরবহরের ঘাটের রাস্তা।
দক্ষিণ। পোলীসঘাট ও হের ষ্ট্রিট ও লালদীঘির উত্তর দিগ ও লালবাজার।
পূর্ব্ব। চিতপুরের রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।

B উত্তর। মাছুআ বাজার।
দক্ষিণ। বহুবাজারের রাস্তা।
পূর্ব্ব। মধ্যম রাস্তা।
পশ্চিম। চিতপুরের রাস্তা।

Digitized by Google

C উত্তর। মাছুআ বাজার।
দক্ষিণ। বহুবাজারের রাস্তা।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। মধ্যম রাস্তা।

তৃতীয় অর্থাৎ দক্ষিণ পল্লির উত্তর অংশ। তাহার সীমা।

A উত্তর। পোলীসঘাট ও হের ষ্ট্রিট ও লালদীঘির উত্তর দিগ ও লাল-বাজার।
দক্ষিণ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম এস্প্লানেড রো।
পূর্ব্ব। কসাইটোলার রাস্তা।
পশ্চিম। হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা।
B উত্তর। বহুবাজারের রাস্তা।
দক্ষিণ। ধর্ম্মতলা।
পশ্চিম। কসাইটোলা।
পূর্ব্ব। মধ্যম রাস্তা।
C উত্তর। বৈঠকখানার রাস্তা।
দক্ষিণ। ধর্ম্মতলার রাস্তা।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। মধ্যম রাস্তা।

চতুর্থ অর্থাৎ দক্ষিণ পল্লির দক্ষিণ অংশ। তাহার সীমা।

A উত্তর। ধর্ম্মতলার রাস্তা।
দক্ষিণ। পার্ক ষ্ট্রিট।
পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
পশ্চিম। চৌরঙ্গীর রাস্তা।
B দক্ষিণ ও পূর্ব্ব। বাহির রাস্তা।
উত্তর। পার্ক ষ্ট্রিট।
পশ্চিম। চৌরঙ্গীর রাস্তা।

অথবা অন্য যে পল্লী বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব সময়ে ২ নিরূপণ করেন। কিন্তু ঐ টাক্সদেওনিয়ারা ঐ কমিস্যনরদিগকে মনোনীত করিতে যদি ত্রুটি করে তবে বাঙ্গলা দেশের উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন। এবং যে কমিস্যনরদিগকে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব নিযুক্ত করেন তাঁহারদের কোন

Digitized by Google

কাহার পদ কোন সময়ে শূন্য হইল উক্ত শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব সেই পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে২ মাহিয়ানা সময়ে২ বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের সম্মতিক্রমে ধার্য্য করেন্ তাহা ঐ২ কমিস্যনর একে২ পাইবেন এবং ঐ২ কমিস্যনরের প্রতি পূর্ব্ব অথবা পশ্চাৎ লিখিত যে ক্ষমতা অর্পণ হইল এবং যে কার্য্যের ভার দেওয়াগেল তাহা নির্ব্বাহ ও নিষ্পত্তি করণার্থ পাঁচ জন বৈঠক করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের ১৫৮ ধারা অথবা এই আইনক্রমে ধার্য্য ঘরের টাক্স বা করের বাকী আদায়ের নিমিত্তে ঐ২ কমিস্যনরের কোন এক জন ক্রোকী পরওয়ানা বাহির করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রত্যেক পল্লিতে উক্ত মনোনীত কমিস্যনরেরদের মনোনীত করণের সময় ও স্থান ও রীতি যে পাণ্ডুলেখ্যে ঐ শহরের টাক্স ধার্য্যহওয়া বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক এবং দখীলকার ব্যক্তিরদের অন্যূন এক শত জনের সাধারণ বৈঠকে সম্মত হয় এবং ঐ বৈঠকের পক্ষে বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব হয় ও তাঁহার দ্বারা মঞ্জুর হয় সেই পাণ্ডুলেখ্যঅনুসারে ঐ সময়প্রভৃতি নিরূপণ হইবেক। কিন্তু এইরূপ মনোনীত করণ কার্য্য প্রতিবৎসরে হইবেক ইতি।

এবং জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যদি এক মাসের মধ্যে সেইরূপ কোন সাধারণ বৈঠক না হয় অথবা ঐ বৈঠক হওনের পর যদি এক মাসের মধ্যে ঐরূপ কোন পাণ্ডুলেখ্য ঐ বৈঠকের পক্ষে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের নিকটে দরপেশ না হয় তবে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব উক্ত সকল কমিস্যনরকে আপনি নিযুক্ত করিতে পারেন্।

এবং জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ পাণ্ডুলেখ্য বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের সম্মতির নিমিত্তে তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন এবং যাবৎ ঐ সম্মতি লিখনের দ্বারা জ্ঞাপন করা না যায় তাবৎ ঐ পাণ্ডুলেখ্য বলবৎ হইবেক না ইতি।

৫ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তারিখঅবধি এবং তাহার পর এই

Digitized by Google

আইনের শেষে লেখা তফসীলের নির্দ্দিষ্ট নানাপ্রকার "কারেজ" এবং কার্ট অর্থাৎ ব্যক্তি এবং জিনিস বহনের গাড়ি এবং ঘোড়ার মালিক অথবা ব্যবহারকারিরদের উপর ঐ তফসীলের লিখিত হারানুসারে উক্ত শহরের মধ্যে কর বসাইতে ঐ২ কমিস্যনরের ক্ষমতা থাকিবেক। এবং আড়গড়ারাখণিয়া এবং অন্যান্য যে ব্যক্তিরা ভাড়ার নিমিত্তে গাড়ি ও ঘোড়া রাখে তাহারদের সঙ্গে ঐ২ কমিস্যনরের এমত বন্দোবস্ত করণের ক্ষমতা ও বিবেচনার শক্তি থাকিবেক যে উক্ত তফসীলের লিখিত হারানুসারে তাহারদের যে কর দেয় হইত তাহার পরিবর্ত্তে তাহারদের আড়গড়ার গাড়ি ও ঘোড়ার উপর বার্ষিক করের বিশেষ হারের বন্দোবস্ত করেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তফসীলের লিখিত হারানুসারে ঐ২ কর তিন২ মাস অন্তরে আদায় হইবেক। এবং যে ব্যক্তি ত্রৈমাসিক সময়ের মধ্যে ত্রিশ দিনপর্য্যন্ত উক্ত শহরের মধ্যে কোন গাড়ি বা ঘোড়ার মালিক ছিল বা তাহা ব্যবহার করিয়াছে সেই ব্যক্তি সেই সম্পূর্ণ তিন মাসের করের দায়ী হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি কোন এক ত্রৈমাসিক সময়ের মধ্যে ত্রিশ দিনপর্য্যন্ত উক্ত শহরের মধ্যে কোন গাড়ি বা ঘোড়ার মালিক ছিল না বা তাহা ব্যবহার করে নাই সেই ব্যক্তি কোন গাড়ি বা ঘোড়ার বাবৎ করের দায়ী হইবেক না। আরো জানা কর্ত্তব্য যে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন ঘোড়া বা চড়িবার কি জিনিসের গাড়ির বাবতে এই প্রকার কোন কর লওয়া যাইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ঘরের টাক্স তৃতীয় জর্জের ৩৩ বৎসরীয় আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারার এবং এই আইনের ২ ধারার হুকুমক্রমে নির্দ্দিষ্ট করা যায় তাহার সংখ্যা এত হইবেক যে এই আইনের ৫ ধারার অনুসারে কমিস্যনরের দ্বারা যে২ কর বসান যায় তাহা লইয়া এবং বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট উক্ত কমিস্যনরকে যে২ টাকা অর্পণ করেন্ তাহা লইয়া এই আইনের নিরূপিত অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করণার্থ ঐ২ কমিস্যনরের বোধে প্রচুর হয় এবং উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের ১৫৮ ধারাতে ইহার বিপরীত কিছু লেখা থাকিলেও তাহাতে হানি হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গরর্নর্ সাহেবের অনুমতি বিনা কোন স্থাবর সম্পত্তির নিরূপিত মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকার অধিক টাক্স বসান যাইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ২ কমিস্যনরের যে২ ঘরের টাক্স ও কর

Digitized by Google

বসাইতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণ এবং আদায় করণার্থ ঐং কমিস্যনর যেমত উচিত বোধ করেন্ সেই মতে এক বা ততোধিক নিরূপণকর্ত্তা এবং এক বা ততোধিক কালেক্টর নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ নিরূপণকর্ত্তা ও কালেক্টরের পদ সংযোগ করিতে পারেন্ এবং নিরূপণকর্ত্তা ও কালেক্টরেরদের প্রতি অর্পিত কার্য্যের উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণার্থ যেমত ঐং কমিস্যনরের উচিত বোধ হয় সেইমত নিয়ম করিতে পারেন্ এবং জামিন লইতে পারেন্ এবং যেং মাহিয়ানা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট ধার্য্য করিতে উচিত বোধ করেন্ সেইং মাহিয়ানা ঐ নিরূপণকর্ত্তা ও কালেক্টরেরা পাইবেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের এবং এই আইনের অনুসারে যে কোন কর বা বাটীর টাক্স বসান যায় বা ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হয় তাহার মধ্যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক বা দখীলকারেরদের নাম বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যে ভূমি সম্পত্তির উপর টাক্স বসান যায় তাহা যদি চেনা যাইতে পারে তবে প্রচুর হইবেক এবং কোন রাস্তায় নম্বরকরা বাটীর বিষয়ে হইলে যদি ঐ টাক্সদায়ি বাটী যে রাস্তায় থাকে তাহার নাম ও ঘরের নম্বর বিশেষ করিয়া লেখা থাকে তাহাতে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টক্রমে এবং এই আইনানুসারে যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির উপর টাক্স বসান যায় সেই টাক্স যদি না দেওয়া যায় তবে সেই বাটীপ্রভৃতির মালিকের জিনিস ও সম্পত্তি যেখানে থাকে ক্রোক হইতে পারে (কেবল পশ্চাৎ লিখিত লুকান জিনিস ও সম্পত্তি বর্জ্জিত থাকিল।) এবং যে বাটীপ্রভৃতির টাক্স নিরূপণ হইয়াছে তাহার মধ্যে যে সকল জিনিস ও সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা ক্রোক করণের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক বৎসরের যে টাক্স বাকী থাকে তাহার নিমিত্তে ক্রোক হইতে পারে। এবং যদি এইমত গতিকে যে ব্যক্তি ঘর ভাড়া করিয়া তাহাতে থাকে তাহার জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক হয় তবে ঐ ভাড়াটিয়ার তৎপরে যে ভাড়া দিতে হইবেক তাহাহইতে ঐ টাক্সের টাকা বাদ দিতে পারে ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যখন এইমত শোবে হয় যে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্ট এবং এই আইনানুসারে ক্রোক হওনের যোগ্য জিনিস ও সম্পত্তি কোন অন্তঃপুরের মধ্যে লুক্কায়িত আছে তখন পরওয়ানা জারী করণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক যে কমিস্যনর ঐ পরওয়ানা দিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে তদ্বিষয়ের বিশেষ

Digitized by Google

রিপোর্ট করিবেন এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টে সেই প্রকার গতিকে জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক করণার্থ যে২ নিয়ম চলন আছে সাধ্যপর্য্যন্ত তিনি তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ২ কমিস্যনর পশ্চাৎ লিখিত বিষয়ের নিমিত্তে বিধি করিতে পারেন্ এবং তাঁহারদের প্রতি বিধি করিতে ইহার দ্বারা হুকুম হইতেছে এবং যেমন আবশ্যক বোধ হয় তেমন নূতন বিধি করিতে পারেন্ অথবা পুরাতন বিধি অন্যথা কি মতান্তর করিতে পারেন্ অর্থাৎ উক্ত টাক্স নিরূপণ ও আদায় করণের সময় ও প্রকারের বিষয়ি এবং তন্নিমিত্ত যে সম্বাদের আবশ্যক হয় তাহা ব্যক্তিরদিগকে জোর করিয়া দেওয়াওনের বিষয়ি এবং তন্নিমিত্ত উক্ত বিধির দ্বারা যে কর্ত্তব্য কার্য্য কাহাকু প্রতি অর্পণ হয় তাহা না করণেতে ঐ ব্যক্তিরদের জরীমানা নিরূপণ করণের বিষয়ি এবং সেই নিমিত্তে ঐ২ কমিস্যনরের তাবে কর্ম্মকারি ব্যক্তিরদের বাধা জন্মাওনের অপরাধিরদের জরীমানা করণের বিষয়ি নিয়ম কিন্তু কোন গতিকে ঐ জরীমানা ১০০৲ টাকার অধিক হইবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ বিধিসকল বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব হইবেক এবং তিনি ঐ বিধি মঞ্জুর করিলে পর তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দরপেশ করিবেন এবং তাহা সেইখানে মঞ্জুর হইলে ঐ সকল বিধান আইনের মত বলবৎ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যাবৎ ঐ বিধান এইরূপে প্রস্তুত না হয় এবং মঞ্জুর না হয় তাবৎ কোন টাক্স আদায় হইবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির পূর্ব্বোক্ত টাক্স আদায় করিবার নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত যে ক্রোকের পরওয়ানা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই প্রকার ক্রোকী পরওয়ানার দ্বারা ঐ২ কমিস্যনর উক্ত টাক্সের বকেয়া আদায় করিতে পারেন্ এবং উক্ত নিয়মানুসারে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা আদায় করিতে পারেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত টাক্স ও কর লইয়া প্রথমে ঐ কমিস্যনরের-দের সকল মাহিয়ানা ও সিরিশ্তার খরচ এবং বাজেখরচ দেওয়া যাইবেক এবং তৎপরে তাহার সমুদয় টাকা এবং বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল

Digitized by Google

বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে যেং টাকা ঐং কমিস্যনরকে অর্পণ করিতে হুকুম দেন্ তাহা পশ্চাৎ লিখিত কার্য্যে ব্যয় হইবেক ইতি।

১। শহরের সকল স্থানেতে জল দেওনার্থ পুষ্করিণী ও জলপথ খননকরণ।

২। শহরের যেং স্থানে ঘর অতিঘন আছে সেইং স্থানে রাস্তা এবং চক প্রস্তুত করণ।

৩। অপ্রবাহ জলাশয় পূর্ণকরণ এবং বায়ুর স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের অবরোধ উঠাইয়া দেওন।

৪। পথ ও রাস্তাতে আলো দেওন ও জল দেওন।

৫। পথ ও রাস্তা এবং শহরের নরদমা পরিষ্কার করণ ও মেরামৎ করণ।

৬। এবং সামান্যতঃ শহরের উত্তমতা করণ ও শোভাকরণ।

তফসীল।

	টাকা।
দুই ঘোড়া যোতা স্প্রিঙ্গের উপরে বসান চারি চাকার গাড়ি বৎসরে ...	৩২৲
এক ঘোড়ার ঐ ঐ	৭৲
এক কি দুই ঘোড়া যোতা স্প্রিঙ্গের উপর দুই চাকার গাড়ি ...	১৬৲
কেরাচি গাড়ি ... ... / ছকড়া গাড়ি ... . / বলদ গাড়ি	৫৲
সওয়ারী বড় বা ছোট ঘোড়া	১৮৲
গাড়ি টানিবার প্রত্যেক বড় ঘোড়া	২৲
ঐ ঐ প্রত্যেক ছোট ঘোড়া কি টাট্টু	১৲
গাড়ি টানিবার কি বোঝা বহিবার প্রত্যেক বলদ	॥০

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ৬ নবেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণের সময়ে প্রকাশ না হওয়া ত্রুটির বিষয়ে আইনে যে দোষ আছে তাহা শুধরাইবার আইন।

যেহেতুক এমত বিধান আছে যে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার কিম্বা আপীলের বিষয়ে যদি এমত দৃষ্ট হয় যে তাহা নির্ব্বাহ করণেতে ত্রুটি হইয়াছিল তবে ঐ ত্রুটি হওনের পরে ঐ মোকদ্দমার কিম্বা আপীলের যে সকল কার্য্য হয় তাহা অসিদ্ধ এবং যেহেতুক এই বিধানেতে অনেক ক্লেশ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতে যে সকল মোকদ্দমা কিম্বা আপীল এক্ষণে উপস্থিত আছে কিম্বা উত্তর কালে উপস্থিত করা যায় এবং যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে কিন্তু তাহার উপর আপীল হইতে পারে সেই সকল মোকদ্দমায় ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট কোন ত্রুটি করিলে যদি অন্য পক্ষ সেই ত্রুটি না ধরিয়া মোকদ্দমার কিম্বা আপীলের কোন কার্য্য করে অথবা সেই অন্য পক্ষ সেইমত কোন কার্য্য করিলে বা না করিলে যদি সেই মোকদ্দমায় কিম্বা আপীলে আদালত ডিক্রী করিয়াছেন তবে ঐ ত্রুটি খণ্ডন হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1847 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ২৭ নবেম্বর তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

রীতিমতে নিযুক্ত না হওয়া কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা কিম্বা আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হওনপ্রযুক্ত অসিদ্ধতার যে দোষ হইয়াছে তাহা খণ্ডনের আইন।

যেহেতুক কোন২ ব্যক্তি রীতিমতে নিযুক্ত না হইয়া দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং যেহেতুক কোন২ গতিকে আদালতের দিবসভিন্ন অর্থাৎ যে২ দিবসে জিলা কিম্বা শহরের আদালত কর্ম্মের নিমিত্ত খোলা ছিল এমত দিবস-ভিন্ন অন্য২ দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইয়াছে এবং রীতিমতে নিযুক্ত না হওয়া ঐ কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা রেজিষ্টরীহওয়া কিম্বা আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে রেজিষ্টরীহওয়া কোন দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী আইনমতে সিদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন কোন জিলাতে যাঁহারা রীতিমতে রেজিষ্টরী কর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা রেজিষ্টরস্বরূপ যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন সেই২ কর্ম্ম তাঁহারা রীতিমতে সেই পদে নিযুক্ত হইলে যেরূপ আইনানুসারে সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক এবং নিত্য সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন কোন জিলাতে আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের দ্বারা কিম্বা রীতিমতে নিযুক্ত না হইয়া যাঁহারা ঐ কর্ম্মের ভার পাইয়াছেন তাঁহারদের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম

Digitized by Google

হইয়াছে সেই সকল কর্ম্ম আদালতের দিবসে করা গেলে যেমন আইনমতে সিদ্ধ হইত তেমনি সিদ্ধ হইবেক ও নিত্য সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গ্রন্থস্বত্বনামক স্বত্ব নির্ণয় ও প্রবল করণের দ্বারা ঐ দেশের মধ্যে বিদ্যার সাহায্য করণের আইন।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে২ ভাগে ইঙ্গলণ্ড দেশের "কামন লা" নামক আইন চলন হইয়াছে সেই২ ভাগে গ্রন্থস্বত্ব নামক স্বত্ব ইঙ্গলণ্ড দেশের "ঐ কামন লা" আইনের দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে।

এবং যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্যান্য ভাগে ন্যায় ও যথার্থতার নিয়মের শক্তিক্রমে ঐ স্বত্ব প্রবল করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে।

এবং যেহেতুক বিদ্যার সাহায্য করণার্থ ইহা বাঞ্ছনীয় যে ঐ স্বত্ব থাকনের বিষয়ে কিছু সন্দেহ না থাকে এবং ঐ২ দেশের প্রত্যেক ভাগে উক্ত স্বত্ব অনায়াসে প্রবল করা যাইতে পারে।

এবং যেহেতুক "গ্রন্থস্বত্বের আইন সংশোধনের আইন" এই নামবিশিষ্ট বিক্‌টোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরীয় আকৃট পার্লিমেণ্টের ৪৫ অধ্যায় যদ্যপি ব্রিটনীয় রাজ্যের সকল ভাগে বিস্তারিত আছে তথাপি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত উক্ত দেশের প্রত্যেক ভাগে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারিরদিগের ঐ স্বত্ব প্রবল করণার্থ উক্ত আকৃট পার্লিমেণ্টের দ্বারা উপযুক্ত ও প্রচুর উপায় হইয়াছে কি না এবং যে২ ব্যক্তিরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতের এলাকার অনধীন তাঁহারদের দ্বারা বা তাঁহারদের বিরুদ্ধ উক্ত স্বত্ব প্রবল করণার্থ উক্ত আকৃট পার্লিমেণ্টে কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে কি না এই২ বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে "১৮৫৪ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখপর্য্যন্ত কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করণের এবং ভারতবর্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর

Digitized by Google

রাজ্যের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম শাসন করণের আইন" এই নামবিশিষ্ট চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আকৃট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পর যে প্রত্যেক পুস্তক উক্ত দেশের মধ্যে লেখকের জীবিত সময়ে প্রকাশ হইয়াছে এমত প্রত্যেক পুস্তকে গ্রন্থস্বত্ব ঐ লেখকের যাবজ্জীবন বজায় থাকিবেক এবং তাঁহার মরণের সময়অবধি গণ্য করিয়া তৎপর সাত বৎসরপর্য্যন্ত থাকিবেক এবং ঐ স্বত্ব সেই লেখক এবং তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সাত বৎসর মিয়াদ যদি ঐ পুস্তক প্রকাশ হওনঅবধি বেয়াল্লিশ বৎসর সমাপ্ত হওনের পূর্ব্বে শেষ হয় তবে সেই গতিকে ঐ গ্রন্থস্বত্ব ঐ বেয়াল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত থাকিবেক। এবং যে প্রত্যেক পুস্তক লেখকের মরণের পর ও শেষোক্ত আকৃট পার্লিমেণ্ট জারী হওনের পর প্রকাশ হয় তাহাতে গ্রন্থস্বত্ব ঐ পুস্তক প্রথমবার প্রকাশহওনঅবধি বেয়াল্লিশ বৎসর-পর্য্যন্ত থাকিবেক এবং লেখকের যে লিপিহইতে ঐ পুস্তক প্রথমবার মুদ্রিত হয় সেই লিপির অধিকারির সম্পত্তি এবং তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং যেহেতুক সর্ব্ব সাধারণ লোকের আবশ্যক গ্রন্থ প্রকাশ হওনের পর তাহা নিবৃত্ত না হয় এতদর্থ উপায় করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যদি এইমত নালিশ করেন্ যে ঐ দেশের মধ্যে এই আইন জারীহওনের পর প্রকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী ঐ পুস্তকলেখকের মরণানন্তর তাহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতে বা প্রকাশ করণের অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং সেই অস্বীকারের দ্বারা ঐ গ্রন্থ সাধারণ লোকেরা আর পাইতে পারেন না তবে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে প্রকার এবং যে নিয়ম উচিত বোধ করেন্ সেই প্রকারে এবং সেই নিয়মের অনুসারে ঐ নালিশকারি ব্যক্তিকে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পর-ওয়ানা দিতে পারেন্ এবং ঐ পরওয়ানাক্রমে ঐ নালিশকারি ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দফ্তরে এক রেজিষ্টরী বহী রাখা যাইবেক এবং তাহার মধ্যে পুস্তকের গ্রন্থ স্বত্বের অধিকারিত্ব এবং তাহা অন্যকে দেওনের নিদর্শন এবং ঐ গ্রন্থ-স্বত্ব সম্পর্কীয় পরওয়ানা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে রেজিষ্টরী হইবেক এবং সকল উপযুক্ত সময়ে কোন ব্যক্তি ঐ রেজিষ্টরী বহীতে যে প্রত্যেক রেজিষ্টর অন্বেষণ করিতে বা দেখিতে চাহেন তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ।।০ আনা দিলে ঐ বহী দেখিতে পারিবেন এবং ঐ কর্ম্মকারকের নিকটে উপযুক্তমতে দরখাস্ত হইলে যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ২৲ টাকা দেন্ সেই ব্যক্তিকে আপনার দস্তখৎকরা ঐ বহীর রেজিষ্টরীর এক নকল

Digitized by Google

দিবেন এবং ঐরূপ দস্তখৎহওয়া নকল সকল আদালতে এবং সকল সরাসরী কার্য্যে প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইবেক এবং ঐ নকল তাহার মধ্যে লিখিত গ্রন্থস্বত্বের অধিকারিত্ব অথবা তাহা অন্যকে দেওনের কিম্বা ঐ পরওয়ানার আদৌ প্রমাণ জ্ঞান হইবেক কিন্তু অন্য প্রমাণের দ্বারা তাহা খণ্ডন হইতে পারেই তি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি যদি পূর্ব্বোক্ত রেজিষ্টরী বহীতে জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা রেজিষ্টরী করে বা করায় অথবা যে কোন কাগজ উক্ত বহীর রেজিষ্টরীর নকল নহে তাহা ঐ বহীর নকলস্বরূপ জানিয়া শুনিয়া সাক্ষ্যের ন্যায় উপস্থিত করে বা করায় সেই ব্যক্তি অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেক এবং তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারীহওনের পর প্রকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী উক্ত সেক্রেটারী সাহেবকে ২৲ টাকা দিলে ঐ পুস্তকের অনুষ্ঠান এবং তাহা প্রথমবার প্রকাশ করণের সময় এবং প্রকাশকের নাম ও নিবাস এবং উক্ত পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের কিম্বা ঐ স্বত্বের কোন অংশের অধিকারির নাম ও নিবাস এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে ঐ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে লিখিতে পারেন। এবং এইরূপ রেজিষ্টরীহওয়া প্রত্যেক অধিকারী ঐ গ্রন্থে আপনার লাভ বা আপনার লাভের কোন অংশের দান এবং যাহাকে দান করেন তাঁহার নাম ও নিবাস উক্ত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে তত্তুল্য টাকা দেওনপূর্ব্বক ঐ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে রেজিষ্টরী করণের দ্বারা তাঁহার ঐ স্বত্ব কিম্বা ঐ স্বত্বের কোন অংশ দান করিতে পারেন। এবং ঐরূপ রেজিষ্টরীহওয়া দান সকল কার্য্যের ও অভিপ্রায়ের নিমিত্তে আইনমতে প্রবল হইবেক এবং তাহার কোন ইষ্টাম্প বা মাসুল লাগিবেক না এবং ঐ দান দলীলের দ্বারা করা গেলে যেরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইত সেইরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ছলে উক্ত রেজিষ্টরী বহীতে যে কোন রেজিষ্টরী হয় তাহার দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করেন তবে সেই ব্যক্তি কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টে "মোসন" অর্থাৎ প্রস্তাবের দ্বারা এই দরখাস্ত করিতে পারেন অথবা টরম ছাড়া অন্য সময়ে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের "চেম্বরে" উপবিষ্ট কোন জজ সাহেবের নিকটে এই দরখাস্ত দিতে পারেন যে ঐ রেজিষ্টরী উঠান যায় অথবা মতান্তর হয়। এবং উক্ত আদালতে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে উক্ত জজ

Digitized by Google

সাহেবের নিকটে সেইরূপ দরখাস্ত হইলে ঐ আদালত অথবা জজ সাহেব ঐ রেজিষ্টরী উঠাইয়া দেওন বা মতান্তর করণ বা মঞ্জুর করণের বিষয়ে যেরূপ যথার্থ বোধ করেন সেইরূপ খরচা সমেত বা খরচা বিনা হুকুম করিবেন এবং উক্ত সেক্রেটারী সাহেব সেই রেজিষ্টরী উঠাইয়া দেওন অথবা মতান্তর করণের সেই হুকুম দেখিলে সেই হুকুমের বিধানমতে ঐ রেজিষ্টরী উঠাইয়া দিবেন বা মতান্তর করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যে পুস্তকে গ্রন্থস্বত্ব বর্ত্তমান আছে সেই পুস্তকের অধিকারির লিখিত অনুমতি বিনা যদি কোন ব্যক্তি বিক্রয় অথবা দেশান্তরে প্রেরণের নিমিত্তে সেই পুস্তক মুদ্রিত করেন্ বা মুদ্রিত করান্ অথবা পূর্ব্বোক্ত অনুমতি বিনা বেআইনীমতে মুদ্রিতহওয়া সেইরূপ কোন গ্রন্থ বিক্রয়ার্থে অথবা ভাড়ার নিমিত্তে আপন নিকটে রাখেন তবে সেই অপরাধী যদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতের বিশেষ সীমার মধ্যে সেইরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তবে সেই আদালতে সেই বিষয়ে বিশেষ নালিশের যোগ্য হইবেন এবং যদি সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্য কোন ভাগে সেইরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তবে যে জিলার আদালতের এলাকার মধ্যে অপরাধ হইল সেই জিলার আদালতে তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারে এবং ঐ২ আদালতে যেরূপে অন্য কোন ক্ষতির নালিশ উপস্থিত ও নির্ব্বাহ হইতে পারে সেইরূপে এই নালিশের ও নির্ব্বাহ হইবেক। এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের শেষোক্ত যে ভাগে কোন জিলার আদালত না থাকে এমত ভাগে যদি এইরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তবে উক্ত দেশের সেই ভাগে সর্ব্বাপেক্ষা যে উচ্চ আদালতের দেওয়ানীবিষয়ক কর্ত্তৃত্ব থাকে সেই আদালতে তাঁহার নামে নালিশ হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর সেইরূপ কোন পুস্তক নীলাম করণার্থ বা ভাড়া দেওনার্থ কি দেশান্তর প্রেরণার্থ মুদ্রিত করণের বিষয়ে অথবা সেইরূপে বেআইনীমতে মুদ্রিতহওয়া কোন পুস্তক বিক্রয় করণ বা প্রকাশকরণ কি বিক্রয় বা ভাড়া দেওনের উদ্যোগ করণের বিষয়ে অথবা বিক্রয় করাওণের বা প্রকাশ করাওণের অথবা বিক্রয় বা ভাড়া দেওনের উদ্যোগ করাওণের বিষয়ে কিম্বা বিক্রয় বা ভাড়ার নিমিত্তে আপন দখলে রাখণের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নামে এই আইনের বিধির অনুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা হইলে আসামী তাহার জওয়াব দেওনসময়ে ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে যে আপত্তির উপরে নির্ভর করিতে স্থির করিয়াছেন তাহার এত্তেলা লিখনের দ্বারা ফরিয়াদীকে দিবেন এবং যদি তাঁহার জওয়াবের এই ভাব হয় যে ঐ মোকদ্দমার ফরিয়াদী সেই নালিশের দ্বারা যে পুস্তকে গ্রন্থস্বত্বের

Digitized by Google

দাওয়া করেন সেই পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্রকাশক নহেন অথবা সেই পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী নহেন কি ফরিয়াদীছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সেই পুস্তকের লেখক কিম্বা আদিপ্রকাশক ছিলেন অথবা তাহাতে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী আছেন তবে আসামী যে ব্যক্তি ঐ পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্রকাশক অথবা গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী বলেন সেই ব্যক্তির নাম এবং সেই গ্রন্থের অনুষ্ঠান এবং যে সময়ে ও যে স্থানে ঐ পুস্তক প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল তাহা ঐ এত্তেলার মধ্যে বিশেষ করিয়া লিখিবেন। এবং যদি সেই মোকদ্দমার আসামী এইরূপ না করেন তবে সেই মোকদ্দমার বিচার অথবা শুননির সময়ে সেই ব্যক্তি এইমত কোন প্রমাণ দিতে পারিবেন না যে ঐ মোকদ্দমার ফরিয়াদী যে পুস্তকে পূর্ব্বোক্তমতে গ্রন্থস্বত্বের দাওয়া করেন সেই পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্রকাশক ছিলেন না কিম্বা তাহাতে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী নহেন। এবং ঐ মোকদ্দমার বিচার অথবা শুননির সময়ে আসামী উক্ত এত্তেলাতে যেং আপত্তি করিয়াছিলেন তাহা ছাড়া অন্য কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না এবং তিনি এই আপত্তি করিতে পারিবেন না যে ঐ এত্তেলার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সেই পুস্তকের লেখক কি আদিপ্রকাশক কি গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী অথবা যে বহীর অনুষ্ঠান ও প্রকাশ করণের সময় ও স্থান তাহার এত্তেলার নির্দ্দিষ্ট বহীর অনুষ্ঠান ও প্রকাশ করণের সময় ও স্থানের সঙ্গে বাস্তবিক না মিলে এমত কোন পুস্তক আপনার জওয়াব সাব্যস্ত করণার্থ প্রমাণস্বরূপ দিতে পারিবেন না ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা পূর্ব্বোক্ত কোন জিলার আদালতে বা স্থানীয় আদালতে উপস্থিত হয় তাহাতে আসামী যে আপত্তির উপর নির্ভর করিতে স্থির করিয়াছেন তাহা এবং উক্ত ৮ ধারার বিধানক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে উপস্থিত নালিশ বা মোকদ্দমায় যে সকল বিষয় আপনার এত্তেলানামাতে লিখিয়া দিতে হয় সেই সকল বিষয় আপনার জওয়াবে লিখিবেন। এবং যদি আসামী তাহা না করেন তবে উক্ত ৮ ধারামতে আপন এত্তেলানামার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোন কথা না লিখিলে যেং বিষয়ে অপারক হইতেন ঐ জওয়াবে নির্দ্দিষ্ট কোন কথা লিখিতে ত্রুটি করিলে সেইং বিষয়ে অপারক হইবেন ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন গ্রন্থপ্রকাশক অথবা অন্য ব্যক্তি উক্ত রাজ্যের মধ্যে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে বা তাহার সময়ে কিন্তু চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আকৃট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পরে যদি কোন

Digitized by Google

এনসাইক্লোপিডিয়া অথবা রিবিউ কি মাগাজিন বা কোন সাময়িক গ্রন্থ অথবা বিশেষ খণ্ড বা ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিতব্য কোন পুস্তক অথবা কোন প্রকার পুস্তক কল্পনা করিয়াছেন বা সম্পাদন করিয়াছেন কি চালাইয়াছেন অথবা ইহার পর কল্পনা কিম্বা সম্পাদন করেন্ বা চালান্ অথবা উক্ত প্রকার কোন পুস্তকের মালিক হন্ এবং তাহা রচিবার জন্যে কি তাহার মধ্যে অথবা তাহার অংশের ন্যায় প্রকাশ হওনের নিমিত্তে কোন বালম অথবা ভাগ কি এসে বা আর্টিকেল অথবা তাহার খণ্ড রচিবার জন্যে কোন ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন বা নিযুক্ত করেন্ এবং সেই গ্রন্থ বা বালম কি ভাগ বা এসে অথবা আর্টিকেল কিম্বা তাহার খণ্ড সেই বন্দোবস্তঅনুসারে এই নিয়মক্রমে রচনা হইয়াছে বা উত্তর কালে রচনা হয় যে তাহার মধ্যে গ্রন্থস্বত্ব সেই অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি সম্পাদকের থাকিবেক এবং সেই অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি সম্পাদক তাহার মূল্য দিবেন তবে ঐরূপ প্রত্যেক এনসাইক্লোপিডিয়া ও রিবিউ ও মাগাজিন ও সাময়িক গ্রন্থের এবং খণ্ড বা ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত পুস্তকের এবং সেইরূপ রচিত ও মূল্যদেওয়া প্রত্যেক বালম ও ভাগ ও এসে ও আর্টিকেল ও অংশের গ্রন্থস্বত্ব ঐ অধিকারি ও কল্পনাকারক ও প্রকাশক ও সম্পাদকের সম্পত্তি হইবেক এবং সেই ব্যক্তি ঐং গ্রন্থের রচক হইলে যেং স্বত্ব পাইতেন সেইং স্বত্ব ভোগ করিবেন এবং এই আইনের দ্বারা পুস্তকরচকদিগকে গ্রন্থস্বত্বের যে মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে সেই মিয়াদ তাঁহার থাকিবেক। কিন্তু রিবিউ ও মাগাজিন ও সেই প্রকার অন্যান্য সাময়িক গ্রন্থের অন্তঃপাতি ও তাহার মধ্যে প্রথমবার প্রকাশিত এসে ও আর্টিকেল অথবা ভাগের বিষয়ে এই হুকুম হইল যে তাহা প্রথমবার প্রকাশহওনঅবধি আটাইশ বৎসর মিয়াদের পর তাহা স্বতন্ত্ররূপ প্রকাশ করণের স্বত্ব এই আইনের নিরূপিত মিয়াদের অবশিষ্ট কালপর্য্যন্ত রচকের প্রতি পুনর্ব্বার অর্পণ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ আটাইশ বৎসর মিয়াদের মধ্যে ঐ পুস্তকের অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক কি প্রকাশক বা সম্পাদক রচক কিম্বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তির অনুমতি না পাইয়া ঐ এসে অথবা আর্টিকেল কি ভাগ আলাহিদা বা একং করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে কোন বিষয় রচনা করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়াছেন বা উত্তর কালে নিযুক্ত হন্ সেই ব্যক্তি যদি কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বন্দোবস্তের দ্বারা আপনার রচিত বিষয় আলাহিদারূপে প্রকাশ করিতে আপনার সেইরূপ অধিকার রক্ষা করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে রক্ষা করেন সেই ব্যক্তির আলাহিদারূপে তাহা প্রকাশ করিতে যে অধিকার আছে সেই অধিকার এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা মতান্তর কি লোপ হইবেক না। কিন্তু যে প্রত্যেক রচক সেইরূপ অধিকার রক্ষা করিয়াছেন বা স্বহস্তে রাখিয়াছেন বা যে রচকের সেই অধিকার থাকে সেই ব্যক্তি আলাহিদারূপে প্রকাশিত সেই রচনাতে এই আইনের বিধির অনুসারে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী হইবেন এবং সেই অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি সম্পাদকের কিছু স্বত্ব হানি হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন এনসাইক্লোপিডিয়া কি রিবিউ অথবা মাগাজিন অথবা কোন সাময়িক পুস্তকে বা খণ্ড কি ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী যদি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরের রেজিষ্টরী বহীতে ঐ এনসাইক্লোপিডিয়া অথবা রিবিউ কি সাময়িক পুস্তক অথবা খণ্ড বা ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত পুস্তকের অনুষ্ঠান এবং প্রথম বালম কি ভাগ কি নম্বর প্রথমবার প্রকাশকরণের সময় অথবা সেইরূপ যে কোন গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে এবং চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আকৃট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারীহওনের পর প্রকাশ হইয়াছে সেইরূপ কোন পুস্তকের যে প্রথম বালম অথবা নম্বর কি ভাগ এই আইন জারীহওনের পর প্রথম প্রকাশ হয় তাহা প্রকাশ করণের সময় এবং ঐ পুস্তকের মালিকের নাম ও বাসস্থান এবং ঐ গ্রন্থের প্রকাশক তাহার মালিক না হইলে সেই প্রকাশকের নাম ও নিবাস লেখেন তবে এই আইনানুসারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরে রেজিষ্টরী করণে যে সকল উপকার হয় সেই ব্যক্তি সেই সকল উপকার পাইবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সকল পুস্তকে গ্রন্থস্বত্ব আছে এবং যে স্বত্ব উক্ত রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে রেজিষ্টরী হইয়াছিল তাহার যত নকল ঐ গ্রন্থস্বত্বের রেজিষ্টরীহওয়া মালিকের লিখিত ও দস্তখৎকরা অনুমতিব্যতিরেকে বেআইনীমতে মুদ্রিত হয় সেই সকল নকল ঐ গ্রন্থস্বত্বের যে মালিক তদ্রূপে রেজিষ্টরী হইয়াছিলেন তাঁহারি সম্পত্তি হইবেক এবং ঐ রেজিষ্টরীহওয়া মালিক লিখনের দ্বারা তাহার দাওয়া করণের পর তাহার বাবৎ নালিশ করিতে পারেন এবং তাহা পাইতে পারেন অথবা তাহা আটক করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ মোকদ্দমা যদ্যপি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে হয় তবে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া মালিক যে ব্যক্তি ঐ পুস্তক আটক করেন তাঁহার নামে আটকের বিষয়ি মোকদ্দমার দ্বারা ঐ সকল পুস্তক পাইবার বিষয়ে অথবা তাহা আটক করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন এবং তাহা পাইতে পারেন অথবা ট্রোবরনামক মোকদ্দমায় আপনার ন্যায় ব্যবহার করণের ক্ষতি পাইবার জন্যে নালিশ করিতে পারেন এবং যদি সেই মোকদ্দমা জিলার আদালতের অথবা পূর্ব্ববৎ স্থানীয় কোন আদালতের এলাকার মধ্যে হয় তবে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া মালিক ঐ জিলা অথবা অন্য স্থানীয় আদালতে বিশেষ অস্থাবর সম্পত্তি পাইবার বিষয়ে বা তাহা আটক কিম্বা আপনার ন্যায় ব্যবহার

Digitized by Google

করণের ক্ষতির বিষয়ে যে প্রকার নালিশ করণের রীতি আছে সেইরূপে ঐ পুস্তকের বিষয়ে অথবা তাহা আটক কি আপনার ন্যায় ব্যবহার করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আকৃট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পর যে পুস্তক প্রথমবার প্রকাশ হয় তাহার গ্রন্থস্বত্বের মালিক যদি নালিশ বা মোকদ্দমা কি কার্য্যের আরম্ভ করণের পূর্ব্বে এই আইনের বিধির অনুসারে উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরের রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে সে গ্রন্থ রেজিষ্টরী না করিয়া থাকেন তবে ঐ গ্রন্থস্বত্বের লঙ্ঘনের বিষয়ে আইনমতে অথবা একুটি পক্ষে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা বা কোন সরাসরী কার্য্য এই আইনের বিধির অনুসারে করিতে পারিবেন না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐরূপ রেজিষ্টরী বহীতে রেজিষ্টরী করণের ত্রুটিপ্রযুক্ত কোন বহীর গ্রন্থস্বত্বের কিছু হানি হইবেক না এবং ঐ স্বত্ব উল্লঙ্ঘন করণের বিষয়ে নালিশ বা কার্য্য করণের হকের কিছু হানি হইবেক না কেবল ঐ স্বত্ব উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে এই আইনের বিধির অনুসারে নালিশ বা কার্য্য করণের অধিকার রেজিষ্টরী না করিলে থাকিবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এই আইনানুসারে কোন কার্য্যকরণের বিষয়ে বা করাওণের বিষয়ে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা আরম্ভ হয় বা করা যায় তবে আসামী বা আসামীরা সেই নালিশে "জেনরল ইসুর" জওয়াব দিতে পারেন্ এবং বিশেষ বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারেন্ এবং যদি এইমত কোন নালিশে আসামীর পক্ষে ডিক্রী হয় এবং যদি ফরিয়াদী ননসুট হন অথবা আপনার নালিশহইতে ক্ষান্ত হন তবে আসামী আপনার সম্পূর্ণ খরচা ফিরিয়া পাইতে পারেন্ এবং শেষোক্ত আদালতে কোন মোকদ্দমার আইনের দ্বারা আসামী যে প্রতিকার পাইতে পারেন সেইরূপ প্রতিকার পাইতে পারিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিরুদ্ধে যে অপরাধ হয় তাঁহার নিমিত্তে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা এবং বিল ও ইণ্ডাইটমেণ্ট ও এজহার ও অন্য ফৌজদারী কার্য্য হয় তাহা অপরাধ করণের পর বারো মাসের মধ্যে করিতে হইবেক ও নালিশ আরম্ভ করিতে হইবেক নতুবা তাহা রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওন সময়ে

Digitized by Google

বিশেষ যে কোন স্বত্ব বর্ত্তমান থাকে এবং বিশেষরূপে এই আইনের দ্বারা তাহার বিষয়ে কোন হুকুম না হইয়া থাকে সেই স্বত্ব এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা হানি বা মতান্তর হইবেক না। এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল চুক্তি বা বন্দোবস্ত কি নির্বন্ধ এবং তৎসম্পর্কীয় সকল প্রতিকার হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকিবেক এবং এই আইনের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

তফসীল।

১ নম্বর।

গ্রন্থের বা গ্রন্থস্বত্বের অধিকারিত্বের প্রথমতঃ লিখনের পাঠ।

লিখিবার সময়	পুস্তকের নাম	প্রকাশকের নাম ও প্রকাশ করণেরস্থান	গ্রন্থস্বত্বের অধিকারির নাম ও নিবাস	প্রথমবার প্রকাশ হওনের তারিখ

২ নম্বর।

পূর্ব্বে রেজিষ্টরী হওয়া পুস্তকের স্বত্বের দানকরণের নিদর্শনের পাঠ।

লিখিবার তারিখ	পুস্তকের নাম	গ্রন্থস্বত্বের দান কর্ত্তা	যাহাকে গ্রন্থস্বত্ব দান করাযায়
	পুস্তকের নাম লেখ এবং ঐ গ্রন্থস্বত্ব রেজিষ্টরীবহীর যে পৃষ্ঠায় প্রথম লেখা-গেল তাহা লেখ		

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন্ তাঁহারদিগকে কলিকাতা শহরের পারিপাট্য করণার্থ স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ধার্য্য করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

যেহেতুক শহর কলিকাতা পরিপাটী করণার্থ গবর্ণমেণ্টের নিয়োগের দ্বারা কতক এবং করদেওনিয়ারদের মনোনীত করণের দ্বারা কতক কমিস্যনর সংস্থাপন করণের এই নামবিশিষ্ট ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের দ্বারা ঐং কমিস্যনর নিযুক্ত এবং মনোনীত করণের বিধান হইয়াছিল অথবা মনোনীত করণের ক্রটি হইলে উক্ত সকল কমিস্যনরের নিযুক্ত করণের বিধান হইয়াছিল।

এবং যেহেতুক ঐং কমিস্যনরকে উক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে খরীদ করিতে এবং ধার্য্য করিতে ক্ষমতা দেওনের নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে।

এবং যেহেতুক এমত সম্ভাবনা আছে যে পরোপকারী এবং উৎসাহান্বিত ব্যক্তিরা উক্ত শহরের পারিপাট্য ও শোভা করণের সাহার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে দানপত্র অথবা উইলের দ্বারা ঐং কমিস্যনরকে স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের এবং কলিকাতানিবাসিরদের নিমিত্তে ও তাঁহারদের পক্ষে ট্রষ্টি হইবেন এবং "শহর কলিকাতার পারিপাট্য করণার্থ কমিস্যনর" এই নামে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে আইন পক্ষে এবং একুটি পক্ষে নালিশ করিবেন এবং সেই নামে তাঁহারদের বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক এবং তাঁহারদের এক সাধারণ মোহর হইবেক এবং উক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ট্রষ্টিস্বরূপ তাঁহারা ভূমি ও বাটী ও অধিকৃত বিষয় ও জিনিস ও দ্রব্য ও অন্য সম্পত্তি লইতে ও খরীদ করিতে ও ধার্য্য করিতে ক্ষমতা পাইবেন ইতি।

Digitized by Google

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যখন ঐ২ কমিস্যনরের অথবা তাঁহারদের অধিকাংশের বোধ হয় যে উক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে কোন বাটী অথবা এমারৎ কি ভূমি খরিদ করা আবশ্যক তখন ঐ২ কমিস্যনর সেই বিষয় বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে জ্ঞাত করিবেন এবং যদি তিনি তাহাতে সম্মত হন্ তবে ঐ বাটী অথবা এমারৎ কি ভূমির মালিকেরদের সঙ্গে তাহা খরীদের জন্যে কথোপকথন করিতে পারেন্ কিন্তু ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অনুমতি বিনা তাহা করিতে পারেন্ না এবং যদি ঐ মালিকেরদের সঙ্গে তাঁহারা ঐক্য হইতে না পারেন্ অথবা পশ্চাৎ লিখিত বিধিমতে যদি ঐ মালিকের ক্ষতিপূরণের টাকার সংখ্যা সালিসের দ্বারা স্থির করা না যায় তবে ঐ২ কমিস্যনর জুরি আহ্বান করিতে কলিকাতার সরিফ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন এবং ঐ সরিফ সাহেব অগৌণে ঐ বাটী এবং এমারৎ ও ভূমি এবং তৎসম্বন্ধীয় সকল বিষয় খরীদ করণার্থ তাহার মালিক বা মালিকেরদিগকে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে মূল্য দিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণার্থ পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে এক জুরি তলব করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক যে২ গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা ভূমি কিম্বা বাটী বা এমারৎ বন্দোবস্তক্রমে খরীদ করিতে পারেন্ সেই২ গতিকের বিষয়ে নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যে ভূমি কিম্বা বাটী বা এমারৎ এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক এবং এই আইনের দ্বারা লইতে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ভূমিপ্রভৃতির মালিকেরদের সঙ্গে এবং সেই ভূমি কিম্বা বাটী বা এমারতে যে২ ব্যক্তির কোন স্বত্ব অথবা লাভ থাকে তাঁহারদের সঙ্গে অথবা যে২ ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা কি অন্য কোন ক্ষমতা বা শক্তির দ্বারা ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে পারেন্ সেই২ ব্যক্তির সঙ্গে ঐ ভূমি কিম্বা বাটী অথবা এমারৎ অথবা তাহার যে অংশ তাঁহারদের উচিত বোধ হয় তাহা এবং ঐ২ ভূমিতে সকল প্রকার স্বত্ব ও লাভ চূড়ান্তরূপে খরীদ করণার্থ বন্দোবস্ত করিতে ঐ২ কমিস্যনরকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ বাটী কি এমারৎ অথবা ভূমি অথবা তাহার কোন স্বত্ব অথবা লাভ যে ব্যক্তিরদের থাকে অথবা যে ব্যক্তিরদের দখলে থাকে কি তাহাতে যে২ ব্যক্তিরদের অধিকার থাকে সেই ব্যক্তিরা ঐ২ কমিস্যনরকে তাহা বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে এবং খালাস করিতে পারেন্ এবং তন্নিমিত্তে যে সকল বন্দোবস্তের আবশ্যক হয় তাহা করিতে পারেন্ এবং বিশেষতঃ পশ্চাৎ লিখিত যে সকল বা যে কোন এক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে সেই প্রকার ভূমিপ্রভৃতির স্বত্ব বা দখল

Digitized by Google

কি অধিকার রাখেন তাঁহারদিগের তাহা বিক্রয় করিতে এবং অর্পণ করিতে কি খালাস করিতে ক্ষমতা থাকিবেক বিশেষতঃ চার্টরপ্রাপ্ত সকল সমাজ এবং মৌরুশী অথবা যাবজ্জীবন রাইয়ত অথবা যে বিবাহিতা স্ত্রী আপন হকে অথবা স্ত্রীধনের হকে কোন সম্পত্তির ধার্য্য করিতেছে তাহারা এবং সংসারাধ্যক্ষ এবং বাতুল ও উন্মাদের কমিটি এবং পরোপকারার্থ বা অন্য অভিপ্রায়ে যেং ট্রষ্টি অথবা "ফিয়ক্ষি" ট্রষ্ট-স্বরূপ কোন সম্পত্তি ধার্য্য করেন্ এবং অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এবং এই প্রকার যে ভূমি দখলে থাকে অথবা স্ত্রীধনের স্বত্বের দায়ী কি এক আয়ুঃ অথবা অনেক আয়ুঃ অথবা কতক বৎসরের নিমিত্তে বা তাহাহইতে কম সময়ের নিমিত্তে কোন পাট্টার দায়ী সেই প্রকার ভূমির খাজানা এবং প্রাপ্তি পাইবার যেং ব্যক্তির কোন মিয়াদী হক আছে সেইং ব্যক্তি। এবং পূর্ব্বোক্তমতে বিক্রয় করণের এবং হস্তান্তর করণের অথবা খালাস করণের শক্তি ঐং ব্যক্তি কেবল আপনারদের নিমিত্তে এবং তাঁহারদের উত্তরাধিকারি ও অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এবং তৎস্থলাভিষিক্তেরদের নিমিত্তে করিতে পারেন্ এমত নহে কিন্তু তাঁহারদের পর যে প্রত্যেক ব্যক্তির সেই ভূমিতে স্বত্ব হইবেক বা হইবার সম্ভাবনা আছে সেই ব্যক্তিরদের নিমিত্তে করিতে পারেন্ এবং সেই বিবাহিতা স্ত্রী ও নাবালগ ও বাতুল ও উন্মাদ অক্ষম না হইলে এই আইনের ক্ষমতা-নুসারে যেরূপে ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিতেন সেইরূপে বয়ঃপ্রাপ্তা বা অপ্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা স্ত্রী অবিবাহিতা এবং বয়ঃপ্রাপ্তার ক্ষমতানুসারে এবং নাবালগেরদের পক্ষে তাঁহারদের সংসারাধ্যক্ষ এবং বাতুল ও উন্মাদেরদের যাহার যে কমিটি তাহার পক্ষে সেই কমিটি ভূমি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন্ এবং যাঁহারদের নিমিত্তে ট্রষ্ট হইতেছে তাঁহারা নাবালগ হইলে বা অজাতসন্তান হইলে বা বাতুল কি বিবাহিতা স্ত্রী বা অন্য ব্যক্তি হইলে এবং অপারক না হইলে এই আইনের ক্ষমতানুসারে যেং কর্ম্ম করিতে পারিতেন সেইং কর্ম্ম তাঁহারদের ট্রষ্টি ও একসেকিটর এবং আডমিনিষ্ট্রেটর করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির কোন প্রকার অক্ষমতা বা অপারকতা থাকে এবং কেবল এই আইনের বিধানানুসারে ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিবার শক্তি আছে সেই ব্যক্তির স্থানে খরীদ করা অথবা লওয়া কোন ভূমি কি বাটী বা এমারতের বাবতে খরীদের যে টাকা বা মূল্য কি ক্ষতি পুরণ দিতে হইবেক তাহা এবং ঐ প্রকার কোন ভূমির কি বাটীর বা এমারতের যে কোন চিরস্থায়ি ক্ষতি বা নোকসান হইয়াছে তাহা পুরণার্থ যে টাকা দিতে হইবেক তাহা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে তলবহওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা প্রত্যেক গতিকে ধার্য্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে যে ভূমি বা

Digitized by Google

বাটী কি এমারৎ খরীদ করিতে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ভূমিপ্রভৃতিতে যে কোন ব্যক্তির রাইয়তী স্বত্ব বা মালিকী স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের সঙ্গে সেই ভূমির বার্ষিক ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা তাহার কোন অংশ উক্ত কমিস্যনরেরদের নিকটে বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে পারেন্। কিন্তু এমত গতিকছাড়া ঐ প্রকার ভূমি বা বাটী কি এমারৎ খরীদের নিমিত্তে অথবা তাহাতে যে ক্ষতি হইয়াছে তন্নিমিত্তে যাহা দিতে হইবেক তাহা একেবারে মোট টাকায় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের খরীদকরা ভূমি বা বাটী কি এমারৎ হস্তান্তর করণের সময়ে যে বার্ষিক ভাড়া ধার্য্য হয় তাহা যে কর আদায় ও উসুল করিতে এই আইনে পশ্চাতে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই করের শিরে পড়িবেক এবং সেই ভাড়া দিবার সময় হইলে উক্ত কমিস্যনরেরা তাহা দিবেন এবং যদি কোন সময়ে ঐ ভাড়া দেয় হইলে এবং তাহার বিষয়ে লিখিত দাওয়া হইলে পর তাহা ত্রিশ দিবসের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে ঐ ভাড়াপাওনিয়া ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে উক্ত কমিস্যনরেরদের নামে ঐ পাওনা টাকার বাবতে নালিশ করিয়া তাহা খরচা সমেত আদায় করিতে পারিবেন ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা ঐ কমিস্যনরেরা যে ভূমি বা বাটী কি এমারৎ খরীদ করিতে বা লইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন সেই ভূমিপ্রভৃতি খরীদ করিতে বা লইতে তাঁহারদের আবশ্যক হইলে তাঁহারা ঐ ভূমিতে যে সকল ব্যক্তির লাভ আছে তাঁহারদিগকে অথবা যে২ ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা ঐ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় এবং হস্তান্তর কি খালাস করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন তাঁহারদিগকে অথবা ঐ ব্যক্তিরদের মধ্যে যাঁহারা যথোচিত অনুসন্ধানের পর উক্ত কমিস্যনরেরদের জ্ঞাতসার হন্ তাঁহারদিগকে এক এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলার দ্বারা সেই২ ব্যক্তির স্থানে সেই ভূমিতে তাঁহারদের যে সত্ব ও লাভ থাকে তাহার এবং সেই ভূমির সম্পর্কে তাঁহারা যে দাওয়া রাখেন তাহার বিবরণ তলব করিবেন এবং যে ভূমির আবশ্যক থাকে তাহার সকল বেওরা সেই এত্তেলাতে থাকিবেক এবং তাহাতে এই লেখা থাকিবেক যে ঐ ভূমিপ্রভৃতি খরীদ করিবার নিমিত্তে এবং সরকারী এমারৎ স্থাপনে যে সকল ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় তাহা পূর্ণ করিয়া দেওনার্থ বন্দোবস্ত করিতে ঐ২ কমিস্যনর ইচ্ছুক আছেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ প্রকার ভূমি বা বাটী কি এমারতে যে ব্যক্তির

Digitized by Google

লাভ থাকে অথবা যে ব্যক্তি তাহা বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখেন সেই ব্যক্তিরদের উপর উক্ত কমিস্যনরেরদের যে সকল এত্তেলা জারী করিতে হয় তাহা হয় সেইং ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবেক নতুবা তাঁহারা শেষে যে স্থানে সামান্যতঃ বাস করিতেন তাহা উত্তম অনুসন্ধানের পর জানা যাইতে পারিলে সেই স্থানে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক এবং যদি সেই প্রকার কোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে না থাকেন অথবা বিলক্ষণ অনুসন্ধানের পর তাঁহার খোজ না পাওয়া যায় তবে সেই এত্তেলা ঐ ভূমির দখীলকারের হাতে দেওয়া যাইবেক অথবা যদি সেই প্রকার কোন দখীলকার না থাকেন তবে সেই ভূমিতে দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইতে হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি কোন ক্ষতিপুরণের বিষয়ে দাওয়া করেন সেই ব্যক্তি যদি তাহা সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে চাহেন এবং কমিস্যনরেরা পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে ঐ ভূমির বিষয়ে জুরি তলব করিতে সরিফ সাহেবকে আপনারদের পরওয়ানা দিবার পুর্ব্বে যদি লিখনের দ্বারা আপনার সেই ইচ্ছার এত্তেলা ঐ কমিস্যনরদিগকে দেন এবং যদি সেই এত্তেলার মধ্যে যে ভূমির বাবতে ঐ ব্যক্তি ক্ষতিপুরণের দাওয়া করেন সেই ভূমিতে তাঁহার যেং প্রকার লাভ থাকে তাহা এবং ক্ষতিপুরণের টাকার সংখ্যা লেখা থাকে তবে সেই বিষয় সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্তু ক্ষতিপুরণের দাওয়াকরণিয়া ব্যক্তি যদি পুর্ব্বোক্তমতে ঐ ক্ষতিপুরণের বিষয় সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে পুর্ব্বোক্তমতে আপনার ইচ্ছা না জানান অথবা সেই বিষয় সালিসীতে অর্পণ হইলে যদি সালিসেরা অথবা মধ্যস্থ ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে তাহারদের বা তাহার ফয়সলা দাখিল না করেন অথবা যদি কোন চূড়ান্ত ফয়সলা না করেন্ তবে ঐ ক্ষতিপুরণের বিষয় পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে জুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে বিরোধি ক্ষতিপুরণের বিষয় সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে এই আইনক্রমে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এইমত কোন বিষয় উত্থিত হইলে যদি উভয় পক্ষ ব্যক্তি এক জন সালিসকে নিযুক্ত করণের বিষয়ে ঐক্য না হন্ তবে একং পক্ষ ব্যক্তি অপর পক্ষের প্রার্থনাক্রমে একং জন সালিস মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন এবং সেই বিরোধ ঐ দুই সালিসের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরদের পক্ষে সালিস নিযুক্ত করিতে হইলে উক্ত কমিস্যনরেরদের দুই জনের অথবা উক্ত দুই কমিস্যনরের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুহুরীরের দস্তখৎক্রমে নিযুক্ত হইবেন। এবং অন্য পক্ষের দ্বারা সালিস নিযুক্ত হইলে সেই ব্যক্তির দস্তখৎক্রমে তিনি নিযুক্ত হইবেন অথবা যদি সেই ব্যক্তিরা চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ হন তবে ঐ সমাজের সাধারণ মোহরক্রমে সালিস নিযুক্ত হইবেন। এবং ঐ নিয়োগপত্র

Digitized by Google

ঐ সালিস বা সালিসদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং যে ব্যক্তি সেই নিয়োগপত্রে দস্তখৎ করেন তিনি ঐ সালিস মানন স্বীকার করিয়াছেন ইহা ঐ পত্রের দ্বারা জ্ঞান হইবেক। এবং এইরূপে নিযুক্ত হইলে কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি বিনা ঐ সালিস রহিত করিতে পারিবেন না এবং উভয় পক্ষের কোন এক জন মরিলেও সালিস রহিত হইবেক না। এবং এমত বিরোধ উত্থিত হইলে পর এবং যে বিষয় সালিসীতে অর্পণ হওনের মানস আছে তাহার বেওরাযুক্ত এক লিপির দ্বারা এক পক্ষের ব্যক্তি অন্য পক্ষের উপর সালিস নিযুক্ত করণের দাওয়া জারী করিলে যদি শেষোক্ত ব্যক্তি দাওয়া জারী হইলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে সালিস নিযুক্ত না করেন্ তবে সেই ত্রুটি হইলে পর যে ব্যক্তি সালিসের দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং আপনার নিমিত্তে এক সালিস নিযুক্ত করিয়াছেন সেই ব্যক্তি সেই সালিসকে উভয় পক্ষের তরফে কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং সেই সালিস তৎপরে বিরোধি বিষয় শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং এইরূপ হইলে ঐ এক জন সালিসের নিষ্পত্তি অথবা ফয়সলা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ অর্পিত বিষয় নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে যদি উভয় পক্ষের এক জনের নিযুক্ত সালিস মরেন অথবা কার্য্যাক্ষম হন্ তবে যে ব্যক্তি ঐ সালিসকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি তাঁহার এওজে অন্য কোন ব্যক্তিকে লিখনের দ্বারা মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং অপর পক্ষ তন্নিমিত্তে লিখনের দ্বারা তাঁহাকে যে এত্তেলা দেন্ তাহার পর যদি সাত দিনপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি সালিস নিযুক্ত না করেন্ তবে ঐ অবশিষ্ট অর্থাৎ অপর পক্ষের সালিস বিরোধি বিষয় শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং যে প্রত্যেক সালিস পূর্ব্বোক্তমতে অন্যের এওজে নিযুক্ত হন্ সাবেক সালিসের মরণ অথবা অক্ষম হওনের সময়ে তাঁহার যে শক্তি ও ক্ষমতা ছিল তিনি সেই শক্তি ও ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে একের অধিক সালিস নিযুক্ত হন্ সেই স্থলে ঐ সালিসেরা অর্পিত বিষয়ের বিচার আরম্ভ করণের পূর্ব্বে লিখনের দ্বারা আপনারদের দস্তখৎক্রমে এক জন মধ্যস্থ মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন এবং যেং বিষয়ে তাঁহারদের ঐক্য না হইতে পারে অথবা যেং বিষয় এই আইনের বিধানানুসারে ঐ মধ্যস্থের প্রতি অর্পণ হয় সেইং বিষয় তিনি নিষ্পত্তি করিবেন এবং যদি ঐ মধ্যস্থ মরেন অথবা কর্ম্মাক্ষম হন্ তবে তাঁহার সেই মরণ অথবা অক্ষমতার পর তাঁহারা অগৌণে আর এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ মধ্যস্থের প্রতি অর্পিত সকল বিষয়েতে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

Digitized by Google

১৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত উভয়ের কোন এক গতিকে যদি ঐ সালিসেরা এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে অস্বীকার করেন্ অথবা ঐ সালিসসম্পর্কীয় কোন পক্ষের দাওয়ার পর সাত দিনের মধ্যে যদি তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে ত্রুটি করেন তবে শহর কলিকাতার কোন দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সালিসের সম্পর্কীয় উভয় পক্ষের কোন এক জনের দরখাস্তক্রমে এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবেন এবং যেং বিষয়ে সালিসেরদের ঐক্য না হয় সেইং বিষয়ে অথবা ঐ মধ্যস্থের নিকটে এই আইনক্রমে যেং বিষয় অর্পণ হয় সেইং বিষয়ে ঐ মধ্যস্থের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্টমতে যদি কেবল এক জন সালিস নিযুক্ত হন এবং তিনি আপনার ফয়সলা করণের পূর্ব্বে মরেন্ অথবা অক্ষম হন্ তবে ঐ সালিস নিযুক্ত না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাঁহার প্রতি অর্পিত বিষয় এই আইনের নিয়মানুসারে নিযুক্ত সালিসেরদের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে একের অধিক সালিস নিযুক্ত হইলে যদি সালিসেরদের মধ্যে কোন এক জন কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন্ অথবা নিযুক্ত হওনের পর সাত দিনপর্য্যন্ত কার্য্য করিতে ত্রুটি করেন তবে অপর সালিস বিরোধি বিষয় শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ এবং ঐ অপর সালিস উভয় পক্ষের দ্বারা একই সালিসরূপে নিযুক্ত হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাঁহার নিষ্পত্তি প্রবল হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে একের অধিক সালিস নিযুক্ত হইলে যদি তাঁহারদের মধ্যে কেহ পূর্ব্বোক্তমতে কার্য্য করিতে অস্বীকৃত না হন্ অথবা ত্রুটি না করেন্ তথাপি ঐ সালিসেরদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার নিযুক্ত হওনের পর যদি একুশ দিনপর্য্যন্ত ঐ সালিসেরা আপনারদের ফয়সলা না করেন্ অথবা ঐ উভয় সালিস আপনারদের দস্তখৎক্রমে ফয়সলার নিমিত্তে যদি অধিক মিয়াদ নিরূপণ করেন আর সেই অধিক মিয়াদের মধ্যে যদি তাঁহারা ফয়সলা না করেন্ তবে তাঁহারদের প্রতি অর্পিত বিষয় পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত মধ্যস্থের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সালিসেরা অথবা তাঁহারদের মধ্যস্থ উভয়

Digitized by Google

পক্ষের কোন এক জনের দখলে অথবা অধীনে থাকা যে কোন দলীলদস্তাবেজ বিরোধি বিষয় নিষ্পত্তি করণার্থ আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা ঐ২ সালিস বা ঐ মধ্যস্থ তলব করিতে পারেন্ এবং উভয় পক্ষ ব্যক্তির অথবা তাঁহারদের সাক্ষিরদের শপথ বা প্রতিজ্ঞাক্রমে জোবানবন্দী লইতে পারেন্ এবং তন্নিমিত্তে যে শপথ বা প্রতিজ্ঞার আবশ্যক হয় তাহা করাইতে পারেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ প্রকার পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত কোন সালিস বা মধ্যস্থ তাঁহার প্রতি অর্পিত বিষয় বিবেচনা করণের পূর্ব্বে কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে পশ্চাৎ লিখিত প্রতিজ্ঞা করিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।

আমি অমুক ধর্ম্মতঃ এবং সরলতাপূর্ব্বক জানাইতেছি যে ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের বিধির অনুসারে আমার প্রতি অর্পিত বিষয় আমার বুদ্ধি ও সাধ্যপর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ও যথার্থরূপে শুনিব ও নিষ্পত্তি করিব।

শ্রী অমুক।

আমার সম্মুখে করা গেল
ও দস্তখৎ হইল। শ্রী অমুক

এবং ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র ঐ ফয়সলার শেষে সংযুক্ত হইবেক এবং যদি কোন সালিস অথবা মধ্যস্থ ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করণের পর জানিয়া শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করেন্ তবে তিনি অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেন।

২০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ সালিসীর সকল খরচা এবং তৎসম্পর্কে যে ব্যয় হয় তাহা ঐ সালিসেরা স্থির করিবেন এবং উক্ত কমিস্যনরেরা তাহা দিবেন। কিন্তু ঐ কমিস্যনরেরা যে টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যদি সালিসেরা তত্তুল্য টাকা অথবা তাহাহইতে কম টাকা ধার্য্য করেন্ তবে ঐ সালিসীসম্পর্কীয় উভয় পক্ষ আপন২ খরচা দিবেন এবং ঐ সালিসেরদের খরচা উভয় পক্ষ সমান অংশে দিবেন ইতি।

২১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ সালিসেরা অথবা বিষয়বিশেষে ঐ মধ্যস্থ আপনারদের ফয়সলা লিখিয়া ঐ কমিস্যনরেরদের নিকটে দাখিল করিবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা তাহা নিজে রাখিবেন এবং সালিসের অন্য পক্ষ ব্যক্তি তাহার এক নকল পাইবার নিমিত্তে তাঁহাদের মুহুরীরের দফ্তরে দরখাস্ত করিলে তাঁহারা আপনারদের নিজ খরচে তাহা তাঁহাকে দিবেন এবং সকল উপযুক্ত সময়ে তাঁহারদের

Digitized by Google

নিকটে দরখাস্ত হইলে তাঁহারা সেই ফয়সলা দেখাইবেন এবং সেই ব্যক্তিকে অথবা তিনি সেই নিমিত্ত যাঁহাকে নিযুক্ত করেন্ তাঁহাকে আপনারদের মুহুরীরের দফ্তরে ঐ ফয়সলা দেখিতে অথবা মোকাবিলা করিতে অনুমতি দিবেন ইতি।

২২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে ঐ সালিসী মাননের স্বীকার ঐ সালিসীসম্পর্কীয় উভয় পক্ষের কোন এক জন বা অন্য ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের বিধানের ন্যায় ধার্য্য হইতে পারে এবং ঐ উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরদের মধ্যে কোন জন বা কোন এক জন অন্য প্রকারে ঐ আদালতের এলাকার অধীন না থাকিলেও উক্ত আদালত আবশ্যক হইলে সকল ব্যক্তিকে ঐ সালিসের ফয়সলা মানিতে নিয়ম কি হুকুম অথবা ডিক্রী করিতে পারেন ইতি।

২৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে সালিসীতে অর্পণ-হওয়া কোন বিষয়ে যে ফয়সলা হয় তাহা নিয়ম বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অথবা দাঁড়ার বিষয়ে চুক আছে বলিয়া অন্যথা করা যাইবেক না ইতি।

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রত্যেক গতিকে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে যে সম্পত্তি ঐ কমিস্যনরেরা খরীদ করিতে মানস অথবা ইচ্ছা করেন সেই সম্পত্তির মালিক কি মালিকেরদের এবং ঐ২ কমিস্যনরের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে যদি কোন বিবাদ অথবা অনৈক্য হয় এবং যদি উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষ ঐ বিবাদ বা অনৈক্য সালিসীর দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে স্বীকার না করেন তবে ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের কোন এক জনের দ্বারা দস্তখৎহওয়া এবং তাঁহার-দের সাধারণ মোহরকরা এক লিখিত ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা কলিকাতার সরিফ সাহেবের উপর জারী করিবেন এবং তাহাতে ঐ বিবাদ অথবা অনৈক্য নিষ্পত্তি করণের নিমিত্তে জুরি তলব করিতে ঐ সরিফের প্রতি হুকুম হইবেক। এবং যদি বিরোধি বিষয়ে ঐ সরিফ সাহেবের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তবে ঐ ওয়ারণ্ট কলিকাতার করণর সাহেবের নামে লেখা যাইবেক এবং তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক এবং যদি ঐ সরিফ সাহেব এবং ঐ করণর সাহেব এই উভয়ের সেই বিষয়ে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তবে যে ব্যক্তি কলিকাতার সরিফী কর্ম্মে শেষে নিযুক্ত ছিলেন এবং বিবাদি বিষয়ে তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই এবং ওয়ারণ্ট বাহির হওনসময়ে কলিকাতানিবাসী থাকেন তাঁহার নামে ঐ ওয়ারণ্ট বাহির হইবেক এবং তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইবেক। এবং ঐ সরিফ সাহেব অথবা করণর কি অপদস্থ সরিফ উচিত বোধ করিলে এক জন নায়েব অথবা সহকারী নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

Digitized by Google

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জুরির নিকটে বিবাদ অর্পণ করণের বিষয়ে এই আইনের যেং স্থানে "সরিফ" এই কথার ব্যবহার আছে সেই স্থানের সকল নিয়ম প্রত্যেক করণর সাহেব অথবা অন্য যে ব্যক্তি আইনমতে সরিফের এওজে কর্ম্ম করেন তাঁহার বিষয়ে খাটিবেক। এবং যে প্রত্যেক গতিকে পূর্ব্বোক্ত ওয়ারণ্ট কলিকাতার ঐ সরিফছাড়া অন্য ব্যক্তির নামে দেওয়া যায় সেই গতিকে ঐ সরিফ সাহেব ঐ ওয়ারণ্ট দেওনের বিষয়ে এত্তেলা পাইলে এবং তাঁহার নিকটে দরখাস্ত হইলে যে ব্যক্তির নামে ঐ ওয়ারণ্ট বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে অথবা তিনি তাহা লইবার জন্যে যে উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করেন তাঁহাকে জুরির বহী এবং শহর কলিকাতার বিশেষ জুরির তালিকার ফর্দ্দ দিবেন ইতি।

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সরিফ সাহেব পূর্ব্বোক্ত ওয়ারণ্ট পাইলে যে ব্যক্তিরা উক্ত শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে সাধারণ জুরির কর্ম্ম করণের যোগ্য তাঁহারদের মধ্যহইতে বিবাদি বিষয়ে অলিপ্ত দশ জনকে জুরি হওনার্থ তলব করিবেন এবং তন্নিমিত্তে যে উপযুক্ত সময় ও স্থান তিনি নির্দ্দিষ্ট করেন সেই সময়ে ও স্থানে তাঁহারা একত্র হইবেন কিন্তু আবশ্যক যে সেই সময় ঐ ওয়ারণ্ট পাইবার পর চৌদ্দ দিনের কম ও একুশ দিনের অধিক না হয় এবং সেই স্থান যে ভূমি বা বাটী কি এমারতের বিষয়ে এবং সম্পর্কে ঐ অনৈক্য অথবা বিরোধ হইয়াছে সেই স্থানহইতে দুই মাইলের অধিক না হয়। কিন্তু তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের সম্মতিক্রমে অন্য কোন সময় ও অন্য স্থান নিরূপণ এবং স্থির হইতে পারে। এবং ঐ সরিফ সাহেব যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার সম্বাদ ঐ কমিস্যনরদিগকে তৎক্ষণাৎ দিবেন ইতি।

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত সমনক্রমে যে সকল জুরি ব্যক্তি উপস্থিত হন্ তাঁহারদের মধ্যে ঐ সরিফ সাহেব যত জন ও যে প্রকারে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম ও হুকুমানুসারে ঐ আদালতে অপরাধের বিচার করণার্থ জুরি মনোনীত হন সেইরূপে ঐ সরিফ সাহেব পাঁচ জনকে জুরির ন্যায় নিরূপণ করিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত সমনক্রমে যদি সেইরূপে তলবহওয়া জুরিরদের প্রচুরসংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত না হন তবে ঐ সরিফ সাহেব জুরির পাঁচ ব্যক্তির সংখ্যা পূর্ণ করণার্থ সেই স্থানে উপস্থিতথাকা ব্যক্তিরদের অথবা অন্য যে ব্যক্তিরদিগকে শীঘ্র আনা যাইতে পারে এইমত যোগ্য এবং সেই বিবাদি বিষয়ে অলিপ্ত ব্যক্তিরদিগকে জুরির মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতে অন্য যে ব্যক্তিরদের লাভ নোকসান থাকে তাঁহারা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রীতি ও ব্যবহারানুসারে উক্ত

Digitized by Google

জুরিরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন কিন্তু ঐ কমিস্যনরেরা অথবা সেই বিষয়ে অন্য যে ব্যক্তির লাভ নোকসান থাকে তাঁহারা ঐ সমুদয় জুরির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন না ইতি।

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত প্রত্যেক সুরতহালে উক্ত সরিফ সাহেব সভাপতি হইবেন এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উক্ত কমিস্যনরেরদের স্থানে ক্ষতি-পুরণের দাওয়া করেন তাঁহারা ফরিয়াদী বা ফরিয়াদীসকলের ন্যায় জ্ঞান হইবেন এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ওএষ্টমিনষ্টর শহরের আদালতে আইনসম্পর্কীয় নালিশের বিচারে ফরিয়াদীর যে সকল হক ও ক্ষমতা আছে এই সুরতহালে ফরিয়াদির সেই সকল হক ও ক্ষমতা থাকিবেক এবং যদি ঐ কমিস্যনরেরা অথবা ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতের লাভনোকসানযুক্ত কোন ব্যক্তি লিখনের দ্বারা ঐ সরিফ সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করেন তবে বিরোধি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির সাক্ষিস্বরূপ জোবানবন্দী লইতে ঐ কমিস্যনরেরা অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঐ ক্ষতিবৃদ্ধিযুক্ত কোন ব্যক্তি উচিত বোধ করেন তাঁহাকে সরিফ সাহেব তলব করিবেন এবং সেইরূপ প্রার্থনাক্রমে যেরূপ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ওএষ্টমিনষ্টর শহরের আদালতে আইনের পক্ষে নালি-শের বিচারের সময়ে সরেজমীনে দর্শন হইতে পারে সেইরূপে ঐ সরিফ সাহেব ঐ জুরিরদিগকে বিরোধি স্থান অথবা বিষয়ের সরেজমীনে দর্শন করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।

২৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত কোন মোকদ্দমার অথবা তদারকের সম্পর্কে পূর্ব্ব লিখিত কোন বিষয়ে উক্ত সরিফ সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য সেই বিষয়ে যদি তিনি ত্রুটি করেন্ তবে সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তিনি ৫০০) টাকা জরীমানা দিবেন এবং ঐ জরীমানার টাকা উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত সুপ্রিম কোর্টে কর্জের নালিশ অথবা সেই বিশেষবিষয়ে নালিশক্রমে আদায় করিবেন। এবং এই আইনক্রমে সাধারণ অথবা বিশেষ জুরিতে যে কোন ব্যক্তির তলব কিম্বা নিযুক্ত হন্ সেই ব্যক্তি যদি উপস্থিত না হন্ অথবা উপস্থিত হইলে যদি সরিফ সাহেব আইনক্রমে যে শপথ কি সুকৃতি করাইতে পারেন্ তাহা করিতে অস্বীকৃত হন্ অথবা অন্য প্রকারে জানিয়া শুনিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি করেন্ তবে সেই কসুর অথবা ত্রুটির বিষয়ে উক্ত সরিফ সাহেবের হৃদোধজনক যুক্তিসিদ্ধ কারণ না দর্শাইলে সেই ব্যক্তির ১০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং সরিফ সাহেব অথবা জুরির অন্তঃ-পাতি ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে যে জরীমানা দেন্ তাহা সেই টাকার সংখ্যাপর্য্যন্ত ঐ তদারকের খরচাতে অর্পণ হইবেক এবং ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে যে জরীমানার হুকুম হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত এইরূপ প্রত্যেক জুরি ব্যক্তির উক্ত সুপ্রিম কোর্টের

Digitized by Google

মোকদ্দমার বিচার করণার্থ তলব হইলে যে নিয়মের অধীন ও যে দণ্ড ও গুনাহগারীর যোগ্য হইতেন সর্ব্বতোভাবে সেই নিয়মের অধীন হইবেন ও সেই দণ্ড এবং গুনাহগারীর যোগ্য হইবেন ইতি।

৩০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইরূপ কোন তদারকে সাক্ষ্য দেওনার্থ কোন ব্যক্তির রীতিমতে তলব হইলে এবং তাহাকে তাহার ওয়াজিবী খরচ দেওয়ার প্রস্তাব হইলে সেই সাক্ষী যদি উপযুক্ত কারণবিনা সমনে নির্দ্দিষ্ট সময় ও স্থানে হাজির হইতে ত্রুটি করে অথবা যদি কোন ব্যক্তি সমন হইলে কি না হইলে এমত কোন তদারকে সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হয় এবং বিরোধি বিষয়ে শপথ অথবা সুকৃতিপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিতে স্বীকার না করে তবে সেই অস্বীকারের দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় তাঁহাকে ঐ অপরাধি ব্যক্তি ১০০৲ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক। এবং বিরোধি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি শপথ কিম্বা সুকৃতিপূর্ব্বক জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া এমত কিছু মিথ্যা কহে যে কোন আদালতে উপস্থিত থাকা সেইপ্রকার বিরোধি বিষয়ে সেইরূপ মিথ্যা এজহার দিলে তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা শপথের অপরাধ হইত তবে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা শপথের অপরাধী হইবেক ইতি।

৩১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ভূমি বা বাটী কিম্বা এমারতের বিষয়ে উক্ত সরিক সাহেব তদারকের নিরূপণ করিয়াছেন সেই ভূমিপ্রভৃতিতে যে সকল ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি আছে তাঁহারদিগকে ঐ কমিস্যনরেরা ঐ তদারকের সময় ও স্থানের এত্তেলা তাহার অন্যূন দশ দিবশ থাকিতে দিবেন। এবং উক্ত এত্তেলা লিখনের দ্বারা দেওয়া যাইবেক এবং তাহা উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের উপর জারী হইবেক অথবা উক্ত শহরে তাহার যে শেষ বাসস্থান জ্ঞাত হওয়া যায় সেই স্থানে ঐ এত্তেলা দেওয়া যাইবেক অথবা যদি তাহার এইরূপ কোন বাসস্থান না থাকে তবে এমত প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে ঐ এত্তেলা ঐ শহরের মধ্যে প্রকাশিত এক বা ততোধিক সম্বাদপত্রে দুইবার প্রকাশ হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করেন্ সেই ব্যক্তি যদি স্বয়ং সেই তদারকেতে উপস্থিত না হন্ অথবা কোন উকীল কি মোক্তার নিযুক্ত না করেন্ তবে ঐ অবর্ত্তমান ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের দাওয়ার সম্পর্কে ঐ তদারক নির্ব্বাহ হইবেক না। কিন্তু ঐ অবর্ত্তমান ব্যক্তিকে যে ক্ষতিপূরণের টাকা উক্ত কমিস্যনরদিগের দিতে হয় তাহা শহর কলিকাতার কোন দুই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের

Digitized by Google

মনোনীত ও নিযুক্ত সরবেয়রের দ্বারা ধার্য্য ও নিরূপণ হইবেক। এবং সেই ভূমি-প্রভৃতির বাবতে ঐ ক্ষতিপূরণের বিষয়ে অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা লিপ্ত থাকেন এবং উপস্থিত হন তাঁহারদের ক্ষতিপূরণের দাওয়ার সম্পর্কে সরিফ সাহেবের সম্মুখে তৎস্থানে ও সময়ে যে তদারক হইতেছে সেই তদারকের বিঘ্ন তৎপ্রযুক্ত হইবেক না ইতি।

৩৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ক্ষতিপূরণ অথবা নোকসানের বিষয়ে কোন জুরিরদের ফয়সলা করিতে হয় সেই ক্ষতিপূরণ কি নোকসানের বিষয়ে তদারক ও ধার্য্য করিবার নিমিত্তে তাঁহারদের পূর্ব্বোক্তপ্রকার তদারককরণের পূর্ব্বে তাঁহারা সেই ক্ষতিপূরণ বা নোকসানের বিষয়ে যথার্থমতে এবং বিশ্বস্তরূপে তদারক ও ধার্য্য করিতে শপথ করিবেন অথবা শপথ করণের বিষয়ে তাঁহারদের কোন আপত্তি থাকিলে তাঁহারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিবেন এবং সেই শপথ ও সুকৃতি সরিফ সাহেব করাইবেন এবং যে সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য দেওনার্থ তলব হয় তাহারদিগকেও ঐ শপথ ও সুকৃতি করাইবেন ইতি।

৩৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদ করিবার যোগ্য কোন ভূমি কি বাটী অথবা এমারতের মূল্যের বিষয়ে এবং তাহার সঙ্গে ধার্য্যহওয়া কোন ভূমি কি বাটী অথবা এমারতে যে অপচয় হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার দাওয়াহওয়া ক্ষতিপূরণের বিষয়ে যদি উক্ত প্রকার তদারক হয় তবে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ক্ষতি-পূরণের বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন অথবা যে ব্যক্তি এই আইনের বিধিক্রমে সেই ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন্ সেই ব্যক্তির যে ভূমি বা বাটী কি এমারৎ উক্ত কমিস্যনরেরদের আবশ্যক হয় তাহার খরীদের বা তাহার কোন লাভের খরীদের যে টাকা দিতে হইবেক তাহার বিষয়ে জুরিরা এক স্বতন্ত্র ফয়সলা করিবেন এবং ঐ ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের অন্য ভূমি বা বাটী কি এমারৎহইতে ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারৎ স্বতন্ত্র করণপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের যে কোন ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা আছে কিম্বা এই আইনের দত্ত ক্ষমতানুসারে করা কোন কার্য্য-প্রযুক্ত তাঁহারদের ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতের যে কোন ক্ষতি হয় তাহা পূরণকরণার্থ যে টাকা দিতে হইবেক তাহারও এক স্বতন্ত্র ফয়সলা জুরিরা করিবেন ইতি।

৩৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সরিফ সাহেবের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত প্রকার তদারক হয় তিনি পূর্ব্বোক্ত মতে জুরির দ্বারা ধার্য্যহওয়া খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয়ে নিষ্পত্তি করিবেন এবং ঐ ফয়সলা ও নিষ্পত্তিপত্রে ঐ সরিফ সাহেব

Digitized by Google

দস্তখৎ করিবেন এবং সেইরূপে দস্তখৎ হইলে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডরাখনিয়া সাহেবের নিকটে তাহা দাখিল হইবেক এবং ঐ সাহেব তাহা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডের মধ্যে রাখিবে এবং ঐ ফয়সলা ও নিষ্পত্তি রিকার্ডের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং ঐ রিকার্ড অথবা তাহার যথার্থ নকল কিম্বা নিদর্শন সকল আদালতে এবং সর্ব্বত্র উত্তম প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং সকল ব্যক্তি ঐ ফয়সলা এবং নিষ্পত্তিপত্র দেখিতে পারিবেন এবং তাহার নকল অথবা নিদর্শন কি চুম্বক পাইতে পারিবেন কিন্তু ঐরূপ ফয়সলা ও নিষ্পত্তি দর্শনের নিমিত্তে তাঁহারা ॥০ আনা করিয়া দিবেন এবং তাহাহইতে নকল করা অথবা চুম্বক লওয়া একং শত কথার নিমিত্তে ।০ আনা করিয়া দিবেন এবং ঐ নকল অথবা নিদর্শন কি চুম্বক প্রস্তুত করিতে ও তাহাতে সহী করিতে ও তাহা যথার্থ ইহা জ্ঞাপন করিতে ঐ রিকার্ডরাখনিয়া সাহেবের প্রতি ইহার দ্বারা হুকুম দেওয়া গেল ইতি।

৩৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জুরির সম্মুখে এইরূপ প্রত্যেক তদারক হইলে যে টাকা উক্ত কমিস্যনরেরা তাহার পূর্ব্বে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাহইতে অধিক টাকা যদি জুরিরা ধার্য্য করেন্ তবে ঐ তদারকের সকল খরচা ঐ কমিস্যনরেরা দিবেন কিন্তু ঐ কমিস্যনরেরা যে টাকা পূর্ব্বে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যদি জুরিরা তত্তুল্য অথবা তদপেক্ষা অল্প টাকা ধার্য্য করেন তবে জুরির তলব করণ এবং ধার্য্য করণ ও নিরূপণ করণের এবং তদারক করণের এবং ফয়সলা ও নিষ্পত্তি রিকার্ড করণের যে খরচা লাগে তাহার অর্দ্ধেক উক্ত ক্ষতিপূরণ অথবা খরীদের টাকার দাওয়াকরণিয়া ব্যক্তিরা দিবেন এবং অপর অর্দ্ধেক উক্ত কমিস্যনরেরা দিবেন। এবং ঐ তদারকের পূর্ব্বোক্ত খরচাব্যতিরেকে যদি অন্য খরচা লাগে তবে উভয় পক্ষ সেইরূপ আপনং খরচা দিবেন ইতি।

৩৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার তদারকের খরচার বিষয়ে যদি কিছু বিবাদ হয় তবে উভয় পক্ষের কোন এক ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের "টাক্সিং আফিসর" নামক কর্ম্মকারক তাহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং তদারক-কারি জুরির তলব ও নিরূপণ ও নিযুক্ত করণের এবং সাক্ষিরদিগকে হাজির করণের ও কৌন্সেলী ও উকীল রাখণের এবং ফয়সলা ও নিষ্পত্তি রিকার্ড করণের এবং প্রকারান্তরে ঐ তদারক সম্পর্কীয় যে সকল ওয়াজিবী খরচ ও টাকা লাগে তাহা ঐ খরচার মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি।

৩৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি সেই প্রকার কোন খরচা উক্ত কমিস্যনরেরদের

Digitized by Google

দেয় হয় এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরে তাহার রীতি মত দাওয়া হইলে পর যদি সাত দিবসের মধ্যে তাহা ঐ খরচাপাওনিয়া ব্যক্তিকে না দেওয়া যায় তবে তাহা ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ও হইবেক এবং কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত হইলে তিনি তদনুসারে ওয়ারণ্ট বাহির করিবেন। এবং যদি সেইরূপ খরচা কোন ভূমি বা বাটী কি এমারতের মালিকের অথবা সেই ভূমিপ্রভৃতির লাভের মালিকের দেয় হয় তবে ঐ মালিককে যে টাকা দিতে জুরিরা স্থির করিয়াছিলেন অথবা পশ্চাৎ লিখিত বিধির অনুসারে সরবেয়র যে মূল্য ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহাহইতে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই খরচা বাদ দিতে পারেন্ ও আপন হাতে রাখিতে পারেন্। তৎপরে যদি কোন টাকা দেয় থাকে তবে সেই টাকা দেওয়া গেলে অথবা আমানৎ হইলে তাহা সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে টাকা জুরি অথবা সরবেয়র ধার্য্য করিয়াছিলেন যদি খরচা তদপেক্ষা অধিক হয় তবে সেই অধিক টাকা ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ও হইবেক এবং কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তাহার দরখাস্ত হইলে তিনি সেই বিষয়ে আপনার ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

৩৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ ক্ষতিপূরণের বিষয়ে যদি কোন বিরোধ হয় এবং যদি উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষ বিশেষ জুরির দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইবার ইচ্ছা করেন্ তবে সেই বিষয় ঐ প্রকার জুরির দ্বারা বিচার হইবেক। কিন্তু যদি অন্য পক্ষ ব্যক্তির সেইরূপ ইচ্ছা থাকে তবে ঐ কমিস্যনরেরদের পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের ওয়ারণ্ট সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠাওনের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ের এত্তেলা ঐ কমিস্যনরদিগকে দিতে হইবেক। এবং উক্ত কমিস্যনরেরা তন্নিমিত্তে ঐ বিচার করণার্থ পাঁচ জন জুরির বিশেষ জুরি মনোনীত করিতে সরিফ সাহেবের নিকটে আপনারদের ওয়ারণ্ট দিবেন এবং ঐ ওয়ারণ্ট পাইবার পর যথাসাধ্য শীঘ্র সরিফ সাহেব বিশেষ জুরি মনোনীত করণের নিমিত্তে যে উপযুক্ত সময় ও স্থান নিরূপণ করেন্ সেই সময় ও স্থানে ঐ কমিস্যনরেরদিগকে এবং ঐ অন্য পক্ষকে আপনার সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হইতে অথবা উকীল কি মোখ্তার নিযুক্ত করিতে সমন করিবেন কিন্তু ঐ সময় সমন জারী করণের পর পাঁচ দিনের কম এবং আট দিনের অধিক হইবেক না। এবং সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে ঐ কোর্টের নিয়মের যে অংশ এই আইনানুসারে নিযুক্ত জুরির সংখ্যা বিষয়ে না মিলে সেই অংশছাড়া ঐ কোর্টের নিয়ম ও বিধানক্রমে যে রূপে জুরি নিযুক্ত করিবার হুকুম আছে সেইরূপে এবং ঐ নিরূপিত সময় ও স্থানে সরিফ সাহেব এক বিশেষ জুরি মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিবেন। এবং উক্ত সরিফ সাহেব ঐ জুরি নিযুক্ত করণের পর আট দিনের অধিক না হয় এইমত কোন দিবস ঐ জুরির সংখ্যা ন্যূন করণার্থ ঐ ব্যক্তিরদিগকে অথবা তাঁহারদের মোখ্তারদিগকে আপনার সম্মুখে হাজির হইতে হুকুম দিবেন

Digitized by Google

এবং তাহার বিষয়ে ঐ কমিস্যনরদিগকে এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরদিগকে চারি দিবস থাকিতে সম্বাদ দিবেন এবং ঐ নিরূপিত দিবসে সরিফ সাহেব ঐ সুপ্রিম কোর্টের ব্যবহারানুসারে ঐ বিশেষ জুরির সংখ্যা ন্যূন করিয়া আট জন জুরি নিরূপণ করিবেন ইতি।

৪০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত তলবহওয়া আট জন জুরির নাম ডাক হইলে যে পাঁচ জন প্রথম উপস্থিত হন তাঁহারা তদারক করণার্থ বিশেষ জুরিস্বরূপ নিযুক্ত হইবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরা ঐ জুরিরদের কোন জনের বিষয়ে আইনমতে আপত্তি করিতে পারেন্ এবং যদ্যপি জুরির সম্পূর্ণ পাঁচ ব্যক্তি উপস্থিত না হন অথবা ঐরূপ আপত্তির পর যদি জুরির সম্পূর্ন পাঁচ ব্যক্তি না থাকেন তবে ঐ কমিস্যনরেরদের বা ঐ অন্য ব্যক্তিরদের দরখাস্তক্রমে ঐ বিশেষ জুরির সংখ্যা পূর্ণ করণার্থ অন্য যে ব্যক্তিরা বিরোধি বিষয়ে লিপ্ত নহেন ও উক্ত সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অথবা সাধারণ জুরির কর্ম্ম করণের যোগ্য এবং পূর্ব্বোক্ত তালিকাহইতে ইহার পূর্ব্বে নাম উঠান যায় নাই এবং সেই সময়ে উক্ত সরিফ সাহেবের নিকটে থাকেন অথবা শীঘ্র আনীত হইতে পারেন্ এইমত ব্যক্তিরদের নাম সরিফ সাহেব ঐ জুরির তালিকাতে লিখিবেন। এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরা শেষোক্ত জুরি ব্যক্তিরদের বিষয়েও আইনমতে আপত্তি করিতে পারেন্ এবং সরিফ সাহেব ঐ জুরির দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং সাধারণ জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে যেরূপ ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে সর্ব্বতোভাবে এই বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হওয়া মোকদ্দমার কার্য্য ও ফল হইবেক এবং তাহাতে তত্তুল্য গুনাহগারী হইবেক ইতি।

৪১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমার নিমিত্তে ঐ বিশেষ জুরি পূর্ব্বোক্ত-মতে মনোনীত ও নিযুক্ত হন্ তাহাছাড়া অন্য কোন তদারকের আবশ্যক হইলে যদি ঐ কমিস্যনরেরা এবং ঐ অন্য যত ব্যক্তির তাহাতে লাভনোকসান থাকে তাঁহারা তাহাতে সম্মত হন্ তবে সেই তদারক ঐ বিশেষ জুরির দ্বারাও হইবেক ইতি।

৪২ ধারা।

এবংইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা খরীদ বা ব্যবহার কর-ণের যোগ্য কোন ভূমি বা বাটী অথবা এমারতের নিমিত্তে তাঁহারদের যে খরীদের অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হয় যে ব্যক্তি কলিকাতা রাজধানীতে না থাকাপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতে অক্ষম অথবা যে ব্যক্তিকে যথোচিত অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় কি উপযুক্ত এত্তেলা পাইলে পর তদারকের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট সময়ে

Digitized by Google

পশ্চাৎ লিখিতমতে ধার্য্যহওয়া জুরির সম্মুখে উপস্থিত না হন্ এই প্রকার কোন ব্যক্তিকে যদি সেই টাকা দেয় হয় তবে ঐ খরীদের যে টাকা অথবা ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতের কোন চিরস্থায়ি ক্ষতিপুরণের যে টাকা দিতে হইবেক তাহা পুর্ব্বোক্ত কলিকাতার দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ইহার পরে নির্দ্দিষ্টমতে মনোনীত করা দক্ষ ও কর্ম্মনিপুণ সরবেয়র ধার্য্য করিবেন ইতি।

৪৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা কলিকাতার পুর্ব্বোক্ত দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে যদি ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের এইমত হৃদোধজনক প্রমাণ করেন যে ঐ ব্যক্তি অবর্ত্তমান থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইতে পারে না অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর পাওয়া না যায় অথবা তাঁহাকে তন্নিমিত্তে উপযুক্ত এত্তেলা দিলে পর সেই ব্যক্তি ঐ তদারকের জন্যে পুর্ব্বোক্ত জুরির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন না তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা স্বহস্তে লিখনের দ্বারা পুর্ব্বোক্ত খরীদ বা ক্ষতিপুরণের টাকার সংখ্যা নির্ণয় করণার্থ উক্ত কমিস্যনরেরদের মঞ্জুরহওয়া এক দক্ষ ও কর্ম্মনিপুণ সরবেয়র মনোনীত করিবেন এবং ঐ সরবেয়র ঐ মূল্য নিরূপণ করিবেন এবং ঐ মূল্য নিরূপণের কৈফিয়তের শেষে লিখিবেন যে তাহা যথার্থ হইয়াছে এবং তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

৪৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সরবেয়র ঐরূপ মূল্য নিরূপণের কার্য্য আরম্ভের পুর্ব্বে ঐ দুই জন মাজিষ্ট্রেট অথবা তাঁহারদের এক জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের নিয়োগপত্রের নিম্ন ভাগে পশ্চাৎ লিখিত প্রতিজ্ঞা করিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।

আমি অমুক ধর্ম্মতঃ ও সরলতাপুর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে মূল্য নিরূপণের যে কার্য্য আমার প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাহা আমি বিশ্বস্ত ও অপক্ষপাত এবং যথার্থরূপে বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিব।

শ্রী অমুক।

শ্রী অমুকের সম্মুখে দস্তখৎ করা গেল।

এবং যদি এমত কোন সরবেয়র রেশবৎ লইয়া সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন অথবা সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করণের পর জানিয়া শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করেন তবে সেই ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন এইমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৪৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ নিয়োগপত্র এবং ঐ প্রতিজ্ঞা ঐ সরবেয়রের করা মূল্য নিরূপণের কৈফিয়তের শেষে দেওয়া যাইবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরদের মুহুরীর তাহা তাহার সঙ্গে রাখিবেন এবং ঐরূপ মূল্য নিরূপণ করা ভূমি কি বাটী অথবা এমারতের মালিক অথবা তাহাতে অন্য যে সকল ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তাঁহারা দাওয়া করিলে ঐ মুহুরীর সকল উপযুক্ত সময়ে ঐ মূল্য নিরূপণের কৈফিয়ৎ এবং অন্যান্য দলীলদস্তাবেজ তাঁহারদিগকে আপনার দফ্তরখানায় দেখাইবেন ইতি।

৪৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত কোন গতিকে ঐ কমিস্যনরেরদের খরীদ অথবা ক্ষতিপূরণের যে টাকা দিতে হয় তাহা নিরূপণ করণের সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা সালিস কি সরবেয়র বিষয়বিশেষে ঐ কমিস্যনরেরা যে ভূমি কি বাটী বা এমারৎ খরীদ করিতে উদ্যত কেবল তাহার মূল্যের বিষয় বিবেচনা করিবেন এমত নহে কিন্তু যদি উক্ত ভূমি কি বাটী বা এমারতের মালিকের অন্য ভূমি বা বাটী কি এমারৎ হইতে তাহা পৃথক করণের দ্বারা ঐ বাটী বা ভূমি কি এমারতের মালিকের কোন ক্ষতি হয় অথবা এই আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণের দ্বারা সেই অন্য ভূমি বা বাটী কি এমারতের অন্য প্রকার অপচয় হয় তবে তাহাও ঐ মাজিষ্ট্রেট-প্রভৃতি বিবেচনা করিবেন ইতি।

৪৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ভূমি বা বাটী কি এমারৎ কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে তাহাতে কোন লাভ হস্তান্তর করিতে যে মালিক অথবা অন্য ব্যক্তির অধিকার আছে সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান না পাওয়া অথবা সেই ব্যক্তি বর্ত্তমান না হওয়াপ্রযুক্ত সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা তাহার মধ্যে কোন লাভের নিমিত্তে দেয় ক্ষতিপূরণের টাকা পূর্ব্বোক্তমতে সরবেয়রের দ্বারা নিরূপণ হইলে এবং ইহার পরে নির্দ্দিষ্টমতে আমানৎ হইলে যদি সেই মালিক বা অন্য ব্যক্তি তাহাতে সম্মত না হন্ তবে সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত বিধানক্রমে আমানৎ হওয়া টাকা পাওনের বিষয়ে অথবা অর্পণের বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিতমতে দরখাস্তকরণের পূর্ব্বে উক্ত কমিস্যনরদিগকে এমত লিখিত এত্তেলা দিতে পারেন যে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয় সালিসীতে অর্পণ হয় এবং তাহা হইলে বিরোধি অন্যান্য ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয়ে যেরূপে ইহার পূর্ব্ব লিখিতমতে সালিসীতে অর্পণ করণের ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গিয়াছে সেইরূপে এই বিষয়ও সালিসীতে অর্পণ হইবেক ইতি।

৪৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা যে টাকা

Digitized by Google

পূর্ব্বোক্তমতে আমানৎ করিয়াছেন তাহা প্রচুর কি তাঁহারদের আরেকোন টাকা দিতে হইবেক এবং কত টাকা দিতে বা আমানৎ করিতে হইবেক এইং বিষয়ে ঐ সালিসেরদের প্রতি অর্পণ হইবেক ইতি।

৪৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি ঐ সালিসেরা উক্ত কমিস্যনরদিগের আরো অধিক টাকা দিবার কি আমানৎ করিবার ফয়সলা করেন তবে ঐ ফয়সলা হওনের পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ কমিস্যনরেরা বিষয়বিশেষে ঐ অধিক টাকা দিবেন বা আমানৎ করিবেন এবং যদ্যপিঐ কমিস্যনরেরা তাহা না করেন তবে তাঁহারদের নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশের দ্বারা ঐ টাকা খরচাসমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৫০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি ঐ সালিসেরা এই নিষ্পত্তি করেন যে যে টাকা পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছিল অথবা আমানৎ হইয়াছিল তাহা প্রচুর ছিল তবে ঐ সালিসীর খরচা সালিসেরা নিরূপণ করিবেন এবং যাঁহার শিরে পড়িবেক তাহা তাঁহারা আপনং বিবেচনামতে ধার্য্য করিবেন। কিন্তু যদি ঐ সালিসেরা এই নিষ্পত্তি করেন যে ঐ কমিস্যনরেরদের অধিক টাকা দেওয়া বা আমানৎ করা উচিত তবে ঐ সালিসীতে যত খরচা লাগিয়াছে তাহা ঐ কমিস্যনরেরা দিবেন ইতি।

৫১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরেরদের কার্য্য নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে যে কোন ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা তন্মধ্যে কোন লাভ লওয়া যায় অথবা তাহার কোন ক্ষতি হয় তাহার বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবার অধিকার থাকে এবং যদি ঐ কমিস্যনরেরা এই আইনের বিধির অনুসারে ঐ টাকা না দিয়া থাকেন তবে ঐ ব্যক্তি যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে তাহা সালিসের দ্বারা অথবা জুরির ফয়সলার দ্বারা নির্ণয় করিয়া লইতে পারেন্। এবং যদি সেই ব্যক্তি তাহা সালিসের দ্বারা নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি আপনার ঐ ইচ্ছা লিখিত এত্তেলার দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে জানাইবেন এবং যে ভূমি বা বাটী কি এমারতের বিষয়ে তিনি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করেন সেই ভূমিপ্রভৃতিতে তাঁহার যে প্রকার লাভ থাকে তাহা এবং যত টাকার দাওয়া করেন তাহার সংখ্যা ঐ এত্তেলাতে লেখা থাকিবেক এবং যে টাকার এইরূপ দাওয়া হয় তাহা যদি ঐ কমিস্যনরেরা দিতে স্বীকার না করেন এবং যে ব্যক্তি তাহা পাওনের অধিকার রাখেন সেই ব্যক্তির স্থানে উক্ত এত্তেলা পাওনের পর একুশ দিনের মধ্যে তাহা দিবার বিষয়ে একটা লিখিত বন্দোবস্ত না করেন তবে সেই বিষয় এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক। অথবা যে ব্যক্তির সেই টাকা

Digitized by Google

পূর্ব্বোক্তমতে পাইবার অধিকার আছে সেই ব্যক্তি যদি সেই ক্ষতিপূরণের সংখ্যা জুরির দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে ইচ্ছা করেন্ তবে তিনি আপনার ঐ ইচ্ছা লিখিত এত্তেলার দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে জানাইবেন এবং তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সকল বিবরণ লেখা থাকিবেক এবং ক্ষতিপূরণের যে টাকার এইরূপ দাওয়া হয় তাহা যদি ঐ কমিস্যনরেরা দিতে স্বীকার না করেন এবং তন্নিমিত্তে লিখিত বন্দোবস্ত না করেন তবে ঐ এত্তেলা পাওনের পর একুশ দিনের মধ্যে তাঁহারা এই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সেই বিষয়ে নিষ্পত্তি করাণার্থ জুরি তলব করিতে সরিফ সাহেবের নিকটে আপনারদের ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন এবং যদি তাহা না করেন তবে যে ব্যক্তির সেই টাকা পাইবার অধিকার আছে সেই ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের দাওয়ার টাকা তাঁহারা দিবেন এবং সেই টাকা সুপ্রিম কোর্টে দেনার নালিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৫২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ভূমি বা বাটী কি এমারৎ কিম্বা অধিকারিত্ব বা তাহার মধ্যে কোন লাভের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হইবেক তাহার সংখ্যা এই আইনের অনুমতিদেওয়া এবং নিরূপিত পূর্ব্বোক্ত কোন এক প্রকারে নিশ্চিত ও ধার্য্য ও ফয়সলা অথবা বন্দোবস্ত হইলে যদি এইমত হয় যে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা যাবজ্জীবন অথবা মৌরুশী রাইয়ত বা বিবাহিতা স্ত্রী কি সংসারধ্যক্ষ বা কমিটি কি ট্রুষ্টি বা অছি বা আডমিনিস্ট্রেটর হওয়াপ্রযুক্ত অথবা ঐ ভূমিপ্রভৃতিতে অসম্পূর্ণ ও অল্প লাভ থাকাপ্রযুক্ত কেবল এই আইনের বিধানানুসারে সেই ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারেন্ এমত ব্যক্তির স্থানে ঐ কমিস্যনরেরা সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ কিম্বা অধিকারিত্ব খরীদ করিয়া থাকেন অথবা ভূমির স্বামী যদ্যপি খরীদের কিম্বা ক্ষতিপূরণের টাকা লইতে স্বীকার না করেন অথবা সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ অথবা অধিকারিত্বের অথবা তাহাতে সেই ব্যক্তি যে লাভের দাওয়া করেন তাঁহার এইমত স্বত্ব সাব্যস্ত না করেন বা করিতে ত্রুটী করেন যে তাহাতে ঐ কমিস্যনরেরদের হৃদ্বোধ জন্মে অথবা সেই ব্যক্তি যদি তাহা হস্তান্তর বা খালাস করিতে স্বীকার না করেন অথবা বাঙ্গলা দেশের রাজধানীতে বর্ত্তমান না থাকেন কিম্বা বিলক্ষণ অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় তবে ঐ কমিস্যনরদিগকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে তাঁহারা অগৌণে ঐ খরীদের কি ক্ষতিপূরণের টাকা লইয়া কোম্পানির কাগজ নামে খ্যাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট তৎকালের বাজার ভাওমতে খরীদ করেন ও ঐ সুপ্রিম কোর্টের আক্টোর্ণেট জেনরল সাহেবের নামে এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে উক্ত কোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে গবর্ণমেণ্ট এজেণ্টের নিকটে আমানৎ করেন এবং ঐ গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট সাহেব যে ব্যক্তিরদের ঐ ভূমি বা বাটী কি এমারতে বা অধিকারিত্বে লাভনোকসান থাকে বা উত্তর কালে হইতে পারে সেই ব্যক্তিরদের নামে ঐ কাগজ জমা করিয়া ঐ

Digitized by Google

আক্কৌণ্টেণ্ট সাহেবের হিসাবে লিখিবেন এবং সুপ্রিম কোর্টের একুটী পক্ষে যে সকল বিষয় ও মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই বিষয়ে উক্ত কোর্টের নিয়ম ও হুকুম ও বিধানক্রমে যেরূপ ব্যবহার আছে সেই ব্যবহারানুসারে উক্ত কমিস্যনরেরা সাধ্য পর্য্যন্ত উক্ত ব্যক্তিরদের পরিচয় এবং ভূমির বিবরণ লিখিবেন এবং ঐ কোম্পানির কাগজ সেইরূপ আমানৎ থাকিবেক এবং তাহার সুদ ঐ গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট রীতিমতে আদায় করিবেন এবং সেই হিসাবে জমা করিবেন এবং যখন ও যতবার ঐ গবর্ণমেণ্ট এজেণ্টের আদায় করা সুদের সংখ্যা প্রচুর হয় তখন তিনি সেই সুদ লইয়া সময়ক্রমে সেই প্রকার কোম্পানির অন্য কাগজ খরীদ করিবেন এবং যে ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ টাকা আমানৎ হইয়াছে সেই ভূমিপ্রভৃতির ভাড়া এবং প্রাপ্তি পাইবার যে ব্যক্তির অধিকার আছে সেই ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে যাবৎ ঐ টাকা ঐ আদালতের হুকুমক্রমে নীচের লিখিত এক বা ততোধিক অভিপ্রায়ে ব্যয় না হয় তাবৎ সেই সকল আসল টাকা ও সুদ সেইরূপে আমানৎ থাকিবেক। বিশেষতঃ যে ভূমি বা বাটী অথবা অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ টাকা দেওয়া গিয়াছে সেই ভূমি-প্রভৃতির কোন দেনা বা দায় পরিশোধ করণার্থ অথবা অন্য যে ভূমির সেই প্রকার ব্যবহার বা ট্রষ্ট কি অভিপ্রায়ের নিমিত্তে বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই ভূমির সম্পর্কীয় কোন দেনা বা দায় পরিশোধ করণার্থ অথবা যে ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ টাকা দেওয়া গিয়াছিল সেই ভূমিপ্রভৃতি যে ব্যবহার বা ট্রষ্ট বা অভিপ্রায়ের নিমিত্ত ধার্য্য হইয়াছিল সেই ব্যবহারপ্রভৃতিতে অর্পণ ও ধার্য্য করিবার নিমিত্তে অন্য ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের খরীদ করণার্থ কিম্বা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে এমারৎ লওয়া যায় তাহার বিষয়ে অথবা কমিস্যনরেরদের কার্য্যের নৈকট্যপ্রযুক্ত যে ক্ষতি হয় তাহার বিষয়ে যদি ঐ টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তবে সেই এমারৎ উঠাইয়া লওনার্থ কি পুনরায় স্থাপন করণার্থ অথবা তাহার পরিবর্ত্তে নূতন এমারৎ গাঁথনার্থ অথবা সেই টাকাতে যে ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার হইবেক সেই ব্যক্তিকে দেওনার্থ। এবং যাবৎ ঐ টাকা এইরূপে ব্যয় হইতে না পারে বা না হয় তাবৎ ঐ কোম্পানির কাগজের সুদ ও ডিবিডেণ্ড ও বার্ষিক উৎপন্ন যে ব্যক্তির ঐ ভূমি বা এমারৎ বা অধিকারিত্বের ভাড়া ও লাভ তৎসময়েতে পাইবার অধিকার হইত সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দরখাস্ত হইলে এবং তাঁহার পক্ষে হুকুম হইলে তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক ও দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৫৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন খরীদের বা ক্ষতিপূরণের টাকা এক বা ততোধিক আয়ুর বা বৎসরের পাট্টার সম্পর্কে অথবা কোন ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের সম্পূর্ণ সত্বঅপেক্ষা কম স্বত্বের নিমিত্তে অথবা সেইরূপ কোন পাট্টা বা স্বত্বের সম্পর্কীয় কোন ঔপাধিক অধিকারের বিষয়ে দেওয়া গিয়া থাকে সেই টাকাতে যাঁহারদের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে এমত

Digitized by Google

ব্যক্তিরদের দরখাস্তক্রমে ঐ সুপ্রিম কোর্ট ঐ টাকা এইরূপে ব্যয় ও অর্পণ ও জমা করিতে ও দিতে হুকুম করিতে পারেন যে ঐ টাকার লাভযুক্ত ব্যক্তির যে পাট্টা বা স্বত্ব কি ঔপাধিক অধিকারের বিষয়ে ঐ টাকা দেওয়া গিয়াছিল সেই পাট্টাপ্রভৃতিতে যথার্থমতে যে উপকার হইত তাঁহার সেই উপকার অথবা প্রায়ই সেই উপকার হইতে পারে ইতি।

৫৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে উক্ত কমিস্যনরেরদের খরীদ করা অথবা লওয়া কোন ভূমি কি এমারৎ অথবা অধিকারিত্বের বাবতে যে খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে স্বীকার অথবা নিরূপণ হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্তমতে দেওয়া গেলে অথবা আমানৎ হইলে পর সেই ভূমি ও এমারৎ ও অধিকারিত্বের মালিককে এবং যে সকল ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা তাহা বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারেন তাঁহারদিগকে উক্ত কমিস্যনরেরা হুকুম করিলে তাঁহারা রীতিমতে ঐ ভূমি উক্ত কমিস্যনরদিগের নিকটে অথবা তাঁহারা যেমতে হুকুম করেন সেইমতে হস্তান্তর করিবেন। এবং যদি তাঁহারা তাহা না করেন অথবা যদি সেই২ ব্যক্তি সেই ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের ঐ কমিস্যনরেরদের হৃদ্বোধজনক উত্তম স্বত্ব না দেখাইতে পারেন তবে ঐ কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে আপনারদের সাধারণ মোহরযুক্ত একটা বিক্রয়পত্র করিতে পারেন এবং ঐ বিক্রয়পত্রে যে ভূমি এবং এমারৎ ও অধিকারিত্বের বিষয়ে ক্রটি হইয়াছিল তাহার বিবরণ থাকিবেক এবং সেই ভূমিপ্রভৃতির খরীদ অথবা লওনের বিবরণ এবং যে ব্যক্তিরদের স্থানে তাহা ক্রয় করা অথবা লওয়া গিয়াছিল তাঁহারদের নাম এবং তাহার বাবতে যে টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা ঐ বিক্রয়পত্রে লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো ইহা লেখা থাকিবেক যে এই প্রকার ক্রটি হইয়াছিল এবং এই কার্য্য সিদ্ধ হইলে যে ব্যক্তিরদের সঙ্গে উক্ত কমিস্যনরেরদের সেইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল অথবা যে ব্যক্তিরদিগকে ঐ খরীদ অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা জুরির দ্বারা কি সালিসের দ্বারা কি এক বা ততোধিক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিরূপিত সরবেয়রের দ্বারা অথবা ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্টমতে ধার্য্য হইয়াছিল সেই ব্যক্তিরদের সেই ভূমি এবং এমারৎ ও অধিকারিত্বের যে স্বত্ব ও লাভ থাকে অথবা যে স্বত্ব ও লাভ তাঁহারা হস্তান্তর করিতে পারেন তাহা ঐ কমিস্যনরেরদের হাতে সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইবেক এবং যে২ ব্যক্তির নিমিত্তে তাঁহারা পূর্ব্বোক্তমতে ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন সেই২ ব্যক্তির সম্পর্কে ঐ কমিস্যনরেরা সেই ভূমি ও এমারৎ ও অধিকারিত্বের তৎক্ষণাৎ দখল পাইতে পারেন ইতি।

৫৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা সেইরূপ যে কোন ভূমি এবং

Digitized by Google

এমারৎ ও অধিকারিত্ব খরীদ করেন্ অথবা লন তাহার মালিক বা তাহার কোন স্বত্বের মালিক তাহার নিমিত্তে যে খরীদের কি ক্ষতিপুরণের টাকা দিবার বন্দোবস্ত বা ফয়সলা হইয়াছিল তাহা দিবার প্রস্তাব হইলে সেই টাকা লইতে স্বীকার না করেন্ অথবা ঐ কমিস্যনরেরদের খাতিরজমামতে ঐ ভূমি ও বাটী এবং অধিকারিত্ব বা তাহার মধ্যে তিনি যে লাভের দাওয়া করেন তাহাতে তাঁহার অধিকার সাব্যস্ত করিতে অক্ষম হন্ বা ক্রটি করেন্ অথবা ঐ কমিস্যনরেরা যেরূপে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম করেন্ সেইরূপে যদি তিনি সেই ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্ব হস্তান্তর কি খালাস করিতে অস্বীকৃত হন্ অথবা যদি ঐ মালিক বাঙ্গলা দেশের রাজধানীতে বর্ত্তমান না থাকেন অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় কিম্বা ইহার পূর্ব্ব লিখিতমত জুরিরদের সম্মুখে তদারক সময়ে উপস্থিত না হন্ তবে ঐ কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা হইবেক যে ঐ ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বের বাবতে বা তাহার মধ্যে কোন লাভের বাবতে যে খরীদ কি ক্ষতিপুরণের টাকা দেয় হয় তাহা ঐ ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বে যাঁহারদের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে তাঁহারদের নামে জমা করেন্ এবং ঐ ব্যক্তিরদিগকে উক্ত কমিস্যনরেরা যেপর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে পারেন্ সেই পর্য্যন্ত তাঁহারদের সমস্ত বিবরণ লিখিবেন এবং ঐ টাকা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের আজ্ঞা এবং কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে একটা বিক্রয়পত্র প্রস্তুত করিতে পারেন্ এবং তাহাতে তাঁহারদের সাধারণ মোহর থাকিবেক এবং যে ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বের বিষয়ে ঐ খরীদ বা ক্ষতিপুরণের টাকা জমা হইয়াছে তাহার বিবরণ এবং যেং কারণপ্রযুক্ত ঐ টাকা জমা হইয়াছে তাহা এবং যেং ব্যক্তির নামে ঐ খরীদের বা ক্ষতিপুরণের টাকা জমা হইয়াছে তাঁহারদের নাম ঐ বিক্রয়পত্রে থাকিবেক। এবং তাহা হইলে যেং ব্যক্তির নিমিত্তে এবং সম্পর্কে ঐ খরীদ বা ক্ষতিপুরণের টাকা সেইরূপে জমা হইয়াছে তাঁহারদের সেই ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বে যে সকল স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং সেই ব্যক্তিরদের সম্পর্কে ঐ কমিস্যনরেরা সেই ভূমি ও এমারৎ এবং অধিকারিত্বের তৎক্ষণাৎ দখল পাইতে পারেন্ ইতি।

৫৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে টাকা শেষোক্ত প্রকারে জমা হইয়াছে তাহার বা তাহার কোন অংশের অথবা যে ভূমি কি বাটী বা এমারতের সম্পর্কে ঐ টাকা জমা হইয়াছে তাহার বা সেই ভূমি বা বাটী কি এমারতের কোন অংশের বা তাহার মধ্যে কোন লাভের দাওয়া যে ব্যক্তি করেন্ সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে ঐ সুপ্রিম কোর্ট একুটিপক্ষে যেরূপে ঐ কোর্টের উচিত বোধ হয় সেইরূপে সরাসরী মতে ঐ টাকা কোম্পানির কাগজে অর্পণ করিতে এবং পূর্ব্বোক্তমতে উক্ত গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টের হাতে আমানৎ করিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং যেং ব্যক্তি সেই টাকা বা ভূমি

Digitized by Google

বা বাটী কি এমারৎ বা তাহার কোন্ অংশের দাওয়া করেন্ সেই ব্যক্তিরদের মধ্যে আপন২ স্বত্ব বা অধিকার বা লাভ অনুসারে সেই টাকা বণ্টন করিয়া দিতে বা তাহার সুদ দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ আদালতের যেরূপ যথার্থ বোধ হয় সেইরূপে ঐ বিষয়ে আর কোন হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

৫৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের এইরূপ কোন কার্য্যে ঐ কমিস্যনরেরদের অংশি হওন আবশ্যক অথবা ক্ষমতা হইবেক না কিন্তু ঐ আদালতের সমক্ষে সরাসরী দরখাস্তের দ্বারা উপস্থিত হওয়া বিষয়ে যেরূপ দাঁড়া ও ব্যবহার আছে সেইরূপ দরখাস্তকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সেই সম্পত্তিতে যাঁহারদের লাভালাভ থাকে তাঁহারদিগকে রীতিমত এত্তেলা দিবেন। এবং ঐ অন্য ব্যক্তিরা ঐ সরাসরী মোকদ্দমার আপন২ অধিকার ও লাভ রক্ষা করিবার এবং বজায় রাখিবার নিমিত্তে উপস্থিত হইতে পারিবেন ইতি।

৫৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শক্তিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি যে ভূমি অথবা বাটী অর্পণ হয় তাহা কিম্বা তাহার কোন ভাগ তাঁহারা যেমত উচিত এবং উপকারক বোধ করেন সেইমত মোটে অথবা খণ্ড২ করিয়া উক্ত শ্রীযুত গবরনর সাহেবের অনুমতিক্রমে বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে পারেন্। এবং ঐ বিক্রয়ের দ্বারা যে টাকা হয় এবং উৎপন্ন হয় তাহা ঐ কমিস্যনরেরা এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের নির্দ্দিষ্ট যে কোন অভিপ্রায় উচিত বোধ করেন তাহাতে ব্যয় করিতে পারেন। এবং ঐ খরীদের টাকা কোন প্রকারে অপব্যয় হইলে অথবা ব্যয় না হইলে ঐ বাটী অথবা ভূমির খরীদার তাহার বিষয়ে জওয়াবদায়ী কি দায়ী হইবেক না। এবং এমত কোন বিক্রয় সম্পূর্ণ এবং সিদ্ধ করিবার জন্যে ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত প্রকারে বিক্রয় হওয়া এবং হস্তান্তর করা ভূমি এবং বাটীর এক বিক্রয়-পত্র খরীদারকে দিতে পারেন ও তাহাতে সহী করিতে পারেন এবং ঐ বিক্রয়পত্রে উক্ত কমিস্যনরেরদের সাধারণ মোহর থাকিবেক ইতি।

৫৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরা ভূমির যে প্রত্যেক বিক্রয়পত্র দেন তাহার মধ্যে "দান" এই কথা উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং তাঁহারদের পর তাঁহারদের পদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদের ঐ বিক্রয়পত্রে নির্দ্দিষ্ট নানা ভূমি লওনিয়ারদের এবং তাহারদের উত্তরাধিকারী বা অছি অথবা আডমিনিস্ট্রেটর কি আসেনের মধ্যে বিষয়বিশেষে বিশেষ বন্দোবস্তের ন্যায় বলবৎ হইবেক। এবং ঐ প্রকার কোন বিক্রয়পত্রের মধ্যে কোন বিশেষ কথার দ্বারা ঐ বন্দোবস্তের যদি কোন

Digitized by Google

সীমা অথবা আটক নির্ণয় হইয়া থাকে তবে তাহা বর্জিয়া ঐ বন্দোবস্ত সেই দানের এবং পশ্চাৎ লিখিতমত সেই দানের দ্বারা হস্তান্তর করা ইষ্টেট কি লাভের ভাব ও প্রকার অনুসারে জ্ঞান হইবেক। বিশেষতঃ ঐ বন্দোবস্তের অভিপ্রায় এই যে যে বাটী অথবা ভূমি সেই বিক্রয়পত্রক্রমে ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের করা কোন দায়রহিত অক্ষয়ণীয় অধিকারিত্বের ইষ্টেট অথবা প্রকারান্তরে যে ইষ্টেট কি লাভ বিক্রয়পত্রের দ্বারা তাঁহারদের করা কোন দায়শূন্য দিবার নির্দ্দেশ আছে সেই ইষ্টেট কিম্বা লাভ এই আইনের বিধির শক্তিক্রমে বিক্রয়পত্র লিখিয়া দেওন সময়ে তাঁহারদের করা কোন ক্রিয়া বা ত্রুটি হইলেও তাঁহারদের দখলে ছিল ইতি।

৬০ ধারা।

এবং এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির কার্য্য সিদ্ধ করণেতে উক্ত কমিস্যনরেরা যে খরচ করিয়াছেন কিম্বা উত্তর কালে করেন সেই খরচের নিমিত্তে টাকা প্রাপণার্থ ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে প্রত্যেক গতিকে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের লিখনের দ্বারা জ্ঞাতহওয়া অনুমতিক্রমে এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির কার্য্য যত শীঘ্র সাধ্য সিদ্ধ করণার্থ উক্ত কমিস্যনরেরা যে সকল খরচ ও খরচা ও ব্যয় হইয়াছে কি উত্তর কালে হয় তাহার জন্যে যে টাকার আবশ্যক হয় সেই টাকা বা টাকাসকল যে ব্যক্তি কর্জ দিতে ইচ্ছুক থাকেন তাঁহার স্থানে উক্ত কমিস্যনরেরা যে সকল হার ও টাক্স ও মাসুল লইতে ও বসাইতে ও আদায় করিতে পারেন তাহা বন্ধক রাখিয়া সেই২ টাকা সুদের অঙ্গীকারে কর্জ করিতে পারেন্। এবং সেই টাকা বা টাকাসকল এবং সেই টাকার উপর যে সুদ ঐ কমিস্যনরেরা টাকা কর্জদেওনিয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সঙ্গে ধার্য্য করেন সেই সুদ দেওনের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরা টাকা কর্জদেওনিয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নিকটে কিম্বা তাঁহার বাতাঁহারদের পক্ষে ট্রষ্টি বা ট্রষ্টিরদের নিকটে উক্ত হার ও টাক্স ও মাসুল অথবা তাহার কোন ভাগ বন্ধক দিতে পারেন এবং অর্পণ করিতে পারেন এবং তাহা ঐ কর্জকরা টাকা এবং তাহার সুদের জামিনস্বরূপ থাকিবেক। এবং যে ঘরের টাক্স বা কর কি মাসুল এই রূপে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে যাবৎ ঐ বন্ধকের টাকা পরিশোধ না হয় অথবা বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তিরদের লিখিত সম্মতি না হয় তাবৎ ঐ টাক্সপ্রভৃতির সমুদয় বা তাহার কোন অংশ রহিত হইবেক না ইতি।

৬১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ঘরের টাক্স ও কর এবং মাসুল বন্ধক দিয়া যে টাকা কর্জ করা যায় তাহার আসল টাকা পরিশোধ করিবার জন্যে উক্ত কমিস্যনরদিগের এই ক্ষমতা হইবেক এবং তাঁহারদিগকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে যে টাকা এইরূপে কর্জ হইয়াছে অথবা বন্ধকক্রমে লওয়া গিয়াছে এবং

Digitized by Google

তৎসময়েতে দেনা থাকে এবং উক্ত ঘরের টাক্স ও কর ও মাসুলের বন্ধকক্রমে ধার্য্য থাকে সেই টাকার ত্রিশ অংশের এক অংশের হিসাবে যত হয় তত টাকা প্রতিবৎসরে পূর্ব্বোক্ত করহইতে বাদ দেন্ এবং পৃথক্ রাখেন্ এবং তাহা "সিঙ্কিং ফণ্ড" অর্থাৎ কর্জ পরিশোধের পুঁজির ন্যায় রাখেন্ এবং তাহা সেই প্রকার কর্জ করা অথবা বন্ধকক্রমে লওয়া আসল টাকা পরিশোধ করণার্থ ব্যয় হইবেক। এবং কমিস্যনরেরা সময়ক্রমে ঐ "সিঙ্কিং ফণ্ডের" টাকা কোম্পানি বাহাদুরের কাগজ অর্থাৎ প্রমিসরি নোটে অর্পণ করিবেন এবং ঐ কোম্পানির কাগজ সময়ক্রমে গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হইবেক এবং সেই কাগজের উপর যে সুদ হয় তাহা যেমন পাওনা হয় তেমনি তাহা লইয়া অন্য কোম্পানির কাগজ খরীদ করিতে এবং সেইরূপে ঐ পুঁজি বৃদ্ধি করিতে ঐ এজেণ্ট সাহেবকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং সেইরূপে সময়ক্রমে যাবৎ ঐ "সিঙ্কিং ফণ্ড" ঐ আসল কর্জসকল অথবা তাহার কোন একটা কিম্বা কোন একটার কোন ভাগ পরিশোধ করণার্থ প্রচুর না হয় তাবৎ ঐ "সিঙ্কিং ফণ্ড" সুদের উপর সুদের জমা করণের দ্বারা বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। এবং পুঁজি সেইরূপে প্রচুর হইলে তাহা পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে ঐ কর্জ পরিশোধ করণের জন্যে ব্যয় হইবেক ইতি।

৬২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধানক্রমে যে ঘরের টাক্স ও কর ও মাসুল বন্ধক দেওনের ক্ষমতা আছে সেই প্রকার প্রত্যেক বন্ধক কর্ম্ম বন্ধকপত্রের দ্বারা করা যাইবেক এবং সেই পত্রের মধ্যে যে নিমিত্তে তাহা বন্ধক দেওয়া গেল তাহা অতি যথার্থরূপে লেখা থাকিবেক এবং সেইরূপ প্রত্যেক বন্ধকপত্রে উক্ত কমিস্যনরেরদের সাধারণ মোহর থাকিবেক এবং তাঁহারদের কোন বার্ষিক বা ত্রৈমাসিক কি বিশেষ বৈঠকের সময়ে অন্যূন তিন জনের দ্বারা দস্তখৎ হইবেক এবং এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা তাহার ভাবানুসারে ঐ বন্ধকপত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এবং ঐ বন্ধকলওনিয়া নানা ব্যক্তি ঐ বন্ধকপত্রের লিখিত ঘরের টাক্স ও কর এবং মাসুল স্বং অংশানুসারে পাইবার যোগ্য হইবেন অর্থাৎ ঐ বন্ধকপত্রে ঐ বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তিরদের যত টাকা কর্জ দেওনের বিষয় এবং সুদসমেত ফিরিয়া পাইবার বিষয় লেখা থাকে সেই হিসাবঅনুসারে তাঁহারা টাক্সইত্যাদির হিস্যা পাইবেন কিন্তু এক জন অগ্রে টাকা কর্জ দেওনপ্রযুক্ত অথবা এক জনের বন্ধকপত্রের তারিখ অন্যাপেক্ষা পূর্ব্ব হওয়াপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অগ্রে টাকা পাইবেন না ইতি।

৬৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক বন্ধকপত্রের খরচ সময়ক্রমে কমিস্যনরেরা সেই বন্ধকক্রমে প্রাপ্ত টাকাহইতে দিবেন ইতি।

Digitized by Google

৬৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীর উক্ত সকল বন্ধকের এক রেজিষ্টর রাখিবেক এবং বন্ধকের তারিখের পর চৌদ্দ দিবসের মধ্যে ঐ রেজিষ্টরী বহীতে ঐ বন্ধক লেখা যাইবেক এবং সেই নিদর্শনে ঐ বন্ধকের নম্বর ও তারিখ ও সেই বন্ধকের দ্বারা যত টাকা কর্জ হইল তাহা এবং কর্জদেওনিয়া ব্যক্তিরদের নাম ও পদবীইত্যাদি লেখা থাকিবেক। এবং বন্ধকলওনিয়া কোন ব্যক্তি অথবা সেই বন্ধকে যে কোন ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে সেই ব্যক্তি সকল উপযুক্ত সময়ে রসুম অথবা পুরস্কার না দিয়া সেই রেজিষ্টরী বহী দেখিতে পারিবেন ইতি।

৬৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তির ঐ বন্ধকে স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি সময়ক্রমে তাহার মধ্যে আপনার অধিকার ও লাভ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিতে পারেন এবং সেই অর্পণের কার্য্য দলীলের দ্বারা করা যাইবেক এবং যে কারণপ্রযুক্ত অর্পণ হইল তাহার সকল বৃত্তান্ত তাহার মধ্যে যথার্থরূপে লেখা থাকিবেক এবং এইরূপ প্রত্যেক খারিজদাখিল এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা সেই ভাবানুসারে করা যাইবেক ইতি।

৬৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ খারিজদাখিল যদি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে করা যায় তবে তাহা করণের তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে নতুবা উক্ত দেশের মধ্যে তাহা পঁহুছনের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহা উক্ত মুহুরীরের নিকটে আনিতেহইবেক এবং তাহাতে ঐ মুহুরীর আসল বন্ধকপত্র লইয়া যেরূপ করিয়াছিল সেইরূপে ঐ খারিজদাখিলের এক নিদর্শন রেজিষ্টরী বহীতে লিখিবেক এবং তাহা লিখনের জন্যে ঐ মুহুরীর দুই টাকার অনধিক রসুম দাওয়া করিতে এবং লইতে পারে। এবং সেই খারিজদাখিল বহীতে লেখা গেলে পর যে ব্যক্তির নামে দাখিল হইল সেই ব্যক্তি এবং তাহার অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর ও আসৈন আসল বন্ধকের এবং তাহার দ্বারা যে আসল টাকা ও সুদ ধার্য্য হইল তাহার উপকারের সম্পূর্ণ অধিকারী হইবেন। এবং যে ব্যক্তির নামে দাখিল হইল সেই ব্যক্তি সেইরূপে তাহা অন্য ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিতে এবং অন্যের নামে খারিজদাখিল করিতে পারেন এবং যে ব্যক্তির নামে সেই বন্ধক শেষে খারিজদাখিল হইল সেই ব্যক্তি অথবা তাহার অছি কি আডমিনিষ্ট্রেটর কিম্বা আসৈন ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি আসল বন্ধক অথবা তাহার দ্বারা যে টাকা দেয় হয় এবং যে টাকার নিমিত্তে তাহা দেওয়া গেল তাহা বাতিল কি খালাস করিতে বা তাহার কারখৎ দিতে পারিবেন না ইতি।

Digitized by Google

৬৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে টাকা এই আইনের শক্তিক্রমে কোন বন্ধকের দ্বারা কর্জ হইয়াছিল সেই আসল টাকা ও সুদ পরিশোধ হওনের পর অথবা দেওয়া গেলে পর সেই বন্ধকের দ্বারা যে সকল ইষ্টেট ও সম্পত্তি ও স্বত্ব ও লাভ সেই বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি কি তাহার উত্তরাধিকারী কি অছি অথবা আতমিনিষ্ট্রেটর কি আসৈনকে অর্পণ হইয়াছিল তাহা অন্য কোন খারিজদাখিল অথবা কারখৎ বিনা অথবা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলে তৎক্ষণাৎ শেষ ও নিবৃত্ত হইবেক ইতি।

৬৮ ধারা।

এবং কোন বন্ধক পরিশোধ করণেতে কোন অনুপযুক্ত পক্ষপাত না হইবার জন্যে ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা যখন উক্ত বন্ধকের মধ্যে এক বা ততোধিক বন্ধক অথবা যে টাকা ঐ বন্ধকের দ্বারা ধার্য্য হইল তাহার কোন ভাগ পরিশোধ করিতে ক্ষম হন তখন যে ক্রমে বন্ধক পরিশোধ হইবেক তাহা গুলিবাঁটের দ্বারা অথবা "বালটের" দ্বারা নির্ণয় করিবেন। এবং ঐ গুলিবাঁট অথবা "বালট" অনুসারে যে ব্যক্তির টাকা পরিশোধ করিতে হয় তাঁহাকে তাঁহারদের মুহুরীর এক এত্তেলানামা সহী করিয়া দিবেক এবং সেই এত্তেলানামার মধ্যে যে আসল টাকা পরিশোধ করিবার কল্প হইয়াছে তাহা লেখা থাকিবেক এবং তাহাতে আরো লেখা থাকিবেক যে ঐ টাকা সুদ সমেত এত্তেলা দেওনের তারিখের পর ছয় মাস অতীত হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও ঘণ্টায় উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরখানায় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের যদি উচিত বোধ হয় তবে তাঁহারা এই আইনের বিধিঅনুসারে কোন এক বন্ধকক্রমে যে টাকা কর্জ করিয়াছিলেন তাহা সমুদয় সুদ সমেত পরিশোধ করণের জন্যে মিয়াদ নিরূপণ করিতে পারেন এবং এইমত গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই মিয়াদ বন্ধকপত্রের মধ্যে লিখিতে হুকুম দিবেন এবং সেই মিয়াদ শেষ হইলে যে ব্যক্তি আসল ও সুদ পাইবার স্বত্ব রাখেন সেই ব্যক্তির দাওয়াক্রমে উক্ত আসল টাকা সুদ সমেত তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং যদি টাকা দেওনের কোন স্থান বন্ধকপত্রে নির্দ্দিষ্ট না থাকে তবে আসল টাকা ও সুদ উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরখানায় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৭০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ কর্জ করা টাকা পরিশোধ করণার্থ যদি কোন মিয়াদ বন্ধকপত্রে নির্দ্দিষ্ট না থাকে তবে যে ব্যক্তি সেই টাকা পাইবার

Digitized by Google

স্বত্ব রাখেন সেই ব্যক্তি সেই বন্ধকের তারিখের পর বারো মাস অতীত হইলে অথবা অতীত হওনের পর কোন সময়ে সেইরূপ ধার্য্য হওয়া আসল টাকা ও সকল সুদ দাওয়া করিতে পারেন কিন্তু তাহার ছয় মাস পূর্ব্বে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং সেইরূপে ঐ কমিস্যনরেরা সেই প্রকার এত্তেলা দিলে পর কোন সময়ে কর্জকরা টাকা পরিশোধ করিতে পারেন এবং এইরূপ প্রত্যেক এত্তেলা লিখিত অথবা ছাপা হওয়া কাগজে অথবা কতক লিখিত কি কতক ছাপা কাগজে দেওয়া যাইবেক। এবং যদি বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা মহাজন সেইরূপ এত্তেলা দেন তবে পূর্ব্বোক্ত মুহুরীরকে তাহা দিতে হইবেক অথবা তাহার দফ্তরে দিয়া আসিতে হইবেক। এবং যদি উক্ত কমিস্যনরেরা সেইরূপ এত্তেলা দেন তবে তাহা ঐ বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা মহাজনকে নিজে দিতে হইবেক কি তাঁহার নিবাসস্থানে দিয়া আসিতে হইবেক কিম্বা যদি তাঁহার এক্ষণকার বাস স্থান জানা না যায় তবে সে ব্যক্তি শেষে যে স্থানে বাস করিলেন তথায় দিয়া আসিতে হইবেক অথবা যদি সেই বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি কি মহাজন উক্ত কমিস্যনরেরদের পরিচিত না থাকেন অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় এবং তাহার শেষ বাস স্থান জানা না যায় তবে এক ইশ্‌তিহারের দ্বারা কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এবং একাদিক্রমে তিন সপ্তাহ-পর্য্যন্ত একবার কলিকাতার দুইটা খবরের কাগজে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৭১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা যদি এই আইনের লিখিত নিয়মক্রমে এইমত কোন বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিতে আপনারদের মানসের বিষয়ে এত্তেলা দেন তবে সেই এত্তেলার মিয়াদ শেষ হইলে পর সেই বন্ধকী পত্রের উপর আর সুদ চলিবেক না কিন্তু যদি সেই এত্তেলাক্রমে টাকার দাওয়া হয় এবং যদি সেইরূপ দাওয়া রীতিমত হইলে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই বন্ধকী টাকার উপর তৎসময়ে দেনা আসল টাকা সুদ সমেত না দেন্ তবে সুদ চলিতে থাকিবেক ইতি।

৭২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা সেইরূপ বন্ধক-ক্রমে যে টাকা কর্জ হইয়াছিল তাহা পাইবার অন্য যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে সেই ব্যক্তি আপনার পাওনা আসল টাকা ও সুদ জোর করিয়া আদায় করিতে পারেন অর্থাৎ পশ্চাৎ লিখিতমতে এক জন রিসিবর নিযুক্ত করণের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বন্ধকলওনিয়া বা লওনিয়ারা কিম্বা মহাজন বা মহাজনেরা সেইরূপ দরখাস্ত করেন তাঁহারদের যদি দশ হাজার টাকার ন্যূন পাওনা থাকে তবে সেইরূপে রিসিবর নিযুক্ত হইতে পারেন না ইতি।

৭৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ বন্ধকী খতের উপর আসল টাকা কি কোন সুদ দেনা হইলে এবং লিখনের দ্বারা তাহার দাওয়া হইলে পর যদি ছয় মাসের মধ্যে তাহা না দেওয়া যায় তবে বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা পূর্ব্বোক্তমত

Digitized by Google

কোন মহাজন যদি কেবল তাহার পাওনা টাকা দশ হাজার সংখ্যা হয় অথবা তাহার পাওনা তৎসংখ্যক না হইলে অন্য বন্ধকলওনিয়া যে ব্যক্তিরদের পাওনা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে দাওয়া হওনের পর বাকী পড়িয়াছে তাঁহারদের সেই টাকা ও তাঁহার পাওনা টাকা সর্ব্ব সুদ্ধ যদি দশ হাজার হয় তবে তাঁহারা পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে দরখাস্ত করিয়া এক জন রিসিবর নিযুক্ত করণের দাওয়া করিতে পারেন। কিন্তু ইহার দ্বারা আসল টাকা ও বাকীপড়া সকল সুদের বিষয় কোন ক্ষমতাপন্ন আইন অথবা একুটির আদালত বা আদালতসকলে নালিশ করিতে তাঁহার যে স্বত্ব আছে তাহার কিছু হানি হইবেক না ইতি।

৭৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রিসিবর নিযুক্ত করণের প্রত্যেক দরখাস্ত বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এক কি ততোধিক জজ সাহেবের নিকটে করা যাইবেক এবং সেইরূপ দরখাস্ত হইলে ঐ জজ অথবা জজ সাহেবেরা দরখাস্তকারিরদের এজহার শুনিয়া কর এবং ঘরের টাক্সের সমুদয় অথবা তাহার প্রচুর অংশ লইতে এক জন উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং সেই ব্যক্তি সেই টাকা লইয়া সেই সুদ অথবা বিষয়বিশেষে আসল টাকা ও সুদ এবং সকল খরচা এবং ঐ আসল টাকা ও সুদ এবং সেই সকল খরচা ও খরচ পরিশোধ না হওনপর্য্যন্ত ঐ কর এবং ঘরের টাক্স আদায় করণে যে সকল খরচ পড়ে তাহা দিবেন এবং এইরূপ এক জন রিসিবর নিযুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল কর ও টাক্স সেইরূপে নিযুক্তহওয়া ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি তাহা লইবেন এবং তন্নিমিত্ত উত্তম ও মাতবর ফারখৎ দিতে তাঁহার প্রতি ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গেল। এবং তিনি এইরূপে যে সকল টাকা পান্ যে ব্যক্তির সেই সুদ অথবা বিষয়বিশেষে সেই আসল টাকা ও সুদ সেই সময়ে পাওনা থাকে অথচ যে ব্যক্তির পক্ষে ঐ রিসিবর নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই ব্যক্তির দ্বারা অথবা সেই ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ টাকা পাওয়া গিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক এবং সেই সুদ ও খরচা অথবা আসল টাকা ও সুদ ও খরচা পরিশোধ করা গেলে ঐ রিসিবরের ক্ষমতা নিবৃত্ত হইবেক ইতি।

A চিহ্নিত তফসীল।

বন্ধকপত্রের পাঠ।

এত টাকার অমুক নম্বরী বন্ধকপত্র। ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের ১৮৪৭ সালের ১৬ নম্বরী এবং ২২ নম্বরী আইনক্রমে। আমরা উক্ত আইনানুসারে কমিস্যনরী পদে নিযুক্ত হইয়া ও উক্ত আইনের শক্তিক্রমে আমারদিগকে অমুক স্থাননিবাসি শ্রী অমুক কোম্পানির এত টাকা দিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত আমরা উক্ত অমুককে ও তাঁহার অছি ও আডমিনিস্ট্রেটর ও আসৈনকে উক্ত আইনের শক্তিক্রমে কলিকাতা নগরের যে সকল টাক্স ও অন্য টাকা উৎপন্ন হয় তাহা এবং উক্ত টাক্সপ্রভৃতিতে উক্ত

Digitized by Google

কমিস্যনরেরদের অর্থাৎ আমারদের যে ইষ্টেট ও স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক থাকে তাহা অর্পণ করিয়াছি। এবং সালিয়ানা শতকরা এত টাকা সুদ সমেত এত টাকা যাবৎ না পরিশোধ হয় তাবৎ উক্ত অমুক ও তাঁহার অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর ও আসৈন তাহা ভোগ দখল করিবেন (ঐ আসল টাকা পরিশোধ করণের কোন বিশেষ মিয়াদ নিরূপণ হইলে এই কথাও লেখা যাইবেক যে) এই পত্রের তারিখঅবধি এত বৎসরের মধ্যে ঐ আসল টাকা পরিশোধ যাইবেক।

ইঙ্গরেজী অমুক সালের অমুক তারিখে আমারদের সাধারণ মোহরযুক্ত হইয়া উক্ত দিবসে আমারদের বৈঠকে সহী হইল।

অমুক কমিস্যনর।
অমুক ঐ।
অমুক ঐ।

B চিহ্নিত তফসীল।

বন্ধক খারিজদাখিল করণের পাঠ।

আমি অমুক স্থাননিবাসি অমুক অমুক স্থান নিবাসি অমুক এত টাকা আমাকে দেওয়াপ্রযুক্ত আমি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের ১৮৪৭ সালের ১৬ নম্বরী এবং ২২ নম্বরী আইনের দ্বারা ও তাহার শক্তিক্রমে নিযুক্ত ও কর্ম্মকারি কমিস্যনরেরদের স্থানে অমুক তারিখের অমুক নম্বরী কোং এত টাকার ও সুদের জামিনস্বরূপ যে বন্ধকপত্র পাইয়াছি তাহা আমি উক্ত অমুককে ও তাঁহার অছিকে ও তাঁহার আডমিনিষ্ট্রেটর ও আসৈনকে দিয়াছি (অথবা যদি পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা খারিজদাখিল করা যায় তবে তাহার লিখিত জামিনপত্র) এবং তৎক্রমে ধার্য্য টাকাতে ও তৎক্রমে সমর্পিত টাক্স ও সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্ব ও ইষ্টেট ও সম্পর্ক আছে তাহা উক্ত অমুককে সমর্পণ করিয়াছি।

তাহার সাক্ষিস্বরূপে আমি ইঙ্গরেজী অমুক সালের অমুক তারিখে এই পত্রে দস্তখৎ করিয়া মোহর করিলাম।

অমুক। মোহর

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ১৮৩৮ সালের ৩১ আইনের ১৭ ধারাতে হুকুম আছে যে যে কোন ব্যক্তি অন্যের স্থানহইতে বলপূর্ব্বক কিছু অপহরণ করে অথবা অন্যের গাত্রহইতে কোন সম্পত্তি চুরী করে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনামতে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে পনের বৎসরের অনধিক ও দশ বৎসরের অন্যূন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের অথবা তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের উক্ত ধারার যে ভাগে হুকুম আছে যে ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট দ্বীপান্তর প্রেরণের মিয়াদ দশ বৎসরের ন্যূন হইবেক না সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২২ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কৃত্রিম করণের কোন২ গতিকে কার্য্যের নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টরের দ্বারা স্থাপিত আদালতের বিশেষ সীমাভিন্ন বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের সীমাসরহদ্দের মধ্যে দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে দলীলদস্তাবেজ এবং কাগজপত্র ঐ মোকদ্দমার বিপক্ষ পক্ষেরদের বিরুদ্ধে অথবা অন্য ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ দাখিল হয় তাহার বিষয়ে সেই দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা কৃত্রিম করণের বিষয়ে অথবা কৃত্রিম করাওণের বিষয়ে কিম্বা মিথ্যা ও কৃত্রিম দলীলদস্তাবেজ ও কাগজপত্র সত্য বলিয়া চাতুরীক্রমে বাহির করণের এবং প্রকাশ করণের বিষয়ে বা ঐ দলীলপ্রভৃতি মিথ্যা ও কৃত্রিম জানিয়া তাহা প্রকারান্তরে চাতুরীক্রমে আমলে আনিবার কিম্বা আমলে আনিবার উদ্যোগের বিষয়ে যে২ নালিশ করে সেই২ নালিশ নানা জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা পশ্চাৎ লিখিত ধারার নিরূপিত প্রকারভিন্ন অন্য কোন প্রকারে গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে (মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সোপর্দ্দ করণের ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কর্ম্মকারকের আদালতভিন্ন) কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত আছে সেই২ মোকদ্দমায় যদি ঐ আদালতের এমত বোধ হয় যে এই আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের বিষয়ে কোন নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তজবীজ হওনার্থ পাঠাইবার উপযুক্ত কারণ আছে তবে সেই আদালত নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে কয়েদ করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং নালিশের সম্পর্কীয় সাক্ষ্য এবং দলীলদস্তাবেজও পাঠাইবেন এবং সেই বিষয়ে যে সকল সাক্ষী ঐ প্রকার সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারদের প্রত্যেক জনের স্থানে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত হওনের বিষয়ে এক মুচলকা লিখিয়া লইবেন। এবং তাহনতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই নালিশ গ্রাহ্য করিয়া রীতিমতে তাহার বিচার করিবেন ইতি।

পরন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে

Digitized by Google

হইবেক না যে তাহার দ্বারা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৬ ধারায় কৃত্রিম করণের মোকদ্দমার বিষয়ে সেশন জজ সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল তাহার কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের হুজুরে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহাতে মিথ্যা শপথ করণের কিম্বা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দেওনের নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে উক্ত জজ সাহেবেরদের সোপর্দ্দ করণের যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতা প্রধান সদর আমীনেরদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি অর্পণ হইল এবং উক্ত প্রকরণানুসারে উক্ত জজ সাহেবদিগকে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে যেমতে কার্য্য করণের হুকুম ও আদেশ আছে সেই মতে ঐ প্রধান সদর আমীনদিগকে ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে কার্য্য করিতে ইহার দ্বারা হুকুম ও আদেশ হইল ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরা উক্ত প্রকরণের বিধানমতে যাহারদিগকে মিথ্যা শপথ করিবার কিম্বা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দিবার অপরাধে সোপর্দ্দ করেন্ তাহারদের বিচার তাঁহারা সেশন জজস্বরূপ করিতে পারেন্ এবং ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে দেওয়ানী আদালত এই কথাতে রাজস্বের যে সকল কার্য্যকারককে আদালতের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদিগকেও বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা শহর পরিপাটী করণার্থ নিযুক্ত কমিস্যনরদিগকে কতকং শক্তি ও ক্ষমতা দেওনের এবং তাঁহারদের দ্বারা কতকং সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের নিয়ম করিবার আইন।

যেহেতুক ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাও নির্দ্দিষ্ট ছিল যে তাহার মধ্যে উল্লিখিত কর ও টাক্সের যত উৎপন্ন হয় তাহাহইতে সকল সিরিশ্তার ও উপরি খরচ দেওনের পর যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা এবং যেং টাকা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে কলিকাতা শহরের পারিপাট্য কর্ম্মে নিযুক্ত কমিস্যনরদিগকে দিতে হুকুম করেন্ সেই সকল টাকা এইং কার্য্যে ব্যয় হইবেক বিশেষতঃ।

শহরের সকল স্থানেতে জল দেওনার্থ পুষ্করিণী ও জলপথ খননকরণ।

শহরের যেং স্থানে ঘর অতিঘন আছে সেইং স্থানে রাস্তা এবং চক প্রস্তুত করণ।

অপ্রবাহ জলাশয় ভরাটকরণ এবং বায়ুর স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের অবরোধ উঠাইয়া দেওন।

পথ ও রাস্তাতে আলো দেওন ও জল দেওন।

পথ ও রাস্তা এবং উক্ত শহরের নরদমা পরিষ্কার করণ ও মেরামৎ করণ।

এবং সামান্যতঃ শহরের পারিপাট্য করণ ও শোভা করণ।

এবং যেহেতুক পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সকলমতে সিদ্ধ করণার্থ উচিত হয় যে ঐ কমিস্যনরদিগকে এক জন মুহুরীর ও এক জন সরবেয়র এবং অন্যান্য আবশ্যক কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা দেওয়া যায় এবং যেং ক্ষমতাতে সাধারণ

Digitized by Google

ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও সম্পত্তিতে হস্তার্পণ হইবেক এমত ক্ষমতা ঐ কমিস্যনরদিগকে এবং তাঁহারদের মুহুরীর ও সরবেয়র ও অন্যান্য কর্ম্মকারকদিগকে অর্পণ হয়।

১ ধারা।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরেরা উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিরদিগকে আপনারদের সরবেয়র ও মুহুরীর ও অন্যান্য আবশ্যক পদে মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাঁহারদের নিযুক্ত হওন বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করণের অপেক্ষা থাকিবেক এবং যেং মাহিয়ানা বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের উচিত বোধ হয় সেইং মাহিয়ানা তাঁহারা পাইবেন ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরের কোন স্থানহইতে কলিকাতা শহরের মধ্যে নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যজনক জল আনয়নার্থ এক বা ততোধিক জলপথ প্রস্তুত করিবার জন্যে যখন কোন জলপথের পাণ্ডুলেখ্য বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের সম্মত হইয়াছে তখন প্রত্যেক কমিস্যনর এবং কমিস্যনরেরদের সরবেয়র ও মুহুরীর এবং যেং আসিষ্টাণ্টের আবশ্যক হয় সেইং আসিষ্টাণ্ট ঐ জলপথ প্রস্তুত করণেতে যে স্থান দিয়া জলপথ যায় সেই স্থানে এই আইনক্রমে ঐ কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে যেং ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারেন্ এবং ঐ জলপথ প্রস্তুত করণার্থ যেং ক্ষমতার আবশ্যক হয় সেইং ক্ষমতা তাঁহারদের থাকিবেক এবং সেইরূপ কর্ম্মকরণের বিষয়ে তাঁহারদের নামে কোন নালিশ হইবেক না এবং তাঁহারদিগকে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক না। এবং উক্ত কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে কোন কর্ম্ম করিতে হয় তাহার সাহায্য করণার্থ কলিকাতা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনক্রমে যেং কার্য্য করিতে পারেন্ এবং এই আইনের দ্বারা যেং কার্য্য করিতে তাঁহার প্রতি হুকুম হইল সেইং কার্য্য যে কোন জিলা দিয়া উক্ত জলপথ যাইবেক সেই জিলার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জলপথ নির্ম্মাণের জন্যে করিতে পারেন্ এবং এই আইনের দ্বারা সেইং কার্য্য করিতে তাঁহার প্রতি হুকুম হইল ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা ঐং কমিস্যনর যেং কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন তাহার কোন কর্ম্ম নিজে কিম্বা তাঁহারদের চাকর কি আসিষ্টাণ্টের দ্বারা নির্ব্বাহ না করিয়া যে কোন ব্যক্তি অথবা কোম্পানি তাহা চুক্তি করিয়া লইতে চাহেন সেই ব্যক্তি বা কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে পারেন্। এবং

Digitized by Google

তাহা হইলে সেই প্রকার কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে ঐ২ কমিস্যনরকে এই আইনক্রমে যে২ শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়া গেল ঐ ব্যক্তি অথবা ঐ কোম্পানি সেই২ শক্তি এবং ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিতে পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা দেওয়া ক্ষমতা ও শক্ত্যনুসারে কার্য্য করণেতে যদি কোন ঘর বা এমারৎ অথবা অধিকার্য্য অন্য বিষয়ের অপচয় হয় অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহার হানি হয় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই ক্ষতি পুরণ করিয়া দিবেন এবং ঐ বাটী কি এমারৎ অথবা অন্য অধিকার্য্য বিষয়ের স্বামী এবং দখীলকারের এবং ঐ কমিস্যনরেরদের মধ্যে ঐ ক্ষতিপুরণার্থ যত টাকা ধার্য্য হয় তাহা ঐ কমিস্যনরেরা ঐ বাটীর স্বামি অথবা দখলীকারকে দিবেন। এবং ঐ ক্ষতিপুরণের টাকার সংখ্যার বিষয়ে এবং প্রত্যেক স্বামী এবং দখীলকারকে তাহার যে অংশ দিতে হইবেক সেই অংশের বিষয়ে যদি সেইরূপ স্বামী কি দখীলকার এবং ঐ কমিস্যনরেরদের মধ্যে ঐক্য না হইতে পারে তবে ঐ ক্ষতিপুরণের টাকার সংখ্যা এবং তাহার দাওয়াকারি ব্যক্তিরা একে২ তাহার যে অংশ পাইবার যোগ্য সেই২ অংশ সালিসের দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করণের ক্ষমতা দেওনের আইন এই নামে বিখ্যাত ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্ধারিত মতে তলব ও নিযুক্ত হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা ধার্য্য হইবেক এবং আদায় হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরদিগকে অথবা তাঁহারদের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন মুহুরীর অথবা সরবেয়র কি অন্য কর্ম্মকারক কিম্বা কোন কারিগর অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে কি এই আইনের বিধির অনুসারে তাঁহারা যে কোন ব্যক্তি কিম্বা কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন অথবা সেই কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে আপনারদের কি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য অথবা যে কোন কর্ম্ম এই আইনের শক্তিক্রমে বা তদনুসারে তাঁহারদের করিবার হুকুম আছে অথবা ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই কর্ম্ম করণেতে ও সম্পন্ন করণেতে যদি কোন ব্যক্তি কোন সময়ে ব্যাঘাত অথবা উত্ত্যক্ত করে তবে এইমত অপরাধি ব্যক্তির দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক কমিস্যনর ও সরবেয়র ও কমিস্যনরের-দের মুহুরীর এবং তাঁহারদের যত আসিষ্টাণ্টের আবশ্যক হয় তাঁহারদিগকে এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে এই সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়া গেল যে দিবা

Digitized by Google

ভাগের সকল উপযুক্ত ঘণ্টায় তাঁহারা কোন ভূমি কি বাটীতে অথবা যে ভূমির উপর কোন ঘর বা বাটী বা অন্য কোন এমারৎ গাঁথা আছে কি গাঁথা হইতেছে কি গাঁথিবার কল্প আছে সেই ভূমিতে এবং কোন প্রকার ঘরে বা তাহার কোন ভাগে প্রবেশ করেন অথবা আপনারদের অধীন কর্ম্মকারকদিগকে প্রবেশ করিতে হুকুম দেন এবং সেইরূপ প্রবেশ করণের জন্য অথবা এই আইনানুসারে ঐ ভূমিপ্রভৃতির কোন ভাগে যে কোন কার্য্য করা যায় বা করিতে হয় তাহার জন্যে কি তাহার বিষয়ে তাঁহারদের নামে আইনের আদালতে কোন নালিশ অথবা একুটি আদালতে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবেক না এবং তাহার বিরুদ্ধ আইনসম্পর্কীয় কোন কার্য্য হইতে পারিবেক না অথবা তাঁহারদিগকে কোন প্রকারে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন ভূমি অথবা এমারতে তৎসময়ে কোন ব্যক্তি বাস করিতেছে তাহাতে দখীলকারের অনুমতি বিনা তাঁহার বা তাঁহারদের প্রবেশ করণের মানসের উপযুক্ত সম্বাদ ঐ দখীকার ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না দিয়া তাহার মধ্যে উক্ত প্রকার কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবেন না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে কলিকাতা শহরের মধ্যে সকল প্রকার ও সকল রকমের যে সকল ও প্রত্যেক রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ থাকে এবং উত্তর কালে ঐ শহরের যে সকল ভাগে কোন রকমের বা কোন প্রকারের রাস্তা বা সরকারী পথ কি সাধারণের গমনাগমনের পথ করা যায় তাহার সরবরাহ কার্য্য ও কর্ত্তৃত্ব এবং শান ও তাহার সকল সরঞ্জাম এবং বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট অথবা কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা কিম্বা তাঁহারদের হুকুমে ঐ রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের জন্যে যে সকল গাঁথনি ও এমারৎ ও সরঞ্জাম ও হাতিয়ার অথবা অন্য দ্রব্য করা যায় তাহা ট্রষ্টিস্বরূপ ঐ কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং সেই সকল বিষয়ের স্বত্ব তাঁহারদের প্রতি ইহার দ্বারা অর্পণ হইয়াছে ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরে যে রাস্তা ও সরকারী পথ এবং সাধারণের গমনাগমনের স্থান থাকে বা উত্তর কালে করা যায় তাহার মধ্যে যে রাস্তাইত্যাদির বিষয়ে উপযুক্ত বোধ হয় সেই রাস্তাইত্যাদিতে উক্ত কমিস্যনরেরা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে শান করিতে পারেন এবং তাহাতে জল দিতে পারেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরে যে

Digitized by Google

প্রত্যেক রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ থাকে কিম্বা উত্তর কালে করা যায় সেই প্রত্যেক রাস্তাপ্রভৃতি উক্ত কমিস্যনরেরা উপযুক্তমতে মেরামৎ করিবেন এবং উপযুক্তমতে মেরামৎ না করিলে তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তায় পদব্রজে যাওনের বা গাড়ি যাওনের পথের কোন শান কি পাতর অথবা অন্য সরঞ্জাম যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের কিম্বা তাঁহারদের উক্ত সরবেয়রের লিখিত অনুমতি বিনা সরায় বা তুলিয়া ফেলে বা তাহাতে কোন ফেরফার করে অথবা উক্ত শহরের কোন রাস্তা কোন প্রকারে অবরোধ করে বা তাহার উপর কিছু গাঁথে তবে এইমত প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তির দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং যেহেতুক শহরনিবাসিরদের স্বাস্থ্যের এবং উপকারের জন্যে আবশ্যক আছে যে যে সিধা ও চৌড়া রাস্তা ও খোলা পথ আরম্ভ হইয়াছে তাহা সম্পন্ন হয় এবং যেখানে এই সময়ে এইমত রাস্তাপ্রভৃতি না থাকে সেই খানে উপকারক এবং উপযুক্ত অন্তরে সেই প্রকার রাস্তা এমত করা যায় যে ঐ শহরের মধ্যে ঘন এমারতের মধ্য দিয়া সেইরূপ সিধা ও চৌড়া পথ করা যায় অর্থাৎ সাধ্যপর্য্যন্ত চেরাকৃতিরূপে দক্ষিণঅবধি উত্তরপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বঅবধি পশ্চিমপর্য্যন্ত ঐ রাস্তার পত্তন হয় এবং দক্ষিণ পূর্ব্বঅবধি উত্তর পশ্চিমপর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ পশ্চিমঅবধি উত্তর পূর্ব্বপর্য্যন্ত অন্য রাস্তা কোণাকোণি রেখারূপে বিদিগে নির্ম্মাণ হয় এবং উপকারক ও উপযুক্ত অন্তরে বৃহৎ শূন্য স্থান থাকে এবং সেই শূন্য স্থানে চতুষ্কোণ বা গোলাকৃতি চক করা যায় এবং উক্ত চকহইতে ঐং রাস্তা উপকারকমতে প্রতিবন্ধক বিনা ঋজু রেখাক্রমে এক দিগে গঙ্গাপর্য্যন্ত যায় অপর দিগে উক্ত শহরের বাহিরের ময়দানপর্য্যন্ত যায় এবং এই প্রকার পাণ্ডুলেখ্যানুসারে সাধ্যপর্য্যন্ত ঐং কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায় এবং সম্পূর্ণরূপে তাহা হইতে না পারিলে এই পাণ্ডুলেখ্যের সদৃশ যেপর্য্যন্ত সাধ্য সেইপর্য্যন্ত তাহা করা যায়। এবং যেহেতুক উচিত এবং আবশ্যক আছে যে উক্ত শহরের এদেশীয় লোকেরা যে স্থানে বাস করেন্ সেই স্থানে যে গুঁড়ি ও গলি পথ আছে তাহার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বোক্তমতে সোজা এবং চৌড়া রাস্তা ও খোলা পথ নির্ম্মাণ হয় এবং যে ঘর ও এমারৎ ও ভূমি পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ করণের আবশ্যক হইবেক সেই ঘরপ্রভৃতির স্বামিরদিগকে উপযুক্তমতে ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া উচিত।

Digitized by Google

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যত শীঘ্র সাধ্য উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের উক্ত বিশেষ সরবেয়র এবং অন্য কোন উপযুক্ত সরবেয়রের দ্বারা নক্শা প্রস্তুত করাইবেন এবং ঐ নক্শার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়-সকল সিদ্ধ করণার্থ তাঁহারদের বিবেচনায় ঐ রাস্তা ও খোলা পথের লক্ষিতদিগের ও তাহার প্রশস্ততার এবং পূর্ব্বোক্ত চতুষ্কোণ বা গোলাকৃতি চক প্রস্তুত করণার্থ যে শূন্য স্থানের প্রয়োজন হয় তাহার অবস্থান ও পরিমাণের নিদর্শন থাকিবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা ঐ শহরের স্বাস্থ্য এবং তাহার মধ্যে গমনাগমনের সুগম এবং ঐ পারিপাট্যের নির্ব্বাহ করণের যে পরিমিত ব্যয় হইতে পারে এই সকলে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবেন। এবং যে কর্ম্মের আবশ্যক হয় তাহার খরচের এবং এই নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে ঘর ও এমারৎ ও ভূমি খরীদ করিবার আবশ্যক হইবেক তাহার আন্দাজী মূল্যের বরাওর্দ্দের কর্ম্ম প্রস্তুত হইবেক। এবং যেং নক্শা ঐ কমিস্যনরদিগকে এইরূপে দেওয়া যায় তাহার মধ্যে যে নক্শা তাঁহারা কিম্বা তাঁহারদের অধিকাংশ ব্যক্তি অন্যাপেক্ষা উত্তম ও উপযুক্ত বোধ করেন তাহা তাঁহারা পসন্দ করিবেন এবং ঐ নক্শা ও তদ্বিষয়ে কমিস্যনরেরদের নির্দ্ধারণ বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের বিবেচনার নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব উক্ত সেক্রেটারীর সহীকরা এক লিপির দ্বারা উক্ত সেক্রেটারীর মারফৎ ঐ নক্শাতে আপনার সম্মতি জানাইলে উক্ত কমিস্যনরেরা যথাসাধ্য শীঘ্র আপনারদের হাতে থাকা সংস্থান বুঝিয়া এবং এই আইনের কল্পিত অন্যান্য পারিপাট্য কর্ম্মের একি সময়ে নির্ব্বাহ করণের প্রতিবন্ধক না হয় ইহা বুঝিয়া ঐ কর্ম্ম যেপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত তাহা নির্ব্বাহ করিবেন। এবং উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাবিত নক্শাতে যদি তিনি আপনার অসম্মতি জানান তবে ঐ কমিস্যনরেরা সেই সরবেয়র অথবা অন্য কোন উপযুক্ত সরবেয়রের দ্বারা অন্য নক্শা প্রস্তুত করাইবেন এবং সেই নক্শা সেইরূপে ঐ কমিস্যনরেরা ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব করিবেন এবং যাবৎ ঐরূপ কোন নক্শা ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর না হয় তাবৎ সময়েং ঐরূপ অন্যান্য নক্শা করিবেন এবং উক্ত কমিস্যনরদিগকে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের চূড়ান্ত সম্মতি জানান গেলে পর যত শীঘ্র সাধ্য উক্ত কমিস্যনরেরা ঐ মঞ্জুরহওয়া নক্শা অনুসারে কর্ম্ম করিবেন ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নক্শা ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে সেইরূপে প্রস্তাব হইলে এবং তাঁহার দ্বারা মঞ্জুর হইলে পর ঐ কমিস্যনরেরা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের বিধির অনুসারে ঐ নক্শা অনুসারে কার্য্যকরণার্থ যে ঘর ও এমারৎ ও ভূমি খরীদকরণের আবশ্যক হয় তাহা খরীদ করিবেন এবং ঐ খরীদ

Digitized by Google

সম্পন্ন হইলে শ্রীযুত গবর্নর সাহেবকে আর জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনারদের তৎস্থানীয় সরবেয়রকে উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের হুকুম দিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং যেহেতুক উক্ত শহরের স্বাস্থ্যের জন্যে তাহার মধ্যে কর্ম্মণ্য নরদমা ও মোরী করণের উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের ঐ সরবেয়রকে সমস্ত শহরের অতি মনোযোগ-পূর্ব্বক জরিপ করিতে হুকুম দিবেন এবং তৎসময়ে যে নরদমা ও এমারৎ ও মোরী ঐ শহরের মধ্যে আছে তাহার যেং দোষ থাকে এবং উক্ত সমস্ত শহরের কর্ম্মণ্য-রূপে নরদমা করণ ও পরিষ্কার করণার্থ ঐ নরদমার যেং মতান্তর করা এবং যেং নূতন প্রধান ও অন্যান্য নরদমা ও মোরী করা উপযুক্ত ও আবশ্যক এবং ঐ নরদমা ও মোরী উপযুক্তমতে জলসেচন ও পরিষ্কার করণার্থ যেং জলাশয় ও কল ও জল-প্রবাহের দ্বার ও জলপথের কপাট ও অন্যান্য কর্ম্মের আবশ্যক হয় এবং যেং স্থানে ও স্থানহইতে ঐং নরদমা ও মোরীর আরম্ভ করা উচিত এবং ঠিক যে দিগে তাহা চালান উচিত এবং যেং স্থানে তাহার শেষ করা উচিত এই সকল বিষয়ের ঐ সরবেয়র আপনার বিবেচনামতে এক যথার্থ ও সস্পষ্ট রিপোর্ট করিবেন ইতি।

১৪ ধারা।

এবং যেহেতুক উক্ত শহরে বিশেষ বিষয় এবং অন্যান্য অবস্থা বুঝিয়া যেপর্য্যন্ত সাধ্য সেইপর্য্যন্ত উক্ত শহরের সকল নিবাসিকে পান করণার্থ এবং গৃহাদির কর্ম্মের নিমিত্তে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক জল দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক এবং বিশেষতঃ অতিদরিদ্র নিবাসিরদিগকে সেইরূপ জল দেওয়া অত্যাবশ্যক এবং যেহেতুক রাস্তা কর্ম্মণ্য ও স্বাস্থ্যজনকরূপে পরিষ্কার করণ এবং তাহাতে জলদেওনার্থ এবং যে প্রধান ও অন্যান্য নরদমা ও মোরী এই আইনের বিধির অনুসারে নির্ম্মাণ করা যাইবেক এবং বজায় করা যাইবেক তাহা পরিষ্কার রাখণের জন্যে জল যোগাইয়া দেওনের প্রয়োজন হইবেক।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ কমিস্যনরেরা সেই সময়ে ঐ শহরের মধ্যে এক্ষণে জলের যে সুসার আছে তাহার এবং উক্ত নানা অভিপ্রায়ের জন্যে সেই জল প্রচুর বা অপ্রচুর তাহার বিষয়ে এবং সেইরূপ যোগান প্রত্যেক প্রকার জল অথবা উক্ত সরবেয়র উত্তর কালে যে জল যোগানের পরামর্শ দেন্ সেই জল পান করণার্থ স্বাস্থ্যজনক ও সুস্বাদ কি না এই বিষয়ের রিপোর্ট করিতে আপনার সরবেয়রকে হুকুম

Digitized by Google

দিবেন। এবং ঐ জলের স্বাস্থ্যজনক ও সুস্বাদু গুণের বিষয়ে তাঁহার রিপোর্টের যথার্থতার পরীক্ষা করণার্থ ঐ কমিস্যনরেরা ঐ জল বা জলসকলের গুণের নির্ণয় করিতে এবং তাহার বিষয়ে রিপোর্ট করিতে নিপুণ কিমিয় ব্যক্তি এবং চিকিৎসকের-দিগকে আদেশ করিবেন। এবং উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহাদির কার্য্যের জন্যে এবং উক্ত রাস্তার কর্ম্মণ্য ও স্বাস্থ্যরূপে পরিষ্কার রাখণের ও জল দেওনের জন্যে এবং যে প্রধান ও অন্যান্য নরদমা ও মোরী এই আইনের বিধির অনুসারে নির্ম্মাণ ও বজায় হইবেক তাহার পরিষ্কারের জন্যে কলিকাতার উত্তর দিগে হুগলী নদীর যে স্থান-হইতে প্রচুর জল শহরের মধ্যে আনা যাইতে পারে তাহা ঐ সরবেয়র আপনার রিপোর্টে লিখিবেন এবং এই নানা কার্য্যের জন্যে এক স্থানহইতে প্রচুর জল পাওয়া যাইতে পারে কি না এবং কত দূরহইতে তাহা আনিতে হইবেক এবং তাহার যে খরচ লাগিবেক এবং উক্ত সকল অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ঐ জল প্রচুর ও বাহুল্যমতে যোগাইবার জন্যে যে জলাশয় ও কল ও জলপথের দ্বার ও খাল ও জলপথ ও নল ও অন্যান্য কর্ম্মের আবশ্যক হইবেক এবং সেই সকলের কিং পরিমাণ ইত্যাদি সকল বিষয়ে আপনার মত লিখিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ ইহাতে হুকুম হইল যে সকল নরদমা ও মোরী এবং তৎসম্বন্ধীয় সকল এমারৎ ও অন্য কর্ম্ম ও সরঞ্জাম ও দ্রব্য এবং সাধারণ লোকেরদের ব্যবহারার্থ যে সকল খাল ও জলপথ ও পুষ্করিণী ও কূপ প্রস্তুত হইয়াছে অথবা আইনমতে ব্যবহার হইতেছে এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের নিজ সম্পত্তি নহে তাহা এবং এই আইন জারী হওন সময়ে উক্ত শহরের মধ্যে তাহার সম্বন্ধীয় যে সকল এমারৎ ও কল ও নির্ম্মিত কর্ম্ম ও সরঞ্জাম ও জিনিস আছে অথবা উত্তর কালে কোন সময়ে উক্ত কমিস্যনরেরদের খরচে বা প্রকারান্তরে প্রস্তুত হয় তাহা ও তাহার উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা পূর্ব্বোক্ত ট্রষ্টিস্বরূপ উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং এই আইনের দ্বারা তাহার স্বত্ব তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হইল কিন্তু তাহার বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত ধিবি খাটিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সমস্ত শহরের কর্ম্মণ্যরূপে নরদমা করণার্থ এবং শহর পরিষ্কার রাখণার্থ যে প্রকার এবং যত নরদমা ও মোরী এবং যে প্রকার ও যত জলাশয় ও খাল ও জলপথ ও কল ও অন্যান্য নির্ম্মিত কর্ম্ম উক্ত কমিস্যনরের-দের বিবেচনায় আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা তাঁহারা নির্ম্মাণ করাইবেন। এবং ঐ নরদমাতে উপযুক্তরূপে জলসেচনের জন্যে ও তাহা পরিষ্কার করণের জন্যে যে প্রকার ও যত জলের নালার আবশ্যক হয় তাহা উক্ত শহরের রাস্তা ও পথ ও অন্য

Digitized by Google

স্থানে (তাহা সরকারী হউক বা না হউক) তাহাতে ও তাহার নীচে ও তাহার উপর এবং আবশ্যক হইলে উক্ত রাস্তা ও পথ ও মার্গ ও স্থানের নীচে যে সকল মাটির ভিতরে কুটরী ও খিলান থাকে তাহার মধ্য দিয়া ও তাহার উপর পত্তন করাইবেন কিন্তু যাহাতে অল্প ক্ষতি হয় এমত উদ্যোগ করিবেন। এবং ঐ নরদমার লাগাও অথবা তাহার নিকটে যে কোন অথবা যে সকল ঘর গাঁথা আছে এবং গাঁথা যাইবেক সেই ঘরঅবধি উক্ত কোন নরদমাপর্য্যন্ত কোন মোরী বা মোরীসকল করাইতে উক্ত নরদমার পার্শ্বে যে প্রকার ও যত গোলাকৃতি স্থান ও ছিদ্র তন্নিমিত্ত রাখিতে ঐ কমিস্যনরের বিহিত ও আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা করিতে অথবা রাখিতে পারেন। এবং উক্ত কোন এমারৎ সমাপ্ত করিবার জন্যে যদি কোন ঘেরা ভূমিতে অথবা অন্য যে স্থানে সরকারী রাস্তা না থাকে এমত স্থানে বা তাহার মধ্যে বা তাহা দিয়া ঐ এমারৎ গাঁথিতে বা তাহার অনবরত নির্ম্মাণ করিতে আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত ভূমিতে বা অন্য স্থানে বা তাহার মধ্যে কি তাহা দিয়া ঐ এমারৎ গাঁথিতে এবং অনবরত নির্ম্মাণ করিতে পারেন এবং উক্ত কমিস্যনরেরা এমত উপায় করিতে পারেন ও করিবেন যে ঐ নরদমা কোন নদী বা স্রোত কি খাল অথবা জলপথের সঙ্গে সংযোগ হয় এবং ঐ নরদমার মধ্যস্থ দ্রব্য ঐ নদীপ্রভৃতির মধ্যে পড়ে অথবা ঐ নরদমার সকল ময়লা রাখণ ও সংগ্রহ করণ ও বিক্রয় করণের এবং কৃষি কর্ম্মের সারের জন্যে বা প্রকারান্তরে তাঁহারদের যেরূপ সুবিবেচনা হয় সেইরূপে তাহা কর্ম্মে আনিবার জন্যে যে স্থান অতিসুগম হয় সেই স্থানে উপযুক্ত প্রণালী দিয়া সেই সকল ময়লা লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা সাবধান করিবেন যে ঐ ময়লা তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানে কোন অপকারক বা ক্ষতিজনক না হয়। এবং ঐ সকল নরদমা ও জলপথ ও খাল ও জলাশয় এবং অন্য এমারৎ ও স্থান উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং তাঁহারদের প্রতি ইহার দ্বারা অর্পণ হইল এবং তাহা সকল সময়ে উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং তাঁহারদের সরবেয়র ও তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরদের জিম্মায় ও কর্ত্তৃত্বে ও অধীনে থাকিবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের এইমত ক্ষমতা হইবেক এবং তাঁহারদিগকে এমত হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে সময়ক্রমে তাঁহারদের যেমন উচিত বোধ হয় তেমনি তাঁহারা উক্ত শহরের মধ্যে আবশ্যকমতে সকল অথবা কোন এক নরদমা চৌড়া করিতে ও গহেরা করিতে এবং আলি করিতে ও তাহা মতান্তর করিতে ও তাহার উপর খিলান গাঁথিতে ও তাহা মেরামৎ ও পরিষ্কার করিতে ও ধৌত করিতে পারেন্ এবং আরো উক্ত শহরের মধ্যে যে সকল অপ্রবাহ খাই ও নরদমা ও পুষ্করিণী ও দুর্গন্ধজল ও ময়লার অন্যান্য আধার থাকে তাহা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নিজ সম্পত্তি হউক বা না হউক তাহা পরিষ্কার করিতে এবং তাহার ময়লা উক্ত নরদমার মধ্যে ফেলিতে বা প্রকারান্তরে তাহা নিবৃত্ত করিতে

Digitized by Google

পারেন্। এবং আরো উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পিত বর্ত্তমান বা উত্তর কালে নির্ম্মিত কোন নরদমা যদি কোন কারণপ্রযুক্ত উক্ত কমিস্যনরেরদের বিবেচনায় অকর্ম্মণ্য অথবা অনাবশ্যক হয় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে সেই পুরাতন নরদমা উঠাইয়া ফেলিতে এবং তাহা বন্ধ করিতে ও তাহা বুজাইয়া ফেলিতে বা তাহা নিবৃত্ত করিতে পারেন্ কিন্তু তাহা এইরূপে করিতে হইবেক যে তাহাতে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তিরদের অপকারক ও বিঘ্নজনক না হয় ইতি।

১৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন নূতন ঘরের বুনিয়াদ খনন বা পত্তন করিতে আরম্ভ করণের অথবা কোন ঘর পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করণের পূর্ব্বে এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্ত্তৃত্বাধীন কোন নরদমার মধ্যে কোন ভূমি বা বাটীর জল সোজা বা বক্ররূপে পড়িবার জন্যে কোন মোরী করণের পূর্ব্বে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরকে লিখনের দ্বারা সম্পূর্ণ চৌদ্দ দিনের এত্তেলা দিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি ঐ প্রকারে ঘর গাঁথিতে বা পুনর্ব্বার গাঁথিতে অথবা সেইরূপ মোরী করিতে মানস করে সেই ব্যক্তি ঐ এত্তেলা মুহুরীরকে দিবেক কি তাহার দস্তুরখানায় দিয়া আসিবেক। এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়র যে মাটাম সহী ভূমি নির্দ্দিষ্ট করেন্ সেই সহী ঐ বুনিয়াদের পত্তন হইবেক এবং ঐরূপ প্রত্যেক শাখা মোরী যে দিগে ও যে প্রকারে ও যে ডৌলে ঐ সরবেয়র হুকুম করেন্ এবং মসলা ও এমারতের বিষয়ে ঐ সরবেয়র যে নিয়ম করেন্ তদনুসারে তাহা প্রস্তুত হইবেক এবং সেইরূপ প্রত্যেক মোরী উক্ত কমিস্যনরের দৃষ্টি গোচরে এবং কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্ম্মাণ হইবেক। এবং যদি সেইরূপ এত্তেলা না দেওয়া যায় অথবা সেই এমারৎ কি মোরী যদি কোন প্রকারে উক্ত সরবেয়রের হুকুম বিনা অথবা হুকুমের বিপরীত কি এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় বা করা যায় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই এমারৎ উৎপাটন করাইতে পারেন্ এবং সেই মোরী পুনর্ব্বার পত্তন করিতে বা মেরামৎ করিতে বা বিষয়বিশেষে পুনর্ব্বার গাঁথিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার খরচ ঐ ভূমির বা মোরীর স্বামির স্থানে উসুল করিতে পারেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি যে নরদমা অর্পণ হইয়াছে বা এই আইনের শক্তিক্রমে তাঁহারদের নির্ম্মাণ করণের ক্ষমতা হইয়াছে বা প্রকারান্তরে উক্ত কমিস্যনরেরদের হাতে আইসে সেই নরদমার কোন একটার সঙ্গে সংযোগহওনার্থ কোন ব্যক্তি আপনার খরচে মোরী প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু সেই মোরী যে পরিমাণে এবং সর্ব্বতোভাবে যে প্রকারে উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়র হুকুম অথবা নিরূপণ করেন সেইরূপে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং যদি উক্ত

Digitized by Google

কমিস্যনরেরা ঐ মোরীর যে ভাগ ঐ নরদমার সঙ্গমের স্থানঅবধি ঐ রাস্তার শেষ-পর্য্যন্ত চলে তাহা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত ও সম্মত না হন (এবং সেইরূপ স্বীকৃত ও সম্মত হওনার্থ ইহার দ্বারা তাঁহার প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল) তবে ঐ ব্যক্তি তন্নিমিত্তে কোন রাস্তার যে শান বা অন্য কোন সরঞ্জাম উঠাওন আবশ্যক হয় তাহা উঠাইতে ও স্থানান্তর করিতে পারে। এবং উক্ত যে২ নরদমা ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইল অথবা এই আইনের শক্তিক্রমে নির্ম্মাণ করণের ক্ষমতা হইল তাহার কোন এক নরদমার সঙ্গে সংযোগ করণার্থ মোরী যে পরিমাণ এবং যে প্রকার ও যে ভৌলে ঐ সরবেয়র হুকুম ও নিরূপণ করেন্ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বা অন্য প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি কোন মোরী প্রস্তুত করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং যেহেতুক এই প্রকার সকল এমারৎপ্রভৃতি উক্ত কমিস্যনরেরদের সর-বেয়রের নিজ হুকুম ও কর্ত্তৃত্বের অধীন ব্যক্তিরদের দ্বারা নির্ম্মাণ হইলে তাহা অধিক কর্ম্মণ্য এবং তাহাতে অল্প ব্যয় হইবার সম্ভাবনা অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত শহরের মধ্যে কোন বাটী বা অন্য বাসস্থানের স্বামির সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ও করার করিতে পারেন যে ঐ গৃহস্বামির যে কোন মোরী করণের আবশ্যক হয় তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদের সরবেয়রের দ্বারা নির্ম্মাণ করা যায় ও প্রস্তুত হয় এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়রের সর্টিফিকটঅনুসারে উক্ত মোরীর যে আসল খরচ লাগিয়াছে তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদিগকে ঐ২ গৃহস্বামী ফিরিয়াদিবেক এবং তাহা না দিলে ঐ টাকা পশ্চাৎ লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি।

২১ ধারা।

এবং যেহেতুক নরদমা ও মোরীর গলিঘুঁজিহইতে যে সকল দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে অস্বাস্থ্য জন্মে এবং সেই অপকার নিবারণ করনার্থ কোন নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা এবং উক্ত শহরের কোন বিশেষ মোরীর স্বামী উপযুক্ত কপাট অথবা অন্য ঢাকনি দেওনের দ্বারা কি তাহার মধ্য দিয়া বায়ুর গমনাগমনের সুগম করণের দ্বারা কিম্বা তন্নিমিত্ত অন্য যে উপায় ও উদ্যোগেতে তাহা সাধ্য হয় তাহার দ্বারা গলিঘুঁজিহইতে এবং রাস্তা বা অন্যান্য স্থানের মোরী কি নরদমার ঝাঁজরী কি অন্য প্রকার খোলা স্থানহইতে ঐ নরদমা এবং মোরীর দুর্গন্ধ নির্গত না হইবার উপায় করিবেন। এবং যদি কোন বিশেষ নরদমা অথবা মোরীর স্বামী সেই কর্ত্তব্য কার্য্যের শৈথিল্য কি বিলম্ব করে তবে সেইরূপ নরদমা অথবা মোরীহইতে নির্গত দুর্গন্ধ সফলরূপে নিবারণার্থ উক্ত কমি-স্যনরেরদের সরবেয়র তাহাকে উপযুক্ত এত্তেলা দিবেন এবং যদি সেইরূপে এত্তেলা

Digitized by Google

পাওনের পর দশ দিবসের মধ্যে সেই নরদমার স্বামী অতি কর্ম্মণ্যরূপে তাহা না করে তবে উক্ত সরবেয়র তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত কপাট কি অন্য ঢাকনি দিবেন কি ঐ দুর্গন্ধ নির্গত হওনের অতি সফলরূপে নিবারণার্থ অন্যান্য যে উপায় উচিত বোধ হয় তাহা করিবেন এবং তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা ঐ নরদমা অথবা মোরীর স্বামী দিবেক এবং তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি।

২২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং তাঁহারদের সরবেয়রের এই ক্ষমতা থাকিবেক এবং তাঁহারদের প্রতি ইহার দ্বারা হুকুম হইতেছে যে তাঁহারদের প্রতি অর্পিত কোন রাস্তা কি সরকারী পথ বা সাধারণের গমনাগমনের পথের যখন মেরামৎ হইতেছে অথবা যখন কোন নরদমা কি মোরী প্রস্তুত হইতেছে কি মেরামৎ হইতেছে তখন নিকটস্থ ঘরে চেস দেওনের দ্বারা এবং তাহা রক্ষা করণের দ্বারা আপদ নিবারণ করেন এবং ঐ এমারৎ ও মেরামৎহওনের সময়ে কোন গাড়ি বা বলদের গাড়ি কি অন্য বাহন কি বলদ কি ঘোড়ার গমনাগমনের নিবারণার্থ উক্ত কোন রাস্তায় কি সরকারী পথ কিম্বা সাধারণের গমনাগমনের পথে যত হুড়কা কিম্বা জিঞ্জির অথবা খুঁটি রাখিবার আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা ঐ রাস্তার মধ্যে রাখেন ও স্থাপন করেন কিম্বা রাখান ও স্থাপন করান। এবং ঐ কমিস্যনরেরা এবং তাঁহারদের সরবেয়র যখন কোন নরদমা কি মোরী অথবা অন্যান্য কর্ম্ম করিতেছেন বা মেরামৎ করিতেছেন তখন রাত্রিযোগে দৈবঘটনা নিবারণার্থ সেই নরদমাপ্রভৃতিতে উপযুক্ত ও প্রচুর আলো দিবেন এবং উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে সেখানে চৌকী থাকিতে নিযুক্ত করিবেন। এবং যদি কোন ব্যক্তি ঐ সরবেয়র ও কমিস্যনরেরদের অনুমতি বিনা সেই হুড়কা কি জিঞ্জির অথবা খুঁটি নামাইয়া ফেলে কি মতান্তর করে কি স্থানান্তর করে কিম্বা উক্ত হুড়কা বা জিঞ্জির কি খুঁটির নিকটে দেওয়া বা তাহাতে লট্‌কান কোন আলো নির্ব্বাণ করে তবে সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তাহার ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরনিবাসি ব্যক্তিরদের উপকার ও স্বাস্থ্যের প্রতি উপযুক্ত মতে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের সরবেয়রকে এই বিশেষ হুকুম দিবেন যে তিনি উপযুক্ত মতে সকল রাস্তা ও পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ ও তাহার গলী (সরকারী হউক কি না হউক) এবং পদব্রজে গমনের শান অথবা অন্য পথ সময়েং উপযুক্ত মতে ঝাড়ু দেওয়ান ও পরিষ্কার করান এবং ঐ সরবেয়র উপযুক্তমতে ঐ রাস্তাপ্রভৃতিতে ঝাড়ু দেওয়াইবেন ও পরিষ্কার করাইবেন। এবং তাহার উপর সর্ব্ব প্রকার যত ধূলা ও ময়লা ও জঞ্জাল পাওয়া যায় সেই সকল

Digitized by Google

একত্র করাইবেন ও স্থানান্তর করাইবেন এবং উপযুক্ত ঘণ্টায় ও সময়ে উক্ত শহরনিবাসিরদের বাটী ও ভূমিহইতে সকল কর্দ্দম ও ছাই ও ময়লা ও জঞ্জাল উঠাইয়া লইয়া যাইতে হুকুম দিবেন এবং উক্ত শহরের সকল অথবা কোন টাটী এবং ময়লার গর্ত্ত যেমত আবশ্যক বোধ হয় সেইরূপে প্রচুর ও উপযুক্তমতে পরিষ্কার ও শূন্য করাইবেন। এবং ঐ সরবেয়র প্রতি সপ্তাহে যেং দিবসে এবং যেং সময়ে উক্ত রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ ঝাড়ু দেওয়া যাইবেক ও পরিষ্কার করা যাইবেক এবং ঐ ময়লা ও ধূলা ও রাত্রিতে যাহা জমে তাহা ও ঝাঁটনি ও জঞ্জাল ও ছাই লইয়া যাওয়া যাইবেক এবং যেমত ও যেরূপে তাহা স্থানান্তর করা যাইবেক এবং যে স্থানে তাহা জমা হইবেক তাহার এত্তেলা সকল লোককে দিবেন এবং ঐ কমিস্যনরের হুকুম ও কর্ত্তৃত্বের অধীন কর্ম্মকারক ঐ সরবেয়রকে যেমত উপযুক্ত ও উচিত বোধ হয় সেইমত ঐ সরবেয়র নিয়ম ও হুকুম করিবেন এবং ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত কোন কার্য্য উত্তমরূপে করিবার ও নির্ব্বাহ করিবার জন্যে কোন বলদ বা ঘোড়ার গাড়ি বা অন্য কল অথবা কোন ঘোড়া বা বলদ খরীদ করিতে পারেন ও ভাড়া করিয়া লইতে পারেন ইতি।

২৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাস্তা ও গমনাগমনের পথ ও গলি ও পদব্রজে গমনের পথ ও টাটী ও নরদমা ও ময়লার গর্ত্তহইতে যে সকল ময়লা ও ধূলা ও রাত্রিতে জমাহওয়া দ্রব্য ও জঞ্জাল এবং ঐ শহরের মধ্যে সকল ও প্রত্যেক ঘরহইতে এবং অন্য স্থানহইতে যে সকল ধূলা ও ছাই ও জঞ্জাল একত্র করা ও লওয়া যায় ও স্থানান্তর করা যায় তাহা ঐ কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদের প্রতি তাহা অর্পণ হইল। এবং ঐ কমিস্যনরেরা যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে আপনারদের উক্ত মুহুরীর অথবা সরবেয়রের দ্বারা তাহা বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন এবং তাহা বিক্রয় করণেতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে ব্যয় হইবেক এবং যে ব্যক্তি তাহা খরীদ করে সেই ব্যক্তির তাহা লইতে ও লইয়া যাইতে এবং আপনার নিজ কার্য্য ও উপকারের নিমিত্তে তাহা হস্তান্তর করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের উক্ত রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথে জল ফেওনের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত কোন রাস্তা বা সরকারী পথ কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কূপ খনন করিতে পারেন এবং নল ও মালা ও বোমা রাখিতে ও স্থাপন করিতে পারেন ও বসাইতে পারেন এবং তাহার নিমিত্তে অন্য কোন উপযুক্ত কল প্রস্তুত করিতে পারেন এবং ঐ

Digitized by Google

কমিস্যনরেরা যখন ও যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহা উঠাইয়া লইতে ও মতান্তর করিতে পারেন। এবং দেশের আচার ও ব্যবহারে দৃষ্টি রাখিয়া যে উপযুক্ত ও বিহিত সময়ে এবং যে উপযুক্ত ও বিহিত স্থানে পরিশ্রমি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও আরাম হওনের সম্ভাবনা এবং লজ্জাকর না হয় এমত স্থানে ও সময়ে শহরনিবাসিরদের স্নান করিবার জন্যে ঐ শহরের মধ্যে প্রচুরসংখ্যক চৌড়া এবং উপকারি পুষ্করিণী অথবা জলপ্রবাহ প্রস্তুত করিতে ও স্থাপন করিতে ঐ কমিস্যনরেরদের ক্ষমতা হইবেক এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদিগকে তাহা করিতে হুকুম দেওয়া গেল ইতি।

২৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত সকল অথবা কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহারা সময়ক্রমে ব্যবস্থা করিতে পারেন ও ইহার দ্বারা ব্যবস্থা করিতে তাঁহারদের প্রতি হুকুম হইল বিশেষতঃ।

কোন রাস্তায় বা তাহার নিকটে অপকারজনক বিষয় নিবারণ করণ এবং তাহা পরিষ্কার রাখণ।

কসাইখানা ও বাজার রেজিষ্টরী করণ ও তদারক করণ ও তাহা পরিষ্কার ও উপযুক্তমতে রাখণের এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন একবার তাহাহইতে ময়লা উঠাইয়া লইয়া যাওনের এবং তাহাতে প্রচুরমতে জল দেওনের বিষয়ি নিয়ম করণ।

মনুষ্যেরদের আহারের জন্যে যাহারা পীড়াজনক মাংস ও মৎস্য ও শাকসবজী ও মিঠাই ও শস্য বিক্রয় করে তাহারদের দণ্ড করণ এবং ঐ মন্দ দ্রব্য ধরণ ও তাহা নষ্ট করণ।

রাস্তা পরিষ্কারকারিরদের কর্ম্ম এবং মূত্রের স্থান ও টাট্টীর কর্ত্তৃত্বের বিষয়ি নিয়ম করণ।

ময়লা ও অস্বাস্থ্যজনক ঘর পরিষ্কার করণের নিয়ম করণ।

সরকারী জলাশয়হইতে বিশেষং ঘরে জল যোগাওন।

পরিশ্রমি প্রজারদের স্বাস্থ্য ও পরিষ্কৃততা ও উপকারের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে প্রকার আবশ্যক বোধ হয় সেই প্রকারে উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহ কর্ম্মের জন্যে যে পুষ্করিণী ও জলপ্রণালী স্থাপন হয় তাহাতে লোকেরদিগকে স্নান করিতে

Digitized by Google

অথবা আপনারদের গাত্র ধুইতে নিবারণ করণ এবং স্নান করিবার নিমিত্তে যে পুষ্করিণী ও জলপ্রণালী স্থাপন হয় তাহাতে স্নান করণের ঘণ্টার নির্ণয় করণের নিয়ম করণ।

উক্ত শহরনিবাসি নানা জাতিরদের চৈতন্য ও আচার ও ব্যবহারের বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করণ বিধায় উক্ত শহরে স্বাস্থ্য ও পরিষ্কৃততা ও লজ্জা বোধের বিষয়ে উপযুক্ত মতে মনোযোগপূর্ব্বক উক্ত শহরনিবাসিরদের যে২ কর্ম্ম করা উচিত এবং যে কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত হওয়া উচিত সেই২ কর্ম্ম করাওণ এবং সেই কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত করাওণ।

এই সকল ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারি ব্যক্তিরদের যে জরীমানা দিতে হয় তাহা নির্ণয় ও স্থাপন করণ। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে শেষোক্ত এইরূপ কোন জরীমানা কোন এক অপরাধের জন্যে ৫০৲ টাকার অধিক হইবেক না অথবা সেই অপকারজনক বিষয় নিবারণ না হইলে এবং তাহার প্রতিকার না হইলে প্রত্যেক দিবসের জন্যে ৫৲ টাকার অধিক জরীমানা হইবেক না ইতি।

২৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত ধারাতে ব্যবস্থা করণের যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তৎক্রমে যে ব্যবস্থা করা যায় তাহা যাবৎ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব না হয় এবং তাহাতে তাঁহার সম্মতি এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি না হয় এবং ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের দস্তখৎক্রমে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা ঐ কমিস্যনরদিগকে জ্ঞাত করা না যায় এবং ঐ ব্যবস্থা কলিকাতার দুই সম্বাদপত্রে একবার প্রকাশ করণের পর যাবৎ চল্লিশ দিবস অতীত না হয় তাবৎ ঐ ব্যবস্থা প্রবল হইবেক না। এবং ঐ ব্যবস্থার যে নকলে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দস্তখৎ করা এই এজাহার থাকে যে তাহা উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্তমতে দুই সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং ঐ প্রকাশ করণের তারিখ থাকে সেই নকল আইন এবং একুটির সকল আদালতে এবং সকল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে ঐ ব্যবস্থার এবং তাহা মঞ্জুর হওন এবং প্রকাশ হওনের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ক্রমে যে সকল ব্যবস্থা করা যায় তাহা ছাপা হইবেক এবং তাহার এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরখানায় লট্কান যাইবেক এবং লট্কান থাকিবেক এবং যে কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে দরখাস্ত

Digitized by Google

করে এবং উক্ত কমিস্যনরেরা ।০০আনার অনধিক যে রসুম নিরূপণ করেন সেই রসুম দেয় সেই ব্যক্তিকে তাহার নকল দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হওনপূর্ব্বক এই আইনের বিরুদ্ধ দণ্ডনীয় অপরাধের বিষয়ে ইহার পরে যে সকল বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ বিধান এই আইনের শক্তিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের করা কোন ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করণের অপরাধের বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে সাধারণের অপকারক কোন প্রকার বিষয় যে কোন ব্যক্তি থাকিতে বা করিতে দেয় তাহার জন্যে ঐ কমিস্যনরেরা তাহার নামে নালিশ করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং কোন জরীমানা আদায় করণের জন্যে এবং এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ অপরাধকরণিয়া কোন ব্যক্তিরদের দণ্ড করিবার জন্যে নালিশের উদ্যোগ করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং ঐ নালিশের ও অন্য কার্য্যের খরচ এই আইনের বিধিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পিত টাকাহইতে দিতে হুকুম ও আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি।

৩১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা নালিশ করিতে পারেন এবং তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের যে কোন সম্পত্তি বা জিনিস বা দ্রব্য থাকে তাহা যে ব্যক্তি চুরী করে কি লয় বা লইয়া যায় বা জানিয়া শুনিয়া নষ্ট করে বা ক্ষতি করে সেই ব্যক্তির নামে তাঁহারা নালিশ করিতে পারেন বা সম্বাদ দিতে পারেন কি অন্য কোন কার্য্য করিতে পারেন এবং এইমত প্রত্যেক মোকদ্দমায় যে সম্পত্তি বা জিনিস অথবা দ্রব্যের বিষয়ে সেইরূপ কোন নালিশ হয় তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি ইহা সাধারণমতে জ্ঞাত করিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন ব্যক্তির যে কোন কর্ম্ম করণ বা না করণ "কামনলা" অনুসারে অপকারক অপরাধ জ্ঞান ও নির্দ্ধার্য্য হয় অথবা এই আইন না থাকিলে সেইরূপ জ্ঞান ও নির্দ্ধার্য্য হইত সেই কর্ম্ম করণ বা না করণ আইনসিদ্ধ হইবেক। এবং "কামনলা" অনুসারে যে কর্ম্ম অপকারক অপরাধ হইত সেই কর্ম্মের দোষি কোন ব্যক্তি এই আইনক্রমে তন্নিমিত্ত নালিশগ্রস্ত হওনহইতে ক্ষমা হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনক্রমে যে ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে সেইব্যক্তি ঐ

Digitized by Google

সাব্যস্তক্রমে ধার্য্যহওয়া সম্পূর্ণ টাকা ও তাহার খরচা দিলে পর সেই অপরাধের জন্যে ফৌজদারীসম্পর্কীয় আর কোন নালিশ তাহার নামে হইতে পারিবেক না ইতি।

৩৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অনুমতি ও সম্মতিক্রমে এবং পশ্চাৎ লিখিত নিষেধের অধীনে উক্ত কমিস্যনরেরা পশ্চাৎ লিখিত কর্ম্ম করিতে পারেন এবং তাহা করিতে তাঁহারদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল বিশেষতঃ এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে ঐ শহর অথবা তাহার কোন ভাগে জল যোগাও-নের বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ও চুক্তি করিতে পারেন। এবং শ্রীযুতের ঐরূপ সম্মতিক্রমে পূর্ব্বোক্ত জল পাইবার ও রক্ষা করিবার জন্যে যেমত ঐ কমিস্যনরেরদের আবশ্যক বোধ হয় সেইমতে যে কোন ব্যক্তির কোন জলের যন্ত্র ও জলপ্রবাহ কি জল কিম্বা ভূমি বা বাটী কি উপকারি বিষয় কিম্বা উত্তরা-ধিকারিত্ব বিষয় অথবা স্থাপিত বিষয় বা যন্ত্র কি অন্য সম্পত্তি থাকে এবং সেই ব্যক্তি তাহা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক আছে তাহা উক্ত কমিস্যনরেরা সম্পূর্ণরূপে খরীদ করিতে পারেন। অথবা যে কোন মিয়াদের নিয়ম উভয়ের মধ্যে ধার্য্য হয় সেই নিয়মের বন্দোবস্তক্রমে তাহা পাট্টা কি ইজারা করিয়া লইতে পারেন। এবং সেই-রূপে শ্রীযুতের অনুমতি ও সম্মতিক্রমে যে কোন জলযন্ত্র কিম্বা কল বা স্রোত কি জল কি ভূমি বা বাটী অথবা উপকারি বিষয় কি স্বত্ব ও অধিকার ও উপকার এই আইনের শক্তি ও পরাক্রম অনুসারে উক্ত কমিস্যনরেরদের থাকে অথবা তাঁহারা পান্ কি উত্তর কালে পাইতে পারেন কি তাঁহারদের হস্তে অর্পণ হইতে পারে সেই জলযন্ত্র-প্রভৃতি যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উক্ত শহর বা তাহার কোন ভাগে জল দেওনের বিষয়ে বন্দোবস্ত করে তাহাকে ২১ বৎসরের অনধিক মিয়াদে ইজারা দিতে পারেন। এবং তাহার অভিপ্রায় এই যে এইরূপ বন্দোবস্তকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ঐরূপ কোন বন্দোবস্ত বা চুক্তির অনুসারে অধিক কর্ম্মণ্য এবং ফলজনকরূপে ঐ জল আনাইতে পারে ও যোগাইতে পারে। এবং সেইরূপ যে পাট্টা উক্ত কমিস্যনরেরা দেন তাহা এই আইনের অভিপ্রায় সকলের জন্যে বা তাহার কোন এক অভিপ্রায়ের জন্যে জল যোগাওনের সম্পর্কে যে বন্দোবস্ত ও নিয়মেতে তাঁহারা পরস্পর সম্মত হন্ সেই বন্দোবস্ত ও নিয়মক্রমে হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতানুসারে যে পাট্টা অথবা চুক্তি হয় সেই পাট্টা কি চুক্তিপত্রের পৃষ্ঠে যদ্যপি বাঙ্গলা দেশের গবর্ণ-মেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎক্রমে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অনুমতির লিখিত নিদর্শন না থাকে তবে তাহা কোন কারণের জন্যে মাতবর অথবা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

৩৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের জল যোগাওনের কোন পাণ্ডুলেখ্য

Digitized by Google

বা কোন উপায় সিদ্ধ করণের জন্যে কোন জলযন্ত্র নির্ম্মাণ বা পারিপাট্য বা বিস্তার করণার্থ ভূমির স্বামী এবং দখীলকারের অনুমতি বিনা তাঁহারদের ভূমি লইতে অথবা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে উক্ত কমিস্যনরদিগকে অথবা তাঁহারদের ইজারদারের-দিগকে এই আইনের দ্বারা যে২ ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই২ ক্ষমতা যদি আমলে আনা উপযুক্ত বা উপকারক বোধ হয় তবে এইমত প্রত্যেক গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা একটা নক্শা অথবা পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করাইবেন এবং ১০০ ফুটের পরিমিত স্থান ঐ নক্শার একং বুরুলের তুল্য হিসাবে করা যাইবেক এবং সেই নক্শার মধ্যে এই সকল বিষয়ের বর্ণনা থাকিবেক অর্থাৎ যে আকরহইতে ঐ জল আনাইবার কল্প আছে তাহা এবং ঐং জলযন্ত্রের স্থিতি এবং যে কোন স্থানহইতে জল আনাইবার কল্প আছে সেই আকরপর্য্যন্ত বা সেই আকরহইতে জল আনিবার যে জলপথ ও প্রণালিকা ও খিলান পথ বা নালা কি অন্য যে জুলি করণের কল্প আছে তাহার রেখা ও শ্রেণী এবং যে২ ভূমি দিয়া ঐ জলপথপ্রভৃতি লইয়া যাইবার কল্প আছে তাহা। এবং তাহার সঙ্গে অনুসন্ধানের এক বহী প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত কোন কর্ম্ম করণার্থ অথবা কোন খিলানপথ বা নালা কি জুলি কিম্বা জলযন্ত্রের নিমিত্তে ব্যবহার করণার্থ যে২ ভূমি লইবার কল্প হয় সেই২ ভূমির স্বামী অথবা কথিত স্বামী বা ইজারদার কি কথিত ইজারদার ও দখীলকারের নাম থাকিবেক এবং ঐ নক্শা এবং অনুসন্ধানের ঐ বহীর এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরে রাখা যাইবেক এবং তদ্বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির লাভালাভ থাকে তাঁহারা সকল উপযুক্ত সময়ে তাহা দেখিতে পারিবেন এবং ঐ পাণ্ডুলেখ্য ও অনুসন্ধানের বহীর আর এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়রকে দেওয়া যাইবেক এবং উক্ত কোন অভিপ্রায়ের জন্যে লইতে বা ব্যবহার করিতে কল্পনা হওয়া যে কোন ভূমি দিয়া কোন খিলানপথ বা নালা বা প্রণালিকা কি অন্য কর্ম্ম করণের মানস থাকে সেই ভূমিতে যে সকল ব্যক্তির লাভালাভ আছে অথবা তাঁহারদের মধ্যে যে ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর উক্ত কমিস্যনরেরা জ্ঞাত হইতে পারেন তাঁহারদিগকে উক্ত কমি-স্যনরেরা ঐ কল্পিত কর্ম্মের এবং যে স্থানে ঐ নক্শা রাখা গিয়াছে তাহার এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলা একাদিক্রমে দুই সপ্তাহে অন্যূন একবার কলিকাতা শহরের দুই অথবা ততোধিক সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ এত্তেলা শেষবার প্রকাশ হওনের তারিখের পর ত্রিশ দিন অতীত হওনানন্তর যত শীঘ্র হইতে পারে উক্ত সরবেয়র উক্ত প্রকারে ঐং সম্বাদপত্রে এই এত্তেলা ঘোষণা করিবেন যে ঐ শেষ প্রকাশিত এত্তেলার তারিখঅবধি এক সপ্তাহের মধ্যে আমি সেই ভূমিতে উপস্থিত হইব এবং যাঁহারা আমার সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করেন এবং জানিতে ইচ্ছুক হন তাঁহারদিগকে উক্ত কল্পিত জলপথ ও প্রণালিকা ও খিলানপথ ও নালার রেখা এবং শ্রেণী ও উক্ত

Digitized by Google

কল্পিত জলাশয় ও পুষ্করিণী ও জলযন্ত্রের স্থিতি আমি দেখাইব। এবং তদনুসারে ঐ এত্তেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তিনি হাজির হইবেন এবং তৎসময়ে ও তৎস্থানে তাহা দর্শাইবেন এবং সেই বিষয়েতে যে সকল ব্যক্তি আপনারদের লাভালাভ আছে জ্ঞান করেন অথবা তদ্দ্বারা যাঁহারা আপনারদের ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা আছে বোধ করেন তাঁহারা উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্মুখে স্বয়ং কিম্বা তাঁহারদের উকীল বা টর্নি কি মোক্তার সেই বিষয়ের এজহার করিতে পারেন এবং যে সাক্ষিকে তাঁহারা উচিত বোধ করেন সেই সাক্ষিকে তাঁহারা উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্মুখে আনাইতে পারেন এবং যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহার এক রিপোর্ট এবং ঐ নক্শা ও অনুসন্ধানের বহী এবং উক্ত সরবেয়রের রিপোর্ট এবং তদ্বিষয়ে উক্ত কমিস্যনরের-দের অভিপ্রায় তাঁহারা বাঙ্গলা দেশের উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকে দিবেন। এবং তাহা হইলে উক্ত নক্শায় যে ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে লইবার অথবা ব্যবহার করণের আবশ্যক হয় তাহা বা তাহার কোন ভাগ ঐ ভূমির স্বামি বা তাহাতে যে ব্যক্তির লাভালাভ থাকে তাঁহার অনুমতি বিনা লইতে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অস্বীকৃত বা স্বীকৃত হইতে পারেন। এবং যদি ঐ শ্রীযুত তাহা লইতে স্বীকৃত হন তবে যে নিয়ম ও হুকুম যথার্থতা প্রতিপালনের জন্যে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব আবশ্যক বোধ করেন এবং এই আইনের অভিপ্রায়ের বিপরীত না হয় এমত নিয়ম ও হুকুম করা যাইবেক। এবং যদ্যপি উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব তাহা লইতে স্থির করেন তবে তিনি যখন ও যতশীঘ্র পূর্ব্বোক্ত মতে উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎক্রমে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করেন তখন ঐ কমি-স্যনরেরা ঐ পাণ্ডুলেখ্যানুসারে কার্য্য করিবেন ও করিতে পারেন ইতি।

৩৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কমি-স্যনরেরা যে জলযন্ত্র ও বাষ্পীয় যন্ত্র ও জলের কল ও জলাশয় ও জলকুণ্ড ও পুষ্করিণী ও জলপথ ও খাল ও জুলি ও প্রণালিকা ও কল ও জল নির্গমনের কপাট ও জল আটকের কপাট ও নল ও মোরী ও আলি ও সাঁকো ও নলী ও খিলানপথ ও কল ও অন্যান্য কর্ম্ম ঐ শহরের নিবাসিরদিগকে জল আনয়ন ও জল দেওনার্থ আবশ্যক অথবা উচিত বোধ করেন সেই জলযন্ত্রপ্রভৃতি সময়ক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরা যে ভূমি খরীদ করিতে বা লইতে এই আইনের দ্বারা ক্ষমতা পাইলেন সেই ভূমির উপর করিতে বা নির্ম্মাণ করিতে বা পত্তন বা রক্ষা করিতে বা মতান্তর করিতে কি উঠাইয়া দিতে পারেন ইতি।

৩৭ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরদিগকে এই আইনেতে জোরপূর্ব্বক ভূমি লইবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুসারে কোন ভূমি

Digitized by Google

লইয়া তাহার উপর উক্ত জলযন্ত্র এবং উক্ত জলাশয় ও খাল ও প্রণালিকা ও জলপথ ও খিলানপথ এবং অন্য কর্ম্ম স্থাপনেতে ও নির্ম্মাণ করণেতে উক্ত নক্শাতে যে বক্রগতির সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাহইতে অধিক দূরে বক্র গমন করিবেক না এবং উক্ত অনুসন্ধানের বহীর মধ্যে যে ব্যক্তির নাম না লেখা যায় এমত কোন ব্যক্তির ভূমিতে তাঁহার লিখিত সম্মতি বিনা প্রবেশ করিবেন না কিন্তু যদি সেই ব্যক্তির নাম ভুলপ্রযুক্ত লেখা না গিয়া থাকে তবে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার নাম না লিখন ভুলপ্রযুক্ত হইয়াছে এবং ঐরূপ বক্রগমনের অনুমতি দেওয়া উচিত ইহা ঐ সরবেয়রের দস্তখৎক্রমে জানাইতে হইবেক ইতি।

৩৮ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা এমত বোধ করিতে হইবেক না যে বলপূর্ব্বক খরীদ করণের পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাপ্রযুক্ত যেং ভূমি অথবা স্থান দিয়া বা তাহার মধ্যে উক্ত নলী অথবা বোমা কি জলপথ বা খিলানপথ পত্তন করণের মানস হয় অথবা আবশ্যক হয় সেই ভূমি-প্রভৃতিতে উক্ত নলী বা বোমা কি জলপথ অথবা খিলানপথ স্থাপন করণ কিম্বা সময়ক্রমে আবশ্যকমতে তাহা নূতন করণ বা সারণ কি মেরামৎ করণ বা তদারক করণার্থ তাহাতে প্রবেশ করণের স্বত্ব বিনা উক্ত কমিস্যনরদিগকে কিম্বা তাঁহারদের ইজারদারদিগকে অন্য ক্ষমতা ও শক্তি দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ভূমি কোন জলাশয় করিবার জন্যে অথবা কোন বাষ্পের কল বা অন্য কর্ম্ম স্থাপনের জন্যে বিশেষরূপে লওয়া যায় তাহাতে তাঁহারদের সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকিবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনের দ্বারা যে কর্ম্ম করণের হুকুম দেওয়া গেল তাহার কি তাহার কোন ভাগের লাগাও বা ২০০ হাত অন্তরের মধ্যে কোন চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বা ব্যক্তির বাগান কি ফলের বাগান বা বৃক্ষের বাগান কি বৃক্ষ জন্মাইবার নিমিত্ত নিরূপিত ভূমি না হইলে তাহার উপর বা তাহার কোন ভাগের উপর মাটি বা খোয়া কি বালী কিম্বা চুণ বা ইট বা পাথর কি অন্য কোন সরঞ্জাম রাখণের জন্যে অথবা উক্ত কার্য্য সম্পাদনসম্বন্ধীয় কোন অভিপ্রায়ের জন্যে টাকা না দিলে বা দিবার প্রস্তাব না করিলে বা আমানৎ না করিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন। এবং এই আইনের দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে যে নানা ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করণেতে তাঁহারা যত অল্প ক্ষতি করিতে পারেন তত অল্প ক্ষতি করিবেন এবং সময়ক্রমে উক্ত ভূমির ক্ষণেক কাল দখল করণের বিষয়ে এবং তাহাতে ক্ষণেক কাল যে নোকসান করা যায় তাহার বিষয়ে তাঁহারা ঐ ভূমির স্বামি বা দখীলকারকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন এবং যতবার ঐ কমিস্যনরেরা অথবা

Digitized by Google

তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরা ঐরূপ ক্ষণেক কালের দখল করেন অথবা ঐরূপ ক্ষণেক কালের অপচয় করেন ততবার ঐ ভূমির স্বামিকে ক্ষতি পুরণ করিয়া দিবেন এবং যদি ঐ ভূমির চিরস্থায়ি ক্ষতি করেন তাহা ও ভূমির স্বামিকে পুরণ করিয়া দিবেন। এবং যদি ক্ষতিপুরণের টাকার সংখ্যার বিষয়ে অথবা ক্ষতিপুরণের টাকার নানা দাওয়াদারের বিশেষ২ অংশের বিষয়ে উভয় পক্ষের অনৈক্য হয় তবে ঐমত প্রত্যেক গতিকে সালিসীর দ্বারা কিম্বা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সংগ্রহহওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা ঐ বিরোধের বন্দোবস্ত ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪০ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জলযন্ত্রপ্রভৃতির লাগাও অথবা নিকটবর্ত্তি ভূমির পূর্ব্বোক্ত মতে আইনসিদ্ধ ঐরূপ ক্ষণেক কাল দখল করণের পূর্ব্বে উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্ত্তব্য এবং ইহার দ্বারা তাঁহারদের প্রতি হুকুম হইল যে তাঁহারদের সেইরূপ মানসের এত্তেলা চৌদ্দ দিন থাকিতে সেই ভূমির স্বামি ও দখীলকার ব্যক্তিরদিগকে দেন এবং যত ভূমির সেইরূপ ব্যবহার করণের আবশ্যক হয় তত ভূমি উপযুক্ত বেড়ার দ্বারা ঘেরেন ও তাহার নিকটস্থ অন্য ভূমিহইতে পৃথক্ ও সতন্ত্র করেন ইতি।

৪১ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে ঐরূপ নিকটস্থ ভূমিতে প্রবেশ করণের পূর্ব্বে যদি তাহার স্বামী বা দখীলকার ব্যক্তিরা চাহেন তবে ঐ কমিস্যনরেরা ক্ষণেক কাল দখল করণের সময়ে তন্নিমিত্তে কোন নিরূপিত ও ধার্য্য হওয়া বার্ষিক খাজানা দিবার বিষয়ে ঐ ভূমির স্বামি কি দখীলকারেরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন এবং যদি খাজানার বিষয়ে উভয়ের অনৈক্য হয় তবে তাহা সালিসীর দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সংগ্রহ হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে জলাশয় অথবা অন্য কর্ম্মকরণের ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহা নির্ম্মাণ করণেতে এবং তাহার মধ্যে বা তাহাপর্য্যন্ত কোন খিলানপথ কি জলপথ করণেতে উক্ত কমিস্যনরেরা নিকটস্থ ভমিতে জল দেওনের এবং তাহার ব্যবহারের জন্যে এবং ঐ জলাশয় ও অন্য কর্ম্ম করণের দ্বারা বর্ত্তমান রাস্তা ও পথ ও জলের স্থান ও কূপ ও জলপ্রণালী ও মোরী ও জলপথ যে স্থানে উঠাইয়া লওয়া যায় বা তাহার বিঘ্ন হয় কি ক্ষতি হয় কিম্বা অনুপকারি কি অকর্ম্মণ্য হয় সেই২ স্থানে জল দেওনার্থ ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের খরচে প্রচুরমতে উপকারক রাস্তা ও পথ ও জলের স্থান ও কূপ ও জলপ্রণালী ও মোরী

Digitized by Google

ও জলপথ করিবেন। এবং যদি উক্ত কমিস্যনরেরদের এবং ঐ নিকটস্থ ভূমির স্বামিরদের মধ্যে কোন অনৈক্য হয় তবে সেই বিবাদ সালিসীর দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সংগ্রহ হওয়া জুরির করসলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের অথবা তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরদের কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা যখন কোন রাস্তা বা সরকারী পথ কি সাধারণের গমনাগমনের পথের শান পাথর কি মাটি তোলা যায় বা কোন নরদমা কি মোরী খোলা যায় তখন ঐ কমিস্যনরেরা যে কার্য্যের জন্যে তাহা ভাঙ্গা গেল সেই কার্য্য যথাসাধ্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবেন এবং মাটি পুনর্ব্বার পূর্ণ করিবেন এবং সেই শান ও ভূমি যেরূপ ছিল সেইরূপ করিবেন এবং সেইরূপ ভগ্ন হওয়া বা খোলা নরদমা বা মোরী পুনর্ব্বার বন্ধ করিবেন এবং তাহাতে যে ময়লা হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লইবেন এবং ইতিমধ্যে যে স্থানহইতে ঐ শান পাথর বা মাটি তুলিয়া লওয়া গিয়াছে বা খোলা গিয়াছে সেই স্থানে বেড়া দিবেন ও চৌকী রাখিবেন এবং যে শান পাথর ও মাটি ঐরূপ ভগ্ন হইল ও তোলা গেল তাহার উপর বা তাহার লাগাও যত কাল সেই শান পাথর অথবা মাটি খোলা বা ভাঙ্গা থাকে তত কাল প্রতিরাত্রিতে প্রচুরমতে আলো দিবেন ইতি।

৪৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরনিবাসিরদের বিনা মূল্যে জল যোগাওনার্থ এক্ষণে যে সকল সরকারী জলাশয় ও পুষ্করিণী ও প্রণালিকা ও অন্যান্য জলযন্ত্র ব্যবহার হইতেছে তাহা উক্ত কমিস্যনরেরা বজায় রাখিবেন এবং তাহাতে জল রাখিবেন ও যোগাইবেন এবং ঐ সকল জলাশয়প্রভৃতি ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং তাঁহারদের অধীন ও কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহা থাকিবেক এবং উক্ত কমিস্যনরেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমত কোন রাস্তা বা চক কি গলী বা সরকারী পথ কি কোন সাধারণের গমনাগমনের পথ বা কোন সংখ্যক ঘরের নিবাসিরদিগকে জল দেওনার্থ নূতন জলাশয় ও পুষ্করিণী ও বোমা ও প্রণালিকা ও অন্য জলের কল স্থাপন ও নিযুক্ত করিতে পারেন এবং যে ব্যক্তিরা বিক্রয়ার্থ না হয় কিন্তু আপনার নিজ ব্যবহারার্থ জল লইয়া যাইতে চাহেন তাঁহার বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্যে কোন সরকারী স্থানে ঐ জলাশয়প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারেন এবং দারিদ্র ব্যক্তিরদের ব্যবহারের জন্যে সরকারী স্নানাগার অথবা গাত্র ধুইবার ঘরে জল যোগাইতে পারেন ইতি।

৪৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ঘরের পশ্চাৎ লিখিত হারানুসার

Digitized by Google

টাক্স নিরূপণ হইয়াছে সেই ঘরের স্বামি অথবা দখীলকারকে গৃহের কার্য্যের জন্যে উপযুক্তমতে উক্ত সরবেয়র যেরূপ বন্দোবস্ত ও নিয়ম করেন সেইরূপে জল দিতে যদি উক্ত কমিস্যনরেরা শৈথিল্য করেন বা অস্বীকার করেন তবে ঐ ভূমির স্বামী অথবা দখীলকার ঐরূপ জলের অভাবের এত্তেলা উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরকে লিখনের দ্বারা দেওনের পর যে প্রত্যেক অব্যবহিত দুই দিবসপর্য্যন্ত সেইরূপ জল দেওনের শৈথিল্য কি অস্বীকার হয় সেই দুই২ দিবসের জন্যে ঐ ব্যক্তির ত্রৈমাসিক যে কর দেয় হয় তাহার আট ভাগের এক ভাগের তুল্য টাকা সেই করহইতে বাদ দিতে পারেন। কিন্তু যদি সেই জলাভাব বড় অনাবৃষ্টি কি অন্য কোন অনিবার্য্য কারণ কিম্বা দৈবঘটনাপ্রযুক্ত হয় তবে এইরূপ করিতে পারিবেন না ইতি।

৪৬ ধারা।

এবং উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহকর্ম্মের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরা যে জল নিরূপণ করেন তাহা নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যজনক রাখিবার জন্যে ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি খামখা বা জানিয়া শুনিয়া পশ্চাৎ লিখিত কোন অপরাধ করে তাহার দোষ সরাসরীমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

১। উক্ত কমিস্যনরেরদের যে জলাশয় ও জলপথ ও জলযন্ত্র থাকে এবং উক্ত শহরনিবাসি ব্যক্তিরদের গৃহকার্য্যের নিমিত্তে তাঁহারদের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে সেই জলাশয়প্রভৃতিতে যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্নান করে কিম্বা কোন বস্ত্রাদি কি ঘোড়া কি কুকুর কিম্বা কোন জন্তু ধোয় বা ধোয়ায়।

২। পূর্ব্বোক্ত ঐ প্রকার জলাশয় কি জলপথ বা জলযন্ত্রে যে ব্যক্তি কোন খরকি বা পাথর কি কাঁটনি কি ময়লা কিম্বা জঞ্জাল বা অন্য অপকারক অথবা বিরক্তকারি কোন জিনিস বা দ্রব্য রাখে কি নিক্ষেপ করে অথবা কোন পশম কি চামড়া কি কোন পশুর চাম অথবা দুর্গন্ধ বা ঘৃনাজনক অন্য জিনিস বা বস্তু ধোয় কি পরিষ্কার করে।

৩। যে ব্যক্তি আপনার কোন নালা বা নরদামা কি মোরীর জল কি আপনার অন্য কোন ঘৃণাজনক দ্রবদ্রব্য বা বস্তু কিম্বা তাহার ঘর বা বাটীর মধ্য দিয়া কি তাহার দখলের কোন ভূমি দিয়া বহা বা থাকা সেই প্রকার কোন দ্রবদ্রব্য উক্ত কমিস্যনরেরদের কোন জলের আকর কি খাল কি জলাশয় বা জলপথ কি নলী কিম্বা অন্য জলযন্ত্রে বহায় বা নরদমার দ্বারা পঁহুছাইয়া দেয় বা নিক্ষেপ করায় অথবা অন্য যে কোন কর্ম্মের দ্বারা উক্ত কমিস্যনরেরদের জল কোন প্রকারে ময়লা বা দুর্গন্ধ হয় তাহা করে।

Digitized by Google

৪৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের সরবেয়রের রিপোর্টক্রমে শহরের যে ভাগে আলোর আবশ্যক বোধ করেন সেই ভাগে আলো দেওনের জন্যে প্রচুরসংখ্যক দীপ প্রস্তুত করিতে ঐ কমিস্যনরদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল এবং ইহার দ্বারা সেই কর্ম্ম করিতে তাঁহারদিগকে হুকুম হইল এবং সকল লোকের উপকারের জন্যে উক্ত দীপ উপযুক্তরূপে রাখিবেন এবং তাহা পরিষ্কার করিতে ও প্রস্তুত করিতে এবং তাহাতে আলো দিতে প্রচুরসংখ্যক ব্যক্তিকে রাখিবেন ও নিযুক্ত করিবেন এবং সময়ক্রমে যেমত আবশ্যক হয় সেইমতে ঐ দীপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন বা অন্যপ্রকারে মতান্তর করিবেন এবং উক্ত দীপের মধ্যে যাহা ভগ্ন বা অকর্ম্মণ্য হয় তাহার পরিবর্ত্তে নূতন দীপ দিবেন এবং যাহাতে উক্ত শহরের যে সকল রাস্তায় উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করেন সেই সকল রাস্তাতে প্রতি দিনের বৈকালের যে ঘণ্টাঅবধি তৎপর দিবসের প্রত্যূষের যে ঘণ্টাপর্য্যন্ত উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত ও উপযুক্ত ও আবশ্যক বোধ করেন সেইপর্য্যন্ত তাহাতে উত্তম ও প্রচুর মতে আলো দেওয়া যায় এমত করিবেন এবং উক্ত প্রত্যেক দীপ স্থাপনকরণের ও মেরামৎ করণের ও রাখণের ও পরিষ্কার করণের ও তাহাতে তৈল ও শলিতা দেওনের এবং পূর্ব্বোক্ত ঘণ্টায় তাহাতে আলো দেওন ও আলো রাখনের সমস্ত খরচ উক্ত কমিস্যনরেরা দিবেন ইতি।

৪৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দীপ যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া নষ্ট করে বা ক্ষতি করে বা বিরূপ করে কি ব্যাঘাত করে কি তাহার মধ্যের কোন আলো নির্ব্বাণ করে বা উক্ত কমিস্যনরেরদের বা তাঁহারদের উক্ত সরবেয়রের হুকুম না পাইয়া উক্ত দীপহইতে কোন তৈল বা অন্য বিষয় কি দ্রব্য তুলিয়া লয় বা লইয়া যায় সেই ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ৫০৲ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

৪৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কার্য্যকরণেতে কি এই আইনের দত্ত কোন ক্ষমতা বা শক্তিক্রমে যে কোন ব্যক্তি কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম বা দোষ কি অন্য অনুপযুক্ত কার্য্য করে যদি তন্নিমিত্ত নালিশ হওনের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করে তবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিলে কিছু টাকা পাইবেক না এবং যদি সেইরূপ কোন টাকা দিবার প্রস্তাব না হয় তবে যে আদালতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের অনুমতিক্রমে নালিশের বিচার হওনের পূর্ব্বে সেই নালিশে ঐ আসামী যত টাকা উচিত বোধ করে তত টাকা আদালতে আমানৎ করিতে পারে এবং তাহা হইলে অন্যান্য যে গতিকে আসামীরা

Digitized by Google

আদালতে টাকা আমানৎ করণের অনুমতি পায় সেই গতিকে যেরূপ কার্য্য হয় সেইরূপ কার্য্য হইবেক ইতি।

৫০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল গতিকে কোন ক্ষতিপূরণের টাকা বা খরচ কি খরচা এই আইনের দ্বারা দিবার হুকুম আছে এবং ঐ টাকার সংখ্যা নির্ণয় করণের এবং তাহা আদায় করণের কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই সেই২ গতিকে যেরূপে ১৮৪৭ সালের ২২ আইনক্রমে সালিসীর দ্বারা কার্য্যকরা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই-রূপে ঐ বিবাদি টাকার সংখ্যা সালিসীর দ্বারা নির্ণয় ও নির্দ্দিষ্ট হইবেক এবং যদি উভয় পক্ষীয় ব্যক্তি দুই জন সালিস নিযুক্ত করণের বিষয়ে ঐক্য না হইতে পারে অথবা যদি সালিসেরা পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের ফয়সলা না করেন তবে কলিকাতার কোন দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ টাকার সংখ্যার নির্ণয় হইবেক এবং সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট টাকা উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা অথবা অন্য যে ব্যক্তির সেই টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তির দ্বারা যদি দাওয়া হওনের সাত দিবসের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে সেই টাকা কর্জের নালিশের দ্বারা বা প্রকারান্তরে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫১ ধারা।

এবং হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্ম্মকারক অথবা চাকর ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে এই আইনের দ্বারা কি উক্ত কমিস্যনরেরদের কোন ব্যবস্থার দ্বারা যে২ অপরাধের জন্যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই নানা অপরাধের সংক্ষেপ বিবরণ এবং প্রত্যেক দণ্ডের বিবরণ তাঁহারা প্রকাশ করিবেন এবং ঐ বিবরণ একটা তক্তার উপরে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় লেখাইবেন কি তাহা কাগজের উপর মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ঐ তক্তার উপর লেয়াই দিয়া বসাইবেন এবং ঐ তক্তা উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দফ্তরেরসকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইবেন অথবা বসা-ইবেন। এবং যখন ঐরূপ কোন জরীমানা কোন বিশেষ স্থানের বিষয়ে খাটে তখন যে স্থানে ঐ জরীমানা অর্শে বা সম্পর্ক রাখে তাহার অতি নিকটবর্ত্তি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ তক্তা লট্‌কাইবেন। এবং যতবার ঐ সকল বিবরণ কিম্বা তাহার কোন ভাগ মোচা যায় বা নষ্ট হয় ততবার তাহা পুনর্ব্বার লিখিবেন। এবং যদি সেই বিবরণ পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ না হয় অথবা প্রকাশ করিয়া না রাখা যায় কিম্বা খামখা ও দ্বেষপূর্ব্বক লুপ্ত অথবা বিনষ্ট না হয় তবে সেই প্রকার কোন গুনাহ্‌গারী আদায় হইতে পারে না ইতি।

৫২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে তক্তা লট্‌কাইবার

Digitized by Google

হুকুম আছে তাহা যদি কোন ব্যক্তি নামাইয়া ফেলে অথবা ভগ্ন করে কি বিরূপ করে অথবা তাহার উপর লিখিত কোন অক্ষর বা অঙ্ক মুছিয়া ফেলে তবে এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক এবং সেইরূপ তক্তা পুনর্ব্বার প্রস্তুত করণে যে খরচ লাগে তাহা দিবেক ইতি।

৫৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে বা তদনুসারে করা কোন ব্যবস্থাক্রমে যে কোন দণ্ড বা গুনাহগারী নির্দ্দিষ্ট আছে যদি তাহা আদায় করণের জন্য কোন প্রকার নিয়ম না থাকে তবে তাহা সরাসরীমতে কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আদায় হইতে পারে। এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে কোন নালিশ হইলে তিনি সমনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে হাজির হওনার্থ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিকে তলব করিবার সমন বাহির করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক সমন অপরাধি ব্যক্তির উপর নিজে জারী হইবেক অথবা তাহার সামান্যতঃ বাস স্থান বা শেষে জ্ঞাতহওয়া বাসস্থানে দিয়া আসিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইয়াছে সেই ব্যক্তি হাজির হইলে অথবা হাজির না হইলে সমন রীতিমত জারী হওনের প্রমাণ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই নালিশ শুনিতে পারেন। এবং ঐ নালিশ লিখনের দ্বারা দাখিল হইবেক। এবং নালিশগ্রস্ত ব্যক্তির কবুলের দ্বারা অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথ কি সুকৃতির দ্বারা ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অপরাধির দোষ নির্ণয় করিতে পারেন এবং তাহার দোষ এইরূপ সাব্যস্ত হইলে অপরাধি ব্যক্তি যে দণ্ড ও গুনাহগারীর যোগ্য তাহা এবং ঐ দোষ সাব্যস্ত করণের যে খরচা মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করেন তাহা ঐ অপরাধির দিবার হুকুম করিবেন। এবং ঐরূপে হুকুম করা দণ্ড বা জরীমানা বা খরচা জিনিস ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের মধ্যে যদি কোন টাকা গুনাহগারীস্বরূপ বা প্রকারান্তরে ক্রোকের দ্বারা আদায় করণের হুকুম হয় তবে সেই টাকা যে ব্যক্তির দেয় হয় সেই ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইবেক এবং সেই দেনা টাকা ও ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচা পরিশোধ হইলে ঐ জিনিস ও সম্পত্তিহইতে উৎপন্ন অবশিষ্ট টাকা যাহার জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের

Digitized by Google

শক্তিক্রমে যে ক্রোক হয় তাহা সমনে বা দোষ সাব্যস্ত করণে বা ক্রোকী পরওয়ানাতে কি তৎসম্বন্ধীয় অন্য কার্য্যেতে কোন দোষ বা বেদাঁড়া হইয়াছে বলিয়া বেআইনী জ্ঞান হইবেক না এবং যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি অপরাধী জ্ঞান হইবেক না এবং সেই ব্যক্তি তৎপরে কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম করিলে তৎপ্রযুক্ত আদৌ দোষী জ্ঞান হইবেক না কিন্তু যে সকল ব্যক্তি ঐ দোষ অথবা বেদাঁড়া কর্ম্মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সকল ব্যক্তি সেই বিশেষ ক্ষতির সম্পূর্ণ প্রতিকার সেই বিষয়ের নালিশক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টে পাইতে পারে ও পাইবেক ইতি।

৫৬ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সেইরূপ কোন দণ্ড বা গুনাহগারী নির্দ্দিষ্ট হয় সেই গুনাহগারী ব্যয় করণের বিষয়ে অন্য প্রকারে কোন নিয়ম না থাকিলে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক গোয়েন্দাকে দিতে পারেন এবং অবশিষ্ট কমিস্যনরদিগকে দিতে হুকুম করিবেন এবং তাঁহারা যেমত উচিত বোধ করেন সেই মতে ঐ টাকা এই আইনের অভিপ্রায়েতে খরচ করিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব তন্নিমিত্ত সেই টাকা উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরকে দিতে হুকুম করিবেন এবং মুহুরীরের রসীদ যে ব্যক্তি সেই টাকা দেয় সেই ব্যক্তির প্রতি উত্তম ও মাতবর কারখৎ হইবেক ইতি।

৫৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ কোন অপরাধ হওনের পর যদি তাহার বিষয়ি নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ছয় মাসের মধ্যে না করা যায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ হইলে কোন ব্যক্তি এই আইনের শক্তিক্রমে নির্দ্দিষ্ট কোন দণ্ড বা গুনাহগারী দেওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

৫৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন কর্ম্ম কি ত্রুটি বা কসুরের দ্বারা কোন ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট জরীমানার যোগ্য হইয়াছে সেই কর্ম্ম প্রভৃতিপ্রযুক্ত যদি সেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তির কোন ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি সেই জরীমানা দিবেক এবং সেই ক্ষতি পুরণ করিয়া দিবার যোগ্য হইবেক এবং যদি সেই ক্ষতি পুরণের বিষয়ে কোন বিবাদ হয় তবে দণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তির দোষ যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সাব্যস্ত হইল সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি হইবেক এবং যদি সেই ক্ষতি পুরণের টাকা দাওয়া হইলে না দেওয়া যায় তবে তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম

Digitized by Google

কোর্টে কর্জের নালিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি।

৫৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন বিষয়ে এই আইনের নিয়মানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা থাকে সেই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং যে সময়ে ও যে স্থানে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা ঐ সমনে লেখা থাকিবেক এবং সেই বিষয়ে যথার্থ সাক্ষ্য দেওনার্থ তাহাকে শপথ করাইতে বা তাহার স্থানে সুকৃতি লইতে পারেন। এবং যদি কোন ব্যক্তির এইরূপে তলব হইলে এবং দূরত্ব বা কারণান্তর প্রযুক্ত সেই ব্যক্তি আইনের মতে আপনার খরচার জন্যে যথার্থ দাওয়া করিতে পারে তাহার সেই খরচার জন্যে তাহাকে ওয়াজিবী টাকা দেওয়া গেলে বা দিবার প্রস্তাব হইলে যদি সেই ব্যক্তি তন্নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে হাজির হইতে উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকৃত হয় বা ত্রুটি করে তবে অথবা যদি কোন ব্যক্তি হাজির হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আইনানুসারে শপথ বা সুকৃতিক্রমে জোবানবন্দী দিতে বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত না হয় তবে এমত ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি।

৬০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের এবং ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের এবং এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত কথার যে নানা অর্থ এই আইনের দ্বারা নিরূপণ হইয়াছে যদি সেই বিষয়ে অথবা তাহার পূর্ব্বাপর কথায় সেই অর্থ করণের বিরুদ্ধে কিছু না থাকে তবে সেই কথার সেই অর্থ হইবেক। বিশেষতঃ যে কথা এক বচনে লেখা গিয়াছে তাহাতে বহু বচনের অর্থও বুঝাইবেক এবং যে কথা বহু বচনে লেখা গিয়াছে তাহার অর্থ এক বচনেও হইবেক এবং যে কথা পুংলিঙ্গ আছে তাহা যদি "পুং" এই বিশেষ লেখা না থাকে তবে স্ত্রীলিঙ্গও বুঝাইবেক। এবং "ব্যক্তি" এই কথা বহু জনবিশিষ্ট বা এক জনের চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বুঝাইবেক। এবং "শপথ" ও "সুকৃতি" এবং "ধর্ম্মতঃপ্রতিজ্ঞা" এই কথা যখন অন্য কথায় সংযুক্ত না থাকে তখন ভারতবর্ষে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের কোন আইনের দ্বারা বা ভারতবর্ষে প্রচলিত ইঙ্গলণ্ড দেশের পার্লিমেণ্টের কোন আক্টের দ্বারা শপথের পরিবর্ত্তে যে কোন শপথ বা সুকৃতি কি প্রতিজ্ঞা আইনমতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও বুঝাইবেক। এবং "রাস্তা" এই কথা কোন চক বা আখড়া কি রাস্তা কিম্বা অঙ্গন বা সুড়িপথ কি পদব্রজে গমনোপযুক্ত পথ বা রাজমার্গ কিম্বা গলি অথবা পন্থা বা খোলা

Digitized by Google

পথ কি প্রবেশের স্থান বা অন্য কোন সাধারণ জায়গা বুঝাইবেক। এবং "উক্ত কমিস্যনরেরা" এই কথা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদিগকে বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের আইনের "ঠগ" ও "ঠগী" এবং "ঠগীর দ্বারা খুন" এইং কথার ব্যবহার হইলে তাহার অর্থের বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের আইন।

যেহেতুক "ঠগ" ও "ঠগী" ও "ঠগার দ্বারা খুন" এইং কথা ভারতবর্ষের কৌন্সেলের আইনেতে ব্যবহার হইলে তাহার অর্থ কি এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে।

অতএব ইহাতে হুকুম ও বিধান হইল যে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের যে কোন আইন ইহার পুর্ব্বে জারী হইয়াছে সেই আইনেতে "ঠগ" এই শব্দ থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এবং এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে যে উপায়ের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে খুন করণের কল্প করিয়া অথবা তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া সেই উপায়ের দ্বারা বালক চুরীর অপরাধ অথবা ডাকাইতীর তুল্য না হয় এমত বলপুর্ব্বক রাহাজানীর অপরাধ করিবার জন্যে কোন জনের বা জনেদের সঙ্গে নিত্য যোগ করিতেছে বা ইহার পুর্ব্বে করিয়াছে সেই ব্যক্তি। এবং "ঠগী" এই শব্দ উক্ত আইনেতে থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এবং এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে সেইরূপ বালক চুরী অথবা ঠগের দ্বারা রাহাজানী করণ বা উদ্যোগ করণের অপরাধ। এবং "ঠগীর দ্বারা খুন" এই শব্দ উক্ত আইনেতে থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এবং এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে ঐ বালক চুরী অথবা ঠগকর্ত্তৃক রাহাজানীর অপরাধ খুনের দ্বারা করণ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

করনর সাহেবের জুরির বিষয়ি নিয়ম করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১ মে তারিখঅবধি ও তাহার পর কলিকাতা কিম্বা মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাইয়ের করনর সাহেব যখন কোন বিষয়ের সুরৎহাল করেন্ তখন পাঁচ জন জুরির অধিকের আবশ্যক হইবেক না এবং বারো জন জুরির ফয়সলা যেমন আইনসিদ্ধ উত্তম ও মাতবর ও প্রবল হইত তেমনি পাঁচ জন জুরিরো ফয়সলা সর্ব্বতোভাবে উত্তম ও মাতবর ও প্রবল হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন করনর সাহেব যে কোন ব্যক্তিকে জুরির কর্ম্মেতে হাজির হইতে রীতিমতে তলব করেন সেই ব্যক্তি যদি সেই তলবচিঠীর নির্দ্দিষ্ট সময় ও স্থানে হাজির হইতে ত্রুটি কিম্বা গাফিলী করেন তবে উক্ত কোন করনর সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে হাজির হইতে এবং জুরির কর্ম্ম করিতে তিনবার আপন আদালতে প্রকাশরূপে তলব করিতে পারেন এবং সেই ব্যক্তি হাজির না হইলে ও সেই তলবচিঠী তাঁহার প্রতি জারী হইয়াছে কিম্বা তাঁহার সামান্য বাসস্থানে দেওয়া গিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে উক্ত করনর সাহেব ঐ ত্রুটিকারক ব্যক্তির ৫০৲ টাকার অনধিক যত উচিত বোধ করেন্ তত জরীমানা করিতে পারেন্ এবং ঐ করনর সাহেব এক সর্টিফিকট লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং সেই সর্টিফিকটে উক্ত ত্রুটিকারক প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নাম ও বংশের নাম ও তাঁহার বাসস্থান ও ব্যবসা ও কারবার এবং যত জরীমানা হইয়াছে তাহা এবং জরীমানা করণের কারণ লিখিয়া ঐ সর্টিফিকট যে রাজধানীর করনর তিনি হন সেই রাজধানীর এক জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ সর্টিফিকটের এক নকল জরীমানা হওয়া ব্যক্তির সামান্য বাসস্থানে রাখাওণের দ্বারা কি উপরের উক্তমতে শিরনামা দিয়া ডাকযোগে পাঠাওনের দ্বারা তাঁহার প্রতি জারী করিবেন। এবং তাহাতে ঐ

Digitized by Google

মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি সেই জরীমানা করিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে ১৮৩৯ সালের ২ আইনের বিধানমতে ঐ জরীমানার টাকা আদায় করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং যেহেতুক করনর সাহেবের তজবীজের প্রতিপোষকতা করণের ও পারিভাষিক দোষপ্রযুক্ত তাহা ব্যর্থ না হওনের বিধি করা উচিত।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন করনর সাহেবের কোন সুরৎহালের উপর কি তাহার অনুসারে যে তজবীজ হয় তাহা কিম্বা এমত কোন তজবীজের উপর বা তৎক্রমে যে কোন ফয়সলা লেখা যায় তাহা নীচের লিখিত কোন হেতুতে ব্যর্থ বা বাতিল কি অন্যথা হইবেক না বিশেষতঃ যে বিষয়ের প্রমাণ করণের আবশ্যক নাই তাহা নির্দ্ধার্য্য না করণ অথবা "বলপূর্ব্বক ও অস্ত্র দ্বারা" কি "শান্তির বিরুদ্ধে" কিম্বা "আইনের দাঁড়ার বিপরীত" এই২ কথা না লেখন কিম্বা কেবল দাঁড়ার বা বাড়তীর জন্যে অন্য যে কোন শব্দ কি কথা দেওয়া গিয়া থাকে তাহা না লেখন বা লেখন অথবা "তাহারদের শপথ" এই কথা বহু বচনে না লিখিয়া এক বচনে লেখন কিম্বা অপরাধ যে সময়ে হইয়াছিল সেই সময় অপরাধ সম্পর্কে আবশ্যক না হইলে তাহা না লেখন কি তাহা অশুদ্ধরূপে লেখন কিম্বা উক্ত তজবীজের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগের নিজ নাম না লিখিয়া তাহার বা তাহারদের পদোপলক্ষের নাম কিম্বা বর্ণনাকারক অন্য কোন নাম লেখন অথবা উক্ত কোন তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে জুরিরদের নাম না লেখন অথবা উক্ত তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে কোন জুরিরদের নাম ও তাহার নিম্ন ভাগে তাঁহারদের দস্তখৎকরা নামের অক্ষরের কিছু বৈলক্ষণ্য হওন কিম্বা কোন জুরি বা জুরিরা ঐ তজবীজের কৈফিয়তে আপনার বা আপনারদের নাম সহী না করিয়া ঢেরা সহী করণ অথবা যদি জুরি বা জুরিরদের নাম বা নাম সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তবে সেই ঢেরাতে কোন সাক্ষির সহী না হওন কিম্বা কোন জুরি বা জুরিরা বংশের নাম বা নামসকল ভিন্ন আপনার কি আপনারদের নিজ নাম কি অন্য নাম বা নামসকল সম্পূর্ণরূপে না লিখিয়া তাহার আদি অক্ষর কি অংশমাত্র লেখন কিম্বা ঐ তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে কোন কথা কিরিয়া দেওন কি পঁক্তির মধ্যে অন্য কথা বসাওন যদি সহী হওনের পরে তাহা করণের প্রমাণ না হয় অথবা খুন কি নরহত্যা ভিন্ন অন্য কোন গতিকে ঐ তজবীজ উপযুক্তমতে মোহরাঙ্কিত না হওন কিম্বা চামের কাগজে লিখিত না হওন কিম্বা ঐ তজবীজ করনর সাহেবের সাক্ষাতে না হইয়া কোন ডেপুটী করনরের সাক্ষাতে হওন কিম্বা সুরৎহাল করণের নিমিত্তে প্রথম বৈঠকে যদি করনর এবং জুরিসকল শব দেখিয়াছেন তবে তাঁহারদের সকলের একি সময়ে শব না দেখন। এবং উপরের লিখিতমতে পারিভাষিক দোষ হইলে এমত সকল কি কোন গতিকে যে রাজধানীতে ঐ সুরৎহাল করা গিয়াছে সেই রাজধানীর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম

Digitized by Google

কোর্টের কোন জজ সাহেবের সম্মুখে এমত কোন তজবীজের শুদ্ধতার বিষয়ে আপত্তি হইলে তিনি যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে উক্ত কোন বিষয়ে তাহা শুধরাইবার হুকুম করিতে পারেন এবং তদনুসারে অবিলম্বে তাহা শুধরাণ যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রত্যেক করনর সাহেব সুরৎহাল করণের জন্যে আপনার ডেপুটীস্বরূপ আপনার এওজে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে আপন দস্তখৎ ও মোহর করা লিপির দ্বারা সময়েং কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন কিন্তু তিনি যে রাজধানীর করনর হন সেই রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের ঐ নিয়োগের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক। এবং উক্ত প্রকারে নিযুক্ত হওনের দ্বারা ও তাহার শক্তিক্রমে উক্ত কোন ডেপুটী করনর যে সকল সুরৎহাল ও অন্য কর্ম্ম করেন্ তাহা যে করনর সাহেব তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারি কর্ম্ম জ্ঞান হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত কোন করনর পীড়িত না হইলে কি অন্য কোন আইনসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ কারণপ্রযুক্ত অনুপস্থিত না হইলে এমত কোন ডেপুটী উক্ত করনরের এওজে কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। আরো জানা কর্ত্তব্য যে যে করনর সাহেবের দ্বারা এইমত নিয়োগ হইয়াছে তিনি কোন সময়ে তাহা বাতিল ও অন্যথা করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ৪ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

মুচলকা লওনের বিষয়ি আইন শুধরিবার আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৫ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যে সকল গতিকে আপনং এলাকার মধ্যে শান্তি রক্ষার নিমিত্তে মুচলকা লওয়া যথার্থ ও আবশ্যক বোধ করেন সেই সকল গতিকে যেমন অন্য লোকেরদের স্থানে তেমনি ব্রিটনীয় প্রজারদের স্থানেও এই আইনের নীচের লিখিত পাঠানুসারে মুচলকা লইতে পারেন এবং যে ব্যক্তির স্থানে সেই মুচলকা লওয়া যায় তাহার কোন বিশেষ অপরাধের প্রমাণ না হইলেও তাহা লইতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ মুচলকার লিখিত টাকা মুচলকাদেওনিয়া ব্যক্তির অবস্থা ও সেই বিষয়ের ভাবদৃষ্টে ধার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এমত কোন ভারি অপরাধ হয় যে ঐ অপরাধির মুচলকার অতিরিক্ত তাহার স্থানে শান্তি রক্ষার জামিনী লওয়া আবশ্যক বোধ হয় তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ঐ জামিনী লইবার হুকুম দিতে পারেন এবং জামিনীনামার ওয়াজিবী টাকা নিরূপণ করিবেন এবং জামিন কিম্বা জামিনেরা এই আইনের নীচের লিখিত পাঠানুসারে জামিনীনামা লিখিয়া দিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যখন বোধ হয় যে অতিরিক্ত জামিনী লইয়া কিম্বা না লইয়া শান্তি রক্ষার যে মুচলকা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির

Digitized by Google

স্থানে লইতে হয় তাহার এক বৎসরের অধিক মিয়াদ করণের আবশ্যক নাই তখন ঐ সাহেব উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তদনুসারে হুকুম করিতে পারেন। এবং অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ মুচলকা কিম্বা অতিরিক্ত জামিনী না দিলে তাহার প্রতি যে কার্য্য করিবার হুকুম হয় তাহা যাবৎ না করে তাবৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যখন বোধ হয় যে অতিরিক্ত জামিনী লইয়া কি না লইয়া শান্তি রক্ষার যে মুচলকা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে লইতে হয় তাহার মিয়াদ এক বৎসরের অধিক করণের আবশ্যক আছে তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে আপন মত লিখিবেন এবং তাঁহার বোধে যত টাকার মুচলকা ও জামিনী ও যত জন জামিন এবং যে মিয়াদের নিমিত্তে ঐ মুচলকা ও জামিন লইতে হয় তাহার বৃত্তান্ত এক হুকুমনামাতে লিখিবেন কিন্তু তাহা কোন গতিকে তিন বৎসরের অধিক হইবেক না। যদি সেই ব্যক্তি উক্ত প্রকারে হুকুমহওয়া মুচলকা ও জামিনী না দেয় তবে তাহার রুবকারী সেশন জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ হইবেক এবং তিনি সেই বিষয়ের তজবীজ করিয়া অতিরিক্ত যে বৃত্তান্ত আবশ্যক বোধ করেন তাহা তলব করিবেন এবং সেই বিষয়ের হুকুম দিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম বহাল কি মতান্তর কিম্বা বাতিল করিবেন। এবং সেশন জজ সাহেব যে হুকুম করেন তাহাতে যদি মুচলকা কিম্বা জামিনীর বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অনেক অংশ মঞ্জুর হয় তবে সেশন জজ সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এমত হুকুম দিবেন যে ঐ ব্যক্তিকে যে কর্ম্ম করিবার হুকুম হইয়াছে তাহা যাবৎ না করে তাবৎ তাহাকে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করেন ইতি।

৬ ধারা।

পরন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে মিয়াদের মুচলকা এবং জামিনী ঐ ব্যক্তির স্থানে তলব হইয়াছে তাহার অধিক মিয়াদপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তিকে এই আইনমতে কয়েদ রাখিতে হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে সকল ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে এবং এই আইনানুসারে যত ব্যক্তি জামিন হইয়াছে তাহারদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫।৬।৭ ধারার বিধান খাটিবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত কোন মুচলকা উন্মূলন হওনের প্রমাণ

Digitized by Google

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হইলে তিনি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমতে ঐ মুচলকার লিখিত জরীমানা আদায় করিবেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত কোন মুচলকা উল্লঙ্ঘন হওনের প্রমাণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হইলে যদি জামিনীনামা লওয়া গিয়া থাকে এবং যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোধ করেন যে ঐ জামিনীনামার অনুসারে কার্য্য করা উচিত তবে তিনি জামিন কি জামিনেরদিগকে জরীমানার টাকা দিতে কিম্বা তাহা না দেওনের কারণ দর্শাইতে এত্তেলা দিবেন। এবং যদি কোন মাতবর কারণ দর্শান না যায় তবে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী ক্রমে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জামিন কি জামিনেরদের সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা তাহার কিম্বা তাহাদের স্থানে জরীমানার টাকা আদায় করিবেন। এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা দেওয়া না যায় এবং উক্ত ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা তাহা আদায় হইতে না পারে তবে ঐ জামিন কি জামিনেরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমমতে ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত ঐ স্থানের দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে সকল দণ্ডের হুকুম ও অন্যান্য হুকুম হয় তাহার উপর আপীল করণের সাধারণ নিয়মমতে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন আইনের শক্তিক্রমে কোম্পানি বাহাদুরের কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা কিম্বা জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা যে সকল মুচলকা ও জামিনীনামা শান্তি রক্ষা কিম্বা সদাচরণের নিমিত্তে লওয়া যায় তাহা এই আইনের ৮ এবং ৯ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে জারী হইতে পারে ইতি।

মুচলকার শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য মুচলকা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক আমার প্রতি এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে মুচলকা লিখিয়া দিতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদ-পর্য্যন্ত আমি কোন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিব না যদি করি তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে মুচলকা লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক

Digitized by Google

ফেয়াল্ জামিনীর শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য ফেয়ালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। অমক স্থাননিবাসি অমুককে এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে ফেয়ালজামিন দিতে হজুরহইতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্য্যন্ত আসামী হইতে কোন কর্ম্ম বিরুদ্ধ হইবেক না ও যদি আসামী এইমত কর্ম্ম করে তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে ফেয়ালজামীনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ৪ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোক-কে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভিন্নাধিকার দেশীয় এবং ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বারা আমদানী ও রফ্তানীহওয়া দ্রব্যের মাসুল তুল্য করণের এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এক বন্দর-হইতে অন্য বন্দরে রফ্তহওয়া দ্রব্যের মাসুল রহিত করণের আইন।

১ ধারা।

ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অথবা ফোর্ট-সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর কোন বন্দরে ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বারা কোন দ্রব্যের আমদানী হইলে ঐ দ্রব্যের মাসুলের যে হার আইনমতে এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ভিন্নাধিকার দেশীয় জাহাজের দ্বারা সমুদ্রপথে যে সকল দ্রব্যের আম-দানী সেই বন্দরে হয় তাহার মাসুল ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখঅবধি ও তাহার পর কেবল সেই হারানুসারে লওয়া যাইবেক। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের কোন আইনেতে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাজধানীর কোন বন্দরহইতে ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বারা কোন দ্রব্যের রফ্তানী হইলে তাহার মাসুলের যে হার আইনমতে এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে উক্ত তারিখাবধি ও তাহার পর উক্ত কোন বন্দরহইতে ভিন্না-ধিকার দেশীয় জাহাজের দ্বারা সমুদ্রপথে যে সকল দ্রব্যের রফ্তানী হয় সেই সকল দ্রব্যের মাসুল কেবল সেই হারে লওয়া যাইবেক। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের কোন আইনেতে ইহার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখাবধি ও তাহার পর কোম্পানি বাহা-দুরের শাসিত দেশের কোন বন্দরহইতে ঐ দেশের অন্য কোন বন্দরে যে কোন দ্রব্য

Digitized by Google

আইনমতে রফ্তানী হয় তাহার উপর কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের কোন আইনে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু নিত্য জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত কোন কথা নিমক কি আফীনের বিষয়ে খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত আইন ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা কতকং বেমাসুলী বন্দরে চলন না হওনের এবং অন্য প্রকারে সেই আইন সংশোধনের আইন।

১ ধারা।

১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা মতান্তর হইল এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগহইতে মলাকার মোহনার কোন বন্দরে অথবা থনাসরিম প্রদেশের কোন বন্দরে কি আরাকান প্রদেশের কোন বন্দরে যে জিনিস রফ্তু হয় কিম্বা ঐং বন্দরের কোন এক বন্দরহইতে যেং জিনিস কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত উক্ত দেশের কোন বন্দরে আমদানী হয় তাহার বিষয়ে উক্ত ৩ ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন বন্দরহইতে উক্ত প্রদেশের যে কোন বন্দরে ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা খাটে সেই বন্দরে জিনিস পুনর্ব্বার রফ্তু হইলে কোন মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এবং ১৩ ধারার বিধি মতান্তর করণের আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এবং ১৩ ধারার বিধি মতান্তর হইয়া ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা অথবা দাওয়া কোন রাইয়ত বা প্রজার উপর জারী করিতে হইলে যে জিলার মধ্যে ঐ এত্তেলা কি দাওয়ার সম্পর্কীয় ভূমি থাকে সেই জিলাতে যদি ঐ রাইয়ত কিম্বা প্রজার সামান্যতঃ বাসস্থান না থাকে তবে ঐ এত্তেলা কি দাওয়া এক জমাওয়াসীল বাকীসমেত ঐ ভূমির মালের কাছারীতে অথবা তাহার উপর সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে কি গ্রামের চৌরী বা চৌপালে কিম্বা সকল লোকের দৃষ্টি-গোচর গ্রামের অন্য কোন স্থানে লট্‌কাওনের দ্বারা জারী হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২০ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

চোরেরদের ও বাটপাড়েরদের ভ্রমণকারি দলের দণ্ড করিবার আইন।

যেহেতুক ঠগ ও ডাকাইতেরদের অপরাধ সাব্যস্ত করণের আইনের কতকং বিধান চোর ও বাটপাড়েরদের অন্যান্য দলের বিষয়ে খাটান উচিত-বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত প্রমাণ হয় যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে কিম্বা পরে ঠগের কিম্বা ডাকাইতের দলভিন্ন চুরী কি বাটপাড়ী করণের অভিপ্রায়ে সম্মিলিত কোন ভ্রমণকারি দলভুক্ত ছিল সেই ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদ থাকনের দণ্ড হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তির নামে পূর্ব্বোক্ত দলভুক্ত হওনের অপরাধে কিম্বা উক্ত কোন দলের দ্বারা চুরী কি লুঠকরা কোন সম্পত্তি আইন বিরুদ্ধে ও জানিয়া শুনিয়া লওনের কিম্বা খরীদ করণের অপরাধে অপবাদ হয় সেই ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সোপর্দ্দ হইতে পারে এবং যে জিলাতে আদালতের বৈঠক হয় সেই জিলার সীমার মধ্যে ঐ অপরাধ হইলে ঐ আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন সেইরূপে কোন আদালত সেই অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কান অপরাধের বিচার করণ সময়ে কোন আদালত কোন মৌলবীর স্থানে কোন ফতওয়া লইবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২৭ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

অল্প কর্জ্জ আদায় করিবার জন্যে কলিকাতার কমিস্যনরেরদের আদালত অর্থাৎ ছোট আদালতের এলাকা পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে উক্ত রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতি-ক্রমে ১৮০২ সালের ১৮ মার্চ তারিখে যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন এবং উক্ত রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে অন্য যে ঘোষণাপত্র জারী করিলেন এবং উক্ত রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৯ সালের ২৯ অক্টোবর তারিখে অন্য যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন সেই২ ঘোষণাপত্রের ক্ষমতানুসারে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের বসতি অর্থাৎ শহর কলিকাতার মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে অল্প কর্জ্জ আদায় করিবার জন্যে কমিস্যনরেরদের আদালত কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন এবং যেহেতুক শেষোক্ত দুই ঘোষণাপত্র এবং তাহার অনুসারে যে২ কর্ম্ম ইহার পূর্ব্বে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার আইনসিদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে এবং যেহেতুক উক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত আদালতের কমিস্যনরদিগকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল সেই২ ক্ষমতা উক্ত তৃতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা যে২ বিষয়ের উপর ঐ তৃতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত কোর্ট কমিস্যনরদিগকে কর্ত্তৃত্ব দেওয়া গেল সেই২ বিষয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে বিস্তার হইয়াছিল কি না ইহার সন্দেহ হইয়াছে এবং ঐ সন্দেহ নিবৃত্ত করিতে বিহিত বোধ হইয়াছে। এবং যেহেতুক উক্ত আদালতের হুকুম ও ব্যবহারের নিয়ম করণের জন্যে যে বিধান ও হুকুম ও আইন উক্ত আদালতে এবং ঐ আদালতের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে তাহা উক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের নিয়মমতে মঞ্জুর হয় নাই অথবা ছাপা হয় নাই, কিম্বা প্রকাশ হয় নাই এবং ঐ ত্রুটি হইলেও সেই বিধানপ্রভৃতি প্রবল ও স্থাপন করা বিহিত বোধ হইয়াছে। এবং যেহেতুক উক্ত কমিস্যনরেরা আলাহিদা২ বৈঠক করণের এবং একি কালে কিম্বা ভিন্ন২ কালে স্বতন্ত্র২ আদালত করণের ব্যবহার

Digitized by Google

করিয়া আসিতেছেন এবং এই ব্যবহারের আইনসিদ্ধতা পূর্ব্ব কালাবধি এবং উত্তর কালের নিমিত্তে সংস্থাপন করা বিহিত বোধ হইতেছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

উক্ত সকল ঘোষণাপত্র বা তাহার কোন একটার অনুযায়ি বা তৎক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বারা অথবা তাঁহারদের হুকুমমতে কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দ্বারা যে সকল কার্য্য ইহার পূর্ব্বে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে এবং সকল ব্যক্তি ও সকল চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের বিরুদ্ধে আইনমতে সিদ্ধ ছিল এবং সিদ্ধ আছে জ্ঞান হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা উক্ত কমিস্যনরদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের দ্বারা দেওয়া গিয়াছিল তাহা যে সকল বিষয় উক্ত নানা ঘোষণাপত্র বা তাহার কোন একটার মধ্যে বা তাহার দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল সেই সকল বিষয়ের উপর বিস্তার হইবেক ও আমলে আসিবেক এবং ইহার পূর্ব্বে বিস্তারিত ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ইহার পূর্ব্বে উক্ত আদালতের কোন কমিস্যনর অথবা কমিস্যনরেরা অন্য কমিস্যনরের বা অন্য কমিস্যনরদিগেরহইতে পৃথক্ হইয়া বৈঠক করণ সময়ে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন বা তাঁহার কিম্বা তাঁহারদের শক্তিক্রমে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা করিয়াছিলেন ঐ কমিস্যনরেরা উক্ত কোর্ট রিক্রেষ্টের মধ্যে একত্র বৈঠক করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে সেই সকল কার্য্য সর্ব্বতোভাবে এবং সকল ব্যক্তি ও সকল চার্টরপ্রাপ্ত সমাজের বিরুদ্ধে আইনানুসারে সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক এবং ঐ কমিস্যনরেরা ইহার পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন সেইরূপে ইহার পর সকলে একত্র বা আলাহিদাং বৈঠক করিতে পারেন এবং একি সময়ে কিম্বা ভিন্নং সময়ে বৈঠককারি এক আদালত কিম্বা দুই বা তিন স্বতন্ত্র আদালত করিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

যেং বিধান ও নিয়ম ও কার্য্য নির্ব্বাহের দাঁড়া ও রসুমের তফসীল উক্ত আদালতে এক্ষণে স্থাপন কিম্বা ব্যবহার আছে সেই সকল বিধানপ্রভৃতি প্রথম ব্যবহার ও সংস্থাপন হওনাবধি সর্ব্বতোভাবে আইনানুসারে সিদ্ধ ছিল এবং সিদ্ধ আছে এমত জ্ঞান হইবেক এবং তাহার মধ্যে যেং বিধানপ্রভৃতি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা মঞ্জুর করাওণের আবশ্যক ছিল সেইরূপ মঞ্জুর করাওণের ত্রুটি হইলেও এবং তাহার

Digitized by Google

মধ্যে যে২ বিধান ছাপা ও ঘোষণা করা উচিত ছিল তাহা ছাপা ও ঘোষণা না হওয়াতেও কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

যে সকল সমন ও অন্য হুকুম উক্ত কমিস্যনরেরদের বা তাঁহারদের কোন এক জনের দ্বারা বাহির হয় তাহা এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বা পরে বাহির হইলে তাহা যে কোন দিবসে ফিরিয়া দাখিল করিবার হুকুম হয় তাহা আইনানুসারে সিদ্ধ ও প্রবল জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে যে মিয়াদের মধ্যে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের ফয়সলা অন্যথা করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিবার আইন।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইন এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা যে ফয়সলা করেন তৎক্রমে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে ভোগদখলের স্বত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্বিঘ্নরূপে স্থাপনার্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা উক্ত কোন আইনানুসারে যে ফয়সলা করিয়াছিলেন তাহার ওজর করিবার নিমিত্তে কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা চূড়ান্ত ফয়সলার তারিখের পর বারো বৎসর অতীত হইলে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে কোন ফয়সলা করা গিয়াছিল তাহার ওজর করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রকার কোন মোকদ্দমা এই আইন জারী হওনের পর তিন বৎসর অতীত হইলে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকার কোন ফয়সলার ওজর করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রকার কোন মোকদ্দমা চূড়ান্ত ফয়সলার তারিখাবধি তিন বৎসর অতীত হইলে পর গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্ত।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১৭ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সুকৃতি লওনের নিমিত্তে কমিস্যন নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে দেওনের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের চার্টরক্রমে ঐ কোর্টের ক্রৌন ও প্লি তরফে সুকৃতি অথবা প্রতিজ্ঞা লওনের নিমিত্তে স্থায়ি কমিস্যন নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ঐ আদালতের আছে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে এবং যেহেতুক বিহিত আছে যে ঐ আদালতের ঐ ক্ষমতা থাকে এবং আবশ্যকমতে ঐ ক্ষমতানুসারে কার্য্য হয় অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারীহওনের পরে উক্ত আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ আদালতের মোহরকরা এক বা ততোধিক কমিস্যন যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের নাম তাহাতে লিখিতে উক্ত আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তাঁহাকে বা তাঁহারদিগকে সময়ে২ দেন এবং ঐ কমিস্যনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে অথবা তাঁহারদের কোন এক জন কিম্বা অনেক জনকে উক্ত আদালতে যে কোন মোকদ্দমা বা অন্য কার্য্য এক্ষণে উপস্থিত থাকে কি উত্তর কালে উপস্থিত হয় তাহাতে অথবা উক্ত আদালতে কোন প্রকার কার্য্য উপস্থিত করণের অভিপ্রায়ে ঐ সুকৃতি ও প্রতিজ্ঞা লওনের ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে প্রত্যেক সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা এই প্রকারে লওয়া যায় তাহা উক্ত আদালতে লওয়া গিয়াছে এইমত বোধ হইবেক এবং সুকৃতির বিষয়ে যদি কোন রসুম নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে ঐ আদালতের মধ্যে সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা করণসময়ে যে রসুম লাগে এই আইনানুসারে যে ব্যক্তি সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা করে তাহার সেই রসুম দিতে হইবেক এবং সেইরূপে সেই রসুম লওয়া যাইবেক এবং তাহার বিষয়ের হিসাব দিতে হইবেক।

Digitized by Google

৩ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতি করে এবং তাহা করণ সময়ে জ্ঞাত আছে যে তাহা কিম্বা তাহার কোন অংশ মিথ্যা সেই ব্যক্তি আদালতের দরবারে এইমত কোন সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা করিলে তাহার যে দণ্ড হইত সর্ব্বপ্রকারে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১৭ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সুপ্রিম কোর্টের কার্য্যকারকদিগকে ব্যবসা করিতে নিষেধ করণের আইন।

নীচের লিখিত আদালতের কার্য্যকারকেরা আপনং কর্ত্তব্য কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করেন এই নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের কিম্বা ঐ দেশের মধ্যে যোত্রহীন ঋণিরদের উপকারার্থ স্থাপিত কোন আদালতের কোন কার্য্যকারক স্পষ্ট কি অস্পষ্টরূপে আপনি বা আপনার নিমিত্তে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দ্বারা আইনের নিরূপিত আপনার মাহিয়ানা ও রসুম ও পদের প্রাপ্তি ভিন্ন আপনার পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম অথবা ব্যবহারের জন্যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্থানে কোন দান বা পুরস্কার লইবেন না অথবা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট মত বর্জ্জিয়া কোন ব্যাঙ্কে কিম্বা সাধারণ কোম্পানিতে কোন পদ ধারণ করিবেন না অথবা আপনার লাভের জন্যে কিম্বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের লাভের জন্যে ব্যাঙ্কের কিম্বা তেজারতের ব্যাপার করিবেন না কিম্বা গোমশ্‌তা বা কর্ম্মকারক কি দালালের ন্যায় কোন কর্ম্ম করিবেন না অথবা তাহাতে লিপ্ত হইবেন না। কিন্তু ঐ কার্য্যকারকের আপনার পদোপলক্ষে যে ব্যাপার করা কর্ত্তব্য তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে উক্ত কোন আদালতের যে কোন কার্য্যকারক উক্ত কোন আদালতে কৌন্সেলী বা উকীলী কি প্রক্‌টরের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহার ঐ কৌন্সেলী বা উকীলী কি প্রক্‌টরী পদসম্পর্কীয় যে রসুম ও প্রাপ্তি লইবার রীতি আছে তাহা লইবার নিষেধ হইল। এবং এই আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে যে কৌন্সেলী সাহেব বা উকীল কি প্রক্‌টর কিম্বা সরিফ বা আসৈনি অথবা রিসিবর কি কমিটি কেবল কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ঐং

Digitized by Google

কর্ম্মের উপলক্ষে আদালতের কার্য্যকারকের ন্যায় জ্ঞান হন সেই কৌন্সেলীপ্রভৃতির বিষয়ে এই আইন খাটে ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে যে কোন সোসৈটি দানাদি কর্ম্মের নিমিত্তে কি বিদ্যার প্রাচুর্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিদ্যা অথবা শিল্প বিদ্যা কি কারিগরীর উৎসাহ প্রদানার্থ স্থাপন হইয়াছে সেই সোসৈটিতে উক্ত কোন আদালতের কোন কার্য্যকারকের কোন অবৈতনিক পদ ধারণ করিতে নিষেধ হইয়াছে ইতি।

৪ ধারা।

উক্ত কোন আদালতের কোন কার্য্যকারক যদি জানিয়া শুনিয়া এই আইনের বিপরীত কোন কর্ম্ম করেন তবে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তিনি পদচ্যুত হওনের দণ্ডের যোগ্য হইবেন এবং যে আদালতে তাঁহার দোষ সাধ্যস্ত হয় সেই আদালতের হুকুমমতে তিনি ঐ আদালতের সেই পদে কিম্বা অন্য কোন পদে বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞাতে ঐ দেশের যে কোন অংশ নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই অংশেতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন কর্ম্ম করিতে অযোগ্য এই মত প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং তাহা হইলে তিনি সেইরূপে অযোগ্য হইবেন অথবা তাঁহার দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আদালত যেমত উপযুক্ত বোধ করেন সেইমতে তাঁহার দোষপ্রযুক্ত আদালতের বিবেচনামতে তাঁহার জরীমানা করণের দ্বারা কিম্বা জরীমানা ও কয়েদ করণের দ্বারা দণ্ড করিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১ জুলাই তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

লবণের ব্যবসায়ের বিষয়ি কতক২ প্রতিবন্ধক উঠাইয়া দেওনের আইন।

যেহেতুক উত্তর পশ্চিম্ দেশে লবণের ব্যবসায়ের বিষয়ে কতক অনাবশ্যক প্রতিবন্ধক আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪৯।৫০।৮৫ ও ৯৩ ধারা এবং ঐ আইনের ৪৮ ধারার যে ভাগে উত্তর পশ্চিম দেশহইতে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন অন্যান্য প্রদেশে লবণ আমদানী করণের বিষয় লেখা আছে তাহা এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১০ আইনের ২ ধারা বর্ত্তমান বৎসরের আগষ্ট মাসের প্রথম তারিখ অবধি রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

উক্ত প্রথম আগষ্ট তারিখের পর বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন অন্যান্য প্রদেশ-হইতে ঐ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে যে লবণ আমদানী হয় তাহার উপর কোন মাসুল লাগিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধস্থ ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের হুকুমের পুনর্ব্বিচার করণের বিষয়ি আইন পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা কিপর্য্যন্ত ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে এবং ১৮৪৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারাসারে মান্দ্রাজের ফৌজদারী আদালতের কিপর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে এই২ বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার যে অংশ এখনো প্রবল আছে তাহা এবং ১৮৪৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

বাঙ্গলা রাজধানীর নিজামৎ আদালতে এবং মান্দ্রাজ রাজধানীর ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ না হওয়া যে কয়েদীরদের দণ্ড করা যায় তাহারদের কৈফিয়তের খোলাসা অর্থাৎ কালেণ্ডর দৃষ্টি করিয়া যদি কোন গতিকে উক্ত কোন এক আদালতের এমত বোধ হয় যে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহা কৈফিয়তের খোলাসা কি কালেণ্ডরের লিখিত অপরাধের অপরাধগ্রস্ত কোন ব্যক্তির প্রতি আইনমতে হইতে পারে না তবে ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহা রহিত করিয়া ঐ অপরাধের যে দণ্ড বা দণ্ডসকল আইনমতে হইতে পারে তাহা ঐ অধস্থ আদালতে জানাইবেন এবং তাহাতে ঐ অধস্থ আদালত আইনানুসারে দণ্ডের নূতন হুকুম করিবেন. এবং তদনুসারে রোয়দাদ শুধরাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

অর্পণ না হওয়া যে কয়েদীরদের দণ্ড করা যায় তাহারদের কৈফিয়তের খোলাসা অর্থাৎ কালেণ্ডর দৃষ্টি করিলে যদি কোন গতিকে উক্ত নিজামৎ আদালত

Digitized by Google

কিম্বা ফৌজদারী আদালতের এমত বোধ হয় যে কয়েদীর বিষয়ে যে হুকুম বা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয় কিম্বা দণ্ড অতি কঠিন হইয়াছে তবে তাঁহারা উচিত বোধ করিলে যে আদালতে অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে সেই আদালতের জজ সাহেবকে এইমত হুকুম করিতে পারেন যে ঐ মোকদ্দমাতে ঐ কয়েদীরদের বিষয়ে যে সকল সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহা এবং হুকুম বা নিষ্পত্তি কি দণ্ড স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্তে তিনি যে কোন মন্তব্য কথা লিখিতে চাহেন তাহা এক সর্টিফিকটে লেখেন এবং তাহাতে দস্তখৎ করিয়া পাঠান্। তাহাতে যদি বিষয়-বিশেষে উক্ত নিজামৎ আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের এমত বোধ হয় যে ঐ হুকুম কি নিষ্পত্তি সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয় তবে তাঁহারা ঐ হুকুম বা নিষ্পত্তি কি দণ্ড রহিত করিতে পারেন কিম্বা যদি তাঁহারা বোধ করেন যে দণ্ড অতি কঠিন হইয়াছে তবে তাহা কমাইতে পারেন। এবং উভয় গতিকে যে আদালতে উক্ত দণ্ডের হুকুম হইয়াছিল সেই আদালতে তাঁহারা আপনারদের ঐ কার্য্য জানাইবেন এবং ঐ আদালত নিজামৎ আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তির অনুসারে হুকুম করিবেন এবং আবশ্যক হইলে তদনুসারে রোয়দাদ শুধরাইবেন ইতি।

৪ ধারা।

উক্ত নিজামৎ আদালত অথবা ফৌজদারী আদালত যখন উপযুক্ত বোধ করেন তখন এই আইনানুসারে কার্য্য না করিয়া কোন অধীন আদালতে উপস্থিত হওয়া কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার সকল রোয়দাদ তলব করিয়া তাহার বিষয়ে যে হুকুম উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারেন। কিন্তু অধীন আদালতে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহা বৃদ্ধি করিতে অথবা যে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষি করা গিয়াছে তাহার দণ্ড করিতে হুকুম করিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরদের সমক্ষে ভূম্যধিকারি এবং ইজারদারদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত নানা আইনে এমত নিয়ম আছে যে কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে সাহেব কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তিনি উক্ত নানা আইনের বিধানের অধীন কোন ভূম্যধিকারিকে কি ইজারদারকে রীতিমতে তলব করিলে যদি সেই ভূম্যধিকারী কি ইজারদার আপনি হাজির হইতে কিম্বা আপনার সরবরাহকার কি মোখ্তারকারকে হাজির করিতে কি তলবহওয়া হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করিতে কসুর বা অস্বীকার করে ও এমত কসুর করণের বিশিষ্ট হেতু কহিতে না পারে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারা দররোজ জরীমানা দিবার হুকুম দিতে পারেন। এবং আরো হুকুম আছে যে ঐ জরীমানা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের দ্বারা মঞ্জুর হইলে বাকী রাজস্বের টাকা উসুল করণের মতে ঐ জরীমানা উসুল করা যাইবেক। এবং যেহেতুক সেইপ্রযুক্ত যে বিলম্ব হয় তাহাতে যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ প্রকার তলব করেন তাঁহাকে ওয়াজিবী জরীমানা করিতে ও তাহা উসুল করিতে সরাসরী ক্ষমতা দেওয়া গেলে ও তাঁহার হুকুমের উপর রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ও উপরিস্থ অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে আপীল হওনের হুকুম হইলে ঐ জরীমানা মোটে যত টাকা হইত এক্ষণকার চলিত নিয়মের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক বারম্বার হইতেছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

উক্ত কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট কোন গতিকে যদি কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কোন ভূম্যধিকারি কি ইজারদারের রীতিমতে তলব হইলে পর ঐ সাহেবের জারী-হওয়া এত্তেলানামার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার হাজির হইতে

Digitized by Google

কি আপনার সরবরাহকার কিম্বা মোক্তারকারকে হাজির করিতে গাফিলী কি অস্বীকার করে অথবা তলবহওয়া হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করিতে কসুর কি অস্বীকার করে ও এমত কসুর করণের বিশিষ্ট হেতু বলিতে না পারে তবে ঐ কালেক্টর সাহেবের এইমত ক্ষমতা থাকিবেক যে যাবৎ ঐ কসুরকরণিয়া ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের হুকুম আমলে না আনে তাবৎ তাহারদের পদ ও শক্তির দৃষ্টে তিনি আপনার ক্ষমতাক্রমে দররোজ যত জরীমানা উপযুক্ত বুঝেন তাহা দিবার হুকুম করেন এবং সেই জরীমানা তাহার রোজং দিতে হইবেক। কিন্তু তাহা কোন গতিকে রোজ ৫০) টাকার অধিক হইবেক না এবং এইমত যে জরীমানার টাকা সময়েং বাকী পড়ে তাহা উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের মঞ্জুরী বিনা রাজস্বের বাকী টাকা উসুল করণের মতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

কালেক্টর সাহেব এইমত যে প্রত্যেক জরীমানা করেন তাহার বিষয়ের এবং ঐ জরীমানার টাকার সংখ্যা ও সময়েং যত টাকা উসুল হয় তাহার বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে অব্যাজে করিবেন এবং তিনি বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সিজ্ঞাপনার্থে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

কালেক্টর সাহেব এই আইনানুসারে যে কোন হুকুম করেন তাহার উপর রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এবং অন্য উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে রীতিমতে আপীল হইতে পারে কিন্তু সেই আপীল উপস্থিত থাকিতে আপীল করাপ্রযুক্ত এইমত হুকুম করা জরীমানার টাকা উসুল করা স্থগিত হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

কালেক্টর সাহেব এই আইনানুসারে কোন কসুরপ্রযুক্ত এইমত যে কোন হুকুম করেন তদনুসারে যে টাকা উসুল হয় তাহা যখন ৫০০) পাঁচ শত টাকার অধিক হইয়াছে তখন কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে বিশেষমতে করিবেন এবং রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের হুকুমব্যতিরিক্ত ঐ কসুরের নিমিত্তে তদপেক্ষা অধিক টাকা উসুল হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ বোধ হইবেক না যে উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে দররোজ জরীমানার হুকুম দিবার এবং ঐ জরীমানার টাকা উসুল করিবার ক্ষমতা রহিত হইল ইতি।

Digitized by Google

৬ ধারা।

এই আইনেতে "কালেক্টর" এই শব্দেতে আইনমতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারি কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এই আইন বাঙ্গলা রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশে খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাজীরাখা ব্যর্থ করণের আইন।

যেহেতুক টাকার নিমিত্তে জুয়াখেলার কর্ম্ম ও বাজীরাখণের কর্ম্মেতে অপ্রবৃত্তি করা বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

জুয়াখেলাতে কিম্বা বাজী রাখাতে কথার দ্বারা বা লিখনের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে যে সকল পণ রাখা যায় তাহা ব্যর্থ ও বাতিল হইবেক। এবং যে কোন টাকা অথবা মূল্যবান বস্তু বাজী রাখণেতে লাভ হইয়াছে রুধিত হয় অথবা কোন জুয়াখেলা সমাপ্তির অপেক্ষায় কোন ব্যক্তির নিকটে গচ্ছিত হয় অথবা বাজী রাখা যায় সেই টাকা কিম্বা মূল্যবান বস্তু পাইবার নিমিত্তে কোন মোকদ্দমা আইনের কিম্বা একুটি পক্ষের কোন আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত নানা আদালত কোন বিরোধি ক্রিয়া নিশ্চয় করিবার জন্যে কৃত্রিম বাজীর উপর মোকদ্দমার বিষয় তদারক করিবার হুকুম নাকরিয়া যেমন আদালতের "কামন লার" এলাকার সম্পর্কে হয় তেমনি একুটি ও আডমিরালটী ও অন্যান্য এলাকার সম্পর্কে সাক্ষিরদের নামে সফীনা জারী করিতে পারেন এবং মোকদ্দমায় সাক্ষিস্বরূপ আদালতের দরবারে তাহারদের মৌখিক সাক্ষ্য লইবার হুকুম দিতে পারেন। এবং এই আইন জারী হওনের পুর্ব্বে আদালতের ব্যবহারমতে সাক্ষ্য দিবার জন্যে কোন সাক্ষির উপযুক্তমতে তলব হইলে সেই ব্যক্তির যে প্রকারে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইত সেই প্রকারে উক্তমতে তলবহওয়া সাক্ষিরদের হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবেক এবং ক্রটি করিলে কিম্বা আজ্ঞা না মানিলে অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সেই ব্যক্তি যে প্রকার দণ্ডের যোগ্য হইত সেই প্রকারে উক্তমতে তলব-হওয়া সাক্ষী দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

জাল করণের বিষয়ি নালিশ পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ করিবার আইন।

জাল করণের বিষয়ি ফৌজদারী মোকদ্দমায় যথার্থ বিচার ব্যর্থ না হইবার জন্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

জালসাজীর অপরাধের কিম্বা কোন জালকরা দলীলদস্তাবেজ বা লিপি কোন প্রকারে চালাওনের বিষয়ি কোন এজহার অথবা নালিশ রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে সেই আদালতে ঐ জালকরা কাগজের কোন যথার্থ নকল দেখাইবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু তাহা চুরী করণের বিষয়ে নালিশ হইলে যেরূপে তাহা বর্ণনা করিলে নালিশ গ্রাহ্য হইত সেই প্রকারে ঐ জাল-করা দলীলদস্তাবেজ অথবা লিপির বর্ণনা করিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকলকরণে যে অশুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সংশোধনের আইন।

১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকলকরণে যে অশুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সংশোধনার্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ৭ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের দোষী হয় তাহার দোষ কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধের নিমিত্তে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২৪ চতুর্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন২ ক্ষমতার কার্য্যকরণের বিধানের আইন।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তরপশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলে অনুপস্থান-পর্য্যন্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নির্দ্ধারণক্রমে তাঁহার অনুপস্থানপর্য্যন্ত যে২ ক্ষমতানুসারে হজুর কৌন্সেলের প্রসীডেণ্ট সাহেব কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতা ভিন্ন এবং আইন করণের ক্ষমতা ভিন্ন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে২ ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতা-হইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখাবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

জি এ বুশবি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1848 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Ridsdale.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বিদেশে করা অপরাধের পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে দণ্ড করণের আইন।

যেহেতুক ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের এদেশীয় যে২ প্রজা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের সীমার বাহিরে ফৌজদারী অপরাধ করে সেই২ প্রজার বিচারের জন্যে সময়ক্রমে বাঙ্গলা এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশের চলিত আইনের মধ্যে নানা আইন হইয়াছে এবং সেই২ আইন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং একরূপ করা এবং তাহা বিস্তার করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

পশ্চাৎ লিখিত আইন ও আইনের ভাগ রদ হইল বিশেষতঃ।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৯ সালের ৫ আইন এবং ১৮১৩ সালের ৮ আইন ও ১৮২২ সালের ১ আইনের ৬ ধারা এবং সমস্ত ৯ আইন এবং ১৮২৯ সালের ৮ আইন এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮২৯ সালের ২ আইন ও ১৮৩২ সালের ১২ আইন এবং বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১১ আইনের ৪ ধারা। কেবল যেপর্য্যন্ত উক্ত কোন আইনের দ্বারা কোন সাবেক আইন রদ হইয়াছে সেইপর্য্যন্ত তাহা বহাল থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সকল প্রজা এবং ভারতবর্ষে ঐ গবর্ণমেণ্টের সিবিল ও যুদ্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি যত কাল সেই কর্ম্মে থাকে এবং তাহার পর ছয় মাস-পর্য্যন্ত এবং যে সকল ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের গবর্ণমেণ্টের অধীন ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের

Digitized by Google

অধিকারের মধ্যে ঐ অধিকারের চলিত আইনের অধীন হইয়া ছয় মাসপর্য্যন্ত বাস করিয়াছে এবং সেই২ রাজ্যের মধ্যে গ্রেফ্তার হয় অথবা যে কোন স্থানে গ্রেফ্তার হইয়া থাকে ঐ রাজ্যের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করা যায় এমত সকল ব্যক্তি কোন বিদেশীয় রাজার বা রাজ্যের দেশের মধ্যে করা সকল অপরাধের বিষয়ে আইনানুসারে বিচারের যোগ্য হইবেক এবং সেই অপরাধ ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের মধ্যে করা গেলে যে সাক্ষের শক্তিক্রমে তাহারদের জামিন দিবার হুকুম হইত অথবা তাহারা বিচারে সোপর্দ্দ হইত সেই প্রকার সাক্ষ্যের শক্তিক্রমে তাহারদের প্রতি জামিন দিবার হুকুম হইতে পারে অথবা পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহারা বিচারে সোপর্দ্দ হইতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

সোপর্দ্দকারি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অগৌণে এবং বিচারের পূর্ব্বে এইপ্রকার প্রত্যেক মোকদ্দমার রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে করিবেন এবং তাহাতে যে হুকুম তাঁহাকে দেওয়া যায় তদনুসারে তিনি কার্য্য করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

সেই অপরাধের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধীন দেশের মধ্যে ঐ অপরাধ করিলে তাহার বিচার করিতে যে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা হইত এইমত কোন এক আদালতে তাহার বিচার করিতে উক্ত গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

বিদেশীয় যে রাজা বা রাজ্যের রাজকীয় কর্ম্ম কোম্পানি বাহাদুরের হুকুমের অধীন কর্ম্মকারকের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে যদি এইমত অধিকারের মধ্যে সেই অপরাধ করা গিয়াছে কথিত হয় এবং যদি সেই অধিকারের মধ্যে সেই অপরাধের অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিচার করণক্ষম কোন আদালত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে স্থাপন হইয়াছে তবে গবর্ণমেণ্ট সেই ব্যক্তিকে সেই আদালতে বিচারহওনার্থ সোপর্দ্দ করণের জন্যে তাহাকে কয়েদ করণপূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ডীয় রাজ্যহইতে তথায় লইয়া যাইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৬ ধারা।

অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি সোপর্দ্দ হইলে সোপর্দ্দ করণের রুবকারীতে ইহা লেখা থাকিবেক যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম যাবৎ না পঁহুছে ও তদনুসারে কার্য্য না হয় তাবৎ ঐ ব্যক্তি সোপর্দ্দ থাকিবেক। এবং যখন সেই ব্যক্তি জামিন দিয়া খালাস হয় তখন ঐ জামিনীনামা প্রথমে এই মজমুনে লেখা যাইবেক যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাইবার

Digitized by Google

উপযুক্ত মিয়াদ হিসাব করিয়া সেই ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কোন এক দিবসে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে হাজির হইবেক এবং তৎপরে যে২ দিবস মাজিষ্ট্রেট সাহেব সময়ক্রমে হুকুম করেন সেই২ দিবসে হাজির হইবেক। এবং যদি গবর্ণমেণ্ট অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে রাজধানীর মধ্যে বিচার করণের হুকুম দেন্ তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব রীতিমত তাহার স্থানে এই মজমুনে এক নূতন জামিনীনামা লইবেন যে তাহার বিচার করণার্থ যে আদালত নিযুক্ত হন সেই আদালতে বিচারের জন্যে সে হাজির হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

উভয় গতিকে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ হুকুম অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের মধ্যে বিচার ও দণ্ড করিবার অথবা পূর্ব্বোক্তমতে কয়েদপূর্ব্বক তাহাকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের বাহিরে লইয়া যাইবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা জ্ঞান হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এই আইনের ৩ এবং তাহার পরের সকল ধারাতে "গবর্ণমেণ্ট" এই শব্দেতে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিম্বা সোপর্দ্দকরণিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে রাজধানীতে কিম্বা স্থানে থাকেন সেই রাজধানীর কি স্থানের প্রধান কার্য্যকারক সাহেব কি সাহেবদিগকে বুঝায় ইতি।

৯ ধারা।

এই আইনেতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতানুসারে কোন কমিস্যনর সাহেব কি কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানীসম্বন্ধীয় সিরিশ্তার অন্য যে কোন সাহেবকে হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এই আইনের সম্বন্ধীয় মোকদ্দমাতে রিপোর্ট লইতে ও হুকুম দিতে ক্ষমতা প্রদান করেন তিনিও কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

অপরাধিরদের অঙ্গে গোদনার দাগ দেওনের ও তাহারদিগকে তশীর করণের ব্যবহার রহিত করণের আইন।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অপরাধিরদের অঙ্গে গোদনা দিয়া দাগ করণের ও তাহারদিগকে তশীর করণের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রহিত করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১২ ধারার ২।৩।৪ প্রকরণ এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮০২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৯।১০ ধারার এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১১ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ও ১৮২২ সালের ২ আইনের ৫।৬ ধারার যে২ ভাগ এবং চলিত অন্য যে কোন আইনে কিম্বা আইনের অংশেতে হুকুম আছে যে অপরাধিরদের কপালে কিম্বা তাহারদের শরীরের কোন অঙ্গে যাহা লুপ্ত হইতে না পারে এমত কোন দাগ দেওয়া যায় তাহা কিম্বা যে আইনেতে সামান্যতঃ তশীর নামেতে খ্যাত দণ্ড অর্থাৎ অপরাধিকে সকল লোকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করিবার কোন দণ্ডের হুকুম করা যায় তাহা এবং বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১৪ আইনের ২ অধ্যায়ের যে অংশেতে হুকুম আছে যে অপরাধিরদিগকে প্রকাশরূপে অপমান করণের কোন দণ্ড দেওয়া যায় তাহা রদ হইল ইতি।

Digitized by Google

২ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পরে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে অপরাধির দোষ সাবুদ হইল তাহার কোন অঙ্গে গোদনার কোন দাগ কিম্বা যাহা লুপ্ত হইতে পারে না এমত কোন দাগ কিম্বা লুপ্ত হইলে পর পুনরায় নূতন দাগ দেওনের হুকুম কিম্বা কোন অপরাধিকে তশীরের দ্বারা সকল লোকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করিবার কিম্বা অন্য কোন প্রকারে অপমানজনকরূপে প্রকাশ করিবার হুকুম করিতে পারিবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কতকং অংশি ও মহাজনেরদের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করণের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৫ সালের ২৩ আইনেতে লিখিত ছিল যে কতকং ব্যক্তি "কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" এই নামবিশিষ্ট এক কোম্পানি অথবা অংশিত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং ঐ আইনের দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়াগেল যে সেইং ব্যক্তি এবং তৎপরে যেং ব্যক্তি উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অংশী ও শরীক হন তাঁহারদের নামে আইনমতে বা একুটিপক্ষে নালিশ হইলে কি তাঁহারদের নালিশ করিতে হইলে তাঁহারদের স্থলাভিষিক্তরূপে ঐ ব্যাঙ্কের তৎকালের সেক্রেটারী অথবা খাজাঞ্চী আসামী কি ফরিয়াদী হইবেন এবং ঐ অংশিত্বের যে কর্জ ও দেনা ছিল তাহা আদায় করিবার জন্যে ঐ আইনে কতকং বিধান আছে।

এবং যেহেতুক ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এক দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে এবং তাহাতে শ্রীযুত তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি বর্কিণ্যং সাহেব ও শ্রীযুত জেরিমায়া জেম্স হম্ফ্রে সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহী আছে এবং ঐ দরখাস্তের মধ্যে তাঁহারা উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সরবরাহকারী কার্য্যের একসেকুটিব কমিটি নামে বিখ্যাত আছেন এবং ঐ দরখাস্তে ঐ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজনেরদের কমিটির অন্তঃপাতি নামে বিখ্যাত কএক ব্যক্তি বিশেষতঃ গ্রিন হালিফাক্স মিলুস কোম্পানির নিযুক্ত টর্নিবরূপ বিখ্যাত শ্রীযুত চার্লস হগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি কৌই সাহেব ও শ্রীযুত তামস সেতন কেলসল সাহেব ঐ দরখাস্তে সহী করিয়াছেন এবং ঐ দরখাস্তে এই লিখিত আছে যে ঐ জাইণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক কোম্পানি অর্থাৎ কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৮৪৭ সালের শেষে টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন এবং ঐ ব্যাঙ্কের কর্জ ও দেনা পরিশোধ করণার্থে উক্ত ব্যাঙ্কের

Digitized by Google

অবশিষ্ট সম্পত্তি অপ্রচুর আছে এবং ঐ ব্যাঙ্কের কতকং মহাজন উক্ত ১৮৪৫ সালের ২৩ আইনানুসারে ঐ ব্যাঙ্কের সাধারণ কর্ম্মকারকের বিরুদ্ধে ফয়সলা পাইয়াছেন এবং ঐ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি অপ্রচুর হওয়াতে ঐ ফয়সলাক্রমে বিশেষং অংশির নামে নালিশ আরম্ভ হইয়াছে এবং দরখাস্তকারিরদের ভয় আছে যে মহাজন ও অংশিরদের মধ্যে পরস্পর খাতিরজমামতে কোন বন্দোবস্ত অগৌণে না করা গেলে ঐ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বাহুল্যরূপে ঝটিতি অপচয় হইবেক এবং অনেকং লোক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবেক এবং মহাজনেরদের এক সাধারণ বৈঠকে নিযুক্ত মহাজনেরদের কমিটি ঐ কর্জ ও দেনার বাবৎ অংশিরদের উপর যে ওয়াজিবী টাকা ধার্য্য করিয়াছেন সেই টাকা যেং অংশী দিতে স্বীকৃত হন তাঁহারদিগকে মহাজনেরদের মধ্যে অনেক জন যেপর্য্যন্ত আইনমতে হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত এই নিয়মে সম্পূর্ণ কারখৎ দিতে চাহেন যে অন্যং যে ব্যক্তি ঐ কর্জ ও দেনার বিষয়ে দায়ী এবং তাঁহারদের উপর ধার্য্যহওয়া টাকা দিতে অস্বীকার অথবা ত্রুটি করেন তাঁহারা ঐ কারখতের দ্বারা আপনং দাওয়াহইতে মুক্ত না হন এবং তাঁহারদের উপর দাওয়া ঐ কারখতের দ্বারা রহিত না হয় এবং ঐ অংশিরদের মধ্যে অনেক জন তাঁহারদের উপর যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা এই নিয়মে দিতে স্বীকৃত আছেন যে যে কোন মহাজন পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তপত্রে সহী করিয়াছেন এবং সেইরূপে দেওয়া টাকার মধ্যহইতে কোন টাকা গ্রহণ করিয়াছেন সেই মহাজন ঐ কর্জ এবং দেনার বাবৎ আইনমতে অথচ একুটি পক্ষে তাঁহারদের নামে কোন নালিশ করিতে পারিবেন না। এবং ঐ বন্দোবস্ত এবং ঐ কারখতের আইনমতে ফলের বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব ঐ দরখাস্তে আরো এই প্রার্থনা আছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের একশকার বা পূর্ব্বকালীন যে কোন অংশির উপর পূর্ব্বোক্ত মতে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সংখ্যার টাকা উক্ত বন্দোবস্তপত্রের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে না দেন সেই অংশির উপর বন্দোবস্তপত্রে সহীকরণিয়া কোন মহাজনের যে স্বত্ব আছে তাহার ব্যাঘাত না হইয়া অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহী না করেন তাঁহার স্বত্ব হানি না করিয়া বন্দোবস্তের ফল ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের ক্ষমতাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও স্থাপন হয় অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইনের শেষে যে বন্দোবস্তপত্রের নকল আছে অর্থাৎ উক্ত দরখাস্তে উল্লিখিত বন্দোবস্তপত্র তাহাতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যেং মহাজন সহী করেন এবং পশ্চাৎ লিখিত যে তফসীল উক্ত বন্দোবস্তপত্রের শেষে দেওয়া A চিহ্নিত তফসীলের ন্যায় বর্ণনা হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধার্থ ধার্য্য টাকা বা অংশমতে দেয় টাকার তফসীল সেই তফসীলের মধ্যের লিখিত যেং ব্যক্তি উক্ত ধার্য্য টাকার তফসীলে প্রত্যেক জনের যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে সেইং টাকা উক্ত বন্দোবস্তপত্রের লিখিত প্রকারে দেন সেইং ব্যক্তির মধ্যে ঐ বন্দোবস্তপত্র সম্পূর্ণরূপে প্রবল হইবেক

Digitized by Google

কিন্তু ঐ বন্দোবস্তপত্রে যাঁহারা সহী না করিয়াছেন ও তদ্বিষয়ে লিপ্ত নহেন তাঁহারদের কোন স্বত্বের কিম্বা দায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্যে এবং যাঁহারদের নাম তফসীলে লেখা আছে তাঁহারদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন স্বত্বের কি দায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্যে ঐ বন্দোবস্তপত্র প্রবল হইবেক না।

২ ধারা।

ঐ ধার্য্য টাকার তফসীলের লিখিত যে কোন ব্যক্তি ঐ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত প্রকারে উক্ত ধার্য্যহওয়া টাকার তফসীলে তাঁহার উপর যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে দেন এমত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহী করিয়াছেন সেই মহাজন উক্ত ব্যাঙ্কের কোন দেনা বা কর্জের বাবতে "সৈরি ফাসিয়স" নামক কোন পরওয়ানা যদি বাহির করেন অথবা আইনমতে বা একুটিপক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কোন কার্য্য করেন তবে ঐ মহাজনের ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহীকরণ কার্য্য এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ পরওয়ানা বাহির হইয়াছে বা ঐ কার্য্য হইয়াছে সেই ব্যক্তির উক্ত ধার্য্যহওয়া টাকাদেওয়া কার্য্য ঐ নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক এবং ঐ পরওয়ানা অথবা ঐ কার্য্য বিফল করণার্থে ঐ আসামীর যে সকল খরচা লাগে তাহা যে মহাজন নালিশ করিয়াছিলেন সেই মহাজনের দিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন ঐ বন্দোবস্তপত্রে সহী না করিয়া থাকেন এমত মহাজন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোন কর্জ অথবা দেনার বাবতে ঐ দেনা বা তাহার কোন অংশের দায়ি ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি "সৈরি ফাসিয়স" নামক কোন পরওয়ানা বাহির করেন অথবা আইনমতে কি একুটিপক্ষে অন্য কোন কার্য্য করেন অথবা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোন কর্জ বা দেনা কি তাহার কোন অংশ পরিশোধ করণের দায়ি যে কোন ব্যক্তি উক্ত ধার্য্যহওয়া টাকার তফসীলে তাঁহার নামে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহা ঐ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত প্রকারে সম্পূর্ণরূপে না দেন এইতম ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্জ বা দেনার বাবতে উক্ত বন্দোবস্তপত্রে সহীকরণিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের কোন মহাজন যদি "সৈরি ফাসিয়স" নামক কোন পরওয়ানা বাহির করেন অথবা আইনমতে কি একুটিপক্ষে অন্য কোন কার্য্য করেন তবে ঐ পরওয়ানা অথবা কার্য্য বিফল করণার্থে ঐ বন্দোবস্তপত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক না এবং ঐ ব্যক্তির স্থানে ঐ কর্জ অথবা দেনা পাইবার জন্যে যে কোন মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমায় ঐ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত বৃত্তান্ত আইনের অথবা একুটির কোন আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না ইতি।

৪ ধারা।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের পূর্ব্বের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ

Digitized by Google

করিতে হইবেক না যে কোন অংশির নামে যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে সেই টাকা দেওনের পূর্ব্বে সেই অংশির বিরুদ্ধে যে কোন "সৈরি ফাসিয়স" নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে অথবা যে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে নালিশকরণিয়া ব্যক্তি যদি তাহা চালাইতে চাহেন তবে তৎপরে সেই নালিশ চালাওনের এবং নির্ব্বাহ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর এক মাসের মধ্যে উক্ত শ্রীযুত তামস চার্লস মর্টন সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি বর্ক্লিংৎ সাহেব ও শ্রীযুত জেরিমায়া জেম্‌স হম্‌ফ্রে সাহেব ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত চার্লস হগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি কৌই সাহেব ও শ্রীযুত তামস সেতন কেলসল সাহেবের তাহাতে সহী করা ধার্য্যহওয়া টাকার উক্ত তফসীলের এক নকল বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডরাখণিয়া সাহেবের সিরিশ্‌তার রোয়দাদে দাখিল হইবেক ও লেখা যাইবেক এবং ঐ রূপে দাখিলহওয়া তফসীল এই আইনের এবং উক্ত বন্দোবস্তপত্রের উল্লিখিত তফসীল জ্ঞান হইবেক এবং এই আইনের যথার্থ অভিপ্রায় ও অর্থের অনুসারে তাহার মধ্যের লিখিত ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে ধার্য্যহওয়া নানা টাকার সংখ্যার সর্ব্বতোভাবে সাক্ষ্যস্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি।

তফসীল।

আমরা পশ্চাৎ লিখিত কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজন ইহার দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একসেকুটির কমিটি আমারদের প্রত্যেক জনের পাওনার শতকরা ২৫) টাকার হিসাবে প্রথম ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ কিস্তি অগৌণে দিলে A চিহ্নিত ইহার শেষে লিখিত যে তফসীল ব্যাঙ্কের মহাজনের কমিটির দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে সেই তফসীল উক্ত ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধার্থে তন্মধ্য লিখিতপূর্ব্বকালের এবং এক্ষণকার ঐ ব্যাঙ্কের নানা অংশির উপর ধার্য্যহওয়া অথবা অংশমতে দেয় টাকার তফসীলের ন্যায় গ্রাহ্য করি এবং উক্ত তফসীলের লিখিত উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে কোন অংশির বা অংশিরদের পূর্ব্বোক্ত মত ধার্য্যহওয়া বা অংশমতে দেয় টাকা স্বরূপ উক্ত তফসীলে তাঁহার নামের পাশে যে টাকা লেখা আছে সেই টাকা যে কোন অংশী বা অংশিরা সম্পূর্ণরূপে দেন তাঁহার বা তাঁহারদের বিরুদ্ধে কোন "সৈরি ফাসিয়স" নামক পরওয়ানা বাহির না করিতে বা প্রকারান্তরে তাঁহারদিগকে উত্ত্যক্ত না করিতে বা তাঁহারদের সম্পত্তির উপর দাওয়া না করিতে অঙ্গীকার ও স্বীকার করিতেছি। কিন্তু ইহার মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত অভিপ্রায় করিতে হইবেক না যে যাবৎ ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধার্য্যহওয়া টাকা প্রকৃতপ্রস্তাবে না দিয়াছেন তাবৎ তাঁহার নামে নালিশ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক কিম্বা

Digitized by Google

ধার্য্যহওয়া টাকা দিবার পুর্ব্বে কোন অংশির বিরুদ্ধে যে কোন "সৈরি ফাসিয়স" নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে কিম্বা যে কোন মোকদ্দমা বা নালিশ প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে নালিশকরণিয়া ব্যক্তি তাহা চালাইতে চাহিলে তাহা চালাইবার ও নির্ব্বাহ করিবার প্রতিবন্ধক হইবেক। আরো ধার্য্য হইল যে উক্ত তফসীলের লিখিত কোন অংশী ভারতবর্ষে বাস করিলে অদ্যকার তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে অথবা ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে পাঁচ মাসের মধ্যে আপনার উপর ধার্য্যহওয়া টাকা যদি না দেন অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটিকে ঐ টাকার জামিন না দেন এবং ঐ কমিটি তাহা প্রচুর স্বীকার না করেন তবে ঐ ধার্য্যহওয়া টাকা শতকরা ১০৲ টাকার হিসাবে বাড়ান যাইবেক এবং যাবৎ ঐ টাকা পরিশোধ না হয় অথবা তাহার জামিন না দেওয়া যায় তাবৎ তৎপরে প্রত্যেক তিনং মাসান্তরে শতকরা তত্তুল্য টাকা বাড়ান যাইবেক। আরো ধার্য্য হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটি ঐ অংশমতে দত্ত টাকা পাইয়া সমর্থ হইলে আমারদের একং জনের দাওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওনপর্য্যন্ত সময়ক্রমে আমারদের পাওনা টাকার আরো ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ কিস্তি দিবেন এবং যখন আদায়হওয়া টাকা অবশিষ্ট দাওয়ার শতকরা ১০৲ টাকার তুল্য হয় তখন তাঁহারা সেই হারে এক নূতন ডিবিডেণ্ড প্রকাশ করিবেন ও দিবেন। এবং আরো ধার্য্য হইল এবং ইহার দ্বারা অতিস্পষ্টরূপে প্রকাশ হইতেছে ও স্বীকার হইতেছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের সম্পত্তির উপর আমারদের আইনক্রমে বা একুটিমতে যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল এবং পুর্ব্বকালীন কিম্বা এক্ষণকার যে সকল অংশী তাঁহারদের উপর পুর্ব্বোক্তমতে ধার্য্যহওয়া সম্পূর্ণ টাকা না দেন তাঁহারদের বিরুদ্ধে আমারদের যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল। এবং ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ আমরা এই এক হাজার আট শত আটচল্লিশ সালের পঁচিশা সেপ্টেম্বর তারিখে একং করিয়া দস্তখৎ করিলাম ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

অপরাধি বাতুল ব্যক্তিরদের নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক মনের বিপর্য্যস্ত বিকৃতিপ্রযুক্ত দণ্ডনীয় কর্ম্ম অপরাধশূন্য হয় তাহা ধার্য্যকরা এবং সেইং কর্ম্ম যাহারা করিযাছে কিন্তু মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত নির্দ্দোষী হইয়াছে তাহারদিগকে নির্ব্বিঘ্নে রাখণের নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে ক্রিয়া সুস্থমনা ব্যক্তিরদের দ্বারা হইলে অপরাধ হয় এইমত ক্রিয়া যে ব্যক্তি করে যদ্যপি আদালত অথবা বিষয়বিশেষে জুরি অর্থাৎ আদালতের নিয়মানুসারে যাঁহার প্রতি দোষী করণ বা মুক্ত করণের ক্ষমতা অর্পণ আছে সেই আদালত বা জুরি এইমত স্থির না করেন যে সেই ব্যক্তির মনের বিকৃতি ছিল এবং সেই বিকৃতি খামখা তাহার করা কোন কর্ম্মের দ্বারা জন্মে নাই এবং সেই বিকৃতিপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি ঐ কর্ম্ম করণের সময়ে জানিল না এবং জানিতে পারিল না যে সেই কর্ম্ম দেশের আইনের বিরুদ্ধ তবে সেই ব্যক্তি সেই অপরাধের বিষয়ে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাস হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

যখন এইমত অপরাধের অপবাদগ্রস্ত কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ধারার লিখিত বর্জ্জিত নিয়মপ্রযুক্ত খালাস হয় তখন আদালত অথবা জুরি এই বিশেষ ডিক্রী অথবা ফয়সলা দিবেন যে যে কর্ম্ম করণের অপবাদ তাহার প্রতি হইয়াছে সেই কর্ম্ম সেই

Digitized by Google

ব্যক্তি বিকৃতমনা হওনসময়ে করিল এবং তৎপ্রযুক্ত আইনানুসারে সে নিরপরাধী ইতি।

৩ ধারা।

যখন উক্ত প্রকার এইমত কোন বিশেষ ডিক্রী কি ফয়সলা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়া যায় তখন যে আদালতে মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল সেই আদালত এই হুকুম করিবেন যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যাবৎ জ্ঞাত না হওয়া যায় তাবৎ ঐ আদালতে যে স্থানে ও যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেই প্রকারে ঐ ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইবেক। এবং তৎপরে গবর্ণমেণ্ট যত কাল ও যেপ্রকার উচিত বোধ করেন তত কাল ও সেই প্রকারে ঐ ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট শক্তরূপে আটক করিয়া রাখিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৪ ধারা।

যে সকল গতিকে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ততা কি বাতুলতা অথবা উন্মাদতা কি মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত কোন দোষহইতে খালাস হইয়াছিল ইহার পর মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাসহওয়া ব্যক্তিকে যেমন শক্তরূপে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারে তেমনি শক্তরূপে সেই ব্যক্তিকেও আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ কোন বিশেষ ডিক্রী বা ফয়সলা করা গিয়া থাকে সেই ব্যক্তির মন সুস্থ হইলে পর গবর্ণমেণ্টের হুকুম এবং বিবেচনা ব্যতিরিক্ত কয়েদহইতে খালাস হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

যখন গবর্ণমেণ্টের এইমত বোধ হয় যে কোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কয়েদহওয়া কোন ব্যক্তি বিকৃতমনা আছে তখন গবর্ণমেণ্ট এক পরওয়ানার দ্বারা জানাইবেন যে কিং হেতুতে ঐ কয়েদহওয়া ব্যক্তি বিকৃতমনা বোধ হইয়াছে এবং সেই পরওয়ানার দ্বারা ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে কোন পাগলাগারদে অথবা নির্দ্বিঘ্নে রাখণের অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে সেই ব্যক্তিকে সেই স্থানে রাখিতে ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবেক এবং যখন গবর্ণমেণ্টের এইমত বোধ হয় যে ঐ কয়েদী ব্যক্তি সুস্থমনা হইয়াছে তখন সেই ব্যক্তির কয়েদের মিয়াদ যদি শেষ না হইয়া থাকে তবে যাঁহার জিম্মায় আছে তাঁহার প্রতি পরওয়ানার দ্বারা কয়েদী ব্যক্তি যে কারাগারহইতে স্থানান্তর হইয়াছিল তথায় তাহাকে ফিরিয়া লইয়া যাইতে হুকুম করিবেন অথবা যদি সেই

Digitized by Google

ব্যক্তির মিয়াদ শেষ হইয়াছে তবে তাহাকে কয়েদহইতে খালাস করণের হুকুম দিবেন ইতি।

৭ ধারা।

এই আইনের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এই কথার দ্বারা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কি যে রাজধানীতে অথবা যে স্থানে মোকদ্দমা হইয়াছিল সেই রাজধানীর কিম্বা সেই স্থানের রাজশাসনকারি ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিরদিগকে বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১৭ মার্চ তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সৈন্যসম্পর্কীয় ও জাহাজসম্পর্কীয় মুশাহেরা ও বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত আলুফা রক্ষা করণের আইন।

যেহেতুক সৈন্যসম্পর্কীয় ও জাহাজসম্পর্কীয় যোদ্ধারদের মুশাহেরা ও বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত অন্যান্য আলুফা আদালতের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক করণ নিবারণার্থ আইন সংগ্রহ করা এবং তাহার কর্ম্ম বিস্তারিত করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ১২ আইন ও ১৮৪৫ সালের ৩১ আইন রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পর্কীয় কি জাহাজসম্পর্কীয় সিরিশ্তার অকর্ম্মণ্য কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক কিম্বা সৈন্যের বা জাহাজের এলাকাদার ব্যক্তিকে যে কমীহওয়া মাহিয়ানা কিম্বা যে কোন নামেতে খ্যাত মুশাহেরা এবং কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বকালীন কার্য্যের নিমিত্তে ও বর্ত্তমান ক্ষীণতা অথবা বৃদ্ধাবস্থার জন্যে যে কোন মাসিক কি বার্ষিক মুশাহেরা কিম্বা আলুফা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন রাজধানীর অথবা কোন স্থানের শ্রীযুত গবরনর সাহেবের অথবা হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর সাহেবের কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের হুকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা এবং চেল্‌সি নগর কিম্বা গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের বৃত্তিভোগী যে ব্যক্তি ঐং আলয়ে বাস করে না তাহারদের যে মুশাহেরা ঐ চেল্‌সি নগরের অথবা

Digitized by Google

গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের কমিশ্যনর সাহেবেরদের হুকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা এবং ঐ প্রকার কোন মুশাহেরা কি আলুকার বাবতে যে সকল টাকা পাওনা থাকে বা উত্তর কালে পাওনা হয় তাহা সেই২ মুশাহেরাদার কি আলুকাদারের উপর কোন দাওয়াপ্রযুক্ত কোন মহাজনের নালিশক্রমে ঐ২ দেশের মধ্যে কোন আদালতের দ্বারা বা কোন আদালতের হুকুম কি ডিক্রী জারীর অনুসারে ক্রোক বা আটক করা যাইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এমত কোন মুশাহেরাদার কি আলুকাদারের কোন মুশাহেরার বাবৎ যে টাকা নিয়মপত্রাদি লিখনের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে পাওনা ছিল না সেই টাকার উপর যে কোন নিয়মপত্র কি একরারনামা বা বরাৎ কিম্বা বিক্রয়পত্র কি জামিনীনামা লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইবেক। এবং যে মুশাহেরা উত্তর কালে পাওনা হইবেক তাহার উপর যে কোন বরাৎ কি নিয়মপত্র দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

রাজদত্ত চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতহইতে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে কোন পরওয়ানা বাহির হইয়াছে তাহার বিষয়ে অথবা উক্ত প্রকার কোন মুশাহেরাদার চেল্‌সি কি গ্রেনিচ নগর সম্বন্ধীয় মুশাহেরার বাবৎ অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহেরা কি আলুকার বাবৎ যে কোন নিয়মপত্র কি একরার-নামা বা বরাৎ কিম্বা বিক্রয়পত্র অথবা জামিনীনামা এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে করিয়াছে কিম্বা বোম্বাই রাজধানীতে দত্ত মুশাহেরা কি আলুকার বাবৎ যে দানপত্র-প্রভৃতি ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে করা গিয়াছে অথবা বাঙ্গলা রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহেরা কি আলুকার বাবৎ যে দানপত্রপ্রভৃতি ১৮১৪ সালের ২৭ মে তারিখের পূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ৭ আপ্রিল তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশে এক জন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত করিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে যে ব্রিটনীয় প্রজারা উইল না করিয়া মরেন তাঁহারদের ইষ্টেটের সরবরাহকারী কর্ম্ম কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবের পদহইতে পৃথক্ করা এবং এক জন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত করা বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর যখন কোন ব্রিটনীয় প্রজা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে কিম্বা ঐ রাজধানীর অধীন যেং দেশ আছে বা উত্তর কালে হয় সেইং দেশের মধ্যে উইল না করিয়া মরেন এবং উপযুক্ত ইক্লিসিআষ্টিকেল আদালতহইতে তলবচিঠী বাহির হইয়া ফিরিয়া আইলে যদি মৃত ব্যক্তির কোন অতিনিকট কুটুম্ব উপস্থিত না হন ও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সরবরাহের বিষয়ের দাওয়া উক্ত আদালতের হৃদ্বোধমতে সাব্যস্ত না করেন এবং আরো ঐ দেশের মধ্যে মৃত কোন ব্রিটনীয় প্রজার উইলের দ্বারা যে একসেকিটর কি একসেকিটরেরদিগকে নিযুক্ত করা গিয়াছে তাঁহারা যখন ঐ উইলের প্রমাণ করিতে স্বীকার না করেন তখন এই আইনানুসারে যে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত হন তিনি নীচের লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরিক্ত উক্ত আদালতের স্থানে লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন কি লেটর্স আড কালিজেণ্ডা বোনার দরখাস্ত করিবেন এবং উক্ত কোর্ট ঐ লেটর্স প্রভৃতি ইক্লিসিআষ্টি-কেল রেজেষ্ট্রার সাহেবকে না দিয়া যে প্রকার লেটর্সপ্রভৃতি উপযুক্ত বোধ করেন তাহা ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে দিবেন। ঐ লেটর্সপ্রভৃতির শক্তিক্রমে

Digitized by Google

ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আদায় করিয়া এই আইনের নির্দ্দিষ্ট মতে তাহার হিসাব দিবেন ইতি।

২ ধারা।

যে সকল লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন অথবা লেটর্স আড কালিজেণ্ডা বোনা সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে এবং যে উইলের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ঐ ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবকে অথবা তাঁহাকে এবং তৎপরে তাঁহার পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে উইলের একৃসেকিটরী কর্ম্ম দেওয়া গিয়াছে সেই উইলের সকল প্রোবেট এবং তাঁহার পদের শক্তিক্রমে ঐ ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবের প্রতি যে সকল ইষ্টেট ও সম্পত্তি ও বিষয় অর্পণ হইয়াছে তাহা এবং ঐ লেটর্স অথবা প্রোবেটের শক্তিক্রমে যে সকল বহী ও কাগজপত্র ও দলীলদস্তাবেজ তাঁহার নিকটে আছে বা তাঁহার দখলে বা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে তাহা এই আইনানুসারে এবং অন্য কোন দান বিনা এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেব যেরূপে ঐ প্রকার আডমিনিষ্ট্রেটর বা একৃসেকিটর বা গ্রাণ্টী ছিলেন ঐ নূতন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব সর্ব্বতোভাবে সেই প্রকার আডমিনিষ্ট্রেটরপ্রভৃতি হইবেন এবং এই আইন জারী হওনের সময়ে ঐ প্রকার আডমিনিষ্ট্রেটর বা একৃসেকিটর কি গ্রাণ্টীস্বরূপ ঐ ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবের যে সকল পরাক্রম ছিল ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের সেই সকল পরাক্রম হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন জারী হওনের সময়ে যিনি ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার আছেন তিনি প্রথম আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল হইবেন এবং এই আইন জারী হওনের পর তিনি আর ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার থাকিবেন না এবং এই আইন জারী হওনের সময়ে ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রারস্বরূপ পূর্ব্বোক্তমতে সকল দানের যে সকল কমিস্যন তাঁহার হক ছিল সেই সকল কমিস্যন তিনি আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরলস্বরূপে লইতে ও রাখিতে পারিবেন ইতি।

৪ ধারা।

উত্তর কালে ঐ পদ শূন্য হইলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব আপন

Digitized by Google

পদোপলক্ষে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের এক জন কর্ম্মকারক জ্ঞান হইবেন না এবং সামান্য একৃসেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর কি লেটর্স আড কালিজেণ্ডা বোনাপাওনিয়া ব্যক্তি যেরূপে ঐ সুপ্রিম কোর্টে দায়ী কেবল সেইরূপে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব ঐ কোর্টে দায়ী হইবেন ইতি।

৬ ধারা।

প্রত্যেক আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব আপনার পদের কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণের জন্যে কোম্পানি বাহাদুরকে আপনি এক লক্ষ টাকার জামিনের বণ্ড দিবেন এবং দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে সাধারণে এবং একেং আর এক লক্ষ টাকার জামিন দিবেন এবং পুর্ব্বোক্ত সেই প্রকার কোন লেটর্স পাওনের সময়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা তাঁহার প্রতি ঐ আদালতে কোন আডমিনিষ্ট্রেসন বণ্ড অথবা আর কোন জামিন দিবার হুকুম হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে যে সকল লেটর্স দেওয়া যায় এবং যে উইলের মধ্যে তিনি আপন পদোপলক্ষে একৃসেকিটর নিযুক্ত হইয়াছেন সেই উইলের যে প্রোবেট তাঁহাকে দেওয়া যায় সেই লেটর্স ও সেই প্রোবেটঅনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করণের জন্যে ইহার পুর্ব্বে ইক্লিসিআষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবকে যে কমিস্যন দেওয়া যাইত তাহার পরিবর্ত্তে তিনি যত টাকা বিতরণ করেন অথবা যে টাকা তৎসময়ে দেয় না হয় এমত টাকা তিনি উত্তর কালে প্রাপ্য ব্যক্তির নিমিত্তে ন্যস্ত করেন অথবা কোম্পানির কাগজে অর্পণ করেন সেই সকল টাকার উপর তিনি শতকরা তিন টাকা কমিস্যন পাইবেন। এবং ঐ শতকরা ৩৲ তিন টাকা কমিস্যনহইতে তাঁহার আবশ্যক সিরিশ্তার সকল খরচ এবং তাঁহার পদের যে সকল ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তাহা দিবেন ইতি।

৮ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর উক্ত রাজধানীর মধ্যে যে কোন উইলের প্রোবেট দেওয়া যায় ঐ উইলের একৃসেকিটরস্বরূপ অথবা এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত রাজধানীর মধ্যে যে কোন সম্পত্তির সরবরাহ করণের ক্ষমতা দেওয়া যায় ঐ সম্পত্তির আডমিনিষ্ট্রেটরস্বরূপ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরলভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি কোন কমিস্যন কি এজেন্সীর দাওয়া করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই বিধানের এইমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন একৃসেকিটরকে দানপত্রের দ্বারা যে দান করা যায় তাহা নির্দ্দিষ্ট টাকা হউক কিম্বা টাকা বিতরণ করিলে পর যে টাকা বাঁচে তাহা হউক অথবা কমিস্যন হউক কিম্বা অন্য কোন প্রকারে দত্ত টাকা হউক তাহা ভোগ করিতে নিষেধ আছে ইতি।

Digitized by Google

৯ ধারা।

ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব যে সকল ইষ্টেটের সরবরাহ করেন সেই ইষ্টেটের সম্পত্তি কোম্পানি বাহাদুরের ত্রেজুরীতে অর্পণ করিবেন অথবা যেমতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে হুকুম করেন সেইমতে রাখিবেন ও আমানৎ করিবেন। এবং ঐ হুকুমনামা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইবেক এবং ঐ হুকুমনামার দ্বারা সকল আদালতের এমত বোধ হইবেক যে ঐ সম্পত্তি রাখনের ও আমানৎ করণের বিষয়ে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে এবং তিনি তৎকর্ম্মের দায়হইতে মুক্ত আছেন এবং তাঁহার উপর কোন ঝুঁকী হইতে পারে না ইতি।

১০ ধারা।

উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব তন্নিমিত্তে প্রস্তুতকরা হিসাব বহীর মধ্যে প্রত্যেক ইষ্টেটের আলাহিদা ও সুস্পষ্ট হিসাব রাখিবেন এবং এই আইনানুসারে যে সকল নগদ টাকা ও বণ্ড ও টাকার অন্যান্য নিদর্শন ও জিনিষ ও সম্পত্তি ও দ্রব্য তাঁহার হাতে বা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত বা তাঁহার জন্যে গচ্ছিতলওনিয়া কোন ব্যক্তিরদের হাতে আইসে তাহার স্বতন্ত্র স্পষ্ট হিসাব ঐ বহীতে রাখিবেন এবং উক্ত ইষ্টেটের নিমিত্তে তিনি যে সকল টাকা ব্যয় করেন তাহা এবং ইষ্টেটের দেনা বা পাওনা সকল টাকা ঐ হিসাবের বহীতে লিখিবেন এবং ঐ টাকা পাওনের ও দেওনের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং ঐ বহী আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের দফ্তরখানায় থাকিবেক এবং যে সকল ব্যক্তির অর্থাৎ উক্ত আদালতের উকীলপ্রভৃতির বা অন্য ব্যক্তির তাহা দেখিবার প্রয়োজন থাকে তাঁহারা দফ্তর খোলা থাকিবার সময়ে ঐ বহী দেখিতে পারিবেন এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা সময়ক্রমে যে উপযুক্ত রসুম নির্দ্দিষ্ট হয় ও কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হয় তাহা ঐ২ ব্যক্তি দিবেন ইতি।

১১ ধারা।

আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব প্রতিবৎসরে দুইবার অর্থাৎ মার্চ মাসের প্রথম তারিখে ও আগষ্ট মাসের দশম তারিখে অথবা ঐ২ দিবসের পর উক্ত আদালতের যে প্রথম দিবসে বৈঠক হয় সেই দিবসে এক সত্য তফসীল আদালতের বৈঠকের সময়ে দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন ঐ তফসীলের মধ্যে তাহার দাখিল করণের পূর্ব্বে ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত ছয় মাসে ও জুন মাসের ৩০ তারিখপর্য্যন্ত ছয় মাসে তাঁহার জিম্মায় থাকা প্রত্যেক ইষ্টেটের বাবতে তিনি যে সকল নগদ টাকা পাইয়াছেন ও খরচ করিয়াছেন এবং যাহা বাকী থাকে তাহার মোট লিখিবেন এবং ঐ কাল-পর্য্যন্ত প্রত্যেক ইষ্টেটের বাবতে যে সকল বণ্ড কি অন্য নিদর্শন তিনি পাইয়াছেন তাহার এক সত্য ফিরিস্তি দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এবং ঐ সময়ে যে২

Digitized by Google

ইষ্টেটের বাকী টাকা তিনি সেই২ টাকাপাওনিয়া ব্যক্তিরদিগকে চূড়ান্তরূপে দিয়াছেন তাহারো সত্য তকসীল দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এবং তাহাতে ঐ সকল বাকী টাকার সংখ্যা ও যে২ ব্যক্তিকে তাহা দেওয়া গিয়াছে তাহার বেওরা লেখা থাকিবেক এবং ঐ২ তকসীল ঐ আদালতের রোয়দাদের মধ্যে রিকার্ডস্বরূপ দাখিল হইবেক তৎপরে চৌদ্দ দিবসের মধ্যে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন এবং আরো তাহার তিন২ প্রস্থ নকল করিয়া ঐ রাজধানীর সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে দাখিল করা যাইবেক এবং ঐ রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর সাহেব তাহা লণ্ডন গেজেটে প্রকাশ করিবার নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

১২ ধারা।

ঐ তকসীল দাখিল করণের সময়ে এবং অন্য যে কোন সময়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপযুক্ত বোধ করেন সেই সময়ে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের হিসাব তজবীজ করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এক কি ততোধিক আডিটরকে সময়ে২ নিযুক্ত করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

ঐ আডিটর সাহেব কি সাহেবেরা ঐ তকসীল ও হিসাব তজবীজ করিবেন এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইহার রিপোর্ট করিবেন যে ঐ বহীর মধ্যে যে২ বিষয় লিখিতে হয় সেই২ বিষয়ের সম্পূর্ণ ও যথার্থ বেওরা লেখা আছে কি না এবং এই আইনের দ্বারা উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের যে২ বহী রাখনের হুকুম আছে সেই২ বহী উপযুক্তমতে ও রীতিমতে রাখা গিয়াছে কি না এবং ঐ সম্পত্তি রাখন এবং অর্পণ করণের বিষয়ে আইনে যে প্রকার হুকুম আছে তদনুসারে রীতিমতে রাখা গিয়াছে ও অর্পণ হইয়াছে কি না ইতি।

১৪ ধারা।

প্রত্যেক আডিটর সাহেব উক্ত আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে এবং অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের হাজির হইবার তিনি আবশ্যক বোধ করেন সেই ব্যক্তিরদিগকে সময়ে২ আপনার নিকটে হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এবং আবশ্যক বোধ হইলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের শপথ বা সুকৃতি করাইয়া জোবানবন্দী লইতে পারেন এবং উক্ত অর্পিত কর্ম্মের নির্ব্বাহের নিমিত্তে যে সকল বহী ও কাগজপত্র ও দলীলদস্তাবেজ তাঁহার প্রয়োজন

Digitized by Google

বোধ হয় তাহা আনিবার হুকুম দিতে পারেন এবং যদি ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবৃন্দের সেইরূপে তলব হইলে তাঁহারা হাজির হইতে অথবা হুকুমহওয়া বহী বা কাগজপত্র কি দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে ত্রুটি অথবা উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকার করেন অথবা হাজির হইয়া শপথ করিতে কি আইনানুসারে শপথের পরিবর্ত্তে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করা যাইতে পারে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে স্বীকার না করেন অথবা জোবানবন্দী দিতে স্বীকৃত না হন তবে ঐ আডিটর সাহেব বা সাহেবেরা ঐ ত্রুটি বা অস্বীকার লিখনের দ্বারা বাঙ্গলা দেশস্থ কোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টে জানাইবেন তাহাতে ঐ প্রকার ত্রুটি বা অস্বীকারকারক প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের অবজ্ঞাপূর্ব্বক সেইরূপ ত্রুটি কি অস্বীকার করিলে যেরূপে দণ্ডনীয় হইতেন সেইরূপে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি।

১৫ ধারা।

ঐ২ তফসীল ও তাহার নকল প্রস্তুত ও প্রকাশ করণের এবং ঐ দর্শন ও তজবীজ করণের সকল খরচ ও ব্যয় তৎসময়ে যে সকল ইষ্টেটের হিসাবের তজবীজ হয় সেই২ ইষ্টেটের সম্পত্তিহইতে অংশাংশমতে দেওয়া যাইবেক এবং আডিটর সাহেব বা সাহেবেরা সেই খরচ ও সেই অংশ নিরূপণ করিয়া স্থির করিবেন কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক এবং ঐ সকল খরচ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব তদনুসারে উক্ত ইষ্টেটের সম্পত্তিহইতে দিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

যদি সেইরূপ দর্শন ও তজবীজের দ্বারা ঐ আডিটর সাহেব বা সাহেবেরদের এইমত বোধ হয় যে ঐ তফসীলেতে যে২ বিষয় লেখা আছে কি যে২ বিষয় তাহাতে লিখনের আবশ্যক ছিল সেই২ বিষয় ঠিক ও যথার্থ নহে তবে তিনি বা তাঁহারা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তাহার রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ তফসীলের বিষয়ে যে আপত্তি থাকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন ইতি।

১৭ ধারা।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে শেষোক্ত প্রত্যেক রিপোর্ট বাঙ্গলা দেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের আডবোকেট জেনরল সাহেবের বিবেচনার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে অর্পণ করিবেন এবং তাহাতে আডবোকেট জেনরল সাহেব যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের প্রতিকূলে কি তিনি পদচ্যুত হইলে অপদস্থ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের বিরুদ্ধে অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতিকূলে ঐ আডবোকেট

Digitized by Google

জেনরল সাহেবের বিবেচনামতে যে সকল বা যে কোন ইষ্টেট তৎকালে বা তাহার পূর্ব্বে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের জিম্মায় ছিল তাহার সম্পর্কীয় হিসাবের জন্যে সরাসরীমতে দরখাস্ত করিবেন এবং ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে অথবা অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আসামী হন্ তাঁহারদিগকে লিখনের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং তদ্বিষয়ে বিল ফাইল হইলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব-প্রভৃতির যেরূপে জওয়াব দিতে হইত সেইরূপে এই স্থলে ও তাঁহারদের জওয়াব দিতে হইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টে সেই রূপ দরখাস্ত হইলে ঐ ব্যক্তিরদিগকে এবং অন্য সকল সাক্ষিকে ঐ কোর্ট আপনার সম্মুখে ডাকিয়া জোবানী জোবানবন্দী লইতে পারেন অথবা সামান্যমতে হিসাব তজবীজের নিমিত্তে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

যখন ঐ দর্শন ও তজবীজ করণের এবং আডবোকেট জেনরল সাহেবের খরচ দেওনের হুকুম হয় তখন আসামী বা আসামীরদিগের খরচা দিবার হুকুম হইলে তাহারা তাহাই দিবেক অথবা ঐ আদালত যেমত হুকুম করিবেন সেইমত তাহা অংশাংশমতে ইষ্টেটহইতে দেওয়া যাইবেক এবং যখন ঐ দর্শন ও তজবীজ করণের খরচা আসামী বা আসামীরদের স্থানে পাওয়া যায় তখন যে ইষ্টেটহইতে তাহা আদৌ দেওয়া গিয়াছিল সেই ইষ্টেটের প্রতি ঐ খরচা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। এবং ঐ সুপ্রিম কোর্ট উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে বা অন্য আসামী কি আসামীরদিগকে আপন২ খরচা ঐ ইষ্টেটহইতে লইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৯ ধারা।

উক্ত আদালত বিলফাইল হইলে যেরূপ প্রথম ও তৎপরে হুকুম দিতে পারেন সেই প্রকারে এইমত দরখাস্ত হইলে হুকুম করিতে পারিবেন। এবং ডিক্রীর হুকুমের যেরূপ ফল হয় ও তাহা যেরূপে জারী হয় এই হুকুমেরো সেইরূপ ফল হইবেক এবং তাহা সেইরূপে জারী হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

যখন কোন ব্রিটনীয় প্রজা উইল না করিয়া উক্ত রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে মরেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তিন মাসপর্য্যন্ত তাঁহার সম্পত্তির বিষয়ে লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন না লওয়া যায় এবং আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব স্বোধমতে জানেন যে ঐ সম্পত্তি মোটে ৫০০) পাঁচ শত টাকার অধিক নহে তবে তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে যে কোন ব্যক্তি ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রধান অংশে অধিকারিত্বের দাওয়া করেন তাঁহাকে আপন দস্তখৎকরা সর্টিফিকট দিতে পারেন এবং

Digitized by Google

ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মোটে পাঁচ শত টাকার অনধিক মূল্যের যে সকল টাকা কি টাকার নিদর্শন ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে বিশেষ করিয়া লেখা থাকে তাহা গ্রহণ করিতে দাওয়াদারকে ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি।

২১ ধারা।

যদি দাওয়াদারের শপথ কি সুকৃতি অথবা অন্য যে সাক্ষ্য আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব চাহেন তৎক্রমে দাওয়াদারের অধিকারিত্বের বিষয় এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে ঐ সাহেবের হৃদ্বোধ না হয় তবে তিনি উক্ত প্রকার কোন সর্টিফিকট দিতে বদ্ধ নহেন ইতি।

২২ ধারা।

এইমত কোন সর্টিফিকট এবং তাহা যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহার দস্তখৎ-করা রসীদ তাহার মধ্যের লিখিত টাকা অথবা টাকার নিদর্শন তাহাকে দিবার বা তাহার হাতে দাখিল করণের বিষয়ের সম্পূর্ণ রসীদ এবং কারখৎ হইবেক এবং ঐ সর্টিফিকট ও রসীদ থাকিলে যে ব্যক্তি ঐ টাকাপ্রভৃতি দিয়াছে বা দাখিল করিয়াছে তাহার উপর অন্য কোন ব্যক্তি দাওয়া করিতে পারিবেক না কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ টাকাপ্রভৃতি পাইয়াছে তাহার স্থানে তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে মৃত ব্যক্তির কুটুম্ব বা স্থলাভিষিক্ত কি মহাজনের উপায় থাকিবেক ইতি।

২৩ ধারা।

আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব যে কোন মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের বিষয়ে এমত সর্টিফিকট দেন তাঁহার সম্পত্তির বিষয়ে তিনি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন বাহির করিতে বদ্ধ নহেন। কিন্তু যদি তিনি অবগত হন্ যে কোন কারসাজী হইয়াছে কিম্বা কোন অপ্রকৃত এজহার তাঁহার নিকটে দেওয়া গিয়াছে অথবা সম্পত্তির মূল্য ৫০০) পাঁচ শত টাকার অধিক আছে তবে তিনি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন বাহির করিতে পারেন ইতি।

২৪ ধারা।

এইমত প্রত্যেক সর্টিফিকটের নিমিত্তে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব ঐ সর্টিফিকটের লিখিত মোট টাকার কিশত টাকার উপর তিন টাকার হারে রসুম লইতে পারেন ইতি।

২৫ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনানুসারে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করিয়া এই আইনের হুকুম করা কোন জোবানবন্দী দেওন সময়ে জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়

Digitized by Google

সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে জরীমানা এবং কয়েদের অথবা জরীমানা কিম্বা কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং আদালতের বিবেচনাক্রমে সেই কয়েদ কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা ব্যতিরিক্ত হইতে পারে এবং তাহা দুই বৎসরপর্য্যন্ত হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এক জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নেবিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১১ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহিতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতার আবকারীর রাজস্ব রক্ষা করণের আইন।

কলিকাতার আবকারীর রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৪২ সালের ১ আইন ও ১৮৪৫ সালের ২৬ আইন ও ১৮০২ সালের ২ আইনের ২৬ ধারা এবং তৃতীয় জর্জ রাজার ৩৩ বৎসরীয় আকৃট পার্লিমেণ্টের ৫২ নম্বরী অধ্যায়ের ১৫৯ দফার যে২ ভাগে কলিকাতা শহরের মধ্যে আরাক অথবা অন্য কোন মদিরা বিক্রয়ের বিষয় এবং যাহারা উক্ত শহরের মধ্যে পাট্টা না পাইয়া শরাব অথবা মদিরার ব্যবসা করে তাহারদের দণ্ডের বিষয় লেখা আছে তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতা শহরের মধ্যে মদিরা কি গাঁজাধরা শরাব এবং মাদক দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহা আদায় করণের কর্ম্ম কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের জিম্মায় হইবেক এবং তিনি সেই২ কর্ম্ম আবকারীর কমিস্যনর সাহেব ও হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্ব্বাহ করিবেন। এবং এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যের উপর আপীল হইলে কি না হইলে সে সকল কার্য্য তাঁহারদের পুনর্দৃষ্টির অধীনে থাকিবেক ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ রাজস্ব আদায় করণের জন্যে এবং মাসুল না দিয়া ঐ২ দ্রব্য বিক্রয়ের নিবারণার্থে ইউরোপীয় সারজন ও দারোগা ও জমাদার ও বরকন্দাজ ও অন্যান্য আমলা নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐরূপে নিযুক্ত আমলারা আপন২ সাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত "আবকারীর আমলা" এই নামবিশিষ্ট হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের তন্নিমিত্তে দস্তখৎকরা ও মোহরকরা পাট্টাবিনা কলিকাতা শহরের মধ্যে এই আইনের পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট কোন মদিরা অথবা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য খুচরা বিক্রয় করে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক বিক্রয়ের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যে খোক ব্যবসায়িরা এমত অল্প পরিমাণ বীর শরাব বা ওয়াইন শরাব বা মদিরা বিক্রয় করে যে কালেক্টর সাহেব তাহা কেবল নমুনার মত জ্ঞান করেন তাহারদের বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

দুই গেলনের অনধিক ইঙ্গরেজী কি বিদেশীয় বীর শরাব বা ওয়াইন শরাব কি মদিরার অথবা এক শেরের অনধিক বাঙ্গলা দেশের আরাক অথবা রম শরাব কি এদেশীয় অন্য শরাবের কিম্বা চারি শেরের অনধিক তাড়ির অথবা এক পোআর অনধিক গাঁজা কিম্বা ভাঙ্গের বা সেই বস্তুতে প্রস্তুত অথবা মিশ্রিত কোন দ্রব্যের কিম্বা পাঁচ তোলা ওজনের অনধিক চরস বা আফীন কিম্বা চণ্ডু বা মদতের কিম্বা সেই২ বস্তুতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত কোন দ্রব্যের বিক্রয় এই আইনের অর্থের মধ্যে খুচরা বিক্রয় জ্ঞান হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের আরাক অথবা রম শরাব কি এদেশীয় অন্য শরাব কিম্বা তাড়ি কি গাঁজা কি অঙ্গ কিম্বা তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত অন্য কোন দ্রব্য কিম্বা চরস কি আফীন কি চণ্ডু কিম্বা মদত অথবা তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত অন্য কোন দ্রব্য এই আইনের ৫ ধারাতে প্রত্যেক বস্তুর যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক বিক্রয় করিতে নিষেধ হইল। এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই নিষেধ লঙ্ঘন করে সেই ব্যক্তি ঐ২ দ্রব্য বেআইনীমতে আপনার নিকটে রাখিবায় যে জরীমানা ১৫ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই জরীমানার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যে মদিরা কি গাঁজাধরা শরাব এবং মাদক দ্রব্য কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ঐ বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের ছাড়ছিঠীক্রমে কলিকাতায় আমদানী হইয়া পাট্টাপ্রাপ্ত খুচরা ব্যবসায়িরদিগকে

Digitized by Google

থোকে দেওয়া যায় তাহার বিক্রয়ের বিষয়ে অথবা যে বাঙ্গলা দেশের রম শরাব সমুদ্রপথে রফ্তানী হইবার নিমিত্তে বণ্ড দিয়া বিক্রয় হয় তাহার বিষয়ে কিম্বা যে আফীন সমুদ্রপথে রফ্তানী করিবার অভিপ্রায় আছে এবং তন্নিমিত্তে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুমক্রমে সর্টিফিকট পাওয়া গিয়াছে তাহার বিক্রয়ের বিষয় ঐ নিষেধ খাটে না ইতি।

৭ ধারা।

হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এই আইনানুসারে দেওয়া পাট্টার পাঠ সর্ব্বদা নিরূপণ করিতে পারেন এবং তাহার নিয়ম মতান্তর করিতে পারেন ও নূতন নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি মদিরা কি গাঁজাধরা শরাব কিম্বা মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করিবার নিমিত্তে এই আইনানুসারে পাট্টা লয় সেই ব্যক্তি ঐ পাট্টার অবিকল ভাবানুসারে এক কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবেক ইতি।

৯ ধারা।

যখন এই আইনক্রমে কোন পাট্টা দেওয়া যায় তখন কালেক্টর সাহেব ঐ দত্ত উপকারের জন্যে সময়ক্রমে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে যে রসুম বা টাক্স কি মাসুল ধার্য্য হয় তাহার দাওয়া করিতে পারিবেন। এবং ঐ রসুম বা টাক্স কি মাসুল আগাম দেওনের কিম্বা যে সময় কালেক্টর সাহেব নিরূপণ করেন সেই সময়ে দেওনের হুকুম হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

যে২ নিয়মক্রমে পাট্টা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে যদি ঐমত কোন রসুম বা টাক্স কি মাসুল রীতিমত না দেওয়া যায় অথবা ঐ পাট্টার অন্য কোন নিয়ম যদি প্রতিপালন না হয় তবে কালেক্টর সাহেব ঐ পাট্টা দিতে অস্বীকার করিতে পারেন অথবা ফিরিয়া লইতে পারেন অথবা আবকারীর কমিস্যনর সাহেবের অনুমতি লইয়া অন্য কোন হেতুতে ঐ পাট্টা ফিরিয়া লইতে পারেন কিন্তু এমত ফিরিয়া লওনের এত্তেলা এক মাস থাকিতে দিবেন। এবং যত কাল সেই পাট্টা না দেওয়া যায় অথবা তাহা রদ হওনের পর যে কোন ব্যক্তি কলিকাতা শহরের মধ্যে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কোন মদিরাদি কিম্বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করে সেই ব্যক্তি মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিনানুমতির বিক্রয় করণের বিষয়ে যে সকল দণ্ড এই আইনে নিরূপিত আছে সেই সকল দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

১১ ধারা।

পাট্টাপ্রাপ্ত কোন খুজরা ব্যবস্থাকারী পনের দিন পুর্ব্বে কালেক্টর সাহেবকে এত্তেলা দিলে ও পাট্টাঅনুসারে যে টাক্স দেয় হয় তাহার অধিক সেই কালের নিমিত্তে যত টাক্স হইত তাহার তুল্য টাকা দিয়া আপনার পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারে ইতি।

১২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার শরাব বা মাদক দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের জন্যে পাট্টা না লইয়া থাকে সেই ব্যক্তিকে কোন সরাই কি পঞ্চঘর বা বাস করণের ঘর অথবা অন্য যে কোন ভোজনালয়েতে পুর্ব্বোক্ত কোন মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহা কলিকাতা শহরের মধ্যে আরম্ভ বা স্থাপন করিবার বা খোলা রাখিবার পাট্টা কলিকাতা শহরের জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরা দিতে পারিবেন না। এবং মদিরা ও মাদক দ্রব্য খুজরা বিক্রয়ের জন্যে যে পাট্টা ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া গিয়াছিল তাহা যখন কালেক্টর সাহেব এই আইনক্রমে রহিত করেন অথবা ফিরিয়া লন তখন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবেরদের দেওয়া পাট্টা বাতিল হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনের পাট্টানুসারে যে কোন টাক্স অথবা মাসুল দেয় হয় তাহা বাকী পড়িলে কালেক্টর সাহেব তাহা লিখনের দ্বারা দাওয়া করিলে পর যে ব্যক্তির স্থানে তাহা প্রাপ্য তাহার জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ বাকী টাকা দেয় হইলে পর অথবা যে ব্যক্তির স্থানে তাহা প্রাপ্য সেই ব্যক্তি লিখনের দ্বারা তাহা স্বীকার করণের পর দুই বৎসর অতীত হইলে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবক না ইতি।

১৪ ধারা।

এই আইনানুসারে দেওয়া পাট্টার নিয়ম উল্লঙ্ঘন হইলে পাট্টা রদ হওনের দণ্ড হইবেক এবং তদতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ড হইতে পারে এবং যে চাকর বা অন্য ব্যক্তির জিম্মায় দোকান থাকে তাহার ত্রুটি কি অনবধানতা-প্রযুক্ত সেই উল্লঙ্ঘন হইলেও ঐ জরীমানার টাকা পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির দিতে হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়িছাড়া কোন ব্যক্তির নিকটে ইঙ্গরেজী ও বিদেশীয় বীর শরাব ও ওয়াইন শরাব ও মদিরাছাড়া এই আইনের ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক

Digitized by Google

দ্রব্যের পরিমাণঅপেক্ষা অধিক পরিমাণের পূর্ব্বোক্ত মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য কিম্বা সেইং বস্তুতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত কোন দ্রব্য থাকিলে এবং কোন ব্যক্তি কলিকাতা শহরের মধ্যে তাহা বহিলে যদি সেই ব্যক্তির নিকটে কালেক্টর সাহেবের দেওয়া অথবা অন্য যে কোন আমলার তাহা দেওনের ক্ষমতা থাকে তাঁহার দেওয়া এক পাস অথবা পরওয়ানা না থাকে তবে সেই ব্যক্তি (আফীনের বিষয়ব্যতিরেকে) পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং আফীনের বিষয়ে হইলে যে প্রত্যেক শের সেই ব্যক্তির নিকটে পাওয়া যায় কি সেই ব্যক্তি শহরের মধ্যে বহে সেই প্রত্যেক শেরের জন্যে ষোল টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং এই শেষোক্ত জরীমানা যদি পাঁচ শত টাকা-পর্য্যন্ত না হয় তবে সেই ব্যক্তির আরো এমত জরীমানা করিতে হইবেক যে সর্ব্বসুদ্ধ তাহার পাঁচ শত টাকা জরীমানা হয় ইতি।

১৬ ধারা।

মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিনানুমতির বিক্রয় করণ বা আপনার নিকটে রাখণ বা শহরের মধ্যে বহনের বিষয়ে উক্ত যেং দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তদতিরিক্ত এই আইন উল্লঙ্ঘনকারি ব্যক্তির নিকটে ঐপ্রকার যে সকল শরাব ও মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবেক। এবং যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনির মধ্যে ঐ শরাব ও মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ও যে পশু বা গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে সেই সকল ক্রোক ও জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

যে ঘর বা দোকানে কোন পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী মদিরা কি গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিক্রয় করে তাহাতে পেয়াদার কি চাপরাসীঅপেক্ষা উচ্চ পদস্থ কোন আবকারীর আমলা কোন সময়ে দিনে বা রাত্রিতে প্রবেশ করিতে ও তাহা তদারক করিতে পারেন এবং কোন আবকারীর আমলা দিনে তাহাতে প্রবেশ করিয়া তদারক করিতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি মদিরা অথবা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিক্রয়ার্থে পাট্টা পাইয়াছে সেই ব্যক্তি ঐ পাট্টার নির্দ্দিষ্ট ঘর বা দোকানে ঐ পাট্টা রাখিবেক এবং আবকারীর যে কোন আমলা তাহা দেখিতে চাহেন তিনি দাওয়া করিলে পাট্টাদার তাঁহাকে ঐ পাট্টা দেখাইবেক। এবং আবকারীর কোন আমলা পাট্টার বিষয়ে দাওয়া করিলে যদি কোন পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী তাহা দেখাইতে অস্বীকার করে কি দেখাইতে না পারে তবে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

১৯ ধারা।

যে মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের পাস না থাকে অথবা প্রকারান্তরে এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য হয় সেই মদিরাদি যে কোন ব্যক্তি বহন করে তাহাকে আবকারীর কোন আমলা ধরিয়া রাখিতে এবং আটক করিতে পারেন এবং সেই শরাব বা মাদক দ্রব্য এবং যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনির মধ্যে তাহা পাওয়া যায় তাহা এবং যে পশু ও গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক করিতে পারেন ইতি।

২০ ধারা।

যদি কালেক্টর সাহেবের আবকারীর কোন আমলা বা অন্য ব্যক্তির এজহারক্রমে (সেই এজহার লিখিয়া রাখিতে হইবেক) অথবা আপনার বোধক্রমে কি অন্য কোন মোকদ্দমার কার্য্যক্রমে ইহা বিশ্বাস করণের মাতবর কারণ থাকে যে এই আইনানুসারে জব্দের যোগ্য কোন মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য কোন স্থানে গচ্ছিত আছে বা লুক্কায়িত আছে তবে কালেক্টর সাহেব আপনার দস্তখৎকরা ওয়ারণ্টের দ্বারা পেয়াদারদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ আবকারীর কোন আমলাকে এই ক্ষমতা দিতে পারেন যে তিনি সূর্য্যোদয়অবধি সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত কিম্বা নিয়ত ইউরোপীয় কোন সারজন বা পোলীসের অন্য কোন আমলার সাক্ষাতে যে প্রত্যেক স্থানে ঐ প্রকার শরাব বা মাদক দ্রব্য গচ্ছিত বা লুক্কায়িত থাকনের বিষয়ে শোবে হয় সেই স্থানের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই শরাব অথবা মাদক দ্রব্য ক্রোক করেন এবং লইয়া যান। এবং প্রতিবন্ধক হইলে কোন দরওয়াজা ভাঙ্গেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে ঐ প্রবেশ বা তালাশকি ক্রোক বা স্থানান্তর করণের যে কোন বাধা থাকে তাহা বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দেন এবং ঐ স্থানের মালিক অথবা সেই স্থানে বাসকারি ব্যক্তিকে এবং অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইনীমতে ঐ শরাব বা মাদক দ্রব্য গচ্ছিত করণ বা লুকাইয়া রাখণের কার্য্যে লিপ্ত থাকনের বিষয়ে তাঁহার শোবে হয় এবং সেই বাটীর মধ্যে পাওয়া যায় সেই ব্যক্তিরদিগকে গ্রেফ্তার করেন ও আট্‌কাইয়া রাখেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ শরাব অথবা মাদক দ্রব্য বেআইনীমতে কোন অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকনের বিষয়ে শোবে করণের কারণ থাকিলে যে আমলার প্রতি ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণের ভার আছে তিনি সেইরূপে লুক্কায়িত সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের যে২ বিধি আছে সাধ্যপর্য্যন্ত সেই২ বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

২১ ধারা।

সকল ইউরোপীয় সারজন এবং পোলীসের অন্য২ আমলারদের প্রতি হুকুম হইল যে আবকারীর আমলা তাঁহারদিগকে এত্তেলা দিলে কিম্বা তাঁহারদের নিকটে দরখাস্ত করিলে ঐ আবকারীর আমলারদিগের এই আইন রীতিমতে জারী করণের

Digitized by Google

কার্য্যে সাহায্য করেন। এবং পোলীসের যে কোন আমলা সাহায্য করিতে হুকুম পাইলে উক্ত প্রকারে সাহায্য করিতে কোন আইনসিদ্ধ ওজরবিনা অস্বীকার বা ত্রুটি করেন এই আইনানুসারে গ্রেফ্তারকরা কোন ব্যক্তির পলায়নের বিষয়ে আবকারীর আমলারা জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিলে যে দণ্ড এই আইনের ২৭ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ সারজন এবং পোলীসের আমলারা সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেন ইতি।

২২ ধারা।

এই আইনানুসারে রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আবকারীর আমলা যখন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করেন অথবা কোন মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য ক্রোক করেন অথবা ঐরূপ কোন বিনানুমতির দ্রব্য তালাশ করণের জন্যে কোন ঘর বা দোকানে প্রবেশ করেন তখন ঐ আমলা গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিকে এবং ক্রোক-হওয়া বিনানুমতির দ্রব্য যথাসাধ্য শীঘ্র কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন এবং তাহার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই গ্রেফ্তার বা ক্রোক কি তালাশীর সমস্ত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট কালেক্টর সাহেবকে দিবেন। এবং কালেক্টর সাহেব তদতিরিক্ত যে তদারক করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিলে পর তৎক্ষণাৎ সেই গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিকে খালাস করিবেন অথবা তাহাকে আমলারদের জিম্মায় দিয়া কলিকাতা নগরের এক জন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

২৩ ধারা।

এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিনানুমতির বিক্রয়ে লিপ্ত হওনের বিষয়ে অথবা তাহার নিকটে কোন মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য থাকনের বা তাহা বহনের কি তাহা কোন ঘর বা দোকানে থাকনের বিষয়ে যে প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বেষপূর্ব্বক মিথ্যা এজহার করে সেই২ ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ হইবার কি উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

এই আইন রীতিমত জারীকরণ সময়ে যদি কোন ব্যক্তি আবকারীর কোন আমলা বা ঐ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বাধা জন্মায় বা তাহাকে উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং তাহার ঐ প্রতিবন্ধকতাতে যদি কোন দাঙ্গা কি শান্তিভঙ্গ হয় তবে সেই ব্যক্তির অপ-রাধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে হুকুমের প্রতি-বন্ধকতার নির্দ্দিষ্ট গুনাহগারীর অতিরিক্ত দাঙ্গা এবং শান্তিভঙ্গের অপরাধের বিষয়ে আইনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

২৫ ধারা।

এই আইনক্রমে গ্রেফ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে অথবা ক্রোকহওয়া বিনানুমতির কোন দ্রব্য কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে যদি আবকারীর কোন আমলা বিলম্ব করেন অথবা গ্রেফ্তার কি ক্রোক বা তালাশী করণের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে ত্রুটি করেন তবে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৬ ধারা।

আবকারীর যে কোন আমলা বিনানুমতির মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য ক্রোক অথবা তালাশী করণের ছলে বৈরক্তিরূপে এবং অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির জিনিস কি দ্রব্য ক্রোক করেন অথবা কোন ব্যক্তিকে ক্লেশজনকরূপে এবং অনাবশ্যকমতে গ্রেফ্তার করেন অথবা আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্তে যে কর্ম্মের আবশ্যক না থাকে এমত কোন অত্যাচারের কর্ম্ম করেন সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৭ ধারা।

আবকারীর সিরিশ্তায় নিযুক্ত যে কোন আমলা এই আইনক্রমে গ্রেফ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে বেআইনীমতে খালাস করেন অথবা তাহার পলায়নের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকেন কি পাট্টা বিনা মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্যের বিক্রয়ের বিষয় অথবা কোন পাট্টাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির পাট্টার নিয়মের বিরুদ্ধে বিক্রয় করণের বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকেন অথবা যে কার্য্যের দ্বারা এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্লঙ্ঘন হইতে পারে অথবা আবকারীর রাজস্বের হানি হইতে পারে এইমত কর্ম্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের জন্যে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করেন সেই আমলা পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৮ ধারা।

আবকারীর যে কোন আমলা আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্য্য করণ বা না করণের পুরস্কারস্বরূপ আইনের অথবা গবর্ণমেণ্টের কি হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুম না হওয়া কোন বকশীশ চাহেন বা লন এবং আবকারীর আমলাকে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করণে প্রবৃত্তি দেওনার্থে যে কোন ব্যক্তি সেইরূপ কোন আমলাকে ঘুষ দিতে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরিমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

২৯ ধারা।

এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য বলিয়া যখন আবকারীর কোন আমলা কোন জিনিস বা দ্রব্য ক্রোক করেন তখন সেই ক্রোকী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের হুকুমে করা এজহারক্রমে শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দ্বারা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই জিনিস ও দ্রব্য যে ব্যক্তিরদের থাকে তাহারদিগকে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব আপনার সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে ঐ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবং ডিক্রী করিবেন। এবং ঐ ক্রোকহওয়া জিনিস ও দ্রব্য যদি জব্দ করণের ডিক্রী হয় তবে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব হাসিল ও নিমক ও আফিনের বোর্ডের স্থানে কালেক্টর সাহেব যেং হুকুম পাইয়া থাকেন সেইং হুকুমানুসারে তাহা নীলাম কি হস্তান্তর করিতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি আপনার ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন ইতি।

৩০ ধারা।

যখন কোন জিনিস অথবা দ্রব্য পূর্ব্বোক্তমতে ক্রোক হয় এবং তাহার বিষয়ে দাওয়া করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে হাজির না হয় তখন যে স্থান ও যে সময়ের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব কলিকাতা গেজেটে এত্তেলা দিয়াছেন সেই স্থানে ও সেই সময়ে ঐ জুষ্টিস সাহেব ঐ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবং ঐ তজবীজক্রমে যে জিনিস এবং দ্রব্য তাঁহার বোধে জব্দের যোগ্য হয় তাহা জব্দ করণের ডিক্রী করিবেন। এবং তাহা জব্দ হইলে ঐ জিনিসের মালিক ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে যেরূপ হইত সেই রূপে ঐ জিনিস নীলাম করণের ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

৩১ ধারা।

৩৮ ধারানুসারের ভিন্ন যে সকল জরীমানা এই আইনানুসারে উসুল হইতে পারে তাহার বিষয়ে শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব হুকুম দিবেন। এবং কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞানুসারে ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে যে এজহার দেওয়া যায় সেই এজহারক্রমে তিনি তৎক্ষণাৎ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে সেই বিষয়ের তজবীজ করিবেন এবং নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে কবুলক্রমে অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথক্রমে কি যেং গতিকে শপথের পরিবর্ত্তে আইনানুসারে প্রতিজ্ঞা গ্রাহ্য হইতে পারে সেইং গতিকে তাহারদের প্রতিজ্ঞাক্রমে সেই বিষয়ের মাতবর প্রমাণ পাইলে তদনুসারে ডিক্রী করিবেন। এবং অপরাধির যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি উক্ত জুষ্টিস সাহেবের হুকুমক্রমে জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের

Digitized by Google

যোগ্য হইবেক কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে জরীমানা দেওয়া যায় সেই সময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক।০ এবং যে অপরাধপ্রযুক্ত জরীমানা হইল সেই অপরাধের তারিখের পর তিন মাস অতীত হইলে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই ধারামতে কোন কার্য্য করিবেন না ইতি।

৩২ ধারা।

যখন উক্ত জুষ্টিসের সম্মুখে কোন ব্যক্তির এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ সাব্যস্ত হয় এবং তৎপরে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই প্রকার অপরাধ সাব্যস্ত হয় তখন সেই অপরাধের যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এবং দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম অপরাধের জন্যে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

মদিরা বা গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য বিনানুমতিতে রাখণ বা শহরের মধ্যে বহন কি বিক্রয় করণের অপরাধে যে সকল জরীমানা অপরাধিরদের স্থানে আদায় হয় তাহার অর্দ্ধেক এবং আফীনছাড়া জব্দহওয়া জিনিস বিক্রয়ের উৎপন্নের অর্দ্ধেক টাকা যে আমলা বা আমলারা অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিয়াছিলেন অথবা বিনানুমতির দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর দেওয়া যাইবেক এবং যে আফীন জব্দ হয় এবং তাহা রাজধানীতে আফীনের পরিক্ষক সাহেব ব্যবহারের উপযুক্ত কহেন তাহার শের প্রতি ১॥০ টাকা পুরস্কার ঐ আমলা বা আমলাদিগকে দেওয়া যাইবেক। এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক জরীমানা এবং পূর্ব্বোক্তমতে আফীনের বিষয়ি শের প্রতি ১॥০ টাকা পুরস্কার গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক। এবং যদি কোন জরীমানা উসুল না হয় তবে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাঁহারা দুই শত টাকার অনধিক কোন উপযুক্ত পুরস্কার দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং আবকারীর আমলারদের মধ্যে যে সম্প্রদায় ঐ পুরস্কার পাইবেন এবং যেং সম্প্রদায় ঐ পুরস্কারের কোন অংশ পাইবেন না তাহা হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এক সাধারণ হুকুমের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি।

৩৪ ধারা।

এই আইনক্রমে উসুলহওয়া যে সকল জরীমানা বিতরণের বিষয়ে কোন বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট নাই তাহা সরকারের হইবেক। কিন্তু হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ গোয়েন্দারদিগকে পুরস্কার

Digitized by Google

স্বরূপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্য্যের দ্বারা যে ব্যক্তিরদের ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পুরণ করণার্থে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি।

৩৫ ধারা।

এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে করা কোন নালিশ বা আদালতসংক্রান্ত কার্য্য অন্যথা করিতে বা স্থগিত করিতে বা উঠাইয়া লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম কোর্ট-হইতে কোন "সর্সিওরারৈ" রিট বাহির হইবেক না। এবং এইরূপে কোন মোকদ্দমার ডিক্রীতে স্পষ্টতঃ আইনের বিষয়ে ভ্রম দৃষ্ট না হইলে সেই ডিক্রী অন্য কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি।

৩৬ ধারা।

যখন কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই আইনক্রমে কোন জরীমানা অথবা জব্দের হুকুম দিয়া থাকেন তখন আবকারীর কমিস্যনর সাহেব এবং তিনি উপস্থিত না থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ডিক্রীর পর এক মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র তলব করিতে পারেন (এবং জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাইতে হইবেক) এবং যদি ঐ কমিস্যনর সাহেব অথবা বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তিনি বা তাঁহারা ঐ ক্রোকহওয়া সমুদয় জিনিস বা তাহার কোন অংশ ফিরিয়া দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং কোন জরীমানা ক্ষমা করিতে কি কমাইতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তিকে খালাস করিতে পারেন ইতি।

৩৭ ধারা।

এই আইনক্রমে করা কোন কার্য্যের জন্যে কালেক্টর সাহেব অথবা আবকারীর কোন আমলার কিম্বা ঐ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা আরম্ভ হয় তাহা সেই কর্ম্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তাহার পর করিতে হইবেক না। এবং নালিশ আরম্ভের অন্যূন এক মাস পুর্ব্বে সেই নালিশ এবং তাহার কারণের এত্তেলা লিপির দ্বারা আসামীকে দিতে হইবেক। এবং সেই নালিশ হওনের পুর্ব্বে যদি আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে ক্ষতি পুরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ হওনের পর উপযুক্ত সংখ্যার টাকা মায় খরচা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদী এইমত মোকদ্দমায় কিছু টাকা পাইতে পারিবেক না ইতি।

৩৮ ধারা।

এই আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবের যে কার্য্য কর্ত্তব্য তাহার সম্পর্কে কালেক্টর

Digitized by Google

সাহেব আপনার সম্মুখে খোলা কাছারীতে যে অবজ্ঞা হয় তাহার দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ড করিতে পারেন এবং যদি সেই জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত অপরাধি ব্যক্তিকে জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারাক্রমে যে কোন হুকুম হয় তাহার উপর আপীল আবকারীর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এবং তিনি উপস্থিত না থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে হইবেক এবং কমিস্যনর সাহেব অথবা বোর্ডের সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এক জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1849 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ১৮ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুতের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কলিকাতা শহরে এবং হুগলী নদীর যে ভাগ সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে তাহাতে আহারীয় লবণ বিনানুমতিতে আনয়নের নিবারণার্থে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যত চৌকী আবশ্যক বোধ করেন তত চৌকী স্থাপন করিতে পারেন এবং ঐ২ চৌকী "নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট" এই নামে বিখ্যাত এক জন কর্ম্মকারকের অধীনে থাকিবেক এবং তিনি আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করণেতে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবেন ইতি।

২ ধারা।

ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে আপনার সাহায্যের জন্যে দারোগা ও মুহুরীর ও জমাদার ও বরকন্দাজ ও অন্যান্য আমলা নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং ঐরূপে নিযুক্ত আমলারা আপনং সাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত "নিমক চৌকীর আমলা" এই নামবিশিষ্ট হইবেন ইতি।

৩ ধারা।

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া এবং ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে বণ্ডক্রমে গোলাজাতহওয়া লবণব্যতিরেকে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের

ক

Digitized by Google

সাহেবেরদের দেওয়া রওয়ানা অথবা বিশেষ পাস বিনা কিম্বা উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ছাড়চিঠী কি পাস বিনা আশী তোলা সেরের ।০ দশ শেরের অধিক আহারীয় লবণ কলিকাতা শহরের মধ্যে আমদানী করিতে অথবা ঐ শহরের মধ্যে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে নির্দ্দিষ্ট হুগলী নদীর উপর বহিতে অথবা এক মোনের অধিক লবণ ঐ শহরের মধ্যে গচ্ছিত করিতে নিষেধ হইল। এবং ঐ পরওয়ানা অথবা ছাড়চিঠী উক্ত বোর্ডের সাহেবেরদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে এবং তাঁহারা যে রসুম নিরূপণ করেন সেই রসুম দিলে পর দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঐ শহরের মধ্যে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে ঐ হুগলী নদীর উপর এই আইনের বিরুদ্ধে যে সকল আহারীয় লবণ পাওয়া যায় তাহা বিনানুমতির এবং তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য বোধ হইবেক এবং পূর্ব্বোক্তমত রওয়ানা কি ছাড়চিঠী না পাইয়া যদি কএক ব্যক্তি দলে২ বা সম্প্রদায়ে ঐ লবণ বহনেতে ধরা পড়ে এবং ঐ লবণ সর্ব্বসুদ্ধ ।০ সেরের অধিক হয় তবে ঐ লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে লবণ কোন বাটীতে বা গুদামে গচ্ছিত পাওয়া যায় তাহা যদি তালাশীর সময়ে এক মোনের অধিক দৃষ্ট না হয় এবং তাহার মালিক কি যাহার জিম্মায় থাকে সেই ব্যক্তি তাহার স্থানে ঐ লবণ থাকনের মাতবর কারণ দিতে পারে তবে সেই লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি ঐ শহরের মধ্যে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে ঐ হুগলী নদীর উপর রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠীক্রমে ঐ রওয়ানা কি ছাড়চিঠীতে যত লবণ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অধিক লবণ বহে কি বহিবার উদ্যোগ করে তবে ঐ অধিক অংশ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক। এবং যদি ঐ অধিক অংশ রওয়ানা বা ছাড়চিঠীতে লিখিত লবণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় তবে সমুদয় লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক এবং ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক। এবং যে গোমাশ্‌তা কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় ঐ লবণ থাকে সে ব্যক্তি উক্ত রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠীতে যত লবণ নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার অধিকের কি মোনের উপর দশ টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৪ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট-মতে সমুদয় লবণের সহিত ঐ অধিক লবণ মিলান গিয়া হিসাব করা যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

ঐ রওয়ানা এবং লবণ ছাড়িয়া দিবার অন্য দলীলদস্তাবেজ প্রস্তুত করণের এবং চলন থাকনের ও নূতন করণের এবং দেখাওনের ও পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের ও তাহা ফিরিয়া দেওনের ও তাহাতে মিথ্যা লিখনের বিষয়ে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের

Digitized by Google

৩৬ ধারাবধি ৪৭ ধারাপর্য্যন্ত এবং ১৮৩২ সালের ৪ আইনে যেং বিধি আছে তাহা কলিকাতার মধ্যে এবং পূর্ব্বোক্তমত হুগলী নদীর উপরে খাটিবেক ইতি।

৭ ধারা।

যখন বিনানুমতির বলিয়া কোন লবণ ক্রোক হয় তখন যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনিতে সেই লবণ পাওয়া যায় তাহা এবং যে পশু ও গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

যে সকল ব্যক্তির নিকটে বিনানুমতির লবণ পাওয়া যায় এই আইনের ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট গতিকভিন্ন সেইং ব্যক্তি ঐরূপে পাওয়া লবণের প্রত্যেক মোনের উপর পাঁচ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং মামুল চোরের দলের অথবা যাহারা রাজস্ব চুরী করে এমত প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ সমুদয় জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি রওয়ানা বা ছাড়চিঠী বিনা বা প্রকারান্তরে এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য কোন লবণ স্থানান্তর করে কি বহে ঐ ব্যক্তিকে নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এবং তাঁহার তাবে আমলারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এবং অন্য যে কোন সিরিশ্তার আমলাকে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব তন্নিমিত্তে ক্ষমতা দেন তিনি ধরিয়া রাখিতে এবং আটক করিতে পারেন এবং ঐ লবণ ও সেই লবণ যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনিতে পাওয়া যায় তাহা এবং যে পশু কি গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক করিতে পারেন ইতি।

১০ ধারা।

যদি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনার অধীন কোন আমলার বা অন্য ব্যক্তির এজহারক্রমে (সেই এজহার লিখিয়া রাখিতে হইবেক) অথবা আপনার বোধক্রমে কি অন্য কোন মোকদ্দমার কার্য্যক্রমে ইহা বিশ্বাস করণের মাতবর কারণ দেখেন যে এক মোনের অধিক বিনানুমতির লবণ কোন্ স্থানে গচ্ছিত আছে তবে তিনি সূর্য্যোদয়অবধি সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত কিম্বা নিয়ত ইউরোপীয় কোন সারজন বা পোলীসের অন্য কোন আমলার সাক্ষাতে যে প্রত্যেক স্থানে ঐ বিনানুমতির লবণ থাকনের বিষয়ে শোবে হয় তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন এবং তাহা ক্রোক করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। এবং প্রতিবন্ধক হইলে কোন দরওয়াজা ভাঙ্গিতে পারেন এবং ঐরূপ প্রবেশ বা তালাশী কি ক্রোক বা স্থানান্তর করণের যে কোন বাধা থাকে তাহা বলপূর্ব্বক উঠাইতে পারেন এবং ঐ স্থানের মালিক অথবা সেই স্থানে বাসকারি

Digitized by Google

ব্যক্তিকে এবং অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইনীমতে ঐ লবণ গচ্ছিত করণের কার্য্যে লিপ্ত থাকণের বিষয়ে তাঁহার শোবে হয় এবং সেই বাটীর মধ্যে পাওয়া যায় তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করিতে ও আট্‌কাইয়া রাখিতে পারেন। এবং যদি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনি ঐ ক্রোক করিবার জন্যে যাইতে পারেন না তবে তিনি আপনার দস্তখৎকরা এক ওয়ারণ্টের দ্বারা পেয়াদারদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ নিমক চৌকীর কোন আমলাকে তাহা করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন। এবং সেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমলা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বিষয়ে যেরূপ উপরে নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে এবং সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তমতে বিনানুমতির লবণ কোন অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকনের শোবে করণের কারণ থাকিলে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্তমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমলা সেইরূপে লুক্কায়িত সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের যে বিধি আছে সাধ্যপর্য্যন্ত সেই বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

সকল ইউরোপীয় সারজন এবং পোলীসের অন্যান্য আমলারদের প্রতি হুকুম হইল যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা অন্য সেই প্রকার কোন আমলা এত্তেলা দিলে কি দরখাস্ত করিলে তাঁহারা ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এবং তাঁহার অধীন আমলার এবং লবণ ক্রোক করিতে অন্যান্য যে আমলারদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাঁহারদের এই আইন রীতিমত জারী করণ কার্য্যে সাহায্য করেন। পোলীসের যে কোন আমলা সাহায্য করিতে হুকুম পাইলে উক্ত প্রকারে সাহায্য করিতে কোন আইনসিদ্ধ ওজরবিনা অস্বীকার বা ত্রুটি করেন সেই আমলা পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১২ ধারা।

যখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা কোন স্থানে গচ্ছিতহওয়া লবণ ক্রোক হয় তখন তিনি ঐ ক্রোকের সমুদয় বৃত্তান্ত এক রুবকারীতে লিখিবেন এবং ঐ রুবকারী তাঁহার দফ্তরের রোয়দাদের মধ্যে রাখা যাইবেক। এবং ঐ ক্রোক যদি কোন অধীন আমলার দ্বারা করা যায় তবে সেই আমলা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার সমস্তবৃত্তান্তের রিপোর্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে দিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির কোন লবণ আমদানী করণ বা বহনের কি কোন দোকানে কিম্বা বাটীতে কোন লবণ থাকনের বিষয়ে যে কেহ দ্বেষপূর্ব্বক মিথ্যা এজহার করে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য

Digitized by Google

হইবেক অথবা ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ হইবার কিম্বা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

এই আইনের রীতিমত কার্য্য করণের সময়ে যদি কোন ব্যক্তি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কিম্বা নিমক চৌকীর কোন আমলার কি লবণ ক্রোক করণের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্তার কোন আমলার অথবা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কিম্বা পুর্ব্বোক্ত কোন আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বাধা জন্মায় কি তাঁহারদিগকে উত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং তাহার ঐ প্রতিবন্ধকতা করণপ্রযুক্ত যদি কোন দাঙ্গা কি শান্তিভঙ্গ হয় তবে সেই ব্যক্তির অপরাধ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি হুকুমের প্রতিবন্ধকতাচরণের নির্দ্দিষ্ট গুনাহগারীর অতিরিক্ত দাঙ্গা এবং শান্তিভঙ্গের বিষয়ে আইনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

নিমক চৌকীর কোন আমলা অথবা লবণ ক্রোককরণের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্তার কোন আমলা যদি উপযুক্ত হেতুবিনা এই আইনক্রমে গ্রেফ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে বা ক্রোকহওয়া বিনানুমতির কোন দ্রব্য সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে বিলম্ব করেন অথবা গ্রেফ্তার কি ক্রোক বা তালাশী করণের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে ত্রুটি করেন তবে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১৬ ধারা।

নিমক চৌকীর কোন আমলা অথবা পুর্ব্বোক্তমত অন্য সিরিশ্তার কোন আমলা যদি বিনানুমতির লবণ ক্রোক অথবা তালাশী করণের ছলে বৈরক্তিরূপে এবং অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির জিনিস কি দ্রব্য ক্রোক করেন কিম্বা কোন ব্যক্তিকে ক্লেশজনকরূপে অথবা অনাবশ্যকমতে গ্রেফ্তার করেন বা আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্তে যে কর্ম্মের আবশ্যক না থাকে এইমত কোন অত্যাচারের কর্ম্ম করেন তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১৭ ধারা।

নিমক চৌকীর সিরিশ্তায় নিযুক্ত কোন আমলা অথবা পুর্ব্বোক্তমত অন্য সিরিশ্তার কোন আমলা যদি বিনানুমতিতে লবণ আনয়নের বিষয় জানিয়া শুনিয়া

খ

Digitized by Google

তাচ্ছল্য করেন অথবা এই আইনক্রমে গ্রেফ্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে বেআইনীমতে খালাস করেন বা তাহার পলায়নের বিষয় জানিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করেন কিম্বা যে কার্য্যের দ্বারা এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্লঙ্ঘন হইতে পারে অথবা লবণের রাজস্বের হানি হইতে পারে এইমত কর্ম্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের জন্যে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করেন তবে সেই আমলা পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১৮ ধারা।

নিমক চৌকীর সিরিশ্তায় নিযুক্ত যে কোন আমলা অথবা পূর্ব্বোক্তমত অন্য সিরিশ্তার যে কোন আমলা আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্য্য করণ বা না করণের পুরস্কারস্বরূপ আইনের কি গবর্ণমেণ্টের কি হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুম না হওয়া কোন পুরস্কার চাহেন বা লন এবং এইমত কোন আমলাকে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করণের প্রবৃত্তি দেওনার্থে যে কোন ব্যক্তি সেইরূপ কোন আমলাকে ঘুষ দিতে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

যখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করেন অথবা কোন বিনানুমতির লবণ ক্রোক করেন তখন তিনি যথাসাধ্য শীঘ্র ঐ গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তি এবং ক্রোকহওয়া লবণ এবং লবণের সঙ্গে অন্য যে কোন জব্দ হওনের যোগ্য দ্রব্য ক্রোক হইয়াছিল তাহা শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন। এবং যদি ঐ গ্রেফ্তার অথবা ক্রোক কোন অধীন আমলার-দের দ্বারা কি রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন আমলার দ্বারা হয় তবে সেই২ আমলা তৎক্ষণাৎ ঐ গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিকে ও ক্রোকহওয়া জিনিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন এবং তিনি আপনি গ্রেফ্তার অথবা ক্রোক করিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ তিনি কার্য্য করিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যখন বোধ হয় যে ঐ২ ব্যক্তি অনুচিতমতে গ্রেফ্তার হইয়াছে অথবা ঐ২ সম্পত্তি অনুপযুক্তমতে ক্রোক হইয়াছে তখন সেই গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিরদিগকে অথবা সেই ক্রোকহওয়া সম্পত্তি খালাস করিতে পারেন না ইতি।

২০ ধারা।

এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগ্য বলিয়া যখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য আমলা কোন লবণ বা অন্য দ্রব্য ক্রোক করেন

Digitized by Google

তখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নালিশক্রমে ঐ ক্রোকী মোকদ্দমা পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দ্বারা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক এবং নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই লবণ কিম্বা অন্য দ্রব্য যে ব্যক্তিরদের তাহারদিগকে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব আপনার সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে তিনি ঐ ক্রোকের কারণ তজবীজ করিয়া ডিক্রী করিবেন এবং ঐ২ জিনিসের জব্দ হওনের হুকুম হইলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুমানুসারে ঐ জিনিস লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহা করিবার বিষয়ে ঐ জুষ্টিস সাহেব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে আপনার ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

২১ ধারা।

যখন কোন লবণ অথবা অন্য কোন দ্রব্য পূর্ব্বোক্তমতে ক্রোক হয় এবং তাহার বিষয়ে দাওয়া করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে হাজির না হয় তখন যে স্থান ও সময়ের বিষয়ে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কলিকাতা গেজেটে এত্তেলা দিয়া থাকেন সেই স্থানে ও সেই সময়ে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব ঐ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবং ঐ তজবীজক্রমে যে লবণ এবং অন্যান্য দ্রব্য তাঁহার বোধে জব্দের যোগ্য হয় তাহা জব্দ করণের ডিক্রী করিবেন। এবং তাহা জব্দ হইলে ঐ জিনিসের মালিক ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ জিনিসের নীলাম করণের ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

২২ ধারা।

যে সকল জরীমানা এই আইনানুসারে উসুল হইতে পারে তাহার বিষয়ে কলিকাতা শহরের কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব হুকুম দিবেন। এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা ঐ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে যে নালিশ হয় সেই নালিশক্রমে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র এবং যে ক্রিয়ার দ্বারা জরীমানার দায় হয় সেই ক্রিয়া করণের পর তিন মাসের অধিক নহে এমত সময়ে ঐ জুষ্টিস সাহেব নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে বা হাজির হইতে ত্রুটি করিলে সেই বিষয়ের তজবীজ করিবেন এবং নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে কবুলক্রমে অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথক্রমে কি০যে যে গতিকে শপথের পরিবর্ত্তে আইনানুসারে প্রতিজ্ঞা গ্রাহ্য হইতে পারে সেই২ গতিকে তাহারদের প্রতিজ্ঞার দ্বারা সেই বিষয়ের মাতবর প্রমাণ পাইলে তদনুসারে ডিক্রী করিবেন। এবং অপরাধির যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি উক্ত জুষ্টিস সাহেবের হুকুমক্রমে কলিকাতার জেলখানায় ছয় মাসের

Digitized by Google

অনধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে জরীমানার টাকা দেওয়া যায় সেই সময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

যখন কোন জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ কোন ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত হয় এবং তৎপরে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই প্রকার অপরাধ সাব্যস্ত হয় তখন সেই অপরাধের যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে জেলখানায় কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এবং দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার ঐ অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম অপরাধের জন্যে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সেই ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

বিনানুমতির লবণ আমদানী করণ কিম্বা বহন অথবা গচ্ছিত করণের অপরাধে যে সকল জরীমানা অপরাধিরদের স্থানে আদায় হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা এবং জব্দহওয়া জিনিসের নীলামে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেক টাকা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধীন যে আমলা বা আমলারা কি অন্য সিরিশ্তার রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে আমলা অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিয়াছিলেন অথবা বিনানুমতির দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিলেন তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং জব্দহওয়া জিনিসের উৎপন্ন টাকার অর্দ্ধেক গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক। এবং যদি কোন জরীমানা উসুল না হয় তবে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা দুই শত টাকার অনধিক যে পুরস্কার উপযুক্ত বোধ করেন তাহা দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং ১৮৩৫ সালের ৯ আইনের ৪ ধারায় যে২ পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সেই২ আমলা ও গোয়েন্দা পাইবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে নিমক চৌকীর আমলারদের মধ্যে যে সম্প্রদায় ঐ পুরস্কার পাইবেন এবং যে২ সম্প্রদায় ঐ পুরস্কারের কোন অংশ পাইবেন না তাহা হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা এক সাধারণ হুকুমের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি।

২৫ ধারা।

এই আইনক্রমে উসুলহওয়া যে সকল জরীমানা বিতরণের বিষয়ে কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট নাই তাহা সরকারের হইবেক। কিন্তু হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ গোয়েন্দারদিগকে

Digitized by Google

পুরস্কারস্বরূপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্য্যের দ্বারা যে ব্যক্তিরদের ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পুরণ করণার্থে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি।

২৬ ধারা।

এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে করা কোন নালিশ বা আদালতসংক্রান্ত কার্য্য অন্যথা করিতে বা স্থগিত করিতে বা উঠিয়া লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম কোর্ট হইতে কোন "সর্সিওরারৈ" রিট বাহির হইবেক না। এবং এইরূপে কোন মোকদ্দমার ডিক্রীতে স্পষ্টতঃ আইনের বিষয়ে ভ্রম দৃষ্ট না হইলে সেই ডিক্রী অন্য কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি।

২৭ ধারা।

যখন কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই আইনক্রমে কোন জরীমানা অথবা জব্দের হুকুম দিয়া থাকেন তখন হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ডিক্রী হওনের পর এক মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র তলব করিতে পারেন এবং জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাইতে হইবেক এবং যদি বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তাঁহারা ঐ ক্রোকহওয়া সমুদয় জিনিস কিম্বা তাহার কোন অংশ ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন এবং দণ্ড ক্ষমা করিতে কি কমাইতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তিকে খালাস করিতে পারেন ইতি।

২৮ ধারা।

এই আইনক্রমে করা কোন কার্য্যের জন্যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা নিমক চৌকীর কোন আমলার কিম্বা বিনানুমতির লবণ ক্রোক করণের উপযুক্তমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্তার কোন আমলার কিম্বা ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা আরম্ভ হয় তাহা সেই কর্ম্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তাহার পর করিতে হইবেক না। এবং নালিশ আরম্ভের অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে সেই নালিশ এবং তাহার কারণের এত্তেলা লিপির দ্বারা আসামীকে দিতে হইবেক। এবং সেই নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি ক্ষতিপুরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ হওনের পর আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যার টাকা মায় খরচা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদীর পক্ষে এইমত মোকদ্দমায় কিছু টাকার ডিক্রী হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

২৯ ধারা।

এই আইনের মধ্যে আহারীয় লবণ এই শব্দ নূনচাই ও পাকওয়া লবণ এবং আহারীয় দ্রব্য সুস্বাদু করণার্থে অন্য যে কোন প্রকার লবণীয় দ্রব্য ব্যবহার হয় তাহা বুঝাইবেক ও তাহার বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সালের ২৫ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুতের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সৈন্যেরদিগকে ও যুদ্ধ জাহাজীদিগকে রাজদ্রোহ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেওনের দণ্ড করণের আইন।

যেহেতুক রাজদ্রোহিতা ও রাজ বিরুদ্ধাচরণের দণ্ড করণার্থে যে২ আইন চলন আছে সেই২ আইনেতে যে সকল ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যেরদিগকে রাজদ্রোহিতা ও রাজবিরুদ্ধাচরণের কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কিম্বা তাহারদিগকে প্রভুভক্ততা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে সেই২ ব্যক্তির দণ্ডের বিষয়ে যথোচিত নিয়ম নাই অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের পল্টন কি জাহাজসম্পর্কীয় সৈন্যের কর্ম্ম করিতেছে অথবা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে যে কেহ দ্বেষপূর্ব্বক এবং জানিয়া শুনিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি প্রভুভক্ততা কিম্বা উক্ত কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে অথবা উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে সৈন্যাধ্যক্ষের বিদ্রোহিতা কোন কর্ম্ম করিতে কিম্বা বিদ্রোহিতাজনক সভা করিতে কি করিবার উদ্যোগ করিতে কিম্বা কোন বিশ্বাসঘাতকতা কি বিদ্রোহিতা কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করে সে লোকের দোষ সাব্যস্ত হইলে সে লোক আদালতের হুকুমমতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরিত হওনের অথবা সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট কি বিনাপরিশ্রমে কয়েদ থাকনের দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইনানুসারে যে অপরাধ দণ্ডনীয় সেই অপরাধের নালিশগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব সোপর্দ্দ

Digitized by Google

করিতে পারেন এবং সেশন আদালতের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক। অথবা যদি সে অপরাধী সেশন আদালতের সামান্য এলাকার মধ্যে না থাকে তবে যে রাজধানীর মধ্যে সেই ব্যক্তি কয়েদ থাকে সেই রাজধানীতে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কোন অপরাধের বিচার করণসময়ে কোন আদালত কোন মৌলবীর স্থানে ফতওয়া চাহিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

যুদ্ধসম্পর্কীয় আইনের অধীন কোন ব্যক্তি কোর্ট মার্শ্যলের দ্বারা বিচারহইতে ও যুদ্ধসম্পর্কীয় আইনের দ্বারা দণ্ডহইতে এই আইনের দ্বারা মুক্ত হইবেক না এবং ভারতবর্ষের যুদ্ধ জাহাজসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি কোর্ট মার্শ্যলের দ্বারা বিচারইইতে ও ভারতবর্ষের যুদ্ধজাহাজসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের শাসনার্থে যে আইন হইয়াছে সেই আইনানুসারে দণ্ডহইতে মুক্ত হইবেক না। কিন্তু একি অপরাধের জন্যে ঐ যুদ্ধ কি জাহাজসম্পর্কীয় আইন এবং এই আইন অর্থাৎ উভয় আইনানুসারে কোন ব্যক্তির বিচার হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১১ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহর কলিকাতায় সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে যে ভূমি লওয়া যায় তাহার স্বত্ব সিদ্ধ করণের আইন।

যেহেতুক সাধারণের উপকারক কার্য্যের জন্যে যে ভূমি লওয়া যায় তাহার স্বত্ব সিদ্ধ করা দুঃসাধ্য হওয়াতে শহর কলিকাতায় সাধারণের উপকারার্থ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করণের বাধা হইবার সম্ভাবনা আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৪ সালের ১ আইনের ১ ধারাবধি ৭ ধারাপর্য্যন্ত ধারাতে যে ক্ষমতা ও বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে শহর কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যে২ ভূমি কোন সাধারণ অভিপ্রায়ের জন্যে আবশ্যক আছে জ্ঞাপন করেন সেই২ ভূমির বিষয়ে ঐ ক্ষমতা ও বিধি খাটিবেক এবং সেইরূপ জ্ঞাপন করণেতে ইহার প্রচুর প্রমাণ হইবেক যে ঐ ভূমির যে অভিপ্রায়ের নিমিত্তে আবশ্যক হয় তাহা সাধারণ অভিপ্রায় ইতি।

২ ধারা।

যে সকল গতিকে এই আইনানুসারে কোন সাধারণ অভিপ্রায়ের জন্যে লওয়া কোন ভূমির বাবৎ ঐ পূর্ব্বোক্ত আইনের ৬ ধারার ৫ প্রকরণক্রমে খরীদের অথবা ক্ষতিপূরণের টাকার কোন অংশ আটক করা যায় সেই সকল গতিকে উক্ত প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট কোম্পানির কাগজ ফোর্ট উলিয়মে স্থাপিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের আক্টোর্ণেণ্ট জেনরল সাহেবের নামে ও তাঁহার জ্ঞাতসারে বাঙ্গলা দেশের

Digitized by Google

কোর্ট উলিয়মের গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে আমানৎ হইবেক এবং ঐ ভূমিতে যে ব্যক্তিরদের লাভালাভ আছে তাহারদের নামে ঐ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেব ঐ টাকা জমা করিবেন এবং উক্ত কোর্টে উপস্থিত একুটির পক্ষের বিষয়ে ও মোকদ্দমায় যেরূপ কার্য্য করণের ব্যবহার আছে সাধ্যপর্য্যন্ত তদনুসারে ঐ এজেণ্ট সাহেব ঐং ব্যক্তির বর্ণনা করিয়া লিখিবেন ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত কোম্পানির কাগজ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের হস্তে থাকিবেক এবং ঐ কাগজের উপর যে সুদ জমে তাহা সময়ক্রমে আদায় হইবেক এবং যাবৎ ঐরূপ আটক করা আসল টাকা লইতে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নিঃসন্দেহ অধিকার থাকে সেই ব্যক্তিরা উপস্থিত না হয় তাবৎ সেই ভূমি পূর্ব্বোক্তমতে না লওয়া গেলে তাহার খাজানা ও লাভ পাইতে যাহারদের অধিকার হইত এমত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে তাহা সময়ক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের হুকুমানুসারে দেওয়া যাইবেক। পরে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে ঐ কোম্পানির কাগজ এবং তৎসময়ে তাহার উপর যে সুদ পাওনা থাকে তাহা উক্ত কোর্টের সেইরূপ হুকুমানুসারে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নিকটে দাখিল হইবেক এবং দেওয়া যাইবেক। এবং যত কাল উক্ত কোম্পানির কাগজের সুদ লইতে যাহার অধিকার থাকে এমত ব্যক্তি না পাওয়া যায় তত কাল ঐ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেব ঐ সুদ লইতে থাকিবেন এবং সময়ক্রমে ঐ জমাহওয়া সুদ লইয়া অন্য কোম্পানির কাগজ খরীদ করিবেন এবং প্রথম খরীদকরা কোম্পানির কাগজের নিয়মানুসারে ঐ কোম্পানির কাগজ রাখা যাইবেক ও তাহা লইয়া ব্যবহার করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একুটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সদর আদালতের নিকটে আপীলী মোকদ্দমায় কার্য্য করণের নিয়ম সংশোধনের আইন।

যেহেতুক প্রধান সদর আমীন এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে যে আপীল হয় তাহার দরখাস্ত ইচ্ছামতে ঐ সদর আদালতে দাখিল করিবার কিম্বা যে আদালতে ডিক্রী হইল সেই আদালতে দাখিল করিবার অনুমতির বিধানের দ্বারা এবং ঐ ডিক্রীর প্রতি আপেলাণ্ট যে বিশেষ ওজর রাখে ও আপীলের অন্য হেতুর যে বিবরণ ও বেওরা তাহা আপেলাণ্টের ইচ্ছাক্রমে আপীলের আসল দরখাস্তে লিখিবার অথবা আলাহিদা আরজীতে লিখিয়া তৎপরে বিচারকরণীয়া আপীল আদালতে দাখিল করিবার অনুমতির বিধানের দ্বারা ক্লেশ জন্মিয়াছে। অতএব বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারা এবং ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারা মতান্তর হইয়া পশ্চাৎ লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

সদর আদালতে আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার নম্বরী আপীলের প্রত্যেক দরখাস্ত যে আদালতে ডিক্রী হইল সেই আদালতে ডিক্রীর তারিখের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করা যাইবেক। ঐ আপীলের দরখাস্তের মধ্যে কেবল এই এত্তেলা থাকিবেক যে আপেলাণ্ট ডিক্রীতে নারাজ হইয়া তাহার উপর আপীল করিতে চাহে ইতি।

Digitized by Google

২ ধারা।

ঐ আপীলী মোকদ্দমায় যে সকল কার্য্য হয় তাহা যথাসাধ্য শীঘ্র সদর দেওয়ানী আদালতে জ্ঞাপন করা যাইবেক এবং তাহার এত্তেলা আপেলাণ্টকে লিখনের দ্বারা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ডিক্রীর প্রতি আপেলাণ্ট যে বিশেষ ওজর রাখে তাহা এবং আপীল করণের হেতুর বিবরণ ঐ ব্যক্তি লিখিয়া ঐ এত্তেলা পঁহুছনের পর তিন মাসের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিবেক। তাহা না করিলে এবং ঐ কসুরের কোন ওয়াজিবী কারণ সদর আদালতের সুবোধমতে না দর্শাইলে আপীল ডিসমিস হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

উলিয়ম গ্রে ২

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৮ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের সমুদ্রের তীরস্থ বন্দরে২ অবাধিতরূপে বানিজ্য হওনের আইন।

যেহেতুক "ব্রিটনীয় জাহাজ নির্ম্মাণ করণের ও স্থানে২ পরিভ্রমণের উৎসাহ দিবার জন্যে চলিত আইন সংশোধন করণার্থ আইননামক" যে আক্ট পার্লিমেণ্ট শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারের ত্রয়োদশ বৎসরে জারী হয় তাহাতে ভারতবর্ষের সমুদ্রের তীরস্থ বন্দরে২ বাণিজ্যের বিষয়ে এই হুকুম হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে নিষেধ ও বিধান আবশ্যক বোধ করেন সেই নিষেধ ও বিধানের অধীনে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এক স্থানহইতে অন্য স্থানে ব্রিটনীয় জাহাজভিন্ন অন্য জাহাজে মাল কিম্বা গমনশীল লোকেরদিগকে লইয়া যাওনের অনুমতি কি হুকুম দিবার আইন করিতে পারেন অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এক স্থানহইতে অন্য স্থানে মাল ও গমনশীল লোকেরদিগকে ব্রিটনীয় জাহাজভিন্ন অন্য জাহাজে লওয়া যাইতে পারে এবং হাসিল কিম্বা অন্য২ মাসুল আদায় করণের নিমিত্তে যে২ নিষেধ ব্রিটনীয় জাহাজের প্রতি খাটে কিম্বা উত্তর কালে খাটান যায় তাহাভিন্ন অন্য কোন নিষেধ ঐ২ জাহাজের প্রতি হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

প্রধান সেনাপতি সাহেবকে সৈন্যসম্পর্কীয় অপরাধ ক্ষমা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

যেহেতুক যেং অপরাধ কোর্ট মার্স্যলছাড়া অন্য কোন হুকুমের দ্বারা দণ্ডনীয় নহে সেইং অপরাধের জন্যে যে ব্যক্তিরদিগকে কোর্ট মার্স্যল দণ্ডের হুকুম করিয়াছেন সেই অপরাধিরদের ক্ষমা করণের ক্ষমতা প্রত্যেক রাজধানীতে কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যে নিযুক্ত সৈন্যেরদের প্রধান সেনাপতি সাহেবকে অর্পণ হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য সকল গতিকে ঐ ক্ষমতা কেবল সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যুদ্ধবিষয়ক যে আইন কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধ সিরিশ্তার এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদের শাসনের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই আইন উল্লঙ্ঘন করণের যে অপরাধ কোন স্থানে করা গেলে কোর্ট মার্স্যলের হুকুমছাড়া অন্যমতে দণ্ডনীয় হইতে পারে না এইমত অপরাধ করণের বিষয়ে কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যেরদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি কোর্ট মার্স্যলের হুকুমক্রমে দোষীকৃত হয় সেই ব্যক্তিকে প্রত্যেক রাজধানীতে কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যেরদের প্রধান সেনাপতি সাহেব ক্ষমা করিতে পারেন অথবা এইমত কোন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা না করিয়া উক্ত প্রকার অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহার কোন অংশ রহিত করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

এইমত গতিকে প্রধান সেনাপতি সাহেব আপনার দস্তখৎকরা এক ওয়ারণ্ট দিবেন তাহাতে ঐ অপরাধ নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং দণ্ডের হুকুমমতে যে ওয়ারণ্ট অথবা অন্য পরওয়ানাক্রমে অপরাধী কয়েদ থাকে তাহার নকল থাকিবেক এবং ঐ

Digitized by Google

অপরাধের নিরূপিত দণ্ডের যে ভাগ ক্ষমা করিতে কিম্বা রহিত করিতে শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেব উচিত বোধ করেন তাহা ঐ ওয়ারণ্টের দ্বারা ক্ষমা বা রহিত হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে জিলাতে কি শহরে ঐ অপরাধী দণ্ড ভোগ করিতেছে সেই জিলার কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ওয়ারণ্টে দস্তখৎ করিবেন অথবা যদি ঐ অপরাধী রাজদত্ত চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যের কোন জেলখানাতে কয়েদ হয় তবে ঐ কোর্টের এক জন জজ সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন অর্থাৎ যদি ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা ঐ জজ সাহেব বোধ করেন যে ঐ অপরাধ যে কোন স্থানে হইয়াছিল তাহা কোর্ট মার্শ্যলছাড়া অন্য কোন হুকুমক্রমে দণ্ডনীয় নহে তবে তাঁহারা ঐ ওয়ারণ্টে দস্তখৎ করিবেন কিন্তু যদি তাঁহারদের এমত বোধ না হয় তবে দস্তখৎ করিবেন না ইতি।

৪ ধারা।

যে কোন সরিফ সাহেবের কি জেলরক্ষকের বা অন্য ব্যক্তির জিম্মায় কোর্ট মার্শ্যলের হুকুমক্রমে কোন অপরাধী কয়েদ থাকে তাঁহারা আপনং নিকটে কয়েদথাকা কোন অপরাধির ক্ষমা করণের ও খালাস করণের বিষয়ে কিম্বা দণ্ডের কোন অংশ রহিত করণের বিষয়ে উক্ত প্রকারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের দস্তখৎকরা প্রধান সেনাপতি সাহেবের কোন ওয়ারণ্ট মানিবেন ও তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কয়েদীরদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানাতে লইয়া যাওনের বিষয়ি আইন পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট করিবার আইন।

যেহেতুক চলিত আইনমতে কোন২ গতিকে নিজামৎ আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের বিশেষ হুকুমক্রমে এবং অন্য২ গতিকে রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিম্বা হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হুকুমমতে কয়েদীরদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় পাঠান যাইতে পারে এবং যে প্রত্যেক গতিকে আবশ্যক বোধ হয় সেই২ গতিকে আদালতের বিশেষ হুকুম না চাহিয়া তাহারদিগকে এমত স্থানান্তর করণের হুকুম দিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪৪ সালের ৮ আইন রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

যখন কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিম কোর্টভিন্ন অন্য কোন আদালতের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির কয়েদ হওনের দণ্ড হইয়াছে তখন শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিম্বা ঐ রাজধানীর কি স্থানের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কোন সাহেব ঐ কয়েদী যে জেলখানায় কিম্বা স্থানে কয়েদ থাকে তাহাকে সেই স্থানহইতে ঐ রাজধানীর কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্য কোন সরকারী জেলখানায় কিম্বা কয়েদের স্থানে লইয়া যাইবার হুকুম করিতে পারেন ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় লইয়া পঁহুছিতে যত কাল লাগে অথবা স্থানান্তর করণের হুকুমক্রমে ঐ কয়েদী যত কাল কয়েদ থাকে তাহা তাহার কয়েদ হওনের মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কোন২ আপীলী মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া ডিক্রী বহাল রাখিতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে ও প্রধান সদর আমিনদিগকে ক্ষমতা দেওনের আইন সংশোধনের আইন।

যেহেতুক কোন২ আপীলী মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর এত্তেলা জারী না করিয়া ডিক্রী বহাল রাখিতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের যে২ ক্ষমতা আছে তাহা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিলে আপীলের বিলম্বের ও খরচার লাঘব হইবেক অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পিত সকল আপীলী মোকদ্দমায় তাঁহারদিগকে দেওয়া গেল ইতি।

২ ধারা।

যে প্রত্যেক জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীন রেস্পাণ্ডেণ্টকে এত্তেলা না দিয়া উক্ত আইন কিম্বা এই আইনানুসারে কোন ডিক্রী বহাল রাখেন তিনি আপীল অগ্রাহ্য করণের হেতু লিখিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ ও দাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহজমতে আদায় করণের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে যে নানা আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি সংশোধন করা এবং তাহার এলাকা বৃদ্ধি করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

দ্বিতীয় জর্জের দত্ত "চার্টর অফ জুষ্টিসের" এবং তৃতীয় জর্জের রাজ্য কালের সাঁইত্রিশ ও চল্লিশ বৎসরের দুই আক্ট পার্লিমেণ্টের ক্ষমতাক্রমে এবং "কোর্ট কমিস্যনর ও রিক্বেষ্ট" স্থাপনার্থে ও তাহার মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতি নূতন করণ এবং মতান্তর করণ ও শুধরণার্থে সময়ক্রমে যে২ আইন ও ঘোষণা হইয়াছে তাহার এবং ১৮৪৮ সালের ১২ আইনের ক্ষমতানুসারে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই শহরে অল্প কর্জ আদায় করণের জন্যে এক্ষেণে যে নানা কোর্ট কমিস্যনর ও রিক্বেষ্ট আছে সেই নানা কোর্ট অর্থাৎ ছোট আদালত উক্ত প্রত্যেক শহরে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে আইনের রীত্যনুসারে প্রকাশ ও জারীকরা ঘোষণাক্রমে উক্ত শহরের মধ্যে যে২ দিবস নির্দ্দিষ্ট করেন সেই২ দিবসাবধি এবং তাহার পর এই আইনের বিধির অনুসারে স্থাপন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব" অথবা "সুপ্রিম কোর্ট" এই২ কথা যেখানে ব্যবহার হয় সেইখানে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীতে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহারদিগকে এবং রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম

Digitized by Google

কোর্টকে বুঝাইবেক। কিন্তু সেইং রাজধানীতে কেবল এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের সম্পর্কে বুঝাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত কোন ঘোষণাতে যে দিবস নির্দ্দিষ্ট হয় তদবধি ও তাহার পর ঐ ঘোষণাতে উল্লিখিত আদালতের মূল নিয়ম অথবা কার্য্যের রীতির বিষয়ি উক্ত "চার্টর অফ জুষ্টিসের" এবং ঐং আক্ট পার্লিমেণ্টের সকল বিধান ও যে কোন আইন বা ঘোষণা ইহার পূর্ব্বে করা গিয়াছে তাহা রদ ও বাতিল হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনানুসারে যে নানা আদালত স্থাপন হয় তাহার নাম ( ) স্থানের অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালত হইবেক এবং ঐ শূন্য স্থানে বিষয়-বিশেষে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই লিখিতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে সকল প্রদেশ এক্ষেণে কোর্ট রিক্বেষ্টের এলাকার মধ্যে আছে এবং সময়ক্রমে অন্য যে প্রদেশ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে ঘোষণার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করেন সেইং প্রদেশের মধ্যে এই আইনানুসারের স্থাপিত নানা আদালতের এলাকা থাকিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উক্ত কোন আদালতের এলাকা বিস্তার করণের কোন ঘোষণা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি বিনা করা যাইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনানুসারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহা "কোর্ট রিকার্ড" হইবেক এবং ১৮৪১ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার অর্থের মধ্যে কোর্ট রিক্বেষ্ট জ্ঞান হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এই আইনের দ্বারা ঐ আদালতের মূল নিয়ম ও কার্য্যের রীতির মতান্তর হওনের পূর্ব্বে উক্ত কোন আদালতে যে সকল কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এই আইনানুসারে আরম্ভ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে সেই কার্য্যসম্পর্কীয় সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনবরত চলিবেক ও জারী ও প্রবল হইবেক। এবং যদি সেইং কার্য্য অনবরত চলন বা জারী কি প্রবল করণের উপযুক্ত নিয়মের বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় তবে ঐং আদালত এই আইন সম্পূর্ণরূপে জারী করণার্থে যেং হুকুম করণের আবশ্যক বোধ করেন সেইং হুকুম করিতে পারেন ইতি।

Digitized by Google

৮ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে ঐ আদালতে তিন ব্যক্তির অনধিক যত ব্যক্তির আবশ্যক হয় তত ব্যক্তিকে জজী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহারদের মধ্যে এক জন ভারতবর্ষের কোন এক সুপ্রিম কোর্টের অথবা স্কটলণ্ড দেশের সেশন আদালতের বারিষ্টর অথবা আডবোকেট অর্থাৎ কৌন্সেলী সাহেব হইবেন ইতি।

৯ ধারা।

এই আইনানুসারে নিযুক্ত কোন জজ ঐ জজী পদে থাকন সময়ে রাজকীয় কোন আদালতে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে আডবোকেট অর্থাৎ কৌন্সেলী বা আটর্নি কি উকীলী কর্ম্ম করিবেন না অথবা আপনার উপকারের জন্যে কি অন্য কোন ব্যক্তির উপকারের জন্যে বাণিজ্য বা ব্যবসা করিবেন না কিম্বা ঐ উকীলী কর্ম্মকারির কি বাণিজ্য বা ব্যবসাকারির বখরাদার হইবেন না ইতি।

১০ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলের দরখাস্তক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন জজকে তগীর করিতে পারেন ইতি।

১১ ধারা।

সুপ্রিম কোর্টের যে কোন জজ সাহেব কিম্বা জজ সাহেবেরা এই আইন সফল করণের বিষয়ে সাহায্য করিতে সম্মত হন তিনি কি তাঁহারা এই আইনমতে নিযুক্ত জজের সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং তিনি কি তাঁহারা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ হইলে যেরূপে এই আইনানুসারে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিতেন সেইরূপে সুপ্রিম কোর্টে বসিয়া বিচার করিতে পারিবেন এবং যত কাল হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বোধ করেন যে সুপ্রিম কোর্টের উক্ত প্রকারে কর্ম্ম করিতে সম্মতহওয়া জজ সাহেবদিগের দ্বারা ঐ আদালতের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে তত কাল এই আইনানুসারে কোন জজ নিযুক্ত হইবেন না ইতি।

১২ ধারা।

অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের ও বেইলিফেরদের যে সকল কর্ম্ম করিতে এই আইনে হুকুম আছে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেব যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্টের উক্ত জজ সাহেব সেই২ কর্ম্মের নিমিত্তে সুপ্রিম কোর্টের যে২ আমলাকে সময়ে২ নিযুক্ত করেন সেই আমলারাই ঐ২

Digitized by Google

কর্ম্ম করিবেন এবং এই আইনের দ্বারা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে ও বেইলিফেরদিগকে যে সকল ক্ষমতা ও নির্ব্বিঘ্নতা দেওয়া যায় তাহা উক্ত প্রকারে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের দ্বারা বিচারহওয়া মোকদ্দমাতে যে রসুম পাওয়া যায় তাহাহইতে ঐ জজ সাহেব যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা মেহনতানা বলিয়া ঐ আমলার-দিগকে দেওয়া যাইবেক এবং অবশিষ্টরসুম অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের সাধারণ হিসাবের মধ্যে জমা হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহাতে এক জন ক্লার্ক সাহেব থাকিবেন এবং ঐ আদালতের জজ সাহেবেরা তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহাকে তগীর করিতে পারেন কিন্তু ঐ নিয়োগ ও তগীরের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক। যদি আবশ্যক হয় তবে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে অধিক ক্লার্ক সাহেব নিযুক্ত হইতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব সকল সমন ও ওয়ারণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও ডিক্রী জারীর পরওয়ানা দিবেন এবং আদালতের সকল কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন এবং আদালতের সকল রসুম এবং আদালতের মধ্যে যে সকল জরীমানা দেয় বা দত্ত হয় তাহা এবং যে সকল টাকা আদালতে দাখিল হয় বা আদালতহইতে বাহির করা যায় তাহা ঐ ক্লার্ক সাহেবের জিম্মায় থাকিবেক এবং তিনি তাহার হিসাব রাখিবেন এবং সেই সকল রসুম ও জরীমানা ও টাকার হিসাব আদালতের যে এক বহী তিনি তন্নিমিত্তে রাখেন সেই বহীর মধ্যে তুলিবেন এবং মাসে২ অথবা অন্য যে২ সময় শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করেন সেই২ সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে যেরূপ নিয়ম করেন সেইরূপ নিয়মে ঐ হিসাব মঞ্জুর অথবা নিষ্পত্তি হওনের জন্যে দরপেশ করিবেন ইতি।

১৫ ধারা।

ঐরূপ প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবের সময়ক্রমে যত ব্যক্তির আবশ্যক হয় তত ব্যক্তিকে আদালতের বেইলিফী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যত বেইলিফের হুকুম করেন তদপেক্ষা অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেক না। এবং ঐ জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে এইমত নিযুক্ত কোন বেইলিফকে সস্পেণ্ড অথবা তগীর করিতে পারেন ইতি।

Digitized by Google

১৬ ধারা।

ঐ বেইলিফ জজ সাহেবেরা যত কাল নিরূপণ করেন তত কাল আদালতের প্রত্যেক বৈঠকে হাজির থাকিবেক এবং আদালতহইতে যে সকল সমন ও হুকুম দেওয়া যায় এবং যে সকল ওয়ারণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও রিট অর্থাৎ পরওয়ানা বাহির হয় তাহা জারী করিবেক এবং ঐ২ কার্য্য নির্ব্বাহ করণে আদালতের কার্য্যের রীতির নিয়মের জন্যে সময়ক্রমে যে সকল সাধারণ বিধি হয় তদনুসারে কার্য্য করিবেক ইতি।

১৭ ধারা।

উক্ত আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা অন্য কর্ম্মকারক যদি আপনি অথবা আপনার কোন বখরাদারের দ্বারা স্পষ্টরূপে বা অস্পষ্টরূপে কোন প্রকারে আটর্ণি অথবা উকীল কি মোক্তারের ন্যায় কার্য্য করেন অথবা আপনার নিমিত্তে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির নিমিত্তে কোন কারবার কিম্বা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন তবে যে কোন ব্যক্তি কর্জের নালিশেতে বা আইন উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে তাঁহার নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করে তাহাকে পাঁচ শত টাকা জরীমানা দিবেন ইতি।

১৮ ধারা।

ঐ ক্লার্ক সাহেব এবং বেইলিফ আপন২ পদের কার্য্য উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহের জন্যে এবং এই আইনক্রমে তাঁহারা যে সকল টাকা পান তাহার উপযুক্তমতে হিসাব দেওন ও টাকা দেওনের জন্যে অথবা আপনার পদোপলক্ষে কুক্রিয়ার বিষয়ে তাঁহারদের যে টাকা দিতে হয় সেই টাকা দিবার জন্যে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যত টাকা ও যে রীতি ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করেন তত টাকার জামিন তাঁহারা সেই রীতি এবং সেই নিয়মানুসারে দিবেন ইতি।

১৯ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের পশ্চাৎ লিখিত তফসীলে যে রসুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দেওয়া যাইবেক এবং তদতিরিক্ত যত টাকার দাওয়া হয় তাহার টাকাপ্রতি দুই আনা কমিস্যন। এবং যে হিসাব ঐ আদালতের "সাধারণ হিসাব" নামে খ্যাত সেই হিসাবে ঐ রসুমসকল জমা হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

উক্ত নিরিখানুসারে রসুম অথবা কমিস্যন সমন দেওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদীর দিতে হইবেক। অন্য প্রত্যেক কার্য্যের রসুম কার্য্য হওনের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ফরিয়াদী অথবা যে ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ কার্য্য হয় সেই ব্যক্তি দিবেক।

Digitized by Google

ফরিয়াদী যত টাকার দাওয়া করিয়াছিল যদি তাহা হইতে কম টাকার ডিক্রী হয় তবে আসামী কোন গতিকে ডিক্রীহওঁয়া টাকার হিসাবে যে রসুম অথবা কমিস্যন দেয় হয় তদপেক্ষা অধিক টাকা ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেক না। মোকদ্দমা শুননি হওনের পুর্ব্বে যদি বাদিপ্রতিবাদিরদের সোলেনামার দ্বারা তাহা মিটান যায় তবে সেই সময়পর্য্যন্ত যে রসুম দাখিল হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক যে২ ব্যক্তি তাহা দিল তাহারদিগকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। দরিদ্র ফরিয়াদীরা রসুম বা কমিস্যন আমানৎ না করিলে কিম্বা তাহার একাংশমাত্র আমানৎ করিলে উক্ত আদালতের জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে তাহারদিগের পক্ষে সমন দিতে পারেন এবং দরিদ্র ফরিয়াদীরদিগকে সমুদয় খরচা কি একাংশ ক্ষমা করিতে পারেন ইতি।

২১ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতে যে২ রসুম লইতে হইবেক তাহার সংখ্যা শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে কমাইতে পারেন এবং পুনরায় তাহা বাড়াইতে পারেন। কিন্তু কোন গতিকে এই আইনের নির্দ্ধারিত নিরিখ অপেক্ষা অধিক রসুম লওয়া যাইবেক না ইতি।

২২ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতের কোন আমলার হাতে যে বাকী টাকা থাকে বা অন্য যে কোন টাকা থাকে তাহা নির্ব্বিঘ্নে রাখণের জন্যে এবং ঐ প্রকার বাকী টাকা এবং অন্যান্য টাকার রীতিমত হিসাব দেওন ও ব্যয় করণের বিষয়ে যে২ নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেই২ নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

২৩ ধারা।

রবিবার দিন ও ক্রিসমিস ডে অর্থাৎ বড় দিন ও গুড ফ্রাইডে এবং এদেশীয় বা অন্য যে পরবের দিন শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে ঐ আদালতকে মানিতে হুকুম দেন সেই২ দিবসছাড়া ঐ আদালত প্রতিদিন বৈঠক করিবেন। এবং জজ সাহেবেরদের প্রত্যেক জন একি সময়ে অথবা ভিন্ন২ সময়ে অন্য২ জজহইতে পৃথক্ বৈঠক করিতে পারেন অথবা তাঁহারদের কোন এক জনের সঙ্গে বৈঠক করিতে পারেন। এবং উক্ত জজ সাহেবের এক জন বা দুই জন সেইরূপে পৃথক্ বৈঠক করিলে সমুদয় জজকে ইহার দ্বারা আদালতসম্পর্কীয় যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই সকল ক্ষমতা তাঁহার থাকিবেক ইতি।

Digitized by Google

২৪ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জন্যে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে এক মোহর করা যাইবেক। এবং ঐ আদালতহইতে যে সকল সমন ও অন্যান্য হুকুম দেওয়া যায় তাহাতে ঐ আদালতের মোহর লার দ্বারা বা কালি দিয়া বসান যাইবেক। এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ আদালতের মোহর বা কোন হুকুম কৃত্রিম করে অথবা ঐ হুকুম কৃত্রিম জানিয়া তাহা জারী করে বা চালায় বা যে কোন লিপি মিথ্যারূপে ঐ আদালতের কোন সমন বা অন্য হুকুমের নকল কহা যায় এইমত লিপি কৃত্রিম জানিয়া যে কেহ কোন ব্যক্তিকে দেয় বা দেওয়ায় অথবা যে কেহ উক্ত আদালতের হুকুমের মিথ্যা হেতুতে অথবা সেই হুকুমের ছলে কোন কার্য্য করে বা কার্য্য করিতেছি কহে সেই ব্যক্তি "ফেলোনির" অপরাধের দোষী হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমায় কর্জ বা ক্ষতিপূরণের দাওয়া কিম্বা বিরোধি সম্পত্তির মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় তাহা হিসাবের মোকাবিলার বাকীর বা প্রকারান্তরের হউক সেই সকল মোকদ্দমা ঐ অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এবং উক্ত আদালতে সেইরূপে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং একুটি পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের বৈঠক হইলে যে প্রত্যেক জওয়াব মাতবর জ্ঞান হইত তাহা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের আইনমত কোন দাওয়ার মাতবর প্রতিবন্ধক জ্ঞান হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে রাজস্বের বিষয়ে বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর বা ভারতবর্ষের কিম্বা কোন রাজধানীর কৌন্সেলের অন্তঃপাতি সাহেব আপনার সরকারী পদোপলক্ষে কোন ক্রিয়া করেন বা করিবার হুকুম দেন সেই কর্ম্মের বিষয়ে অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির দ্বারা যে কর্ম্ম করা যায় তাহার বিষয়ে অথবা কোন জজ সাহেব অথবা আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকারক আপনার পদোপলক্ষে যে কর্ম্ম করেন বা করিতে হুকুম দেন সেই কর্ম্মের বিষয়ে কিম্বা কোন আদালতের কি জজ সাহেবের বা আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকারকের কোন ডিক্রী বা হুকুম অনুসারে কোন ব্যক্তি যে কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ে কিম্বা অপবাদ কি তহমতের নালিশের বিষয়ে ঐ আদালতের কোন এলাকা থাকিবেক না ইতি।

২৬ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কোন নালিশ করিতে চাহে সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেব আদালতের মোহরকরা এক সমন দিবেন

Digitized by Google

তাহাতে নম্বর থাকিবেক এবং তাহাতে ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও মোকদ্দমার হেতু এবং যে সকল বেওরা সময়ক্রমে আদালতের বিধানমতে লিখিবার হুকুম হয় তাহা ও যত টাকার দাওয়া হয় তাহার সংখ্যা লেখা থাকিবেক। এবং ঐ আদালতের যে দিবসের বৈঠকে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবেক তাহার পূর্ব্বে যত দিবস আদালতের কার্য্যের রীতির বিধানে নির্দ্দিষ্ট হয় তত দিবসের পূর্ব্বে ঐ সমন আসামীর উপর জারী হইবেক। এবং ঐ সমন আসামীকে দেওয়া গেলে অথবা অন্য যে প্রকার কার্য্যের রীতিতে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই প্রকারে দেওয়া গেলে তাহা প্রকৃতরূপে জারী হইয়াছে জ্ঞান হইবেক। এবং ঐ সমনের লিখিত ব্যক্তি বা স্থান যদি এমতে বর্ণনা করা যায় যে তাহা সামান্যতঃ জানা যাইতে পারে তবে সমনে নামের ব্যতিক্রম থাকিলে বা ব্যক্তির কিম্বা স্থানের অনুপযুক্ত বর্ণনা থাকিলে তাহাতে ঐ সমন বাতিল হইবেক না ইতি।

২৭ ধারা।

এই আইনানুসারে দেওয়া সমনে মোকদ্দমার হেতুর বর্ণনার কোন ব্যতিক্রম থাকিলেও ঐ সমন বাতিল হইবেক না এবং আদালতের জজ সাহেবেরা ঐ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবামাত্র তাহা আপনারদের বিবেচনামতে শোধন করিতে পারেন এবং তদনুসারে রিকার্ড শুধরাইতে পারেন। এবং ঐ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হওনের সময়ে যদি আসামী কিম্বা আসামীরদের মধ্যে এক জন আদালতে হাজির থাকে তবে এই ব্যতিক্রম না হইলে যেরূপে মোকদ্দমার শুননি হইত সেইরূপে ঐ রিকার্ড শোধিত হওনের পরে মোকদ্দমার শুননি হইবেক। কিন্তু যদি আসামী কিম্বা আসামীরা হাজির না থাকে তবে আসল সমনের একি নম্বরের ও তারিখের এক নূতন সমন জারী হইবেক এবং তাহাতে মোকদ্দমার হেতুর শুধরা বিবরণ লেখা থাকিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে যে সকল ব্যক্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে বাস করিতেছে বা ব্যবসা করিতেছে কি লাভের জন্যে খাটিতেছে অথবা মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হওন সময়ে কিম্বা ছয় মাসের মধ্যে যে মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ছয় মাসের মধ্যে সেই প্রদেশে বাস করিতেছিল বা ব্যবসা করিতেছিল কি লাভের জন্যে খাটিতেছিল সেই সকল ব্যক্তি ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে আছে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

উক্ত আদালতের কোন সমন কি অন্য হুকুম আদালতের প্রদেশের বাহিরে জারী করিতে হইলে তাহা কোন আদালতে অথবা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে

Digitized by Google

দেখান যাইতে পারে এবং তাহাতে ঐ মাজিষ্ট্রেট অথবা আদালতের জজ সাহেব তাহার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিবেন। এবং এইরূপ পৃষ্ঠে দস্তখৎ হইলে ঐ আদালত কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন হুকুমের ন্যায় তাহা জারী হইতে পারে। এবং এইরূপে জারী হইলে যে আদালতের সমন বা হুকুম হয় সেই আদালতের বেইলিফ ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করিলে যেরূপ সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

ঐ আদালতের যে সমন বা অন্য হুকুম আদালতের প্রদেশের বাহিরে জারী করিতে হয় সেই সমন বা হুকুম নিতান্ত জারী হইয়াছে ইহার প্রমান কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে করা সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞার দ্বারা হইতে পারে। এবং যে প্রত্যেক গতিকে আদালতের সমন বা অন্য হুকুম অজারীকরণিয়া বেইলিফ অগত্যা অবর্ত্তমান হয় সেই গতিকে আদালতের প্রদেশের বাহিরে সমন জারী হওনের যেরূপ প্রমাণ দেওয়া যায় জজ সাহেবেরা উচিত বুঝিলে এই সমনের বা অন্য হুকুম জারী হওনের প্রমাণ সেইরূপ দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৩১ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতে কোন নাবালগের যে মাহিয়ানা অথবা চুক্তির জন্যে অথবা চাকরের ন্যায় খাটনের জন্যে টাকা পাওনা হয় সেই টাকা পাঁচ শতের অধিক না হইলে সেই নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যেরূপে নালিশ করিতে পারিত সেইরূপে নালিশ করিতে পারে ইতি।

৩২ ধারা।

যে দাওয়া হয় তাহা যদি শরীকী হিসাব মোকাবিলা করণে বাকী টাকার সমুদয় বা কিয়দংশ হয় কিম্বা যে ব্যক্তি উইল না করিয়া মরে তাহার সম্পত্তি বিভাগে টাকা হয় অথবা উইলক্রমে কোন দানের টাকা হয় বা টাকার এক অংশ হয় তবে এইমত দাওয়া পাঁচ শত টাকার অধিক না হইলে তাহার বাবৎ নালিশ ঐ আদালতে হইতে পারে ইতি।

৩৩ ধারা।

কোন এক্সেকিটর কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটর আপনার হকে যেরূপ নালিশ করিতে পারেন সেইরূপে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালতে নালিশ করিতে পারেন এবং তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারে এবং এইরূপ গতিকে সুপ্রিম কোর্টে যেরূপ ডিক্রী হইত ও তাহা যেরূপে রাজী হইত সেইরূপে ডিক্রী হইবেক ও জারী হইবেক।

Digitized by Google

কিন্তু কোন ব্যক্তি যাঁহার এক্সেকিটর কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটর হন তাঁহার মরণের পর ছয় মাস অতীত না হইলে সেই ব্যক্তির এক্সেকিটর কি আডমিনিষ্ট্রেটরস্বরূপ আদালতে তলব হইতে পারেন না ইতি।

৩৪ ধারা।

উক্ত আদালতে দুই বা ততোধিক মোকদ্দমা করিবার অভিপ্রায়ে কোন ফরিয়াদী আপনার মোকদ্দমার কারণ খণ্ডং করিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন ফরিয়াদীর পাঁচ শত টাকার অধিক নালিশের কারণ থাকে তবে সেই ব্যক্তি ঐ অধিক টাকা ত্যাগ করিতে পারে এবং তাহা রিকার্ড বহীতে লেখা যাইবেক ও সমনে লিখিতে হইবেক। এবং তাহাতে ফরিয়াদী আপনার মোকদ্দমা প্রমাণ করিলে পাঁচ শত টাকার অনধিক টাকার ডিক্রী পাইবেক। কিন্তু আদালতের এই ডিক্রী হইবেক যে মোকদ্দমার সেই কারণ সম্পর্কে যত দাওয়া ছিল সেই সকল এই ডিক্রীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং তদনুসারে ডিক্রী লেখা যাইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর এবং ভারতবর্ষের সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি সাহেব এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব ও অন্তঃপাতি সাহেব এবং রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত নানা সুপ্রিম কোর্টের চিফ জষ্টিস এবং জজ সাহেবেরা এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের পরওয়ানাক্রমে গ্রেফ্তার অথবা কয়েদ হইতে পারেন না এবং শ্রীযুত গবরনর্ বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিভিন্ন ১৮৪৪ সালের ১ আইন অথবা ১৮৪৮ সালের ১৮ আইনের দ্বারা যেং ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের বিপরীত উক্ত আদালতহইতে কোন রিট কি পরওয়ানা বাহির করা যাইবেক না ইতি।

৩৬ ধারা।

এই আইনানুসারে চুক্তিক্রমে কিম্বা অন্যায়প্রযুক্ত যে দাওয়া আদায় হইতে পারে যখন কোন ফরিয়াদীর এমত দাওয়া দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রতিকূলে থাকে এবং তাহারা সাধারণে তদ্বিষয়ে দায়ী তখন ঐ ব্যক্তিরদের কোন এক জনের উপর হুকুম জারী করিলে তাহা প্রচুর হইবেক এবং অন্য যে ব্যক্তিরা সেই বিষয়ে সাধারণে দায়ী আছে তাহারদের উপর যদ্যপি হুকুম জারী না হইয়া থাকে বা তাহারদের নামে নালিশ না হইয়া থাকে অথবা যদ্যপিও তাহারা আদালতের এলাকার মধ্যে না থাকে তথাপি যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের উপর হুকুম জারী হইয়াছে তাহারদের

Digitized by Google

প্রতিকূলে ডিক্রী হইতে পারে এবং সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে। এবং এইরূপ যে প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনানুসারে ডিক্রী হইয়াছে এবং সেই ব্যক্তি ডিক্রীর মতাচরণ করিয়াছে সেই ব্যক্তির সঙ্গে অন্য যে কোন ব্যক্তি সাধারণে দায়ী ছিল তাহার স্থানে এই আইনানুসারের স্থাপিত আদালতে ঐ দেনার অংশের দাওয়া করিতে পারে ও পাইতে পারে। এবং যদি ভ্রমক্রমে কোন ব্যক্তিরদিগকে আসামী করা গিয়াছে তবে যে আসামীরদের বিরুদ্ধে নালিশ করণের কারণ দৃষ্ট হয় কেবল তাহারদের প্রতিকূলে মোকদ্দমা চালাইতে জজ সাহেব হুকুম দিতে পারেন এবং কেবল তাহারদের প্রতিকূলে ডিক্রী করিতে পারেন। এবং যে ব্যক্তিরদিগকে অনুচিতমতে আসামী করা গিয়াছিল সেই ব্যক্তিরদিগকে তাহারদের খরচা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৩৭ ধারা।

আদালতের জজ সাহেবেরা যে২ মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই২ মোকদ্দমার বৃত্তান্তঘটিত বিষয় এবং আইনের ও একুটির বিষয় যেমন সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তি হয় তেমন নিষ্পত্তি করিতে পারেন ইতি।

৩৮ ধারা।

যে দিবস সমনে নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই দিবসে ফরিয়াদী উপস্থিত হইবেক এবং আসামীকে জওয়াব দেওনার্থে উপস্থিত হইবার হুকুম হইবেক। এবং আদালতে উত্তর দেওয়া গেলে জজ সাহেবেরা সরাসরীমতে সেই বিষয়ের বিচার করিবেন এবং আর কোন সওয়ালজওয়াব বিনা এবং বিরোধি বিষয়ে আর কোন তদন্ত না করিয়া ডিক্রী করিবেন ইতি।

৩৯ ধারা।

যদি ফরিয়াদীর নামে আসামীর কোন নালিশের কারণ থাকে তবে তাহা পাঁচ শত টাকার অধিক হউক বা না হউক ফরিয়াদীর দাওয়াহইতে আসামী তাহা বাদ দিতে পারিবেক এবং যদি এইমত মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে এই আইনানুসারে তাহার স্থানে যে কর্জ কি খেসারৎ ও খরচা আদায় হয় তাহা বাদ দিয়া আসামী কেবল আসল দাওয়ার বাকীর বাবৎ ফরিয়াদীর নামে নালিশ করিতে পারে ইতি।

৪০ ধারা।

জজ সাহেবেরা কোন মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সেই মোকদ্দমা যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে এবং যেরূপে এবং যে নিয়ম যথার্থ ও উপযুক্ত বোধ করেন

Digitized by Google

সেই ব্যক্তিকে সেইরূপে এবং সেই নিয়মক্রমে সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন এবং উভয় বিবাদির মধ্যে ঐ আদালতের বিচার্য্য অন্য যে কোন বিষয়ের বিরোধ থাকে তাহা একি সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন বা না পারেন। এবং ঐ অর্পিত মোকদ্দমা জজ সাহেবেরদের অনুমতি বিনা বাদিপ্রতিবাদী সালিসহইতে উঠাইয়া লইতে পারে না। এবং সালিস বা সালিসেরদের কিম্বা মধ্যস্থ ব্যক্তির ফয়সলা ঐ মোকদ্দমার ডিক্রীস্বরূপ লেখা যাইবেক এবং জজ সাহেবের দ্বারা করা গেলে যেরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইত সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জজ সাহেবেরা উচিত বোধ করিলে ঐ ফয়সলা বহীতে লিখনের পর এক সপ্তাহ অতীত হইলে যে প্রথম দিবসে আদালতের বৈঠক হয় সেই দিবসে তাঁহারদের নিকটে দরখাস্ত হইলে সেই ফয়সলা অন্যথা করিতে পারেন অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সেই অর্পিত মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারেন কি পূর্ব্বোক্তমতে নূতন সালিসীতে অর্পণ করণের হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৪১ ধারা।

এই আইনানুসারে স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবদিগকে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে আদালতের ব্যবহার ও কার্য্যের রীতির জন্যে যে সকল সাধারণ বিধির আবশ্যক তাহা করেন ও প্রকাশ করেন এবং আদালতের যে প্রত্যেক কার্য্যের বিষয়ে কোন পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা তাঁহারদের উচিত বোধ হয় সেই কার্য্যের জন্যে তাঁহারা পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন এবং আদালতের ক্লার্ক সাহেবের যে সকল বহী ও খাতা ও হিসাব রাখিতে হয় তাহা রাখণের বিষয়ের পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন। এবং সময়ক্রমে ঐ বিধি অথবা পাঠ মতান্তর করেন। এবং যে বিধি এইরূপে করা যায় এবং যে পাঠ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা ঐ রাজধানীর আদালতে প্রতিপালন ও ব্যবহার হইবেক এবং তাহা মঞ্জুর হওনার্থে সুপ্রিম কোর্টে পাঠান যাইবেক কিন্তু ঐ আদালতে তাহা যাবৎ গরমঞ্জুর না হয় তাবৎ তাহা প্রবল থাকিবেক। এবং যে কোন গতিকে এই আইনের মধ্যে অথবা উক্ত বিধির মধ্যে কোন বিশেষ নিয়ম না থাকে সেই২ গতিকে জজ সাহেবেরা আপন২ বিবেচনাক্রমে আপনারদের আদালতের সকল নালিশের বিষয়ে এবং কার্য্যের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাধারণ ব্যবহারের নিয়ম গ্রহণ করিতে ও খাটাইতে পারেন ইতি।

৪২ ধারা।

যে দিবসে সমন ফিরিয়া আইসে সেই দিবসে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক কিম্বা যে মোকদ্দমার জন্যে সমন দেওয়া গিয়াছিল সেই মোকদ্দমা যে দিনপর্য্যন্ত স্থগিত হয় সেই দিবসে যদি ফরিয়াদী হাজির না হয় তবে মোকদ্দমার নম্বর খারিজ হইবেক। এবং যদি ফরীয়াদী উপস্থিত হয় কিন্তু আপনার দাওয়ার বিষয়ের

Digitized by Google

আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ দিতে না পারে তবে জজ সাহেবেরা ফরিয়াদীকে ননসুট করিতে পারেন অথবা আসামীর পক্ষে ডিক্রী করিতে পারেন। এবং এই উভয় গতিকে যদি আসামী উপস্থিত হয় কিন্তু দাওয়া স্বীকার না করে তবে জজ সাহেবেরা আসামীকে তাহার খরচার জন্যে ও তাহার ক্লেশ ও সময় হরণের জন্যে যে টাকা তাঁহারদের বিবেচনায় ওয়াজিবী বোধ হয় তাহা তাহাকে দেওয়াইতে পারেন। এবং যে কর্জের অথবা খেসারতের টাকা দিতে আদালত হুকুম করেন সেই কর্জপ্রভৃতি যেমতে ও যে উপায়ের দ্বারা আদায় হয় সেইমতে ফরিয়াদীর স্থানে ঐ টাকা আদায় হইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ফরিয়াদী তলব হইলে হাজির না হয় এবং যদি আসামী অথবা তাহার পক্ষে রীতিমতে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তি হাজির হয় এবং যত টাকারদাওয়া হইয়াছিল তাহা সমুদয় স্বীকার করে এবং ফরিয়াদীর প্রথমতঃ যে রসুম দেয় হয় তাহা দেয় তবে আদালত উচিত বোধ করিলে ফরিয়াদী উপস্থিত হইলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিতে পারেন ইতি।

৪৩ ধারা।

যে দিবসে সমন ফিরিয়া আইসে সেই দিবসে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক কিম্বা যে মোকদ্দমার জন্যে সমন দেওয়া গিয়াছিল সেই মোকদ্দমা যে দিনপর্য্যন্ত স্থগিত হয় সেই দিবসে যদি আসামী হাজির না হয় অথবা হাজির না হইবার মাতবর কারণ না জানায় কি আদালতে তলব হইলে জওয়াব দিতে ত্রুটি করে তবে জজ সাহেবেরা সমন জারী হওনের উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে আসামীকে হাজির করাওণার্থে ক্রোকী পরওয়ানা দিতে পারেন কিম্বা আপনারদের বিবেচনাক্রমে কেবল ফরিয়াদীর নালিশে মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন এবং বাদিপ্রতিবাদী হাজির হইলে জজ সাহেবেরদের ডিক্রী যেরূপ সিদ্ধ হইত তাহা সেই স্থলে সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত কোন মোকদ্দমায় জজ সাহেবেরা আদালতের সেই দিবসের বৈঠকে অথবা তৎপর কোন বৈঠকে আসামীর অনুপস্থানে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন তাহা অন্যথা করিতে পারেন এবং তাহা জারী স্থগিত করিতে পারেন। এবং নূতন মোকদ্দমার মাতবর কারণ তাঁহারদিগকে দর্শান গেলে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং খরচা দেওনের বিষয়ে এবং কর্জ ও খরচার জামিন দেওনের বিষয়ে অথবা প্রকারান্তরে যে২ নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেই২ নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

৪৪ ধারা।

জজ সাহেবেরা কোন মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের কি জওয়াব দেওনের জন্যে ফরিয়াদী অথবা আসামীকে অধিক সময় দিতে পারেন এবং সময়ক্রমে যেমত

Digitized by Google

তাঁহারদের উচিত বোধ হয় সেইমতে আদালতের বৈঠক অথবা কোন মোকদ্দমার শুননি বা পুনশ্চ শুননি অন্য দিবসপর্য্যন্ত স্থগিত করিতে পারেন ইতি।

৪৫ ধারা।

কর্জের টাকা হউক কি খেসারতের টাকা হউক কোন টাকা পাইবার জন্যে এই আইনানুসারে যে নালিশ হয় তাহার আসামী আদালতের রীতির নিয়ম করণার্থ বিধিতে যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে যত টাকা সেই ব্যক্তি ফরিয়াদীর দাওয়ার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের জন্যে উপযুক্ত বোধ করে তাহা এবং ঐ টাকা দেওনের সময়পর্য্যন্ত ফরিয়াদীর যে সকল খরচা হইয়াছে তাহা আদালতে দাখিল করিতে পারে এবং ঐ টাকা ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু আসামী যদি মোকদ্দমা চালাইতে স্থির করে এবং যত টাকা আদালতে এইরূপে দাখিল হইয়াছিল যদি ফরিয়াদীর পক্ষে তদপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রী না হয় তবে সেই টাকা দাখিল করণের পর আসামীর ঐ মোকদ্দমায় যত খরচা লাগিয়াছে তাহা ফরিয়াদী আসামীকে দিবেক এবং সেই খরচার সংখ্যা আদালত নিরূপণ করিবেন এবং তৎপরে সেই খরচা দিতে ফরিয়াদীর প্রতি আদালত হুকুম করিবেন ইতি।

৪৬ ধারা।

এই আইনক্রমের কোন নালিশ বা অন্য কার্য্য শুননি অথবা বিচারের সময়ে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের এবং তাহারদের স্ত্রীর এবং অন্য সকল ব্যক্তির জোবানবন্দী ফরিয়াদী কি আসামীর পক্ষে লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে মান্যা স্ত্রীরদিগকে দেশের ব্যবহারানুসারে আদালতে হাজির করাওণ অনুপযুক্ত হয় তাহারদের জোবানবন্দীর বিষয়ে যে সকল আইন চলন আছে তদ্দৃষ্টে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

৪৭ ধারা।

প্রত্যেক ব্যক্তির শপথক্রমে জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক অথবা আইনমতে কোন আদালতে শপথ লওনহইতে মুক্ত হইলে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক। এবং এই আইনক্রমে যে প্রত্যেক ব্যক্তির শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে জোবানবন্দী লওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি জানিয়াশুনিয়া এবং ঘুষ লইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৪৮ ধারা।

এই আইনানুসারের নালিশ বা অন্য কোন কার্য্যে বাদী বা প্রতিবাদী ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবের দফ্তরে সাক্ষিরদের নামে সমন পাইতে পারে এবং

Digitized by Google

তাহারদের দখলে বা অধীনে থাকা কেতাব ও দলীলদস্তাবেজ ও কাগজপত্র ও লিপি আনিবার হুকুম ঐ সমনের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে বা না পারে এবং ঐ সমনে যত ব্যক্তির নাম লিখনের আবশ্যক বোধ হয় তাহা লেখা যাইতে পারে ইতি।

৪৯ ধারা।

যে কোন ব্যক্তির উপর এইমত কোন সমন তাহাকে দেওনের দ্বারা জারী হয় অথবা আদালতের সাধারণ নিয়ম বা ব্যবহারের নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন প্রকারে জারী হয় সেই ব্যক্তি যদি মাতবর কারণ বিনা হাজির হইতে অথবা ঐ সমনে যে কেতাব বা কাগজপত্র কি লিপি আনিবার হুকুম আছে তাহা আনিতে ত্রুটি কিম্বা অস্বীকার করে এবং আদালতে উপস্থিতথাকা যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার হুকুম হয় সেই ব্যক্তি যদি শপথ করিতে এবং সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তবে জজ সাহেব এক শত টাকার মধ্যে যত টাকা জরীমানা নির্দ্দিষ্ট করেন সেই ব্যক্তি তত টাকা জরীমানা দিবেক। এবং ঐ সমুদয় জরীমানা বা তাহার কোন অংশ খরচাবাদে জজ সাহেবের বিবেচনায় ঐ অস্বীকার অথবা ত্রুটির দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তির ক্ষতিপুরণার্থে তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৫০ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের জজ সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমায় কর্জ অথবা দাওয়া ত্রিশ টাকার অধিক হয় সেই মোকদ্দমায় যে আসামীর নামে সমন বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তির বিষয়ে যদি এইমত প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি লুকাইয়া আছে অথবা প্রকারান্তরে আদালতের হুকুম এড়াইতেছে কিম্বা ফরিয়াদীর কি আপনার সাধারণ মহাজনেরদের ক্ষতি করণের অভিপ্রায়ে আপনার দ্রব্য ও সম্পত্তি হস্তান্তর করিতেছে অথবা আদালতের এলাকাহইতে প্রস্থান করিতে কি আপনার জিনিসপত্র উঠাইয়া লইতে উদ্যত আছে তবে জজ সাহেবেরা সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করণার্থে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন এবং ঐ সমনক্রমে তাহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী না হওনপর্য্যন্ত সময়েং আদালতে হাজির হইবার বিষয়ে এবং সেই মোকদ্দমায় যে টাকা ও খরচা তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহা দেওনের বিষয়ে জাবৎ জামিন না দেয় তাবৎ তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন ইতি।

৫১ ধারা।

এই আইনের ক্ষমতাক্রমে কোন আদালতে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহার টাকা যেরূপ ঐ আদালতে ডিক্রীহওয়া কর্জের টাকা আদায় হয় সেইরূপে জজ

Digitized by Google

সাহেবেরদের হুকুমক্রমে আদায় হইতে পারে এবং এই আইনের লিখিতমতে তাহার হিসাব দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫২ ধারা।

এই আদালতের কোন নালিশ অথবা কার্য্যের যে সকল খরচার বিষয়ে ইহার মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম নাই তাহা জজ সাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন সেই মতে বাদিপ্রতিবাদীর দ্বারা দেওয়া যাইবেক অথবা তাহারা অংশাংশমতে তাহা দিবেক এবং যদি তাহার বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম না হয় তবে যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহার দ্বারা দেওয়া যাইবেক। এবং উক্ত আদালতে কোন কর্জের ডিক্রী যেরূপে জারী হয় সেইরূপে এইমত কোন খরচা আদায়ের জন্যে হুকুম জারী হইতে পারে ইতি।

৫৩ ধারা।

এই আইনের মধ্যে যে বর্জিত হুকুম আছে তাহাছাড়া এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতের প্রত্যেক হুকুম ও ডিক্রী বাদিপ্রতিবাদীরদের মধ্যে চূড়ান্ত নিশ্চিত জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে প্রত্যেক গতিকে জজ সাহেবেরদের নিকটে এইমত হৃদ্বোধমতে প্রমাণ না হয় যে ফরিয়াদীর অথবা আসামীর পক্ষে আদালতের ডিক্রী করা উচিত সেই২ গতিকে ঐ জজ সাহেবেরা ফরিয়াদীকে নসুট করিতে পারেন। এবং যে প্রত্যেক গতিকে তাঁহারা উচিত বোধ করেন সেই২ গতিকে তাঁহারা যে২ নিয়ম ওয়াজিবী বুঝেন সেই২ নিয়মক্রমে নূতন মোকদ্দমা করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং ইতিমধ্যে মোকদ্দমার সকল কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন ইতি।

৫৪ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত কোন আদালতে যে মোকদ্দমা আরম্ভ হয় সেই মোকদ্দমায় কর্জ বা খেসারতে বা সম্পত্তির মূল্যের দাওয়া এক শত টাকার অধিক না হইলে কোন রিট অথবা হুকুমের দ্বারা ঐ আদালতহইতে খারিজ হইয়া সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হইতে পারে না। এবং এক শত টাকার অধিক হইলেও যদি ঐ সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবের এইমত হৃদ্বোধ প্রমাণ না হয় যে ঐ মোকদ্দমায় এইমত কোন আইনঘটিত কি একুটিঘটিত বিষয় উত্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে যে তাহা কঠিন কি নব্য কিম্বা সাধারণ মতে গুরুত্ব হওয়াপ্রযুক্ত অথবা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে সেই বিষয়ে কোন ভ্রমযুক্ত ডিক্রী হইয়া আসিতেছে এই প্রযুক্ত তাঁহার বোধে সেই মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টের বিচারে অর্পণ হওনের যোগ্য হয় এবং যদি ঐ জজ সাহেব তদনুসারে অনুমতি না দেন তবে সুপ্রিম কোর্টে সেই মোকদ্দমা অর্পণ হইতে পারে না। এবং সুপ্রিম কোর্টে অর্পণ হইলে খরচা

Digitized by Google

দেওনের বিষয়ে অথবা কর্জ কি খরচার জামিন দেওনের বিষয়ে অথবা প্রকারান্তরে ঐ সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেব যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে কার্য্যের নিয়ম করিতে পারেন ইতি।

৫৫ ধারা।

অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরা আইনসম্পর্কীয় কি একুটি-সম্পর্কীয় যে কোন বিষয়ে তাঁহারদের সন্দেহ জন্মে অথবা যে বিষয়ে মোকদ্দমার বাদি প্রতিবাদী তাঁহারদিগকে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরদের মত জিজ্ঞাসা করণার্থে পৃথক্ রাখিতে প্রার্থনা করে সেই বিষয় ঐ অল্প মূল্যের মোকদ্দমায় আদালতের জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে যবেস্থবে রাখিতে পারেন এবং যে বিষয়ে তাঁহারদিগকে এইরূপে উক্ত সুপ্রিম কোর্টে জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই বিষয়ে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের মতের অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা মোকদ্দমার ডিক্রী করিবেন। যদি কেবল দুই জন জজ সাহেব এক সঙ্গে বসেন এবং তাঁহারদের মতের ঐক্য না হয় তবে যে বিষয়ে অনৈক্য হয় তাহা উক্ত প্রকারে সুপ্রিম কোর্টে জিজ্ঞাসা করা যাইবেক ইতি।

৫৬ ধারা।

যে কোন কর্জ বা ক্ষতি অথবা খরচার বিষয়ের উক্ত আদালতে ডিক্রী হয় সেই কর্জপ্রভৃতি যে সময়ে বা যে সকল সময়ে এবং যে কিস্তিবন্দীক্রমে দেওয়া যাইবেক তাহার বিষয়ে জজ সাহেবেরা হুকুম করিতে পারেন। এবং জজ সাহেবেরা অন্য প্রকার হুকুম না দিলে সেই সকল টাকা আদালতে দাখিল করা যাইবেক ইতি।

৫৭ ধারা।

যদি বাদিপ্রতিবাদীর মধ্যে পরস্পর বিপরীত ডিক্রী হয় তবে যে ব্যক্তির পক্ষে অধিক টাকার ডিক্রী হইয়াছে কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী জারী হইবেক এবং অল্পসংখ্যক ডিক্রীর টাকা বাদ দিয়া যত টাকা বাকী থাকে কেবল তাহার জন্যে ডিক্রী জারী হইবেক। এবং অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ হওনের বিষয় এবং অল্প-সংখ্যক টাকার ডিক্রী পরিশোধের বিষয় নিদর্শন বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এবং যদি উভয় ডিক্রীর টাকা তুল্য হয় তবে উভয় ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হইয়াছে ইহা লেখা যাইবেক ইতি।

৫৮ ধারা।

আদালত কোন টাকা দেওনের বিষয়ের হুকুম করিলে যদি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা সময়সকলে দেওয়া না যায় তবে যে ব্যক্তির

Digitized by Google

প্রতিকূলে সেই হুকুম হইয়াছে অন্য কোন এত্তেলা বা হুকুম বিনা সেই হুকুম জারী করণার্থে সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবেক অথবা তাহার সম্পত্তি কি জিনিসপত্র জব্দ হইবেক। এবং যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইল তাহার দরখাস্তক্রমে উক্ত আদালতের ক্লার্ক সাহেব ঐ আদালতের মোহরকরা ডিক্রী জারীর এক রিট ঐ আদালতের কোন এক জন বেইলিফকে দিবেন এবং ঐ রিটের ক্ষমতাক্রমে ঐ বেইলিফ ঐ ব্যক্তিকে কয়েদ করিবেক অথবা যে টাকা দিবার হুকুম হয় তাহা এবং ডিক্রী জারীর খরচা সেই ব্যক্তির যে কোন জিনিস ও সম্পত্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে পাওয়া যায় সেই জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা উসুল করিবেক। এবং সকল সারজন ও পোলীসের অন্যান্য আমলা আপনং এলাকার মধ্যে ঐ রিট জারী করণের সাহায্য করিবেক ইতি।

৫৯ ধারা।

যদি ঐ আদালত কোন টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া দিবার হুকুম করিয়া থাকেন তবে সেই হুকুমক্রমে কোন কিস্তির টাকা দেওনের ত্রুটি না হইলে ঐ হুকুমক্রমে জারীর কার্য্য হইবেক না। এবং তাহা হইলে আর কোন এত্তেলা অথবা হুকুম বিনা উক্ত যত টাকা ও খরচা সেই সময়ে বাকী থাকে সেই সমুদয়ের জন্যে অথবা তাহার যে অংশের বিষয়ে আদালত আদৌ হুকুম করণের সময়ে অথবা তাহার পর কোন সময়ে আদালতের মোহরক্রমে হুকুম করিয়াছিলেন তাহার জন্যে একেবারে কিম্বা ক্রমেং জারীর কার্য্য হইতে পারে ইতি।

৬০ ধারা।

যখন এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তখন আদালতের বেইলিফ সেই ওয়ারণ্টের ক্ষমতাক্রমে যে জেলখানা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে এই আদালতের জেলখানা নির্দ্দিষ্ট করেন সেই জেলখানায় সেই ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেক এবং ছয় কালেণ্ডর মাসের অনধিক যে মিয়াদের হুকুম ঐ ওয়ারণ্টের মধ্যে থাকে সেই মিয়াদপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি সেইখানে থাকিবেক কিন্তু ছয় মাস অতীত হওনের পূর্ব্বে যদি আসামী আদালতের হুকুম প্রতিপালন করে তবে খালাস হইবেক ইতি।

৬১ ধারা

কোন ব্যক্তি একি ডিক্রীর জন্যে দুইবার কয়েদ হইবেক না এবং একি ডিক্রীক্রমে একি সময়ে ডিক্রী জারী করণার্থে আসামীকে কয়েদ করিতে এবং তাহার জিনিস জব্দ করিতে হুকুম হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

৬২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট দেওনের সময়ে দিনপ্রতি দেড় আনার হিসাবে এক সপ্তাহের খোরাকী আদালতের ক্লার্ক সাহেবের নিকটে আমানৎ করিবেক এবং ক্লার্ক সাহেব ওয়ারণ্ট জারীর সময়ে ঐ টাকা জেলখানার অধ্যক্ষকে দিবেন ইতি।

৬৩ ধারা।

যে ব্যক্তির নালিশক্রমে ওয়ারণ্ট দেওয়া গিয়াছে তাহাকে এইরূপ প্রত্যেক ওয়ারণ্ট জারী হওনের এত্তেলা অগৌণে দেওয়া যাইবেক এবং তাহাতে সেই ব্যক্তি যে মাসে ওয়ারণ্ট জারী হইল সেই মাসের অবশিষ্ট কালের খোরাকী সেইরূপ দৈনিক নিরিখক্রমে জেলখানার অধ্যক্ষের নিকটে আমানৎ করিবেক এবং তৎপরে সেই-রূপে যে প্রত্যেক মাস খাতক তাহার মোকদ্দমায় কারাবদ্ধ থাকিবার যোগ্য হয় সেই মাসের জন্যে মাসেং আগাম খোরাকী সেইরূপ দৈনিক নিরিখে আমানৎ করিবেক ইতি।

৬৪ ধারা।

ঐ খোরাকী আসামীর আহারাদিতে ব্যয় হইবেক এবং যে মহাজন তাহাকে কয়েদ রাখিতেছে সেই মহাজন যদি খোরাকী দিতে ত্রুটি করে তবে আসামী আদা-লতের হুকুমক্রমে খালাস হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

৬৫ ধারা।

যত খোরাকী টাকা আসামীর আহারাদিতে ব্যয় হয় তাহা মোকদ্দমার খরচার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং যে সকল খোরাকী টাকা এইরূপে ব্যয় না হয় তাহা ঐ টাকাদেওনিয়া মহাজনকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬৬ ধারা।

যখন কোন আসামী কোন কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা একেবারে অথবা যে কিস্তিবন্দী আদালত ওয়াজিবী বোধ করেন সেই কিস্তিবন্দীক্রমে দিবার উত্তম ও উপযুক্ত জামিন দিতে প্রস্তাব করে তখন সেই জামিন দেওয়া গেলে আদালত তাহাকে খালাস করিবার হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৬৭ ধারা।

কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা সম্পূর্ণরূপে দেওয়া গেলে আসামী তৎক্ষণাৎ খালাস হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৬৮ ধারা।

যদি কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচা না দেওয়া যায় তবে আসামী কয়েদ হওনপ্রযুক্ত সেই কর্জপ্রভৃতি দেওনের দায়হইতে মুক্ত হইবেক না। কিন্তু আসামীর তৎসময়ে যে সম্পত্তি থাকে অথবা তাহার পর যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় সেই সকল তাহার জেলখানাহইতে মুক্ত হওনের পর তাহার কর্জ অথবা সেই কর্জের যে অংশ পরিশোধ না হইয়াছে তাহা পরিশোধ করণার্থে জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক এবং আসামীর আহারাদিতে যে খোরাকী টাকা নিতান্ত ব্যয় হইয়াছিল তাহাও তাহার দিতে হইবেক ইতি।

৬৯ ধারা।

যে বেইলিফ উক্ত আদালতের ডিক্রী জারীর পরওয়ানা কোন ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি জারী করে সেই বেইলিফ ঐ পরওয়ানার ক্ষমতাক্রমে (সেই ব্যক্তির বা তাহার পরিবারের আবশ্যক কাপড়চোপড় ও বিছানা ও তাহার ব্যবসায়ের হাতিয়ার ও সরঞ্জাম ছাড়া) সেই ব্যক্তির কোন জিনিস ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে এবং যাহার প্রতিকূলে এইরূপ ডিক্রী জারী হয় সেই ব্যক্তির কোন নগদ টাকা বা ব্যাঙ্ক নোট এবং কোন চেক কি হুণ্ডী বা প্রোমিসরি নোট কি খৎ কি টাকার নিদর্শন কি জামিনীনামা ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে ইতি।

৭০ ধারা।

পূর্ব্বোক্তমতে যে কোন চেক বা হুণ্ডী কি প্রোমিসরি নোট বা খৎ অথবা টাকার কোন প্রকার নিদর্শন বা জামিনীনামা ঐ বেইলিফ সেইরূপ ক্রোক করিয়াছে কিম্বা লইয়াছে তাহা ঐ বেইলিফ ক্লার্ক সাহেবকে অথবা অন্য যে ব্যক্তিকে তাহা লইতে জজ সাহেবেরা নিযুক্ত করেন তাঁহাকে দিবেক। এবং ঐ ডিক্রী জারীক্রমে যে টাকা আদায় হইবার হুকুম হইয়াছে তাহা অথবা তাহার যে ভাগ অন্য প্রকারে আদায় বা উসুল না হইয়াছে সেই ভাগের বাবৎ ঐ ব্যক্তি তাহা ফরিয়াদীর উপকারার্থে জামিন বা জামিনসকলস্বরূপ আপন হাতে রাখিবেক। এবং যে টাকা বা টাকাসকল ঐ নিদর্শনপ্রভৃতির দ্বারা ধার্য্য হইল অথবা দেয় হইল সেই টাকা পাইবার সময় উপস্থিত হইলে ঐ ফরিয়াদী আসামীর পরিবর্ত্তে অথবা যে কোন ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আসামী নালিশ করিতে পারিত সেই ব্যক্তির পরিবর্ত্তে ঐ টাকা পাইবার নালিশ করিতে পারে ইতি।

৭১ ধারা।

যদি কোন সময়ে আদালতের এইমত হৃদ্বোধ হয় যে যে কর্জ অথবা খেসারতের টাকা আসামীর স্থানে উসুল করিতে হইবেক অথবা তাহার যে কিস্তি পূর্ব্বোক্তমতে

Digitized by Google

দিবার হুকুম হইয়াছে তাহা সেই আসামী পীড়া বা অন্য কোন মাতবর কারণপ্রযুক্ত দিতে ও পরিশোধ করিতে পারে না তবে ঐ জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে ঐ মোকদ্দমায় যে কোন ডিক্রী বা হুকুম কি ডিক্রী জারীর হুকুম হইয়াছিল তাহা যত কাল ও যে নিয়মে তাঁহারা উচিত বোধ করেন তত কাল ও সেই নিয়মক্রমে মৌকুফ অথবা স্থগিত করিতে পারেন। এবং সেইরূপে সময়ক্রমে যাবৎ সেই প্রকার প্রমাণের দ্বারা দৃষ্ট না হয় যে আসামীর টাকা দেওনের ঐ কিছু কালের অক্ষমতার যে কারণ ছিল তাহা নিবৃত্ত হইয়াছে তাবৎ হুকুম জারী স্থগিত করিতে পারেন ইতি।

৭২ ধারা।

পূর্ব্বোক্তমতে ডিক্রী জারীক্রমে জিনিস ক্রোক হইলে যদি সেই জিনিস নাশ্য না হয় অথবা যাহার জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহার লিখিত দরখাস্ত দাখিল না হয় তবে যে দিবসে ঐ জিনিস ক্রোক হইল তাহার পর পাঁচ দিবস অতীত না হইলে তাহা বিক্রয় হইবেক না ইতি।

৭৩ ধারা।

নীলাম না হওনপর্য্যন্ত যে বেইলিফের দ্বারা তাহা ক্রোক হইল সেই বেইলিফ তাহা কোন উপযুক্ত স্থানে ন্যস্ত করিবেক অথবা যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির বিষয়ে জজ সাহেবেরদের সম্মতি আছে সেই ব্যক্তির জিম্মায় ঐ জিনিস বেইলিফ রাখিবেক ইতি।

৭৪ ধারা।

জজ সাহেবেরা সময়ক্রমে যেং ব্যক্তি এবং যত ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন সেইং ব্যক্তিকে এবং তত ব্যক্তিকে জিনিস রাখিবার জন্যে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে যে সকল জিনিসপত্র অথবা সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহা বিক্রয় বা যাচাই করণার্থে তাঁহারদের বেইলিফের যত জনের অথবা অন্য উপযুক্ত যত ব্যক্তির আবশ্যক বোধ হয় তত ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া দালালী এবং যাচনদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ক্ষতি অথবা অত্যাচার না করিয়া তাহারদের কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণার্থে যত টাকার ও যে প্রকার জামিন লওয়া ঐ জজ সাহেবেরদের উচিত বোধ হয় তত টাকার ও সেই প্রকারে প্রত্যেক জনের স্থানে জামিন লইতে হুকুম দিতে পারেন। এবং এইরূপে নিযুক্ত কোন দালাল কি যাচনদারকে জজ সাহেবেরা তগীর করিতে পারেন ইতি।

৭৫ ধারা।

এই আইনানুসারে যে জিনিস ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোক হয় তাহা কেবল উক্তমতে নিযুক্ত দালাল অথবা যাচনদারের দ্বারা ডিক্রী জারীর হুকুম প্রতিপালনার্থে নীলাম হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৭৬ ধারা।

ঐ যাচাই ও বিক্রয়ের খরচাস্বরূপ বিক্রয়হওয়া জিনিসের উৎপন্নের টাকাপ্রতি এক আনা করিয়া দাওয়া হইবেক ও লওয়া যাইবেক। এবং যেরূপে শ্রীযুত গবরনর সাহেব হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর করেন সেইরূপে জজ সাহেবেরা এইরূপে প্রাপ্ত টাকা লইয়া উক্ত দালাল ও যাচনদারেরদের উপরি খরচ এবং মেহনতানার জন্যে ব্যয় করিতে পারেন ইতি।

৭৭ ধারা।

ঐ নীলামের দ্বারা যে সকল টাকা পাওয়া যায় আদালতের ক্লার্ক সাহেব তাহার এক হিসাব রাখিবেন এবং যাহার পক্ষে ডিক্রী জারী হয় সেই ব্যক্তিকে যত টাকা দেওয়া যায় এবং খরচা বলিয়া যত টাকা আদায় হয় ও হাতে রাখা যায় এবং নীলাম করণের জন্যে দালাল ও যাচনদারেরদিগকে যত টাকা দেওয়া যায় তাহার স্বতন্ত্রং হিসাব রাখিবেন ইতি।

৭৮ ধারা।

যে আসামীর বিরুদ্ধে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে ডিক্রী হয় সেই আসামী যদি তাহা জারী হওনের পূর্ব্বে ঐ আদালতের এলাকার বাহিরে যায় তবে যে জিলা অথবা শহরে ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া যায় তাহার জজ সাহেবকে যদি ফরিয়াদী অথবা তাহার উকীল ঐং বৃত্তান্তজ্ঞাপক এক লিখিত দরখাস্ত দেয় এবং তাহার সঙ্গে আদালতের ডিক্রীর রীতিমত দস্তখৎকরা এক নকল দাখিল করে তবে ঐ জজ সাহেবের আপনার ডিক্রী যেরূপে জারী করিতে আইনে হুকুম আছে সেইরূপে ঐ ডিক্রী জারী করিবেন। কিন্তু যদি আসামী ঐ ডিক্রী জারী না করণের কোন মাতবর কারণ দর্শায় এবং ঐ জিলা বা শহরের জজ সাহেব যত টাকার জামিন উচিত বোধ করেন তত টাকার জামিন এই মজমুনে দেয় যে ঐ ব্যক্তি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হয় ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবেক নতুবা আপনারদের সাবেক ডিক্রী রহিত করিতে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরদের হুকুমের এক রীতিমত দস্তখৎহওয়া নকল দাখিল করিবেক তবে সেই ডিক্রী জারী হইবেক না ইতি।

৭৯ ধারা।

যদি প্রাপ্ত টাকা এক শত টাকার অধিক না হয় তবে এই আইনের বিধিক্রমের স্থাপিত কোন আদালতে করা কোন ডিক্রী অন্যথা করণার্থে যে কোন "রিট অফ এরর" অথবা "সুপরসিডিয়সের" রিটের দরখাস্ত হয় তৎক্রমে অথবা তাহার দ্বারা কোন ডিক্রী অথবা ডিক্রীজারী স্থগিত বা বিলম্ব কিম্বা অন্যথা করা যাইবেক না। এবং এক শত টাকার অধিক হইলেও যে ব্যক্তি সেই প্রকার রিট অর্থাৎ

Digitized by Google

পরওয়ানার দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি সাবেক ডিক্রীর দ্বারা যে টাকা দেওনের হুকুম হইয়াছিল তাহার তিনগুণ টাকার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের মঞ্জুরকরা দুই মাতবর জামিন এই মজমুনে না দেয় যে আমি উক্ত রিটক্রমে শেষপর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইব এবং সেই রিটের অনুসারে মোকদ্দমা না হইলে অথবা সাবেক ডিক্রী বহাল হইলে যে কর্জ অথবা খেসারতের টাকা এবং খরচার ডিক্রী হইয়াছিল তাহা পরিশোধ করিব এবং দিব এবং ডিক্রী জারীর বিলম্বের বিষয়ে যে সকল ক্ষতি ও খরচা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা দিব তবে পুর্ব্বোক্ত রিটের দ্বারা কোন ডিক্রীজারী স্থগিত-প্রভৃতি হইবেক না ইতি।

৮০ ধারা।

কোন ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ডিক্রী জারীর ওয়ারণ্ট হইলে আদালতের ক্লার্ক সাহেব যত টাকা ও খরচার ডিক্রী হইয়াছিল তাহা এবং সেই ওয়ারণ্টের খরচা সেই ওয়ারণ্টে লিখিবেন। এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী হয় সেই ব্যক্তি যদি দ্রব্য ও সম্পত্তির প্রকৃতপ্রস্তাব নীলাম হওনের পুর্ব্বে পুর্ব্বোক্তমত টাকা ও খরচা অথবা তাহার যে অংশ ঐ টাকাপাওনিয়া ব্যক্তি আপন কর্জ বা খেসারতের টাকা এবং খরচার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধার্থে লইতে স্বীকার করে তাহা ও যে রসুম দিবার হুকুম এই আইনে আছে তাহা ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে অথবা যে বেইলিফের হাতে ডিক্রী জারীর ওয়ারণ্ট থাকে তাহাকে দেয় অথবা দেওয়ায় কি দিতে প্রস্তাব করে তবে ঐ ডিক্রী জারী নিবৃত্ত হইবেক এবং ঐ ব্যক্তির দ্রব্য ও সম্পত্তি খালাস ও মুক্ত হইবেক ইতি।

৮১ ধারা।

এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব সকল সমনের ও সকল হুকুমের ও সকল ডিক্রীর ও ডিক্রী জারীর ও তাহার ওয়াপোস ও সকল জরীমানা ও আদালতের অন্য সকল কার্য্যের নিদর্শন সময়ক্রমে আদালতের এক কি ততোধিক বহীর মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লেখাইবেন এবং সেই বহি ঐ আদালতের দফ্তরে রাখা যাইবেক। এবং এক কি ততোধিক জন জজ সাহেব তাহাতে রীতিমত দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ এক কি ততোধিক বহীর মধ্যে যে সকল লিপি থাকে তাহা অথবা আদালতের মোহরকরা তাহার যে এক নকল ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেব যথার্থ নকল বলিয়া সহী ও নির্দ্দিষ্ট করেন তাহা সকল আদালতে ও স্থানে ঐ প্রকার লিপির প্রমাণ এবং ঐ প্রকার লিপি বা লিপিসকলে যে কার্য্যের বিষয় লেখা আছে সেই কার্য্যের প্রমাণ এবং ঐ কার্য্য দাঁড়ামত হওনের প্রমাণ-স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক এবং তাহার বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

৮২ ধারা।

এইমত প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব প্রত্যেক বৎসরের মার্চ মাসে আদালতের ফরীয়াদীরদের যে সকল টাকা আদালতে দাখিল করা গিয়াছে এবং তৎপূর্ব্বের জানুআরি মাসের প্রথম দিবসাবধি পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত দাওয়া হয় নাই তাহার এক যথার্থ ফিরিস্তি প্রস্তুত করিবেন এবং যেং ব্যক্তির জন্যে বা নিমিত্তে ঐ টাকা ঐরূপে আদালতে দাখিল করা গিয়াছিল তাহারদের নাম ঐ ফর্দ্দে বিশেষরূপে লেখা থাকিবেক। এবং ঐ ফর্দ্দের এক নকল আদালতের বৈঠকের সময়ে আদালত ঘরের সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক ও থাকিবেক এবং সর্ব্বদা ঐ ক্লার্ক সাহেবের দফ্তরখানায় লট্‌কান থাকিবেক। এবং যে সকল টাকা কোন ফরিয়াদীর বা ফরিয়াদীরদের জন্যে ঐ আদালতে দাখিল করা গিয়া থাকে এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে ছয় বৎসরপর্য্যন্ত দাওয়া না হইয়া রহিয়াছে এবং এক্ষণে এইমত কোন আদালতের কমিস্যনর বা কর্ম্মকারকের হাতে আছে কি প্রকারান্তরে ঐ ফরীয়াদীরদের জন্যে ধার্য্য আছে তাহা এবং আর যে সকল টাকা উত্তর কালে কোন ফরিয়াদী বা ফরিয়াদীরদের উপকারার্থে ঐ প্রকার আদালতে দাখিল করা যায় তাহা যদি আদালতে সেইরূপ দাখিল হওনের পর ছয় বৎসরপর্য্যন্ত দাওয়া না হইয়া থাকে তবে তাহা আদালতের জন্যে যে রসুম লওয়া যায় তাহার ন্যায় বোধ হইয়া ব্যয় হইবেক এবং সেই হিসাবে জমা করা যাইবেক। এবং যে টাকা এইরূপে ছয় বৎসরপর্য্যন্ত বিনা দাওয়ায় আদালতে রহিয়াছে তাহার দাওয়া কোন ব্যক্তি করিতে পারিবেক না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ প্রকার টাকার দাওয়া রাখে সেই ব্যক্তি যত কাল নাবালগ ছিল কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রী কি উন্মাদ ছিল কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে ছিল তত কাল ঐ ছয় বৎসরের হিসাব করণেতে গণ্য হইবেক না ইতি।

৮৩ ধারা।

যে ব্যক্তি সময়ক্রমে আদালতের জজ বা ক্লার্ক সাহেব কি কর্ম্মকারক হন যদি কোন ব্যক্তি আদালতের বৈঠকের সময়ে বা তাহাতে উপস্থিত হওনের সময়ে জানিয়া শুনিয়া তাঁহার অপমান করে অথবা জানিয়া শুনিয়া আদালতের কার্য্যের ব্যাঘাত করে কি প্রকারান্তরে আদালতে কুব্যবহার করে তবে ঐ আদালতের কোন বেইলিফ কিম্বা কর্ম্মকারক অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য লইয়া বা তাহাবিনা জজ সাহেবেরদের হুকুমক্রমে সেই অপরাধিকে গ্রেফ্তার করিতে পারে এবং আদালতের বৈঠকের শেষ না হওনপর্য্যন্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারে। এবং জজ সাহেবেরা উচিত বুঝিলে আপনারদের দস্তখৎকরা এবং আদালতের মোহরকরা এক ওয়ারণ্টের দ্বারা এই আইনক্রমে অপরাধিরদিগকে যে কারাগারে কয়েদ করণের শক্তি আছে সেই কারাগারে ঐ অপরাধিকে সাত দিবসের অনধিক

Digitized by Google

মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ করিতে পারেন অথবা এইমত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে অপরাধির পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধিকে সাত দিনের অনধিক কালপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কারাগারে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু সাত দিবসের পূর্ব্বে জরীমানার টাকা দেওয়া গেলে সে ব্যক্তি খালাস হইবেক অথবা যদি সেই অপরাধ সুপ্রিম কোর্টে নালিশের যোগ্য হয় তবে এই আইনানুসারে সরাসরী দণ্ড না করিয়া ঐ অপরাধির নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

৮৪ ধারা।

এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের কর্ম্মকারক বা বেইলিফের উপর যদি তাহার নিয়মিত কর্ম্ম করণ সময়ে চড়াউ হয় অথবা ঐ আদালতের হুকুমক্রমে যে ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইয়াছে কি যে জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহা উদ্ধার করণার্থে যদি কোন উদ্যোগ হয় তবে যে ব্যক্তি এইরূপ অপরাধ করে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেক এবং তাহা আদালতের হুকুমক্রমে অথবা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্টমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উসুল হইবেক এবং আদালতের বেইলিফ কিম্বা পোলীসের অন্য কোন আমলা (ওয়ারণ্ট পাইয়া বা না পাইয়া) অপরাধি ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিতে এবং তাহাকে আদালতে অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আনিতে পারে ইতি।

৮৫ ধারা।

উক্ত আদালতের যে কোন বেইলিফ ঐ আদালতের কোন ওয়ারণ্ট জারী করণেতে নিযুক্ত হয় সেই বেইলিফ যদি ত্রুটির দ্বারা কি চক্ষু মুদনের দ্বারা কিম্বা কসুরপ্রযুক্ত ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণের সুযোগ হারায় তবে ঐ ত্রুটি বা চক্ষু মুদন বা কসুরের কার্য্য আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইলে তাহার দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তির নালিশক্রমে জজ সাহেবেরা ফরিয়াদীর যে ক্ষতি হইয়াছে বোধ হয় তাহা দিতে বেইলিফের প্রতি হুকুম করিতে পারেন। কিন্তু কোন গতিকে যত টাকার বিষয়ে ঐ জারীর হুকুম হইয়াছিল তাহাহইতে অধিক টাকা হইবেক না এবং ঐ বেইলিফ তাহার বিষয়ে দায়ী হইবেক। এবং তাহার প্রতি সেই ক্ষতির টাকার দাওয়া হইলে যদি সেই টাকা দিতে ও পরিশোধ করিতে স্বীকার না করে তবে আদালতের ডিক্রী জারী করণের যে রীতি ও উপায় এই আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই রীতি ও উপায়ক্রমে ঐ টাকা আদায় করা যাইবেক কিন্তু তাহা হইলেও ঐ আসল ওয়ারণ্ট জারী হওনের কোন বাধা হইবেক না ইতি।

৮৬ ধারা।

যদি আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা বেইলিফ কি কোন কর্ম্মকারকের প্রতি এই অভিযোগ হয় যে ঐ আদালতের হুকুমের ছল বা প্রতারণাক্রমে তিনি

Digitized by Google

জবরদস্তী করিয়া টাকা লইয়াছেন অথবা কোন কুক্রিয়া করিয়াছেন অথবা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে কোন টাকা আদায় করিয়া থাকেন তাহা রীতিমতে দেন নাই অথবা তাহার হিসাব দেন নাই তবে জজ সাহেবেরা সরাসরীমতে সেই বিষয়ের তদারক করিতে পারেন এবং যেরূপে কোন মোকদ্দমার সাক্ষিরদিগকে হাজির করাণ যাইতে পারে সেইরূপে যে সকল ব্যক্তির তন্নিমিত্তে হাজির হইবার আবশ্যক আছে তাহারদিগকে তলব করিতে এবং হাজির করাইতে পারেন এবং যে কোন টাকা জবরদস্তী করিয়া লওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে অথবা যে টাকা সেইরূপে আদায় হইয়াছিল তাহা রীতিমত দেওনের বিষয়ে এবং খেসারতের ও খরচার টাকা দেওনের বিষয়ে যেমত যথার্থ বুঝেন সেইমত হুকুম দিতে পারেন। এবং আরো যদি উপযুক্ত বুঝেন তবে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অনধিক যে জরীমানা তাঁহারা প্রচুর বোধ করেন তাহা ঐ ক্লার্ক সাহেব ও বেইলিফ অথবা কর্ম্মকারকের প্রতি দিতে হুকুম করিতে পারেন। এবং যে টাকা এইরূপে দেওনের হুকুম হয় তাহা যদি না দেওয়া যায় তবে আদালতের ডিক্রী জারী করাওণের যে রীতি ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে তাহা আদায় করাইবার হুকুম দিতে পারেন ইতি।

৮৭ ধারা।

এই আইন জারী করণের কার্য্য অথবা এই আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণেতে যে কোন ক্লার্ক সাহেব বা বেইলিফ কি অন্য কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন তিনি যদি আপনার নির্দ্দিষ্ট মাহিয়ানাছাড়া এই আইন জারী করণের বিষয়ে এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করা গিয়াছে বা যে কার্য্য করিতে হয় তজ্জন্যে অথবা অন্য কোন কারণে জানিয়া শুনিয়া এবং রেশ্বৎস্বরূপ কোন রসুম বা পুরস্কারের দাওয়া করেন বা লন কি গ্রহণ করেন তাহা আদালতের সম্মুখে প্রমাণ হইলে সেই ব্যক্তির বিষয়ে এই হুকুম হইবেক যে এই আইনক্রমে কোন লাভ বা প্রাপ্তির পদে আর কখন কর্ম্ম পাইতে বা নিযুক্ত হইতে পারিবেন না এবং ইহার মধ্যে নির্দ্দিষ্টমত খেসারতের বিষয়েও দায়ী হইবেন। কিন্তু ক্লার্ক সাহেবের এই অপরাধ হইলে আদালতের হুকুম শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর না করিলে তাঁহার দণ্ড হইবেক না ইতি।

৮৮ ধারা।

এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের হুকুম জারীক্রমে যে জিনিস কি সম্পত্তি লওয়া যায় তাহার বিষয়ে অথবা সেই জিনিসের উৎপন্ন বা মূল্যের বিষয়ে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ হুকুম বাহির হইয়াছে সে ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা দাওয়া করা যায় তবে আদালতের ক্লার্ক সাহেব ঐ হুকুম জারীর ভারপ্রাপ্ত

Digitized by Google

কর্ম্মকারকের দরখাস্তক্রমে তাহার নামে নালিশ হওনের পূর্ব্বে বা পরে এক সমন দিতে পারেন এবং ঐ সমনের দ্বারা যে ব্যক্তি ঐ হুকুম বাহির করিল এবং যে ব্যক্তি সেইরূপ দাওয়া করিল উভয়ের আদালতে তলব হইবেক। এবং তাহা হইলে ঐ দাওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে কোন নালিশ উত্থিত হইয়া থাকে তাহা রহিত হইবেক এবং সুপ্রিম কোর্টের কোন জজ সাহেবের নিকটে যদি এইরূপ প্রমাণ হয় যে ঐ সমন জারী হইয়াছে এবং সেই জিনিস ও সম্পত্তি জারীক্রমে ক্রোক হইয়াছিল তবে যে ব্যক্তি ঐরূপ নালিশ করিল সেই ব্যক্তিকে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতহইতে ঐ সমন বাহির হওনের পর ঐ নালিশক্রমে যে সকল কার্য্য হইয়াছে তাহার খরচা দিবার হুকুম করিবেন। এবং অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরা সেই দাওয়ার বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন এবং সেই দাওয়ার বিষয়ে এবং কার্য্যের খরচার বিষয়ে উভয় বিবাদির মধ্যে যে হুকুম উচিত বুঝেন সেই হুকুম করিবেন এবং ঐ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমার কোন হুকুম যেরূপে জারী হয় সেইরূপে ঐ হুকুম জারী হইবেক ইতি।

৮৯ ধারা।

শহর কলিকাতায় অল্প ভাড়ার জন্যে ক্রোকের নিয়ম করণের বিষয়ি ১৮৪৭ সালের ৭ আইনে যে২ ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা পাঁচ শত টাকার অনধিক ভাড়ার বাকী আদায় করণার্থে খাটান যাইবেক এবং এই আইনক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবেরা আপন২ এলাকার মধ্যে উক্ত আইনের বিস্তারিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। এবং ঐ আইনের মধ্যে "কলিকাতা এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের বসতি" এই কথার পরিবর্ত্তে "ঐ আদালতের এলাকার সীমাসরহদ্দ" পাঠ করা যাইবেক এবং "আদালতের কমিস্যনর" এই কথার পরিবর্ত্তে "এই আইনানুসারের স্থাপিত অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরা" এই কথা পাঠ করিতে হইবেক এবং ঐ আইনে যেখানে এক শত টাকা লেখা আছে সেখানে পাঁচ শত টাকা পাঠ হইবেক এবং উক্ত আইনের শেষের লিখিত তফসীলে যে নানা পাঠ আছে তাহা তদনুসারে ফেরফার করা যাইবেক এবং তাহাতে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের পরিবর্ত্তে এই আইন উল্লেখ করিতে হইবেক ইতি।

৯০ ধারা।

উক্ত ১৮৪৭ সালের ৭ আইনে যে বাকী টাকার আফিডেবিট অর্থাৎ সুকৃতিপত্র দিবার হুকুম আছে তাহা প্রত্যেক গতিকে যে ব্যক্তি ঐ বাকী টাকা পাইবার অধিকার রাখে সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার রীতিমত নিযুক্ত মোখ্তার করিতে পারে এবং এমত আফিডেবিট হইলে ক্রোকের পরওয়ানা জারী হইতে পারে ইতি।

Digitized by Google

৯১ ধারা।

যে ঘর কি ভূমির কিম্বা বাটীর বার্ষিক মূল্য কিম্বা ভাড়া পাঁচ শত টাকার অধিক হারের না হয় এমত ঘর কি ভূমি কিম্বা বাটী যদি কোন ব্যক্তি মালিকের অনুমতিবিনা দখল করে কিম্বা বাটী ত্যাগ করিবার আইনমত এত্তেলা দিলে যে পাট্টা অথবা একরার শেষ এবং নিবৃত্ত হয় এইমত পাট্টা কি একরারক্রমে দখল করে তবে সেই ভাড়াটিয়া ব্যক্তি অথবা সেই ভাড়াটিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ বাটীতে না থাকিলে অথবা তাহার কেবল কতক ভাগে থাকিলে যে ব্যক্তি সেই সময়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই বাটী অথবা তাহার কোন ভাগে থাকে সেই ব্যক্তি যদি সেই বাটী কি তাহার সেই ভাগ ত্যাগ করিতে এবং তাহার দখল ছাড়িয়া দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই বাটীর মালিক অথবা তাহার গোমাশ্‌তা ঐ ভাড়াটিয়া কিম্বা দখীলকার ব্যক্তির নামে আদালতহইতে এই মজমুনে সমন বাহির করিতে পারে যে দখীলকার যে স্বত্বক্রমে ঐ বাটী কিম্বা তাহার এক ভাগ দখল করিবার দাওয়া করে তাহা দর্শায় ইতি।

৯২ ধারা।

যদি তাহাতে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকার ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে ও স্থানে হাজির না হয় এবং তাহার বিরুদ্ধ কারণ না দর্শায় এবং তথাপি ঐ বাটী অথবা তাহার যে ভাগ তৎসময়ে তাহার দখলে থাকে সেই ভাগের দখল সেই বাটীর মালিক বা তাহার গোমাশ্‌তাকে দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই বাটীর মালিক বা তাহার গোমাশ্‌তা সেই বাটী আপনার সম্পত্তি হওনের প্রমাণ এবং যদ্যপি তাহা ভাড়া দেওয়া গিয়া থাকে তবে সেই ভাড়ার মিয়াদের শেষ হওন অথবা প্রকারান্তরে নিবৃত্ত হওনের প্রমাণ ও যে সময় ও যে প্রকারে তাহার শেষ হইল তাহার এবং যে স্বত্বের দ্বারা সে ব্যক্তি তাহার দখলের দাওয়া করে সেই স্বত্বের প্রমাণ দিতে পারে ইতি।

৯৩ ধারা।

ঐ সমন উপযুক্তমতে জারী হওনের প্রমাণ এবং বিষয়বিশেষে ভাড়াটিয়া অথবা দখীলকারের ত্রুটি কি অস্বীকারের প্রমাণ হইলে জজ সাহেবেরা আদালতের মোহরকরা এক ওয়ারণ্ট আদালতের কোন বেইলিফকে দিতে পারেন এবং তাহাতে তাহাকে এই হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক যে ঐ ওয়ারণ্টে লিখিত মিয়াদের মধ্যে অর্থাৎ ঐ ওয়ারণ্টের তারিখের পর সম্পূর্ণ সাত দিবসের কম না হয় ও দশ দিবসের অধিক না হয় ঐ বাটীর দখল ঐ বাটীর মালিক কি তাহার গোমাশ্‌তাকে দেয়। এবং ঐ ওয়ারণ্টের ক্ষমতাক্রমে ঐ বেইলিফ যত জন আবশ্যক বোধ করে তত জন লইয়া ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে এবং তাহার দখল দেওয়াইতে পারে। কিন্তু

Digitized by Google

জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ওয়ারণ্টক্রমে রবিবারে অথবা গুডফ্রাইডে কি ক্রিসমিসডে অর্থাৎ বড় দিনে অথবা অন্য যে কোন দিবস ঐ আদালত পর্ব্বের ন্যায় মানেন সেই দিবসে বাটীর মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে না অথবা প্রাতঃকালের ছয় ঘণ্টাবধি অপরাহ্নের ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত সময়ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রবেশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ঐ ওয়ারণ্ট দিয়াছেন সেই ব্যক্তির ওয়ারণ্ট পাওন সময়ে যদি সেই বাটীর দখলের বিষয়ে কোন আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল না তবে সেইরূপ বাটীর মধ্যে প্রবেশ ও তাহা দখল করণের বিষয়ে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকার তাহার নামে যে নালিশ করিতে চাহে সেই নালিশহইতে সেই ব্যক্তি রক্ষা পাইবেক ইতি।

৯৪ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত সমন ভাড়াটিয়া ব্যক্তির উপর জারী হইতে পারে অথবা যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভাড়াটিয়া কি দখীলকারকে আদলতের এলাকার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে আদালতের অনুমতিক্রমে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে বাটী ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছে সেই ব্যক্তির বাসস্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকে এবং দৃষ্টতঃ তথায় বাস করিতেছে সেই ব্যক্তিকে সমন দিলে তাহা জারী হইতে পারে। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বাসস্থান জানা নাই অথবা সেই সমন জারী করণার্থে তাহাতে প্রবেশ হইতে পারে না তবে যে বাটী এইরূপে ত্যাগ করণের অস্বীকার হইয়াছে সেই বাটীর সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে সমন লট্‌কাইলে ঐ সমন জারী হইতে পারে ইতি।

৯৫ ধারা।

যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে ওয়ারণ্ট দেওয়া গিয়াছিল তাহার ঐ বাটীর দখলের বিষয়ে আইনসিদ্ধ কোন স্বত্ব ছিল না বলিয়া ঐ আদালতের যেং জজ সাহেব অথবা যে ক্লার্ক সাহেবের দ্বারা পূর্ব্বোক্তমতে ঐ ওয়ারণ্ট দেওয়া গিয়াছিল তাঁহারদের বিরুদ্ধে ঐ ওয়ারণ্ট দেওনের বাবৎ অথবা যে বেইলিফ কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী হইয়াছিল কিম্বা ঐ সমন লট্‌কান গিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে তাহা জারী করণের বাবৎ কি ঐ সমন লট্‌কাওনের বাবৎ কোন মোকদ্দমা বা নালিশ হইতে পারিবেক না ইতি।

৯৬ ধারা।

যে গতিকে বাটীর মালিকের পূর্ব্বোক্তমত ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করণের সময়ে ঐ বাটীর অথবা পূর্ব্বোক্তমতে তাহার যে অংশ ত্যাগ করিতে অস্বীকার হইয়াছিল

Digitized by Google

সেই অংশের দখলের আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল সেই গতিকে ঐ বাটীর মালিক কি তাহার গোমাশ্‌তা কিম্বা তাহার পক্ষে কর্ম্মকারি অন্য কোন ব্যক্তির এই আইনের ক্ষমতানুসারে দখল পাইবার কার্য্যের রীতির কোন দাঁড়ার বা নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে কেবল ইহা বলিয়া সেই ব্যক্তি "ত্রেসপাস" অর্থাৎ অন্যায়রূপে প্রবেশকারী জ্ঞান হইবেক না। কিন্তু যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি উচিত বুঝিলে ঐ বেদাঁড়া অথবা অনিয়মের জন্যে নালিশ করিতে পারে এবং তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে কহে তাহা বিশেষরূপে নালিশপত্রে লিখিতে হইবেক এবং ঐ বিশেষ ক্ষতির জন্যে মোকদ্দমার খরচাসমেত সম্পূর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে বিশেষ ক্ষতির বিষয়ে দাওয়া হয় তাহার যদি প্রমাণ না করা যায় তবে আসামীর পক্ষে ডিক্রী হইবেক। এবং যদি ঐ ক্ষতির প্রমাণ হয় এবং সেই ক্ষতি দশ টাকার অধিক টাকাতে ধার্য্য না হয় তবে যে জজ সাহেব মোকদ্দমার বিচার করিলেন তিনি যদি আপনার এই মত না লেখেন যে ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ খরচা পাইবার যোগ্য তবে ঐ ফরিয়াদীকে যত ক্ষতির টাকার ডিক্রী হয় তাহাহইতে অধিক খরচা দেওয়ান যাইবেক না ইতি।

৯৭ ধারা।

যে ব্যক্তির নালিশক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই ব্যক্তির যদি দরখাস্ত করণের সময়ে ঐ বাটীর দখলের বিষয়ি কোন আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল না তবে ঐ ওয়ারণ্টের শক্তিক্রমে বাটীর মধ্যে প্রবেশ না হইলেও ঐ ওয়ারণ্ট বাহিরকরা ভাড়াটিয়ার কি দখীলকারের বিরুদ্ধে "ত্রেসপাস" অপরাধ বোধ হইবেক। এবং যদি ঐরূপ কোন ভাড়াটিয়া ব্যক্তি কি দখীলকার বাটীর মূল্য এবং ঐ নালিশের আনুমানিক খরচা বিবেচনা করিয়া জজ সাহেবেরা যত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের অনুমতিহওয়া দুই মাতবর জামিন দেয় এবং এই অঙ্গীকার করে যে যে ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট বাহির করিয়াছিল সেই ব্যক্তির নামে আমি প্রকৃতরূপে এবং অবিলম্বে নালিশ করিব এবং আসামীর পক্ষে ডিক্রী হইলে কিম্বা ফরিয়াদী আপনার নালিশেতে ক্ষান্ত হইলে কি না চালাইলে অথবা ননসুট হইলে আমি সেই কার্য্যের সকল খরচা দিব তবে ঐ "ত্রেসপাস" অপরাধের নালিশে যাবৎ ডিক্রী না হয় তাবৎ ওয়ারণ্ট জারী স্থগিত হইবেক। যদি ঐ "ত্রেসপাস" অপরাধের নালিশের মোকদ্দমার বিচারেতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে সেই নিষ্পত্তির দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট বাতিল হইবেক ইতি।

৯৮ ধারা।

এমত কোন ঘর কি ভূমি কি বাটীর দখল ফিরিয়া পাওয়া গেলেও তাহাতে ঐ ঘরপ্রভৃতির স্বত্বের বিচারার্থে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বাধা

Digitized by Google

হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ স্বত্বের বিষয়ি মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারে ইতি।

৯৯ ধারা।

কোন মোকদ্দমা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতহইতে খারিজ হওনেতে অথবা ঐ আদালতের কোন ডিক্রী বা ডিক্রী জারী স্থগিত বা বিলম্ব কিম্বা অন্যথা করণেতে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দখলের ওয়ারণ্ট জারী করণেতে কি নূতন মোকদ্দমার বিষয়ের দরখাস্ত করণেতে অথবা কোন ফয়সলা বা ডিক্রী কি ননসুট অন্যথা করণার্থে যে বণ্ড দেওয়া যায় তাহা ঐ নালিশের অন্য পক্ষ ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এবং জজ সাহেবের তাহা মঞ্জুর করণের এবং তাহাতে আদালতের মোহর থাকনের আবশ্যক হইবেক। এবং যদি ঐরূপ লওয়া বণ্ড খেলাফ হয় কিম্বা যে কার্য্য করণার্থে বণ্ড দেওয়া গিয়াছিল সেই কার্য্য যে জজ সাহেবের সম্মুখে হয় সেই জজ সাহেব যদি আদালতের রোয়দাদের মধ্যে ইহা না লেখেন যে ঐ বণ্ডের নিয়ম প্রতিপালন হইয়াছে তবে যে ব্যক্তিকে ঐ বণ্ড দেওয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তি কর্জের নালিশ করিয়া বণ্ডের লিখিত টাকা পাইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই শেষোক্ত নালিশ যে আদালতে হয় তাহার জজ সাহেব যে ব্যক্তিরা ঐ বণ্ডক্রমে দায়ী আছে সেই ব্যক্তিরদিগকে যে প্রতিকার তাঁহার বোধে উপযুক্ত হয় সেই প্রতিকার আদালতের বিধানক্রমে দিতে পারেন এবং ঐ বিধানের ঐ বণ্ড বাতিল করণের ন্যায় ফল হইবেক ইতি।

১০০ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল নালিশ ও কার্য্য সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইতে পারিত সেই নালিশেতে যদি অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের কোন কর্ম্মকারক এক পক্ষ হন এবং সেই নালিশে যদি এই আদালতের হুকুম জারীক্রমে লওয়া কোন জিনিস ও সম্পত্তি অথবা তাহার উৎপন্ন বা মূল্যের বিষয়ে দাওয়া না হয় তবে এই আইন না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে নালিশকারি ব্যক্তি চাহিলে তাহা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করিতে পারে এবং তাহার নিষ্পত্তি তথায় হইতে পারে ইতি।

১০১ ধারা।

যে২ কারণ পূর্ব্বোক্ত ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাছাড়া অন্য যে২কোন কারণে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালতহইতে সমন বাহির করা যাইতে পারিত সেই কারণে যদি এই আইন জারী হওনের পর সুপ্রিম কোর্টে কোন নালিশ আরম্ভ হয় এবং বন্দোবস্তমূলক মোকদ্দমা হইলে যদি ফরিয়াদীর পক্ষে পাঁচ শত টাকার ন্যূনে ডিক্রী হয় অথবা হানিমূলক নালিশ হইলে যদি এক শত টাকার কমের ডিক্রী

Digitized by Google

হয় তবে ফরিয়াদীর কেবল তত টাকা ফিরিয়া পাইবার ডিক্রী হইবেক এবং কোন খরচা দেওয়া যাইবেক না। এবং যদি ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী না হয় তবে উকীল ও মওক্কেলের মধ্যে যেরূপ খরচার নিয়ম হইয়া থাকে সেইরূপে আসামী আপনার খরচা পাইতে পারে। কিন্তু উভয় গতিকে মোকদ্দমার বিচারকারি জজ সাহেব যদি মোকদ্দমার রোয়দাদের পৃষ্ঠে ইহা লেখেন যে ঐ মোকদ্দমার কাঠিন্য কি নব্যতা কিম্বা সাধারণ গুরুত্বপ্রযুক্ত অথবা ঐ অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে সেই প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন ভ্রমযুক্ত রীতি হওনপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্য ছিল তবে উপরের উক্ত বিধি খাটিবেক না ইতি।

১০২ ধারা।

এই আইনের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব বা বেইলিফ কি কর্ম্মকারকের উক্ত আদালতের হুকুমের ছলে বা বাহানায় কোন অত্যাচার করণের বিষয়ে তাঁহার নামে যদি কোন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করে এবং সেই মোকদ্দমার বিচারে যদি ফরিয়াদীর পক্ষে পাঁচ শত টাকাহইতে অধিক টাকার ডিক্রী না হয় তবে জজ সাহেব যদি মোকদ্দমার রোয়দাদের পৃষ্ঠে আদালতে ইহা না লেখেন যে ঐ মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্য ছিল তবে সেই নালিশে ফরিয়াদীর পক্ষে কোন খরচার ডিক্রী হইবেক না ইতি।

১০৩ ধারা।

যে সকল দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা এই আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় বা নির্দ্দিষ্ট হওনের হুকুম আছে এবং তাহা আদায় করণের ও ব্যয় করণের বিষয়ে এই আইনের মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম না থাকে সেই২ দণ্ডপ্রভৃতির বিষয়ে অপরাধি ব্যক্তি যে স্থানে বাসকরে বা থাকে অথবা যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছিল সেই স্থানে যে জুষ্টিস অফ দি পীস অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা আছে তাঁহার সম্মুখে অপরাধি ব্যক্তির কবুলক্রমে অথবা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথ বা প্রতিজ্ঞাক্রমে প্রমাণ হইলে সেই২ দণ্ডপ্রভৃতি এবং সমনের ও অপরাধ নির্দ্ধার্য্য করণের খরচা ঐ জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দস্তখৎকরা ওয়ারণ্টক্রমে অপরাধি ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় হইবেক এবং ঐ দণ্ড বা গুনাহগারী কি জরীমানা এবং ক্রোক ও নীলামের খরচা বাদ দিলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ঐ জিনিস ও সম্পত্তির মালিকের দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

১০৪ ধারা।

যদি অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সেইরূপে কোন দণ্ড বা গুনাহগারী এবং জরীমানা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তবে ক্রোকী পরওয়ানার যাবৎ সুগমমতে ওয়াপোস

Digitized by Google

হইতে না পারে তাবৎ ঐ জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব দোষীকৃত অপরাধিকে আটক করিয়া রাখিতে হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু ক্রোকী পরওয়ানা ওয়াপোস করণের যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে হাজির হইতে যদি ঐ অপরাধী জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে প্রচুর জামিন দেয় তবে সেই ব্যক্তি আটক হইবেক না ঐ দিবস জামিন লওনঅবধি আট দিবসের অধিক হইবেক না এবং ঐ জামিন জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব মুচলকার দ্বারা বা প্রকারান্তরে যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে লইতে পারেন ইতি।

১০৫ ধারা।

সেই পরওয়ানা ওয়াপোস হইলে যদি দৃষ্ট হয় যে তাহার দ্বারা প্রচুরমতে ক্রোক হইতে পারে না অথবা যদি অপরাধির কবুলের দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত হৃদ্বোধ হয় যে ঐ জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে যাহাতে ঐ দণ্ড ও গুনাহগারী ও খরচ ও খরচার টাকা দেওয়া যাইতে পারে এইমত সেই ব্যক্তির প্রচুর জিনিস ও সম্পত্তি নাই তবে জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন বিবেচনাক্রমে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির না করিয়া তিন কালেণ্ডর মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত অপরাধিকে জেলখানায় কি হরিণবাড়িতে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু যদি সেই দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা ও তাহা আদায় করণের সকল ওয়াজিবী খরচা তিন মাসের পুর্ব্বে দেওয়া যায় ও পরিশোধ হয় তবে সেই ব্যক্তি কয়েদহইতে মুক্ত হইবেক ইতি।

১০৬ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা দেওয়া গেলে এবং আদায় হইলে যদি এই আইনের মধ্যে তাহা প্রকারান্তরে ব্যয় করণের কোন হুকুম না থাকে তবে তাহা সময়ক্রমে ঐ আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে দেওয়া যাইবেক এবং ঐ আদালতের রসুম যেরূপে ব্যয় হয় সেইরূপে ব্যয় হইবেক ইতি।

১০৭ ধারা।

যে সকল গতিকে এই আইনের দ্বারা কোন বণ্ড কি জরীমানা জুষ্টিস কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আদায় হওনের যোগ্য হয় সেই সকল গতিকে তিনি নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে তলব করিতে পারেন এবং ঐ তলবক্রমে ঐ নালিশ শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং তাঁহার নিকটে সেই বিষয়ে কোন লিখিত এজহার না হইলেও অপরাধের প্রমাণ পাইলে অপরাধিকে দোষী করিতে পারেন এবং তাহার দণ্ড কিম্বা জরীমানা দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং তাহা আদায় করিতে পারেন এবং তাঁহার সম্মুখে লিখিত এজহার হইলে যেরূপ হইত

Digitized by Google

সেইরূপে লিখিত এজহারবিনা সমনক্রমে যে সকল কার্য্য হয় তাহা সর্ব্বোতোভাবে সিদ্ধ ও প্রবল হইবেক ইতি।

১০৮ ধারা।

এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ হইলে এবং দোষ সাব্যস্ত হইলে অপরাধ সাব্যস্তের পাঠ পশ্চাৎ লিখিত পাঠ বা তাহার মজমুনে লেখা যাইতে পারে।

"সকল লোককে জানান যাইতেছে যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ আমার সম্মুখে (অথবা ১৮৫০ সালের ৯ আইনানুসারে নিযুক্ত জজ সাহেবের সম্মুখে) অমুক (এই স্থানে অপরাধ লিখিতে হইবেক) অপরাধের বিষয়ে দোষী হইল। এবং আমি অথবা আমরা মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জজ সেই ব্যক্তির এত টাকা জরীমানা দিতে অথবা অমুক স্থানে এত কালের জন্যে কয়েদ থাকিতে হুকুম করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত বৎসর ও মাস ও দিবসে আমারদের দস্তখৎকরা ও মোহরকরা এই হুকুম হইল ইতি।"

১০৯ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত কোন বিষয়ে যে কোন হুকুম বা ফয়সলা কি ডিক্রী বা অন্য কার্য্য হয় তাহা দাঁড়ার ব্যতিক্রমপ্রযুক্ত অন্যথা অথবা রহিত হইবেক না ইতি।

১১০ ধারা।

যখন এই আইনের শক্তিক্রমে কোন টাকার জন্যে ক্রোক হয় তখন এজহার কি সমন কিম্বা দোষ সাব্যস্ত করণ বা ক্রোকী পরওয়ানা কি তৎসম্বন্ধীয় অন্য কার্য্যে দাঁড়ার ব্যতিক্রম হইয়াছে বা দাঁড়ার অভাব আছে বলিয়া ঐ ক্রোক বেআইনী বোধ হইবেক না এবং যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি "ত্রেসপাসের" অপরাধী জ্ঞান হইবেক না। এবং ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি যদি তৎপরে কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম করে তবে তন্নিমিত্তে সেই ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি আদৌ "ত্রেসপাসের" অপরাধী জ্ঞান হইবেক না। কিন্তু ঐ বেদাঁড়ার দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় সেই ব্যক্তি ঐ বিষয়-সম্বন্ধীয় নালিশক্রমে বিশেষ ক্ষতির জন্যে সম্পূর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে ইতি।

১১১ ধারা।

এই আইনানুসারে করা কোন কার্য্যের বাবৎ যে কোন মোকদ্দমা এবং নালিশ কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে হয় তাহা ঐ কর্ম্ম হওনের পর তিন কালেণ্ডর মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এবং তৎপরে হইবেক না। এবং মোকদ্দমার

Digitized by Google

এবং তাহার কারণের এক লিখিত এত্তেলা নালিশ আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে অন্যূন এক কালেণ্ডর মাসের পূর্ব্বে ঐ আসামীকে দেওয়া যাইবেক। এবং ঐ নালিশ হওনের পূর্ব্বে যদি ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ আরম্ভ হওনের পর যদি আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে খরচাসমেত উপযুক্তসংখ্যক টাকা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন ফরিয়াদী ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় কিছু টাকা পাইতে পারিবেক না ইতি।

রসুমের তফসীল।

যাহার অধিক নহে	প্রত্যেক তলবচিঠী কি সফীনা	ওয়ারণ্ট
১০ টাকা	৵	৵
২০	।০	।০
৫০	॥০	॥০
১০০	১	১
২০০	১।০	২
৩০০	১॥০	৩
৪০০	১৸০	৪
৫০০	২	৫

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১০ দশম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

এডেন বন্দর নিস্কুর বন্দর নির্দ্ধার্য্য করিবার আইন।

যেহেতুক আরব দেশের এডেন বন্দরে সর্ব্ব দেশের জাহাজের গমনাগমনের উৎসাহ দিলে ভারতবর্ষের পশ্চিম তট এবং সুপ সমুদ্র ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানের মধ্যে যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার বৃদ্ধি হইবেক অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে নির্দ্ধার্য্য ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

আরব দেশস্থ এডেন বন্দর ও বসতি নিস্কুর বন্দর ও বসতি হইবেক এবং উক্ত বন্দর ও বসতিতে যে জাহাজাদি গমনাগমন করে অথবা সমুদ্রপথে বা স্থলপথে আইনমতে যে কোন জিনিস তাহাতে আমদানী বা তাহাহইতে রফ্তানী হয় তাহার উপর সেই স্থানে কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।

২ ধারা।

উক্ত এডেন বন্দর ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের বিধির মধ্যে গণ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এক জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translalor.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

১৮৪১ সালের ১০ আইন শুধরিবার আইন।

১৮৪১ সালের ১০ আইন সংশোধনার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪১ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে এতদ্দেশীয় যে রাজার বা রাজ্যের অধীনতারূপ সম্বন্ধ আছে অথবা সহকারিতার সন্ধি থাকে সেই রাজার অধিকারে বা সেই রাজ্যের মধ্যে নির্ম্মিত কোন প্রকার জাহাজের প্রতি কোনং গতিকে ব্রিটনীয় জাহাজের ক্ষমতা ও উপকার দেওনার্থে ঐ আইনের ২৪ ধারাক্রমে যে পাস অর্থাৎ পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে এই আইন জারী হওনের পর সেইপ্রকার গতিকে এবং সেইপ্রকার নিষেধের অধীনে উক্ত প্রকার এতদ্দেশীয় কোন রাজার বা রাজ্যের কি তাঁহারদের প্রজারদের কোন জাহাজ যে কোন স্থানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহার বিষয়ে দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৩ ধারা।

ব্রিটনীয় প্রজারদের যে সকল জাহাজ ১৮৪১ সালের ১০ আইনের দ্বারা রেজিষ্টরী হইতে পারে অথবা এদেশীয় কোন রাজার বা রাজ্যের কিম্বা তাঁহারদের প্রজারদের যে সকল জাহাজ এই আইনের দ্বারা সংশোধিত ১৮৪১ সালের ১০ আইনমতে পাস অর্থাৎ পরওয়ানা পাইতে পারে সেই সকল জাহাজ কেবল সমুদ্র তীরস্থ বন্দরেং অথবা ভারতবর্ষের মহাদ্বীপের কোন বন্দর ও সিংহল দ্বীপের কোন বন্দরের মধ্যে গমনাগমন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহা যত বোঝাইধারী হউক কিম্বা যত মাস্তুলপ্রভৃতিতে সাজান থাকুক তাহা প্রত্যেক রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিম্বা হজুর

Digitized by Google

কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব সময়েং যে বিধান করেন সেই বিধানমতে রেজিষ্টরী হইতে পারে ও পাস অর্থাৎ পরওয়ানা পাইতে পারে ও তাহার বোঝাই নির্ণয় হইতে পারে ইতি।

৪ ধারা।

সমুদ্রের তীরস্থ গমনশীল যেং জাহাজ এই আইনের ৩ ধারানুসারে রেজিষ্টরী করা যায় তাহার মালিকেরা রেজিষ্টরীর প্রত্যেক সর্টিফিকটের নিমিত্তে নীচের লিখিতমত রসুম দিবেন।

চারি টনের অনধিক বোঝাইধারি জাহাজের নিমিত্তে এক টাকা।

চারি টনের অধিক বিশ টনের অনধিক। পাঁচ টাকা।

বিশ টনের অধিক ও আশী টনের অনধিক। সাত টাকা।

আশী টনের অধিক হইলে টনপ্রতি দুই আনা।

এবং ঐ রসুম যে রাজধানীতে আদায় হয় সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের নামে জমা হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এই আইন ১৮৪১ সালের ১০ আইনের অন্তর্গত ও তাহার অংশস্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এক জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

সরকারী হিসাবীর ত্রুটিপ্রযুক্ত ক্ষতি নিবারণের আইন।

সরকারী হিসাবীরদের ত্রুটিপ্রযুক্ত ক্ষতি পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

প্রত্যেক সরকারী হিসাবী আপনার পদের বিশ্বাসি কার্য্য যথার্থরূপে নির্ব্বাহ করণার্থে এবং আপন পদের উপলক্ষে যে সকল টাকা তাঁহার দখলে বা অধীনে আইসে তাহার উপযুক্ত হিসাব দেওনার্থে জামিন দিবেন ইতি।

২ ধারা।

যদি কোন সরকারী হিসাবীর পদের সম্পর্কে কোন বিশেষ আইন না থাকে তবে যাঁহার দ্বারা প্রত্যেক সরকারী হিসাবী আপন পদে নিযুক্ত হন তিনি সময়ক্রমে যে কোন বিধি করিয়াছেন বা উত্তর কালে করেন সেই বিধির অনুসারে যত টাকার ও যে প্রকার স্থাবর অথবা অস্থাবর কি উভয় প্রকারের জামিন নির্দ্দিষ্ট হয় এবং ঐ পদের ভাব দৃষ্টে যে২ ব্যক্তিকে জামিন দিবার হুকুম হয় সেই২ জামিন ঐ সরকারী হিসাবী দিবেন। কিন্তু তাহার বিষয়ে ঐ রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতির আবশ্যক হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে কেহ কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে কোন পদে নিযুক্ত হওনপ্রযুক্ত কোন টাকা বা টাকার নিদর্শন পত্র লইবার বা আপনার জিম্মায় কিম্বা অধীনে রাখিবার ভারপ্রাপ্ত হন অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন ভূমির সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত হন অথবা সরকারী আসৈনি কি টুষ্টি কিম্বা সরবরাহকার বা অন্য কোন প্রকার সরকারী

Digitized by Google

কর্ম্মকারকস্বরূপ অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের টাকা অথবা টাকার নিদর্শন পত্র লইবার বা আপন জিম্মায় বা অধীনে রাখিবার কি কোন ভূমির সরবরাহের ভার-প্রাপ্ত হন সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী হিসাবী গণ্য হইবেন ইতি।

৪ ধারা।

যে সিরিশ্তায় কোন সরকারী হিসাবী থাকেন সেই সিরিশ্তার অধ্যক্ষ কি অধ্যক্ষেরা ঐ সরকারী হিসাবীর হিসাবে কোন ক্ষতি বা তছরুফ হইলে তাঁহার এবং তাঁহার জামিনেরদের নামে সরকারী ভূমির রাজস্বের বাকী হইলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে নালিশ করিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

ভূমির সরকারী রাজস্বের বাকী আদায়ের জন্যে এবং সেইরূপ কোন বাকীর বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়াচরণ হইয়াছে সেই ব্যক্তির খেসারতের টাকা পাইবার জন্যে যে সকল আইন এক্ষেণে চলন আছে বা উত্তর কালে হয় সেইং আইন এই প্রকার মোকদ্দমায় খাটাইবার নিমিত্তে কার্য্যের রীতির বিষয়ে যেং মতান্তর করা আবশ্যক হয় সেইং মতান্তর করিয়া এইরূপে সরকারী হিসাবীর প্রতিকূলে করা কার্য্যে এবং তাঁহার দ্বারা করা কার্য্যে খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে এই আইনের অর্থের মধ্যে গণ্য কোন সরকারী হিসাবীরদের জামিনীনামার মতাচরণ করণার্থে যে সকল মহাল সরাসরী-মতে বিক্রয় হইয়াছিল তাহা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে বিক্রয় হইলে যেরূপ হইত সেইরূপ তাহা উত্তম ও মাতবর জ্ঞান হইবেক এবং তাহা পুনর্ব্বিচার এবং অন্যথা হওনের যোগ্য হইবেক এবং তদপেক্ষা অধিক বা প্রকারান্তরে মাতবরপ্রভৃতি হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এক জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড দেওনের আইন।

বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তাঁহার ঐ পদের উপলক্ষে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি টাকার মূল্যবান নিদর্শন পত্র লইবার কি আপন জিম্মায় বা অধীনে রাখিবার ভার অর্পণ হয় সেই ব্যক্তি যদি তাহা বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করেন অথবা তাঁহার প্রতি অর্পিত বিশ্বাসি কর্ম্মানুসারে সেই সম্পত্তিপ্রভৃতি যে অভিপ্রায়ে ব্যবহার করিতে হয় তাহাছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে তাহা বা তাহার কোন অংশ কোন প্রকারে প্রতারণাক্রমে ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করেন সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছেন বোধ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে সকল ব্যক্তি আপনং পদ কি কর্ম্মের উপলক্ষে পদসম্পর্কীয় টুষ্টি এবং আসৈনি এবং টাকা গ্রহণকারী আছেন তাঁহারা এবং যে সকল জুষ্টিস অফ্ দি পীস ও করনর এবং অন্যান্য যেং ব্যক্তি আপন পদ অথবা কর্ম্মের উপলক্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে কোন জরীমানা বা গুনাহগারী কি দণ্ডের টাকা বা অন্য টাকা প্রাপ্ত হন তাঁহারা এবং সকল সরিফ ও ছোট সরিফ ও বেইলিফ ও কর্ম্মকারক এবং অন্য যে ব্যক্তি আদালতের ডিক্রী বা হুকুম জারীক্রমে টাকা আদায় করণের কর্ম্মে নিযুক্ত হন কিম্বা কোন রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের কি শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের কোন নিয়মক্রমে অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন আইনক্রমে যে কোন কর বা অন্য প্রকার টাকা আদায় করণের হুকুম আছে তাহা আদায় করণের কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহারা এবং পূর্ব্বের লিখিত কোন ব্যক্তিরদের দফ্তরে কি

Digitized by Google

চাকরীতে যে সকল তাবেদার আমলা ও চাকর নিযুক্ত থাকেন এবং সেই কার্য্যক্রমে তাঁহারদের জিম্মায় টাকা রাখা যায় তাঁহারা এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞান হইবেন এমত নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীমতী মহারাণী অথবা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার ব্যক্তি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করণেতে এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত অন্য প্রকার ব্যক্তিরা এই আইনের বহির্ভূত আছেন ইতি।

৩ ধারা।

ভারতবর্ষে ফৌজদারী বিচার উত্তম করণার্থ আইন এই নামবিশিষ্ট যে আক্ট পার্লিমেণ্ট মৃত চতুর্থ জর্জ বাদশাহের অধিকারের নবম বৎসরে হইয়াছিল তাহার ৯৯। ১০০। ১০১। ১০২। ১০৩। ১০৪ প্রকরণ রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম করা গিয়াছিল বা যে সকল কর্ম্ম করণে ক্ষান্ত হওয়া গিয়াছিল তৎসম্পর্কে ঐ আক্ট পার্লিমেণ্ট রহিত হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

যে প্রত্যেক কেরাণি কিম্বা চাকর আপনার মনিবের কি তাঁহার দখলে কিম্বা ক্ষমতার অধীনে থাকা কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র চুরী করে সেই ব্যক্তি এই আইনানুসারে ফেলোনিরূপে চুরী করণের দোষ যাহারদের বিষয়ে সাব্যস্ত হইয়াছে তাহারদের তুল্য দণ্ডনীয় হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে কোন কেরাণি কি চাকর অথবা যে কোন ব্যক্তি কেরাণি অথবা চাকরের ন্যায় কি পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ কর্ম্মে থাকনপ্রযুক্ত আপনার মনিবের নামে কিম্বা তাঁহার জন্যে কোন সম্পত্তি কি টাকা কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র গ্রহণ করে বা আপন দখলে লয় সেই ব্যক্তি যদি প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক তাহা কি তাহার কোন অংশ তছরুফ করে তবে সেই ব্যক্তি আপনার মনিবের স্থানে তাহা ফেলোনিপূর্ব্বক চুরী করিয়াছে জ্ঞান হইবেক এবং সেই সম্পত্তি বা টাকা কি নিদর্শন পত্র ঐ কেরাণি বা চাকর বা সেইরূপে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তির প্রকৃতপ্রস্তাব দখলে থাকন বিনা অন্য কোন প্রকারে তাহা তাহার মনিবের দখলে না আইলেও সেই কেরাণিপ্রভৃতি সেইরূপ অপরাধী হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

বাণিজ্যের চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ অথবা কুঠীর প্রত্যেক অংশী ও কর্ম্মকারক ও প্রত্যেক বণিক ও সওদাগর ও গোমাশ্তা ও দালাল ও মোক্তার বা অন্য প্রকার

Digitized by Google

এজেণ্ট সেই ব্যক্তি সামান্যতঃ এজেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে কি কেবল ঐ বিশেষ কর্ম্মের এজেণ্টস্বরূপ নিযুক্ত হইলে এবং সেই ব্যক্তি বেতন বিনা বা প্রকারান্তরে ঐ কর্ম্ম করিলে সেই ব্যক্তি বা এজেণ্টের প্রতি নির্ব্বিঘ্নে থাকন বা অন্য কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত যে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র অর্পণ হয় তাহা বিক্রয় করিতে কি বিক্রয় করিবার উদ্যোগ করিতে বা বন্ধক দিতে কিম্বা ব্যয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া গেলে বা না দেওয়া গেলে কিন্তু সেই টাকা বা সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র বা তাহার কোন অংশ কি তাহার উৎপন্ন বা উৎপন্নের কোন অংশ কোন বিশেষ অভিপ্রায়মাত্রে ব্যবহার করণের হুকুম থাকিলে সেই ব্যক্তি যদি ঐ টাকাপ্রভৃতি বা তাহার উৎপন্নের কোন অংশ যে অভিপ্রায়ে তাহার জিম্মা করা গিয়াছিল তদ্ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক ব্যয় বা ব্যবহার কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছে জ্ঞান হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এইমত বাণিজ্যের চার্টরপ্রাপ্ত কোন সমাজ অথবা কুঠী কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কোন বণিক কি সওদাগর বা মোক্তার কিম্বা দালাল বা অন্য এজেণ্টের নায়েব গোমাশ্‌তা বা মুহুরীর কি চাকর যে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বা কুঠীর বা ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের চাকরীতে নিযুক্ত আছেন সেই চার্টরপ্রাপ্ত সমাজপ্রভৃতির প্রতি যে অভিপ্রায়ে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র অর্পণ হইয়াছিল ইহা জানিয়া যদি সেই নায়েব গোমাশ্‌তাপ্রভৃতি যে অভিপ্রায়ে তাহা আপনার মনিব বা মনিবেরদের নিকটে অর্পণ হইয়াছিল তাহাছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে তাহা প্রতারণাক্রমে ব্যয় বা ব্যবহার কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক এবং সেই ব্যক্তি যদ্যপিও স্বয়ং ঐ সম্পত্তিপ্রভৃতির মালিকের দ্বারা তাহা ব্যবহার করণ কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া থাকে তথাপি সেই প্রকার অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের জন্যে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র বিশ্বাসপূর্ব্বক দখল করিতেছে অথবা তাহা লইবার বা আপন জিম্মায় বা আপনার অধীনে রাখণের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি তাহা বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করে কিম্বা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কোন প্রকারে প্রতারণাক্রমে আপনার নিজ ব্যবহার বা উপকারের জন্যে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছে বোধ হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৯ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তির এই আইনানুসারে কোন সম্পত্তি কি টাকা বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র ফেলোনিমতে চুরীকরণের দোষ সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে প্রেরিত হইবার দণ্ডের যোগ্য হইবেক অথবা সাত বৎসরের অনধিক কাল মিয়াদে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা পরিশ্রম বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

যে কোন দলীলের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন দেশ বা রাজ্যের সরকারী মূল ধন বা টাকার কিম্বা কোন চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ কি কুঠীর মূল ধনের কোন অংশ বা লাভের অধিকারী হন অথবা তাহার অধিকারিত্ব দৃষ্ট হয় ঐ দলীল কি ঐ প্রকার কোন অংশ বা কোন লাভ হস্তান্তর করণের দলীল কিম্বা ঐরূপ কোন অংশের কোন ডিবিডেণ্ড অথবা সুদ পাইবার দলীল কি যে দলীলের দ্বারা কোন ব্যাঙ্কে আমানৎকরা টাকার অধিকার হয় কি অধিকার দৃষ্ট হয় তাহা এবং কোন নিশ্চিত বা সম্ভাবিত ঘটনার উপলক্ষে কোন টাকা দেওনের ওয়ারণ্ট অথবা হুকুম কি দলীল কিম্বা সেই ঘটনার উপলক্ষে কোন জিনিস বা মাল দাখিল করণের অথবা লইবার ওয়ারণ্টপ্রভৃতি এই আইনের অর্থের মধ্যে মূল্যবান নিদর্শন পত্র বোধ হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

এই আইনানুসারে যে ব্যক্তি অপরাধী হয় সেই ব্যক্তি ছয় কালেণ্ডর মাসের মধ্যে যত বিশেষং তছরুফ করিয়াছে অথবা পূর্ব্বোক্তমতে প্রতারণাক্রমে যতবার কোন সম্পত্তি ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে সেই নানা অপরাধের বিষয়ে তাহার নামে একি নালিশ হইতে পারে অর্থাৎ প্রথম অপরাধ করণঅবধি শেষ অপরাধ করণপর্য্যন্ত যদি ছয় কালেণ্ডর মাস হইল তবে একি নালিশ হইতে পারে। এবং ঐরূপ কোন ট্রুষ্টি অথবা সরকারী কর্ম্মকারকের হিসাবে কোন ভারি কমতির প্রমাণ হইলে যাবৎ তাহা উপযুক্তমতে বুঝান না যায় তাবৎ সেই কমতির প্রমাণ এই অপরাধের প্রমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

যদি ঐ অপরাধ কোন টাকা কিম্বা কোন ব্যাঙ্ক নোট কি ব্যাঙ্ক পোষ্ট বিল কি বণিকের চ্যাক কি হুণ্ডী বা প্রোমিসরি নোট কিম্বা কোম্পানির কাগজ বা সেইরূপে টাকা দেওনের অন্য কোন নিদর্শন পত্রের সম্পর্কীয় হয় তবে নালিশপত্রে কোন বিশেষ প্রকার মুদ্রা অথবা বিশেষ মূল্যবান নিদর্শনপত্র বর্ণনা না করিয়া টাকা তছরুফ করণ অথবা প্রতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার বা ব্যয় করণ কিম্বা হস্তান্তর করণের অপরাধ

Digitized by Google

তাহাতে লিখিত হইলে প্রচুর হইবেক। এবং যদি অপরাধির বিষয়ে এমত প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি কোন সংখ্যার টাকা বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র তছরুফ করিয়াছে অথবা প্রতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে তবে যে বিশেষ প্রকার মুদ্রা বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র তছরুফপ্রভৃতি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ না হইলেও ঐ সম্পত্তির প্রকারের বিষয়ে ঐ নালিশ সিদ্ধ হইয়াছে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারে কোন অপরাধির বিরুদ্ধে নালিশ হইলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি তছরুফ হইয়াছে অথবা প্রতারণাপূর্ব্বক ব্যয় কি হস্তান্তর হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে পশ্চাৎ লিখিত মতব্যতিরেকে অন্য কোন মতে বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না অথবা এই আইনের বিধির অনুসারে তাহার সাধারণ বিবরণের অতিরিক্ত আর কোন প্রকারে তাহার বিশেষ বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না। এবং যে অপরাধ হয় তাহা যদি বাদশাহের বা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ পদক্রমে তাহার প্রতি অর্পণহওয়া কোন সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করণ বা প্রতারণাক্রমে ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করণের অপরাধ হয় তবে আসামী ঐ চাকরীতে নিযুক্ত ছিল এবং আপনার ঐ পদোপলক্ষে সেই সম্পত্তি পাইল এবং বিষয়বিশেষে তাহা বা তাহার কোন অংশ তছরুফ করিল কিম্বা প্রতারণাপূর্ব্বক তাহা ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করিল ইহা নালিশপত্রে লিখিলে প্রচুর হইবেক। এবং যদি এই নালিশ হয় যে সরকারী কর্ম্মকারক-ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্বোক্তমতে সম্পত্তি অর্পণ হইল এবং সেই ব্যক্তি প্রতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে তবে সেই সম্পত্তির সাধারণ বর্ণনা করিয়া সেই সম্পত্তি সেই ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক অর্পণ হইয়াছিল ইহা নালিশপত্রে লিখিলে প্রচুর হইবেক। সেই বিশ্বাসি কর্ম্মের অভিপ্রায় অতিসংক্ষেপে লিখিলে এবং সেই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক প্রতারণাক্রমে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে ইহা লিখিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

কোন সম্পত্তির অথবা কোন ব্যক্তির বা কোন পদ কি কর্ম্ম বা কার্য্যের বর্ণনার বিষয়ে বা বিশ্বাসি কর্ম্মের অভিপ্রায়ের বিষয়ে বা প্রকারান্তরের বিষয়ে যদি নালিশ-পত্রের বৃত্তান্ত এবং প্রমাণের বৃত্তান্তের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য হয় তবে এই আইনানুসারে অপরাধি ব্যক্তির যে আদালতে বিচার হয় সেই আদালত যদি এমত বোধ করেন যে নালিশগ্রস্ত ব্যক্তির ঐ অনির্দ্দিষ্ট কিম্বা অশুদ্ধ এজহারের দ্বারা আপনার জওয়াব দেওনের বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে নাই তবে ঐ আদালত সেই নালিশপত্র সংশোধন করিতে পারেন ইতি।

Digitized by Google

১৫ ধারা।

এই আইনক্রমে প্রত্যেক অপরাধী যে স্থানে কয়েদ আছে বা যে স্থানে অপরাধ করিল সেই স্থানের যে আদালতে ঐ অপরাধ বিচার্য্য সেই আদালতে তাহার বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি।

১৬ ধারা।

এই আইনক্রমে কোন অপরাধি ব্যক্তির দণ্ড হইলে তাহার কুক্রিয়া বা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বা কোম্পানি বাহাদুরের বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পূর্ণ করণের বিষয়ে তাহার উপর কিম্বা তাহার জামিনেরদের উপর যে ঝুঁকী আছে তাহা লোপ হইবেক না বা তাহার কিছু কমান যাইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

এই প্রকারে যে প্রত্যেক ব্যক্তির নামে এই আইনানুসারে কেলোনিক্রমে বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম্ম করণের অভিযোগ হয় সেই ব্যক্তির বিশ্বাসপূর্ব্বক গচ্ছিত বিষয় বা টাকা বা সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র নিতান্ত তছরুফ করণ বা প্রতারণাপূর্ব্বক ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করণের অপরাধ সাব্যস্ত না হইলে ও যদি তাহার বিরুদ্ধে এই প্রমাণ হয় যে সেই ব্যক্তি যে টাকা পাইল অথবা ব্যয় করিল কি তাহার প্রতি যে টাকা বিশ্বাসপূর্ব্বক গচ্ছিত হইয়াছিল তাহার কিম্বা তাহার নিকটে অর্পিত বা তাহার অধীনে থাকা জিনিস বা টাকার বাকীর মিথ্যা কৈফিয়ৎ অথবা হিসাব জানিয়া শুনিয়া দিয়াছে অথবা দাখিল করিয়াছে তবে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনাক্রমে জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং আদালতের বিবেচনাক্রমে সেই জরীমানার অতিরিক্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট বা পরিশ্রমবিনা এক বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে কেলোনিপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে আদালতে দোষী হয় সেই ব্যক্তির ঐ বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে মিথ্যা হিসাব দেওনের বিষয়ে দণ্ড হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ এবং ১২ ধারার কার্য্য বিস্তার করণের আইন।

যেহেতুক যথার্থ বিচার পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে করিবার নিমিত্তে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধান বিস্তার করা এবং মুনসেফেরদের আদালতে উপস্থিত-হওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ বিধান খাটান বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত-মতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ এবং ১২ ধারা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি মুনসেফেরদের আদালতে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমার বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

২ ধারা।

আদালত আপনার রোয়দাদে যে২ বিষয় সাব্যস্ত করণের হুকুম লেখেন সেই২ বিষয়ের কিম্বা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারানুসারে যে২ বিষয়ের প্রমাণের আবশ্যক আছে সেই২ বিষয়ের প্রতি ১৮৪৩ সালের ১২ আইনের বিধান খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

চোরা সম্পত্তির মূল্য ফিরিয়া দেওনের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক সম্পত্তির বিষয়ে যে২ ব্যক্তির কোন২ অপরাধ সাব্যস্ত হয় সেই২ ব্যক্তির যে দণ্ড এক্ষণে নিরূপণ আছে তাহার অতিরিক্ত সেই২ ব্যক্তির জরীমানার দণ্ড করিতে এবং ঐ অপরাধের দ্বারা যাহারদের ক্ষতি হইয়াছে তাহারদের উপকারার্থে ঐ জরীমানা ব্যয় করিতে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে নানা ফৌজদারী আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

ডাকাইতী বা চুরী বা তছরুফ অথবা জানিয়া শুনিয়া চোরা জিনিস গ্রহণ করণ কি ঠগান বা সম্পত্তি অন্যায়রূপে আপনার জন্যে ব্যবহার করণ অথবা এইমত কোন অপরাধের সাহায্য করণ কি জ্ঞাত হওনের অপরাধ যে২ ব্যক্তির প্রতি সাব্যস্ত হয় সেই২ ব্যক্তিকে উক্ত রাজ্যের মধ্যে সকল ফৌজদারী আদালত যে দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন তাহার অতিরিক্ত জরীমানার দণ্ড করিতে পারেন। কিন্তু ঐ অপরাধের দ্বারা নানা ব্যক্তির যে ক্ষতি হইয়াছিল দৃষ্ট হয় সেই ক্ষতির অতিরিক্ত জরীমানা হইবেক না এবং ঐ২ আদালত উক্ত জরীমানায় যাহা পাওয়া যায় তাহা অথবা তাহার কোন অংশ আপন২ বিবেচনাক্রমে উক্ত নানা ব্যক্তিকে দিতে এবং তাহারদের উপকারার্থে তাহারদের মধ্যে বণ্টন করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

আদালতের হুকুমক্রমে অপরাধিরদের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামের দ্বারা ঐ জরীমানার টাকা উসুল হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বিচারকর্ত্তারদের রক্ষা করণের আইন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের এবং অন্যান্য যে ব্যক্তিরা বিচারকের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তাঁহারদের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যখন কোন জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কিম্বা কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বিচারকের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তখন আপনার বিচার কার্য্যের ভারানুসারে যে কোন কর্ম্ম করেন কিম্বা করিতে হুকুম দেন সেই কার্য্য তাঁহার এলাকার সীমার মধ্যে হইলে কি না হইলে সেই কার্য্যের বিষয়ে তাঁহার নামে কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না অর্থাৎ যে কর্ম্মের বিষয়ে নালিশ হয় সেই কর্ম্ম করিতে বা তাহা করণের হুকুম দিতে যদি তাঁহার ক্ষমতা থাকনের বিষয়ে তাঁহার প্রকৃতপ্রস্তাব বিশ্বাস ছিল তবে তাঁহার নামে ঐরূপ নালিশ হইতে পারে না। এবং কোন জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য যে কেহ বিচারকের কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহার আইনানুযায়ি ওয়ারণ্ট কি হুকুম কোন আদালতের যে আমলা বা অন্য ব্যক্তির অবশ্য জারী করিতে হয় সেই আমলাপ্রভৃতির যে ওয়ারণ্ট অথবা হুকুম ওয়ারণ্টদেওনিয়া ব্যক্তির এলাকার মধ্যে হইলে তাহা জারী না করিলে নয় সেই প্রকার ওয়ারণ্ট বা হুকুম জারী করণের বিষয়ে ঐ আমলাপ্রভৃতির নামে কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

আপ্রেণ্টিসকে বদ্ধ করণের বিষয়ি আইন।

বালকবালিকারা এবং বিশেষতঃ যে অনাথ এবং দরিদ্র বালক ধর্ম্মার্থ আলয়েতে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যে শিল্প ও ব্যবসায় ও কর্ম্মের দ্বারা উপজীবিকা পাইতে পারে সেই শিল্পপ্রভৃতি তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে শিখাইবার জন্যে পশ্চাৎ লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

দশ বৎসরের অধিক এবং আঠারো বৎসরের অনধিকবয়স্ক কোন বালক-বালিকা কোন শিল্প কি ব্যবসায় বা কর্ম্ম শিখিবার জন্যে তাহার পিতা বা রক্ষক-কর্ত্তৃক আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্তপত্রের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের জন্যে আপ্রেণ্টিসরূপে বদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা সাত বৎসরের অধিক হইবেক না এবং তাহার বিষয়ে এই নিয়ম থাকিবেক যে বালক হইলে সম্পূর্ণ একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের পর অথবা বালিকা হইলে তাহার বিবাহ হওনের পর ঐ বন্দোবস্ত প্রবল থাকিবেক না ইতি।

২ ধারা।

মনিবের ঐ আপ্রেণ্টিসকে আপনার চাকরীতে রাখণের স্বত্বের বিষয়ে যদি কোন বিবাদ জন্মে তবে বন্দোবস্তপত্রে ঐ বালক বালিকার যে বয়স্ লেখা আছে তাহা বালকবালিকার বয়সের বিষয়ে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কোন অনাথ কিম্বা পিতামাতাকর্ত্তৃক ত্যক্ত বালকবালিকার পক্ষে অথবা তাঁহার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে যে কোন বালকবালিকার নামে বেটুয়ামী করণের কি কোন ক্ষুদ্র অপরাধ করণের দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে এই আইনানুসারে রক্ষকের সম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

Digitized by Google

৪ ধারা।

যে অনাথ অথবা দরিদ্র বালকবালিকা ধর্ম্মার্থালয়ে প্রতিপালিত হয় সেই ধর্ম্মার্থালয়ের অধ্যক্ষ কি কর্ত্তা বা সর্ব্বরাহকার তাহার রক্ষকস্বরূপ এই নিমিত্তে ঐ বালকবালিকাকে আপ্রেণ্টীসী কর্ম্মে বদ্ধ করিতে পারেন ইতি।

৫ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে কোন বন্দর ১৮৪১ সালের ১০ আইনানুসারে রেজিষ্টরীকরণের বন্দরের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই বন্দরের এবং বাণিজ্যার্থে ঐ বন্দরে গমনাগমনকারি কোন রেজিষ্টরীহওয়া জাহাজের মালিক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজা হইলে তাঁহার নিকটে এইমত কোন বালক সমুদ্রীয় কর্ম্মের নিমিত্তে আপ্রেণ্টিসরূপে বদ্ধ হইতে পারে। এবং সেই জাহাজ সেই প্রকার ব্যক্তির সম্পত্তি হইলে এবং কোন ব্রিটনীয় প্রজা তাহার অধ্যক্ষ হইলে ঐ বালক সেই জাহাজে নিযুক্ত হইবেক এবং নিযুক্ত থাকন সময়ে তাহাকে নাবিকের ব্যবসা ও কার্য্য শিক্ষা দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এইমত কোন বন্দরসম্পর্কীয় কোম্পানি বাহাদুরের যে কোন জাহাজে ব্রিটনীয় প্রজা অধ্যক্ষ হন সেই জাহাজে ঐরূপ কোন বালক সমুদ্রীয় কর্ম্মে সেই প্রকার আপ্রেণ্টিসস্বরূপ বদ্ধ হইতে পারে। এবং তাহা হইলে ঐ বন্দোবস্ত ঐ বন্দরের মাষ্টর এটেণ্ডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে অথবা ঐ নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে করা যাইবেক এবং যে জাহাজে ঐ আপ্রেণ্টিস সময়ক্রমে খাটিবেক তাহা ঐ কর্ম্মকারক নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

সমুদ্রীয় কর্ম্মে নিযুক্ত আপ্রেণ্টিস যে ব্যক্তির নিকটে বদ্ধ হয় সেই ব্যক্তি যে জাহাজে তাহাকে কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষ অথবা মালিম এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে সেই ব্যক্তির এজেণ্টের ন্যায় জ্ঞান হইবেন ইতি।

৮ ধারা।

আপ্রেণ্টিসের প্রত্যেক বন্দোবস্ত লিখনের দ্বারা করা যাইবেক এবং তাহা এই আইনের শেষের লিখিত (A) চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা তাহার অনুযায়ি করা যাইবেক। এবং তাহার মধ্যে বন্দোবস্তের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক এবং তাহাতে আপ্রেণ্টিসের বয়স্ এবং যে মিয়াদের নিমিত্তে সেই বালক বদ্ধ হইয়াছে তাহা এবং তাহাকে যাহা২ শিক্ষা করাণ যাইবেক তাহা বিশেষরূপে লিখিত থাকিবেক ইতি।

Digitized by Google

৯ ধারা।

যে ব্যক্তির নিকটে এবং যে ব্যক্তির দ্বারা আপ্রেণ্টিস বদ্ধ হয় তাঁহার দ্বারা এবং ঐ আপ্রেণ্টিসের বদ্ধ হওনের সময়ে চৌদ্দ বৎসর অথবা ততোধিক বয়স হইলে তাহার দ্বারা এইমত প্রত্যেক বন্দোবস্তপত্রে সহী হইবেক। কিন্তু যখন ঐ আপ্রেণ্টিস কোন ধর্ম্মালয়ের অধ্যক্ষ কি কর্ত্তা বা সরবরাহকারের দ্বারা বদ্ধ হয় তখন তাঁহারদের মধ্যে দুই জনের কিম্বা তাঁহারদের সেক্রেটারী অথবা কর্ম্মকারকের সহী হইলে আপ্রেণ্টিসকে বদ্ধকারি ব্যক্তিরদের পক্ষে তাহা প্রচুর হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এমত কোন আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্তপত্রে যদি উপরের উক্তমতে দস্তখৎ না হয় তবে তাহা সিদ্ধ হইবেক না এবং যে স্থান অথবা জিলাতে তাহাতে সহী হয় সেই স্থান বা জিলার প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দফ্তরে যাবৎ তাহা দাখিল না হয় তাবৎ সিদ্ধ হইবেক না। অথবা যদি আপ্রেণ্টিস সমুদ্রীয় কার্য্যে নিযুক্ত হয় তবে যে বন্দরে আপ্রেণ্টিস আপনার চাকরী আরম্ভ করিবেক সেই বন্দরের জাহাজের রেজিষ্টরী করণ কর্ম্মে ১৮৪১ সালের ১০ আইনানুসারে নিযুক্তব্যক্তির দফ্তরে যাবৎ তাহা দাখিল না হয় তাবৎ সিদ্ধ হইবেক না। এবং যে ব্যক্তির দফ্তরে এইমত কোন বন্দোবস্তপত্র দাখিল হয় সেই ব্যক্তি ঐ বন্দোবস্তসম্বন্ধীয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার দস্তখৎকরা এক নকল দিবেন। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরণিয়া কর্ম্মকারক সাহেবের হস্তাক্ষরের বিশেষ প্রমাণ না হইলেও ঐ দস্তখৎহওয়া নকল ঐ বন্দোবস্তের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

ঐ বন্দোবস্তসম্বন্ধীয় উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরদের অথবা তাঁহারদের স্থলাভিষিক্তেরদের সম্মতি হইলে এবং আপ্রেণ্টিস চৌদ্দ বৎসর বয়সের অধিকবয়স্ক হইলে তাহার সম্মতি হইলে ঐ খাটনির নিয়ম আপ্রেণ্টিসী মিয়াদের কোন কালে মতান্তর হইতে পারে অথবা ঐ বন্দোবস্ত একেবারে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে মতান্তরের বিষয়ে সম্মতি হয় তাহা কিম্বা ঐ বন্দোবস্তের নিবৃত্ত করণ কার্য্য আসল বন্দোবস্তপত্রে লিখিতে হইবেক এবং এই আইনের ৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিরদের সহী তাহাতে থাকিবেক। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরণিয়া অন্য কর্ম্মকারক সাহেব আপন দফ্তরে যে নকল থাকে তাহার পৃষ্ঠে সেইরূপ কথা লিখিবেন এবং তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং সেই নকল তৎসময়ে সেই নিমিত্তে তাঁহার নিকটে আনান যাইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এই আইনানুসারে যে আপ্রেণ্টিস বদ্ধ হয় তাহার মনিব যাঁহারদের দ্বারা সেই বালক বদ্ধ হইল তাঁহারদের সম্মতিক্রমে এবং আপ্রেণ্টিস চৌদ্দ বৎসরের অধিকবয়স্ক

Digitized by Google

হইলে তাহার সম্মতিক্রমে অন্য যে কোন ব্যক্তি আপ্রেণ্টিসের বাকী মিয়াদের জন্যে এবং সেই বন্দোবস্তের নিয়মক্রমে তাহাকে লইতে চাহেন তাঁহার নিকটে ঐ আপ্রেণ্টিসকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সেই অন্য ব্যক্তি স্বহস্তে বন্দোবস্তপত্রের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের দ্বারা ইহা স্বীকার করিবেন যে আমি ঐ আপ্রেণ্টিসকে লইলাম এবং বন্দোবস্তপত্রের মধ্যে মনিবের কর্ত্তব্য যে সকল করার ও নিয়ম লিখিত আছে তাহার দ্বারা আমি বদ্ধ আছি এবং অন্য ব্যক্তিরদেরও সম্মতি সেইরূপে সেই বন্দোবস্তপত্রে লেখা যাইবেক এবং তাহাতে তাঁহারা দস্তখৎ করিবেন। এবং এইরূপ প্রত্যেক অর্পণ সরকারী দফ্তরে বন্দোবস্তপত্রের যে নকল থাকে তাহাতেও এই আইনের শেষের লিখিত (B) চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে লেখা যাইবেক এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরণিয়া কর্ম্মকারক সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারে বদ্ধহওয়া কোন আপ্রেণ্টিসের দ্বারা অথবা তাহার পক্ষে যদি ঐ দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এইমত নালিশ হয় যে তাহার মনিব কি যে এজেণ্টের নিকটে ঐ মনিব ঐ আপ্রেণ্টিসকে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনি ঐ আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্তের অনুসারে তাহাকে আহারাদি দিতে কি শিখাইতে অস্বীকার বা ত্রুটি করিয়াছেন কিম্বা তাহার প্রতি নির্দ্দয়াচরণ করিয়াছেন বা প্রকারান্তরে কঠিন ব্যবহার করিয়াছেন তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মনিব অথবা বিষয়বিশেষে তাঁহার এজেণ্ট যদি তাঁহার এলাকার মধ্যে বাস করেন তবে তাঁহাকে ঐ নালিশের জওয়াব দিবার জন্যে সমনে লিখিত ওয়াজিবী কোন সময়ে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার নিমিত্তে তলব করিতে পারেন। এবং সমন জারী হওনের প্রমাণ হইলে মনিব বা এজেণ্ট নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাজির হইলে বা না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নালিশের বিষয়ের তদারক করিতে পারেন এবং তাহার প্রমাণ হইলে ঐ আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত করিতে পারেন এবং আপ্রেণ্টিস বদ্ধ হওনের সময়ে যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল তাহার চারিগুণের অনধিক আপ্রেণ্টিসের নিমিত্তে তাহার মনিব কি মনিবের এজেণ্টের কোন ওয়াজিবী টাকার জরীমানা করিতে পারেন অথবা যদি কোন পুরস্কার না দেওয়া গিয়াছিল অথবা যদি সেই পুরস্কার পঞ্চাশ টাকার কম ছিল তবে দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন। এবং যদি অপরাধিব্যক্তি সেই জরীমানার টাকা না দেন তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বারা তাহা আদায় করিতে পারেন এবং যদি অপরাধি ব্যক্তি তাহার মনিব না হন কিন্তু মনিবের এজেণ্ট হন তবে সেই মনিবেরো জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বারা তাহা আদায় করিতে পারেন ইতি।

Digitized by Google

১৪ ধারা।

যদি আপ্রেণ্টিসের কুব্যবহারের জন্যে তাঁহার মনিব অথবা তাহার মনিবের এজেণ্ট কোন পিতা আপন পুত্রের আইনমত যে শাসন করিতে পারেন সেইমত কোন লঘু শাসন করেন তবে সেই নিমিত্তে কোন আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্ত রহিত হইবেক না এবং মনিব বা মনিবের এজেণ্ট কোন ফৌজদারী নালিশের যোগ্য হইবেন না। এবং যদি মনিব অথবা মনিবের এজেণ্ট আপনার আপ্রেণ্টিসের উপর এইমত কোন চড়াউ অথবা অন্য কোন অত্যাচার করেন যে আপনার পুত্রের বিরুদ্ধে করিলে দণ্ডনীয় হইতেন তবে আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত করণের বিধির দ্বারা ঐ মনিব অথবা মনিবের এজেণ্টের প্রতিকূলে কোন ফৌজদারী নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না। এবং আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্ত রহিত করণের কোন কার্য্য হইলে বা না হইলে সেইরূপ নালিশ হইতে পারে ইতি।

১৫ ধারা।

এই আইনের দ্বারা যে আপ্রেণ্টিস কোন মনিবের নিকটে বদ্ধ হয় সেই আপ্রেণ্টিসের কুব্যবহারের বিষয়ে যদি মনিবের দ্বারা কি মনিবের পক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ হয় অথবা যদি সেই আপ্রেণ্টিস পলায়ন করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আপ্রেণ্টিসকে গ্রেফ্তার করণার্থে আপনার পরওয়ানা দিতে পারেন এবং সেই নালিশ শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং সেই অপরাধী যদি বালক হয় তবে ফৌজদারী জেলখানা ভিন্ন কোন কর্জদারের কারাগারে অথবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে এক মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত অপরাধিকে রাখিবার হুকুম করিয়া ঐ অপরাধির দণ্ড করিতে পারেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ এক মাস মিয়াদের মধ্যে এক সপ্তাহপর্য্যন্ত অপরাধিকে একাকিরূপে কয়েদ করিতে পারেন এবং ঐ মিয়াদপর্য্যন্ত যে খোরাকীর হুকুম করেন তাহা ঐ মনিব কি মনিবের এজেণ্ট তাহার প্রতিপালনার্থে দিবেন। এবং ঐ অপরাধী যদি চৌদ্দ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপ্রকাশ স্থানে বেত্রঘাত করিবার হুকুম দিতে পারেন। অথবা যদি অপরাধী বালিকা হয় কিম্বা বালক হইলেও যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই প্রকার দণ্ড অনুচিত বোধ করেন তবে তিনি ঐ আপ্রেণ্টিসের মনিব অথবা মনিবের এজেণ্টকে ঐ অপরাধিকে আপনার বাটিতে অথবা যে জাহাজে নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে এক মাসের অনধিক মিয়াদে অতিকঠিন কয়েদে রাখিতে এবং তাহাকে কেবল জল আর রুটী অথবা অন্য যে কোন প্রকার সামান্য আহার খাইয়া আপ্রেণ্টিসের স্বাস্থ্যের বিঘ্ন না হয় সেই মত আহার দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৬ ধারা।

যদি আপ্রেণ্টিসের খামখা ও অনবরত কুব্যবহারের বিষয়ে নালিশ হয় তবে সেই নালিশ প্রমাণ হইলে বা না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মনিবের দাওয়াক্রমে আপ্রেণ্টিসের

খ

Digitized by Google

বন্দোবস্ত রহিত করিবার হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু যদি সেই নালিশের প্রমাণ না হয় তবে আপ্রেণ্টিসের এবং তাহার পিতার কি রক্ষকের সম্মতি না হইলে বন্দোবস্ত রহিত হইবেক না। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত বিবেচনা করিয়া যেমত তাঁহার উচিত বোধ হয় সেইমত ঐ আপ্রেণ্টিসকে বদ্ধ করণের সময়ে মনিবকে যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল বন্দোবস্ত রদ করণের সময়ে সেই পুরস্কার সমুদয় বা তাহার কতক অংশ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক বা না যাইবেক। এবং এই-রূপে যত টাকা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অধীনে ঐ আপ্রেণ্টিসের উপকারার্থে ব্যয় হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

বন্দোবস্ত রদ করণের সময়ে আপ্রেণ্টিসের পক্ষে যে টাকা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেব অন্য মনিবের নিকটে তাহাকে বদ্ধ করণেতে অথবা প্রকারান্তরে তাহার উপকারের জন্যে ব্যয় করিবার হুকুম করিতে পারেন কিম্বা সেই ব্যক্তি যখন আপ্রেণ্টিসরূপে বদ্ধ হইল তখন যে ব্যক্তি সেই পুরস্কার দিলেন তাঁহাকে তাহা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

নালিশের কারণ হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি নালিশ না হয় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনক্রমে আপ্রেণ্টিসের বিরুদ্ধে তাহার মনিবের নালিশ শুনিতে পারিবেন না। অথবা যদি সেই নালিশের কারণ জাহাজের যাত্রার সময়ে জাহাজে হইয়া থাকে তবে উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন বন্দরে বা কোন স্থানে জাহাজ পঁহুছনের পর এক মাসের মধ্যে তাহার নালিশ না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা শুনিবেন না। এবং কোন আপ্রেণ্টিস আপনার মনিব কি মনিবের এজেণ্টের নামে এই আইনক্রমে নালিশ করিলে যদি সেই নালিশের কারণের পর তিন মাসের মধ্যে নালিশ না করা যায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা শুনিবেন না অথবা যদি জাহাজের যাত্রার সময়ে সেই নালিশের কারণ জাহাজের উপর হইয়া থাকে তবে ঐ রাজ্যের মধ্যে কোন বন্দরে বা স্থানে জাহাজ পঁহুছনের পর তিন মাসের মধ্যে না হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ নালিশ শুনিবেন না ইতি।

১৯ ধারা।

আপ্রেণ্টিসের মিয়াদ সমাপ্ত হওনের পূর্ব্বে যদি কোন আপ্রেণ্টিসের মনিব মরেন তবে আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্ত তদ্দ্বারা রহিত হইবেক এবং আপ্রেণ্টিসকে ঐ মনিবের নিকটে বদ্ধ করণের সময়ে যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে অংশ মিয়াদের অবশিষ্ট কাল হিসাব করিয়া হয় তাহা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিহইতে এক্সেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পুরস্কার দিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে ফিরিয়া

Digitized by Google

দিবেন। কিন্তু যে ব্যবসাতে ঐ আপ্রেণ্টিস নিযুক্ত ছিল যদি মৃত মনিবের এক্সেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর সেই ব্যবসা চালাইতে থাকেন এবং যদি মৃত মনিবের মরণের পর তিন মাসের মধ্যে আসল বন্দোবস্তের নিয়মক্রমে ঐ আপ্রেণ্টিসকে রাখিতে লিখনের দ্বারা প্রস্তাব করেন তবে মৃত ব্যক্তির ইষ্টেট ঐ পুরস্কারের জন্যে সকল দায়হইতে খালাস হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

পূর্ব্বোক্তমতে যদি ঐ আপ্রেণ্টিসকে রাখণের প্রস্তাব করা যায় তবে তাহা আপ্রেণ্টিসের আসল বন্দোবস্তের মধ্যে এক্সেকিটর এবং আডমিনিষ্ট্রেটরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে লেখা যাইবেক এবং থাকিবেক এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরণিয়া কর্ম্মকারকের দ্বারা দফ্তরে ঐ বন্দোবস্তপত্রের যে নকল থাকে তাহাতে সেই বিষয় লেখা যাইবেক। এবং যে এক্সেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর আপ্রেণ্টিসকে এইরূপে রাখেন তাঁহারদের নিকটে ঐ আপ্রেণ্টিসী মিয়াদের অবশিষ্ট কালের জন্যে আপ্রেণ্টিস বদ্ধ থাকিবেক ইতি।

২১ ধারা।

আপ্রেণ্টিসী সময়ের মধ্যে যদি এই আইনের দ্বারা বদ্ধ কোন আপ্রেণ্টিসের মনিব মরেন তবে ঐ মনিব যে সম্পত্তি রাখিয়া মরিলেন তাহাহইতে মনিবের মরণ-অবধি তিন মাসপর্য্যন্ত ঐ আপ্রেণ্টিসের ভরণপোষণ পাইবার স্বত্ব থাকিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ তিন মাসের মধ্যে ঐ আপ্রেণ্টিস ঐ মনিবের এক্সেকিটর বা আডমিনিষ্ট্রেটরের সঙ্গে অথবা যে ব্যক্তিকে তাঁহারা নিযুক্ত করেন তাঁহার সঙ্গে বাস করিবেক ও তাঁহার নিমিত্তে খাটিবেক ইতি।

২২ ধারা।

আপ্রেণ্টিসী সময়ে যদি কোন আপ্রেণ্টিসের মনিবের প্রতিকূলে দেউলিয়ার কমিস্যন বাহির হয় অথবা যোত্রহীনতা কর্ম্ম করিয়াছেন এমত নির্দ্ধার্য্য হয় তবে ঐ আপ্রেণ্টিস আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্তহইতে মুক্ত হইবেক এবং যদি আপ্রেণ্টিসী কর্ম্মে বদ্ধ করণের সময়ে আপ্রেণ্টিসের পক্ষে কোন পুরস্কার দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ আপ্রেণ্টিস অথবা যে ব্যক্তির দ্বারা সে বদ্ধ হইয়াছিল সেই ব্যক্তি দেউলিয়া বা যোত্রহীনের সম্পত্তির উপর কর্জের ন্যায় সেই টাকার বিষয়ে দাওয়া করিতে পারেন ইতি।

২৩ ধারা।

এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে সকল ব্রিটনীয় প্রজা যেখানে জন্মিয়া থাকেন বা যাঁহার সন্তান হন তাঁহারা এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের শহরের

Digitized by Google

বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অন্য সকল ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের আদালত ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার অধীন হইবেন ইতি।

২৪ ধারা।

উক্ত শহরের বাহিরে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে হুকুম করেন তাহার উপর হুকুমের তারিখের পর যে সেশন আদালতের তাবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব থাকেন সেই আদালতে এক মাসের মধ্যে আপীল হইতে পারে ইতি।

২৫ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "মনিব" এবং "মালিক" এবং "ব্যক্তি" এবং "তিনি" এই২ কথা যেমন এক ব্যক্তিকে বুঝায় তেমনি নানা ব্যক্তিকেও বুঝায় এবং যেমন পুরুষ তেমনি স্ত্রীকেও বুঝায় এবং যেমন বিশেষ২ ব্যক্তিকে বুঝায় তেমনি চার্টরপ্রাপ্ত সমাজকে বুঝায় কিন্তু যদি পুর্ব্বাপর কথা দেখিয়া এইরূপ অর্থ করা অসঙ্গত বোধ হয় তবে বুঝাইবেক না ইতি।

A চিহ্নিত তপসীল।

বন্দোবস্তের পাঠ।

এই বন্দোবস্ত অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের A B এবং অমুক স্থানের C Dর সঙ্গে করা গেল। তাহার নিয়ম এই যে উক্ত A B অদ্য সম্পূর্ণ এতবয়স্ক উক্ত A Bর E F নামক পুত্র কি কন্যাকে (অথবা A B ও E Fর পরস্পর অন্য যে কুটুম্বতা থাকে তাহা এই স্থানে লিখিতে হইবেক) এই তারিখঅবধি এত বৎসর পর্য্যন্ত (কিম্বা কন্যা হইলে যদি ইহার মধ্যে বিবাহ হয় তবে বিবাহের সময়পর্য্যন্ত এই কথাও লিখিতে হইবেক) উক্ত C Dর সঙ্গে বাস করিতে ও তাহার নিকটে আপ্রেণ্টিসস্বরূপ খাটিতে বদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সমুদয় মিয়াদপর্য্যন্ত ঐ আপ্রেণ্টিস আপনার বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত সকল উচিত কার্য্যে রীতিমত ও বিশ্বস্তরূপে ঐ C Dর সেবা করিবেক এবং উক্ত C D ও তাহার পরিবারের প্রতি সকল বিষয়ে অতিসরলতা ও বিহিতমতে ও আজ্ঞাধীনরূপে আচার ব্যবহার করিবেক। এবং উক্ত C Dকে (উক্ত A B এত টাকার যে পুরস্কার দিয়াছে সেই পুরস্কার উক্ত C D পাইয়াছেন এই তফসীলের দ্বারা স্বীকার করেন। সেই পুরস্কারের জন্যে এবং)* উক্ত E F বিশ্বস্তরূপে যে সেবা করিবেক তাহার জন্যে

---

* যদি পুরস্কার না দেওয়া যায় তবে ( ) এই চিহ্নের মধ্যের কথা লিখিতে হইবেক না।

Digitized by Google

উক্ত C D আপনি ও তাহার এক্‌সেকিটর ও আডমিনিষ্ট্রেটর উক্ত A Bর সঙ্গে ও তাহার এক্‌সেকিটর ও আডমিনিষ্ট্রেটরের সঙ্গে এই একরার ও বন্দোবস্ত করিতেছেন যে তিনি উক্ত E Fকে ঐ মিয়াদপর্য্যন্ত অমুক কর্ম্ম ও কার্য্য ও ব্যবসা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমমতে আপনি বা অন্যের দ্বারা তাহাকে শিখাইবেন। এবং আরো ঐ সময়-পর্য্যন্ত ঐ আপ্রেণ্টিসকে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ও প্রচুর আহার ও পোশাক ও বাসস্থান ও ধোবার খরচ এবং আপ্রেণ্টিসের জন্যে অন্য যে সকল বিষয় আবশ্যক ও ওয়াজিবী হয় তাহা তাহাকে দিবেন (এবং যদি কোন বিশেষ নিয়ম হয় তাহা এইখানে লিখিতে হইবেক।)

ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ উক্ত ব্যক্তিরা ইহার মধ্যে লিখিত বৎসর ও তারিখে এই বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ ও মোহর করিলেন।

A. B. মোহর

C. D. মোহর

B চিহ্নিত তফসীল।

অর্পণ করণের হুকুমের পাঠ।

(আসল বন্দোবস্তপত্রের পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক।)

সকল লোককে জানান যাইতেছে যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের C D এবং তাহার আপ্রেণ্টিস E F এবং অমুক স্থানের J K অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট G H সাহেবের নিকটে স্বয়ং হাজির হইয়া ইহা কহিলেন যে আপ্রেণ্টিসের বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত E F উক্ত C Dর নিকটে বদ্ধ ছিল সেই বন্দোবস্তপত্র উক্ত J Kর নিকটে অর্পণ হয় এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উক্ত E Fকে স্বয়ং জিজ্ঞাসাকরণের দ্বারা এবং অন্য উপযুক্ত প্রকারে ও নিয়মের দ্বারা এই হৃদ্বোধ হইল যে উক্ত অর্পণেতে উক্ত E Fর উপকার হইবেক এবং তাহা

Digitized by Google

(উক্ত E Fর এবং) * আইনমতে অন্য যে সকল ব্যক্তিকে সম্মত করণের আবশ্যক আছে তাঁহারদের সম্মতিক্রমে হইতেছে অতএব উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অর্পণ স্বীকার করেন। এবং যে আপ্রেণ্টিসী বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত E F অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক ব্যবসা বা কর্ম্ম বা কার্য্য শিখিবার জন্যে আপ্রেণ্টিসস্বরূপ উক্ত C Dর নিকটে বদ্ধ হইয়াছিল তাহা উক্ত J K প্রথমে সেই বন্দোবস্তের কর্ত্তা হইলে এবং C Dর স্থানে ও তাহার পরিবর্ত্তে তাহাতে সহী করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ বন্দোবস্ত অদ্যাবধি ঐ মিয়াদের শেষপর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবেক। এবং উক্ত C D যে সকল করার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করিতে উক্ত J K এবং তাঁহার এক্সেকিটর অথবা আডমিনিষ্ট্রেটর বদ্ধ হইবেন এবং উক্ত E F যেরূপে উক্ত বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত C Dর নিকটে বদ্ধ ছিল সেইরূপে ঐ ব্যক্তি এইঅবধি উক্ত J Kর নিকটে বদ্ধ হইবেক।

C. D. E. F. J. K.

ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ উক্ত C D এবং E F এবং J K পূর্ব্ব লিখিত সন ও তারিখে এই পত্রে আমার সম্মুখে সহী করিয়াছেন।

G. H., মাজিষ্ট্রেট।

---

* যদি E F চৌদ্দ বৎসরের অধিকবয়স্ক না হয় তবে ( ) এই চিহ্নের মধ্যের কথা লিখিতে হইবেক না।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

কটকের পেশকসী মহালের সীমাসরহদ্দ নির্ণয় করণের আইন।

যেহেতুক জিলা কটকের মধ্যে যে কতক জঙ্গল কি পর্ব্বতীয় জমীদারী বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩৬ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এবং ঐ জিলাতে ময়ূরভঞ্জের মহাল উক্ত আইনের দ্বারা সরকারী রাজস্বের বন্দোবস্ত ও আদায় করণের বিষয়ি আইনের কার্য্যহইতে কিঞ্চিৎ কাল বহির্ভূত হইয়াছিল এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১৩ আইনের দ্বারা পোলীসের প্রতিপালনের এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের বিষয়ি আইনের কার্য্যহইতে কিঞ্চিৎ কাল-পর্য্যন্ত বহির্ভূত হইয়াছিল এবং যেহেতুক ঐং জমীদারীর সীমাসরহদ্দের বিষয়ি বিবাদ যে প্রকারে নিষ্পত্তি হইবেক এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন গতিকে উক্ত কোন জমীদারী অথবা বোআদ ও আট মল্লিকের কিল্লা এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের অধীন মহালের মধ্যের সীমা লইয়া বিবাদ হয় সেই প্রত্যেক গতিকে সেই বিবাদ জিলা কটকের পেশকসী মহালের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সময়েং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের স্থানে যে উপদেশ পান তদনুসারে প্রথমতঃ তাঁহার দ্বারা শুনা যাইবেক ও বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব তাঁহার নিষ্পত্তি মঞ্জুর করিলে তাহা চূড়ান্ত হইবেক এবং তাঁহার নিষ্পত্তিঅনুসারে ঐ বিরোধি ভূমি যে ব্যক্তিরদের পাইবার অধিকার থাকে তাহারদিগকে পেশকসী মহালের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দখল দেওয়াইয়া ঐ নিষ্পত্তি জারী করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার মূল নিয়ম কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারাতে এমত হুকুম হইয়াছিল যে "দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষ ভিন্নং মতাবলম্বী হইলে অর্থাৎ এক পক্ষ হিন্দু ও অন্য পক্ষ মুসলমান হইলে অথবা উভয় পক্ষের মধ্যে এক কি ততোধিক পক্ষীয় লোক না হিন্দু না মুসলমান হইলে ঐং ধর্ম্মসম্পর্কীয় সকল বিধিব্যতিরেকে ঐং লোকের যেং স্বত্ব হইত সেইং স্বত্বের হানি ঐং ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিতে হইবেক না" এবং যেহেতুক ঐ আইনের মূল নিয়ম কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইলে উপকার হইবেক অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এক্ষণে চলিত যে কোন আইন কি ব্যবহারের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ধর্ম্ম সম্পর্কহইতে বহির্ভূত হইলে অথবা জাতিভ্রষ্ট হইলে তাহার স্বত্ব কি সম্পত্তি জব্দ হয় অথবা উত্তরাধিকারিত্বের কোন স্বত্বের কোন প্রকারে বিঘ্ন কি অপকার হয় এমত বোধ হইতে পারে সেই আইন কি ব্যবহার কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের মধ্যে এবং উক্ত দেশে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত আদালতের মধ্যে আইনস্বরূপ আর প্রবল থাকিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন২ ক্ষমতার কার্য্য করণের বিধানের আইন।

যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া উত্তরপশ্চিম দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলে অনুপস্থানপর্য্যন্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নির্দ্ধারণক্রমে তাঁহার অনুপস্থানপর্য্যন্ত যে২ ক্ষমতানুসারে হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতাভিন্ন এবং আইন করণের ক্ষমতা ভিন্ন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে২ ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

২ ধারা।

যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৮ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহর কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষা করণের আইন।

যেহেতুক কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্যান্য স্থানে ভূমির রাজস্ব যেরূপে নির্ণয় আছে এবং সরাসরীরূপে আদায় হইতেছে কলিকাতার মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের পাওনা ভূমির রাজস্ব সেইরূপে নির্ণয় ও সরাসরীমতে আদায় করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল।

১ ধারা।

শহর কলিকাতার মধ্যে যে সকল করের যোগ্য ভূমি কোম্পানি বাহাদুরের সম্পত্তি নহে অথচ তাহার করের নিরিখ নিশ্চিত নাই অথবা যে সকল ভূমির উপর ইহার পূর্ব্বে কর ছিল না সেই সকল ভূমির উপর কাটা প্রতি তিন আনা নিরিখে কর বসান যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতার মধ্যে যে সকল লাখেরাজ ভূমির যাইট বৎসরঅবধি অনবরত নিস্করূপে দখল হইয়া আসিতেছে তাহার সনদ সিদ্ধ হইবেক। এবং কলিকাতার মধ্যে ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের শেষ না হওয়া দানপত্রক্রমে যে কোন লাখেরাজ ভূমির দখল হইতেছে বা উত্তর কালে হয় তাহাছাড়া অন্য সকল লাখেরাজ ভূমির সনদ অসিদ্ধ বোধ হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

যদি কলিকাতার মধ্যে কোন ভূমির মালিক অথবা কোম্পানি বাহাদুরের স্থানে প্রাপ্ত পাট্টাক্রমে কলিকাতার মধ্যে ভূমির দখীলকার কোন ব্যক্তি কালেক্টর

Digitized by Google

সাহেবের লিখিত দাওয়া হইলে সেই ভূমির উপর যে কর ধার্য্য আছে অথবা পাট্টাক্রমে তাহার যে খাজানা দেয় তাহা দিতে অস্বীকার অথবা ত্রুটি করে তবে কালেক্টর সাহেব সেই ভূমির মালিক বা পাট্টাদারের দ্রব্য অথবা সম্পত্তি যেখানে পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা সেই টাকা আদায় করিতে পারেন অথবা সেই ভূমির রাইয়ত কি দখীলকারের উপর লিখিত দাওয়া করণের পর যদি সেই ব্যক্তি এইরূপে আইনমতে যে টাকার দাওয়া হয় তাহা দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের দ্বারা শহর কলিকাতার অল্প ভাড়ার নিমিত্তে ক্রোকের বিষয়ি যে বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে সেই বিধানানুসারে সেই ভূমির উপর যে কোন দ্রব্য এবং সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও নীলামের দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিতে পারেন। এবং এইমত কোন ক্রোক ও নীলামের নিমিত্তে উক্ত আইনের লিখিত অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে আদালতের কমিস্যনর সাহেবের যে সকল ক্ষমতা থাকে কালেক্টর সাহেবেরো সেই সকল ক্ষমতা থাকিবেক এবং উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্টমতে উক্ত আদালতের বেইলিক ও যাচনদার এবং প্রধান ক্লার্কের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে কালেক্টর সাহেব আপনার কোন আমলারদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিস্যনরেরদের ও তাঁহারদের আদালতের বিষয়ে উক্ত আইনের সকল বিধান এই আইন জারী করণের কার্য্যে উক্ত কালেক্টর সাহেবের ও তাঁহার সিরিশ্‌তার বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

যে রাইয়ত কিম্বা দখীলকার ব্যক্তি আপনার ভূমির কর একেবারে কোম্পানি বাহাদুরকে না দেয় সেই রাইয়ত বা দখীলকার যদি সেই করের টাকা দেয় অথবা তাহার সম্পত্তি যদি ক্রোক ও নীলাম হয় তবে সেই ব্যক্তি আপনার ভূম্যাদির মালিককে তৎপরে যে খাজানা দিতে হয় সেই খাজানাহইতে ঐ করের টাকা বা সম্পত্তির মূল্য বাদ দিতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

ভূমির কর বা খাজানার বিষয়ে কোম্পানি বাহাদুরের যে দাওয়া থাকে তাহা সেই ভূমির উপর অন্য২ সকল দাওয়াঅপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবেক অথবা সেই ভূমিতে ক্রোকহওয়া সম্পত্তির উপর আর যে কোন দাওয়া হইতে পারে তদপেক্ষা কোম্পানি বাহাদুরের দাওয়া অগ্রগণ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

যদি বাকি খাজানার জন্যে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া স্বীকার না করা যায় তবে দাবীর টাকা কালেক্টর সাহেবের নিকটে আমানৎ না হইলে ক্রোক ও নীলামের কার্য্য স্থগিত হইবেক না ইতি।

Digitized by Google

৭ ধারা।

কলিকাতা শহরের মধ্যে যে বাকী রাজস্ব অথবা কর এই আইন জারী হওনের পর কোম্পানি বাহাদুরের পাওনা হয় তাহা যে সময়ে দেয় হয় তাহার পর ছয় বৎসরের মধ্যে অথবা যে ব্যক্তির দ্বারা তাহা দেয় হয় সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোক্তার তদ্বিষয়ে লিখিত স্বীকারপত্র দিলে তাহার তারিখের পর ছয় বৎসরের মধ্যে আদায় হইতে পারে এবং তাহার পরে আদায় হইতে পারে না ইতি।

৮ ধারা।

যখন এই আইনক্রমে কোন ভূমি লাখেরাজরূপে অথবা নিষ্করমতে দখল করণের দাওয়া হয় তখন কালেক্টর সাহেব সে দাওয়ার বিষয়ের তদারক করিবেন এবং দাওয়াদার যে সকল সাক্ষ্য প্রস্তাব করে অথবা যেং প্রমাণ সরকারী রোয়দাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা লইবেন এবং সেই মোকদ্দমায় আপনার কার্য্যের ও নিষ্পত্তির রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের বিবেচনার জন্যে তথায় পাঠাইবেন। যদি কমিস্যনর সাহেব সেই দাওয়া মাতবর বোধ করেন তবে তিনি তদনুসারে হুকুম করিবেন এবং তাঁহার সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। যদি ঐ দাওয়ার মাতবরীর বিষয়ে তাঁহার হৃদ্বোধ না হয় তবে কালেক্টর সাহেবকে সেই ভূমির উপর কর বসাইতে হুকুম দিবেন এবং দাওয়াদার তৎপরে পশ্চাৎ লিখিতমতে দেওয়ানী আদালতে কালেক্টর সাহেবের ঐ দাওয়ার বিষয়ে নালিশ করিতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কি তাঁহার তাবে কোন আমলার কর্ত্তব্য কার্য্য করণের সময়ে তাঁহার প্রতিবন্ধকতা করে অথবা তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করে তবে শহর কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং সেই টাকা না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত সাধারণ জেলখানায় কয়েদের যোগ্য হইবেক অথবা ছয় মাসের পূর্ব্বে টাকা দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের খোলা কাছারীতে অথবা দফ্তরখানায় যদি তাঁহার সম্মুখে কোন অবজ্ঞা হয় তবে তিনি তাহার দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন এবং সেই টাকা না দেওয়া গেলে এক মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত অপরাধিকে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তু এইমত জরীমানার অথবা কয়েদের প্রত্যেক হুকুমের উপর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

Digitized by Google

১১ ধারা।

এই আইনানুসারে কার্য্য করণেতে কালেক্টর সাহেব রীতিমত উপরিস্থ রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্য করিবেন ইতি।

১২ ধারা।

কলিকাতাস্থ ভূমির উপর কোম্পানি বাহাদুরকে যে ভূমির কর দেয় হয় তাহা তৃতীয় জর্জের ২১ বৎসরীয় আক্ট পার্লিমেণ্টের ৭০ অধ্যায়ের অর্থের মধ্যে "রাজস্ব" জ্ঞান করা যাইবেক অতএব ঐ ভূমির করের বিষয়ে কি সেই কর ধার্য্য বা আদায় করণে যে সকল হুকুম বা কার্য্য হয় তাহার বিষয়ে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের কোনও দেওয়ানী এলাকা নাই ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনের ছলে রাজস্বের কোন আমলার করা কোন অতিক্রমের অথবা ক্ষতির বিষয়ে কিম্বা এই আইনক্রমে রাজস্বের আমলা যে কোন জিনিস লয় অথবা তাহাকে যে কোন টাকা দেওয়া যায় তাহার কোন দাওয়ার বিষয়ে অথবা এই আইনক্রমে কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে কোন কর বা রাজস্বের দাওয়ার বিষয়ে যে সকল নালিশ হয় তাহা চব্বিশপরগনার সদর স্থানে নিযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং নালিশের যে কারণের সম্পর্কে ঐ নালিশ হয় তাহা শহর কলিকাতার সীমার মধ্যে উত্থিত হইলে অথবা আসামী সেই সীমার মধ্যে বাস করিলেও ঐ মোকদ্দমার সেই দেওয়ানী আদালতে বিচার হইবেক। এবং এইরূপ প্রত্যেক নালিশের কারণ হওনের পর ছয় মাসের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার পরে করিতে হইবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "কালেক্টর" সাহেব ও "কমিস্যনর" সাহেব এই দুই কথাতে যে কোন সাহেব আইনমতে কালেক্টরের ও কমিস্যনরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হন তাঁহাকে বুঝাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৪ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সরকারে জব্দ করণের আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারাতে এবং ১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ৫ ধারাতে হুকুম হইয়াছিল যে ডিক্রী জারীক্রমে কিম্বা বাকী রাজস্বের নিমিত্তে ভূমির নীলামে বায়নার টাকা জব্দ হইলে খরীদের টাকা লইয়া যাহা করা যায় ঐ বায়নার টাকা লইয়া তাহা করা যাইবেক এবং পত্তনিদারেরা ও যেং খাতকের প্রতিকূলে ডিক্রী হইয়াছে তাহারা ঐ ধারাক্রমে প্রবঞ্চনার কার্য্য করে। অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ৫ ও ৯ ধারার যেং ভাগে হুকুম আছে যে উক্ত আইনানুসারে ভূমির বা তৎসম্পর্কীয় লাভের নীলামেতে যে বায়নার টাকা দেওয়া যায় তাহা জব্দ হইলে নীলামের উৎপন্ন টাকার ন্যায় জ্ঞান হইবেক অথবা খরীদের টাকা লইয়া যাহা করা যায় ঐ বায়নার টাকা লইয়া তাহা করা যাইবেক সেইং ভাগ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এই প্রকার জব্দহওয়া বায়নার টাকা নীলামের খরচার জন্যে ব্যয় হইবেক এবং অবশিষ্ট টাকা সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ ষষ্ঠত্রিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শহরের উত্তমতা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

যেহেতুক কলিকাতা শহরছাড়া ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন লোকেরদের গমনাগমনের অথবা নিবাসের কোন স্থান বাসি ব্যক্তিরা সাধারণ স্বাস্থ্য ও উপকার সম্পর্কীয় কার্য্যের জন্যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিতে পারেন এই নিমিত্তে ১৮৪২ সালের ১০ আইন জারী হইয়াছিল। কিন্তু ঐ আইন সেই অভিপ্রায়ের জন্যে ফলবান হয় নাই এবং তাহার বিধান সংশোধন করা এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত অন্যান্য রাজধানীর অধীন নগরনিবাসিরদিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৪২ সালের ১০ আইন রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

যদি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন রাজধানী বা কোন স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের এইমত বোধ হয় যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই শহরছাড়া কোন শহর বা শহরতলী নিবাসিরা কোন সরকারী রাস্তা বা পথ বা নরদমা কি পুষ্করিণী করণ কি মেরামৎ করণ কিম্বা পরিষ্কার করণ কি তাহাতে আলো দেওন অথবা তাহাতে চৌকী দেওনের নিমিত্তে বা সকলের অপকারক বিষয় নিবারণের নিমিত্তে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ঐ শহর বা শহরতলীর উত্তমতা

Digitized by Google

করণার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায় করিতে চাহেন তবে ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

যখন কোন শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাওণের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের নিকটে কোন দরখাস্ত করা যায় তখন ঐ রাজধানীর বা ঐ স্থানের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এবং ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে তাহার এত্তেলা দেওয়া যাইবেক এবং ঐ এত্তেলার মধ্যে ঐ দরখাস্তের অভিপ্রায় লেখা যাইবেক এবং ঐ শহর বা শহরতলী নিবাসি যে সকল ব্যক্তি উক্ত অভিপ্রায় বা তাহার কোন এক অভিপ্রায়ের জন্যে এই আইন চলন করাওণ বা না করাওণের বিষয়ে আপনারদের মত জানাইতে চাহেন তাঁহারদিগকে তাহা জানাইতে উপযুক্ত সময় দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব ঐ প্রকার সকল এজহার উপযুক্তমতে বিবেচনা করিবেন এবং তাহা লইবার জন্যে যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই মিয়াদ অতীত হইলে এইমত এক চূড়ান্ত হুকুম দিবেন যে ঐ আইনের সকল অভিপ্রায় অথবা তাহার মধ্যের এক বা ততোধিক অভিপ্রায়ের জন্যে ঐ দরখাস্ত ঐ স্থাননিবাসি ব্যক্তিরদের ইচ্ছার অনুযায়ি বা বিপরীত বোধ হয় এবং শ্রীযুতের ঐ চূড়ান্ত হুকুম গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যাইবেক এবং ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে ঘোষণা করা যাইবেক। এবং যদি সেই সমস্ত অভিপ্রায়ের বা তাহার কোন ভাগের বিষয়ে ঐ স্থাননিবাসি লোকেরদের ইচ্ছা আছে বোধ হয় তবে এই আইন তদবধি ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে সেই হুকুমে যে২ অভিপ্রায় লেখা আছে কেবল সেই২ অভিপ্রায়ের জন্যে চলন হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যখন এইরূপে কোন হুকুম পূর্ব্বোক্তমতে করা যায় এবং ঘোষণা হয় তখন ঐ হুকুমের মধ্যের লিখিত অভিপ্রায়ের জন্যে এই আইন উক্ত শহর বা শহরতলীর মধ্যে চলন হইবেক। এবং ঐ হুকুম করণ এবং ঘোষণা করণ কার্য্যের দ্বারা এই চূড়ান্ত প্রমাণ হইবেক যে এই আইনের নানা নিয়ম প্রতিপালন হইয়াছে এবং ঐ হুকুমের মধ্যের লিখিত অভিপ্রায়ের জন্যে ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে সেই সময়অবধি চলন হইয়াছে ইতি।

Digitized by Google

৬ ধারা।

যখন এই আইন কোন শহর বা শহরতলীর মধ্যে চলন হয় তখন শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব এই আইনের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এবং ঐ শ্রীযুতের বিবেচনায় ঐ শহরনিবাসি যত ব্যক্তির আবশ্যক বোধ হয় তত ব্যক্তিকে কমিস্যনরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন। এবং যে অভিপ্রায়ের জন্যে তাঁহারা নিযুক্ত হন সেই অভিপ্রায় সফলরূপে সিদ্ধ করণার্থে বিধি প্রস্তুত করিতে তাঁহারদিগকে ক্ষমতা দিবেন। এবং ঐ বিধিতে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব সম্মত হইলে যাবৎ পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহা মতান্তর অথবা রদ না হয় তাবৎ এই আইনের অন্তর্গত হইলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপে ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে প্রবল হইবেক। এবং উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কমিস্যনরেরদের মধ্যের কোন ব্যক্তিকে তগীর করিতে এবং অন্য ব্যক্তিরদিগকে তাঁহারদের পরিবর্ত্তে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং কমিস্যনরেরদের কোন পদ শূন্য হইলে তিনি যেপ্রকার উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে অন্য ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

৭ ধারা।

যে বিধি প্রস্তুত করণের ভার ঐ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইল তাহার মধ্যে অন্যান্য বিষয় ব্যতিরেকে এই২ বিষয়ের নিয়ম তাঁহারা করিবেন বিশেষতঃ

১। ঐ কমিস্যনরেরা আপনারদের আবশ্যক সকল আমলা ও চাকরদিগকে নিযুক্ত ও শাসন করিবেন ও তাহারদিগকে যে২ মাহিয়ানা দেওয়া যাইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন।

২। এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে যে২ টাকার আবশ্যক হয় সেই২ টাকা ঘরের উপর টাক্স বসাওনের অথবা শহরের মাসুল নির্দ্ধার্য্য করণের কিম্বা প্রকারান্তরের দ্বারা আদায় করণার্থে ঐ শহর বা শহরতলীর মধ্যে যে ব্যক্তি বা যে সম্পত্তির উপর টাক্স বসাইতে হইবেক তাহা ঐ কমিস্যনরেরা নির্ণয় করিবেন এবং যে টাক্স বসাইতে হইবেক তাহার সংখ্যা কিম্বা হার এবং তাহা আদায় ও উসুল করণের রীতি ও তাহা আদায় হইলে নির্ব্বিঘ্নে রাখণ ও উপযুক্তমতে ব্যয় করণের নিয়ম করিবেন।

৩। যে প্রকারে চলিত বিধি শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কি শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের সম্মতিক্রমে সময়ে২ সংশোধিত অথবা রদ হইবেক এবং নূতন বিধি করা যাইবেক তাহা ঐ কমিস্যনরেরা নিরূপণ করিবেন।

Digitized by Google

৪। শহর অথবা শহরতলীর মধ্যে অপকারক বিষয় নির্ণয় ও নিবারণ করণের নিয়ম করিবেন।

৫। কমিস্যনরেরা যে কোন বিধি করেন তাহা উল্লঙ্ঘন হইলে পঞ্চাশ টাকার অনধিক ওয়াজিবী জরীমানা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন কিম্বা অপকারক বিষয় নিবৃত্ত না হইলে যে প্রত্যেক দিবস ঐ অপকারক বিষয় থাকে তজ্জন্যে পাঁচ২ টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

যে কমিস্যনরেরা সময়ক্রমে নিযুক্ত হন তাঁহারদের এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে সকল আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে এবং পূর্ব্বোক্তমতে আদায়হওয়া টাক্স আবশ্যক কার্য্যে এবং আপনারদের আমলা ও চাকরেরদের মাহিয়ানা দেওনেতে এবং উক্ত শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন জারী করণার্থে অন্য যে২ খরচ পড়ে তাহাতে ব্যয় করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

ঐ শহর বা শহরতলী নিবাসি ব্যক্তিরদের পক্ষে ঐ কমিস্যনরেরা যে কোন বন্দোবস্ত করেন তাহার বিষয়ে কোন এক কমিস্যনর স্বয়ং দায়ী হইবেন না। কিন্তু যে টাকা আদায় হয় তাহা অনুপযুক্তমতে খরচ করণের বিষয়ে যে কমিস্যনর জানিয়া শুনিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন বা যে কমিস্যনরের জ্ঞাতসারে তাহা হইল অথবা যে কমিস্যনরের ভারি শৈথিল্যপ্রযুক্ত টাকা সেইরূপে অপব্যয় হইল সেই কমিস্যনর সেই বিষয়ে দায়ী হইবেন এবং তাঁহার স্থানে পাওনা টাকার ন্যায় সেই টাকার বিষয়ে এবং কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

জরীমানা আদায় করণার্থে ১৮৩৯ সালের ২ আইনে যে ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা এই আইনানুসারে সকল বাকী টাক্স এবং জরীমানা আদায়ের জন্যে আমলে আসিবেক। এবং কমিস্যনরেরা অথবা এই আইনানুসারে নির্দ্দিষ্ট বাকী টাক্স আদায় করণের নিমিত্তে তাঁহারদের যে২ আমলা নিযুক্ত হয় সেই২ আমলার মধ্যে কোন এক ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তন্নিমিত্তে ঐ ১৮৩৯ সালের ২ আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

এই আইনানুসারে সম্পত্তির উপর করা কোন টাক্স রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া অসিদ্ধ হইবেক না এবং কোন সম্পত্তির উপর সেইরূপ টাক্স বসাওনেতে কি সেইরূপ টাক্স বসাওনের অভিপ্রায়ে সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় করণেতে যে সম্পত্তির টাক্স

Digitized by Google

বা মূল্য নির্ণয় হয় যদি তাহা এইরূপে বর্ণনা করা যায় যে সাধারণ লোকে তাহা চিনিতে পারে তবে তাহা প্রচুর হইবেক। এবং সেই সম্পত্তির মালিক অথবা দখীলকারের নাম লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি।

১২ ধারা।

যে কোন বাটী বা এমারৎ কি ভূমির উপর এই আইনানুসারে টাক্স বসান যায় সেই বাটী বা এমারৎ কি ভূমিতে যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা এই আইনানুসারে সেই বাটী বা এমারৎ বা ভূমির উপর বসান টাক্সের বাকী আদায়ের জন্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইন জারী করণেতে যে সকল কমিস্যনর নিযুক্ত হন তাঁহারা পূর্ব্ব বৎসরে যে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং যে সকল টাকা পাইয়াছেন ও ব্যয় করিয়াছেন তাহার এক হিসাব প্রতিবৎসরের আপ্রিল মাসের শেষ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। এবং যে পাঠ এবং যে বৌচর অর্থাৎ নিদর্শনপত্র শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব সময়ক্রমে হুকুম করেন সেই পাঠানুসারে সেই রিপোর্ট হইবেক এবং তাহার সঙ্গে সেই২ নিদর্শনপত্র পাঠান যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কোন সময়ে কোন শহরে বা শহরতলীর মধ্যে এই আইনের কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন এবং এই আইন জারী করণেতে কমিস্যনরেরদের অথবা তাঁহারদের মধ্যে কোন এক জনের কি তাঁহারদের আমলার ব্যবহারের বিষয়ের তদারক করিতে এবং রিপোর্ট করিতে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন।

যেহেতুক বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রত্যেক বন্দরে এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উত্তর কালে অন্য যেং বন্দরে আবশ্যক বোধ করেন সেইং বন্দরে বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের জন্যে এক সাধারণ রেজিষ্টরী দফ্তর স্থাপন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এইমত প্রত্যেক দফ্তরে এক জন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইবেন এবং যে রাজধানীতে বা স্থানে ঐ দফ্তর স্থাপিত হয় সেই রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে সময়েং যেরূপ হুকুম করেন সেইরূপে ঐ দফ্তরের আসিষ্টাণ্ট ও মুহুরীর ও চাকর নিযুক্ত হইবেক এবং তাহারদের মাহিয়ানা ও বেতন ধার্য্য হইবেক এবং যেং নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় সেইং নিয়মের অধীন তাহারা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

প্রত্যেক রেজিষ্ট্রার আপনার পদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্বে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে এবং ঐ রেজিষ্ট্রারস্বরূপ তাঁহার

ক

Digitized by Google

হাতে যে সকল টাকা আইসে সেই সকল টাকার যথার্থরূপে ব্যয় করণের ও হিসাব রাখণের বিষয়ে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়-ক্রমে যে পাঠে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে দুই জন জামিন সমেত কোম্পানি বাহা-দুরের প্রতি সাধারণে ও একে২ বণ্ড লিখিয়া দিবেন এবং ঐ রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যতসংখ্যক জরীমানার দণ্ড ধার্য্য করেন সেই জরীমানা ঐ বণ্ডে লেখা থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যস্থিত কোন বন্দরহইতে গমনকারি যে জাহাজ ব্রিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরীর বিষয়ে তৎসময়ে পার্লিমেণ্টের যে আইন এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের যে২ আইন ব্রিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরীর বিষয়ে করা গিয়াছে সেই২ আইনানুসারে যে জাহাজ ব্রিটনীয় জাহাজস্বরূপ রেজিষ্টরী হইয়াছে সেই জাহাজের উপর (মালিম বা চিকিৎসক বিনা) অন্য যে কোন ব্যক্তি গ্রেটব্রিটন ও ঐরলাণ্ড রাজ্যের কোন বন্দরহইতে রেজিষ্টর টিকিট না পাইয়া খাটিতে মানস করে সেই ব্যক্তির আবশ্যক যে উক্ত কোন রেজিষ্টরী দফ্তরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাওনার্থে হাজির হয় এবং এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলে যে নানা জিজ্ঞাসা লেখা আছে এবং সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে২ জিজ্ঞাসার হুকুম করেন সেই২ জিজ্ঞাসার উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত সত্য করিয়া দেয় এবং যাবৎ সেই ব্যক্তি সেইরূপে রেজিষ্টরী না হয় তাবৎ ১৮৫০ সালের ১ আগষ্ট তারিখের পর (মালিম বা চিকিৎসক বিনা) অন্য কোন পদে ঐরূপ রেজিষ্টরীহওয়া জাহাজের উপর খাটিতে পারিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

যে প্রত্যেক খালাসী রেজিষ্ট্রারের দফ্তরে রেজিষ্টরী হওনার্থে আইসে এবং আপনার বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত ঐ জিজ্ঞাসার সত্য জওয়াব দেয় এইমত প্রত্যেক খালাসীকে ঐ রেজিষ্ট্রার রেজিষ্টরী না করিলে নয় ইতি।

৬ ধারা।

যে প্রত্যেক খালাসীকে ঐ রেজিষ্ট্রার রেজিষ্টরী করেন তাহাকে তিনি এক রেজিষ্টর টিকিট দিবেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে পাঠেতে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে ঐ খালাসীর সাধ্যপর্য্যন্ত যথার্থ চেহারা লেখা থাকিবেক এবং শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে রসুমের অনুমতি দেন সেই রসুম ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ

Digitized by Google

টিকিটের জন্যে লইতে পারিবেন কিন্তু তাহা এক টাকার অধিক হইবেক না এবং ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ প্রত্যেক রেজিষ্টর টিকিটের এক নকল আপনার দফ্তরে রাখিবেন। এবং প্রত্যেক রেজিষ্টরীহওয়া খালাসী সমুদ্রে গমনাগমনকারি ব্যক্তিদের যে সম্প্রদায় অথবা বেতনভোগী হয় তাহা ঐ রেজিষ্ট্রার সাধ্যপর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া রেজিষ্টর টিকিটে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিবেন। এবং ঐ টিকিটে উচ্চস্থ বেতনভোগিস্বরূপ লিখিত হওনের জন্যে টিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ টিকিট রেজিষ্ট্রারের নিকটে আনিলে সেই সময়ে ঐ ব্যক্তির যে উচ্চস্থ বেতন ভোগী হওনের স্বত্ব থাকে তাহা ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ টিকিটেতে লিখিবেন ইতি।

৭ ধারা।

যখন কোন খালাসী আপনার রেজিষ্টর টিকিট হারায় তখন সেই ব্যক্তি উক্ত রেজিষ্ট্রারেরদের মধ্যে এক জনের নিকটে স্বয়ং দরখাস্ত করিবেক এবং সেই টিকিট যে সময়ে ও যেপ্রকারে খোয়া গেল তাহার বিষয়ে রেজিষ্ট্রার বা তাঁহার কোন এক জন আসিষ্টাণ্ট যে সকল জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাহার উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত সত্যরূপে দিতে হইবেক। এবং যদ্যপি দৃষ্ট হয় যে ইহাতে কোন চাতুরী ছিল না বা চাতুরীর মানস ছিল না তবে রেজিষ্টর টিকিট দেওনার্থে যে রসুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত পূর্ব্বের টিকিট হারাইবার সময় ও প্রকার বিবেচনা করিয়া রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে তাঁহাকে যেং হুকুম দেন সেইং হুকুমমতে যে রসুম উচিত বুঝেন এইমত পাঁচ টাকার অনধিক রসুম লইয়া তাহাকে অন্য এক টিকিট দিবেন ইতি।

৮ ধারা।

যখন কোন রেজিষ্টরীহওয়া খালাসী কারাগারে বা কোন হরিণবাড়ীতে কয়েদ হয় তখন আদালত অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস তাহার রেজিষ্টর টিকিট ঐ কারাগার বা হরিণবাড়ীর অধ্যক্ষের হাতে দেওয়াইবেন এবং তিনি খালাসীর কয়েদ থাকন সময়ে তাহা আপনার নিকটে রাখিবেন এবং কয়েদের শেষ হইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন। এবং যখন কোন রেজিষ্টরীহওয়া খালাসীর প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হয় তখন যে ব্যক্তির নিকটে ঐ খালাসী কয়েদ থাকে সেই ব্যক্তি ঐ রেজিষ্টর টিকিট যে রেজিষ্ট্রার তাহা দিয়াছিলেন তাঁহার দফ্তরে পাঠাইবেন ইতি।

৯ ধারা।

যে প্রত্যেক রেজিষ্টর টিকিট রেজিষ্ট্রারের নিকটে ফিরিয়া আইসে তাহা তিনি বাতিল করিবেন এবং সময়ক্রমে এক তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং তাহার পূর্ব্ব বারো মাস ব্যাপিয়া যে প্রত্যেক টিকিট বাতিল হইয়াছে ও প্রত্যেক টিকিট হারাইয়া যাওনের বিষয়ে তাঁহাকে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে তিনি ঐ বারো মাস ব্যাপিয়া অন্য টিকিট দিয়াছেন এমত টিকিটের নম্বর ও নাম ঐ তালিকাতে

Digitized by Google

নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। এবং ঐ তালিকা ইঙ্গরেজী ভাষাতে ও বন্দরের চলিত ভাষাতে গেজেটে প্রকাশ করাইবেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে যে সকল নগর বা বন্দর নিরূপণ করেন সেই২ নগর বা বন্দরের হাসিলের কালেক্টর সাহেব এবং পোলীসের প্রধান কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ সাহেবেরা তাহা পরমিট ঘরে এবং পোলীসের দফ্তরের দৃষ্টি-গোচর কোন স্থানে লটকাইবেন। এবং ঐ তালিকার নকল এমত প্রত্যেক বন্দরের মাষ্টর আটেণ্ডাণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং কোন রেজিষ্টরীহওয়া জাহাজের মালিম বা অধ্যক্ষ দরখাস্ত করিলে এবং এক টাকা রসুম দিলে তাঁহাকে ঐ তালিকার নকল দেওয়া যাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এইমত প্রত্যেক জাহাজের মালিম উক্ত ১ আগষ্ট তারিখের পরে উক্ত রাজ্যের কোন বন্দরে রেজিষ্টরী না হওয়া খালাসীর সঙ্গে অথবা যে খালাসীর রেজিষ্টর টিকিট বাতিল হইয়াছে তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন না বা তাহাকে কর্ম্ম দিবেন না। এবং উক্ত বন্দরে উক্ত ১ আগষ্ট তারিখের পরে যে প্রত্যেক খালাসীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন তাহার রেজিষ্টর টিকিট সমুদ্রে গমনের পূর্ব্বে আপন হাতে সমর্পণ করাইবেন এবং (পশ্চাৎ লিখিত গতিকব্যতিরেকে) ঐ খালাসীর চাকরীর শেষ-পর্য্যন্ত ঐ জাহাজের মালিম অতিসাবধান করিয়া তাহা রাখিবেন এবং তৎপরে ঐ টিকিট যে খালাসীর হয় তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিবেন। এবং জাহাজের যে প্রত্যেক মালিম জানিয়া শুনিয়া এই আইন উল্লঙ্ঘন করেন তিনি যে প্রত্যেক খালাসীকে এইরূপে আইনবিরুদ্ধে নিযুক্ত করেন বা চাকরী দেন তাহার জন্যে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিষ্টর টিকিটের নিমিত্তে দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি রেজিষ্ট্রার অথবা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট যে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন সেই জিজ্ঞাসার মিথ্যা উত্তর জানিয়া শুনিয়া দেয় অথবা জানিয়া শুনিয়া রেজিষ্ট্রার অথবা তাঁহার আসিষ্টাণ্টের সম্মুখে আপনার টিকিট হারাইয়া যাওনের বিষয়ে কোন মিথ্যা এজহার করে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি জানিয়াশুনিয়া কোন রেজিষ্টর টিকিট মতান্তর করে কি বিরূপ করে কি নষ্ট করে অথবা এইমত কোন রেজিষ্টর টিকিট কৃত্রিম করে বা এই আইনানুসারে যে টিকিট দেওয়া গিয়াছে অথবা দেওয়া গিয়াছে কথিত হয় সেই টিকিট হস্তান্তর করে বা ক্রয়বিক্রয় করে সেই ব্যক্তিএক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

১৩ ধারা।

জাহাজের মালিম এবং অন্য যে ব্যক্তিকে এই আইনানুসারে সেই প্রকার টিকিট রাখিবার হুকুম হইয়াছে সেই ব্যক্তিছাড়া যে কোন ব্যক্তি আপনাকে আইনমত দেওয়া টিকিটব্যতিরেকে কোন টিকিট খালাসীর মরণের দ্বারা বা প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা যে বন্দরে দেওয়া গিয়াছিল সেই বন্দরের রেজিষ্ট্রারের নিকটে পাঠাইবেক এবং তাহা না পাঠাইলে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

যে কোন খালাসী বাতিলহওয়া রেজিষ্টর টিকিট কিম্বা আইনমত প্রাপ্ত না হওয়া কোন টিকিট কোন জাহাজের মালিম কি অধ্যক্ষকে সমর্পণ করে সেই খালাসী যে কালপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার সেই কালের সকল মাহিয়ানা মালিকের নিকটে জব্দ হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এই আইনের দ্বারা যে সকল জরীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হইলে ঐ জরীমানার হুকুম হইতে পারে এবং ১৮৩৯ সালের ২ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জরীমানার হুকুম করিলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারিত সেই প্রকারে ঐ জরীমানা খরচা সমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

রেজিষ্ট্রার সাহেব যে সকল রসুম পান তাহাহইতে এই আইনের খরচ দেওয়া যাইবেক। তদ্ভিন্ন সেই খরচা দেওনার্থে দেড় শত টন ও তাহার অধিক বোঝাইধারি যে সকল জাহাজ কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যস্থিত বন্দরে প্রবেশ করে বা তাহা হইতে গমন করে সেই সকল জাহাজের উপর টন প্রতি এক আনা বার্ষিক মাসুল লওয়া যাইবেক। এবং রেজিষ্টরী এক বন্দরে ঐ টাকা দেওয়া যাওনের সর্টিফিকট দেখান গেলে তদ্দ্বারা সেই সনের মধ্যে অন্য সকল বন্দরে কোন মাসুল দিতে হইবেক না এবং ঐ সনের হিসাব জানুআরি মাসের প্রথম দিবসঅবধি ডিসেম্বর মাসের শেষ দিবসপর্য্যন্ত হইবেক ইতি।

A চিহ্নিত তফসীল।

১। তোমার নাম ও তোমার পদবী কি।

২। তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার সামান্য বাস কোথায় আছে।

৩। ইহার পূর্ব্বে তোমার রেজিষ্টরী হইয়াছিল কি না।

Digitized by Google

৪। তোমার জন্মস্থান কোথায়।

৫। তোমার জন্মদিন কোন্ তারিখ।

৬। তুমি কোন্ সময়ে সমুদ্রে প্রথমে গমন করিলা।

৭। তুমি কোন্ পদে সমুদ্রে প্রথমে গমন করিলা।

৮। তৎপরে তুমি কোন্ পদের কর্ম্ম করিয়াছ।

৯। তুমি রাজার যুদ্ধজাহাজে বা কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধজাহাজে কি কোম্পানি বাহাদুরের কোন জাহাজে কর্ম্ম করিয়াছ কি না।

১০। যদি করিয়াছ তবে কত কালাবধি এবং কোন্২ জাহাজে এবং কোন্২ পদে।

১১। তুমি ভিন্নাধিকারি জাহাজে কর্ম্ম করিয়াছ কি না।

১২। যদি করিয়া থাক তবে কত কালাবধি এবং কোন্ পদে এবং কোন পতাকার অধীনে।

১৩। সমুদ্রে থাকিয়া তুমি সামান্যতঃ কোন্ কার্য্য করিয়াছ।

১৪। কর্ম্ম না থাকিলে তুমি সামান্যতঃ কোথায় বাস কর।

B চিহ্নিত তফসীল।

ভারতবর্ষের অমুক বন্দরহইতে অমুক স্থানে গমনশীল এত টন বোঝাইধারি অমুক বন্দরের অমুকনামক জাহাজে খালাসীরদের ও কর্ম্মশিক্ষাকারিরদের নাম ও রেজিষ্টর টিকিটের নম্বর।

জাহাজের নম্বর ও রেজিষ্টরের তারিখ	নাম	পদ	রেজিষ্টর টিকিটের নম্বর

অমুক সালের অমুক তারিখ। জাহাজের মালিম।

সমাপ্তঃ।

এক জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অষ্টাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের প্রবৃত্তি জন্মাওনের আইন।

বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদিগকে প্রবৃত্তি দেওন এবং রক্ষা করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

ব্রিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ে সময়ক্রমে পার্লিমেণ্টের যে কোন আইন অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের যে কোন আইন চলন থাকে তাহার অনুসারে ব্রিটনীয় জাহাজ বলিয়া যে কোন জাহাজ রেজিষ্টরী হইয়াছে এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে বন্দরে ১৮৫০ সালের ২৭ আইনানুসারে খালাসীরদের রেজিষ্টার নিযুক্ত হন কি হইবেন এমত কোন বন্দরহইতে রফ্ত হয় সেই জাহাজের অধ্যক্ষ যাবৎ উক্ত দেশের মধ্যে কোন বন্দরে যে সকল খালাসীকে জাহাজে লন তাহারদের সঙ্গে নীচের লিখিত বিধানমতে বন্দোবস্ত না করেন তাবৎ আগামি ১৮৫০ সালের ১ আগষ্ট তারিখের পর কোন দিনে ঐ অধ্যক্ষ সমুদ্রপথে জাহাজ লইয়া যাইবেন না। ঐ বন্দোবস্তের মধ্যে এই২ বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক যে প্রত্যেক খালাসী যে২ মাহিয়ানা পাইবেক এবং যত ও যেপ্রকার আহারাদি পাইবেক এবং যে পদে নিযুক্ত হইবেক অথবা খাটিবেক এবং ঐ জাহাজ যে স্থানে গমন করিবেক অথবা যে মিয়াদপর্য্যন্ত এ ব্যক্তির খাটিতে হইবেক। কিন্তু ৩০০ টনের অনধিক বোঝাইধারি যে২ দেশীয় জাহাজ কেবল সমুদ্রের তীরস্থ দেশে গমনাগমন করিতে নিযুক্ত হয় সেই জাহাজের প্রতি এই বিধান খাটে না ইতি।

ক

Digitized by Google

২ ধারা।

এই আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নিত তফসীলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে অথবা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে পাঠে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে এমত প্রত্যেক বন্দোবস্তপত্র লেখা যাইবেক। তাহাতে উপযুক্তমত তারিখ থাকিবেক এবং খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেবের অথবা তাঁহার দ্বারা তন্নিমিত্তে নিযুক্ত অন্য সাহেবের সাক্ষাতে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাতে সহী করিবেন এবং উক্ত দেশের কোন বন্দরে যে সকল খালাসীকে জাহাজে লওয়া যায় তাহারদের প্রত্যেক শ্রেণীর খালাসীরদের অধিকাংশ লোক অন্য সকল খালাসীর নিমিত্তে তাহাতে দস্তখৎ করিবেক। এবং যে প্রত্যেক খালাসী তাহাতে সহী করিবেক সে ব্যক্তি যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ বন্দোবস্ত তাহাকে শুনাইবেন ও বুঝাইবেন এবং যদি ঐ খালাসী তাহাতে সম্মত হয় তবে তাহাকে তাহাতে আপনার সহী বা ঢেরা দিতে হুকুম করিবেন এবং তাহাতে আপনি দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ বন্দোবস্তপত্রের এক নকল পূর্ব্বমতে লিখিত ও দস্তখৎ হইলে তাহা আপনার দফ্তরের রোয়দাদে রাখিবেন। এইমত জাহাজে আপ্রেণ্টিসভিন্ন যে প্রত্যেক খালাসী নিযুক্ত হয় সেই খালাসী আপনি ঐ বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে আপনার মাহিয়ানার সংখ্যানুসারে ঐ বন্দোবস্তপত্রের দ্বারা উপকার পাইতে পারিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এমত বন্দোবস্তপত্রের যে প্রত্যেক নকল রেজিষ্ট্রার সাহেব যথার্থ নকল হওনের বিষয়ের সর্টিফিকেট দেন তাহা ঐ খালাসীর পক্ষে প্রত্যেক গতিকে ঐ বন্দোবস্তপত্রের মর্ম্মের বিষয়ে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক এবং কোন গতিকে কোন খালাসীকে ঐ বন্দোবস্তপত্র অথবা পূর্ব্বোক্তমত প্রস্তুতহওয়া তাহার নকল দেখাইতে কি তাহা দাখিল করণের এত্তেলা দিতে হুকুম করা যাইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ বন্দোবস্তপত্র দাখিল না হয় এবং সাব্যস্ত করা না যায় তবে ঐ খালাসী ঐ বন্দোবস্তের মর্ম্ম অথবা তাহার অভিপ্রায়ের প্রমাণ দিতে পারিবেক অথবা বিষয়বিশেষে অন্য কোন সাক্ষ্যের দ্বারা আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করিতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনানুসারে যে খালাসী কোন জাহাজে নিযুক্ত হয় এমত কোন খালাসীর করা কোন বন্দোবস্তক্রমে জাহাজের উপর তাহার যে দাওয়া থাকে তাহা লোপ হইবেক না অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্থানে আপনার মাহিয়ানা পাইবার যে দাওয়া থাকে তাহা কোন বন্দোবস্তের দ্বারা লোপ হইবেক না। এবং এই আইনের বিরুদ্ধ কি তাহার অনৈক্য কোন বন্দোবস্তের দ্বারা কোন খালাসী বদ্ধ হইতে পারে না। এবং যে জাহাজ পরে নষ্ট হয় সেই জাহাজের ভাড়ার সম্পর্কে খালাসীর যে মাহিয়ানার

Digitized by Google

অধিকার কিম্বা দাওয়া থাকে কিম্বা জাহাজ রক্ষা করণের পুরস্কারের বিষয়ে কি জাহাজ রক্ষা করণের উদ্যোগের বিষয়ে পারিতোষিকের যে কোন স্বত্ব বা দাওয়া থাকে অথবা ডিক্রী কি ফয়সলা বা প্রকারান্তরে জাহাজ রক্ষা করণের পুরস্কারের বা জাহাজ রক্ষা করণের উদ্যোগের পারিতোষিকের যে অংশের স্বত্ব ও দাওয়া থাকে তাহা ত্যাগ করিতে যদি কোন খালাসী কোন নিয়ম বা চুক্তি কিম্বা বন্দোবস্তের দ্বারা অনুমতি কি অঙ্গীকার করে তবে ঐ নিয়মপ্রভৃতির দ্বারা ঐ খালাসী বদ্ধ থাকিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এই আইনক্রমে যে খালাসী কোন জাহাজে কর্ম্ম করিতে বন্দোবস্ত করে সেই খালাসীর মাহিয়ানা কালেণ্ডর মাসক্রমে গণ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনের বিধানের অনুসারে কর্ম্মকারি কোন খালাসী যদি এই আইনের শেষের লিখিত B চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে অথবা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে পাঠ মঞ্জুর করেন তদনুসারে এক লিপির দ্বারা উক্ত রেজিষ্ট্রার সাহেবকে এই ক্ষমতা দেয় যে আমার অনুপস্থিত থাকনসময়ে আমার পরিবারের প্রতিপালনার্থে যে কালের নিমিত্তে আমি আগাম মাহিয়ানা পাই নাই এমত কালের নিমিত্তে আমার মাহিয়ানার তিন ভাগের এক ভাগের অনধিক টাকা উক্ত জাহাজের মালিক অথবা তাহার এজেণ্টের স্থানে মাসেং লন্ তবে সেই জাহাজের মালিক অথবা তাহার এজেণ্ট উক্ত রেজিষ্ট্রার সাহেব দাওয়া করিলে সেই টাকা পূর্ব্বোক্তমতে ব্যয় হওনার্থে তাহাকে দিবেন এবং ঐ খালাসী এক্ষণে উক্ত জাহাজে খাটিতেছে ইহার কোন প্রমাণ ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেবের স্থানে চাহিবেন না। উক্ত লিপিতে রেজিষ্ট্রার সাহেব কি তাঁহার আসিষ্টাণ্টের এবং খালাসী যে জাহাজে খাটিতে অঙ্গীকার করিয়াছে সেই জাহাজের মালিকের সহী থাকিবেক এবং যে অভিপ্রায়ে ঐ লিপি দেওয়া গেল তাহা ঐ লিপির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

জাহাজের অধ্যক্ষ উক্ত খালাসীর মরণ কি পলায়ন কিম্বা তগীর হওনের অথবা উপযুক্ত প্রমাণমতে জাহাজের মারা পড়নের এক সর্টিফিকট যে সময়ে দাখিল করেন সেই সময়অবধি এবং তাহার পর ঐ জাহাজের মালিক কিম্বা তাহার এজেণ্ট অথবা রেজিষ্ট্রার সাহেবের দ্বারা সেইরূপ আর কোন টাকা দেওয়া যাইবেক না। কিন্তু ঐ খালাসী যে ব্যক্তিকে টাকা লইতে নিযুক্ত করিয়াছিল সেই ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রার সাহেব যে টাকা নিতান্ত দিয়াছেন তাহা ঐ খালাসীর মৃত্যু বা পলায়ন অথবা তগীর হওনেতে কিম্বা জাহাজের মারা পড়নেতে ফিরিয়া পাইবার দাওয়া হইতে পারিবেকনা ইতি।

Digitized by Google

৮ ধারা।

এইরূপ সকল রসীদ ও দেওয়া টাকা এক বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এবং ঐ বহীর মধ্যে যে কিছু লেখা যায় তাহা প্রমাণ হওনার্থে রেজিষ্ট্রার সাহেব কি তাঁহার আসিষ্টাণ্ট তাহাতে সহী করিবেন এবং সেই বিষয়ে যে২ ব্যক্তি লিপ্ত থাকে তাহারদের তদারক করণার্থে সেই বহী নিয়ত প্রস্তুত থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

যখন রেজিষ্ট্রার সাহেব খাটনের বন্দোবস্তপত্রে সাক্ষিস্বরূপ আপনার নাম লেখেন তখন ঐ সাহেব যে২ নিয়মক্রমে খালাসী খাটনের সময়ে আপন২ পরিবারেরদিগকে আপনার মাহিয়ানার কতক ভাগ অর্পণ করিতে পারে তাহা ঐ২ খালাসীকে বুঝাইয়া দিবেন এবং রেজিষ্ট্রার সাহেবের কর্ত্তব্য যে বন্দর হইতে যত খালাসী যায় তাহারদিগকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করেন যে তাহারা চাহিলে পূর্ব্বোক্তমতে আপনারদের মাহিয়ানার এক ভাগ অর্পণ করিতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

ঐরূপ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ রেজিষ্টরীর কোন বন্দরহইতে গমনের পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে তিনি আপ্রেণ্টিসসমেত যত খালাসীকে আপন জাহাজে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারদের নামের এবং তাহারদের মাহিয়ানার এবং তাহারদের রেজিষ্টরী টিকিটের নম্বরের এক ফর্দ্দ সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন তদনুসারে লিখিয়া এবং তাহাতে দস্তখৎ করিয়া তাহা রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিবেন। এবং ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ যদি ঐ-দেশের মধ্যে কোন খালাসীকে নিযুক্ত না করিয়া থাকেন তবে তিনি সেই কথা এক সর্টিফিকটের মধ্যে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিবেন। এবং রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ ফর্দ্দ অথবা ঐ সর্টিফিকট পাইলে এবং তাহার সত্যতার বিষয়ে তাঁহার হৃদ্বোধ হইলে তিনি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে আপনার দস্তখৎ করা এইমত এক সর্টিফিকট দিবেন যে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ রেজিষ্টরী দফ্তরের সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন। এইমত কোন জাহাজের যে অধ্যক্ষ উক্ত প্রকার ফর্দ্দ অথবা সর্টিফিকট দাখিল না করিয়া রেজিষ্টরীর বন্দর হইতে প্রস্থান করেন সেই অধ্যক্ষ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

রেজিষ্টরীর বন্দরে কোন জাহাজে কোন খালাসী এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে নিযুক্ত না হয় এ নিমিত্তে ঐ বন্দরের রেজিষ্ট্রার সাহেব স্বয়ং কিম্বা তাঁহার এজেণ্টেরা কোন সময়ে শিষ্টরূপে ঐ প্রকার কোন জাহাজে প্রবেশ করিতে পারেন এবং ঐ

Digitized by Google

জাহাজে নিযুক্ত নানা খালাসীরদিগকে গণনা করিতে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন এবং এইরূপ কর্ম্ম করণেতে ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেবের অথবা তাঁহার এজেণ্টের-দিগের যে কেহ প্রতিবন্ধকতা করে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

যখন রেজিষ্ট্রার সাহেবের ইহা বোধ করিবার কারণ জন্মে যে সমুদ্রে গমনশীল জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক অথবা এজেণ্ট এই আইনের কোন বিধান এড়াইয়াছেন কি তাহা প্রতিপালন করেন নাই তখন ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব আপনার দস্তখৎকরা এক লিপির দ্বারা মাষ্টর আটেণ্ডেণ্ট সাহেবকে বন্দরহইতে ঐ জাহাজের প্রস্থান করণের অনুমতিপত্র দেওয়া স্থগিত করিতে পারেন। এবং প্রত্যেক মাষ্টর আটেণ্ডেণ্ট সাহেব এই বিষয়ে রেজিষ্ট্রার সাহেবের লিখিত হুকুম প্রতিপালন করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এই আইনানুসারের নিযুক্ত কোন খালাসী যে জাহাজে খাটিতেছে সেই জাহাজের অধ্যক্ষ যে বন্দরে যাত্রার শেষ হয় সেই বন্দরে ঐ জাহাজের পঁহুছনের পর অথবা খাটনের মিয়াদের পর সাত দিনের মধ্যে এই আইনক্রমে করা বন্দোবস্তের অনুসারে ঐং খালাসীর মেহনতের জন্যে যে মাহিয়ানা বাকী থাকে তাহা ঐ খালাসীকে দিবেন বা দেওয়াইবেন। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার বিষয়ে তাহার স্থানে আলাহিদারূপে কি সাধারণ ফর্দ্দে এক রসীদ লইবেন এবং ঐ রসীদে জাহাজের প্রথম কি দ্বিতীয় মালিম অথবা বিশ্বাসযোগ্য অন্য সাক্ষী সহী করিবেন নতুবা তাহা বিফল ও বাতিল হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

যে প্রত্যেক অধ্যক্ষ বা মালিক ১৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন খালাসীর মাহিয়ানা দিতে ত্রুটি কি অস্বীকার করেন সর্ব্বসুদ্ধ দশ দিনের অনধিক কালপর্য্যন্ত তিনি যত দিন উপযুক্ত হেতু বিনা ঐ মাহিয়ানা দেওনের বিলম্ব করিয়াছেন তাহার দিনপ্রতি দুই দিনের মাহিয়ানা জরীমানাস্বরূপ ঐ খালাসীকে দিবেন এবং তাহা মাহিয়ানাস্বরূপ আদায় হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

যে খালাসীর কোন মাহিয়ানা পাওনা থাকে সেই খালাসী যদি ঐ মাহিয়ানা পাইবার পূর্ব্বে মরে তবে তাহার মরণের পর জাহাজ যে প্রথম রেজিষ্টরী বন্দরে পঁহুছে সেই বন্দরের রেজিষ্ট্রার সাহেবের হাতে ঐ মাহিয়ানা দেওয়া যাইবেক এবং

Digitized by Google

ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব সেই খালাসীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে তাহা দিবেন এবং তাহার ঐরূপ আইনমত স্থলাভিষিক্ত না থাকিলে যে দিবসে রেজিষ্ট্রার সাহেব ঐ টাকা পাইয়াছিলেন তাহার পর ১ জানুআরি তারিখঅবধি বারো মাস শেষ হইলে ঐ অবশিষ্ট টাকা কোম্পানি বাহাদুরের খাজানাখানায় দাখিল করিবেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অন্যূন দুইবার ঐ দাওয়া না হওয়া টাকা তাঁহার স্থানে থাকনের বিষয়ে তিনি গেজেটে ইশ্‌তিহারের দ্বারা উপযুক্ত এত্তেলা দিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

জাহাজের যে অধ্যক্ষের এই অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হয় যে পূর্ব্বোক্তমত বন্দরে জাহাজ পঁহুছনের পর তিনি দশ দিনের মধ্যে মৃত খালাসীর পাওনা মাহিয়ানা রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিতে ত্রুটি করিয়াছেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষ যে মাহিয়ানা দিতে এইরূপ ত্রুটি করিয়াছিলেন তাহার তিনগুণ জরীমানা দিবেন এবং আরো মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেমত উচিত বুঝেন সেইমতে প্রত্যেক ত্রুটির বিষয়ে ঐ অধ্যক্ষের এক শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন ইতি।

১৭ ধারা।

১ ধারার লিখিতমতে রক্ত ও রেজিষ্টরী হওয়া কোন বাণিজ্য জাহাজ মারা না গিয়া কিম্বা অকর্ম্মণ্যপ্রযুক্ত ত্যক্ত না হইয়া যদি কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে কোন বন্দরে বিক্রয় হয় কি হস্তান্তর করা যায় অথবা যদি এইমত কোন বন্দরে কোন খালাসীর খাটনের মিয়াদ শেষ হয় তবে অধ্যক্ষ প্রত্যেক খালাসীকে কর্ম্মচ্যুত হওনের এক সর্টিফিকট ও তাহার রেজিষ্টর টিকিট দিবেন এবং উক্ত দেশের মধ্যে কোন বন্দরে গমনশীল অন্য কোন জাহাজে তাহার নিমিত্তে উপযুক্ত কর্ম্ম যোগাইয়া দিবেন অথবা যে বন্দরে জাহাজে উঠিয়াছিল সেই বন্দরে কিম্বা অন্য যে কোন বন্দরের বিষয়ে বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই বন্দরে তাহার বিনা খরচে যাইবার উপায় করিয়া দিবেন। অথবা তাহার ভরণপোষণ ও গমনের ভাড়া যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা ঐ বন্দরের ব্রিটনীয় কনসল কিম্বা বৈস কনসল সাহেবের হাতে অথবা এমত কোন কনসল না থাকিলে ঐ বন্দরনিবাসি সেই জাহাজের অসম্পর্কীয় কোন সওদাগরের হাতে অর্পণ করিবেন। ঐ খালাসীর যে মাহিয়ানা পাওনা থাকে তাহার অতিরিক্ত ঐ টাকা দেওয়া যাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

যদি সেই অধ্যক্ষ উক্ত ১৭ ধারার লিখিতমতে আপনার কোন খালাসীর নিমিত্তে কর্ম্ম যোগাইয়া দিতে কিম্বা বন্দরে পঁহুছনের উপায় করিয়া দিতে ত্রুটি কি অস্বীকার করেন তবে সেইরূপ কর্ম্ম করণের খরচ দেওয়া গেলে সে খরচ জাহাজের মালিকের দেয় হইবেক। কিন্তু যদি জাহাজের অধ্যক্ষের কি খালাসীরদের

Digitized by Google

প্রবঞ্চনাপ্রযুক্ত জাহাজের বিঘ্ন হয় কিম্বা জাহাজ মারা পড়ে কি অকর্ম্মণ্য হওয়াপ্রযুক্ত ত্যক্ত হয় তবে জাহাজের মালিকের সেই খরচ দিতে হইবেক না। এবং কনসল সাহেব অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি ঐ খরচ দিয়াছেন তাঁহার নালিশমতে কি যদি ঐ খরচ কোম্পানি বাহাদুরের কোন টাকা হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে কোম্পানি বাহাদুরের নালিশমতে ঐ মালিকের বাবৎ দেওয়া টাকা বলিয়া মোকদ্দমার খরচা সমেত মালিকের স্থানে আদায় হইতে পারিবেক এবং যদি খালাসী আপনি ঐ খরচ দিয়াছে তবে তাহার পাওনা মাহিয়ানাস্বরূপ তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

১৯ ধারা।

যদি কোন খালাসী ব্রিটনীয় কনসল কি বৈস কনসলের সম্মুখে অথবা যদি সেই বন্দরে কোন ব্রিটনীয় কনসল কি বৈস কনসল না থাকেন তবে ঐ বন্দরনিবাসি জাহাজের সম্পর্কীয় এক কি ততোধিক জন সওদাগরের সম্মুখে সেই স্থানে ও সেই সময়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিবার বিষয়ে লিখনের দ্বারা সম্মতি জানায় তবে এইমত খালাসীর বিষয়ে উক্ত ১৭ এবং ১৮ ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি।

২০ ধারা।

জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেলে কি মারা পড়িলে যে প্রত্যেক জন খালাসী জাহাজে থাকে সেই খালাসী জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে কিম্বা যে প্রধান মালিম বাঁচিয়া থাকেন তাঁহার স্থানে যদি এইমত এক সর্টিফিকট দেখাইতে পারে যে সে ব্যক্তি সেই জাহাজের ও তাহার মালের ও খাদ্যাদি দ্রব্যের রক্ষার বিষয়ে সাধ্যপর্য্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিল তবে জাহাজের ভাড়ার দ্বারা কিছু উপার্জন হইলে বা না হইলে তাহা ভাঙ্গা কি মারা পড়নপর্য্যন্ত ঐ খালাসী আপনার মাহিয়ানা পাইবেক ইতি।

২১ ধারা।

প্রত্যেক খালাসীর প্রতিদিনে যত খাদ্য দ্রব্য পাইবার একরার হইয়াছিল তাহা যদি কম করা যায় তবে তাহার প্রতিদিনের মাহিয়ানা বৃদ্ধি হইবেক অর্থাৎ যদি ঐ একরারকরা দ্রব্যের তিন অংশের এক অংশপর্য্যন্ত কম হয় তবে দিনপ্রতি এক আনা এবং যদি তিন অংশের এক অংশহইতে অধিক কম করা যায় তবে দিনপ্রতি দুই আনা পাইবেক। এবং ঐ অধিক টাকা আপনার অন্য মাহিয়ানার মত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

২২ ধারা।

খালাসীরদের মাহিয়ানা কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক বা পুরস্কার পাওনা হইবার পূর্ব্বে যদি ঐ মাহিয়ানাপ্রভৃতি অর্পণ কি বিক্রয় করা যায় কিম্বা কোন খালাসীর মাহিয়ানা কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক বা পুরস্কার পাওনের

Digitized by Google

বিষয়ে যে ওকালৎনামা দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইতে পারে না কথিত হইলেও ঐ ওকালৎনামা অর্পণ কি বিক্রয় কারক কি ওকালৎনামাকরণিয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধ বলবৎ হইবেক না। এবং কোন আদালতহইতে কোন ক্রোকী পরওয়ানা জারী হইলে তাহার দ্বারা কোন খালাসীর মাহিয়ানা কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক বা পুরস্কার দিবার প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

সমুদ্রে গমন করণের সময়ে যে সকল পীড়া ও দৈবঘটনার সম্ভাবনা হয় তাহার উপযুক্ত ঔষধ ও অস্ত্রপ্রভৃতি প্রচুরমতে এমত প্রত্যেক জাহাজে সর্ব্বদাই থাকিবেক। এবং যত ঔষধপ্রভৃতি লইতে হইবেক তাহার নিরিখ সময়ে২ ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের জাহাজের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীক্রমে জানাইবেন। এবং তাহা কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক। এবং এই বিষয়ে ত্রুটি হইলে জাহাজের মালিক দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন এবং যত কাল তিনি ঐ প্রকার ত্রুটি জানিয়া শুনিয়া করিতে থাকেন তত কাল দিনপ্রতি পাঁচ টাকার জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

২৪ ধারা।

যদি এইমত কোন জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা কোন মালিম কি খালাসী জাহাজের কর্ম্ম করণে আঘাতী বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে যাবৎ তাহার স্বাস্থ্য না হয় কিম্বা যে বন্দরে জাহাজে চড়িয়াছিল কি অন্য যে কোন বন্দরের বিষয়ে নিয়ম হইয়াছিল সেই বন্দরে যাবৎ তাহাকে ফিরিয়া লওয়া না যায় তাবৎ তাহার আবশ্যক অন্ন চিকিৎসা ও চিকিৎসা এবং তাহার সেবার ও ঔষধের ও প্রতিপালনের যত খরচ হয় তাহা এবং সেই বন্দরে তাহাকে লইয়া যাওনের খরচ জাহাজের মালিক দিবেন এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ অধ্যক্ষ কি মালিম বা খালাসীর বেতনহইতে কিছু বাদ দেওয়া যাইবেক না। এবং যদি সেই অধ্যক্ষ কি মালিম বা খালাসী আপনি ঐ খরচ দিয়া থাকেন তবে সেই খরচ আপনার মাহিয়ানার অংশস্বরূপ আদায় হইতে পারিবেক এবং যদি ঐ খরচ কোম্পানি বাহাদুরের কোন টাকা হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে কোম্পানি বাহাদুরের পাওনা কর্জ্জস্বরূপ মোকদ্দমার সম্পূর্ণ খরচা সমেত তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

যে কোন খালাসী এই আইনানুসারে কোন দাদন পাইয়াছে এমত খালাসী যে জাহাজে থাকে সেই জাহাজ যে যাত্রার জন্যে ঐ দাদন দেওয়া গিয়াছে সেই যাত্রায় গমনের পূর্ব্বে যদি বিনষ্ট হয় অথবা অগ্নি কি অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত তাহার

Digitized by Google

এইমত ক্ষতি হয় যে কল্পিত যাত্রায় গমন করিতে পারে না অথবা সেই যাত্রার আরম্ভ সময়ে অথবা খাটনের দ্বারা দাদনের পরিশোধ না হইলে যদি তাহা বিফল হয় তবে সেই জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক কিম্বা এজেণ্ট ঐ মত খালাসীর উপর এইমত দাওয়া করিতে পারেন যে ঐ ব্যক্তি যে দাদন পাইয়াছিল সেই দাদন ফিরিয়া দেয় অথবা যত দাদন পাইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ সংখ্যার তুল্য অন্য কোন জাহাজে খাটে। এবং ঐ খালাসী যাবৎ খাটনের দ্বারা ঐ দাদন পরিশোধ না করে তাবৎ ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক অথবা এজেণ্টের অনুমতি বিনা যে জাহাজে তাহাকে খাটিবার হুকুম হইয়াছিল সেই জাহাজ ভিন্ন অন্য জাহাজে খাটিতে পারিবেক না। এবং যদি এইমত কোন খালাসী এইমত অন্য কোন জাহাজের উপর খাটনের দ্বারা ঐ দাদন পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে তবে সেই অস্বীকার কোন মাজিস্ট্রেট সাহেব কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সরাসরী-মতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেব যাহারদিগকে উচিত বোধ করেন এমত ব্যক্তিরদিগকে সময়ক্রমে এই আইনানুসারে যে২ জাহাজে খালাসী গ্রহণ হয় সেই২ জাহাজের জন্যে খালাসী যোটাইবার দালালী কর্ম্ম করিতে পাট্টা দিতে পারেন এবং নাবিকেরদের ভেটেরাখানার অধ্যক্ষের ঘরে খালাসীরদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিবার অনুমতি দেওনার্থে তাহারদিগকেও পাট্টা দিতে পারেন। এবং ঐ ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে সেই পাট্টা রদ ও বাতিল করিতে পারেন। এবং সময়ক্রমে ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেব যে মিয়াদ ও যে নিয়ম এবং যে জামিন নিরূপণ করেন সেই মিয়াদের জন্যে এবং সেই নিয়মক্রমে এবং সেই জামিন লইয়া ঐ পাট্টা দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে পাট্টা না পাইয়া এবং যে জাহাজে খালাসীরা খাটিতে স্বীকার করিয়াছে সেই জাহাজের মালিক কি এক অংশের মালিক কিম্বা অধ্যক্ষ অথবা জাহাজ যাঁহার জিম্মায় থাকে এমত ব্যক্তি না হইয়া কোন রেজিষ্টরী বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহাজে নিযুক্ত হওনার্থে কোন খালাসীকে ভাড়া করে কি তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এবং যে বাণিজ্য জাহাজের উপর খালাসীরা খাটিতে স্বীকার করিয়াছে সেই জাহাজ যাঁহার জিম্মায় আছে তিনি কিম্বা সেই জাহাজের মালিক বা এক অংশের মালিক কিম্বা অধ্যক্ষছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি পাট্টাদার হউক বা না হউক কোন বাণিজ্য জাহাজে কোন খালাসীকে নিযুক্ত করণের অভিপ্রায়ে বা তাহার ছলে কোন খালাসীর রেজিষ্টরী টিকিটের দাওয়া করে কিম্বা প্রাপ্ত হয় এবং যে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকার পাট্টা পাইলে কি না পাইলে

Digitized by Google

কোন খালাসীকে কোন বাণিজ্য জাহাজে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিবার কিম্বা তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্তে অথবা তাহা করণের উদ্যোগ করিবার নিমিত্তে তাহার স্থানে স্পষ্ট কি অস্পষ্টরূপে কোন রসুম কি পুরস্কার বা অন্য কোন টাকা চায় কি লয় সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

যে প্রত্যেক পাট্টাপ্রাপ্ত দালাল নাবিকেরদের বাসার উপরের উক্তমতে পাট্টাপ্রাপ্ত পঞ্চ ঘর ভিন্ন কোন শরাবের দোকানে কি পঞ্চ ঘরে কোন খালাসীর সঙ্গে খাটনের বন্দোবস্ত করে কিম্বা এইমত যে কোন দালাল স্পষ্ট কি অস্পষ্টরূপে নাবিকেরদের বাসার উপরের উক্তমতে পাট্টাপ্রাপ্ত পঞ্চ ঘর ভিন্ন কোন শরাবের দোকানে কি পঞ্চ ঘরে সম্পর্ক রাখে সেই দালালের পাট্টা জব্দ হইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধির মতাচরণ না করিতে কোন খালাসীকে পরামর্শ দেয় বা পরামর্শ দিতে উদ্যোগ করে বা আইন প্রতিপালনের প্রতিবন্ধকতা করে অথবা যে কোন ব্যক্তি কোন খালাসীকে পলায়ন করিতে পরামর্শ দেয় কি যে খালাসী পলায়ন করিয়াছে তাহাকে আশ্রয় দেয় অথবা আশ্রয় দেওনের বা খোরাক দিবার সাহায্য করে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

যদি এই আইনমতে নিযুক্ত কোন খালাসী যাত্রার পূর্ব্বে বা যাত্রাকালীন কোন সময়ে যে জাহাজে খাটিতে অঙ্গীকার করিয়াছে সেই জাহাজে যাইতে ত্রুটি কি অস্বীকার করে অথবা সেই জাহাজে সমুদ্রে গমন করিতে স্বীকার না করে কি অনুমতি না পাইয়া জাহাজহইতে গরহাজির হয় অথবা পলায়ন করে তবে যে স্থানে বা যে স্থানের নিকটে ঐ জাহাজ থাকে অথবা ঐ খালাসীকে পাওয়া যায় সেই স্থানের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম কি মালিক বা তাঁহার এজেন্ট শপথপূর্ব্বক নালিশ করিলে ওয়ারণ্ট বাহির করিয়া ঐ খালাসীকে গ্রেফ্তার করিয়া আপনার নিকটে আনিবার হুকুম দিতে পারেন। এবং ঐ ত্রুটি বা অস্বীকার বা মাতবর কারণ বিনা গরহাজির অথবা পলায়নের উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া গেলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবপ্রভৃতি ঐ খালাসীকে জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন অথবা হরিণবাড়ীতে পাঠাইতে পারেন এবং সেই ব্যক্তি সেখানে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে থাকনের যোগ্য হইবেক। অথবা ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবপ্রভৃতি উচিত বোধ করিলে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম

Digitized by Google

কি মালিক কিম্বা তাঁহার এজেণ্টের প্রার্থনামতে ঐ খালাসীকে কয়েদ না করিয়া ঐ জাহাজে তাহাকে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন অথবা ঐ জাহাজে লইয়া যাওনার্থে এবং সমুদ্রে গমনার্থে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম কি মালিক বা এজেণ্টের হাতে ঐ খালাসীকে অর্পণ করিবার হুকুম দিতে পারেন। এবং ঐ খালাসীকে গ্রেফ্তার করণের যে খরচা ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব উপযুক্ত বোধ করেন তাহা যদি কুড়ি টাকার অধিক না হয় তবে জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা মালিক অথবা এজেণ্টকে দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং তাহা খালাসীর শিরে পড়িবেক এবং তাহার মাহিয়ানাহইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে ইতি।

৩১ ধারা।

যে প্রত্যেক খালাসী এই আইনানুসারে নিযুক্ত হয় সেই খালাসী আপন খাটনের সময়ে যদি জানিয়াশুনিয়া এবং অনুমতি বিনা আপনার জাহাজহইতে স্থানান্তর হয় বা প্রকারান্তরে আপনার কর্ম্মহইতে গরহাজির হয় (এবং তাহার অপরাধ পলায়নের অপরাধ না হয় কি আপন মনিব পলায়নের অপরাধের ন্যায় তাহা জ্ঞান না করেন) তবে সেই খালাসীর দুই দিনের মাহিয়ানা জরীমানা হইবেক এবং যে প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টা সেই ব্যক্তি গরহাজির থাকে তাহার জন্যে ছয় দিবসের মাহিয়ানা জরীমানা দিবেক অথবা আপনার মনিবের ইচ্ছাক্রমে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য জনকে নিযুক্ত করণেতে যে আবশ্যক খরচ লাগে তাহা সেই খালাসী দিবেক। এবং জাহাজে নিযুক্ত থাকন সময়ে যে প্রত্যেক খালাসী আপন মনিব বা যে ব্যক্তির অধীনে জাহাজ থাকে সেই ব্যক্তি ওয়াজিবীমতে তাহাকে যে কর্ম্ম করিতে হুকুম দেন তাহা করিতে মাতবর কারণ বিনা অস্বীকার বা ত্রুটি করে সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার উপরের উক্ত জরীমানা হইবেক এবং যে প্রত্যেক চব্বিশ-ঘণ্টাপর্য্যন্ত সেইরূপ অপরাধ করে তাহার জন্যে উপরের উক্তমতে জরীমানা হইবেক। এবং এইরূপ যে প্রত্যেক খালাসী জাহাজের লক্ষিত বন্দরে পঁহুছিলে পর ও তাহার চাকরীর মিয়াদের মধ্যে খালাস না হইয়া অথবা আপনার মনিবের অনুমতি না পাইয়া জাহাজ ত্যাগ করে সেই ব্যক্তির এক মাসের মাহিয়ানা জরীমানা লাগিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ খালাসীর গরহাজির অথবা ত্রুটি বা অস্বীকার যদি রীতিমতে "লগ বুক" অর্থাৎ জাহাজের বৃত্তান্তের বহীতে লেখা না যায় তবে সেই ব্যক্তির সেইরূপ জরীমানা হইবেক না এবং সেই বিষয়ের বিরোধ হইলে ঐ জাহাজের মালিক বা অধ্যক্ষ কি এজেণ্ট মালিমের বা অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যের প্রমাণের দ্বারা ঐ বহীর মধ্যে লিখিত কথা সাব্যস্ত করিবেন ইতি।

৩২ ধারা।

এই আইনানুসারের নিযুক্ত যে প্রত্যেক খালাসী আপন জাহাজহইতে পলায়ন করে ঐ জাহাজে সেই ব্যক্তির যে সকল কাপড়চোপড় এবং দ্রব্যাদি থাকে এবং যে

Digitized by Google

সকল মাহিয়ানা এবং প্রাপ্তি তাহার পাওনা থাকে তাহা জব্দ হইয়া জাহাজের মালিককে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এইরূপ প্রত্যেক পলায়নের বৃত্তান্ত তৎকালেই পূর্ব্বোক্ত "লগ বুকের" মধ্যে লিখিতে হইবেক এবং জাহাজের অধ্যক্ষ ও মালিম কিম্বা ঐ অধ্যক্ষ এবং এক জন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী তাহাতে সহী করিবেন ইতি।

৩৩ ধারা।

যে বন্দরে কোন খালাসী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাছাড়া অন্য কোন স্থানে যদি কোন খালাসী আপনার বন্দোবস্তের মিয়াদের মধ্যে পলায়ন করে এবং যদি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ পলাতক খালাসীকে যে মাহিয়ানা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক মাহিয়ানাতে তাহার এওজে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তবে ঐ জাহাজের মালিক কি এজেণ্ট বা অধ্যক্ষ পলাতক ব্যক্তি আপনার কর্ম্ম রীতিমত করিলে তাহাকে যে টাকা দেয় হইত তদপেক্ষা অধিক যত মাহিয়ানা বা তাহার যে অংশ ঐ জাহাজের মালিক কি অধ্যক্ষ বা এজেণ্ট ঐ এওজী ব্যক্তিকে দিয়াছেন তাহা এই আইনের লিখিত জরীমানা যেরূপে আদায় করা যায় সেইরূপে এবং যে পর্য্যন্ত হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে ঐ পলাতক ব্যক্তির স্থানে আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কোন খালাসী ঐ মাহিয়ানার টাকার আধিক্য না দেওনপ্রযুক্ত তিন কালেণ্ডর মাসের অধিক কাল কয়েদ হইবেক না ইতি।

৩৪ ধারা।

যদি কোন খালাসী যাত্রার আরম্ভের পূর্ব্বে বা যাত্রার সময়ে কোন বন্দরহইতে জাহাজের গমনের পূর্ব্বে অব্যবহিত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খামখা অথবা জানিয়াশুনিয়া ও বিনানুমতিতে গরহাজির হয় তবে তাহা পলায়নের অপরাধ জ্ঞান হইবেক। এবং যদি কোন খালাসী কোন সময়ে বা কোন সময়পর্য্যন্ত আপনার জাহাজহইতে খামখা এইরূপে গরহাজির হয় যে সেই জাহাজ ত্যাগ করিতে এবং তাহাতে ফিরিয়া না যাইতে তাহার অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় তবে তাহা পলায়নের অপরাধ জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি কোন খালাসী বা আপ্রেণ্টিসকে পলাতক জানিয়া অথবা তাহাকে পলাতক বিশ্বাস করণের কারণ জানিয়া ঐ পলাতক খালাসী বা আপ্রেণ্টিসকে জানিয়াশুনিয়া আশ্রয় দেয় অথবা লুকাইয়া রাখে তবে এইরূপ আশ্রিত বা লুক্কায়িত প্রত্যেক খালাসী বা আপ্রেণ্টিসের জন্যে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৩৬ ধারা।

যে কোন খালাসী এই আইনানুসারে খাটিতে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার ঐ নিয়মিত চাকরীর শেষ না হওনের পূর্ব্বে তাহার স্থানে তিন টাকার অধিক কোন কর্জ আদায় করা যাইতে পারিবেক না। এবং কোন সরাইয়ের অধ্যক্ষ অথবা নাবিকেরদের ভেটেরাখানার অধ্যক্ষ খালাসী তাঁহার যে টাকা ধারে কথিত হয় তাহার বাবৎ ঐ খালাসীর কোন সিন্দুক কি হাতিয়ার বা অন্য সম্পত্তি আটক করিতে পারিবেন না। এবং যদি এমত কোন ব্যক্তি কোন খালাসীর সিন্দুক বা হাতিয়ার কি অন্য সম্পত্তি আটক করে তবে ঐ স্থানের বা তাহার নিকটের কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ খালাসী অথবা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি তাহার বিষয়ে শপথপূর্ব্বক নালিশ করিলে ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব সরাসরীমতে শপথ করাইয়া সেই বিষয়ের তজবীজ করিতে পারেন এবং আপনার দস্তখৎ ও মোহরকরা ওয়ারণ্টের দ্বারা সেই সম্পত্তি ক্রোক করণের এবং ঐ খালাসীকে ফিরিয়া দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং যে ব্যক্তি ঐ জিনিস আটক করিয়াছে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এইরূপ কোন জাহাজের তিন জন অথবা তাহাহইতে অধিক জন খালাসী নালিশ করিলে ঐ জুষ্টিসপ্রভৃতি ঐ জাহাজী ব্যক্তিরদের ব্যবহার ও ব্যয়ের জন্যে ঐ জাহাজের উপর যে আহার ও জল ও ঔষধ দেওয়া গিয়াছে কি রাখা গিয়াছে তাহা তজবীজ ও তদারক করিবেন কি তজবীজ ও তদারক করাইবেন। এবং যদি ঐ তজবীজ ও তদারক করিলে দৃষ্ট হয় যে ঐ আহার অথবা জল কি ঔষধ মন্দ অথবা ব্যবহারের অনুপযুক্ত কি যেরূপ আহারাদি দিতে হয় সেইরূপ নহে অথবা যদি তাহা অপ্রচুর বোধ হয় তবে যে কর্ম্মকারক তাহার তদারক করেন তিনি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে এই বিষয় লিখনের দ্বারা জানাইবেন। এবং যদি তাহাতে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ যে আহার বা জল কি ঔষধ ঐ তদারককারি কর্ম্মকারক মন্দ বা অনুপযুক্ত জ্ঞাত করিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তে উপযুক্ত আহার বা জল কি ঔষধ না দেন অথবা যদি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাতে যত আহার ও জল ও ঔষধের আবশ্যক তত আহারাদি না যোগান কিম্বা যে আহার ও জল ও ঔষধ তদারককারি কর্ম্মকারক মন্দ অথবা অনুপযুক্ত কহিয়াছেন তাহা খালাসীরদিগকে দেন তবে ঐ ব্যক্তি এমত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি।

৩৮ ধারা।

এই আইনানুসারে যে খালাসীরা নিযুক্ত হয় তাহারদের জন্যে উপযুক্তমতে কালাপাতীকরা এবং মজবুত তুতকের নীচে এক বাসস্থান প্রস্তুত করা যাইবেক এবং

Digitized by Google

প্রতিজনের জন্যে চতুরস্র চারি২ ফুট স্থান নিযুক্ত করা যাইবেক। এবং যে স্থান এইরূপে নিযুক্ত হয় তাহা যদি "টপ গালাণ্ট কোরকাসলের" নীচে হয় তবে "কোরকাসল" তুতক ও তাহার নীচের মাজিয়ার মধ্যে সাড়ে চারি ফুটের কম না হয় এমত ব্যবধান থাকিবেক এবং এই বিষয়ে ত্রুটি হইলে যে প্রত্যেক জনের এইপ্রকার উপযুক্ত বাসস্থান না করা যায় যাবৎ তাহার এইমত বাসস্থান না করা যায় তাবৎ দিন প্রতি চারি আনার হারে ঐ খালাসীর মাহিয়ানা বৃদ্ধি হইবেক এবং তাহার অন্য মাহিয়ানার মত তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

এই আইনের দ্বারা যে সকল জরীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হইলে হুকুম হইতে পারে এবং ১৮৩৯ সালের ২ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জরীমানার হুকুম করিলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারিত সেই প্রকারে ঐ জরীমানা খরচা সমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি।

৪০ ধারা।

এই আইনানুসারে করা সকল বন্দোবস্তক্রমে যে মাহিয়ানা পাওনা হয় অথবা যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার বিষয়ি সকল দাওয়া কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা শুননি ও নিষ্পত্তি হইতে পারে এবং যত টাকা ঐ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম করেন তাহা মায় খরচা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুকুম হয় তাহার স্থানে ১৮৩৯ সালের ২ আইনের বিধিক্রমে জরীমানা যেরূপে আদায় হয় সেইরূপে আদায় হইবেক ইতি।

৪১ ধারা।

এই আইনের বিধিক্রমে যে জাহাজ সমুদ্রে গমন করে সেই জাহাজ যাঁহার জিম্মায় বা কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে সেই জাহাজের "অধ্যক্ষ" জ্ঞান হইবেন। এবং আপ্রেণ্টিসছাড়া যে কোন ব্যক্তি ঐ জাহাজে জাহাজের চিকিৎসকব্যতিরিক্ত কোন পদে খাটিতে নিযুক্ত হয় বা বন্দোবস্ত করে সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে "খালাসী" জ্ঞান হইবেক। এবং "মালিক" এই কথা যদি ঐ জাহাজ একের অধিক ব্যক্তির সম্পত্তি হয় তবে সেই সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবেক এবং "এজেণ্ট" এই কথা একের অধিক যত ব্যক্তি মালিকের এজেণ্ট হন সেই সকলকে বুঝাইবেক ইতি।

Digitized by Google

A চিহ্নিত তফসীল।

১৮৫০ সালের ২৮ নম্বরী ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের করা আইনানুসারে এই বন্দোবস্ত এত টন বোম্বাইয়ের অমুক বন্দরের অমুক জাহাজের অমুক অধ্যক্ষের এবং যে নানা ব্যক্তির ইহাতে সহী আছে তাঁহারদের মধ্যে আপনারদের নিমিত্তে এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে উক্ত জাহাজে অন্য যে ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়াছে তাহারদের পক্ষে করা গেল।

উক্ত ব্যক্তিরদের দ্বারা এবং উক্ত ব্যক্তিরদের পক্ষে এই বন্দোবস্ত হইল এবং তাহারা একে২ উক্ত জাহাজে আপন২ নামের নিকটে যে২ কর্ম্ম লেখা আছে সেই২ কর্ম্মেতে অথবা অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখপর্য্যন্ত খাটিতে ইহার দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছে (জাহাজের কল্পিত যাত্রা এই স্থানে সাধ্যপর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে হইবেক এবং যে২ স্থানে ঐ জাহাজের লাগান করণের কল্প আছে তাহা লিখিতে হইবেক অথবা যদি তাহা না হইতে পারে তবে যেপ্রকার যাত্রায় জাহাজ নিযুক্ত হয় তাহা লিখিতে হইবেক।) এবং উক্ত মল্লারা আরো এই বন্দোবস্ত করিতেছে যে আমরা আজ্ঞাধীনে থাকিয়া বিশ্বস্তরূপে ও সরলতা ও মনোযোগপূর্ব্বক ও বাহোশে কার্য্য করিব এবং আপন২ কার্য্য ও পদে নিত্য মনোযোগপূর্ব্বক সেবা করিব এবং উক্ত জাহাজ ও তাহার সরঞ্জাম ও তাহার জিনিস ও তাহার মালের বিষয়ে তাহা জাহাজের উপর থাকুক কি নৌকায় থাকুক বা কিনারায় থাকুক মনিবের যথার্থ হুকুম প্রতিপালন করিব। এবং খালাসী উক্ত কর্ম্ম রীতিমতে ও সরলতা ও মনোযোগ ও বিশ্বাসপূর্ব্বক করিলে উক্ত জাহাজের অধ্যক্ষ মাহিয়ানাস্বরূপ উক্ত মল্লারদিগকে প্রত্যেক নামের পার্শ্বে যে টাকা লেখা আছে তাহা দিতে স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন। এবং ইহার দ্বারা আরো বন্দোবস্ত হইল যে জাহাজের মাল অথবা ন্যস্ত দ্রব্যের কোন ভাগ যদি তছরুফ হয় কি খামখা বা অমনোযোগিতাপূর্ব্বক ক্ষতি বা বিনষ্ট হয় তবে যে খালাসী সেই অপরাধ করিয়াছে তাহার মাহিয়ানাহইতে আপনার মনিবের ক্ষতিপূরণ যেপর্য্যন্ত হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত হইবেক এবং যদি কোন খালাসী আপনাকে কোন কার্য্যের যোগ্য বলিয়া জাহাজে চাকরী লয় এবং তৎপরে দৃষ্ট হয় যে সেই ব্যক্তি সেই কর্ম্ম করিতে পারে না তবে তাহার অযোগ্যতার অনুসারে এই বন্দোবস্তেতে যে মাহিয়ানার নিরিখ হইল তাহাহইতে কম মাহিয়ানা পাইবার যোগ্য হইবেক। ইহার প্রমাণস্বরূপ উক্ত ব্যক্তিরা লিখিত দিবসে ইহাতে দস্তখৎ করিয়াছে।

জাহাজের রেজিষ্টরের নম্বর ও তারিখ	নিযুক্ত হইবার স্থান ও সময়			নাবিকেরদের সম্পূর্ণ নাম	রেজিষ্টরী টিকিটের নম্বর	নাবিক শেষ যে জাহাজে খাটিয়াছিল তাহা	বয়স	যে নগরে কি দেশে জন্ম হইয়াছিল	জাতি কি ব্যবসা	কালেগুর মাসে অংশ বুঝিয়া কি যাত্রানুসারে যত মাহিয়ানা পাইবেক	কর্ম্মে ভর্ত্তি হওন সময়ে যত মাহিয়ানা আগাম দেওয়া যায়	মাসে২ যত অর্পণ করিতে হইবেক	প্রতিদিন যত ও যেপ্রকার আহার পাইবেক	দস্তখৎ	সাক্ষিরদের দস্তখৎ
	দিন	মাস	সাল												

অমুক বন্দরে করা এই বন্দোবস্তপত্রে লিখিত সমস্ত বেওরা সত্য ইহা আমি ইহার দ্বারা জানাইতেছি অমুক মাসের অমুক তারিখ।

অধ্যক্ষ।
মালিম।

Digitized by Google

B চিহ্নিত তফসীল।

অমুক বন্দরে রেজিষ্টরীহওয়া খালাসীর মাহিয়ানা অর্পণের টিকিট।

আমি অমুক নম্বরে রেজিষ্টরীহওয়া অমুক ব্যক্তি মাসেং এত টাকা মাহিয়ানাতে অমুক জাহাজের উপর অমুক পদে খাটিতেছি এবং আমি অমুক বন্দরে খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেবকে ক্ষমতা দিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি যে অমুক জাহাজের এজেণ্টের স্থানে যে মিয়াদের জন্যে আমি আগাম পাইয়াছি সেই মিয়াদপর্য্যন্ত খাটনের পর আমার যে মাহিয়ানা পাওনা হইবেক তাহার তৃতীয়াংশ লন্ এবং ঐ মিয়াদ আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে সমাপ্ত হইবেক এবং ঐ টাকা অমুক ব্যক্তিকে অথবা যে ব্যক্তির হাতে এই কাগজ থাকে সেই ব্যক্তিকে দিতে আমি ইহার দ্বারা ঐ রেজিষ্ট্রার সাহেবকে ক্ষমতা দিলাম এবং তিনি ইহার পৃষ্ঠে ঐ ব্যক্তির স্থানে মাসেং রসীদ লেখাইয়া লইবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৯ ঊনত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বিষ খাওয়ান নিবারণের বিষয়ি ১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার আইন।

বিষ কি প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য খাওয়াওনের বিষয়ি ১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার জন্যে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি কোন লোকের চিরস্থায়ি কি অল্প কালীন শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে অথবা আইনবিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করণের কি করিবার প্রবৃত্তি দেওনের অভিপ্রায়ে জানিয়া শুনিয়া এবং দ্বেষপূর্ব্বক তাহাকে কোন বিষ কি কোন বেহোঁশজনক কিম্বা মাদক কোন দ্রব্য অথবা অস্বাস্থ্যজনক বস্তু খাওয়ায় কি অন্য লোকের দ্বারা খাওয়ায় সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনামতে ঐ আদালত যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন সেই স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কতক বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইবার যোগ্য হইবেক অথবা চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

যে কোন গতিকে কোন ব্যক্তির নামে এমত নালিশ হয় যে সেই ব্যক্তি খুন করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে কোন বিষ বা প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য খাওয়াইয়াছে কিম্বা খাওয়াইতে প্রবৃত্তি দিয়াছে এবং যদি সাব্যস্তহওয়া ঐ অপরাধ

Digitized by Google

কেবল এই আইনানুসারের অপরাধ হয় তবে এই আইনানুসারে অপরাধের বিষয়ে তাহার নামে নালিশ হইলে যেরূপ দণ্ড হইত তাহার সেইরূপ দণ্ড হইতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন ১৮৩৮ সালের ৩১ আইনের অন্তর্গত এবং ঐ আইনের অংশস্বরূপ বোধ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩০ ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৪৬ সালের ১ আইন ও ১৮৫০ সালের ৪ আইনের অর্থ বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের আইন।

যেহেতুক ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৮ ধারা এবং ১৮৫০ সালের ৪ আইনের ১ ধারার কার্য্য ঐ২ আইন জারী হওনের পুর্ব্বের মোকদ্দমায় খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম ও বিধান হইল।

১ ধারা।

১৮৪৬ সালের ১ আইন জারী হওনের পুর্ব্বে বাদি প্রতিবাদি ও তাহারদের উকীলেরদের মধ্যে আপোসে যে বন্দোবস্ত করা গিয়াছিল তাহার বিষয়ে ঐ আইনের বিধান খাটে এমত জ্ঞান হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

১৮৫০ সালের ৪ আইনে হুকুম আছে যে সদর আদালতে আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার নম্বরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণার্থ উত্তর কালে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ নিরূপণ আছে কিন্তু ঐ আইন জারী হওনের পুর্ব্বে যে২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহার উপর নম্বরী আপীলের দরখাস্ত দরপেশ করণের মিয়াদ তিন মাস। এবং এই আইন জারী হওনের পুর্ব্বে উক্ত প্রকার মোকদ্দমার যে সকল আপীল উক্ত তিন মাস মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছিল তাহা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছে জ্ঞান হইবেক এবং ১৮৫০ সালের ৪ আইন জারী হওনের পুর্ব্বে যে সকল দাঁড়া ও বিধান চলন ছিল সে সকল দাঁড়া ও বিধানমতে ঐ আপীলের বিষয়ে কার্য্য হইবেক ইতি।

Digitized by Google

৩ ধারা।

শেষোক্ত আইনের ২ ধারার হুকুমমতে যে লিখিত এত্তেলা আপেলাণ্টকে দিতে হয় তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের আদালত ঘরে এত্তেলানামা লট্‌কানের দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে অথবা ঐ সদর আদালত ১৮৪১ সালের ১৭ আইনানুসারে উত্তর কালে যে বিধান প্রস্তুত করেন সেই বিধানের নির্দ্দিষ্ট পাঠ ও প্রকারানুসারে দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

১৮৫০ সালের ৪ আইন পাপরেরদের আপীলের বিষয়ে খাটে না। ঐ আপীল এইপর্য্যন্ত যে প্রকারে উপস্থিত করা যাইতেছে সেইপ্রকারে সর্ব্বতোভাবে করা যাইবেক। পরন্তু ইহার পূর্ব্বে হুকুম ছিল যে পাপরস্বরূপ আপীল করণের অনুমতি পাইবার তারিখের পর তিজীর বিষয়ে যে বিশেষ ওজর থাকে তাহা এবং আপীল করণের বিস্তারিত হেতুবাদ ছয় সপ্তাহ মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এইক্ষণে হুকুম হইল যে তিন মাসের মধ্যে দাখিল করিলে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এক জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

১৮৩৬ সালের ১৫ আইন রদ করণের আইন।

যেং হেতুতে সবাতু ও তাহার শামিল অন্যান্য প্রদেশ দেওয়ানী মোকদ্দমার সম্পর্কে তৎকালে আলাহাবাদে স্থাপিত এইক্ষণে আগ্রাতে স্থাপিত সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছিল সেইং হেতু রহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৩৬ সালের ১৫ আইন রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী হওনের সময়ে যে সকল মোকদ্দমা ও কার্য্য উক্ত আদালতের বিচারাধীন ছিল এই আইন জারী না হইলে সেই সকল মোকদ্দমার যেরূপে নিষ্পত্তি হইত সেইরূপে নিষ্পত্তি হইবেক এবং তাহার বিষয়ে যেং হুকুম হয় তাহা জারী হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

বাঙ্গলা দেশে পত্তনি তালুকের নীলামের নিমিত্তে যেং দাঁড়ার আবশ্যক আছে তাহা শুধরিবার আইন।

যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা বিধান হইয়াছে যে বাকী খাজানার নিমিত্তে যে প্রকার পত্তনি তালুকের নীলাম করিতে জমীদারেরদের স্বত্ব বহাল রাখা গিয়াছে জমীদারেরা জিলার দেওয়ানী আদালতে এক আরজী এবং কালেক্টর সাহেবের নিকটে তদ্রূপ অন্য আরজী দাখিল করিলে সেই প্রকার পত্তনি তালুকের নীলাম করণার্থ আরজী করিবার ক্ষমতা পাইতে পারে এবং যেহেতুক এমত অনেক নীলামের পুর্ব্বে দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল করা যায় নাই এবং পত্তনিদারের রক্ষার নিমিত্তে তাহা আবশ্যক নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইয়াছে।

১ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকারের কোন গতিকে জমীদারের দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল করিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু কালেক্টর সাহেবের নিকটে আরজী করিলে প্রচুর হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইন জারী হওনের পুর্ব্বে দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল না করিয়া পত্তনি তালুকের যে সকল নীলাম হইয়াছে যদি ১৮৫০ সালের আপ্রিল মাসের ৪ তারিখের পুর্ব্বে ঐ নীলাম অন্যথা করণের মোকদ্দমা উপস্থিত করা না

Digitized by Google

গিয়া থাকে তবে দেওয়ানী আদালতে আরজী হইলেও ঐ নীলাম যেরূপ সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে প্রত্যেক পত্তনিদারের তালুক উক্ত প্রকার আরজী দেওয়ানী আদালতে দাখিল না হইয়া এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে নীলাম হইয়াছে এবং ঐ নীলাম এই আইনের দ্বারা সিদ্ধ প্রকাশ হইয়াছে যদি কেবল দেওয়ানী আদালতে সেই আরজী দাখিল না হইয়া এমত নীলাম হওয়াপ্রযুক্ত সে পত্তনিদারের প্রকৃতপ্রস্তাব কোন ক্ষতি কি খেসারৎ হইয়া থাকে তবে সে পত্তনিদার জমীদারের নামে কিম্বা যে ব্যক্তির আরজীমতে নীলাম হইয়াছে তাহার অথবা তাহার স্থলাভিষিক্তেরদের নামে নালিশ করিয়া তাহার যে ক্ষতি কি খেসারৎ হইয়াছে তাহার প্রতিকার পাইতে পারিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৪ চতুস্ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভালমতে কয়েদ করিয়া রাখিবার আইন।

যেহেতুক শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহারা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৩ আইনানুসারে কয়েদ হইলে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিম কোর্টের এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে কোন কিল্লাতে কি জেলখানায় কিম্বা অন্য স্থানে আইনমতে কয়েদ হইতে পারে কি না এই বিষয়ের সন্দেহ হইয়াছে এবং এমত সন্দেহ ভঞ্জন করা এবং উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চলন করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

উক্ত দেশের মধ্যে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত যে কোন সুপ্রিম কোর্টের জেলখানায় অথবা উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন কিল্লাতে কিম্বা কোন জেলখানায় কি অন্য স্থানে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে কয়েদীকে কয়েদ করা বিহিত বোধ হয় সেই সুপ্রিম কোর্টের জেলখানার সরিফ সাহেবের নামে অথবা সে কিল্লার সেনাপতি সাহেবের কিম্বা সে জেলরক্ষকের নামে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৩ আইনানুসারে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহাকে কয়েদ করণের পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল

Digitized by Google

বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহাকে পরওয়ানার মধ্যের লিখিত কিল্লাতে কি জেলখানায় কিম্বা অন্য স্থানে কয়েদ করণার্থে ঐ পরওয়ানা বিশিষ্ট ক্ষমতা হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করা ও বিস্তারিত হওয়া উক্ত ১৮১৮ সালের ৩ আইনানুসারে যে প্রত্যেক সরিফ সাহেবের কি সেনাপতি সাহেবের কিম্বা জেলরক্ষকের জিম্মায় শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে কয়েদহওয়া কোন ব্যক্তি থাকে তাহার প্রতি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৩ আইন বিস্তারিত হইবেক ও খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।

হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের পরওয়ানাক্রমে যে কোন ব্যক্তি ঐ পরওয়ানাঅনুসারে উক্ত কোন সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে কয়েদ থাকে সেই ব্যক্তি আইনমতে কয়েদ হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1850:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by J. C. Sherriff.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৬ ষড়্‌ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ৪ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

এদেশীয় সিপাহীরদের নিমিত্তে যুদ্ধবিষয়ক আইনের ১১৩ ধারা শুধরিবার আইন।

যেহেতুক ইউরোপীয় সৈন্যেরা কয়েদ হইলে তাহারদের খোরাকপোশাকের বিষয়ে যেরূপ ব্যবহার হয় এদেশীয় সিপাহীরা কয়েদ হইলে তাহারদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করা বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পর্কীয় সিরিশ্‌তার এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদের শাসনের নিমিত্তে যুদ্ধবিষয়ক আইনের ১১৩ ধারার যে অংশে কোর্ট মার্স্যালের কিম্বা কোন ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কয়েদকরা উক্ত হুদ্দাদারেরদের ও সিপাহীরদের বেতন বন্দ করণের ও তাহারদের খোরাক দেওনের বিষয়ে হুকুম আছে সেই অংশ ১৮৫০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখঅবধি ও তাহার পর রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

১৮৫০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখঅবধি ও তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পর্কীয় সিরিশ্‌তায় এদেশীয় কোন হুদ্দাদার কিম্বা সিপাহী কি ছাউনির সঙ্গে গমনশীল ব্যক্তি কোর্ট মার্স্যালের হুকুমক্রমে কিম্বা অন্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে অথবা কোন ফৌজদারী আদালতের হুকুমক্রমে কয়েদ হইলে সেই ব্যক্তি কয়েদ থাকন কালে কোন

Digitized by Google

বেতন কি তনখা পাইবেক না কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়েং যে হার অথবা যে নিয়মের হুকুম করেন সেই হার কি সেই নিয়মে তাহারদের খোরাকপোশাক দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

এক জে হালিডে।
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সপ্তত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

সরকারী কর্ম্মকারকেরদের আচরণের বিষয়ের তদারকের নিয়ম করণের আইন।

যেহেতুক সরকারী যে২ কর্ম্মকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা তগীর হইতে পারেন না সেই২ কর্ম্মকারকের আচরণের তদারকের নিয়ম করণের বিষয়ি আইন সংশোধন করা এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশের মধ্যে তাহা একি প্রকার করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

১৮৩৮ সালের ৬ আইন এবং ১৮৩৯ সালের ২৬ আইন এবং ১৮৪৩ সালের ১৩ আইন রদ হইল কিন্তু ঐ২ আইনের দ্বারা যে কোন আইন বা যে কোন আইনের কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহা পুনরায় বহাল হইবেক না ইতি।

২ ধারা।

যখন গবর্ণমেণ্টের এমত বোধ হয় যে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি সেই গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইতে পারেন না এমত ব্যক্তির কদাচরণের অপবাদের সত্যাসত্যতার বিষয়ে রীতিমত ও প্রকাশরূপে তদারক করণের মাতবর কারণ আছে তখন গবর্ণমেণ্ট ঐ অপবাদের মর্ম্ম নালিশের বিশেষ২ দফা করিয়া লিখিতে হুকুম দিবেন এবং তাহার সত্যাসত্যতার বিষয়ের রীতিমত ও প্রকাশরূপে তদারক করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

৩ ধারা।

যে আদালত অথবা বোর্ড কি অন্য কর্ম্মকারকের অধীন অপবাদিত ব্যক্তি থাকেন ঐ আদালতপ্রভৃতির প্রতি অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তন্নিমিত্তে

ক

Digitized by Google

গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কমিস্যনরস্বরূপ বিশেষমতে নিযুক্ত হন তাঁহারদের প্রতি ঐ তদারক করণের ভার অর্পণ হইতে পারে। এবং ঐ কমিস্যন নিযুক্ত হওনের সম্বাদ তদারক করণের আরম্ভের পূর্ব্বে অতি কমে দশ দিন থাকিতে অপবাদিত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

যখন গবর্ণমেণ্ট ঐ নালিশ আপনি নির্ব্বাহ করিতে উচিত বোধ করেন তখন গবর্ণমেণ্ট আপনার তরফে ঐ মোকদ্দমা চালাইতে কোন কাহাকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

যখন কোন অপবাদকারি ব্যক্তি ঐ নালিশ করে তখন গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিবেন যে অপবাদের কথা লেখা যায় এবং সেই লিখন অপবাদকারি শপথ বা সুকৃতিক্রমে সাব্যস্ত করে এবং যে কোন ব্যক্তি এমত শপথ কিম্বা সুকৃতিপূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া ও দ্বেষপূর্ব্বক এই আইনানুসারে কোন মিথ্যা অপবাদ করে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করণের দণ্ডের যোগ্য হইবেক। কিন্তু এই আইনের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্তমতে শপথ কিম্বা সুকৃতিক্রমে অপবাদ বিনা যে কোন তদারক করণ উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন না ইতি।

৬ ধারা।

যখন কোন অপবাদকারি ঐ অপবাদ করিয়াছেন এবং মোকদ্দমা চালাইবার ভার তাঁহার হাতে থাকা গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করেন তখন গবর্ণমেণ্ট কমিস্যন নিযুক্ত করণের পূর্ব্বে ঐ অপবাদকারির স্থানে এই মজমুনে মাতবর জামিন চাহিবেন যে ঐ ব্যক্তি হাজির হইয়া ঐ নালিশ সম্পূর্ণরূপে ও শেষপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিবেন এবং বিষয়বিশেষে দ্বেষপূর্ব্বক নালিশ করণের অথবা মিথ্যা শপথ করণ কিম্বা করাওণের বিষয়ে তাঁহার প্রতি তৎপরে যে কোন বিপরীত নালিশ অথবা মোকদ্দমা হয় তাহার জওয়াব দিবার জন্যে সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইবেন ইতি।

৭ ধারা।

তৎপর মোকদ্দমা রুবকারের কোন সময়ে গবর্ণমেণ্ট উচিত বুঝিলে মোকদ্দমা ত্যাগ করিতে পারেন এবং ত্যাগ করিলে পর যদি নালিশকারি দরখাস্ত করে এবং সেই ব্যক্তি মোকদ্দমা চালাইতে চাহেন তবে পূর্ব্বোক্তমতে জামিন দিলে গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে তাঁহাকে মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি দিতে পারেন ইতি।

৮ ধারা।

অবজ্ঞা এবং কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতার দণ্ড করিবার যে ক্ষমতা ১৮৪১ সালের ৩০

Digitized by Google

আইনানুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতকে দেওয়া গিয়াছিল কমিস্যনর সাহেবেরদের সেইরূপ অপরাধের বিষয়ে সেইরূপ দণ্ড করিবার ক্ষমতা হইবেক এবং সাক্ষিরদিগকে তলব করণের ও দলীলদস্তাবেজ দাখিল করাওণের ও কমিস্যনঅনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহা ঐ কমিস্যনর সাহেবের থাকিবেক এবং ঐ জজ সাহেবেরদের যেরূপ নির্ব্বিঘ্নতা আছে কমিস্যনর সাহেবেরদের সেইরূপ নির্ব্বিঘ্নতা থাকিবেক। কিন্তু সাক্ষিরদিগকে হাজির করাওনের হুকুম এবং অন্য সকল জোরাবরী হুকুম যে সাক্ষী অথবা অন্য ব্যক্তির উপর জারী করিতে হয় সেই সাক্ষী বা অন্য ব্যক্তি যে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে বাস করে সেই জজ সাহেবের দ্বারা জারী হইবেক। এবং যদি সেই ব্যক্তি কলিকাতা বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের মধ্যে বাস করে তবে তথাকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা তাহা জারী হইবেক। যে আদালত বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আপনারদের সামান্য ক্ষমতাক্রমে সেইরূপ হুকুম জারী করিবার শক্তি রাখেন এইমত আদালত বা ব্যক্তিরদের প্রতি যদি ঐ কমিস্যন দেওয়া যায় তবে তাঁহারা ঐ কমিস্যনের অভিপ্রায়ের জন্যে সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন ইতি।

৯ ধারা।

ঐ কমিস্যনের অভিপ্রায়ের জন্যে পুর্ব্বোক্তমতে যে সকল আইনসিদ্ধ হুকুম দেওয়া যায় তাহা যে সকল ব্যক্তি প্রতিপালন না করে ঐ হুকুম যে আদালত বা অন্য কর্ম্মকারকের দ্বারা জারী হয় সেই আদালতপ্রভৃতিকর্ত্তৃক আদৌ দেওয়া গেলে তাহার যে দণ্ড হইত সেই দণ্ড হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

নালিশপত্রের নানা দফার এক নকল এবং যে দলীলদস্তাবেজ ও সাক্ষির দ্বারা প্রত্যেক দফা সাব্যস্ত করা যাইবেক তাহার এক তালিকা তদারকের আরম্ভের পুর্ব্বে অন্যূন তিন দিন আসামীকে দেওয়া যাইবেক অর্থাৎ তাহা দেওনের দিবস এবং তদারকের প্রথম দিবসছাড়া তিন দিন ইতি।

১১ ধারা।

তদারক আরম্ভ হইলে নালিশনির্ব্বাহক নালিশের নানা দফা কমিস্যনর সাহেবেরদের নিকটে দাখিল করিবেন এবং তাহা সকল লোকের সম্মুখে পাঠ করা যাইবেক, এবং তৎপরে আসামীর প্রতি হুকুম হইবেক যে প্রত্যেক দফার বিষয়ে "আমি দোষী" কি "আমি নির্দ্দোষী" ইহা জ্ঞাত করেন এবং তাঁহার সেই উত্তর নালিশের নানা দফার সঙ্গে অবিলম্বে রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক। যদি অপবাদিত ব্যক্তি ঐ অপবাদের জওয়াব দিবার নিমিত্তে স্বয়ং উপস্থিত হইতে স্বীকার না করেন অথবা

Digitized by Google

মাতবর হেতু বিনা ত্রুটি করেন অথবা তন্নিমিত্ত উকীল কি মোক্তার নিযুক্ত না করেন তবে সেই ব্যক্তি নালিশপত্রের লিখিত সকল দফার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

নালিশনির্ব্বাহক তৎপরে নালিশের নানা দফা এবং যে সাক্ষ্যের দ্বারা তাহা সাব্যস্ত করিতে স্থির হইয়াছে তাহা কমিস্যনর সাহেবদিগকে বুঝাইতে পারেন কিন্তু তাঁহার ঐ উক্তি রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

তৎপরে নালিশের পক্ষে লিখিত ও জোবানী সকল সাক্ষ্য দরপেশ হইবেক এবং নালিশনির্ব্বাহকের দ্বারা অথবা তাঁহার পক্ষে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক এবং আসামীর দ্বারা অথবা তাঁহার পক্ষে তৎপরে ঐ সাক্ষিরদের বিপরীত জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবেক। এবং যে কোন বিষয়ে সাক্ষিরদের বিপরীত জোবানবন্দী লওয়া গিয়াছে সেইং বিষয়ে নালিশনির্ব্বাহক ঐ সাক্ষিরদের পুনর্ব্বার জোবানবন্দী লইতে পারিবেন কিন্তু কমিস্যনর সাহেবেরদের অনুমতি বিনা কোন নূতন বিষয়ে তাহারদের জোবানবন্দী লইতে পারিবেন না। এবং ঐ কমিস্যনর সাহেবেরা যে জিজ্ঞাসা উচিত বুঝেন তাহা করিতে পারেন ইতি।

১৪ ধারা।

নালিশের পক্ষে মোকদ্দমার শেষ হওনের পুর্ব্বে যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে আসামীকে যে ফর্দ্দ দেওয়া গিয়াছিল সেই ফর্দ্দের মধ্যে লেখা না থাকা সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে কমিস্যনর সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে নালিশনির্ব্বাহককে অনুমতি দিতে পারেন অথবা আপনারাই নূতন সাক্ষ্য তলব করিতে পারেন। এবং তাহা হইলে যদি আসামী দাওয়া করেন তবে ঐ নূতন সাক্ষ্য উপস্থিত করণের পুর্ব্বে সম্পূর্ণ তিন দিবস মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত করাইতে পারেন অর্থাৎ যে দিবস আদালত স্থগিত হয় এবং যে দিবসে পুনর্ব্বার আদালতের কর্ম্ম আরম্ভ হয় তাহাছাড়া তিন দিন ইতি।

১৫ ধারা।

যখন নালিশের পক্ষে মোকদ্দমা সমাপ্ত হইয়াছে তখন আসামীকে জোবানী অথবা লিখনের দ্বারা যেমত উচিত বুঝেন জওয়াব দিতে হুকুম করা যাইবেক। যদি ঐ জওয়াব জোবানীরূপে দেওয়া যায় তবে তাহা রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক না কিন্তু যদি তাহা লিখনের দ্বারা দেওয়া যায় তবে তাহা সকলের সম্মুখে পাঠ হইয়া রোয়দাদে অর্পণ হইবেক এবং তাহার এক নকল তৎসময়ে নালিশনির্ব্বাহককে দেওয়া যাইবেক ইতি।

Digitized by Google

১৬ ধারা।

তৎপরে জওয়াবের পক্ষের সাক্ষ্য উপস্থিত করা যাইবেক এবং সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক এবং নালিশের পক্ষে সাক্ষিরদের বিষয়ে যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে ঐ সাক্ষিরা বিপরীত জোবানবন্দী দিবার এবং পুনরায় জোবানবন্দী দিবার যোগ্য হইবেক এবং কমিস্যনর সাহেব তাহারদিগকে সেইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন ইতি।

১৭ ধারা।

নালিশের পক্ষে কি জওয়াবের পক্ষে সকল সাক্ষী শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবেক। কিন্তু যদি তাহারা আদালতে শপথ করণহইতে মুক্ত আছে তবে সুকৃতি-পূর্ব্বক জোবানবন্দী দিবেক এবং ঐ শপথ বা সুকৃতি কমিস্যনর সাহেবেরদের এক জনের দ্বারা করাণ যাইবেক। এবং যে প্রত্যেক সাক্ষী সেইরূপ জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি যদি কোন আবশ্যক বিষয়েতে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইয়া ঐ দোষের দণ্ডের যোগ্য হইবেক। যখন নালিশ গবর্ণ-মেণ্টের তরফে নির্ব্বাহ না হয় তখন নালিশনির্ব্বাহক ব্যক্তি নালিশের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন এবং আসামী তাহার জোবানবন্দী লইতে পারেন ইতি।

১৮ ধারা।

কমিস্যনর সাহেবেরা অথবা তাঁহারদের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি সকল জোবানী সাক্ষ্যের সার ইঙ্গরেজী ভাষায় সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন এবং যে প্রত্যেক সাক্ষী তাহা দেয় তাহার নিকটে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা যাইবেক এবং যদি আবশ্যক হয় তবে যে ভাষাতে সাক্ষ্য দেওয়া যায় সেই ভাষায় সাক্ষ্যের কথা তাহাকে বুঝান যাইবেক এবং রোয়দাদের সঙ্গে রাখা যাইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

যদি আসামী কেবল জোবানী জওয়াব দেন এবং কোন সাক্ষী উপস্থিত না করেন তবে তাঁহার ঐ জওয়াবে তদারকের শেষ হইবেক। যদি সেই ব্যক্তি লিখিত জওয়াব দেন অথবা সাক্ষী উপস্থিত করেন তবে নালিশনির্ব্বাহক সমস্ত মোকদ্দমার বিষয়ে সাধারণ জোবানী উত্তর দিতে পারিবেন এবং জওয়াবের পক্ষে যে সাক্ষ্য দেওয়া গিয়াছিল তাহা খণ্ডন করিতে অন্য সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে পারেন। এবং তাহা হইলে ঐ নূতন সাক্ষী যদ্যপি আসামীকে দেওয়া ফর্দ্দের মধ্যে লিখিত ছিল না তথাপি ঐ ব্যক্তি মোকদ্দমা স্থগিত করিতে দাওয়া করিতে পারিবেন না ইতি।

২০ ধারা।

যখন কমিস্যনর সাহেবেরা বোধ করেন যে নালিশের নানা দফা অথবা তাহার

Digitized by Google

কোন এক দফা যথোচিত স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে লেখা যায় নাই তখন তাঁহারা আপনারদের বিবেচনামতে তাহা সংশোধিত করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং তাহা হইলে আসামীর দরখাস্তক্রমে ঐ তদারক ওয়াজিবী সময়পর্য্যন্ত স্থগিত করিতে পারেন। এবং কোন সাক্ষির পীড়ার হেতুতে অথবা অগত্যা গরহাজির হওনপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট কারণে কমিস্যনর সাহেবেরা উচিত বোধ করিলে নালিশ-নির্ব্বাহক অথবা আসামীর দরখাস্তক্রমে সময়ে২ ঐ তদারক স্থগিত করিতে পারেন। যখন ঐরূপ স্থগিতের দরখাস্ত করা যায় এবং তাহা গ্রাহ্য না হয় তখন কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ দরখাস্ত এবং তাহা নামঞ্জুর করণের কারণ রোয়দাদে লিখিবেন ইতি।

২১ ধারা।

তদারক সমাপ্ত হইলে কমিস্যনর সাহেবেরা ঐ কমিস্যনক্রমে আপনারদের কার্য্যের এক রিপোর্ট অগৌণে গবর্ণমেণ্টকে দিবেন এবং ঐ রোয়দাদের সঙ্গে২ নালিশের প্রত্যেক দফার বিষয়ে আপনারদের মত স্বতন্ত্র করিয়া লিখিবেন। এবং সমস্ত মোকদ্দমা দৃষ্টে তাঁহারা যাহা লিখিতে উচিত বোধ করেন তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

২২ ধারা।

কমিস্যনর সাহেবেরদের রিপোর্ট বিবেচনা করিলে পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে নূতন সাক্ষ্য লইতে অথবা তাঁহারদের মত আরো স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হুকুম দিতে পারেন। এবং গবর্ণমেণ্ট অপবাদের অতিরিক্ত দফাও প্রস্তুত করিতে হুকুম দিতে পারেন যদি তাহা করেন তবে প্রথম নানা দফার বিষয়ে যে প্রকারে তদারক করিবার হুকুম এই আইনেতে আছে সেই প্রকারে ঐ অতিরিক্ত দফার সত্যতার বিষয়ে তদারক করা যাইবেক। যখন বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্ত হইয়া থাকেন তখন গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে কমিস্যনর সাহেবেরদের রিপোর্ট যে আদালতের বা কর্ম্মকারকের অধীন আসামী থাকেন তাঁহার নিকটে পাঠাইতে পারেন এবং তাহার বিষয়ে তাঁহারদের মত চাহিতে পারেন। এবং পরিশেষে যে হুকুম যথার্থ বোধ হয় এবং এইমত গতিকে গবর্ণমেণ্টের দিবার শক্তি থাকে সেইমত হুকুম দিবেন ইতি।

২৩ ধারা।

এই আইনের মধ্যে "গবর্ণমেণ্ট" এই কথা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এবং বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর সাহেব অথবা শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরনর সাহেব এবং উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেব অর্থাৎ অপবাদিত ব্যক্তিকে তগীর করণের জন্যে যাঁহার অনুমতির আবশ্যক তাঁহাকে বুঝায় ইতি।

Digitized by Google

২৪ ধারা।

এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করা যাইবেক না যে প্রধান এবং অন্য সদর আমীনেরদের অথবা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটেরদের কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরেরদের সস্পেণ্ড কি তগীর করণের বিষয়ে যে কোন আক্ট কিম্বা আইন চলন আছে তাহা রদ হইয়াছে। কিন্তু যে কোন গতিকে গবর্ণমেণ্ট বিহিত বোধ করেন সেই গতিকে উক্ত কোন কার্য্যকারকেরদের নামে যে কোন অপবাদ হয় তাহার বিচার করিবার নিমিত্তে এই আইনানুসারে কমিস্যন নিযুক্ত হইতে পারিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করা যাইবেক না যে এই আইনানুসারে তদারক করণ বিনা কোন হেতুতে কোন সরকারী কার্য্যকারককে সস্পেণ্ড কিম্বা কর্ম্মহইতে অবসর করিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষমতা আছে তাহা খর্ব্ব হইয়াছে ইতি।

সমাপ্তঃ।

এফ জে হালিডে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

Digitized by Google

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৮ অষ্টত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ১ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

অপরাধের নিমিত্তে যাহারদের বিচার হইতেছে এইমত সকল ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করিবার অনুমতি দেওনের আইন।

যেহেতুক যাহারদের নামে ফেলোনি অপরাধের নালিশ হইয়াছে তাহারদিগকে উকীলের কিম্বা আটর্ণি অর্থাৎ মোক্তারের দ্বারা জওয়াব দিবার ক্ষমতা দেওনার্থে মৃত চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের অধিকারের সপ্তম বৎসরের এক আকৃট পার্লিমেণ্ট হইয়াছিল এবং ঐ আকৃটের বিধান ১৮৩৯ সালের ২২ আইনের দ্বারা বিস্তারিত হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে খাটান গিয়াছিল এবং যেহেতুক আইন উল্লঙ্ঘনের অপরাধের বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির নামে নালিশ হয় তাহারদিগকে সেই প্রকার অনুমতি দেওয়া যথার্থ ও উপযুক্ত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল।

১ ধারা।

সকল আদালতে এবং সকল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অথবা কোম্পানি বাহাদুরের হুকুমক্রমে মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণিয়া ব্যক্তিরদের সম্মুখে যে প্রত্যেক ব্যক্তির কোন অপরাধের নিমিত্তে বিচার হয় সেই ব্যক্তি আপনি কিম্বা তাহার নিযুক্ত মোক্তার জওয়াব দিবার অনুমতি পাইবেক এবং ফরিয়াদীর পক্ষে মোকদ্দমা সম্পন্ন হইলে পর সেই ব্যক্তি আপনি কিম্বা তাহার নিযুক্ত মোক্তার তাহার সম্পূর্ণ উত্তর ও জওয়াব দিতে অনুমতি পাইবেক ইতি।

২ ধারা।

উক্ত সকল আদালত ও মাজিষ্ট্রেট ও অন্য ব্যক্তিরদের উপদেশের নিমিত্তে নিজামৎ

Digitized by Google

হইবেক। এবং উক্ত হাসিল ও নিমক ও আফীনের রাজস্বের বোর্ডের এবং তাহার কর্ম্মকারকেরদের বিষয়ে যে সকল আকৃট ও আইন এক্ষণে চলন আছে সেইং আকৃটে ও আইনে উক্ত হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডে এবং তাহার কর্ম্মকারকেরদের পরিবর্ত্তে উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউর ও তাহার কর্ম্মকারকেরদের নাম লেখা থাকিলে যেরূপ বুঝা যাইত সেইরূপে উত্তর কালে বুঝা যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউ অদ্যাবধি বাঙ্গলা দেশে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ নামে খ্যাত হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

Digitized by Google

ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

করণর সাহেবেরদের এলাকার বিষয়ি আইন নির্দ্ধার্য্য করণের আইন।

করণর সাহেবেরদের এলাকার বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম ও বিধান হইল।

১ ধারা।

কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন স্থানের নিমিত্তে নিযুক্ত কোন করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে মরা লোকের শবের বিষয়ে যে সকল গতিকে তহকীক করা উচিত সেই২ গতিকে যে করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে ঐ শব থাকে সেই করণর সাহেব ঐ প্রকার তহকীক করিতে পারেন এবং করিবেন এবং ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর হেতু ঐ করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে হইলে বা না হইলে তাঁহার সম্মুখে এইমত যে প্রত্যেক তহকীক হয় তাহা মাতবর হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

ডবলিউ গ্রে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

JOHN C. MARSHMAN, *Bengalee Translator.*

Calcutta, 1851 :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by W. Palmer.

4250
4-3-36

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

R. CAMBRAY & CO.
Law & Oriental Booksellers
and Publishers,
CALCUTTA.

Digitized by Google

Digitized by Google